[illegible]

১ আলালের ঘরের দুলাল, ২ মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, ৩ রামারঞ্জিকা, ৪ যৎকিঞ্চিৎ, ৫ অভেদী, ৬ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, ৭ আধ্যাত্মিকা, ৮ ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত, ৯ বামাতোষিণী, ১০ কৃষিপাঠ, ১১ গীতাঙ্কুর।

সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিরচিত ভূমিকা সহিত।

১০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩২০ সাল।

নিবেদন।

সমাজের আবর্জনা দূর করা ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যাহাতে বঙ্গরমণী সংসারে আদর্শস্থানীয়া হয়েন, তদুদ্দেশ্য সাধনে তিনি—বঙ্গভাষার শৈশবাবস্থায়—যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা চিরকালই বঙ্গবাসীর নিকট সমাদৃত হইবে। ভাষা পরিমার্জ্জিত না হইলেও, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী কেবল সদুদ্দেশ্যের নিমিত্ত এবং বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ তদানীন্তন কালে নবোদ্ভূত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উপকার করার জন্য—বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে অক্ষয় স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে বুঝা যায়, বঙ্গসাহিত্যে ইহার স্থান কত উচ্চে।

প্রকাশকস্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান।

সাত আট বৎসর হইল, মৃত মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্দ্রলাল মিত্রকে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতার গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া পুনর্ম্মুদ্রিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। উক্ত মহাত্মার পুত্রেরা এক্ষণে সেই পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছাক্রমে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃত কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজীতে এমর্সনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্ যে; বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অল্পে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালীগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদ্যোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন।* কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কোনো হস্ত লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রাম মোহন রায় সে সময়ের গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন

* কবি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্য ও অতি প্রাঞ্জল ভাষার রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে অধিক নাই।

কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,—রম্ভা বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথার আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সংকীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি-লেখকের গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন

না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

এই দুইটী গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে "আলালের ঘরের দুলালের" ভাষা আদর্শভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন হৃদয়-গ্রাহিকা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুত বেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য

পড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আলালের ঘরের দুলাল।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

সন ১৩২০ সাল।

PREFACE.

আলালের ঘরের দুলাল।

BY

TEK CHAND THAKUR.

The above original Novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence. It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education on self-formation and religious culture, and is illustrative of the condition of Hindu society, manner, customs, &c., and partly of the state of things in the Moffussil. The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idomatic knowledge of the Bengali Language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful. The writer thinks it well to add that a large portion of this Tale appeared originally in a monthly publication which met with the approval of a number of friends, at whose request he has been induced to conclude and publish it in the present form.

ভূমিকা।

অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য কি, পাঠ করিলেই প্রকাশ হইবে। এ প্রকার পুস্তক লেখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোদ্যমে অবশ্য সদোষ হইবার সম্ভাবনা, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন।

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

আলালের ঘরের দুলাল।

১ বাবুরাম বাবুর পরিচয়—মতিলালের বাঙ্গালা সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা।

বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারি আদালতে অনেক কর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কর্ম্ম কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া যথার্থ পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিল না, বাবুরাম সেই প্রথানুসারেই চলিতেন। একে কর্ম্মে পটু, তাতে তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেব শুবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এজন্য অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের তাদৃক্ গৌরব হয় না। বাবুরাম বাবুর অবস্থা পূর্ব্বে বড় মন্দ ছিল, তৎকালে গ্রামে কেবল দুই এক ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব করিত। পরে তাঁহার সুদৃশ্য অট্টালিকা, বাগ বাগিচা, তালুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি হওয়াতে অনুগত ও অমাত্য বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অসংখ্য হইল। অবকাশ কালে বাটীতে আসিলে তাঁহার বৈঠকখানা লোকারণ্য হইত; যেমন মেঠাইওয়ালার দোকানে মিষ্ট থাকিলেই তাহা মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হয়, তেমন ধনের আমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়; বাবুরাম বাবুর বাটীতে যখন যাও, তখনই তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই। কি বড়, কি ছোট, সকলেই চারিদিকে বসিয়া তুষ্টিজনক নানা কথা কহিতেছে; বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত আর এলোমেলো লোকেরা একেবারেই জল উঁচু নীচু বলিত। এইরূপে কিছু কাল যাপন করিয়া বাবুরাম বাবু পেন্‌শন্ লইলেন ও আপন বাটীতে বসিয়া জমিদারি ও সওদাগরি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকের সর্ব্ব প্রকারে সুখ প্রায় হয় না ও সর্ব্ব বিষয়ে বুদ্ধিও প্রায় থাকে না। বাবুরাম বাবু কেবল ধন উপার্জ্জনেই মনোযোগ করিতেন। কি প্রকারে বিষয় বিভব বাড়িবে—কি প্রকারে দশজন লোকে জানিবে—কি প্রকারে গ্রামস্থ লোক সকল করযোড়ে থাকিবে—কি প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড সর্ব্বোত্তম হইবে, এই সকল বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও

দুই কন্যা ছিল। বাবুরাম বাবু বলরাম ঠাকুরের সন্তান, এজন্য জাতিরক্ষার্থ কন্যাদ্বয় জন্মিবামাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতারা কুলীন, অনেক স্থানে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল—বিশেষ পারিতোষিক না পাইলে বৈদ্যবাটীর শ্বশুর বাটীতে উকিও মারিত না। পুত্র মতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া সর্ব্বদাই বাইন করিত—কখন বলিত বাবা চাঁদ ধরিব—কখন বলিত বাবা তোপ খাব। যখন চীৎকার করিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিত, নিকটস্থ সকল লোক বলিত, ঐ বানকে ছেলেটার জালায় ঘুমান ভার! বালকটী পিতা মাতার নিকট আস্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না। যিনি বাটীর সরকার, তাঁহার উপর শিক্ষা করাইবার ভার ছিল। প্রথম প্রথম গুরুমহাশয়ের নিকটে গেলে মতিলাল আঁ আঁ করিয়া কান্দিয়া তাঁহাকে আঁচড় ও কামড় দিত, গুরুমহাশয় কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিতেন মহাশয়! আপনার পুত্রকে শিক্ষা করান আমার কর্ম্ম নয়। কর্ত্তা প্রত্যুত্তর দিতেন—ও আমার সবে ধন নীলমণি—ভুলাইয়া টুলাইয়া গায় হাত বুলাইয়া শেখাও। পরে বিস্তর কৌশলে মতিলাল পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ করিল। গুরুমহাশয় পায়ের উপর পা, বেত হাতে, দিয়ালে ঠেসান দিয়া ঢুল্‌ছেন ও বল্‌ছেন "ল্যাখ্‌রে ল্যাখ্‌"। মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে—গুরুমহাশয়ের নাক ডাকিতেছে—শিষ্য কি করিতেছে তাহা কিছুই জানেন না। তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই মতিলাল আপন পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত। সন্ধ্যাকালে ছাত্রদিগকে ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে মতিলাল গোলে হরিবোল দিত—কেবল গণ্ডার এণ্ডা ও বুড়িকা ও পণিকার শেষ অক্ষর বলিয়া ফাঁকি সিদ্ধান্ত করিত, মধ্যে মধ্যে গুরুমহাশয় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাকে কাটি দিয়া ও কোঁচার উপর জলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া তীরের ন্যায় প্রস্থান করিত। আর আহারের সময় চুণের জল ঘোল বলিয়া অন্য লোকের হাতদিয়া পান করাইত। গুরুমহাশয় দেখিলেন, বালকটী অতিশয় ত্রিপণ্ড, মা সরস্বতীকে একেবারে জলপান করিয়া বসিল, অতএব মনে করিলেন, যদি এত বেত্রাঘাতে সুযুত না হইল, কেবল গুরুমারা বিদ্যাই শিক্ষা করিল, তবে এমত শিষ্যের হাত হইতে ত্বরায় মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু কর্ত্তা ছাড়েন না, অতএব কৌশল করিতে হইল। বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভাল, ইহাতে বেতন দুই টাকা ও খোরাক পোশাক—উপরি লাভের মধ্যে তালপাত কলাপাত ও কাগজ ধরিবার কালে এক একটা সিধে ও এক এক যোড়া কাপড় মাত্র, কিন্তু বাজার সরকারিকর্ম্মে নিত্য কাঁচা কড়ি। এই বিবেচনা করিয়া কর্ত্তার নিকট গিয়া কহিলেন, মতিবাবুর কলাপাত ও কাগজ লেখা শেষ হইয়াছে এবং এক প্রস্থ জমিদারি কাগজও লেখান গিয়াছে। বাবুরাম বাবু এই সংবাদ পাইয়া আহ্লাদে মগ্ন হইলেন; নিকটস্থ পারিষদেরা বলিল, না হবে কেন! সিংহের সন্তান কি কখন শৃগাল হইতে পারে?

পরে বাবুরাম বাবু বিবেচনা করিলেন ব্যাকরণাদি ও কিঞ্চিৎ পার্সিশিক্ষা করান আবশ্যক। এই স্থির করিয়া বাটীর পূজারি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হে তোমার ব্যাকরণ ট্যাকরণ পড়া শুনা আছে? পূজারি ব্রাহ্মণ গণ্ডমূর্খ—মনে করিল যে চাউল কলা

পাই, তাতে তো কিছুই আঁটে না—এত দিনের পর বুঝি কিছু প্রাপ্তির পন্থা হইল। এই ভাবিয়া প্রত্যুত্তর করিল, আজ্ঞে হাঁ। আমি কুস্নুইমোড়ার ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তবাগীশের টোলে ব্যাকরণাদি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করি, কপাল মন্দ, পড়া শুনার দরুণ কিছুই লাভ টাব হয় না, কেবল আদা জল খাইয়া মহাশয়ের নিকট পড়িয়া আছি। বাবুরাম বাবু বলিলেন, তুমি অদ্যাবধি আমার পুত্রকে ব্যাকরণ শিক্ষা করাও। পূজারি ব্রাহ্মণ আশা বায়ুতে মুগ্ধ হইয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দুই এক পাত শিক্ষা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। মতিলাল মনে করিলেন, গুরুমহাশয়ের হাত হইতে তো মুক্ত হইয়াছি, এখন এ বেটা চাউলকলা খেকো বামুনকে কেমন করিয়া তাড়াই? আমি বাপ মার আদরের ছেলে—লিখি বা না লিখি, তাঁহারা আমাকে কিছুই বলিবেন না—লেখা পড়া শেখা কেবল টাকার জন্য—আমার বাপের অতুল বিষয়—আমার লেখা পড়ায় কাজ কি? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইল। আর যদি লেখা পড়া শিখিব, তবে আমার এয়ারবক্সিদিগের দশা কি হইবে? আমোদ করিবার এই সময়, এখন কি লেখা পড়ার যন্ত্রণা ভাল লাগে?

মতিলাল এই স্থির করিয়া পূজারি ব্রাহ্মণকে বলিল, অরে বামুন তুই যদি হ, য, ব, র, ল শিখাইতে আমার নিকট আর আস্‌বি, ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায় শুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব, কিন্তু বাবার কাছে গিয়া এ কথা বল্লে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারইঞ্চি ঝাড়িব যে তোর ব্রাহ্মণীকে কা'লই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে। পূজারি ব্রাহ্মণ হ, য, ব, র, ল, প্রসাদাৎ ক্ষণেক কাল হ, য, ব, র, ল, হইয়া থাকিলেন, পরে আপনা আপনি বিচার করিলেন, ছয় মাস প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি এক পয়সাও হস্তগত হয় নাই, আবার "লাভঃ পরং গোবধঃ"—প্রাণ নিয়া টানাটানি—এক্ষণে ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। পূজারি ব্রাহ্মণ যৎকালে এই সকল পর্য্যালোচনা করিতে ছিলেন, মতিলাল তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া বলিল—বড় যে বসে বসে ভাবচিস্? টাকা চাই? এই নে, কিন্তু বাবার কাছে গিয়া বল্‌গে আমি সব শিখেছি। পূজারি ব্রাহ্মণ কর্ত্তার নিকট বলিল, মহাশয়! মতিলাল সামান্য বালক নহে—তাহার অসাধারণ মেধা, যাহা একবার শুনে তাই মনে করিয়া রাখে। বাবুরাম বাবুর নিকট একজন আচার্য্য ছিল, বলিল মতিলালের পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। উটী ক্ষণজন্মা ছেলে, বেঁচে থাকিলে দিক্‌পাল হইবে।

অনন্তর পুত্রকে পার্সি পড়াইবার জন্য বাবুরাম বাবু এক জন মুন্‌সি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর আলাদি দরজির নানা হবিবলহোশেন তেল কাঠ ও ১৷৷৹ টাকা মাহিনাতে নিযুক্ত হইল। মুন্‌সি সাহেবের দন্ত নাই, পাকা দাড়ি, শণের ন্যায় গোঁপ, শিখাইবার সময় চক্ষু রাঙ্গা করেন ও বলেন "আরে বে পড়" ও কাফ গাফ্ আয়েন্ গায়েন্ উচ্চারণে তাঁহার বদন সর্ব্বদা বিকট হয়। একে বিদ্যা শিক্ষাতে কিছু অনুরাগ নাই, তাতে ঐরূপ শিক্ষক, অতএব মতিলালের পার্সি পড়াতেও ঐরূপ ফল হইল। একদিবস মুন্‌সি সাহেব হেট হইয়া কেতাব দেখিতেছেন ও হাত নেড়ে সুর করিয়া মস্‌নবির বয়েত্ পড়িতেছেন; ইত্যবসরে মতিলাল পিছন দিগ্ দিয়া একখান জলন্ত টিকে দাড়ির উপর ফেলিয়া দিল, তৎক্ষণাৎ দাউ দাউ

করিয়া দাড়ি জ্বলিয়া উঠিল। মতিলাল বলিল, কেমন রে বেটা শোরখেকো নেড়ে, আর আমাকে পড়াবি? মুন্সি সাহেব দাড়ি ঝাড়িতে ঝাড়িতে ও তোবা তোবা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন এবং জ্বালার চোটে চীৎকার করিয়া কহিলেন, এস্ মাফিক্ বেতমিজ আওর বদ্জাৎ লেড়কা কবি দেখা নাই—এস্ কাম্‌সে মুল্কমে চাব কর্ণা আচ্ছি হ্যায়। এস্ জেগে আনা হি হারাম হ্যায়—তোবা—তোবা—তোবা!!!

---

২ মতিলালের ইংরাজী শিখিবার উদ্যোগ ও বাবুরাম বাবুর বালীতে গমন।

মুন্সি সাহেবের দুর্গতির কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু বলিলেন, মতিলাল তো আমার তেমন ছেলে নয়—সে বেটা জেতে নেড়ে—কত ভাল হবে? পরে ভাবিলেন যে পার্সির চলন উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরাজী পড়ান ভাল। যেমন ক্ষিপ্তের কখন কখন জ্ঞানোদয় হয়, তেমনি অবিজ্ঞ লোকেরও কখন কখন বিজ্ঞতা উপস্থিত হয়। বাবুরাম বাবু ঐ বিষয় স্থির করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি বারাণসী বাবুর ন্যায় ইংরাজী জানি—"সরকার কম স্পিক নাট" আমার নিকটস্থ লোকেরাও তদ্রূপ বিদ্বান্, অতএব এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। আপন কুটুম্ব ও আত্মীয়দিগের নাম স্মরণ করাতে মনে হইল বালীর বেণী বাবু বড় যোগ্য লোক। বিষয় কর্ম্ম করিলে তৎপরতা জন্মে। এজন্য অবিলম্বে এক জন চাকর ও পাইক সঙ্গে লইয়া বৈদ্যবাটীর ঘাটে আসিলেন।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মাজিরা বৈঁতির জাল ফেলিয়া ইলিস মাছ ধরে ও দুই প্রহরের সময় মাল্লারা প্রায় আহার করিতে যায়, এজন্য বৈদ্য-বাটীর ঘাটে খেয়া কিংবা চল্‌তি নৌকা ছিল না। বাবুরাম বাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তা-পেড়ে ধুতি পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটী গণেশের মত—কোঁচান চাদর খানি কাঁধে—এক গাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বল্‌ছেন—অরে হরে! শীঘ্র বালী যাইতে হইবে দুই চার পয়সার এক খানা চল্‌তি পান্সি ভাড়া কর্‌তো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে মধ্যে বেআদব হয়। হরি বলিল, মহাশয়ের যেমন কাণ্ড! ভাত খেতে বসেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এসেচি—ভেটেল পান্‌সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত —এখন জোয়ার—দাঁড় টান্‌তে ও ঝিঁকে মার্‌তে মাজিদের কাল ঘাম ছুট্‌বে—গহনার নৌকায় গেলে দুই চার পয়সায় হতে পারে—চল্‌তি পান্সি চার্ পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম্ম নয়—এ কি থুতকুড়ি দিয়া ছাতু গোলা?

বাবুরাম বাবু দুটা চক্ষু কট্‌মট্ করিয়া বলিলেন—তোবেটার বড় মুখ বেড়েচে—ফের যদি এমন কথা কবি তো ঠাস্‌করে চড় মারবো। বাঙ্গালি ছোট জাতিরা একটু ঠোকর খাইলেই ঠক ঠক করিয়া কাঁপে, হরি তিরস্কার খাইয়া জড়সড় হইয়া বলিল—এজ্ঞে না, বলি এখন কি নৌকা পাওয়া যায়? এই বল্‌তে বল্‌তে এক খানা বোট গুনটেনে ফিরিয়া যাইতেছিল, মাজির সহিত অনেক কস্তাকস্তি ধস্তাধস্তি করিয়া ।৹ ভাড়া চুক্তি হইল—বাবুরাম বাবু চাকর ও পাইকের সহিত বোটের উপর উঠিলেন। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়া দুইদিক্ দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন, ওরে হরে! বোট খানা পাওয়া

গিয়াছে ভাল, মাজি! ওবাড়ীটা কার রে? ওটাকি চিনির কল? অহে চকমকি ঝেড়ে এক ছিলিম তামাক সাজো তো? পরে ভড় ভড় করিয়া হুঁকা টানিতেছেন—শুশুক গুলা এক এক বার ভেসে ভেসে উঠ্‌তেছে—বাবু স্বয়ং উঁচু হইয়া দেখ্‌তেছেন ও গুন্‌গুন্ করিয়া সখীসংবাদ গাইতেছেন—"দেখে এলাম শ্যাম তোমার বৃন্দাবন ধাম কেবল নাম আছে"। ভাঁটা হওয়াতে বোট সাঁ সাঁ করিয়া চলিতে লাগিল—মাজিরাও অবকাশ পাইল—কেহ বা গলুয়ে বসিল, কেহ বা বোকা ছাগলের দাড়ি বাহির করিয়া চারি দিগে দেখিতে লাগিল ও চাট গেঁয়ে সুরে গান আরম্ভ করিল "খুলে পড়বে কাণের সোণা শুনে বাঁশীর সুর"—

সূর্য্য অস্ত না হইতে হইতে বোট দেওনাগাজীর ঘাটেতে গিয়া লাগিল। বাবুরাম বাবুর শরীরটী কেবল মাংসপিণ্ড—চারি জন মাজিতে কুঁতিয়া ধরাধরি করিয়া উপরে তুলিয়া দিল। বেণী বাবু কুটুম্বকে দেখিয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক বস্তে আজ্ঞা হউক" প্রভৃতি নানাবিধ শিষ্টালাপ করিলেন। বাবুর বাটীর চাকর রাম তৎক্ষণাৎ তামুক সাজিয়া আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁকারি, দুই এক টান টানিয়া বলিলেন, ওহে হুঁকাটা পীসে—পীসে বল্‌ছে—খুড়া খুড়া বল্‌ছেনা কেন? বুদ্ধিমান্ লোকের নিকট চাকর থাকিলে সেও বুদ্ধিমান্ হয়। রাম অমনি হুঁকায় ছিচ্‌কা দিয়া—জল ফিরাইয়া—মিটেকড়া তামাক সেজে—বড়দেখে নল করে হুঁকা আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু হুঁকা সম্মুখে পাইয়া একেবারে যেন ইজারা করিয়া লইলেন—ভড়র ভড়র টান্‌ছেন—ধূঁয়া বৃষ্টি কর্‌ছেন—ও বিজর বিজর বক্‌ছেন।

বেণী বাবু। মহাশয় একবার উঠে একটা পান খেলে ভাল হয় না?

বাবুরাম বাবু। সন্ধ্যা হল—আর জল খাওয়া থাকুক্—এ আমার ঘর—আমাকে বল্‌তে হবে কেন?

দেখ মতিলালের বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হইয়াছে—ছেলেটিকে দেখে চক্ষু জুড়ায়, সম্প্রতি ইংরাজী পড়াইতে বাঞ্ছা করি—অল্প স্বল্প মাহিনাতে একজন মাষ্টার দিতে পার?

বেণী বাবু। মাষ্টার অনেক আছে, কিন্তু ২০।২৫ টাকা মাসে দিলে একজন মাজারি গোচের লোক পাওয়া যায়।

বাবুরাম বাবু। কতো—২৫ টাকা!!! অহে ভাই বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ—প্রতিদিন একশত পাত পড়ে—আবার কিছু কাল পরেই ছেলেটির বিবাহ দিতে হইবে। যদি এত টাকা দিব, তবে তোমার নিকট নৌকা ভাড়া করিয়া কেন এলাম? এই বলিয়া—বেণী বাবুর গায়ে হাত দিয়া হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বেণী বাবু। তবে কলিকাতায় কোন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিউন। এক জন আত্মীয় কুটুম্বের বাটীতে ছেলেটী থাকিবে, মাসে ৩।৪ টাকার মধ্যে পড়া শুনা হইতে পারিবে।

বাবুরাম বাবু। এত? তুমি বলে কয়ে কমজম করিয়া দিতে পার না? স্কুলে পড়া কি ঘরে পড়ার চেয়ে ভাল?

বেণী বাবু। যদ্যপি ঘরে এক জন বিচক্ষণ শিক্ষক রাখিয়া ছেলেকে পড়ান যায় তবে বড় ভাল হয়, কিন্তু তেমন শিক্ষক অল্প টাকায় পাওয়া যায় না, স্কুলে পড়ার গুণও আছে, দোষও আছে। ছেলেদিগের সঙ্গে একত্র পড়া শুনা করিলে পরস্পরের উৎসাহ জন্মে, কিন্তু সঙ্গ দোষ হইলে কোন কোন ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে, আর ২৫।৩০ জন বালক এক শ্রেণীতে

পড়িলে হট্টগোল হয়, প্রতিদিন সকলের প্রতি সমান তদারকও হয় না, সুতরাং সকলের সমান রূপ শিক্ষাও হয় না।

বাবুরাম বাবু। তা যাহা হউক— মতিকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিব, দেখে শুনে যাহাতে সুলভ হয়, তাহাই করিয়া দিও। যে সকল সাহেবের কর্ম্ম কাজ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাদের কেহ নাই—থাকিলে ধরে পড়ে অমনি ভর্ত্তি করিতে পারিতাম। আর আমার ছেলে মোটামোটি শিখিলেই বস্ আছে, বড় পড়াশুনা করিলে স্বধর্ম্মে থাকিবে না। ছেলেটি যাহাতে মানুষ হয় তাহাই করিয়া দিও—ভাই সকল ভার তোমার উপর।

বেণী বাবু। ছেলেকে মানুষ করিতে গেলে ঘরে বাহিরে তাদারক চাই। বাপকে স্বচক্ষে সব দেখতে হয়—ছেলের সঙ্গে ছেলে হইয়া খাটতে হয়। অনেক কর্ম্ম বরাতে চলে বটে, কিন্তু একর্ম্ম পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয় না।

বাবুরাম বাবু। সে সব বটে—মতি কি তোমার ছেলে নয়? আমি এক্ষণে গঙ্গাস্নান করিব, পুরাণ শুনিব, বিষয় আশয় দেখিব। আমার অবকাশ কই ভাই? আর আমার ইংরাজী শেখা সেকেলে রকম। মতি তোমার—তোমার—তোমার!!! আমি তাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব, তুমি যা জান তাই করিবে, কিন্তু ভাই! দেখো যেন বড় ব্যয় হয় না—আমি কাচ্ছা বাচ্ছাওয়ালা মানুষ—তুমি সকলতো বুঝতে পার?

অনন্তর অনেক শিষ্টালাপের পর বাবুরাম বাবু বৈদ্যবাটীর বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

৩ মতিলালের বালীতে আগমন ও তথায় লীলাখেলা পরে ইংরাজী শিক্ষার্থে বহুবাজারে

রবিবারে কুঠীওয়ালারা বড় ঢিলে দেন, হচ্ছে হবে, খাচ্চি খাব, বলিয়া অনেক বেলায় স্নান আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন, কেহ বা তাস পেটেন, কেহ বা মাছ ধরেন, কেহ বা তবলায় চাটি দেন, কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন, কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুঝেন, কেহ বা বেড়াতে যান, কেহ বা বহি পড়েন। কিন্তু পড়া শুনা অথবা সৎ কথার অলোচনা অতি অল্প হইয়া থাকে। হয় তো মিথ্যা গালগল্প কিংবা দলাদলির ঘোঁট, কি শম্ভু তিনটা কাঁটাল খাইয়াছে এই প্রকার কথাতেই কালক্ষেপণ হয়। বালীর বেণী বাবুর অন্য প্রকার বিবেচনা ছিল। এদেশের লোকদিগের সংস্কার এই যে, স্কুলে পড়া শেষ হইলে লেখা পড়ার শেষ হইল। কিন্তু এ বড় ভ্রম, আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত সাধনা করিলেও বিদ্যার কূল পাওয়া যায় না, বিদ্যার চর্চ্চা যত হয় ততই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে। বেণী বাবু এবিষয় ভাল বুঝিতেন এবং তদনুসারে চলিতেন। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহকর্ম্ম সকল দেখিয়া পুস্তক লইয়া বিদ্যানুশীলন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে চোদ্দবৎসরের একটী বালক—গলায় মাদুলী—কাণে মাকড়ি—হাতে বালা ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটী গড় করিল। বেণী বাবু এক মনে পুস্তক দেখিতেছিলেন বালকের জুতার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়া বলিলেন "এসো বাবা মতিলাল এসো, বাটীর সব ভাল তো"? মতিলাল বসিয়া সকল

কুশল সমাচার বলিল। বেণী বাবু কহিলেন অদ্য রাত্রে এখানে থাক, কল্য প্রাতে তোমাকে কলিকাতায় লইয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিব। ক্ষণেক কাল পরে মতিলাল জলযোগ করিয়া দেখিল অনেক বেলা আছে। চঞ্চল স্বভাব—এক স্থানে কিছু কাল বসিতে দারুণ ক্লেশ বোধ হয়—এজন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে দাড়ুড়ে বেড়াইতে লাগিল—কখন ঢেঁস্কেলের ঢেঁকিতে পা দিতেছে—কখন বা ছাতের উপর গিয়া দুপ্ দুপ করিতেছে—কখন বা পথিকদিগকে ইঁট পাটকেল মারিয়া পিট্টান দিতেছে। এই রূপে দুপদাপ্ করিয়া বালী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কাহারো বাগানের ফুল ছেঁড়ে—কাহারো গাছের ফল পাড়ে—কাহারো মট্‌কার উপর উঠিয়া লাফায়—কাহারো জলের কলসী ভাঙ্গিয়া দেয়।

বালীর সকল লোকই ত্যক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, এ ছোঁড়া কেরে? যেমন ঘরপোড়া দ্বারা লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল, আমাদিগের গ্রামটা সেইরূপ তচ্‌নচ্ হবে না কি? কেহ কেহ ঐ বালকের পিতার নাম শুনিয়া বলিল, আহা বাবুরাম বাবুর এ পুত্র—না হবে কেন? "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্।"

সন্ধ্যা হইল—শৃগালদিগের হোয়া হোয়া ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দে গ্রাম শব্দায়মান হইতে লাগিল। বালীতে অনেক ভদ্র লোকের বসতি, প্রায় অনেকের বাটীতে শালগ্রাম আছেন, এজন্য শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির ন্যূনতা ছিল না। বেণী বাবু অধ্যয়নানন্তর গামোড়া দিয়া উঠিয়া তামাক খাইতেছেন—ইত্যবসরে একটা গোল উপস্থিত হইল। পাঁচ সাত জন লোক নিকটে আসিয়া বলিল—মশাইগো! বৈদ্যবাটীর জমিদারের ছেলে আমাদের উপরে ইঁট মারিয়াছে—কেহ বলিল আমার ঝাঁকা ফেলিয়া দিয়াছে—কেহ বলিল আমাকে ঠেলে ফেলেদিয়াছে—কেহ বলিল আমার মুখে থুতু দিয়াছে—কেহ বলিল আমার ঘিয়ের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে। বেণী বাবু পরদুঃখে কাতর—সকলকে তুষেতেষে ও কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন, পরে ভাবিলেন এ ছেলের তো বিদ্যা নগদ হইবে—এক বেলাতেই গ্রাম কাঁপাইয়া দিয়াছে—এক্ষণে এখান হইতে প্রস্থান করিলে আমার হাড় জুড়ায়।

গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ খুড়া, ভগবতী ঠাকুরদাদা ও ফচ্‌কে রাজকৃষ্ণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বেণীবাবু এ ছেলেটী কে?—আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম—গোলের দাপটে উঠে পড়িলাম—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতে শরীরটা মাটী মাটী করিতেছে। বেণী বাবু কহিলেন, আর ও কথা কেনে বল? একটা ভারি কর্ম্মভোগে পড়িয়াছি—আমার একটী জমিদার বণ্ডা কুটুম্ব আছে—তাহার হ্রস্ব দীর্ঘ কিছুই জ্ঞান নাই—কেবল কতকগুলা টাকা আছে। ছেলেটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছে, কিন্তু এরমধ্যেই হাড় কালী হইল, এমন ছেলেকে তিন দিন রাখিলেই বাটীতে ঘুঘু চরিবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—জন কয়েক চেংড়া পশ্চাতে মতিলাল—"ভজ নর শম্ভুসুতেরে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আসিল। বেণী বাবু বলিলেন ঐ আস্‌ছে রে বাবু—চুপ কর—আবার দুই এক ঘা বসিয়ে দেবে নাকি? পাপকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচি। মতিলাল বেণী বাবুকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া ঈষদ্ধাস্য করত কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল। বেণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু কোথায় গিয়া-

ছিলে? মতিলাল বলিল, মহাশয়দের গ্রামটা কত বড় তাই দেখে এলাম।

পরে বাটীর ভিতর যাইয়া মতিলাল রাম চাকরকে তামাক আনিতে বলিল। অম্বুরি অথবা ভেলসায় সানে না, কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক খাইতে লাগিল। রাম তামাক যোগাইয়া উঠিতে পারে না—এই আনে—এই নাই। এইরূপ মুহুর্ম্মুহুঃ তামাক দেওয়াতে রাম অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারিল না। বেণী বাবু রোয়াকে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ও এক এক বার পিছন ফিরিয়া মিট মিট করিয়া উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। বেণী বাবু অন্তঃপুরে মতিলালকে লইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন ও নানা প্রকার চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা পরিতোষ করাইয়া তাম্বুল গ্রহণানন্তর আপনি শয়ন করিতে গেলেন। মতিলাল শয়নাগারে গিয়া পান তামাক খাইয়া বিছানার ভিতর ঢুকিল। কিছু কাল এ পাশ ও পাশ করিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া এক এক বার পায়চারি করিতে লাগিল ও এক এক বার নীলুঠাকুরের সখীসংবাদ অথবা রাম বসুর বিরহ গাইতে লাগিল। গানের চোটে বাটীর সকলের নিদ্রা ছুটে পলাইল।

চণ্ডীমণ্ডপে রাম ও কাশীজোড়া নিবাসী পেলারাম মালি শয়ন করিয়াছিল। দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি বড় আরামে হয়, কিন্তু ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত বিরক্তি জন্মে, গানের চীৎকারে চাকরের ও মালির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

পেলারাম। অহে বাপা রাম! এ সড়ার চিড়কারে মোর নিদ্রা হতেছে না—উঠে বগানে বীজ গুড়া কি পেড়াইব?

রাম। (গা মোড়া দিয়া) আরে রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে—এখন কেন উঠ বি? বাবু ভাল নালা কেটে জল এনেছে, এ ছোঁড়া কাণ ঝালাপালা কল্লে—গেলে বাঁচি।

পরদিন প্রভাতে বেণী বাবু মতিলালকে লইয়া বৌবাজারের বেচারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বেচারাম বাবু কেনারাম বাবুর পুত্র—বুনিয়াদি বড় মানুষ—সন্তানাদি কিছুই নাই—সাদাসিদে লোক কিন্তু জন্মাবধি গোঁগাখোঁদা—অল্প অল্প পিটপিটে ও চিড়চিড়ে। বেণী বাবুকে দেখিয়া স্বাভাবিক নাকিস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আরে কও কি মনে করে?"

বেণী বাবু। মতিলাল, মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িবে—শনিবার শনিবার ছুটি পাইলে বৈদ্যবাটী যাইবে। বাবুরাম বাবুর কলিকাতায় আপনার মত আত্মীয় আর নাই এজন্য এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।

বেচারাম। তার আটক কি—এও ঘর সেও ঘর। আমার ছেলে পুলে নাই, কেবল দুই ভাগিনেয় আছে, মতিলাল স্বচ্ছন্দে থাকুক।

বেচারাম বাবুর নাকিস্বরের কথা শুনিয়া মতিলাল খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। অমনি বেণী বাবু উহুঁ উহুঁ করত চোক টিপিতে লাগিলেন ও মনে করিলেন এমন ছেলে সঙ্গে থাকিলে কোথাও সুখ নাই। বেচারাম বাবু মতিলালের হাসি শুনিয়া বলিলেন—বেণী ভায়া! ছেলেটা কিছু বেদড়া দেখিতে পাই যে! বোধ হয় বালককালাবধি বিশেষ নাই পাইয়া থাকিবে। বেণী বাবু অতি অনুসন্ধানী—পূর্ব্বকথা সকলি জানেন, আপনিও ভুগিতেছেন—কিন্তু নিজ গুণে সকল ঢেকে ঢুকে লইলেন; গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলে মতিলাল মারা যায়—তাহার কলিকাতায় থাকাও হয় না ও স্কুলে পড়াও হয় না।

বেণী বাবুর নিতান্ত বাসনা সে কিছু লেখা পড়া শিখিয়া কোন প্রকারে মানুষ হয়।

অনন্তর অন্যান্য প্রকার অনেক আলাপ করিয়া বেচারাম বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া বেণী বাবু মতিলালকে সঙ্গে করিয়া শরবোরণ সাহেবের স্কুলে আসিলেন। হিন্দু কালেজ হওয়াতে শরবোরণ সাহেবের স্কুল কিঞ্চিৎ মেড়ে পড়িয়াছিল, এজন্য সাহেব দিন রাত্রি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন—তাঁহার শরীর মোটা—ভুরুতে রোঁ ভরা—গালে সর্ব্বদা পান—বেত হাতে—এক এক বার ক্লাসে ক্লাসে বেড়াতেন ও এক এক বার চৌকিতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন। বেণী বাবু তাঁহার স্কুলে মতিলালকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বালীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

৪ কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার বিবরণ, শিশু শিক্ষার প্রকরণ, মতিলালের কুসঙ্গ ও ধৃত হইয়া পুলিশে আনয়ন।

প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেই বসাখ বাবুরা সওদাগরি করিতেন, কিন্তু কলিকাতার এক জনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্ত্তা, ইশারা দ্বারা হইত। মানব স্বভাব এই যে, চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারাদ্বারাই ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্রিম-কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাব্‌কায় ইংরাজীর চর্চ্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রী ও আনন্দিরাম দাস অনেক ইংরাজী কথা শিখিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন। তাঁহার একটী স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৬ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল মাষ্টারগিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামস্‌ডিস্ পড়িত, ও কথার মানে মুখস্থ করিত। বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে জাইন ঝাড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহা দিতেন।

ফ্রেন্‌কো ও আরাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছুকাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।

যদি ছেলেদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহারা যে স্কুলে পড়ুক আপন আপন পরিশ্রমের জোরে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখিতে পারে। সকল স্কুলেরই দোষ গুণ আছে, এবং এমন এমন অনেক ছেলেও আছে যে, এ স্কুল ভাল নয়, ও স্কুল ভাল নয়, বলিয়া, আজি ওখানে—কালি ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—মনে করে, গোলমালে কাল কাটাইয়া দিতে পারিলেই বাপ মাকে ফাঁকি দিলাম। মতিলাল শরবোরণ সাহেবের স্কুলে দুই এক দিন পড়িয়া, কালুস সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইল!

লেখা পড়া শিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, সৎস্বভাব ও সৎ চরিত্র হইবে—বিবেচনা জন্মিবে ও যে যে বিষয়, কর্ম্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্ব্বপ্রকারে

ভদ্র হয় ও ঘরে বাহিরে সকল কর্ম্ম ভাল রূপ বুঝিতে পারে—করিতেও পারে। কিন্তু এমত শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ মারও যত্ন চাই—শিক্ষকেরও যত্ন চাই। বাপ যে পথে যাবেন, ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সৎ করিতে হইলে আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত। বাপ মদে ডুবে থাকিয়া ছেলেকে মদ খেতে মানা করিলে সে তাহা শুনিবে কেন? বাপ অসৎ কর্ম্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে, ছেলে বিড়াল তপস্বী জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে। যাহার বাপ ধর্ম্মপথে চলে, তাহার পুত্রের উপদেশ বড় আবশ্যক করে না—বাপের দেখাদেখি পুত্রের সৎ স্বভাব আপনাআপনি জন্মে। মাতারও আপন শিশুর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জননীর মিষ্ট বাক্যে, স্নেহে এবং মুখচুম্বনে শিশুর মন যেমন নরম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। শিশু যদি নিশ্চয় রূপে জানে যে, এমন এমন কর্ম্ম করিলে আমাকে মা কোলে লইয়া আদর করিবেন না, তাহা হইলেই তাহার সৎ সংস্কার বদ্ধমূল হয়। শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, শিষ্যকে কতকগুলা বই পড়াইয়া কেবল তোতা পাখী না করেন। যাহা পড়িবে তাহা মুখস্থ করিলে স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদ্যপি বুদ্ধির জোর ও কাজের বিদ্যা না হইল, তবে সে লেখাপড়া শেখা কেবল লোক দেখাবার জন্য। শিষ্য বড় হউক বা ছোট হউক, তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, পড়াশুনাতে তাহার মন লাগে। সেরূপ বুঝান শিক্ষার স্বধারা ও কৌশলের দ্বারা হইতে পারে, কেবল তাঁইস করিলে হয় না।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে থাকিয়া মতিলাল কিছু মাত্র সুনীতি শেখে নাই। এক্ষণে বহুবাজারে থাকাতে হিতে বিপরীত হইল। বেচারাম বাবুর দুই জন ভাগিনেয় ছিল, তাহাদের নাম হলধর ও গদাধর, তাহারা জন্মাবধি পিতা কেমন দেখে নাই। মাতার ও মাতুলের ভয়ে এক এক বার পাঠশালায় গিয়া বসিত, কিন্তু সে নাম মাত্র, কেবল পথে ঘাটে—ছাতে মাঠে—ছুটাছুটি—হুটোহুটি করিয়া বেড়াইত। কেহ দমন করিলে দমন শুনিত না, মাকে বলিত—তুমি এমন করতো আমরা বেরিয়ে যাব। একে চায় আরে পায়—তাহারা দেখিল মতিলালও তাহাদেরই একজন। দুই এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল। এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়। পরস্পর এ ওর কাঁধে হাত দেয় ও ঘরে দ্বারে বাহিরে ভিতরে হাত ধরাধরি ও গলা জড়াজড়ি করিয়া বেড়ায়। বেচারাম বাবুর ব্রাহ্মণী তাহাদিগকে দেখিয়া এক এক বার বলিতেন, আহা, এরা যেন একমার পেটের তিনটী ভাই।

কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ ক্রমাগত চুপ করিয়া, অথবা এক প্রকার কর্ম্ম লইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে সময় কাটাইবার উপায় চাই। শিশুদিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবে যে তাহারা খেলাও করিবে—পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত খেলাকরা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভাল নহে। খেলাধুলা করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, শরীর তাজা হইয়া উঠিলে তাহাতে পড়াশুনা করিতে অধিক মন যায়। ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—যাহা শেখা যায় তাহা মনে ভেসে ভেসে থাকে—ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু খেলারও হিসাব আছে, যে যে খেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয়, সেই সেই খেলাই উপকারক। তাস. পাশা প্রভৃতিতে কিছুমাত্র

ফল নাই—তাহাতে কেবল আলস্য স্বভাব বাড়ে—সেই আলস্যতে নানা উৎপাত ঘটে। যেমন ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে পড়াশুনা ভাল হয় না, তেমন ক্রমাগত খেলাতেও বুদ্ধি হোঁত্‌কা হয়, কেননা খেলায় শরীর সবল হইতে থাকে—মনের কিছু মাত্র শাসন হয় না, কিন্তু মন একটা না একটা বিষয় লইয়া অবশ্যই নিযুক্ত থাকিবে; এমন অবস্থায় তাহা কি কুপথে বই সুপথে যাইতে পারে? অনেক বালক এইরূপেই অধঃপাতে গিয়া থাকে।

হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়—যাহা মনে যায় তাই করে—কাহারও কথা শুনে না—কাহাকেও মানে না। হয় তাস—নয় পাসা—নয় ঘুড়ি—নয় পায়রা—নয় বুলবুল—একটা না একটা লইয়া সর্ব্বদা আমোদেই আছে; খাবার অবকাশ নাই—শোবার অবকাশ নাই—বাটীর ভিতর যাইবার জন্য চাকর ডাকিতে আসিলে অমনি বলে—যা বেটা যা আমরা যাব না। দাসী আসিয়া বলে, অগো মা ঠাকুরাণী যে শুতে পান না—তাহাকে বলে দুর্ হ হারামজাদি। দাসী মধ্যে মধ্যে বলে, আ মরি, কি মিষ্ট কথাই শিখেছ! ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া—উনপাঁজুরে—বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল। দিবা রাত্রি হট্টগোল—বৈঠকখানায় কাণ পাতা ভার—কেবল—হো হো শব্দ—হাসির গর্‌রা ও তামাক চরস গাঁজার ছর্‌রা, ধোঁয়াতে অন্ধকার হইতে লাগিল। কার সাধ্য সে দিক দিয়া যায়—কারই বাপের সাধ্য যে মানা করে। বেচারাম বাবু এক এক বার গন্ধ পান—নাক টিপে ধরেন আর বলেন—দূ'র দূ'র।

সঙ্গ দোষের ন্যায় আর ভয়ানক দোষ নাই। বাপ মা ও শিক্ষক সর্ব্বদা যত্ন করিলেও সঙ্গদোষে সব যায়, যে স্থলে ঐ রূপ যত্ন কিছু মাত্র নাই, সে স্থলে সঙ্গদোষে কত যে মন্দ তাহা বলা যায় না।

মতিলাল যে সকল সঙ্গী পাইল তাহাতে তাহার সুস্বভাব হওয়া দূরে থাকুক কুস্বভাব ও কুমতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সপ্তাহে দুই এক দিন স্কুলে যায় ও অতিকষ্টে সাক্ষিগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকে। হয়তো ছেলেদের সঙ্গে ফট্‌কি নাট্‌কি করে—নয়তো সেলেট্ লইয়া ছবি আঁকে পড়া শুনায় পাঁচ মিনিটও মন দেয় না। মন সর্ব্বদা উড়ু উড়ু কতক্ষণে সমবয়সিদের সঙ্গে ধূমধাম ও আহ্লাদ আমোদ করিব! এমন এমন শিক্ষকও আছেন যে, মতিলালের মত ছেলের মন কৌশলের দ্বারা পড়াশুনায় ভেজাইতে পারেন। তাঁহারা শিক্ষা করাইবার নানা প্রকার ধারা জানেন, যাহার প্রতি যে ধারা খাটে, সেই ধারা অনুসারে শিক্ষা দেন। এক্ষণে সরকারি স্কুলে যেরূপ ভড়ুঙ্গে রকম শিক্ষা হইয়া থাকে, কালুস সাহেবের স্কুলেও সেই রূপ শিক্ষা হইত। প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না—ভারি ভারি বহি পড়িবার অগ্রে সহজ সহজ বহি ভাল রূপে বুঝিতে পারে কি না তাহার অনুসন্ধান হইত না—অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল—ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল,—বুঝুক বা না বুঝুক জানা আবশ্যক বোধ হইত না এবং কি কি শিক্ষা করাইলে উত্তর কালে কর্ম্মে লাগিতে পারিবে তাহারও বিবেচনা হইত না। এমত স্কুলে যে ছেলে পড়ে তাহার বিদ্যাশিক্ষা কপালের বড় জোর না হইলে হয় না।

মতিলাল যেমন বাপের বেটা—যেমন সহবত পাইয়াছিল—যেমন স্থানে বাস করিত—যেমন

স্কুলে পড়িতে লাগিল তেমনি তাহার বিদ্যাও ভারি হইল। এক প্রকার শিক্ষক প্রায় কোন স্কুলে থাকে না, কেহ বা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে—কেহ বা গোঁপে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেড়ায়। বটতলার বক্রেশ্বর বাবু কালুস সাহেবের সোণার কাটি রূপার কাটি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বড়মানুষের বাটীতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন, আপনার ছেলের আমি সর্ব্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন! সে তো ছেলে নয় পরশ পাথর! স্কুলে উপর উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। একথা প্রকাশ হইলে ঘোর অপমান হইবে, এজন্য চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল যখন পড়াইতেন—মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ডিক্সনেরি দেখ্। ছেলেরা যাহা তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটা কুটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাষ্টারগিরি চলে না, কার্য্য শব্দ কাটিয়া কর্ম্ম লিখিতেন, অথবা কর্ম্ম শব্দ কাটিয়া কার্য্য লিখিতেন—ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমরা বড় বেআদব, আমি যাহা বলিব তাহার উপর আবার কথা কও? মধ্যে মধ্যে বড়মানুষের ছেলেদের লইয়া বড় আদর করিতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন তোমাদের অমুক জায়গার ভাড়া কত—অমুক তালুকের মুনফা কত? মতিলাল অল্প দিনের মধ্যে বক্রেশ্বর বাবুর অতি প্রিয়পাত্র হইল। আজ ফুলটি, কাল ফলটি আজ বই খানি, কাল হাতরুমাল খানি আনিত, বক্রেশ্বর বাবু মনে করিতেন মতিলালের মত ছেলেদিগকে হাত ছাড়া করা ভাল নয়—ইহারা বড় হইয়া উঠিলে আমার বেগুন ক্ষেত হইবে। স্কুলের তদারকের কথা লইয়া খুঁটি নাটি করিলে আমার কি পরকালে সাক্ষি দিবে?

শারদীয় পূজার সময় উপস্থিত—বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল—ঐ গোলে মতিলালের গোলে হরিবোল বাড়িতে লাগিল। স্কুলে থাকিতে গেলে ছট্‌ফটানি ধরে—একবার এদিকে দেখে—একবার ওদিকে দেখে—একবার বসে—একবার ডেস্ক বাজায়,—এক লহমাও স্থির থাকে না। শনিবারে স্কুলে আসিয়া বক্রেশ্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাপ্‌স্কুল করিয়া বাটী যায়। পথে পানের খিলি খরিদ করিয়া দুই পাশে পায়রাওয়ালা ও ঘুড়িওয়ালার দোকান দেখিয়া যাইতেছে—অম্লান মুখ, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত নাই। ইতিমধ্যে পুলিসের একজন সার্‌জন ও কয়েক জন পেয়াদা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। সারজন কহিল, তোমারা নাম পর পুলিসমে গেরেফ্‌তারি হুয়া—তোমকো জরুর জানে হোগা। মতিলাল হাত বাগড়া বাগড়ি করিতে আরম্ভ করিল। সারজন বলবান্—জোরে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মতিলাল ভূমিতে পড়িয়া গেল—সমস্ত শরীরে ছড় গিয়া ধূলায় পরিপূর্ণ হইল, তবুও এক এক বার ছিনিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সারজনও মধ্যে মধ্যে দুই এক কিল ও ঘুসা মারিতে থাকিল। অবশেষে রাস্তায় পড়িয়া বাপকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; এক এক বার তাহার মনে উদয় হইল যে, কেন এমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম—কুলোকের সঙ্গী হইয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল। রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গেল—এ ওকে জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপারটা কি? দুই এক জন বুড়ি বলাবলি করিতে লাগিল, আহা কার বাছাকে এমন করিয়া মারেগা।—ছেলেটীর

মুখ যেন চাঁদের মত—ওর কথা শুনে আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠে।

সূর্য্য অস্ত না হইতে হইতে মতিলাল পুলিসে আনীত হইল, তথায় দেখিল যে হলধর গদাধর ও পাড়ার রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ প্রভৃতিকেও ধরিয়া আনিয়াছে। তাহারা সকলে অধোমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বেলাকিরর সাহেব মাজিষ্ট্রেট—তাঁহাকে তজ্‌বিজ্‌ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি বাটী গিয়াছেন, এজন্য সকল আসামিকে বেলিগারদে থাকিতে হইল।

---

৫ বাবুরাম বাবুকে সংবাদ দেওনার্থে প্রেমনারায়ণকে প্রেরণ, বাবুরামের সভাবর্ণন, ঠকচাচার পরিচয়, বাবুরামের স্ত্রীর সহিত কথোপকথন, কলিকাতায় আগমন, প্রভাতকালীন কলিকাতার বর্ণন, বাবুরামের বাঞ্ছারামের বাটীতে গমন, তথায় আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ ও মতিলাল সংক্রান্ত কথোপকথন।

"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই"—টক্—টক্—পটাস্ পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে ও শালার গরু চল্‌তে পারে না বলে লেজ মুচ্‌ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু দুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়িকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়িখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেতো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স টংয়স ডংয়স ডংয়স করিয়া চলিতেছে—পটাপট্ পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ দুটা ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন—গাড়ির হেঁকোঁচে হেঁকোচে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরুর গাড়ি এগিয়ে গেল তাহাতে আরো বিরক্ত হইলেন। এবিষয়ে প্রেমনারায়ণের দোষ দেওয়া মিছে—অভিমান ছাড়া লোক পাওয়া ভার। প্রায় সকলেই আপনাকে আপনি বড় জানে। একটুকু মানের ত্রুটি হইলেই কেহ কেহ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে—কেহ কেহ মুখটি গোঁজ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রেমনারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—চাকরি করা ঝকমারি—চাকরে কুকুরে সমান—হুকুম করিলেই দৌড়িতে হয়। মতে, হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জ্বলে মরেছি—আমাকে খেতে দেয় নাই—শুতে দেয় নাই—আমার নামে গান বাঁধিত—সর্ব্বদা ক্ষুদে পীপড়ার কামড়ের মত ঠাট্টা করিত—আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে মধ্যে আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হো হো করিত। এসব সহিয়া কোন্ ভালো মানুষ টিকিতে পারে? ইহাতে সহজ মানুষ পাগল হয়। আমি যে কলিকাতা ছেড়ে পলাই নাই এই আমার বাহাদুরি—আমার বড় গুরু বল যে অদ্যাপিও সরকারগিরি কর্ম্মটি বজায় আছে। ছোঁড়াদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এখন জেলে পচে মরুক—আর

যেন খালাস হয় না— কিন্তু একথা কেবল কথার কথা, আমি নিজেই খালাসের তদ্বিরে যাইতেছি মনিবওয়ারি কর্ম্মচারী কি? মানুষকে পেটের জ্বালায় সব করিতে হয়।

বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু, বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই এক জন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্যঃ গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া টেঁকির কচ্‌কচি করিতেছেন। এক পাশে কয়েক জন শতরঞ্চ খেলিতেছে, তাহার মধ্যে এক জন খেলওয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে—তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত—উঠসার কিস্তিতেই মাৎ। এক পাশে দুই এক জন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে—তানপূরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে। এক পাশে মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জ্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে,—অনেকের দেনা পাওনা ডিগ্রি ডিসমিস্ হইতেছে—বৈঠকখানা লোকে থই থই করিতেছে। মহাজনেরা কেহ কেহ বলিতেছে, মহাশয়! কাহার তিন বৎসর—কাহার চার বৎসর হইল আমরা জিনিস সরবরাহ করিয়াছি, কিন্তু টাকা না পাওয়াতে বড় ক্লেশ হইতেছে—আমরা অনেক হাঁটা হাঁটি করিলাম—আমাদের কাজ কর্ম্ম সব গেল। খুচরা খুচরা মহাজনেরা যথা তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা সন্দেশওয়ালা তাহারাও কেঁদে ককিয়ে কহিতেছে—মহাশয়, আমরা মারা গেলাম—আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ—এমন করিলে আমরা কেমন করে বাঁচিতে পারি? টাকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল,—আমাদের দোকান পাট সব বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও সব শুকিয়ে মরিল। দেওয়ানজী এক এক বার উত্তর করিতেছে—তোরা আজ্ যা—টাকা পাবি বইকি—এত বকিস্ কেন? তাহার উপর যে চোড়ে কথা কহিতেছে অমনি বাবুরাম বাবু চোক মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে গালি গালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালি বড় মানুষ বাবুরা দেশ শুদ্ধ লোকের জিনিস ধারে লন—টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে—বাক্সের ভিতর টাকা থাকে কিন্তু টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জম্‌জমা হয় না। গরিব দুঃখী মহাজন বাঁচিলো কি মরিলো তাহাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু এরূপ বড় মানুষি করিলে বাপ পিতামহের নাম বজায় থাকে। অন্য কতকগুলা ফতো বড়মানুষ আছে—তাহাদের উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাঁড়। বাহিরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন—আয় দেখে ব্যয় করিতে হইলেই যমে ধরে—তাহাতে বাগানও হয় না—বাবুগিরিও চলে না। কেবল চটক দেখাইয়া মহাজনের চক্ষে ধূলা দেয়—ধারে টাকা কি জিনিস পাইলে দুআওরি লয়—বড় পেড়াপিড়ি হইলে এর নিয়ে ওকে দেয়, অবশেষে সমন ওয়ারিণ বাহির হইলে বিষয় আশয় বেনামি করিয়া গাঢাকা হয়।

বাবুরাম বাবুর টাকাতে অতিশয় মায়া—বড় হাত ভারি—বাক্স থেকে টাকা বাহির করিতে হইলে বিষম দায় হয়। মহাজনদিগের সহিত কচ্‌কচি ঝক্‌ঝকি করিতেছেন, ইতিমধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কলিকাতার সকল সমাচার কাণে কাণে বলিলেন। বাবুরাম বাবু শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন—বোধ হইল যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া তাঁহার মাথায় পড়িল। ক্ষণেক কাল পরে

সুস্থির হইয়া ভাবিয়া মোকাজান ডাকাইলেন। মোকাজান আদালতের কর্ম্মে বড় পটু। অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্ব্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে—সাক্ষী সাজাইয়া দিতে—দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে—গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে—দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে, নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর এক জন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাতে গলিয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন, আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে—রমজান ইদ সোবেরাত আমার করা সার্থক—বোধ হয় পিরের কাছে কসে ফয়তা দিলে আমার কুদ্রৎ আরও বাড়িয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া একটা বদনা লইয়া উজু করিতে ছিলেন, বাবুরাম বাবুর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া নির্জ্জনে সকল সংবাদ শুনিলেন। কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন—ডর কি বাবু! এমন কত শত মকদ্দমা মুঁই উড়াইয়া দিতেছি—এ বা কোন্ ছার্? মোর কাছে পাকা পাকা লোক আছে—তেনাদের সাথে করে নিয়ে যাব—তেনাদের জবানবন্দিতে মকদ্দমা জিত্‌বে—কিছু ডর কর না—কেল্ খুব ফজরে এসবো, এজ্ চল্লাম।

বাবুরাম বাবু সাহস পাইলেন বটে, তথাপি ভাবনায় অস্থির হইতে লাগিলেন। আপনার স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতেন, স্ত্রী যাহা বলিতেন সেই কথাই কথা—স্ত্রী যদি বলিতেন এ জল নয়—দুধ, তবে চোখে দেখিলেও বলিতেন তাইতো এ জল নয়—এ দুধ,—না হলে গৃহিণী কেন বল্‌বেন? অন্যান্য লোক আপন আপন পত্নীকে ভালবাসে বটে কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিতে পারে যে, স্ত্রীর কথা কোন্ কোন্ বিষয়ে ও কত দূর পর্য্যন্ত শুনা উচিত। সুপুরুষ আপন পত্নীকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসে কিন্তু স্ত্রীর সকল কথা শুনিতে গেলে পুরুষের শাড়ী পরিয়া বাটীর ভিতর থাকা উচিত। বাবুরাম বাবু স্ত্রী উঠ বলিলে উঠিতেন—বস বলিলে বসিতেন। কয়েক মাস হইল গৃহিণীর একটী নবকুমার হইয়াছে—কোলে লইয়া আদর করিতেছেন—দুই দিকে দুই কন্যা বসিয়া রহিয়াছে, কন্যার ও অন্যান্য কথা হইতেছে; এমত সময়ে কর্ত্তা বাটীর মধ্যে গিয়া বিষণ্ণভাবে বসিলেন এবং বলিলেন—গিন্নি! আমার কপাল বড় মন্দ—মনে করিয়াছিলাম মতিলাল মানুষ হইলে তাহাকে সকল বিষয়ের ভার দিয়া আমরা কাশীতে গিয়া বাস করিব, কিন্তু সে আশায় বুঝি বিধি নিরাশ করিলেন।

গৃহিণী। ওগো—কি—কি—শীঘ্র বল, কথা শুনে যে আমার বুক ধড়্‌ফড় কর্‌তে লাগ্‌ল—আমার মতি তো ভাল আছে?

কর্ত্তা। হাঁ—ভাল আছে—শুনিলাম পুলিসের লোক আজ্ তাহাকে ধরে হিঁচুড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে।

গৃহিণী। কি বল্লে?—মতিকে হিঁচুড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে? ওগো কেন কয়েদ করেছে? আহা, বাছার গায়ে কতই ছড় গিয়াছে, বুঝি আমার বাছা খেতেও পায় নাই—শুতেও পায় নাই! ওগো কি হবে? আমার মতিকে এখুনি আনিয়া দাও।

এই বলিয়া গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন—দুই কন্যা চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণীর রোদন দেখিয়া কোলের শিশুটিও কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে কথা বার্ত্তার ছলে কর্ত্তা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন মতিলাল মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে আসিয়া মায়ের নিকট হইতে নানা প্রকার ছল করিয়া টাকা লইয়া যাইত। গৃহিণী একথা প্রকাশ করেন নাই—কি জানি কর্ত্তা রাগ করিতে পারেন—অথচ ছেলেটিও আদুরে—গোসা করিলে পাছে প্রমাদ ঘটে। ছেলে পুলের সংক্রান্ত সকল কথা স্ত্রীলোকদিগের স্বামির নিকট বলা ভাল। রোগ লুকাইয়া রাখিলে কখনই ভাল হয় না। কর্ত্তা গৃহিণীর সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়া পর দিন কলিকাতায় যে স্থানে যাইবেন তথায় আপনার কয়েকজন আত্মীয়কে উপস্থিত হইবার জন্য রাত্রিতেই চিঠি পাঠাইয়া দিলেন।

সুখের রাত্রি দেখিতে দেখিতে যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে, তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিন্তু পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কৌশল—নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতে হইতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে দেখিতে ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—বলদেরা গোরু হইয়া চলিয়াছে—ধোবার গাধা থপাস থপাস করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হুহু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে! কেহ বলিতেছে পাপ ঠাকুরঝীর জ্বালায় প্রাণটা গেল—কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি—কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচতে সাধ নাই—বৌছুঁড়ি আমাকে দু পা দিয়া থেঁতলায়—বেটা কিছুই বলে না; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে, আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার বিয়েটী দিয়ে নি।

এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে স্থানে কাণামেঘ আছে—রাস্তা ঘাট সেঁত সেঁত করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম তামাক্ খাইয়া এক খানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না, অনেক চড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকম সকম দেখিয়া কেহ কেহ বলিল, ওগো বাবু ঝাঁকা মুটের উপর বসে যাবে? তাহা হইলে দুপয়সায় হয়? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে—বলিয়া যেমন বাবুরাম দৌড়িয়া মারিতে যাবেন, অমনি দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন। ছোঁড়া গুলো হো হো করিয়া দূরে থেকে হাত তালি দিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু অধোমুখে শীঘ্র একখানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন এবং খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে বাহির সিমলের বাঞ্ছারাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বাঞ্ছারাম বাবু বৈঠকখানার উকিল বটলর সাহেবের মুতসুদ্দি—আইন আদালত—মামলা মকদ্দমায় বড় ধড়িবাজ। মাসে মাহিনা ৫০ টাকা, কিন্তু প্রাপ্তির সীমা নাই, বাটীতে নিত্য ক্রিয়া কাণ্ড হয়। তাঁহার বৈঠকখানায় বালীর বেণী বাবু, বহুবাজারের বেচারাম বাবু, বটতলার

বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন।

বেচারাম। বাবুরাম! ভাল দুধ দিয়া কাল্ সাপ পুষিয়াছিলে। তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই—ছেলে হ'তে ইহ কালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেদার মদ খায়—জোয়া খেলে—অখাদ্য আহার করে। জোয়া খেলিতে খেলিতে ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা গদা ও আর আর ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ডূষ জল দিবে, এখন সে গুড়ে বালি পড়িল। ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব? দূঁর দূঁর।

বাবুরাম। কে কাহাকে মন্দ করিয়াছে তাহা নিশ্চয় করা বড় কঠিন—এক্ষণে তদ্বিরের কথা বলুন।

বেচারাম। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর—আমি জ্বালাতন হইয়াছি—রাত্রে ঠাকুর ঘরের ভিতর যাইয়া বোতল বোতল মদ খায়—চরস গাঁজার ধোঁয়াতে কড়িকাট কাল করিয়াছে—রূপা সোণার জিনিষ চুরি করিয়া বিক্রি করিয়াছে—আবার বলে একদিন শালগ্রামকে পোড়াইয়া চূণ করিয়া পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলিব। আমি আবার তাহাদের খালাসের জন্য টাকা দিব? দূঁর দূঁর।

বক্রেশ্বর। মতিলাল এত মন্দ নহে—আমি সচক্ষে স্কুলে দেখিয়াছি তাহার স্বভাব বড় ভাল—সে তো ছেলে নয়, পরেশ পাথর, তবে এমনটা কেন হইল বলিতে পারি না।

ঠকচাচা। মুই বলি এসব ফেল্‌ত বাতের দরকার কি? ত্যাল খেড়ের বাতেতে কি মোদের প্যাট ভর্‌বে? মকদ্দমাটার বনিয়াদটা পেকড়ে শেজিয়া ফেলা যাওক।

বাঞ্ছারাম। (মনে মনে বড় আহ্লাদ—মনে করিছেন বুঝি চিড়া দই পেকে উঠিল) কারবারি লোক না হইলে কারবারের কথা বুঝে না। ঠকচাচা যাহা বলিতেছেন তাহাই কাজের কথা। দুই এক জন পাকা সাক্ষীকে ভাল তালিম করিয়া রাখিতে হইবে—আমাদিগের বটলর সাহেবকে উকিল ধরিতে হইবে—তাতে যদি মকদ্দমা জিত না হয়, তবে বড় আদালতে লইয়া যাব—বড় আদালতে কিছু না হয়—কৌন্সেল পর্য্যন্ত যাব.—কৌন্সেলে কিছু না হয় তো বিলাত পর্য্যন্ত করিতে হইবে। একি ছেলের হাতে পিটে? কিন্তু আমাদিগের বটলর সাহেব না থাকিলে কিছুই হইবে না। সাহেব বড় ধর্ম্মিষ্ঠ, তিনি অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন, আর সাক্ষিদিগকে যেন পাখী পড়াইয়া তৈয়ার করেন।

বক্রেশ্বর। আপদে পড়িলেই বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক হয়। মকদ্দমার তদ্বির অবশ্যই করিতে হইবে। বেতদ্বিরে দাঁড়িয়ে হারা ও হাততালি খাওয়া কি ভাল?

বাঞ্ছারাম। বটলর সাহেবের মত বুদ্ধিমান উকিল আর দেখিতে পাই না। তাহার বুদ্ধির বলিহারি যাই। এ সকল মকদ্দমা তিনি তিন কথাতে উড়াইয়া দিবেন। এক্ষণে শীঘ্র উঠুন, তাঁহার বাটীতে চলুন।

বেণী। মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। প্রাণ বিয়োগ হইলেও অধর্ম্ম করিব না। খাতিরে সব কর্ম্ম পারি কিন্তু পরকালটি খোয়াইতে পারি না। বাস্তবিক দোষ থাকিলে দোষ স্বীকার করা ভাল—সত্যের মার নাই—বিপদে মিথ্যা পথ আশ্রয় করিলে বিপদ্ বাড়িয়া উঠে।

ঠকচাচা। হা—হা—হা—হা—মকদ্দমা করা কেতাবি লোকের কাম নয়—তেনারা একটা ধাবকাতেই পেলিয়ে যায়। এনার বাত মাফিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জল্‌দি যেতে হবে—কেয়া খুব!

বাঞ্ছারাম। আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরাল। বেণী বাবু স্থিরপ্রজ্ঞ—নীতিশাস্ত্রে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, তাঁহার সঙ্গে তখন এক দিন বালীতে গিয়া তর্ক করা যাইবে? এক্ষণে আপনারা গাত্রোত্থান করুন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! তোমার যে মত আমারও সেই মত—আমার তিন কাল গিয়াছে—এক কাল ঠেকেছে, আমি প্রাণ গেলেও অধর্ম্ম করিব না—আর কাহার জন্যে বা অধর্ম্ম করিব? ছোড়ারা আমার হাড় ভাজা ভাজা করিয়াছে—তাদের জন্যে আমি আবার খরচ করিব—তাদের জন্যে মিথ্যা সাক্ষি দেওয়াইব? তাহারা জেলে যায় তো এক প্রকার আমি বাঁচি। তাদের জন্যে আমার খেদ কি? তাদের মুখ দেখিলে গা জ্বলে উঠে—দূঁর দূঁর!!!

৬ মতিলালের মাতার চিন্তা, ভগিনী-দ্বয়ের কথোপকথন, বেণী ও বেচা-রাম বাবুর নীতি বিষয়ে কথোপ-কথন ও বরদাপ্রসাদ বাবুর পরিচয়।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে স্বস্ত্যয়নের ধূম লেগে গেল। সূর্য্য উদয় না হইতে হইতে শ্রীধর ভট্টাচার্য্য রামগোপাল চূড়ামণি প্রভৃতি জপ করিতে বসিলেন। কেহ তুলসী দেন—কেহ বিল্বপত্র বাছেন—কেহ ববম্‌ ববম্‌ করিয়া গালবাদ্য করেন—কেহ বলেন যদি মঙ্গল না হয় তবে আমি বামুন নহি—কেহ কহেন যদি মন্দ হয় তবে আমি পৈতে ওলাব। বাটীর সকলেই শশব্যস্ত—কাহারো মনে কিছুমাত্র সুখ নাই।

গৃহিণী জানালার নিকটে বসিয়া কাতরে আপন ইষ্ট দেবতাকে ডাকিতেছেন। কোলের ছেলেটি চুষী লইয়া চুষিতেছে—মধ্যে মধ্যে হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। শিশুটির প্রতি এক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী মনে মনে বলিতে-ছেন—জাদু! তুমি আবার কেমন হবে বলিতে পারি না। ছেলে না হবার এক জ্বালা—হবার শতেক জ্বালা—যদি ছেলের একটু রোগ হলো তো মার প্রাণ অমনি উড়ে গেল; ছেলে কিসে ভাল হবে এজন্য মা শরীর একেবারে ঢেলে দেয়—তখন খাওয়া বল, শোয়া বল, সব দূরে যায়—দিনকে দিন জ্ঞান হয় না, রাতকে রাত জ্ঞান হয় না, এত দুঃখের ছেলে বড় হয়ে যদি সুসন্তান হয় তবেই সব সার্থক, তা না হলে মার জীয়ন্তে মৃত্যু—সংসারে কিছুই ভাল লাগে না—পাড়া-পড়সির কাছে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না—বড় মুখটি ছোট হয়ে যায়, আর মনে হয় যে পৃথিবী দোফাঁক্‌ হও আমি তোমার ভিতর সেঁদুই। মতিকে যে করে মানুষ করেছি তা গুরুদেবই জানেন—এখন বাছা উড়তে শিখে আমাকে ভাল সাজাই দিতেছেন। মতির কুকর্ম্মের কথা শুনে আমি ভাজা ভাজা হয়েছি—দুঃখেতে ও ঘৃণাতে মরে রয়েছি। কর্ত্তাকে সকল কথা বলি না, সকল কথা শুনিলে তিনি পাগল হতে পারেন। দূর হউক, আর ভাবিতে পারি না। আমি মেয়ে মানুষ, ভেবেই বা কি করিব?—যা কপালে আছে তাই হইবে।

দাসী আসিয়া খোকাকে লইয়া গেল। গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিলেন। মনের ধর্ম্মই এই, যখন এক বিষয়ে মগ্ন থাকে তখন সে বিষয়টী হঠাৎ ভুলিয়া আর একটী বিষয়ে প্রায় যায় না। এই কারণে গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিয়াও আহ্নিক করিতে পারিলেন না। এক এক বার যত্ন করেন জপে মন দেন, কিন্তু মন সেদিকে যায় না। মতির কথা মনে উদয় হইতে লাগিল—সে যেন প্রবল স্রোত, কার সাধ্য নিবারণ করে। কখন কখন বোধ হইতে লাগিল তাহার কয়েদ হুকুম হইয়াছে—তাহাকে বাঁধিয়া জেলে লইয়া যাইতেছে—তাহার পিতা নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন—দুঃখেতে ঘাড় হেঁট করিয়া রোদন করিতেছেন। কখন বা জ্ঞান হইতেছে পুত্র নিকটে আসিয়া বলিতেছে মা আমাকে ক্ষমা কর—আমি যা করিয়াছি তা করিয়াছি আর আমি কখন তোমার মনে বেদনা দিব না; আবার এক এক বার বোধ হইতেছে যে মতির ঘোর বিপদ উপস্থিত—তাহাকে জন্মের মত দেশান্তর যাইতে হইবে। গৃহিণীর চটক ভাঙ্গিয়া গেলে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—এ দিনের বেলা—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না—এ তো স্বপ্ন নয়, তবে কি খেয়াল দেখিলাম? কে জানে আমার মনটা আজ কেন এমন হচ্চে। এই বলিয়া চক্ষের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে ভূমিতে আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন।

দুই কন্যা মোক্ষদা ও প্রমদা ছাতের উপরে বসিয়া মাথা শুকাইতে ছিলেন।

মোক্ষদা। ওরে প্রমদা! চুলগুলা ভাল করে এলিয়ে দে না, তোর চুলগুলা যে বড় উস্কখুস্ক হয়েছে!—না হবেই বা কেন! সাত জন্মে তো একটু তেল পড়ে না—মানুষের তেলে জলেই শরীর, বার মাস রুক্ষু নেয়ে নেয়ে কি একটা রোগনারা কর্‌বি? তুই এত ভাবিস্ কেন?—ভেবে ভেবে যে দড়ি বেটে ফেলি।

প্রমদা। দিদি! আমি কি সাধ করে ভাবি? মনে বুঝে না কি করি? ছেলেবেলা বাপ একজন কুলীনের ছেলেকে ধরে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন—এ কথা বড় হয়ে শুনেছি। পতি কত শত স্থানে বিয়ে করেছেন? আর তাঁহার যেরূপ চরিত্র তাতে তাঁহার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না। অমন স্বামী না থাকা ভাল।

মোক্ষদা। হাবি! অমন কথা বলিস্‌নে—স্বামী মন্দ হউক ছন্দ হউক, মেয়ে মানুষের এয়ত্ থাকা ভাল।

প্রমদা। তবে শুন্‌বে? আর বৎসর যখন আমি পালাজ্বরে ভুগ্‌তেছিনু—দিবারাত্র বিছানায় পড়ে থাকতুম—উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, সে সময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হলেন। স্বামী কেমন, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখি নাই, মেয়ে মানুষের স্বামীর ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম দুই দণ্ড কাছে বসে কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি বল্‌লে প্রত্যয় যাবে না—তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বল্‌লেন ষোল বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করে গিয়াছি—তুমি আমার এক স্ত্রী—টাকার দরকারে তোমার নিকটে আসিতেছি—শীঘ্র যাব—তোমার বাপকে বল্‌লাম তিনি তো ফাঁকি দিলেন—তোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও। আমি বল্‌লাম মাকে জিজ্ঞাসা করি—মা যা বলবেন তাই কর্‌বো। এই কথা শুনিবা মাত্র আমার হাতের বালা গাছটা জোর করে খুলে নিলেন। আমি একটু হাত বাগড়াবাগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন—তাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিনু,

তার পর মা আসিয়া আমাকে অনেকক্ষণ বাতাস করাতে আমার চেতনা হয়।

মোক্ষদা। প্রমদা তোর দুঃখের কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আইসে, দেখ্ তোর তবু এয়ত্ আছে আমার তাও নাই।

প্রমদা। দিদি! স্বামীর এই রকম। ভাগ্যে কিছুদিন মামার বাড়ী ছিলাম তাই একটু লেখা পড়া ও হুসুরি কর্ম্ম শিখিয়াছি। সমস্ত দিন কর্ম্ম কাজ ও মধ্যে মধ্যে লেখা পড়া ও হুসুরি কর্ম্ম করিয়া মনের দুঃখ ঢেকে বেড়াই। একলা বসে যদি একটু ভাবি তো মনটা অমনি জ্বলে উঠে।

মোক্ষদা। কি করবে? আর জন্মে কত পাপ করা গিয়েছিল তাই আমাদের এত ভোগ হতেছে। খাটা খা নি করলে শরীরটা ভাল থাকে মনও ভাল থাকে। চুপ করিয়া বসে থাকিলে দুর্ভাবনা বল, দুর্ম্মতি বল, রোগ বল, সকলি আসিয়া ধরে। আমাকে একথা মামা বলে দেন—আমি এই করে বিধবা হওয়ার যন্ত্রণাকে অনেক খাট করেছি; আর সর্ব্বদা ভাবি যে সকলই পরমেশ্বরের হাত, তাঁর প্রতি মন থাকাই আসল কর্ম্ম। বোন্! ভাব্তে গেলে ভাবনার সমুদ্রে পড়িতে হয়। তার কূল কিনারা নাই। ভেবে কি কর্বি? দশটা ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্—বাপ মার সেবা কর্—ভাই দুটির প্রতি যত্ন কর্, আবার তাদের ছেলেপুলে হলে লালন পালন করিস্ তারাই আমাদের ছেলেপুলে।

প্রমদা। দিদি! যা বল্তেছ তা সত্য বটে, কিন্তু বড় ভাইটিতো একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। কেবল কুকথা, কুকর্ম্ম ও কুলোক লইয়া আছে। তার যেমন স্বভাব তেমনি বাপ মার প্রতি ভক্তি—তেমনি আমাদের প্রতিও স্নেহ। বোনের স্নেহ ভায়ের প্রতি যতটা হয় ভায়ের স্নেহ তার শত অংশের এক অংশও হয় না। বোন্ ভাই তাই করে সারা হন কিন্তু ভাই সর্ব্বদা মনে করেন বোন বিদায় হলেই বাঁচি। আমরা বড় বোন—মতি যদি কখন কখন কাছে এসে দু একটা ভাল কথা বলে তাতেও মনটা ঠাণ্ডা হয় কিন্তু তার যেমন ব্যবহার তা তো জান?

মোক্ষদা। সকল ভাই এরূপ করে না। এমন ভাইও আছে যে বড় বোনকে মার মত দেখে, ছোট বোনকে মেয়ের মত দেখে। সত্যি বল্‌ছি এমন ভাই আছে যে ভাইকেও যেমন দেখে বোনকেও তেমন দেখে। দুদণ্ড বোনের সঙ্গে কথা বার্ত্তা না কহিলে তৃপ্তি বোধ করে না ও বোনের আপদ্ পড়িলে প্রাণপণে সাহায্য করে।

প্রমদা। তা বটে, কিন্তু আমাদিগের যেমন পোড়া কপাল তেমনি ভাই পেয়েছি। হায়! পৃথিবীতে কোন প্রকার সুখ হল না।

দাসী আসিয়া বলিল মা ঠাকুরুণ কাঁদ্‌ছেন—এই কথা শুনিবামাত্র দুই বোনে তাড়াতাড়ি করিয়া নীচে নামিয়ে গেলেন।

চাঁদনীর রাত্রি। গঙ্গার উপর চন্দ্রের আভা পড়িয়াছে—মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে—বনফুলের সৌগন্ধ মিশ্রিত হইয়া এক এক বার যেন আমোদ করিতেছে—ঢেউ গুলা নেচে নেচে উঠিতেছে। নিকটবর্ত্তী ঝোপের পাখী সকল নানা রবে ডাকিতেছে। বালীর বেণী বাবু দেওনাগাজির ঘাটে বসিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে কেদারা রাগিণীতে "শিখেহো" খেয়াল গাইতেছেন। গানেতে মগ্ন হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তালও দিতেছেন। ইতিমধ্যে, পেছন দিক্ থেকে "বেণী ভায়া বেণী ভায়া ও শিখেহো" বলিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। বেণী বাবু ফিরিয়া দেখেন যে

বৌবাজারের বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত। অমনি আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটে আনিয়া বসাইলেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! তুমি আজ বাবুরামকে খুব ওয়াজিব কথা বলিয়াছ। তোমাদের গ্রামে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলাম—তোমার উপর আমি বড় তুষ্ট হইয়াছি—এজন্য ইচ্ছা হইল তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

বেণী। বেচারাম দাদা! আমরা নিজে দুঃখী প্রাণী লোক, মজুরি করে এনে দিনপাত করি। যে সব স্থানে জ্ঞানের অথবা ধর্ম্ম কথার চর্চ্চা হয় সেই সব স্থানে যাই। বড়মানুষ কুটুম্ব ও আলাপী অনেক আছে বটে কিন্তু তাহাদিগের নিকট চক্ষুলজ্জা অথবা দায়ে পড়ে কিংবা নিজ প্রয়োজনেই কখন কখন যাই,- সাধ করে বড় যাই না, আর গেলেও মনের প্রীতি হয় না; কারণ বড়মানুষ বড়মানুষকেই খাতির করে, আমরা গেলে হদ্দ বল্‌বে—"আজ বড় গরমি—কেমন, কাজকর্ম্ম ভাল হচ্চে—অরে এক ছিলিম তামাক দে"। যদি একবার হেসে কথা কহিলেন তবে বাপের সঙ্গে বত্তে গেলাম। এক্ষণে টাকার যত মান তত মান বিদ্যারও নাই ধর্ম্মেরও নাই। আর বড়মানুষের খোসামোদ করাও বড় দায়! কথাই আছে "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণেক হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ" কিন্তু লোকে বুঝে না—টাকার এমন কুহক যে লোকে লাথিও খাচ্চে এবং নিকটে গিয়া, যে আজ্ঞাও কর্‌ছে। সে যাহা হউক, বড়মানুষের সঙ্গে থাক্‌লে পরকাল রাখা ভার, আজ্‌কের যে ব্যাপারটি হইয়াছিল তাতে পরকালটি নিয়ে বিলক্ষণ টানাটানি।

বেচারাম। বাবুরামের রকম সকম দেখিয়া বোধ হয় যে তাহার গতিক ভাল নয়। আহা! কি মন্ত্রী পাইয়াছেন! এক বেটা নেড়ে তাহার নাম ঠকচাচা। সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা। তার হাড়ে ভেল্‌কি হয়। বাঞ্ছারাম উকিলের বাটীর লোক: তিনি বর্ণচোরা আঁব—ভিজে বেড়ালের মত আস্তে আস্তে সলিয়া ফলিয়া লওয়ান্‌। তাঁহার জাদুতে যিনি পড়েন তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়, আর বক্রেশ্বর মাষ্টারগিরি করেন—নীতি শিখান অথচ জল উচ নীচ বলনের শিরোমণি। দূঁর দূঁর! যাহা হউক, তোমার এ ধর্ম্ম জ্ঞান কি ইংরাজী পড়িয়া হইয়াছে?

বেণী। আমার এমন কি ধর্ম্মজ্ঞান আছে? আমাকে এরূপ বলা কেবল অনুগ্রহ প্রকাশ করা। যৎকিঞ্চিৎ যাহা হিতাহিত বোধ হইয়াছে. তাহা বদরগঞ্জের বরদা বাবুর প্রসাদাৎ। সেই মহাশয়ের সহিত অনেক দিন সহবাস করিয়াছিলাম। তিনি দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছেন।

বেচারাম। বরদা বাবু কে? তাঁহার বৃত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া বল দেখি। এমত কথা সকল শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।

বেণী। বরদা বাবুর বাটী বঙ্গদেশে—পরগণে এটেকাগমারি। পিতার বিয়োগ হইলে কলিকাতায় আইসেন—অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ আত্যন্তিক ছিল—আজ খান এমত যোত্র ছিল না। বাল্যাবস্থাবধি পরমার্থ প্রসঙ্গে সর্ব্বদা রত থাকিতেন, এজন্য ক্লেশ পাইলেও ক্লেশ বোধ করিতেন না। এক খানি সামান্য খোলার ঘরে বাস করিতেন—খুড়ার নিকট মাস মাস যে দুটী টাকা পাইতেন, তাহাই কেবল ভরসা ছিল। দুই একজন সৎলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল—তদ্ভিন্ন কাহারও নিকট যাইতেন না, কাহারও উপর কিছু ভার দিতেন না। দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি ছিল না—আপনার বাজার আপনি করিতেন, আপনার রান্না আপনি রাঁধিতেন, রাঁধিবার সময় পড়া

শুনা অভ্যাস করিতেন; আর কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রে এক চিত্তে পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেন। স্কুলে ছেঁড়া ও মলিন বস্ত্রেই যাইতেন, বড় মানুষের ছেলেরা পরিহাস ও ব্যঙ্গ করিত, তিনি শুনিয়াও শুনিতেন না ও সকলকে ভাই দাদা ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যের দ্বারা ক্ষান্ত করিতেন। ইংরাজী পড়িলে অনেকের মনে মাৎসর্য্য হয়— তাহারা পৃথিবীকে শরাখান্ দেখে। বরদা বাবুর মনে মাৎসর্য্য কোনপ্রকারে মাৎসর্য্য করিতে পারিত না। তাঁহার স্বভাব অতি শান্ত ও নম্র ছিল, বিদ্যা শিখিয়া স্কুল ত্যাগ করিলেন। স্কুল ত্যাগ করিবামাত্র স্কুলে একটী ৩০ টাকার কর্ম্ম হইল। তাহাতে আপনি ও মা ও স্ত্রী ও খুড়ার পুত্রকে বাসায় আনিয়া রাখিলেন এবং তাঁহারা কিরূপে ভাল থাকিবেন, তাহাতেই অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। বাসার নিকট অনেক গরিব দুঃখী লোক ছিল, তাহাদিগের সর্ব্বদা তত্ত্ব করিতেন—আপনার সাধ্যক্রমে দান করিতেন ও কাহারো পীড়া হইলে আপনি গিয়া দেখিতেন এবং ঔষধাদি আনিয়া দিতেন। ঐ সকল লোকের ছেলেরা অর্থাভাবে স্কুলে পড়িতে পারিত না, এজন্য প্রাতে তিনি আপনি তাহাদিগকে পড়াইতেন। খুড়ার কাল হইলে খুড়তুতো ভায়ের ঘোরতর ব্যামোহ হয়, তাহার দিন রাত বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করাতে তিনি আরাম হন। বরদা বাবুর খুড়ীর প্রতি অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাঁহাকে মায়ের মত দেখিতেন। অনেকের পরমার্থ বিষয়ে শ্মশানবৈরাগ্য দেখা যায়। বন্ধু অথবা পরিবারের মধ্যে কাহারো বিয়োগ হইলে অথবা কেহ কোন বিপদে পড়িলে জগৎ অসার ও পরমেশ্বরই সারাৎসার এই বোধ হয়। বরদা বাবুর মনে ঐ ভাব নিরন্তর আছে। তাঁহার সহিত আলাপ অথবা তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা তাহা জানা যায়, কিন্তু তিনি এ কথা লইয়া অন্যের কাছে কখনই ভড়ং করেন না। তিনি চটকে মানুষ নহেন— জাঁক ও চটকের জন্য কোন কর্ম্ম করেন না। সৎকর্ম্ম যাহা করেন তাহা অতি গোপনে করিয়া থাকেন। অনেক লোকের উপকার করেন বটে, কিন্তু যাহার উপকার করেন কেবল সেই ব্যক্তিই জানে—অন্য লোক টের পাইলে অতিশয় কুণ্ঠিত হয়েন। তিনি নানা প্রকার বিদ্যা জানেন, কিন্তু তাঁহার অভিমান কিছুমাত্র নাই। লোকে একটু শিখিয়া পুঁটিমাছের মত ফর্ ফর্ করিয়া বেড়ায় ও মনে করে আমি বড় বুঝি—আমি যেমন লিখি, এমন লিখিতে কেহ পারে না—আমার বিদ্যা যেমন, এমন বিদ্যা কাহারো নাই—আমি যাহা বলিব সেই কথাই কথা। বরদা বাবু অন্য প্রকার ব্যক্তি, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রগাঢ়—তথাচ সামান্য লোকের কথাও অগ্রাহ্য করেন না এবং মতান্তরের কোন কথা শুনিলে কিছুমাত্র বিরক্তও হয়েন না বরং আহ্লাদপূর্ব্বক শুনিয়া আপন মতের দোষ গুণ পুনর্ব্বার বিবেচনা করেন। ঐ মহাশয়ের নানা গুণ, সকল খুঁটিয়া বর্ণনা করা ভার—মোট এই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মত নম্র ও ধর্ম্মভীত লোক কেহ কখন দেখে নাই—প্রাণ বিয়োগ হইলেও কখনও অধর্ম্মে তাঁহার মতি হয় না। এমত লোকের সহবাসে যত সৎ উপদেশ পাওয়া যায়, বহি পড়িলে তত হয় না।

বেচারাম। এমত লোকের কথা শুনে কাণ জুড়ায়। রাত অনেক হইল, পারাপারের পথ; বাটী যাই। কাল যেন পুলিসে একবার দেখা হয়।

৷ কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত, জষ্টিস অব পিস নিয়োগ, পুলিস বর্ণন, মতিলালের পুলিসে বিচার ও খালাস, বাবুরাম বাবুর পুত্র লইয়া বৈদ্যবাটী গমন, ঝড়ের উত্থান ও নৌকা জলমগ্ন হওনের আশঙ্কা।

সংসারের গতি অদ্ভুত—মানব বুদ্ধির অগম্য! কি কারণে কি হয় তাহা স্থির করা সুকঠিন। কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হইবে ও সেই কলিকাতা যে এই কলিকাতা হইবে ইহা কাহারো স্বপ্নেও বোধ হয় নাই।

কোম্পানির কুঠি প্রথমে হুগলিতে ছিল, তাঁহাদিগের গোমস্তা জাব চারনক সাহেব সেখানকার ফৌজদারের সহিত বিবাদ করেন, তখন কোম্পানির এত জারি জুরি চল্‌তো না, সুতরাং গোমস্তাকে হুড় খেয়ে পালাইয়া আসিতে হইয়াছিল। জাব চারনকের বারাকপুরে এক বাটী ও বাজার ছিল, এই কারণে বারাকপুরের নাম অদ্যাবধি চানক বলিয়া খ্যাত আছে। জাব চারনক একজন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ বিবাহ পরস্পরের সুখজনক হইয়াছিল কিনা তাহা প্রকাশ হয় নাই। তিনি নূতন কুঠি করিবার জন্য উলুবেড়িয়ায় গমনাগমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার ইচ্ছাও হইয়াছিল যে সেখানে কুঠি হয়, কিন্তু অনেক অনেক কর্ম্ম হ পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষ বাকি থাকিতেও ফিরিয়া যায়। জাব চারনক বটুকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল—তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে মধ্যে আরাম করিতেন ও তামাক খাইতেন। সেই স্থানে অনেক ব্যাপারিরাও জড় হইত। ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি মায়া হইল যে সেই স্থানেই কুঠি করিতে স্থির করিলেন। সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন খানি গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আরম্ভ হইল—পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ও কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল।

ইংরাজী ১৬৮৯ সালে কলিকাতা সহর হইতে আরম্ভ হয়। তাহার তিন বৎসর পরে জাব চারনকের মৃত্যু হইল, তৎকালে গড়ের মাঠ ও চৌরঙ্গি জঙ্গল ছিল, এক্ষণে যে স্থানে পরমিট্ আছে পূর্ব্বে তথায় গড় ছিল ও যে স্থানকে এক্ষণে ক্লাইব ষ্ট্রীট্ বলিয়া ডাকে সেই স্থানে সকল সওদাগরি কর্ম্ম হইত।

কলিকাতায় পূর্ব্বে অতিশয় মারীভয় ছিল এজন্য যে যে ইংরাজেরা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইত, তাহারা প্রতিবৎসর নবেম্বর মাসের ১৫ তারিখে একত্র হইয়া আপন আপন মঙ্গলবার্ত্তা বলাবলি করিত।

ইংরাজদিগের এক প্রধান গুণ এই যে, যে স্থানে বাস করে, তাহা অতি পরিষ্কার রাখে। কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সাফশুতরা হওয়াতে পীড়াও ক্রমে ক্রমে কমিয়া গেল; কিন্তু বাঙ্গালিরা ইহা বুঝিয়া ও বুঝেন না। অদ্যাবধি লক্ষ্মীপতির বাটীর নিকটে এমন খানা আছে যে দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া ভার।

কলিকাতার মাল, অদালত ও ফৌজদারি এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার একজন সাহেবের উপর ছিল। তাহার অধীনে একজন বাঙ্গালি

কর্ম্মচারী থাকিতেন, ঐ সাহেবকে জমিদার বলিয়া ডাকিত। পরে অন্যান্য প্রকার আদালত ও ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইল; আর পুলিসের কর্ম্ম স্বতন্ত্র হইয়া সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। ইংরাজী ১৭৯৮ সালে স্যার জন রিচার্ডসন প্রভৃতি জষ্টিস অব পিস মোকরর হইলেন। তদনন্তর ১৮০০ সালে ব্লাকিয়র সাহেব প্রভৃতি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

যাঁহারা জষ্টিস অব পিস হয়েন. তাঁহাদিগের হুকুম এদেশের সর্ব্বস্থানে জারি হয়। যাঁহারা কেবল মেজিষ্ট্রেট, জষ্টিস অব পিস নহেন, তাঁহাদিগের আপন আপন সরহদ্দের বাহিরে হুকুম জারি করিতে গেলে তথাকার আদালতের মদৎ আবশ্যক হইত, এজন্য সম্প্রতি মফঃস্বলের অনেক মেজিষ্ট্রেট জষ্টিস অব পিস হইয়াছেন।

ব্লাকিয়র সাহেবের মৃত্যু প্রায় চারি বৎসর হইয়াছে। লোকে বলে ইংরাজের ঔরষে ও ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম শিক্ষা এখানে হয়, পরে বিলাতে যাইয়া ভালরূপ শিক্ষা করেন। পুলিসের মেজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দবদবায় কলিকাতা সহর কাঁপিয়া গিয়াছিল—সকলেই থরহরি কাঁপিত। কিছুকাল পরে সন্ধান সুলুক করা ও ধরা পাকড়ার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল বিচার করিতেন। বিচারে সুপারগ ছিলেন, তাহার কারণ এই, এ দেশের ভাষা ও রীতি ব্যবহার ও ঘাঁৎঘুঁৎ সকল ভাল বুঝিতেন; ফৌজদারি আইন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল ও বহুকাল সুপ্রিমকোর্টের ইণ্টরপিটর থাকাতে মকদ্দমা কিরূপে করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার উত্তম জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

সময় জলের মত যায়—দেখিতে দেখিতে সোমবার হইল—গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল। সারজন, সিপাই, দারোগা, নায়েব, কাঁড়িদার, চৌকিদার ও নানা প্রকার লোকে পুলিস পরিপূর্ণ হইল। কোথাও বা কতগুলা বাড়ী ওয়ালি ও বেশ্যা বসিয়া পানের ছিবে ফেলেছে—কোথাও বা কতকগুলা লোক মারি খেয়ে রক্তের কাপড় সুদ্ধ দাঁড়াইয়া আছে—কোথাও বা কতকগুলা চোর অধোমুখে এক পার্শ্বে বসিয়া ভাবছে—কোথাও বা দুই এক জন টয়েবাঁধা ইংরাজিওয়ালা দরখাস্ত লিখ্‌ছে—কোথাও বা ফরিয়াদিরা নীচে উপরে টংয়স টংয়স করিয়া ফিরিতেছে—কোথাও বা সাক্ষীসকল পরস্পর ফুস্ ফুস্ করিতেছে—কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে—কোথাও বা উকিলদিগের দালাল ঘাপ্টিমেরে জাল ফেলিতেছে—কোথাও বা উকিলেরা সাক্ষীদিগের কাণে মন্ত্র দিতেছে—কোথাও বা আমলারা চালানি মকদ্দমা টুক্‌ছে—কোথাও বা সারজনেরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া মস্ মস্ করিয়া বেড়াচ্ছে—কোথাও বা সরদার সরদার কেরানিরা বলাবলি কর্‌ছে—এ সাহেবটা গাধা—ও সাহেব পটু—এ সাহেব নরম—ও সাহেব কড়া—কাল্‌কের ও মকদ্দমাটার হুকুম ভাল হয় নাই। পুলিস গস্ গস্ করিতেছে—সাক্ষাৎ যমালয়—কার্ কপালে কি হয়—সকলেই সশঙ্ক।

বাবুরাম বাবু আপন উকিল মন্ত্রী ও আত্মীয়গণ সহিত তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন—ঠকচাচার মাথায় মেস্তাই পাগড়ি—গায়ে পিরান—পায়ে নাগোরা জুতা—হাতে ফটীকের মালা—বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া এক এক বার দাড়ি নেড়ে তসবি পড়িতেছেন—কিন্তু সে কেবল ভেক। ঠকচাচার মত চালাক লোক

পাওয়া ভার। পুলিসে আসিয়া চারিদিকে যেন লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিলেন। একবার এ দিকে যান—এক বার ও দিকে যান—একবার সাক্ষীদিগের কাণেকাণে ফুস্ফুস্ করেন—এক এক বার বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া টেনে লইয়া যান—এক এক বার বটলর সাহেবের সঙ্গে তর্ক করেন—এক এক বার বাঞ্ছারাম বাবুকে বুঝান। পুলিসের যাবতীয় লোক ঠকচাচাকে দেখিতে লাগিল। অনেকের বাপ পিতামহ চোর ছেঁচড় হইলেও তাহাদিগের সন্তান সন্ততিরা দুর্ব্বল স্বভাব হেতু বোধ করে যে, তাঁহারা অসাধারণ ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য অন্যের নিকট আপন পরিচয় দিতে হইলে একেবারেই বলিয়া বসে আমি অমুকের পুত্র—অমুকের নাতি। ঠকচাচার নিকট যে আলাপ করিতে আসিতেছে তাহাকে অমনি বলিতেছেন—মুই আবদর রহমান গুলমহামদের লেড়্থা ও আমপক্পক্ গোলামহোসেনের পোতা। একজন ঠোঁটকাটা সরকার উত্তর করিল—আরে তুমি কাজ কর্ম্ম কি কর তাই বল—তোমার বাপ পিতামহের নাম নেড়ে পাড়ার দুই এক বেটা শোরখেকো জান্তে পারে—কলিকাতা সহরে কে জানবে? তারা কি সইস গিরি কর্ম্ম করিত? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—কি বল্ব এ পুলিস, দুসরা জেগা হলে তোর উপরে লেফিয়ে পড়ে কেমড়ে ধরতুম। এই বলিয়া বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, ও সরকারকে পাকতঃ দেখাইলেন যে আমার কত হুরমত—কত ইজ্জত।

ইতিমধ্যে পুলিসের সিঁড়ির নিকট একটা গোল উঠিল, এক খানা গাড়ি গড়গড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—গাড়ির দ্বার খুলিবামাত্র একজন জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন সাহেব নামিলেন—সারজনেরা অমনি টুপি খুলিয়া কুরনিস করিতে লাগিল ও সকলেই বলিয়া উঠিল—ব্লাকিয়র সাহেব আস্ছেন। সাহেব বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মারপিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিলেন, পরে মতিলালের মকদ্দমা ডাক হইল। একদিকে কালে খাঁ ও ফতে খাঁ ফরিয়াদি দাঁড়াইল, আর একদিকে বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু, বালীর বেণী বাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু, বৌবাজারের বেচারাম বাবু, বাহির সিমলার বাঞ্ছারাম বাবু ও বৈটকখানার বটলর সাহেব দাঁড়াইলেন। বাবুরাম বাবুর গায়ে যোড়া, মাথায় খিড়কিদার পাগ্ড়ি, নাকে তিলক, তার উপরে এক হোমের ফোঁটা—দুই হাত যোড় করিয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন—মনে করিতেছেন যে, চক্ষের জল দেখিলে অবশ্যই সাহেবের দয়ার উদয় হইবে। মতিলাল, হলধর গদাধর, ও অন্যান্য আসামিরা সাহেবের সম্মুখে আনীত হইল। মতিলাল লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার অনাহারে শুষ্ক বদন দেখিয়া বাবুরাম বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ফরিয়াদিরা এজেহার করিল যে, আসামিরা কুস্থানে যাইয়া জুয়া খেলিত; তাহাদিগকে ধরাতে বড় মারপিট করিয়া ছিনিয়ে পলায়—মারপিটের দাগ গায়ের কাপড় খুলিয়া দেখাইল। বটলর সাহেব ফরিয়াদির ও ফরিয়াদির সাক্ষীর উপর অনেক জেরা করিয়া মতিলালের সংক্রান্ত এজেহার কতক কাঁচাইয়া ফেলিলেন। এমত কাঁচান আশ্চর্য্য নহে, কারণ একে উকিলী ফন্দি, তাতে পূর্ব্বে গড়াপেটা হইয়াছিল—টাকাতে কি না হইতে পারে? "কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয়"। পরে বটলর সাহেব আপন সাক্ষী সকলকে তুলিলেন। তাহারা বলিল, "মারপিটের দিনে মতিলাল বৈদ্যবাটীর

বাটীতে ছিল। কিন্তু ব্লাকিয়র সাহেবের খচুনিতে এক এক বার ঘবড়িয়া যাইতে লাগিল। ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়—পা পিছলে যাইতে পারে—মকদ্দমা করিতে গেলে প্রায় লোকের দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না—সত্যের সহিত ফারখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুক্‌তে হয়—কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে; এই কারণে তিনি সম্মুখে আসিয়া স্বয়ং সাক্ষ্য দিলেন—অমুক দিবস অমুক তারিখে অমুক সময়ে তিনি মতিলালকে বৈদ্যবাটীর বাটীতে ফার্সি পড়াইতেছিলেন। মেজিষ্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন, কিন্তু ঠকচাচা হেল্‌বার দোল্‌বার পাত্র নয়—মামলায় বড় টঙ্ক, আপনার আসল কথা কোন রকমেই কমপোক্ত হইল না। অমনি বটলর সাহেব বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পরে মাজিষ্ট্রেট ক্ষণেক কাল ভাবিয়া হুকুম দিলেন—মতিলাল খালাস ও অন্যান্য আসামির এক এক মাস মিয়াদ এবং ত্রিশ ত্রিশ টাকা জরিমানা। হুকুম হইবামাত্র হরিবোলের শব্দ উঠিল ও বাবুরাম বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, ধর্ম্মাবতার! বিচার সূক্ষ্ম হইল, আপনি শীঘ্র গবর্ণর হউন।

পুলিসে উঠানে সকলে আসিলে হলধর ও গদাধর প্রেমনারায়ণ মজুমদারকে দেখিয়া তাহার খেপানের গান তাহার কাণে কাণে গাইতে লাগিল —"প্রেমনারায়ণ মজুম্‌দার কলা খাও, কর্ম্ম কাজ নাই. কিছু বাড়ী চলে যাও। হেন করি অনুমান, তুমি হও হনুমান, সমদ্রের তীরে গিয়া স্বচ্ছন্দে লাফাও" প্রেমনারায়ণ বলিল—বটে রে বিট্‌লেরা—বেহায়ার বলাই দূর—তোরা জেলে যাচ্ছিস্‌ তবুও দুষ্টুমি করিতে ক্ষান্ত নহিস্‌—এই বল্‌তে বল্‌তে তাহাদিগকে জেলে লইয়া গেল। বেণী বাবু ধর্ম্মভীত লোক—ধর্ম্মের পরাজয় অধর্ম্মের জয় দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন —ঠকচাচা দাড়ি নেড়ে হাসিতে হাসিতে দন্ত করিয়া বলিলেন—কেমন গো এখন কেতাবি বাবু কি বলেন, এনার মসলতে কাম কর্‌লে মোদের দফা রফা হইত। বাঞ্ছারাম তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বলিলেন—এ কি ছেলের হাতে পিটে? বক্রেশ্বর বল্‌লেন, সে তো ছেলে নয় পরেশ পাথর। বেচারাম বাবু বলিলেন, দূঁর দূঁর! এমন অধর্ম্মও করিতে চাই না—মকদ্দমা জিতও চাই না—দূঁর দূঁর! এই বলিয়া বেণী বাবুর হাত ধরিয়া ঠিকুরে বেরিয়া গেলেন।

বাবুরাম বাবু কালীঘাটে পূজা দিয়া নৌকায় উঠিলেন। বাঙ্গালিরা জাতের গুমর সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, কিন্তু কর্ম্ম পড়িলে যবনও বাপের ঠাকুর হইয়া উঠে। বাবুরাম বাবু ঠকচাচাকে সাক্ষাৎ ভীষ্মদেব বোধ করিলেন ও তাহার গলায় হাত দিয়া মকদ্দমা জিতের কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন—কোথায় বা পান পানীর আয়েব—কোথায় বা আহ্নিক—কোথায় বা সন্ধ্যা? সবই ঘুরে গেল। এক এক বার বলা হচ্চে বটলর সাহেব ও বাঞ্ছারাম বাবুর তুল্য লোক নাই—এক এক বার বলা হচ্চে বেচারাম ও বেণীর মত বোকা আর দেখা যায় না। মতিলাল এদিক ওদিক দেখ্‌ছে—এক এক বার গলুয়ে দাঁড়াচ্ছে—এক এক বার দাঁড় ধরে টান্‌ছে—এক একবার ছত্‌রির উপর বস্‌ছে—একএক বার হাইল ধরে ঝিঁকে মার্‌ছে। বাবুরাম বাবু মধ্যে মধ্যে বল্‌তেছেন—মতিলাল বাবা ও কি? স্থির হয়ে বসো। কাশীজোড়ার শম্ভুরে মালী তামাক্‌ সাজছে বাবুর আহ্লাদ দেখে তাহারও মনে স্ফূর্ত্তি হইয়াছে —জিজ্ঞাসা কর্‌ছে—বাও মোশাই! এবাড় কি পূজার সময় বাকুলে বাওলাচ হবে? এটা কি তুড়ার কড়? সাড়ারা কত কড় করেছে?

প্রায় একভাবে কিছুই যায় না—যেমন মনেতে রাগ চাপা থাকিলে একবার না একবার অবশ্যই প্রকাশ পায়, তেমনি বড় গ্রীষ্ম ও বাতাস বন্ধ হইলে প্রায় ঝড় হইয়া থাকে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে—সন্ধ্যার আগমন—দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে একটা কাল মেঘ উঠিল—দুই এক লহমার মধ্যেই চারিদিকে ঘুটমুটে অন্ধকার হইয়া আসিল—হু-হু করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল—কোলের মানুষ দেখা যায় না—সামাল্ সামাল্ ডাক পড়ে গেল—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চম্‌কিতে আরম্ভ হইল ও মুহুর্মুহুঃ বজ্রের ঝঞ্চন কড়্‌কড়্ হড়্‌মড়্ শব্দে সকলের ত্রাস হইতে লাগিল—বৃষ্টির ঝর ঝর তড়তড়িতে কার্ সাধ্য বাহিরে দাঁড়ায়। ঢেউগুলা এক এক বার বেগে উচ্চ হইয়া উঠে আবার নৌকার উপর ধপাস্ ধপাস্ করিয়া পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে দুই তিনখানা নৌকা মারা গেল। ইহা দেখিয়া অন্য নৌকার মাঝিরা কিনারায় ভিড়্‌তে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাতাসের জোরে অন্য দিকে গিয়া পড়িল। ঠকচাচার বকুনি বন্ধ—দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানশূন্য—তখন এক এক বার মালা লইয়া তসবি পড়েন—তখন আপনার মহম্মদ আলি ও সত্যপিরের নাম লইতে লাগিলেন। বাবুরাম অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, দুষ্কর্ম্মের সাজা এই খানেই আরম্ভ হয়। দুষ্কর্ম্ম করিলে কাহার মন সুস্থির থাকে? অন্যের কাছে চাতুরীর দ্বারা দুষ্কর্ম্ম ঢাকা হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন কর্ম্মই মনের অগোচর থাকে না। পাপী টের পান যেন তাঁহার মনেকেহ ছুঁচ বিঁধছে—সর্ব্বদাই আতঙ্ক—সর্ব্বদাই ভয়—সর্ব্বদাই অসুখ—মধ্যে মধ্যে যে হাসিটুকু হাসেন, সে কেবল দেঁতোর হাসি। বাবুরাম বাবু ত্রাসে কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন ঠকচাচা কি হইবে? দেখিতে পাই অপঘাত মৃত্যু হইল—বুঝি আমাদিগের পাপের এই দণ্ড। হায় হায় ছেলেকে খালাস করিয়া আনিলাম, ইহাকে গৃহিণীর নিকট নিয়ে যাইতে পারিলাম না—যদি মরি তো গৃহিণীও শোকে মরিয়া যাইবেন—এখন আমার বেণী ভায়ার কথা স্মরণ হয়—বোধ হয় ধর্ম্ম পথে থাকিলে ভাল ছিল। ঠকচাচারও ভয় হইয়াছে, কিন্তু তিনি পুরাণ পাপী—মুখে বড় দড়—বলিলেন, ডর কেন কর বাবু? না ডুবি হইলে মুই তোমাকে কাঁদে করে পৈঁতরে লিয়ে যাব—আফদ তো মরদের হয়। ঝড় ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল—নৌকা টল্ মল্ করিয়া ডুবু ডুবু হইল, সকলেই আঁকু পাঁকু ও ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল—ঠকচাচা মনে মনে কহেন "চাচা আপনা বাঁচা"।

---

৮ উকিল বটলর সাহেবের আফিস—বৈদ্যবাটীর বাটীতে কর্ত্তার জন্য ভাবনা, বাঞ্ছারাম বাবুর তথায় গমন ও বিষাদ, বাবুরাম বাবুর সংবাদ ও আগমন।

বটলর সাহেব আফিসে আসিয়াছেন। বর্ত্তমান মাসে কত কর্ম্ম হইল উল্‌টে পাল্‌টে দেখিতেছেন, নিকটে একটা কুকুর শুয়ে আছে, সাহেব এক এক বার সিস্ দিতেছেন—এক এক বার নাকে নস্য গুঁজে হাতের আঙ্গুল চট্‌কাইতেছেন—এক এক বার কেতাবের উপর নজর করিতেছেন—এক এক বার দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেছেন—এক এক বার ভাবিতেছেন, আদালতের কয়েক আফিসে খরচার দরুণ অনেক টাকা দিতে হইবে—টাকার জোটপাট কিছুই

হয় নাই, অথচ টাপম্ খোলবার আগে টাকা দাখিল না করিলে কর্ম্ম বন্ধ হয়—ইতিমধ্যে হৌয়র্ড উকিলের সরকার আসিয়া তাঁহার হাতে দুই খানা কাগজ দিল। কাগজ পাইবা মাত্র সাহেবের মুখ আহ্লাদে চক্‌চক্ করিতে লাগিল, অমনি বলিতেছেন, বেন্‌শারাম! জল্‌দি হিঁয়া আও। বাঞ্ছারাম বাবু চৌকির উপর চাদর খানা ফেলিয়া কাণে একটা কলম গুঁজিয়া শীঘ্র উপস্থিত হইলেন।

বটলর। বেন্‌শারাম! হাম বড়া খোশ হুয়া! বাবুরামকা উপর দো নালিশ হুয়া—এক ইজেক্টমেণ্ট আওর এক একুটি, হামকো নটিস ও স্থপিনা হৌয়র্ড সাহেব আবি ভেজ দিয়া।

বাঞ্ছারাম শুনিবা মাত্র বগল বাজিয়ে উঠিলেন ও বলিলেন—সাহেব দেখ আমি কেমন মৎসুদ্দি—বাবুরামকে এখানে আনাতে একা দুধে ক্ষীর ছেনা ননী হইবে। ঐ দুখানা কাগজ আমাকে শীঘ্র দাও, আমি স্বয়ং বৈদ্য-বাটীতে যাই—অন্য লোকের কর্ম্ম নয়। এক্ষণে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যক। একবার গাছের উপর উঠাতে পার্‌লেই টাকার বৃষ্টি করিব, আর এখন আমাদের গুপ্ত খোলা—বড় থাঁই—একটা ছোবল মেরে আলাল হিসাবে কিছু আনিতে হইবে।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে বোধন বসিয়াছে—নহবৎ ধাঁধাঁগুড় গুড় ধাঁধাঁগুড় করিয়া বাজিতেছে। মুর্শিদাবাদি রোশনচৌকি পেওঁ পেওঁ করিয়া ভোরের রাগ আলাপ করিতেছে। দালানে মতিলালের জন্য স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে চণ্ডী পাঠ হইতেছে—একদিকে শিবপূজার নিমিত্তে গঙ্গা মৃত্তিকা ছানা হইতেছে। মধ্যস্থলে শালগ্রাম শীলা রাখিয়া তুলসী দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে ও পরস্পর বলাবলি করিতেছে—আমাদিগের দৈব ব্রাহ্মণ্যত নগদই প্রকাশ হইল—মতিলালের খালাস হওয়া দূরে থাকুক এক্ষণে কর্ত্তাও তাহার সঙ্গে গেলেন। কল্য যদি নৌকায় উঠিয়া থাকেন, সে নৌকা ঝড়ে অবশ্য মারা পড়িয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—যা হউক সংসারটা একেবারে গেল—এখন ছ্যাং চেংড়ার কীর্ত্তন হইবে—ছোট বাবু কি রকম হইয়া উঠেন বলা যায় না—বোধ হয় আমাদের প্রাপ্তির দফা একেবারে উঠে গেল। ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক জন আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগিলেন—ওহে তোমরা ভাব্‌ছো কেন? আমদের প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায় না—আমরা শাঁকের করাত—যেতে কাটি আস্‌তে কাটি—যদি কর্ত্তার পঞ্চত্ব হইয়া থাকে, তবে তো একটা জাঁকাল শ্রাদ্ধ হইবে—কর্ত্তার বয়েস হইয়াছে—মাগী টাকা লয়ে আতু আতু পুতু পুতু করিলে দশ জনে মুখে কালী চূণ দিবে। আর এক জন বল্‌লেন—অহে ভাই! সে বেগুন ক্ষেত ঘুচে মূলা ক্ষেত হবে, আমরা এমন চাই যে, বসুধারার মত ফোঁটা ফোঁটা পড়ে—নিত্য পাই, নিত্য খাই—এক বর্ষণে কি চির কালের তৃষ্ণা যাবে?

বাবুরাম বাবুর স্ত্রী অতি সাধ্বী। স্বামীর গমনাবধি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। বাটীর জানালা থেকে গঙ্গা দর্শন হইত—সারা রাত্রি জানালায় বসিয়া আছেন। এক এক বার যখন প্রচণ্ড বায়ু বেগে বহে, তিনি অমনি আতঙ্কে শুখাইয়া যান। এক এক বার তুফানের উপর দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু দেখিবামাত্র হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক এক বার বজ্রাঘাতের শব্দ শুনেন, তাহাতে অস্থির

হইয়া কাতরে পরমেশ্বরকে ডাকেন। এই প্রকারে কিছু কাল গেল—গঙ্গার উপর নৌকার গমনাগমন প্রায় বন্ধ। মধ্যে মধ্যে যখন এক একটা শব্দ শুনেন অমনি উঠিয়া দেখেন। এক এক বার দূর হতে এক একটা মিড়্‌মিড়ে আলো দেখ্‌তে পান, তাহাতে বোধ করেন, ঐ আলোটা কোন নৌকার আলো হইবে—কিয়ৎ ক্ষণ পরেই এক খান নৌকা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে মনে করেন এ নৌকা বুঝি ঘাটে আসিয়া লাগিবে—যখন নৌকা ভেড় ভেড় করিয়া ভেড়ে না—বরাবর চলে যায়, তখন নৈরাশ্যের বেদনা শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয়ে লাগে। রাত্রি প্রায় শেষ হইল—ঝড় বৃষ্টি ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল। সৃষ্টির অস্থির অবস্থার পর স্থির অবস্থা অধিক শোভাকর হয়। আকাশে নক্ষত্র প্রকাশ হইল—চন্দ্রের আভা গঙ্গার উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল ও পৃথিবী এমত নিঃশব্দ হইল যে গাছের পাতাটী নড়িলেও স্পষ্ট রূপ শুনা যায়। এইরূপ দর্শনে অনেকেরই মনে নানা ভাবের উদয় হয়। গৃহিণী এক এক বার চারিদিকে দেখিতেছেন ও অধৈর্য্য হইয়া আপনা আপনি বলিতেছেন—জগদীশ্বর! আমি জানত কাহারো মন্দ করি নাই—কোন পাপও করি নাই—এত কালের পর আমাকে কি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? আমার ধনে কাজ নাই—গহনায় কাজ নাই—কাঙ্গালিনী হইয়া থাকি সেও ভাল—সে দুঃখে দুঃখ বোধ হইবে না, কিন্তু এই ভিক্ষা দেও যেন পতি পুত্রের মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরিতে পারি। এইরূপ ভাবনায় গৃহিণীর মন অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি বড় বুদ্ধিমতী ও চাপা মেয়ে ছিলেন—আপনি রোদন করিলে পাছে কন্যারা কাতর হয় এ কারণ ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। শেষ-রাত্রে বাটীতে প্রভাতি নহবৎ বাজিতে লাগিল। ঐ বাদ্যে সাধারণের মন আকৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তাপিত মনে ঐরূপ বাদ্য দুঃখের মোহানা খুলিয়া দেয়, এ কারণ বাদ্য শ্রবণে গৃহিণীর মনের তাপ যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে একজন জেলিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীতে মাছ বেচ্‌তে আসিল; তাহার নিকট অনুসন্ধান করাতে সে বলিল, ঝড়ের সময় বাঁশবেড়ের চড়ার নিকট একখানা নৌকা ডুবুডুবু হইয়া ছিল—বোধ হয় সে নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে—তাতে একজন মোটা বাবু—একজনমোসল-মান—একটী ছেলেবাবু ও আর আর অনেক লোক ছিল। এই সংবাদ একেবারে যেন বজ্রাঘাত তুল্য হইল। বাটীর বাদ্যোদ্যম বন্ধ হইল ও পরিবারেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অনন্তর সন্ধ্যা হয় এমন সময় বাঞ্ছারাম বাবু তড়্‌বড়্‌ করিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ত্তা কোথায়? চাকরের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—হায় হায় বড় লোকটাই গেল! অনেক ক্ষণ খেদ বিসাদ করিয়া চাকরকে বল্‌লেন, এক ছিলিম তামাক্‌ আন্‌তো। একজন তামাক্‌ আনিয়া দিলে খাইতে খাইতে ভাবিতেছেন—বাবুরাম বাবু তো গেলেন, এক্ষণে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বে যাই। বড় আশা করিয়া আসিয়া-ছিলাম, কিন্তু আশা, আসা মাত্র হইল—বাটীতে পূজা—প্রতিমা ঠন্‌ঠনাচ্চে—কোথ্‌থেকে কি করব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দমসম দিয়া টাকাটা হাত করিতে পারিলে অনেক কর্ম্মে আসিত—কতক সাহেবকে দিতাম—কতক আপনি লইতাম—তার পরে এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে দিয়া হর নর সর করিতাম। কে জানে যে

আকাশ ভেঙ্গে একেবারে মাথার উপর পড়বে ? বাঞ্ছারাম বাবু চাকরদিগকে দেখাইয়া লোক দেখানো একটু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে কান্না কেবল টাকার দরুন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা নিকটে আসিয়া বসিলেন। গলায়দড়ে জাত প্রায় বড় ধূর্ত্ত—অন্ত পাওয়া ভার। কেহ কেহ বাবুরাম বাবুর গুণ বর্ণন করতে লাগিলেন—কেহ কেহ বলিলেন, আমরা পিতৃহীন হইলাম—কেহ কেহ লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, এখন বিলাপের সময় নয়, যাতে তাঁর পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—তিনি তো কম লোক ছিলেন না ? বাঞ্ছারাম বাবু তামাক্ খাচ্ছেন ও হাঁ হাঁ বল্‌ছেন—ও কথায় বড় আদর করেন না, তিনি ভাল জানেন—বেল পাক্‌লে কাকের কি ? আপনি এমনি বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছেন যে উঠে যেতে পা এগোয় না—যা শুনেন তাতেই সাটে হেঁ হুঁ করেন—আপনি কি করিবেন—কার মাথা খাবেন—কিছুই মতলব বাহির করিতে পারিতেছেন না ! এক এক বার ভাব্‌তেছেন তদ্বির না করিলে দুই এক খানা ভাল বিষয় যাইতে পারে, এ কথা পরিবারদিগকে জানালে এখনি টাকা বেরোয়—আবার এক এক বার মনে কর্‌তেছেন এমত টাট্‌কা শোকের সময় বল্‌লে কথা ভেসে যাবে। এইরূপে সাত পাঁচ ভাবছেন, হাতমধ্যে দরজায় একটা গোল উঠিল। একজন ঠিকা চাকর আসিয়া এক খানা চিঠি দিল—শিরনামা ববুরাম বাবুর হাতের লেখা কিন্তু সে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না, বাটীর ভিতর চিঠি লইয়া যাওয়াতে গৃহিণী আস্তে ব্যস্তে খুলিয়া পড়িলেন। সে চিঠি এই—

"কাল রাত্রে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম—নৌকা আঁদিতে এগিয়ে পড়ে, মাজিরা কিছুই ঠাওর করিতে পারে নাই, এমনি ঝড়ের জোর যে নৌকা একেবারে উল্টে যায়। নৌকা ডুবিবার সময় এক এক বার বড় ত্রাস হয় ও এক এক বার তোমাকে স্মরণ করি—তুমি যেন আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছ—বিপদ্ কালে ভয় করিও না—কায়মনোচিত্তে পরমেশ্বরকে ডাক—তিনি দয়াময়, তোমাকে বিপদ্ থেকে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন। আমিও সেই মত করিয়াছিলাম। যখন নৌকা থেকে জলে পড়িলাম, তখন দেখিলাম একটা চড়ার উপর পড়িয়াছি—সেখানে হাঁটু জল। নৌকা তুফানের তোড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি চড়ার উপর থাকিয়া প্রাতঃকালে বাঁশবেড়ীয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মতিলাল অনেক ক্ষণ জলে থাকাতে পীড়িত হইয়াছিল। তাকুত করাতে আরাম হইয়াছে, বোধ করি রাত্‌তক বাটীতে পৌঁছিব।"

চিঠি পড়িবামাত্র যেন অনলে জল পড়িল—গৃহিণী কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন, এ দুঃখিনীর কি এমন কপাল হবে ? এই বলিতে বলিতে বাবুরাম বাবু আপন পুত্র ও ঠকচাচার সহিত বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে মহা গোল পড়িয়া গেল। পরিবারের মন সন্তাপের মেঘে আচ্ছন্ন ছিল ; এক্ষণে আহ্লাদের সূর্য্য উদয় হইল। গৃহিণী দুই কন্যার হাত ধরিয়া স্বামীর ও পুত্রের মুখ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, মনে করিয়াছিলেন মতিলালকে অনুযোগ করিবেন—এক্ষণে সে সব ভুলিয়া গেলেন। দুইটী কন্যা ভ্রাতার হাত ধরিয়া ও পিতার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ছোট পুত্রটী পিতাকে দেখিয়া যেন অমূল্য ধন পাইল—অনেক ক্ষণ গলা জড়াইয়া থাকিল—কোল থেকে নামিতে চায় না। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা

দাঁড়াগোপান দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু মায়াতে মুগ্ধ হওয়াতে অনেক ক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। মতিলাল মনে মনে কহিতে লাগিল নৌকাডুবি হওয়াতে বাঁচলুম—তা না হলে মায়ের কাছে মুখ খেতে খেতে প্রাণ যাইত।

বাহির বাটীতে স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা কর্ত্তাকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করণানন্তর বলিলেন, "নচ দৈবাৎ পরং বলং" দৈব বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই—মহাশয়! একে পুণ্যবান্ তাতে যে দৈব করা গিয়াছে আপনার কি বিপদ্ হইতে পারে? যদ্যপি তা হইত তবে আমরা অব্রাহ্মণ। এ কথায় ঠকচাচা চিড়্‌চিড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—যদি এনাদের কেরদানিতে সব আফদ দফা হল তবে কি মোর মেহনৎ ফেল্‌তো, মুই তো তস্‌বি পড়েছি? অমনি ব্রাহ্মণেরা নরম হইয়া সামঞ্জস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—ওহে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন, তেমনি তুমিও কর্ত্তা বাবুর সারথি—তোমার বুদ্ধি বলেতেই তো সব হইয়াছে—তুমি অবতার বিশেষ, যেখানে তুমি আছ—যেখানে আমরা আছি—সেখানে দায় দফা ছুটে পালায়। বাঞ্ছারাম বাবু মণি হারা ফণী হইয়াছিলেন—বাবুরাম বাবুকে দেখাইবার জন্য পাসে চক্ষে একটু একটু মায়া কান্না কাঁদিতে লাগিলেন, তখন তাহার দশ হাত ছাতি হইয়াছে—এবং দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কথা শুনিয়া তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বল্‌তে লাগিলেন—একি ছেলের হাতে পিটে? যদি কর্ত্তার আপদ্ হবে তবে আমি কলিকাতায় কি ঘাস কাটি?

৯ শিশু শিক্ষা—ও সুশিক্ষা না হওয়াতে মতিলালের ক্রমে ক্রমে মন্দ হওন ও অনেক সঙ্গী পাইয়া বাবু হইয়া উঠন এবং ভদ্র কন্যার প্রতি অত্যাচার করণ।

ছেলে একবার বিগড়ে উঠ্‌লে আর সুযুত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমে ক্রমে পেকে উঠ্‌তে পারে, তখন কুকর্ম্মে মন না গিয়া সৎকর্ম্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়, কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা। অতএব যে পর্য্যন্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত নানা প্রকার সৎ অভ্যাস করান আবশ্যক। বালকদিগের এই রূপ শিক্ষা পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত হইলে তাহাদিগের মন্দ পথে যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। তখন তাহাদিগের মন এমত পবিত্র হয় যে, কুকর্ম্মের উল্লেখ মাত্রেই রাগ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়।

এতদ্দেশীয় শিশুদিগের এরূপ শিক্ষা হওয়া বড় কঠিন, প্রথমতঃ ভাল শিক্ষক নাই। দ্বিতীয়তঃ ভাল বহি নাই—এমত এমত বহি চাই যাহা পড়িলে মনে সদ্ভাব ও সুবিবেচনা জন্মিয়া ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর হয়। কিন্তু সাধারণের সংস্কার এই যে, কেবল কতকগুলিন শব্দের অর্থ শিক্ষা হইলেই আসল শিক্ষা হইল। তৃতীয়তঃ কি কি উপায় দ্বারা মনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মে, তাহা অতি অল্প লোকের বোধ আছে। চতুর্থতঃ শিশুদিগের যে প্রকার সহবাস হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগের

সম্ভাব জন্মান ভার। হয় তো কাহারো বাপ জুয়াচোর বা মদ্যখোর, নয় তো কাহারো খুড়া বা জেঠা ইন্দ্রিয় দোষে আসক্ত—হয় তো কাহারও মাতা লেখা পড়া কিছুই না জানাতে আপন সন্তানাদির শিক্ষাতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না ও পরিবারের অন্যান্য লোক এবং চাকর দাসীর দ্বারা নানা প্রকার কুশিক্ষা হয়, নয় তো পাড়াতে বা পাঠশালাতে যে সকল বালকের সহিত সহবাস হয়, তাহাদের কুসংসর্গ ও কুকর্ম্ম শিক্ষা হইয়া একেবারে সর্ব্বনাশোৎপত্তি হয়। যে স্থলে উপরি-উক্ত একটী কারণ থাকে সে স্থলে শিশুদিগের সদুপদেশের গুরুতর ব্যাঘাত—সকল কারণ একত্র হইলে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে—সে যেমন খড়ে আগুন লাগা—যে দিকে জ্বলে উঠে, সেই দিকেই যেন কেহ ঘৃত ঢালিয়া দেয় ও অল্প সময়ের মধ্যেই অগ্নি ছড়িয়া পড়িয়া যাহা পায় তাহাই ভস্ম করিয়া ফেলে।

অনেকেরই বোধ হইয়াছিল, পুলিসের ব্যাপার নিষ্পন্ন হওয়াতে মতিলাল সুযুত হইয়া আসিবে। কিন্তু যে ছেলের মনে কিছুমাত্র সৎসংস্কার জন্মে নাই ও মান বা অপমানের ভয় নাই, তাহার কোন সাজাতেই মনের মধ্যে ঘৃণা হয় না। কুমতি ও সুমতি মন থেকে উৎপন্ন হয়, সুতরাং মনের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ—শারীরিক আঘাত অথবা ক্লেশ হইলেও মনের গতি কিরূপে বদল হইতে পারে? যখন সারজন মতিলালকে রাস্তায় হিঁচুড়িয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার একটু ক্লেশ ও অপমান বোধ হইয়া ছিল বটে, কিন্তু সে ক্ষণিক—বেলিগারদে যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ভাবনা বা ভয় বা অপমান বোধ হয় নাই। সে সমস্ত রাত্রি ও পর দিবস গান গাইয়া ও শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকিয়া নিকটস্থ লোকদিগকে এমত জ্বালাতন করিয়াছিল যে, তাহারা কাণে হাত দিয়া রাম রাম ডাক ছাড়িয়া বলাবলি করিয়াছিল, কয়েদ হওয়া অপেক্ষা এ ছোড়ার কাছে থাকা ঘোর যন্ত্রণা। পর দিবস মাজিষ্ট্রেটের নিকট দাঁড়াইবার সময় বাপকে দেখাইবার জন্য শিশু পরামাণিকের ন্যায়, একটুকু অধোবদন হইয়াছিল; কিন্তু মনে মনে কিছুতেই দৃক্‌পাত হয় নাই—জেলেই যাউক আর জিঞ্জিরেই যাউক কিছুতেই ভয় নাই।

যে সকল বালকদের ভয় নাই—ডর নাই—লজ্জা নাই—কেবল কুকর্ম্মেতেই রত—তাহাদিগের রোগ সামান্য রোগ নহে—সে রোগ মনের রোগ। তাহার উপর প্রকৃত ঔষধ পড়িলেই ক্রমে ক্রমে উপশম হইতে পারে; কিন্তু ঐ বিষয়ে বাবুরাম বাবুর কিছুমাত্র বোধ শোধ ছিল না। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল, মতিলাল বড় ভাল ছেলে, তাহার নিন্দা শুনিলে প্রথম প্রথম রাগ করিয়া উঠিতেন—কিন্তু অন্যান্য লোকে বলিতে ছাড়িত না, তিনিও শুনিয়ে শুনিতেন না। পরে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু পাছে অন্যের কাছে খাট হইতে হয় এজন্য মনে মনে গুমরে গুমরে থাকিতেন, কাহারও নিকট কিছু ব্যক্ত করিতেন না, কেবল বাটীর দরওয়ানকে চুপচুপি বলিয়া দিলেন, মতিলাল যেন দরজার বাহির না হইতে পারে। তখন রোগ প্রবল হইয়াছিল, সুতরাং উপযুক্ত ঔষধ হয় নাই, কেবল আটকে রাখাতে অথবা নজরবন্দি করায় কি হইতে পারে?—মন বিগড়ে গেলে লোহার বাড় দিলেও থামে না বরং তাহাতে ধূর্ত্তমি আরও বেড়ে উঠে।

মতিলাল প্রথম প্রথম প্রাচীর টপকাইয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ ও মানগোবিন্দ খালাস হইয়া বৈদ্যবাটীতে আসিয়া আড্ডা

গাড়ল ও পাড়ার কেবলরাম, বাঞ্ছারাম, কৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ এবং অন্যান্য শ্রীদাম, স্থবল ক্রমে ক্রমে জুটে গেল। এই সকল বালকের সহিত সহবাস হওয়াতে মতিলাল একেবারে ভয় ভাঙ্গা হইল—বাপকে পুসিদা করা ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়া গেল। যে যে বালক বাল্যাবস্থা অবধি নির্দ্দোষ খেলা অথবা সৎআমোদ করিতে না শিখে, তাহারা ইতর আমোদেই রত হয়। ইংরাজদিগের ছেলেরা পিতা মাতার উপদেশে শরীর ও মনকে ভাল রাখিবার জন্য নানা প্রকার নির্দ্দোষ খেলা শিক্ষা করে, কেহ বা তসবির আঁকে কাহারও বা ফুলের উপর সক হয়—কেহ বা সংগীত শিখে—কেহ বা শীকার করিতে অথবা মর্দ্দানা কস্ত করিতে রত হয়, যাহার যেমন ইচ্ছা সে সেই মত এইরূপ নির্দ্দোষ ক্রীড়া করে। এতদ্দেশীয় বালকেরা যেমন দেখে তেমনি করে—তাহাদিগের সর্ব্বদা এই ইচ্ছা যে জরি জহরত ও মুক্তা প্রবাল পরিব—মোসাহেব ও বেশ্যা লইয়া বাগানে যাইব এবং খুব ধুমধামে বাবুগিরি করিব। জাঁক জমক ও ধুমধামে থাকা যুবকালেরই ধর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বে সাবধান না লইলে এইরূপ ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে ও নানা প্রকার দোষ উপস্থিত হয় সেই সকল দোষে শরীর ও মন অবশেষে একেবারে অধঃপাতে যায়।

মতিলাল ক্রমে ক্রমে মেরোয়া হইয়া উঠিল, এমনি ধূর্ত্ত হইল যে পিতার চক্ষে ধূলা দিয়া নানা অভদ্র ও অসৎ কর্ম্ম করিতে লাগিল। সর্ব্বদাই সঙ্গিদিগের সহিত বলাবলি করিত, বুড়া বেটা একবার চোক বুজ্‌লেই মনের সাধে বাবুয়ানা করি। মতিলাল বাপ মার কাছে টাকা চাহিলে টাকা দিতে হইত—বিলম্ব হইলেই তাহাদিগকে বলে বসিত—আমি গলায় দড়ি দিব অথবা বিষ খাইয়া মরিব। বাপ মা ভয় পাইয়া মনে করিতেন কপালে যাহা আছে তাহাই হবে, এখন ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে আমরা বাঁচি—ও আমাদিগের শিবরাত্রির শলিতা—বেঁচে থাকুক, তবু এক গণ্ডুষ জল পাব। মতিলাল ধুমধামে সর্ব্বদাই ব্যস্ত—বাটিতে তিলার্দ্ধ থাকে না। কখন বনভোজনে মত্ত—কখন যাত্রার দলে আকড়া দিতে আসক্ত—কখন পাঁচালির দল করিতেছে—কখন সখের দলের কবিওয়ালাদিগের সঙ্গে দেওরা দেওরা করিয়া চেঁচাইতেছে—কখন বারওয়ারি পূজার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে কখন খেমটা নাচ দেখিতে বসিয়া গিয়াছে—কখন অনর্থক মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামে উন্মত্ত আছে। নিকটে সিদ্ধি, চরস, গাজা, গুলি, মদ অনবরত চলিয়াছে—গুড়ুক পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। বাবুরা সকলেই সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট্—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—দাঁতে মিসি—সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা—বুটোদার একলাই ও গাজের মেরজাই গায়—মাথায় জরির তাজ—হাতে আতরে ভুরভুরে রেসমের হাতরুমাল ও এক এক ছড়ি—পায়ে রূপার বগলসওয়ালা ইংরাজী জুতা। ভাত খাইবার অবকাশ নাই, কিন্তু খাস্তা কচুরি খাসা গোল্লা বরফি নিখুতি, মনোহরা ও গোলাপি খিলি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

প্রথম প্রথম কুমতির দমন না হইলে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে। পরে একেবারে পশুবৎ হইয়া পড়ে—ভাল মন্দ কিছুই বোধ হয় না, আর যেমন আফিম খাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা অবশ্যই অধিক হইয়া উঠে, তেমনি কুকর্ম্মে রত হইলে অন্যান্য গুরুতর কুকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। মতিলাল ও তাহার সঙ্গী বাবুরা যে সকল আমোদে রত হইল, ক্রমে তাহা অতি সামান্য আমোদ বোধ

হইতে লাগিল—তাহাতে আর বিশেষ সন্তোষ হয় না, অতএব ভারি ভারি আমোদের উপায় দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর বাবুরা দঙ্গল বাঁধিয়া বাহির হন—হয়তো কাহারও বাড়িতে পড়িয়া লুঠ তরাজ করেন—নয়তো কাহারো কানাচে আগুন লাগাইয়া দেন—হয়তো কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া সোর সরাবত করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান কিম্বা কাপড় ও গহনা চুরি করিয়া আনেন—নয় তো কোন কুলকামিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পান। গ্রামস্থ সকল লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আঙ্গুল মট্‌কাইয়া সর্ব্বদা বলে তোরা ত্বরায় নিপাত হ।

এইরূপে কিছুকাল যায়—দুই চারি দিবস হইল বাবুরাম বাবু কোন কর্ম্মের অনুরোধে কলিকাতায় গিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বৈদ্যবাটীর নিকট দিয়া একখানা জানানা সোয়ারি যাইতে ছিল। নব্যবাবুরা ঐ সোয়ারি দেখিবামাত্র দৌড়ে গিয়ে চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলিল ও বেহারাদিগের উপর মারপিট আরম্ভ করিল, তাহাতে বেহারারা পালকি ফেলিয়া প্রাণ ভয়ে অন্তরে গেল। বাবুরা পাল্‌কি খুলিয়া দেখিল একটী পরমাসুন্দরী কন্যা তাহার ভিতরে আছেন—মতিলাল তেড়ে গিয়া কন্যার হাত ধরিয়া পালকি থেকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। কন্যাটী ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, চারিদিকে শূন্যাকার দেখেন ও রোদন করিতে করিতে মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকেন—প্রভু! এই অবলা অনাথাকে রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায় সেও ভাল যেন ধর্ম্ম নষ্ট না হয়। সকলে টানাটানি করাতে কন্যাটী ভূমিতে পড়িয়া গেলেন—তবুও তাহারা হিঁচুড়ে জোরে বাটীর ভিতরে লইয়া গেল। কন্যার ক্রন্দন মতিলালের মাতার কর্ণ গোচর হওয়াতে তিনি আস্তে ব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিলেন, অমনি বাবুরা চারিদিকে পলায়ন করিল। গৃহিণীকে দেখিয়া কন্যা তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাতরে বলিলেন—মাগো! আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর—তুমি বড় সাধ্বী! সাধ্বী স্ত্রী না হইলে সাধ্বী স্ত্রীর বিপদ অন্যে বুঝিতে পারে না। গৃহিণী কন্যাকে উঠাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল পুঁছিয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন মা কেঁদো না—ভয় নাই তোমাকে আমি বুকের উপর রাখিব তুমি আমার পেটের সন্তান—যে স্ত্রী পতিব্রতা তাঁহার ধর্ম্ম পরমেশ্বর রক্ষা করেন। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অভয় দিয়া সান্ত্বনা করণানন্তর আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিলেন।

---

১০ বৈদ্যবাটীর বাজার বর্ণন বেচারাম বাবুর আগমন, বাবুরাম বাবুর সভায় মতিলালের বিবাহের ঘোঁট ও বিবাহ করণার্থে মণিরামপুরে যাত্রা এবং গোলযোগ।

শেওড়াপুলির নিস্তারিণীর আরতি ডেডাং ডেডাং করিয়া হইতেছে। বেচারাম বাবু ঐ দেবীর আলয় দেখিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন। রাস্তার দুধারি দোকান—কোনখানে বন্দিপুর ও গোপালপুরের আলু স্তূপাকার রহিয়াছে—কোন খানে মুড়ি মুড়কি ও চাল ডাল বিক্রয় হইতেছে—কোনখানে কলুভায়া ঘানিগাছের কাছে বসিয়া ভাষা রামায়ণ পড়িতেছেন—গরু ঘুরিয়া যায় অমনি টিট্‌কারি দেন আবার আল ফিরিয়ে আসিলে চীৎকার করিয়া উঠেন—"ওরাম আমরা বানর—ওরাম আমরা বানর"—কোন খানে

জেলের মেয়ে মাছের ভাগা দিয়া নিকটে প্রদীপ রাখিয়া "মাছ নেবেগো মাছ নেবেগো" বলিতেছে —কোন খানে কাপুড়ে মহাজন বিরাট পর্ব্ব লইয়া বেদব্যাসের শ্রাদ্ধ করিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে বেচারাম বাবু যাইতেছেন। একাকী বেড়াতে গেলে সর্ব্বদা যে সব কথা তোলাপাড়া হয়, সেই সকল কথাই মনে উপস্থিত হয়। তৎকালে বেচারাম বাবু সদা সংকীর্ত্তন লইয়া আমোদ করিতেন। বসতি ছাড়াইয়া নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইতে যাইতে মনোহর সাহী একটা তুক্ক তাঁহার স্মরণ হইল। রাত্রি অন্ধকার—পথে প্রায় লোক জনের গমনাগমন নাই—কেবল দুই এক খানা গরুর গাড়ি কেঁকোঁর কেঁকোঁর করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে ও স্থানে স্থানে এক একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতেছে। বেচারাম বাবু তুক্কর স্থর দেদার রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন—তাঁহার খোঁনা আওয়াজ আশ পাশের দুই এক জন পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ শুনিবা মাত্র—আঁও মাঁও করিয়া উঠিল—পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের আজন্মকালাবধি এই সংস্কার আছে যে, খোনা কথা কেবল ভুতেতেই কহিয়া থাকে। ঐ গোলযোগ শুনিয়া বেচারাম বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া দ্রুতগতি একেবারে বৈদ্যবাটীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাবুরাম বাবু ভারি মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বালির বেণী বাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু, বাহিরসিমলার বাঞ্ছারাম বাবু ও অন্যান্য অনেকে উপস্থিত। গদির নিকট ঠকচাচা একখান চৌকির উপর বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। কেহ কেহ ন্যায় শাস্ত্রের ফেঁকড়ি ধরিয়াছেন—কেহ কেহ তিথি-তত্ত্ব,কেহ বা মলমাস তত্ত্বের কথা লইয়া তর্ক করিতে ব্যস্ত আছেন—কেহ কেহ দশম স্কন্ধের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন—কেহ কেহ বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব লইয়া মহা দ্বন্দ্ব করিতেছেন। কামিখ্যা নিবাসী এক-জন ঢেঁকিয়াল ফুক্কন কর্ত্তার নিকট বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বলিতেছেন—আপনি বড় ভাগ্যবান্ পুরুষ—আপনার দুইটী লড়বড়ে দুইটী পেঁচা মুড়ি—এ বচ্ছর একটু লেরাং ভেরাং আছে, কিন্তু একটী যাগ কর্‌লে সব রাঙ্গা ফুক-নের মাচাং যাইতে পারবে ও তাঁহার বশীভুত অবে—ইতিমধ্যে বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র সকলেই উঠে দাঁড়াইয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক আস্তে আজ্ঞা হউক" বলিতে লাগিল। পুলিসের ব্যাপার অবধি বেচারাম বাবু চটিয়া রহিয়াছিলেন, কিন্তু শিষ্টা-চারে ও মিষ্ট কথায় কে না ভোলে, ঘন ঘন "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলাতে তাঁহার মন একটু নরম হইল এবং তিনি সহাস্যবদনে বেণী বাবুর কাছে ঘেঁসে বসিলেন। বাবুরাম বাবু বলিলেন, মহাশয়ের বসাটা ভাল হইল না—গদির উপর আসিয়া বসুন। মিল মাফিক লোক পাইলে মাণিকজোড় হয়। বাবুরাম বাবু অনেক অনুরোধ করিলেন বটে, কিন্তু বেচারাম বাবু বেণী বাবুর কাছ ছাড়া হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বেচারামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন; মতিলালের বিবাহের সম্বন্ধ কোথায় হইল ?

বাবুরাম। সম্বন্ধ অনেক আসিয়াছিল। গুপ্তিপাড়ার হরিদাস বাবু, নাকাসীপাড়ার শ্যামা-চরণ বাবু, কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু ও অন্যান্য অনেক স্থানের অনেক ব্যক্তি সম্বন্ধের কথা উপস্থিত করিয়াছিল। সে সব ত্যাগ করিয়া এক্ষণে মণিরামপুরের মাধব বাবুর কন্যার সহিত বিবাহ ধার্য্য করা গিয়াছে। মাধব বাবু

যোত্রাপন্ন লোক, আর আমাদিগের দশটাকা পাওয়া থোয়া হইতে পারিবে।

বেচারাম। বেণী ভায়া! এ বিষয়ে তোমার মত?—কথাগুলা খুলে বল দেখি?

বেণী। বেচারাম দাদা! খুলে থেলে কথা বলা বড় দায়—বোবার শত্রু নাই, আর কর্ম্ম যখন ধার্য্য হইয়াছে, তখন আন্দোলনে কি ফল?

বেচারাম। আরে তোমাকে বল্‌তেই হবে—আমি সব বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাই।

বেণী। তবে শুনুন—মণিরামপুরের মাধব বাবু দাঙ্গাবাজ লোক—ভদ্র চালচুল নাই, কেবল গরুকেটে জুতা দানি ধার্ম্মিকতা আছে—বিবাহেতে জিনিসপত্র টাকা কড়ি দিতে পারেন, কিন্তু বিবাহ দিতে গেলে কেবল কি টাকা কড়ির উপর দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য? অগ্রে ভদ্রঘর খোঁজা উচিত, তার পর ভাল মেয়ে খোঁজা কর্ত্তব্য, তার পর পাওনা থোওনা হয় বড় ভাল—না হয়—নাই। কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু অতি সুমানুষ—তিনি পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই সানন্দচিত্তে কাল যাপন করেন—পরের বিষয়ের উপর কখন চেয়েও দেখেন না—তাঁহার অবস্থা বড় ভাল নয় বটে, কিন্তু তিনি আপন সন্তানাদির সদুপদেশে সর্ব্বদা যত্নবান ও পরিবারেরা কি প্রকারে ভাল থাকিবে ও কি প্রকারে তাহাদিগের সুমতি হইবে, সর্ব্বদা কেবল এই চিন্তা করিয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা হইলে তো সর্ব্বাংশে সুখজনক হইত।

বেচারাম। বাবুরাম বাবু! তুমি কাহার বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ? টাকার লোভেই গেলে যে! তোমাকে কি বল্‌ব?—এ আমাদিগের জেতের দোষ। বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে—কেমন গো রূপার ঘড়া দেবে তো? মুক্তার মালা দেবে তো? আরে আবাগের বেটা! কুটুম্ব ভদ্র কি অভদ্র, তা আগে দেখ্‌—মেয়ে ভাল কি মন্দ তার অন্বেষণ কর্!—সে সব ছোট কথা—কেবল দশটাকা লাভ হইলেই সব হইল—দূঁর—দূঁর।

বাঞ্ছারাম। কুলও চাই—রূপও—ধনও চাই! টাকাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে সংসার কিরূপে চল্‌বে?

বক্রেশ্বর। তা বই কি—ধনের খাতির অবশ্য রাখ্‌তে হয়। নির্দ্ধন লোকের সহিত আলাপে ফল কি? সে আলাপে কি পেট ভরে?

ঠকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বল্‌লেন—মোর উপর এতনা টিট্‌কারি দিয়া বাত হচ্চে কেন? মুই তো এ সাদি কর্‌তে বলি—একটা নামজাদা লোকের বেটী না আনলে আদমির কাছে বহুত সরমের বাত, মুই রাতদিন ঠেওরে ঠেওরে দেখেছি যে, মণিরামপুরের মাধব বাবু আচ্ছা আদমি—তেনার নামে বাগে গরুতে জল খায়—দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মেংলে লেঠেল মিল্‌বে—আদালতের বেলকুল আদমি তেনার দস্তের নিচ—আপদ পড়্‌লে হাজারো সুরতে মদৎ মিল্‌বে। কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু সেকস্ত আদমি—ঘেসাট ঘোসাট করে প্যাট টালে—তেনার সাতে খেসি কামে কি ফায়দা?

বেচারাম। বাবুরাম! ভাল মন্ত্রী পাইয়াছ! —এমন মন্ত্রীর কথা শুনলে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে—আর কিবা ছেলেই পেয়েছ!—তাহার আবার বিয়ে? বেণী ভায়া তোমার মত কি?

বেণী। আমার মত এই—যে, পিতা প্রথমে ছেলেকে ভালরূপে শিক্ষা দিবেন ও

ছেলে যাহাতে সর্ব্ব প্রকারে সৎ হয়, এমত চেষ্টা সম্যক্‌রূপে পাইবেন—ছেলের যখন বিবাহ করিবার বয়স হইবে তখন তিনি বিশেষরূপে সাহায্য করিবেন। অসময়ে বিবাহ দিলে ছেলের নানা প্রকার হানি করা হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু ধড়-মড়িয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতরে গেলেন। গৃহিণী পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহ সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কর্ত্তা নিকটে গিয়া বাহির বাটীর সকল কথা শুনাইয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, তবে কি মতিলালের বিবাহ কিছুদিন স্থগিত থাকিবে? গৃহিণী উত্তর করিলেন—তুমি কেমন কথা বল—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ষেটের কোলে মতিলালের বয়েস ষোল বৎসর হইল—আর কি বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায়? একথা লইয়া এখন গোল-মাল করিলে লগ্ন বয়ে যাবে। কি করছো, একজন ভাল মানুষের কি জাত যাবে?—বর লয়ে শীঘ্র যাও। গৃহিণীর উপদেশে কর্ত্তার মনের চাঞ্চল্য দূর হইল—বাটীর বাহিরে আসিয়া রোসনাই জ্বালিতে হুকুম দিলেন, অমনি ঢোল, রোসন চৌকি, ইংরাজী বাজনা বাজিয়া উঠিল ও বরকে তক্তানামার উপর উঠাইয়া বাবুরাম বাবু ঠকচাচার হাত ধরিয়া আপন বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব সজ্জন সঙ্গে লইয়া হেল্‌তে দুল্‌তে চলিলেন। ছাতের উপর থেকে গৃহিণী ছেলের মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিয়া উঠিল—ও মতির মা! আহা, বাছার কি রূপই বেরিয়েছে। বরের সব ইয়ার বক্সি চলিয়াছে, পিছনে রংমোশাল লইয়া কাহারো গা পোড়াইয়া দিতেছে, কাহারো ঘরের নিকট পটকা ছুঁড়িতেছে, কাহারো কাছে তুবড়িতে আগুন দিতেছে। গরীব দুঃখী লোক সকল দেক্‌সেক্ হইল, কিন্তু কাহারো কিছু বলিতে সাহস হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখ্‌তে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—ছেলেটীর শ্রী আছে বটে, কিন্তু নাকটী একটু টেকাল হলে ভাল হইত—কেহ বল্‌তে লাগিল, রংটী কিছু ফিকে, একটু মাজা হলে আরও খুল্‌তো। বিবাহ ভারি লগ্নে হবে, কিন্তু রাত্রি দশটা না বাজ্‌তে বাজ্‌তে মাধব বাবু দরওয়ান ও লণ্ঠন সঙ্গে করিয়া বরযাত্রদিগের আগ্‌বাড়ান লইতে আসিলেন—রাস্তায় বৈবা-হিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা শিষ্টাচারেতেই গেল—ইনি বলেন মহাশয় আগে চলুন, উনি বলেন মহাশয়! আগে চলুন। বালির বেণী বাবু এগিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনারা দুই জনের মধ্যে যিনি হউন একজন এগিয়ে পড়ুন, আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিম খাইতে পারি না। এই রূপ মীমাংসা হওয়াতে সকলে কন্যাকর্ত্তার বাটীর নিকট আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও বর যাইয়া মজলিসে বসিল। ভাট, রেও ও বারওয়ারীওয়ালা চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল—গ্রামভাটি ও নানা প্রকার বাবের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল—ঠকচাচা দাঁড়াইয়া রফা করিতেছেন—অনেক দম সম দেন, কিন্তু ফলের দফায় নাম মাত্র—রেওদিগের মধ্যে একটা ষণ্ডা তেড়ে এসে বলিল, এ নেড়ে বেটা কেরে? বেরো বেটা এখান থেকে—হিন্দুর কর্ম্মে মুসলমান কেন? ঠকচাচার অমনি রাগ উপস্থিত হইল। তিনি দাড়ি নেড়ে চোক রাঙ্গাইয়া গালি দিতে লাগিলেন। হলধর, গদাধর ও অন্যান্য নব্য বাবুরা একে চায় আরে পায়। তাহারা দেখিল, যে প্রকার মেঘ করিয়া

আসিতেছে—ঝড় হইতে পারে—অতএব 'কেহ ফরাস ছেঁড়ে—কেহ সেজ নেবায়—কেহ ঝাড়ে ঝাড়ে টক্কর লাগাইয়া দেয়—কেহ এর মাথা ওর মাথার উপর ফেলিয়া দেয়, কন্যাকর্ত্তার তরফে দুইজন লোক এই সকল গোলযোগ দেখিয়া দুই একটি শক্ত কথা বলাতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল—মতিলাল বিবাদ দেখিয়া মনে মনে ভাবে, বুঝি আমার কপালে বিয়ে নাই—হয় তো সুতা হাতে সার হইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে হবে।

১১ মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে কবিতা ও আগড়পাড়ার অধ্যাপকদিগের বাদানুবাদ।

আগড়পাড়ার অধ্যাপকেরা বৈকালে গাছের তলায় বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন। কেহ কেহ নস্য লইতেছেন—কেহ বা তামাক খাইতেছেন—কেহ বা খক্ খক্ করিয়া কাসিতেছেন—কেহ বা দুই একটি খোস গল্প ও হাসি মস্করার কথা কহিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিদ্যারত্ন কেমন আছেন? ব্রাহ্মণ পেটের জ্বালায় মনিরামপুরে নিমন্ত্রণে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছে!—আহা, কাল যে লাঠি ধরিয়া স্নান করিতে যাইতেছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল।

বিদ্যাভূষণ। বিদ্যারত্ন ভাল আছেন, চূণ হলুদ ও সেকতাপ দেওয়াতে বেদনা অনেক কমিয়া গিয়াছে। মণিরামপুরের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কবিকঙ্কণ দাদা যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাতে রং আছে—বলি শুনুন।

ডিমিকি ডিমাকি, তাথিয়ে থিয়ে, 'বোলে নহবত বাজে।

মাধব ভবন। দেবেন্দ্র সদন। জিনি ভুবন বিরাজে।

অদ্ভুত সভা। আলোকের আভা। ঝাড়ের প্রভা মাজে মাজে।

চারিদিকে নানাফুল। ছাড়াছড়ি দুইকুল। বাদ্যের কূল কূল ঝাঁজে।

খোপে খোপে গাঁদা মালা। রাঙ্গা কাপড় রূপার বালা। এতক্ষণে বিয়ের শালা সাজে।

সামেয়ানা ফর্ ফর্। তালি তাতে বহুতর। জল পড়ে ঝর্ ঝর্ হাজে।

লেঠিয়াল মজপুত। দরওয়ান রজপুত। নিনাদ অদ্ভুত গাজে।

লুচি চিনি মনোহরা। ভাঁড়ারেতে খুব ভরা। আল্পনার ডোরা ডোরা সাজে।

ভাটবন্দি কত কত। শ্লোক পড়ে শত শত। ছন্দ নানামত ভাঁজে।

আগড়পাড়া কবিবর। বিরচয়ে ওঁহিপর। ঝুপ করে এলো বর:সমাজে।

হলধর গদাধর উস্‌খুস্‌ করে।
ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ করে তারা মরে।
ঠকচাচা হন কাঁচা শুনে বাজে কথা।
হলধর গদাধর খাইতেছে মাথা।
পড়াপড় পড়াপড় ফাড়িবার শব্দ।
গুপাগুপ্ গুপাগুপ্ কিলে করে জব্দ।
ঠনাঠন্ ঠনাঠন্ ঝাড়ে ঝাড়ে লাগে।
সট্‌সট্ সট্‌সট্ করে সবে ভাগে।
মতিলাল দেখে কাল বসে বসে দোলে।
সুতাসার কি আমার আছয়ে কপালে।
বক্রেশ্বর বোকাশ্বর খোষামদে পাক্কা।
চলে যান কিল খান খান গলা ধাক্কা।
বাঞ্ছারাম অবিরাম ফিকিরেতে টন্‌ক।
চড় খেয়ে আছাড় খেয়ে হইলেন বন্ধ।

বেচারাম সববাম দেখে যান টেরে।
দুঁর দুঁর দুঁর দুঁর বলে অনিবারে।
বেণী বাবু খান খাবু নাই গতি গঙ্গা।
হুপ্ হাপ্ গুপ্ গাপ্ বেড়ে উঠে দাঙ্গা।
বাবুরাম ধরে থাম থাম থাম করে।
ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ কেঁপে মরে ডরে।
ঠকচাচা মোর বাচা বলে তাড়াতাড়ি।
মুসলমান বেইমান আছেঃমুড়ি ঝুড়ি।
যায় সরে ধীরে ধীরে মুখে কাপড় মোড়া।
সবে বলে এই বেটা যত কুয়ের গোড়া।
রেওভাট করে সাট ধরে তাকে পড়ে।
চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ দাড়ি টেনে ছেঁড়ে।
সেকের পো ওহো ওহো বলে তোবা তোবা।
জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা।
খুব করি হাত ধরি মোকে দাও ছেড়ে।
ভাল বুরা নেহি জান্তা জেতে মুই নেড়ে॥
এ মোকামে কোই কামে আনা ঝকমারি।
হয়রান পেরেসান বেইজ্জতে মরি।
না বুঝিয়া না সুজিয়া হেন্দুদের সাতে।
এসেছি বসিয়া আছি সেরেফ দোস্তিতে।
এ সাদিতে না থাকিতে বার বার নানা।
চাচি মোর ফুপা মোর সবে করে মানা।
না শুনিয়া না রাখিয়া তেনাদের কথা।
জান যায় দাড়ি যায় যায় মোর মাথা।
মহা ঘোরে ঝাপে লাঠিয়াল সাজিছে।
কড়্মড়্ হড় মড় করে তারা আসিছে।
সপাসপ্ লপালপ্ বেত পিঠে পড়িছে।
গেলুমরে মলুমরে বলে সবে ডাকিছে।
বর যাত্রী কন্যা যাত্রী কে কোথা ভাগিছে।
মার মার ধর ধর এই শব্দ বাড়িছে।
বর লয়ে মাধব বাবু অন্তপুরে যাইছে।
সভা ভেঙ্গে ছার খার একেবারে হইছে।
সবে বলে ঠক মুখে খুলে কাপড় বেড়।

দাড়ি ছেড় দাড়ি ছেড় দাড়ি ছেড় দাড়ি ছেড়।
বাবুরাম নির্নাম হইয়ে চলিল।
রেসাল দোশালা সব কোথায় রহিল।
কাপড় চোপড় ছিঁড়ে পড়ে খুলে!
বাতাসে অবশে ওড়ে দুলে দুলে।
চাদর ফাদর নাহি কিছু গায়ে।
হোঁচট মোচট খান সুদু পায়ে।
চলিছে বলিছে বড় অধোমুখে।
পড়েছি ডুবেছি আমি ঘোর দুঃখে।
ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে মোর ছাতি ফাটে।
মিঠাই না পাই নাহি মুড়কি জোটে।
রজনী অমনি হইতেছে ঘোর!
বাতাস নিশ্বাস মধ্যে হল জোর!
বহে ঝড় হড় মড় চারিদিগে।
পবন সমন যেন এলো বেগে।
কি করি একাকী না লোক না জন।
নিকট বিকট হইবে মরণ।
চলিতে বলিতে মনঃনাহি লাগে।
বিধাতা শক্রতা করিলে কি হবে।
না জানি গৃহিণী মোর মৃত্যু শুনে।
দুঃখেতে খেদেতে মরিবেন প্রাণে।
বিবাহ নির্ব্বাহ হল কি না হলো।
ঠ্যাঙ্গাতে লাঠিতে কিন্তু প্রাণ গেল।
সম্বন্ধ নির্বন্ধ কেন করিলাম।
মানেতে প্রাণেতে আমি মজিলাম।
আসিতে আসিতে দোকান দেখিল।
অবাধা তাগাদা যাইয়া ঢুকিল।
পার্শ্বেতে দর্মাতে শুয়ে আছে পড়ে।
অস্থির দুস্থির বুড় ঠক নেড়ে।
কেমনে এখানে বাবুরাম বলে।
একালা আমাকে ফেলিয়া আইলে।
একর্ম্ম কি কর্ম্ম সখার উচিত।
বিপদে আপদে প্রকাশে পিরিত।

ঠক কয় মহাশয় চুপ কর!
দোকানি না জানি তেনাদের চর।
পেলিয়ে যাইলে সব বাত হবে।
বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রবে।
প্রভাতে দোঁহাতে করিল গমন।
রচিয়ে তোটকে শ্রী কবিকঙ্কণ।

তর্কবাগীশ বাবুরাম বাবুর বড় গোঁড়া, কবিতা শুনিবা মাত্র জ্বলিয়া উঠে বলিলেন, আ মরি! কিবা কবিতা—সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্ত্তিমান—কিম্বা কালিদাস মরিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ভারি বিদ্যা—এমন ছেলে বাঁচা ভার! পয়ারও চমৎকার! মেজের মাটি—পাথর বাটী—শীতল পাটি—নারকেল কাটি! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া বড়মানুষের সর্ব্বদা প্রশংসা করিবে—গ্লানি করা তো ভদ্র কর্ম্ম নয়—এই বলিয়া তিনি রাগ করিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া যান। সকলে হাঁ—হাঁ—দাড়ান গো—থামুন গো বলিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া বসাইলেন।

অন্য আর এক জন অধ্যাপক ও কথা চাপা দিয়া অন্যান্য কথা ফেলিয়া সলিয়ে কলিয়ে বাবুরাম বাবু ও মাধব বাবুর তারিফ করিতে আরম্ভ করিলেন। বামনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা—*সকল সময়ে সব কথা তলিয়া বুঝিতে পারে না—ন্যায় শাস্ত্রের ফেঁকড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়* শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয়—সাংসারিক বুদ্ধির চালনা হয় না। তর্কবাগীশ অমনি গলিয়া গিয়া উপস্থিত কথার আমোদ করিতে লাগিলেন।

১২ বেচারাম বাবুর নিকট বেণী বাবুর গমন, মতিলালের ভ্রাতা রামলালের উত্তম চরিত্র হওনের কারণ, বরদা প্রসাদ বাবুর প্রসঙ্গ—মন শোধনের উপায়।

বৌবাজারের বেচারাম বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে দুই এক জন লোক কীর্ত্তন অঙ্গ গাইতেছে। বাবু গোষ্ঠ, দান, মান, মাথুর, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, কলহান্তরিতা ক্রমে ক্রমে ফরমাইস করিতেছেন। কীর্ত্তনিয়ারা মনোহরসায়ী বেনিটি ও নানা প্রকার স্বরে কীর্ত্তন করিতেছে। সে সকল শুনিয়া কেহ কেহ দশা পাইয়া একেবারে গড়াগড়ি দিতেছে। বেচারাম বাবু চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে বালীর বেণী বাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেচারাম বাবু অমনি কীর্ত্তন বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আরে কও বেণীভায়া! বেঁচে আছ কি? বাবুরাম নেকড়ার আগুন—*ছেড়েও ছাড়ে না, অথচ আমরা তাঁহার যে কর্ম্মে যাই, সেই কর্ম্মে লণ্ডভণ্ড হইয়া আসিতে* হয়। মণিরামপুরের ব্যাপারেতে ভাল আক্কেল পাইয়াছি—কথাই আছে, "যে হয় ঘরের শত্রু, সেই যায় বরযাত্রী।"

বেণী। বাবুরাম বাবুর কথা আর বল্‌বেন না—দেক্‌সেক্ হওয়া গিয়াছে—ইচ্ছা হয় বালীর ঘর দ্বার ছাড়িয়া প্রস্থান করি। "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি"—আর বা কপালে কি আছে!

বেচারাম। ভাল, বাবুরামের তো এই গতিক—আপনি যেমন—মন্ত্রী যেমন—সঙ্গিরা যেমন

—পুত্র যেমন—সকল কর্ম্ম কারখানাও তেমন। তাঁহার ছোট ছেলেটি ভাল হইতেছে এর কারণ কি? যে যে গোবর কুড়ে পদ্ম ফুল।

বেণী। আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।—এ কথাটি অসম্ভব বটে, কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ আছে। পূর্ব্বে আমি বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস বাবুর পরিচয় দিয়াছি, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। কিয়ৎকালাবধি ঐ মহাশয় বৈদ্যবাটীতে অবস্থিতি করিয়া আছেন। আমি মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম বাবুরাম বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রামলাল যদ্যপি মতিলালের মত হয়, তবে বাবুরামের বংশ ত্বরায় নির্ব্বংশ হইবে, কিন্তু ঐ ছেলেটি ভাল হইতে পারে, তাহার উত্তম সুযোগ হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া রামলালকে সঙ্গে করিয়া উক্ত বিশ্বাস বাবুর নিকট গিয়াছিলাম। ছেলেটির সেই পর্য্যন্ত বিশ্বাস বাবুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে তাঁহার নিকটেই সর্ব্বদা পড়িয়া আছে, আপন বাটীতে বড় থাকে না, তাঁহাকে পিতার তুল্য দেখে।

বেচারাম। পূর্ব্বে ঐ বিশ্বাস বাবুরই গুণ বর্ণনা করিয়াছিলে বটে,—যাহা হউক, একাধারে এত গুণ কখনও শুনি নাই, এক্ষণে তাঁহার ভাল পদ হইয়াছে—মনে গর্ব্ব না জন্মিয়া এত নম্রতা কি প্রকারে হইল?

বেণী। যে ব্যক্তি বাল্যকালাবধি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ও কখন বিপদে না পড়িয়া কেবল সম্পদেই বাড়িতে থাকে, তাহার নম্রতাপ্রায় হওয়া ভার—সে ব্যক্তি অন্যের মনের গতি বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ কি বা পরের প্রিয়, কি বা পরের অপ্রিয়, তাহা তাহার কিছু মাত্র বোধ হয় না, কেবল আপন সুখে সর্ব্বদা মত্ত থাকে—আপনাকে বড় দেখে ও তাহার আত্মীয়বর্গ প্রায় তাহার সম্পদেরই খাতির করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় মনের গর্ব্ব বড় ভয়ানক হইয়া উঠে—এমত স্থলে নম্রতা ও দয়া কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে কলিকাতার বড় মানুষের ছেলেরা প্রায় ভাল হয় না। একে বাপের বিষয়, তাতে ভারি ভারি পদ, সুতরাং সকলের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বেড়ায়। চোট না খাইলে—বিপদে না পড়িলে মন স্থির হয় না। মনুষ্যের নম্রতা অগ্রেই আবশ্যক। নম্রতা না থাকিলে আপনার দোষের বিচার ও শোধন কখনই হয় না—নম্র না হইলে লোকে ধর্ম্মে বাড়িতেও পারে না।

বেচারাম। বরদা বাবু এত ভাল কি প্রকারে হইলেন?

বেণী। বরদা বাবু বাল্যাবস্থা অবধি ক্লেশে পড়িয়াছিলেন। ক্লেশে পড়িয়া পরমেশ্বরকে অনবরত ধ্যান করিতেন—এইমত অনবরত ধ্যান করাতে তাঁহার মনের দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে, যে যে কর্ম্ম পরমেশ্বরের প্রিয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। যে যে কর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়, তাহা প্রাণ গেলেও করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সংস্কার অনুসারে তিনি চলিয়া থাকেন।

বেচারাম। পরমেশ্বরের প্রিয় অপ্রিয় কর্ম্ম তিনি কি প্রকারে স্থির করিয়াছেন?

বেণী। ঐ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার দুইটী উপায় আছে। প্রথমতঃ মনঃ সংযম করিতে হয়। মনের সংযম নিমিত্ত স্থির হইয়া ধ্যান ও মনের সদ্ভাব বৃদ্ধি করা আবশ্যক। স্থিরতর চিত্তে ধ্যানের দ্বারা মনকে উল্টে পাল্টে দেখ্‌তে দেখ্‌তে হিতাহিত বিবেচনা শক্তির চালনা হইতে থাকে; ঐ শক্তি যেমন প্রবল হইয়া উঠে তেমনি লোকে ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্ম্মে বিরক্ত হইয়া প্রিয় কর্ম্মেতে রত হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ

সাধুলোকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ ও আন্দোলন করিলে ঐ শক্তি ক্রমশঃ অভ্যাস হয়। বরদা বাবু আপনাকে ভাল করিবার জন্য কোন অংশে কসুর করেন নাই। অদ্যাবধি তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় কেবল হো হো করিয়া বেড়ান না। প্রাতঃকালে উঠিয়া নিয়ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন—তৎকালীন তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হয়, তাহা তাঁহার নয়নের জল দ্বারাই প্রকাশ পায়। তাহার পরে তিনি আপনি কি মন্দ কি ভাল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা সুস্থির হইয়া উল্টে পাল্টে দেখেন—তিনি আপন গুণ কথনই গ্রহণ করেন না—কোন অংশেই কিঞ্চিন্মাত্র দোষ দেখিলেই অতিশয় সন্তাপিত হন, কিন্তু অন্যের গুণ শ্রবণে আমোদ করেন, দোষ জানিতে পারিলে ভ্রাতৃভাবে কেবল কিছু দুঃখ প্রকাশ করেন। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও শান্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনকে এরূপ সংযত করে, সে যে ধর্ম্মেতে বাড়িবে তাহার আশ্চর্য্য কি ?

বেচারাম। বেণী ভায়া ! বরদা বাবুর কথা শুনিয়া কর্ণ জুড়াইল, এমন লোকের সহিত একবার দেখা করিতে হইবে, দিবসে তিনি কি করিয়া থাকেন ?

বেণী বাবু। তিনি দিবসে বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অন্যান্য লোকের মত নহে। অনেকেই বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল পদ ও অর্থের বিষয় ভাবেন, কিন্তু তিনি তাহা বড় ভাবেন না ; তাঁহার ভাল জানা আছে যে, পদ ও অর্থ জলবিম্বের ন্যায়—দেখিতে ভাল—শুনিতে ভাল—কিন্তু মরিলে সঙ্গে যায় না বরং সাবধানপূর্ব্বক না চলিলে ঐ উভয় দ্বারা কুমতি জন্মিয়া থাকে। তাঁহার বিষয় কর্ম্ম করিবার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে, তদ্দ্বারা আপন ধর্ম্মের চালনা ও পরীক্ষা করিবেন। বিষয় কর্ম্ম করিতে গেলে লোভ, রাগ, হিংসা অবিচার, ইত্যাদি প্রবল হইয়া উঠে ও ঐ সকল রিপুর দাপটে আ[illegible]নকেই মারা যায়। তাহাতে যে সামলিয়া যায়, সেই প্রকৃত ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম মুখে বলা সহজ কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা না দেখাইয়া মুখে বলা কেবল ভণ্ডামী। বরদা বাবু সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, সংসার পাঠশালার স্বরূপ, বিষয় কর্ম্মের দ্বারা মনের সদভ্যাস হইলে ধর্ম্ম অটুট হয়।

বেচারাম। তবে কি বরদা বাবু অর্থকে অগ্রাহ্য করেন ?

বেণী। না, না—অর্থকে হেয় বোধ করেন না—কিন্তু তাঁহার বিবেচনাতে ধর্ম্ম অগ্রে—অর্থ তাহার পরে, অর্থাৎ ধর্ম্মকে বাজায় রাখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবেক।

বেচারাম। বরদা বাবু রাত্রে বাটীতে [illegible] করেন ?

বেণী। সন্ধ্যার পর পরিবারের সহিত সদালাপ ও পড়াশুনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সচ্চরিত্র দেখিয়া পরিবারেরা সকলে তাঁহার মত হইতে চেষ্টা করে, পরিবারের প্রতি তাঁহার [illegible] মত স্নেহ যে, স্ত্রী মনে করেন এমন স্বামী যেন জন্মে জন্মে পাই, সন্তানেরা একদণ্ড না দেখিলে ছট্‌ফট্ করে। বরদা বাবুর পুত্রগুলি যেমন ভাল, কন্যাগুলি তেমনি ভাল। অনেকের বাটীতে ভায়ে বোনে সর্ব্বদা কচ্‌কচি, কলহ করিয়া থাকে। বরদা বাবুর সন্তানেরা কেহ কাহাকেও উচ্চ কথা কহে না, কি লেখার সময়, কি পড়ার সময় কি খাবার সময়, সকল সময়েই তাহারা পরস্পর স্নেহপূর্ব্বক কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে —বাপ মা ভাল না হইলে সন্তান ভাল হয় না।

বেচারাম। আমি শুনিয়াছি বরদা বাবু সর্ব্বদা পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান।

বেণী। এ কথা সত্য বটে—তিনি অন্যের ক্লেশ, বিপদ অথবা পীড়া শুনিলে বাটিতে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। নিকটস্থ অনেক লোকের নানা প্রকারে উপকার করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ কথা ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলেন না ও অন্যের উপকার করিলে আপনাকে উপকৃত বোধ করেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! এমন প্রকার লোক চক্ষে দেখা দূরে থাকুক কোন কালে কখন কাণেও শুনি নাই—এমত লোকের নিকটে বুড়া থাকিলেও ভাল হয়—ছেলে তো ভাল হবেই। আহা! বাবুরামের ছোট ছেলেটি ভাল হইলেই বড় সুখজনক হইবে।

---

১৩ বরদা প্রসাদ বাবুর উপদেশ দেওন— তাঁহার বিজ্ঞতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সুশিক্ষার প্রণালী। তাঁহার নিকট রামলালের উপদেশ তজ্জন্য তাঁহার পিতার ভাবনা ও ঠকচাচার সহিত পরামর্শ। রামলালের গুণ বিষয়ে মনান্তর ও তাঁহার বড় ভগিনীর পীড়া ও বিয়োগ।

বরদা প্রসাদ বাবুর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিজাতীয় বিচক্ষণতা ছিল। তিনি মানব স্বভাব ভাল জানিতেন। মনের কি কি শক্তি, কি কি ভাব এবং কি কি প্রকারে ঐ সকল শক্তি ও ভাবের চালনা হইলে মনুষ্য বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ বিজ্ঞতা ছিল। শিক্ষকের কর্ম্মটী বড় সহজ নহে। অনেকে যৎকিঞ্চিৎ ফুলতোলা রকম শিখিয়া অন্য কর্ম্ম কাজ না জুটিলে শিক্ষক হইয়া বসেন—এমত সকল লোকের দ্বারা ভাল শিক্ষা হইতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষক হইতে গেলে মনের গতি ও ভাবসকলকে ভালরূপে জানিতে হয়, এবং কি প্রকারে শিক্ষা দিলে কর্ম্মে আসিতে পারে তাহা সুস্থির হইয়া দেখিতে হয় ও শুনিতে হয় ও শিখিতে হয়। এ সকল না করিয়া তাড়াহুড়া রকমে শিক্ষা দিলে কেবল পাথরে কোপ মারা হয়—এক শত বার কোদাল পাড়িলেও এক মুটা মাটি কাটা হয় না। বরদা-প্রসাদ বাবু বহুদর্শী ছিলেন—অনেক কালাবধি শিক্ষার বিষয়ে মনযোগী থাকাতে শিক্ষা দেওনের প্রণালী ভাল জানিতেন, তিনি যে প্রকার শিক্ষা করাইতেন তাহা সার শিক্ষা হইত। এক্ষণে সরকারী বিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষা হয়, তাহাতে শিক্ষার আসল অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, কারণ মনের শক্তি ও মনের ভাবাদির সুন্দররূপে চালনা হয় না। ছাত্রেরা কেবল মুখস্থ করিতে শিখে, তাহাতে কেবল স্মরণ শক্তি জাগরিত হয়—বিবেচনা শক্তি প্রায় নিদ্রিত থাকে, মনের ভাবাদি চালনার তো কথাই নাই। শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে, ছাত্রদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে মনের শক্তি ও ভাব সকল সমানরূপে চালিত হইবেক। এক শক্তির অধিক চালনা ও অন্য শক্তির অল্প চালনা করা কর্ত্তব্য হয় না। যেমন শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয়, তেমনি মনের সকল শক্তিকে সমানরূপে চালনা করিলে আসল বুদ্ধি হয়। মনের সদ্ভাবাদিরও চালনা সমানরূপে করা আবশ্যক। একটি সদ্ভাবের

চালনা করিলেই সকল সদ্ভাবের চালনা হয় না। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলেও দয়ার লেশ না থাকিতে পারে—দয়ার ভাগ অধিক থাকিয়া দেনা পাওনা বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান না থাকা অসম্ভব নহে —দেনা পাওনা বিষয়ে থারা থাকিয়াও পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্রের উপর অযত্ন ও নিস্নেহ হইবার সম্ভাবনা—পিতা মাতা স্ত্রীপুত্রের প্রতি স্নেহ থাকিতে পারে, অথচ সরলতা কিছু মাত্র না থাকা অসম্ভব নহে। ফলেও বরদাপ্রসাদ বাবু ভাল জানিতেন যে, মনের ভাবাদির চালনা মূল পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি—ঐ ভক্তির যেমন বৃদ্ধি হইবে, তেমনি মনের সকল ভাবের চালনা হইতে থাকিবে, তাহা না হইলে ঐ কর্ম্মটি জলের উপরে আঁক কাটার প্রায় হইয়া পড়ে।

রামলাল ভাগ্যক্রমে বরদা বাবুর শিষ্য হইয়াছিল। রামলালের মনের সকল শক্তি ও ভাবের চালনা সুন্দররূপে হইতে লাগিল। মনের ভাবের চালনা সৎ লোকের সহবাসে যেমন হয় তেমন শিক্ষা দ্বারা হয় না। যেমন কলমের দ্বারা জাম গাছের ডাল আঁব গাছের ডাল হয়, তেমনি সহবাসের দ্বারা এক রকম মন অন্য আর এক রকম হইয়া পড়ে। সৎ মনের এমন মাহাত্ম্য যে, তাহার ছায়া অধম মনের উপর পড়িলে অধমরূপ ক্রমে ক্রমে সেই ছায়াস্বরূপ হইয়া বসে।

বরদা বাবুর সহবাসে রামলালের মনের টাঁচা প্রায় তাঁহার মনের মত হইয়া উঠেল। রামলাল প্রাতঃকালে উঠিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ করিবার জন্য ফাঁকা জায়গায় ভ্রমণ ও বায়ুসেবন করেন—তাঁহার দৃঢ় সংস্কার হইল যে, শরীরে জোর না হইলে মনে জোর হয় না। তাহার পর বাটীতে আসিয়া উপাসনা ও আত্ম-বিচার করেন; এবং যে সকল বহি পড়িলে ও যে যে লোকের সহিত আলাপ করিলে বুদ্ধি ও মনের সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়, কেবল সেই সকল বহি পড়েন, ও সেই সকল লোকের সহিত আলাপ করেন। সৎ লোকের নাম শুনিলেই তাঁহার নিকট গমনাগমন করেন —তাঁহার জাতি অথবা অবস্থার বিষয় কিছুমাত্র অনুসন্ধান করেন না। রামলালের বোধ শোধ এমত পরিষ্কার হইল যে যাহার সঙ্গে আলাপ করেন তাহার সহিত কেবল কেজো কথাই কহেন—ফালতো কথা কিছু কহেন না, অন্য লোক ফালতো কথা কহিলে আপন বুদ্ধির জোরে কুক্কুটীর ন্যায় সার সার কথা বাহির করিয়া লয়েন। তিনি মনের মধ্যে সর্ব্বদাই ভাবেন—পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, নীতিজ্ঞান ও সদ্‌বুদ্ধি যাহাতে বাড়ে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই মতে চলাতে তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও কর্ম্ম সকল উত্তরোত্তর প্রশংসনীয় হইতে লাগিল।

সততা কখনই ঢাকা থাকে না। পাড়ার সকল লোকে বলাবলি করে—রামলাল দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। তাহাদিগের বিপদ আপদে রামলাল আগে বুক দিয়া পড়ে। কি পরিশ্রম দ্বারা, কি অর্থ দ্বারা, কি বুদ্ধির দ্বারা, যাহার যাতে উপকার হয় তাহাই করে। কি প্রাচীন, কি যুবা কি শিশু সকলেই রামলালের অনুগত ও আত্মীয় হইল—রামলালের নিন্দা শুনিলে তাহাদিগের কর্ণে শেল সম লাগিত—প্রশংসা শুনিলে মহা আনন্দ হইত। পাড়ার প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আমাদিগের এমনি একটি ছেলে হলে বাছাকে কাছ ছাড়া হতে দিতুম না—আহা! ওর মা কত পুণ্য করেছিল যে, এমন ছেলে পেয়েছে। যুবতী স্ত্রীলোকেরা রামলালের রূপ গুণ দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে কহিত, এমনি পুরুষ যেন স্বামী হয়।

রামলালের সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র ক্রমে ক্রমে ঘরে বাহিরে নানা প্রকারে প্রকাশ

পাইতে লাগিল, তাঁহার পরিবার মধ্যে কাহারও প্রতি কোন ত্রুটী হইত না।

রামলালের পিতা তাহাকে দেখিয়া এক এক বার মনে করিতেন, ছোট পুত্রটি হিন্দুয়ানী বিষয়ে আল্‌গা আল্‌গা রকম—তিলকসেবা করে না—কোশাকোশী লইয়া পূজা করে না—হরিনামের মালা জপে না, অথচ আপন মত অনুসারে উপাসনা করে ও কোন অধর্ম্মে রত নহে—আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা কহি—ছেলেটী সত্য বই অন্য কথা জানে না—বাপ মার প্রতি বিশেষ ভক্তিও আছে, অধিকন্তু আমাদিগের অনুরোধে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে কখনই স্বীকার করে না—আমার বিষয় আশয়ে অনেক জোড়া আছে—সত্য মিথ্যা দুই চাই। অপর, বাটীতে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি ক্রিয়া কলাপ হইয়া থাকে—এ সকল কি প্রকারে রক্ষা হইবে? মতিলাল মন্দ বটে, কিন্তু সে ছেলেটার হিন্দুয়ানী আছে—বোধ হয়, দোষে গুণে বড় মন্দ নয়—বয়স কালে ভারিত্ব হইলে সব সেরে যাবে। রামলালের মাতা ও ভগিনীরা তাহার গুণে দিন দিন আর্দ্র হইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধকারের পর আলোক দর্শনে যেমন আহ্লাদ জন্মে, তেমনি তাহাদিগের মনে আনন্দ হইল। মতিলালের অসদ্ব্যবহারে তাহারা ম্রিয়মাণ ছিলেন, মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না—লোক-গঞ্জনায় অধোমুখ হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে রাম-লালের সদ্গুণে মনে সুখ ও মুখ উজ্জ্বল হইল। দাস দাসীরা পূর্ব্বে মতিলালের নিকট কেবল গালাগালি ও মার খাইয়া পলাই পলাই ডাক ছাড়িত—এক্ষণে রামলালের মিষ্ট বাক্যে ও অনুগ্রহে ভিজিয়া আপন আপন কর্ম্মে অধিক মনোযোগী হইল। মতিলাল, হলধর ও গদাধর রামলালের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিত, ছোঁড়া পাগল হলো—বোধ হয় মাথার দোষ জন্মিয়াছে। কর্ত্তাকে বলিয়া ওকে পাগলা গারদে পাঠান যাউক—এক রত্তি ছোঁড়া, দিবারাত্রি ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে—ছেলে মুখে বুড়ো কথা ভাল লাগে না! মানগোবিন্দ, রামগোবিন্দ ও দোলগোবিন্দ মধ্যে মধ্যে বলে—মতিবাবু! তুমি কপালে পুরুষ—রামলালের গতিক ভাল নয়—ওটা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া শীঘ্র নিকাশ হবে, তার পর তুমিই সমস্ত বিষয়টা লইয়া পায়ের উপর পা দিয়া নিছক মজা মার। আর ওটা যদিও বাঁচে, তবু কেবল জড়ভরতের মত হবে। আ মরি! যেমন গুরু তেমনি চেলা—পৃথিবীতে আর শিক্ষক পাইলেন না। একটা বাঙ্গালের কাছে গুরুমন্ত্র পাইয়া সকলের নিকটে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়ান। বড় বাড়াবাড়ি করলে ওকে আর ওর গুরুকে একেবারে বিসর্জ্জন দিব। আ মর! টগ্‌রে ছোঁড়া বলে বেড়ায়, দাদা কুসঙ্গ ছাড়লে বড় সুখের বিষয় হবে—আবার বলে, দাদা বরদা বাবুর নিকট গমনাগমন করিলে, ভাল হয়। বরদা বাবু—বুদ্ধির ঢেঁকি! গুণবানের জেঠা! খবরদার, মতিবাবু, তুমি যেন দমে পড়ে সেটার কাছে যেও না। আমরা আবার শিখব কি? তার ইচ্ছা হয় তো সে আমাদের কাছে এসে শিখে যাউক। আমরা এক্ষণে রং চাই—মজা চাই—আয়েস চাই।

✓ঠকচাচা সর্ব্বদা রামলালের গুণানুবাদ শুনেন ও বসিয়া বসিয়া ভাবেন। ঠকের আঁচ—সময় পাইলেই বাবুরামের বিষয়ের উপর দুই এক ছোবল মারিবেন। এ পর্য্যন্ত অনেক মামলা গোলমালে গিয়াছে—ছোবল মারিবার সময় হয় নাই, কিন্তু চারের উপর চার দিয়া ছিপ ফেলার কসুর হয় নাই। রামলাল যে প্রকার

হইয়া উঠিল তাহাতে যে মাছ পড়ে এমন বোধ হইল না—পেঁচ পড়িলেই সে পেঁচের ভিতর যাইতে বাপকে মানা করিবে। অতএব ঠকচাচা ভারি ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিল এবং ভাবিল, আশার চাঁদ বুঝি নৈরাশ্যের মেঘে ডুবে গেল, আর প্রকাশ বা না পায়। তিনি মনোমধ্যে অনেক বিবেচনা করিয়া এক দিন বাবুরাম বাবুকে বলিলেন—বাবুসাহেব! তোমার ছোট লেড়্কার ডৌল নেগা করে মোর বড় গমি হচ্ছে। মোর মালুম হয় ওনা দেওয়ানা হয়েছে—তেনা মোর উপর বড় খাপ্পা, দশ আদমির নজদিগে বলে মুই তোমাকে খারাব কর্‌লাম—এ বাত শুনে মোর দেলে বড় চোট লেগেছে। বাবু সাহেব! এ বহুত বুরা বাত—এজ এসমাফিক মোরে বল্‌লে—কেল তোমাকেও শক্ত শক্ত বল্‌তে পারে। লেড়্কা ভাল হবে—নরম হবে—বেতমিজ ও বজ্জাত হলে, এলাজ দেওয়া মোনাসেব। আর যে রবক সবক পড়ে তাতে যে জমিদারি থাকে, এতনা মোর একেলে মালুম হয় না।

যে ব্যক্তির ঘটে বড় বুদ্ধি নাই, সে পরের কথায় অস্থির হইয়া পড়ে। যেমন কাঁচা মাজির হাতে তুফানে নৌকা পড়িলে টল্‌মল্ করিতে থাকে—কুল কিনারা পেয়েও পায় না—সেই মত ঐ ব্যক্তি চারিদিকে অন্ধকার দেখে—ভাল মন্দ কিছুই স্থির করিতে পারে না। একে বাবুরাম বাবুর মাজা বুদ্ধি নহে, তাতে ঠকচাচার কথা ব্রহ্মজ্ঞান, এই জন্য ভেবাচেকা লেগে তিনি ভদ্র জংলার মত ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন ও ক্ষণেক কাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—উপায় কি? ঠকচাচা বলিলেন, মোশার লেড়্কা বুরা নহে, বরদা বাবুই সব বদের জড়—ওনাকে তফাৎ করিলে লেড়্কা ভাল হবে—বাবুসাহেব! হেন্দুর লেড়্কা হয়ে হেন্দুর মাফিক্ পাল পার্ব্বণ করা মোনাসেব, আর দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই, একা সাচ্চা হয়ে কি কর্‌বো?

যাহার যেরূপ সংস্কার সেই মত কথা শুনিলে ঐ কথা বড় মনের মত হয়। হিন্দুয়ানি ও বিষয় রক্ষা সংক্রান্ত কথাতেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে তাহা ঠকচাচা ভাল জানিতেন ও ঐ কথাতেই কর্ম্ম কেয়াল হইল। বাবুরাম বাবু উক্ত পরামর্শ শুনিয়া তা বটেতো তা বটেতো বলিয়া বলিলেন—যদি তোমার এই মত তো শীঘ্র কর্ম্ম নিকেশ কর—টাকা কড়ি যাহা আবশ্যক হবে আমি তাহা দিব, কিন্তু কল কৌশল তোমার।

রামলালের সংক্রান্ত ঘষ্টি ঘর্ষণা এইরূপ হইতে লাগিল। নানা মুনির নানা মত—কেহ বলে ছেলেটী এ অংশে ভাল—কেহ বলে ও অংশে ভাল নহে—কেহ বলে এই মুখ্য গুণটী না থাকাতে এক কলসী দুগ্ধে এক ফোঁটা গোবর পড়িয়াছে—কেহ বলে ছেলেটী সর্ব্ব বিষয়ে গুণান্বিত, এইরূপে কিছুকাল যায়—দৈবাৎ বাবুরাম বাবুর বড় কন্যার সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। পিতা মাতা কন্যাকে ভারি ভারি বৈদ্য আনাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। মতিলাল ভগিনীকে একবারও দেখিতে আইল না।—পরম্পরায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, ভদ্র লোকের ঘরে বিধবা হইয়া থাকা অপেক্ষা শীঘ্র মরা ভাল, এবং ঐ সময়ে তাহার আমোদ আহ্লাদ বাড়িয়া উঠিল—কিন্তু রামলাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভগিনীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও ভগিনীর আরোগ্যের জন্য অতিশয় চিন্তান্বিত ও যত্নবান হইলেন। ভগিনী পীড়া হইতে রক্ষা পাইলেন না—মৃত্যু কালীন ছোট ভ্রাতার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন—রাম! যদি মরে আবার

মেয়ে জন্ম হয়, তবে যেন তোমার মত ভাই পাই—তুমি আমার যা করেছ তাহা আমি মুখে বলিতে পারিনে—তোমার যেমন মন তেমনি পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন—এই বলিতে বলিতে ভগিনী প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

---

১৪ মতিলাল ও তাহার দলবল এক জন কবিরাজ লইয়া তামাসা ফষ্টি করণ, রামলালের সহিত বরদা-প্রসাদ বাবুর দেশ ভ্রমণের ফলের কথা, হুগলি হইতে গুমখুনির পরওয়ানা ও বরদা বাবু প্রভৃতির তথায় গমন।

বেলেল্লা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটেনা, প্রতিদিন তাহাদের নূতন নূতন, টাট্‌কা টাট্‌কা রং চাই। বাহিরে কোন রকম আমোদের সূত্র না পাইলে ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসে। যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই বাঁচোয়া, কারণ বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জো সো করে তাঁহাদিগের গঙ্গা যাত্রার ফিকিরও হইতে পারে, নতুবা বিষম সঙ্কট—একেবারে চারিদিকে সরিষা-ফুল দেখে!

মতিলাল ও তাহার সঙ্গিরা-নানা রঙ্গের রঙ্গী হইয়া অনেক প্রকার লীলা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন্ লীলা যে শেষ লীলা হইবে তাহা বলা বড় কঠিন। তাহাদিগের আমোদ প্রমোদের তৃষ্ণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক এক রকম আমোদ দুই এক দিন ভাল লাগে—তাহার পরেই বাসি হইয়া পড়ে, আবার অন্য কোন প্রকার রং না হইলে ছট্‌ফটানি উপস্থিত হয়। এই রূপে মতিলাল দলবল লইয়া কাল কাটায়। পালাক্রমে এক এক জনকে এক একটা নূতন নূতন আমোদের ফোয়ারা খুলিয়া দিতে হইত, এজন্য এক দিন হলধর দোল-গোবিন্দের গায়ে লেপ মুড়ি দিয়া ভাইলোক সকলকে শিখাইয়া পড়াইয়া ব্রজনাথ কবিরাজের বাটীতে গমন করিল। কবিরাজের বাটীতে ঔষধ প্রস্তুতের ধূম লেগে গিয়াছে—কোন খানে রসাসিন্ধু মাড়া যাইতেছে—কোন খানে মধ্যম নারায়ণ তৈলের জ্বাল হইতেছে—কোন খানে সোণা ভস্ম হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় এক হাতে ঔষধের ডিবে ও আর এক হাতে এক বোতল গুড়ুচ্যাদি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতে-ছিলেন. এমন সময়ে হলধর উপস্থিত হইয়া বলিল, রায় মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসুন—জমীদার বাবুর বাটীতে একটী বালকের ঘোরতর জ্বর বিকার হইয়াছে—বোধ হয় রোগীর এখন তখন হইয়াছে, তবে তাহার আয়ু ও আপনার হাতযশ—অনুমান হয় মাতব্বর মাতব্বর ঔষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে। যদি আপনি ভাল করিতে পারেন যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবেন। এই কথা শুনিয়া কবিরাজ তাড়াতাড়ি করিয়া রোগীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যতগুলিন নব্য বাবু নিকটে ছিল তাহারা বলিয়া উঠিল, আস্তে আজ্ঞা হউক আস্তে আজ্ঞা হউক কবিরাজ মহাশয়! আমাদিগকে বাঁচাউন—দোলগোবিন্দ দশপোনের দিন পর্য্যন্ত জ্বর বিকারে বিছানায় পড়িয়া আছে—দাহ পিপাসা অতিশয়—রাত্রে নিদ্রা নাই—কেবল ছট্‌ফট্ করিতেছে,—মহাশয়! এক ছিলিম তামাক খাইয়া ভাল করিয়া হাত দেখুন। ব্রজনাথ রায় প্রাচীন, পড়া শুনা বড় নাই—আপন ব্যবসায়ে

ধামাধরা গোচ—দাদা যা বলেন তাহাতেই মত—সুতরাং স্বয়ং সিদ্ধ নহেন, আপনি কেটে ছিঁড়ে কিছুই করিতে পারেন না। রায় মহাশয়ের শরীর ক্ষীণ, দন্ত নাই, কথা জড়িয়া পড়ে, কিন্তু মুখের মধ্যে যথেষ্ট গোঁপ—গোঁপও পেকে গিয়াছে, কিন্তু স্নেহ প্রযুক্ত কখনই ফেলিবেন না রোগীর হাত দেখিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলেন। হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, কবিরাজ মহাশয় যে চুপ করিয়া থাকিলেন? কবিরাজ উত্তর না দিয়া রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, রোগীও এক এক বার ফেল্ ফেল্ করিয়া চায়—এক এক বার জিহ্বা বাহির করে—এক এক বার দন্ত কড়্‌মড়্ করে—এক এক বার শ্বাসের টান দেখায়—এক এক বার কবিরাজের গোঁপ ধরিয়া টানে। রায় মহাশয় সরে সরে বসেন, রোগী গড়িয়া গড়িয়া গিয়া তাহার তেলের বোতল লইয়া টানাটানি করে। ছোঁড়ারা জিজ্ঞাসা করিল, রায় মহাশয়! এ কি? তিনি বলিলেন, এ পীড়াটী ভয়ানক—বোধ হয় জ্বর বিকারও উল্বণ হইয়াছে। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে আরাম করিতে পারিতাম, এক্ষণে শিবের অসাধ্য! এই বলিতে বলিতে রোগী তেলের বোতল টানিয়া লইয়া এক গণ্ডুষ তৈল মাখিয়া ফেলিল। কবিরাজ দেখিলেন যে, ছবুড়ির ফলে অমিত্তি হারাইতে হয়, এ জন্য তাড়াতাড়ি বোতল লইয়া ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দিয়া উঠিলেন। সকলে বলিল মহাশয় যান কোথায়? কবিরাজ কহিলেন, উল্বণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় এক্ষণে রোগীকে এ স্থানে রাখা আর কর্ত্তব্য নহে—যাহাতে তাহার পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী এই কথা শুনিয়া ধড়্‌মড়িয়া উঠিল—কবিরাজ এই দেখিয়া চৌ রিয়া পিটান দিলেন—বৈদ্যবাটির অবতারেরা সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ে যাইতে লাগিল—কবিরাজ কিছু দূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন—নব্য বাবুরা কবিরাজকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আনিল। দোলগোবিন্দ নিকটে আসিয়া কহিল—কবিরাজ মামা! আমাকে গঙ্গায় পাঠাইতে বিধি দিয়াছিলে—এক্ষণে রোজার ঘাড়ে বোঝা—এসো বাবা এক্ষণে তোমাকে অন্তর্জলি করিয়া চিতায় ফেলি। খামখেয়ালি লোকের দণ্ডে দণ্ডে মত ফেরে আবার কিছুকাল পরে বলিল—আর আমাকে গঙ্গায় পাঠাইবে? যাও বাবা! ঘরের ছেলে ঘরে যাও, কিন্তু তেলের বোতলটা দিয়ে যাও। এই বলিয়া তেলের বোতল লইয়া সকলে রগ্‌রগে করিয়া তেল মাখিয়া ঝুপঝাপ করিয়া গঙ্গায় পড়িল। কবিরাজ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। এক্ষণে পলাইতে পারিলে বাঁচি এই বলিয়া পা বাড়াইতেছেন—ইতিমধ্যে হলধর সাঁতার দিতে দিতে চীৎকার করিয়া বলিল ওগো কবরেজ মামা! বড় পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, পাত দুই রসাসিন্দু দিতে হবে—পালিওনা। বাবা যদি পালাও তো মামিকে হাতের লোহা খুলিতে হবে। কবিরাজ ঔষধের ডিবেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বাপ বাপ করিতে করিতে বাসায় প্রস্থান করিলেন।

ফাল্গুণ মাসে গাছ পালা গজিয়া উঠে ও ফুলের সৌগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়া পড়ে। বরদা বাবুর বাসাবাটি গঙ্গার ধারে—সম্মুখে একখানি আটচালা ও চতুষ্পার্শ্বে বাগান। বরদা বাবু প্রতিদিন বৈকালে ঐ আটচালায় বসিয়া সেবন করিতেন এবং নানা বিষয় ভাবিতেন ও আত্মীয় লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। রামলাল সর্ব্বদা নিকটে থাকিত, তাহার সহিত বরদা বাবুর মনের কথা

হইত। রামলাল এই প্রকারে অনেক উপদেশ পায়—সুযোগ পাইলে কি কি উপায়ে পরমার্থ জ্ঞান ও চিত্তশোধন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গুরুকে খুঁচিয়া খুঁচিয়া জিজ্ঞাসা করিত। এক দিন রামলাল বলিল—মহাশয়! আমার দেশ ভ্রমণ করিতে বড় ইচ্ছা যায়—বাটীতে থাকিয়া দাদার কুকথা ও ঠকচাচার কুমন্ত্রণা শুনিয়া শুনিয়া ত্যক্ত হইয়াছি, কিন্তু মা বাপের ও ভগিনীর স্নেহ প্রযুক্ত বাড়ী ছেড়ে যাইতে পা বাধ্ বাধ্ করে—কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না।

বরদা। দেশ ভ্রমণে অনেক উপকার। দেশ ভ্রমণ না করিলে লোকের বহুদর্শিতা জন্মে না, নানা প্রকার দেশ ও নানা প্রকার লোক দেখিতে দেখিতে মন দরাজ হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকদিগের কি প্রকার রীতি নীতি, কিরূপ ব্যবহার ও কি কারণে তাহাদিগের ভাল অথবা মন্দ অবস্থা হইয়াছে, তাহা খুঁটিয়া অনুসন্ধান করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়; আর; নানা জাতীয় ব্যক্তির সহিত সহবাস হওয়াতে মনের দ্বেষ ভাব দূরে যাইয়া সদ্ভাব বাড়িতে থাকে। ঘরে বসিয়া পড়া শুনা করিলে কেতাবি বুদ্ধি হয়—পড়া শুনাও চাই—সৎলোকের সহবাসও চাই—বিষয় কর্ম্মও চাই—নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপও চাই। এই কয়েকটি কর্ম্মের দ্বারা বুদ্ধি পরিষ্কার এবং সদ্ভাব বৃদ্ধিশীল হয়, কিন্তু ভ্রমণ করিতে গিয়া কি কি বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক, তাহা না জানিয়া ভ্রমণ করা বলদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান মাত্র। আমি এমন কথা বলি না যে এরূপ ভ্রমণ করাতে কিছুমাত্র উপকার নাই—আমার সে অভিপ্রায় নহে, ভ্রমণ করিলে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমণ কালে কি কি অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা না জানে ও সেই সকল অনুসন্ধান করিতে না পারে, তাহার ভ্রমণের পরিশ্রম সর্ব্বাংশে সফল হয় না। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকে এদেশ হইতে ওদেশে গিয়া থাকেন কিন্তু ঐ সকল দেশ সংক্রান্ত আসল কথা জিজ্ঞাসা করিলে কয় জন উত্তমরূপ উত্তর করিতে পারেন? এ দোষটী বড় তাহাদিগের নহে—এটী তাহাদিগের শিক্ষার দোষ—দেখাশুনা, অন্বেষণ ও বিবেচনা করিতে না শিখিলে একেবারে আকাশ থেকে ভাল বুদ্ধি পাওয়া যায় না। শিশুদিগকে এমত তরিবত দিতে হইবে যে, তাহারা প্রথমে নানা বস্তুর নক্সা দেখিতে পায়—সকল তসবির দেখিতে দেখিতে একটার সহিত আর একটার তুলনা করিবে অর্থাৎ এর হাত আছে ওর পা নাই এর মুখ এমন, ওর লেজ নাই, এরূপ তুলনা করিলে দর্শন-শক্তি ও বিবেচনা-শক্তি দুয়েরই চালনা হইতে থাকিবে। কিছুকাল পরে এইরূপ তুলনা করা আপনা আপনি সহজ বোধ হইবে, তখন নানা বস্তু কি কারণে পরস্পর ভিন্ন হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে, তাহার পরে কোন্ কোন্ বস্তু কোন্ কোন্ শ্রেণীতে আসিতে পারে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে। এই প্রকার উপদেশ দিতে দিতে অনুসন্ধান করণের অভ্যাস ও বিবেচনা শক্তির চালনা হয়। কিন্তু এরূপ শিক্ষা এ দেশে প্রায় হয় না, এজন্য আমাদিগের বুদ্ধি গোলমেলে ও ভাসাভাসা হইয়া পড়ে—কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কোন্ কথাটা বা সার—ও কোন কথাটা বা অসার তাহা শীঘ্র বোধগম্য হয় না, ও কিরূপ অনুসন্ধান করিলে প্রস্তাবের বিবেচনা হইয়া ভাল মীমাংসা হইতে পারে, তাহাও অনেকের বুদ্ধিতে আসে না; অতএব অনেকের ভ্রমণ যে মিথ্যা ভ্রমণ হয় এ কথা অলীক নহে,

কিন্তু তোমার যে প্রকার শিক্ষা হইয়াছে বোধ হয় ভ্রমণ করিলে তোমার অনেক উপকার দর্শিবে।

রামলাল। যদি বিদেশে যাই, তবে যে যে স্থানে বসতি আছে, সেই সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিতে হইবে; কিন্তু আমি কোন্ জাতীয় ও কি প্রকার লোকের সহিত অধিক সহবাস করিব?

বরদা। এ কথাটি বড় সহজ নহে—ঠাওরিয়া উত্তর দিতে হবে। সকল জাতিতেই ভাল মন্দ লোক আছে—ভাল লোক পাইলেই তাহার সহিত সহবাস করিবে। ভাল লোকের লক্ষণ তুমি বেশ জান, তাহা পুনরায় বলা অনাবশ্যক। ইংরেজদিগের নিকটে থাকিলে লোকে সাহসী হয়—তাহারা সাহসকে পূজা করে—যে ইংরাজ অসাহসিক কর্ম্ম করে, সে ভদ্র সমাজে যাইতে পারে না; কিন্তু সাহসী হইলে যে সর্ব্বপ্রকারে ধার্ম্মিক হয় এমত নহে—সাহস সকলের বড় আবশ্যক বটে, কিন্তু যে সাহস ধর্ম্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় সেই সাহসই সাহস। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি সর্ব্বদা পরমার্থ চর্চ্চা করিবে নতুবা যাহা দেখিবে—যাহা শুনিবে যাহা শিখিবে তাহাতেই অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে। আর মনুষ্য যাহা দেখে তাহাই করিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের সহবাসে অনেক ফাল্‌তো সাহেবানি শিখিয়া অভিমানে ভরে যায় ও যে কিছু কর্ম্ম করে, তাহা অহঙ্কার হইতেই করিয়া থাকে—এ কথাটীও স্মরণ থাকিলে ক্ষতি নাই।

এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে বাগানের পশ্চিম দিক থেকে জন কয়েক পিয়াদা হন্ হন্ করিয়া আসিয়া বরদা বাবুকে ঘিরিয়া ফেলিল—বরদা বাবু তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? তাহারা উত্তর করিল, আমরা পুলিসের লোক—আপনার নামে গোম খুনির নালিশ হইয়াছে—আপনাকে হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে যাইয়া জবাব দিতে হইবে, আর আমরা এখানে গোম তল্লাস করিব। এই কথা শুনিবামাত্র রামলাল দাঁড়াইয়া উঠিল ও পরওয়ানা পড়িয়া মিথ্যা নালিশ জন্য রাগে কাঁপিতে লাগিল। বরদা বাবু তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন—ব্যস্ত হইও না, বিষয়টা তলিয়ে দেখা যাউক—পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাত ঘটিয়া থাকে। আপদ উপস্থিত হইলে কোনমতে অস্থির হওয়া কর্ত্তব্য নহে—বিপদ্‌কালে চঞ্চল হওয়া নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম; আর আমার উপর যে দোষ হইয়াছে, তাহা বেশ মনে জানি যে আমি করি নাই—তবে আমার ভয় কি? কিন্তু আদালতের হুকুম অবশ্য মানিতে হইবে, এজন্য সেখানে শীঘ্র হাজির হইব। এক্ষণে পেয়াদারা আমার বাটী তল্লাস করুক ও দেখুক যে আমি কাহাকেও লুকাইয়া রাখি নাই। এই আদেশ পাইয়া পেয়াদারা চারিদিকে তল্লাস করিল, কিন্তু গুমি পাইল না।

অনন্তর বরদা বাবু নৌকা আনাইয়া হুগলী যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে বালীর বেণী বাবু দৈবাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ও রামলালকে সঙ্গে করিয়া বরদা বাবু হুগলিতে গমন করিলেন। বেণী বাবু ও রামলাল কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকিলেন, কিন্তু বরদা বাবু সহাস্য বদনে নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় তাহাদিগকে সুস্থির করিতে লাগিলেন।

১৫ হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারি বর্ণন, বরদাবাবু, রামলাল ও বেণীবাবুর সহিত ঠকচাচার সাক্ষাৎ, সাহেবের আগমন ও তজবিজ আরম্ভ এবং বরদাবাবুর খালাস।

হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারি বড় সরগরম—আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী, কয়েদী, উকীল, ও আমলা সকলেই উপস্থিত আছে, সাহেব কখন আসিবে—সাহেব কখন আসিবে, বলিয়া অনেকে টো টো করিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু সাহেবের দেখা নাই। বরদা বাবু বেণী বাবু ও রামলালকে লইয়া একটা গাছের নীচে কম্বল পাতিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট দুই এক জন আমলা ফয়লা আসিয়া ঠারে ঠোরে চুক্তির কথা কহিতেছে, কিন্তু বরদা বাবু তাহাতে ঘাড় পাতেন না; তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা বলিতেছে, সাহেবের হুকুম বড় কড়া—কর্ম্ম কাজ সকলই আমাদিগের হাতের ভিতর—আমরা যা মনে করি তাহাই করিতে পারি—জবান বন্দী করান আমাদিগের কর্ম্ম—কলমের মারপেঁচে সকলই উল্টে দিতে পারি, কিন্তু রুধির চাই—তদ্বির করিতে হয় তো এই সময় করা কর্ত্তব্য, একটা হুকুম হইয়া গেলে আমাদিগের ভাল করা অসাধ্য হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া রামলালের এক এক বার ভয় হইতেছে, কিন্তু বরদা বাবু অকুতোভয়ে বলিতেছেন—আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন, আমি কখনই ঘুস্ দিব না, আমি নির্দ্দোষ—আমার কিছুই ভয় নাই। আমলারা বিরক্ত হইয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল। দুই এক জন উকিল বরদা বাবুর নিকটে আসিয়া বলিল—দেখিতেছি, মহাশয় অতি ভদ্রলোক—অবশ্য কোন দায়ে পড়িয়াছেন, কিন্তু মকদ্দমাটী যেন বেতদ্বিরে যায় না—যদি সাক্ষীর যোগাড় করিতে চাহেন, এখান হইতে করিয়া দিতে পারি, কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে সকল সুযোগ হইতে পারে। সাহেব এলো এলো হইয়াছে, যাহা করিতে হয় এই বেলা করুন। বরদা বাবু উত্তর করিলেন—আপনাদিগের বিস্তর অনুগ্রহ কিন্তু আমাকে বেড়ি পরিতে হয় তাহাও পরিব—তাহাতে আমার মনে ক্লেশ হইবে না—অপমান হইবে বটে, সে অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু প্রাণ গেলেও মিথ্যা পথে যাইব না। ঈশ্! মহাশয় যে সত্যযুগের মানুষ—বোধ হয় রাজা যুধিষ্ঠির মরিয়া জন্মিয়াছেন—না? এই রূপ ব্যঙ্গ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাহারা চলিয়া গেল।

এই প্রকারে দুইটা বাজিয়া গেল—সাহেবের দেখা নাই, সকলেই তীর্থের কাকের ন্যায় চাহিয়া আছে। কেহ কেহ এক জন আচার্য্য ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—অহে! গণে বল দেখি সাহেব আজ আসিবেন কি না? অমনি আচার্য্য বলিতেছেন, একটা ফুলের নাম কর দেখি? কেহ বলে জবা—আচার্য্য আঙ্গুলে গণিয়া বলিতেছেন—না আজ সাহেব আসিবেন না—বাটীতে কর্ম্ম আছে। আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে দপ্তর বাঁধিতে উদ্যত হইল ও বলিয়া উঠিল, রাম বাঁচলুম! বাসায় গিয়া চোদ্দপো হওয়া যাউক। ঠকচাচা ভিড়ের ভিতর বসিয়াছিল, জন চারেক লোক সঙ্গে—বগলে একটা কাগজের পোট্‌লা—মুখে কাপড়,—চোক দুটী মিট্ মিট্ করিতেছে—দাড়িটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এমত

সময়ে তাহার উপর রামলালের নজর পড়িল। রামলাল অমনি বরদা ও বেণীবাবুকে বলিল— দেখুন ঠকচাচা এখানে আসিয়াছে—বোধ হয়, ও এই মকদ্দমার জড়—না হলে আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরায় কেন? বরদা বাবু মুখ তুলিয়া দেখিয়া উত্তর করিলেন—এ কথাটী আমারও মনে লাগে—আমাদিগের দিকে আড়ে আড়ে চায়, আবার চোকের উপর চোক পড়িলে ঘাড় ফিরিয়া অন্যের সহিত কথা কয়—বোধ হয়, ঠকচাচাই সরসের ভিতর ভূত। বেণী বাবুর সদা হাস্য বদন—রহস্য দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করেন। চুপ করিয়া না থাকিতে পারিয়া, ঠকচাচা ঠকচাচা বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পাঁচ সাত ডাক ফাওয়ে গেল—ঠকচাচা বগল থেকে কাগজ খুলিয়া দেখিতেছে—বড় ব্যস্ত—শুনেও শুনে না—ঘাড়ও তোলে না। বেণী বাবু তাহার নিকটে আসিয়া হাত ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপারটা কি? তুমি এখানে কেন? ঠকচাচা কথাই কন না, কাগজ উল্টে পাল্টে দেখিতেছেন—এ দিকে যমলজ্জা উপস্থিত—কিন্তু বেণী বাবুকেও টেলে দিতে হইবে, তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বলিল—বাবু! দরিয়ার বড় মৌজা হইয়াছে—এজ তোমরা কি সুরতে যাবে? ভাল তা যা হউক, তুমি এখানে কেন? আরে ঐ বাতই মোকে বার বার পুচ কর কেন? মোর বহুত কাম, থোড়া ঘড়ি বাদ মুই তোমার সাতে বাত করব—আমি জেরা ফিরে এসি, এই বলিয়া ঠকচাচা ধাঁ করিয়া সরিয়া গিয়া এক জন লোকের সঙ্গে ফালত কথায় ব্যস্ত হইল।

তিনটা বাজিয়া গেল—সকল লোকে ঘুরে ফিরে ত্যক্ত হইল, মফঃসলে কর্ম্মের নিকাস নাই—আদালতে হেঁটে হেঁটে লোকের প্রাণ যায়। কাছারি ভাঙ্গ ভাঙ্গ হইয়াছে, এমত সময়ে মাজিষ্ট্রেটের গাড়ির গড় গড় শব্দ হইতে লাগিল, অমনি সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—সাহেব আসছেন সাহেব আসছেন। আচার্য্যের মুখ শুখাইয়া গেল—দুই এক জন লোক তাহাকে বলিল, মহাশয়ের চমৎকার গণনা—আচার্য্য কহিলেন, আজ কিঞ্চিৎ রুক্ষ সামগ্রী খাইয়াছিলাম এই জন্য গণনার ব্যতিক্রম হইয়াছে। আমলা ফয়লারা স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইল। সাহেব কাছারি প্রবেশ করিবা মাত্রেই সকলে জমী পর্য্যন্ত ঘাড় হেঁট করিয়া সেলাম বাজাইল। সাহেব সিস দিতে দিতে বেঞ্চের উপর বসিলেন—হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল—তিনি মেজের উপর দুই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পড়িয়া আলবলা টানিতেছেন ও লেবণ্ডর ওয়াটর মাখান হাত-রুমাল বাহির করিয়া মুখ পুচিতেছেন। নাজির-দপ্তর লোকে ভরিয়া গেল—জবানবন্দিনবিস্ হন্ হন্ করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে, কিন্তু যাঁহার কড়ি তাঁহার জয়—সেরেস্তাদার জোড়া গায়ে, থিড়াকদার পাগড়ি মাথায়, রাশি রাশি মিছিল লইয়া সাহেবের নিকট গায়েনের সুরে পড়িতেছে—সাহেব খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনার দরকারি চিঠি লিখিতেছেন, এক একটা মিছিল পড়া হইলেই জিজ্ঞাসা করেন—ওয়েল, কেয়া হোয়া? সেরেস্তাদার যেমন ইচ্ছা তেমনি বুঝান ও সেরেস্তাদারের যে রায় সাহেবেরও সেই রায়।

বরদা বাবু বেণী বাবু ও রামলালকে লইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। যেরূপ বিচার হইতেছে তাহা দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান হত হইল। জবানবন্দিনবিসের নিকট তাঁহার মকদ্দমার যেরূপ জবানবন্দি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কিছু-মাত্র মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেরেস্তাদার

যে আনুকূল্য করে তাহাও অসম্ভব, এক্ষণে অনাথার দৈব সখা। এই সকল মনোমধ্যে ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মকদ্দমা ডাক হইল। ঠকচাচা অন্তরে বসিয়া ছিল, অমনি বুক ফুলাইয়া সাক্ষিদিগকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। মিছিলের কাগজাত পড়া হইলে সেরেস্তাদার বলিল—খোদায়াওন্দ গোম খুনি সাফ সাবুদ হুয়া—ঠকচাচা অমনি গোঁপে চাড়া দিয়া বরদা বাবুর প্রতি কট্‌মট্ করিয়া দেখিতে লাগিল, মনে করিতেছে এতক্ষণের পর কর্ম্ম কেয়াল হইল। মিছিল পড়া হইলে অন্যান্য মকদ্দমার আসামিদের কিছুই জিজ্ঞাসা হয় না—তাহাদিগের প্রায় ছাগল বলিদানের ব্যাপারই হইয়া থাকে, কিন্তু হুকুম দিবার অগ্রে দৈবাৎ বরদা বাবুর উপর সাহেবের দৃষ্টিপাত হওয়াতে তিনি সম্মানপূর্ব্বক মকদ্দমার সমস্ত সরেওয়ার সাহেবকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন, যে ব্যক্তিকে গোম খুনি সাজান হইয়াছে, তাহাকে আমি কখনই দেখি নাই ও যৎকালীন হুজুরি পেয়াদারা আমার বাটী তল্লাস করে, তখন তাহারা ঐ লোককে পায় নাই, সেই সময়ে আমার নিকটে বেণী বাবু ও রামলাল ছিলেন; যদ্যপি ইঁহাদিগের সাক্ষ্য অনুগ্রহ করিয়া লয়েন, তবে আমি যাহা এজাহার করিতেছি, তাহা প্রমাণ হইবে। বরদা বাবুর ভদ্র চেহারায় ও সৎ বিবেচনার কথা বার্ত্তায় সাহেবের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইল—ঠকচাচা সেরেস্তাদারের সহিত অনেক ইসারা করিতেছে, কিন্তু সেরেস্তাদার ভজকট দেখিয়া ভাবিতেছে, পাছে টাকা উগরিয়া দিতে হয়, অতএব সাহেবের নিকটে ভয় ত্যাগ করিয়া বলিল,—হুজুর এ মকদ্দমা আয়োর শুন্নেকা জরুর নেহি। সাহেব সেরেস্তাদারের কথায় পেছিয়া দাঁত দিয়া হাতের নখ কাটিতেছেন ও ভাবিতেছেন—এই অবসরে বরদা বাবু আপন মকদ্দমার আসল কথা আস্তে আস্তে একটী একটী করিয়া পুনর্ব্বার বুঝাইয়া দিলেন, সাহেব তাহা শুনিবা মাত্রেই বেণী বাবুর ও রামলালের সাক্ষ্য লইলেন ও তাহাদিগের জবানবন্দিতে নালিস সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রকাশ হইয়া ডিস্‌মিস্ হইল। হুকুম না হইতে হইতে ঠকচাচা চোঁ করিয়া এক দৌড় মারিল। বরদা বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন। কাছারি বরখাস্ত হইলে যাবতীয় লোক তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল, তিনি সে সব কথায় কান না দিয়া ও মকদ্দমা জিতের দরুণ পুলকিত না হইয়া বেণী বাবু ও রামলালের হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন।

---

১৬ ঠকচাচার বাটীতে ঠকচাচার নিকট পরিচয় দান ও তাহাদিগের কথোপকথন, তন্মধ্যে বাবুরাম বাবুর ডাক ও তাহার সহিত বিষয় রক্ষার পরামর্শ।

ঠকচাচার বাড়ীটি সহরের প্রান্তভাগে ছিল—দুই পার্শ্বে পানা পুষ্করিণী, সম্মুখে একটী পিরের আস্তানা। বাটীর ভিতরে ধানের গোলা, উঠানে হাঁস, মুর্গি দিবারাত্রি চরিয়া বেড়াইত। প্রাতঃকাল না হইতে হইতে নানা প্রকার বদমায়েস লোক ঐ স্থানে পিল পিল করিয়া আসিত। কর্ম্ম লইবার জন্য ঠকচাচা বহুরূপী হইতেন—কখন নরম—কখন গরম—কখন হাসিতেন—কখন মুখ ভারি করিতেন—কখন

ধর্ম্ম দেখাইতেন—কখন বল জানাইতেন। কর্ম্মকাজ শেষ হইলে গোসল ও খানা খাইয়া বিবির নিকট বসিয়া বিদ্‌রির গুড়্‌গুড়িতে ভড়র ভড়র করিয়া তামাক টানিতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের সকল দুঃখ সুখের কথা হইত। ঠকচাচী পাড়ার মেয়ে মহলে বড় মান্যা ছিলেন—তাহাদিগের সংস্কার ছিল যে, তিনি তন্ত্রমন্ত্র গুণকরণ বশীকরণ মারণ উচ্চাটন তুক তাক জাদু ভেল্কি ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভাল জানেন, এই কারণ নানা রকম স্ত্রীলোক আসিয়া সর্ব্বদাই ফুস ফাস করিত। যেমন দেবা তেমনি দেবী—ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজযোটক—স্বামী বুদ্ধির জোরে রোজগার করে—স্ত্রী বিদ্যার জোরে উপার্জ্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জ্জন করে তাহার একটু একটু গুমর হয়. তাঁহার নিকট স্বামির নির্জ্জলা মান পাওয়া ভার, এই জন্য ঠকচাচাকে মধ্যে মধ্যে দুই এক বার মুখঝাম্‌টা খাইতে হইত। ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হর ঘড়ী বল যে হাতে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়? মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভাল ভাল রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কৌড়ি কিছুই দেখি না, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রহ। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি বলিব। মোর কেতনা ফিকির—কেতনা ফন্দি—কেতনা প্যাঁচ—কেতনা শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না শিকার দস্তে এলএল হয় আবার পেলিয়ে যায়। আলবত শিকার এসবে এই কথা বার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজনা বাঁদি আসিয়া বলিল বাবুরাম বাবুর বাটী হইতে একজন লোক ডাকিতে অসিয়াছে। ঠকচাচা অমনি স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল—দেখ চ মোকে বাবু হরঘড়ী ডাকে—মোর বাত না হলে কোন কাম করে না, মুইও ওক্ত বুঝে হাত মারবো।

বাবুরাম বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে বাহির সিমলের বাঞ্ছারাম বাবু, বালীর বেণী বাবু ও বৌবাজারের বেচারাম বাবু গল্প করিতেছেন। ঠকচাচা গিয়া পালের গোদা হইয়া বসিলেন।

বাবুরাম। ঠক চাচা! তুমি এলে ভাল হল—লেটা তো কোন রকমে মিট্‌ছে না—মকদ্দমা করে করে কেবল পালকে জোলকে জড়িয়ে পড়ছি—এক্ষণ বিষয় আশয় রক্ষা করিবার উপায় কি?

ঠকচাচা। মরদের কামই দরবার করা—মকদ্দমা জিত হলে আফদ দফা হবে! তুমি এক্‌তে ডর কর কেন?

বেচারাম বাবু। আ মরি! কি মন্ত্রণাই দিতেছ? তোমা হতেই বাবুরামের সর্ব্বনাশ হবে, তার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—কেমন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী। আমার মতে খানেক দুখানা বিষয় বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করা ও ব্যয় অধিক না হয় এমন বন্দবস্ত করা আবশ্যক। আর মকদ্দমা বুঝে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমাদিগের কেবল বাঁশবোনে রোদন করা—ঠকচাচা যা বলবেন—সেই কথাই কথা।

ঠকচাচা! মুই বুক ঠুকে বলছি যেতনা মামলা মোর মারফতে হচ্ছে সে সব বেলকুল ফতে হবে—আফদ বেলকুল মুই কেটিয়ে দিব—মরদ হইলে লড়াই চাই—তাতে ডর কি?

বেচারাম। ঠকচাচা! তুমি বরাবর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ। নৌকা ডুবির সময়ে তোমার কুদরৎ দেখা গিয়াছে। বিবাহের সময় তোমার জন্যেই আমাদিগের এত কর্ম্ম ভোগ। বরদা বাবুর উপর মিথ্যা নালিস করিয়াও বড় বাহাদুরি করিয়াছ। আর বাবুরামের যে যে কর্ম্মে হাত দিয়াছ সেই সেই কর্ম্ম বিলক্ষণই প্রতুল হইয়াছে। তোমার খুরে দণ্ডবৎ, তোমার সংক্রান্ত সকল কথা স্মরণ করিলে রাগ উপস্থিত হয়—তোমাকে আর কি বলিব? দূর!! বেণী ভায়া! উঠ, এখানে আর বসিতে ইচ্ছা করে না।

---

১৭ নাপিত ও নাপ্তেনীর কথোপকথন, বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহ করণের বিচার ও পরে গমন।

বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে—পথ ঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মধ্যে মধ্যে হড়্মড়্ হড়্মড়্ শব্দ হইতেছে। বেং গুলা আশে পাশে ঘাঁওকোঁ ঘাঁওকোঁ করিয়া ডাকিতেছে। দোকানি পসারিরা ঝাঁপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে—বাদলার জন্যে লোকে গমনাগমন প্রায় বন্ধ—কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে ও দাসো কাঁদে ভার লইয়া—"হাংগো বিসখা সে যিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্য আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক এক বার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক এক বার গুন গুন করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটী আনিয়া বলিল—ঘরকন্নার কর্ম্ম কিছু থা পাইনে—হেদে! ছেলেটীকে একবার কাঁকে কর—এদিকে বাসন মাজা হয়নি, ওদিকে ঘর নিকন হয়নি, তার পর রাঁদা বাড়া আছে—আমি একলা মেয়েমানুষ এসব কি করে করব, আর কোন দিগে যাব?—আমার কি চাটে হাত চাট্রে পা? নাপিত অমনি খুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া বলিল—এখন ছেলে কোলে করবার সময় নয়—কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। নাপতিনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ওমা আমি কোজ্জাব? বুড়ো ঢোস্কা আবার বে কর্‌বে। আহা এমন গিন্নি—এমন সতী লক্ষ্মী—তার গলায় আবার একটা সতিন গেঁথে দেবে—মরণ আর কি! ওমা পুরুষ জাত সব কর্‌তে পারে। নাপিত আশাবায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে—ওসব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়া গেল।

সে দিবস ঘোর বাদল গেল। পর দিবস প্রভাতে সূর্য্য প্রকাশ হইল—যেমন অন্ধকার ঘরে অগ্নি ঢাকা থাকিয়া হঠাৎ প্রকাশ হইলে আগুনের তেজ অধিক বোধ হয়, তেমনি দিনকরের কিরণ প্রখর হইতে লাগিল—গাছ পালা সকলই যেন পুনর্জীবন পাইল ও মাঠে বাগানে পশু পক্ষীর ধ্বনি প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। বৈদ্যবাটীর ঘাটে মেলা নৌকা ছিল। বাবুরাম বাবু, ঠকচাচা, বক্রেশ্বর; বাঞ্ছারাম ও পাকসিক লোকজন লইয়া নৌকায় উঠিয়াছেন, এমন সময়ে বেণী বাবু ও বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত। ঠকচাচা তাহাদিগকে দেখেও দেখেন না—কেবল চীৎকার করিতেছেন—লা খোল্ দেও। মাজিরা তকরার করিতেছে—আরে কর্ত্তা অখন বাটা মরিনি গো—মোরা

কি লগি ঠেলে, গুন টেনে বাতি পার্‌বো? বাবুরাম বাবু উক্ত দুই জন আত্মীয়কে পাঁইয়া বলিলেন—তোমরা এলে হল ভাল এস সকলেই যাওয়া হউক।

বাঞ্ছারাম। বাবুরাম! এ বুড়ো বয়সে বে কর্‌তে তোমাকে কে পরামর্শ দিল?

বাবুরাম। বেচারাম দাদা! আমি এমন বুড়ো কি? তোমার চেয়ে আমি অনেক ছোট, তবে যদি বল আমার চুল পেকেছে ও দাঁত পড়েছে—তা অনেকের অল্প বয়সেও হইয়া থাকে। সেটা বড় ধর্ত্তব্য নয়। আমাকে এদিক ওদিক সব দিকেই দেখিতে হয়। দেখ একটা ছেলে বয়ে গিয়েছে, আর একটা ছেলে পাগল হয়েছে—একটী মেয়ে গত আর একটী প্রায় বিধবা। যদি এ পক্ষে দুই একটী সন্তান হয় তো বংশটী রক্ষে হবে। আর বড় অনুরোধে পড়িয়াছি—আমি বে না করিলে কনের বাপের জাত যায়—তাহাদিগের আর ঘর নাই।

বক্রেশ্বর। তা বটে তো, কর্ত্তা কি সকল না বিবেচনা করে একর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। উহাঁর চেয়ে বুদ্ধি ধরে কে?

বাঞ্ছারাম। আমরা কুলীন মানুষ—আমাদিগের প্রাণ দিয়ে কুল রক্ষা করিতে হয়, আর যে স্থলে অর্থের অনুরোধ সে স্থলে তো কোন কথাই নাই।

বেচারাম। তোমার কুলের মুখেও ছাই—আর তোমার অর্থের মুখেও ছাই—জন কতক লোক মিলে ’কটা ঘরকে উচ্ছন্ন দিলে, দূঁর! দূঁর! কেমন বেণী ভায়া! কি বল?

বেণী। আমি কি বল্‌ব? আমাদিগের কেবল অরণ্যে রোদন করা। ফলে এ বিষয়টিতে বড় দুঃখ হইতেছে।

এক স্ত্রী সত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিতে চাহে, সে এ কর্ম্ম কখনই করিতে পারে না। যদ্যপি ইহার উল্ট কোন শাস্ত্র থাকে, সে শাস্ত্র মতে চলা কখনই কর্ত্তব্য নহে। সে শাস্ত্র যে যথার্থ শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যদ্যপি এমন শাস্ত্র মতে চলা যায় তবে বিবাহের বন্ধন অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মন পুরুষের প্রতি তাদৃশ থাকেনা, ও পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতি ও চল বিচল হয়। এরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারা মতে চলিতে পারে না, এজন্য শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য। সে যাহা হউক—বাবুরাম বাবুর এমন স্ত্রী সত্বে পুনরায় বিবাহ করা বড় কুকর্ম্ম—আমি ওকথার বাষ্পও জানি না—এখন শুনিলাম।

ঠকচাচা। কেতাবি বাবু সব বাতেতেই ঠোকর মারেন মালুম হয় এনার দুসরা কোই কাম কাজ নাই। মোর ওমর বহুত হল—মুর বি পেকে গেল—মুই ছোকরাদের সাত হর ঘড়ি তকরার কি করব? কেতাবি বাবু কি জানেন, এ সাদিতে কেতনা রোপেয়া ঘর ঢুক্‌বে?

বাঞ্ছারাম। আরে আবাগের বেটা ভূত! কেবল টাকাই চিনেছিস্‌ আর কি অন্য কোন কথা নাই? তুই বড় পাপিষ্ঠ—তোকে আর কি বল্‌বো—দূঁর দূঁর! বেণী ভায়া চল আমরা যাই।

ঠকচাচা। বাতচিজ পিচু হবে—মোরা আর সবুর কর্‌তে পারিনে। হাবলি যেতে হয় তো তোমরা জলদি যাও।

বেচারাম বেণীবাবুর হাত ধরিয়া উঠিয়া বলিলেন এমন বিবাহে আমরা প্রাণ থাকিতেও যাব না, কিন্তু যদি ধর্ম্ম থাকে তবে তুই যেন আস্ত ফিরে আসিস্‌নে। তোর মন্ত্রণায় সর্ব্বনাশ হবে—

বাবুরামের স্কন্ধে ভাল ভোগ করাছিস্—আর তোকে কি বল্‌ব?—দূর্ দূর্!!!

---

১৮ মতিলালের দলবল শুদ্ধ বুড়া মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার প্রমুখাৎ বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ ও তদ্বিষয়ে কবিতা।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছে—পশ্চিম দিকে আকাশ নানা রঙ্গে শোভিত! জলে স্থলে দিবাকরের চঞ্চল আভা যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছে,—বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে। এমত সময়ে বাহিরে যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বৈদ্যবাটীর সরে রাস্তায় কয়েক জন বাবু ভেয়ে হো হো মার মার ধর্ ধর্ শব্দে চলিয়াছে—কেহ কাহার ঘাড়ের উপর পড়িতেছে—কেহ কাহার ভার ভাঙ্গিয়া দিতেছে—কেহ কাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার ঝাঁকা ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইতেছে—কেহ বা লম্বা স্বরে গান হাঁকিয়া দিতেছে—কেহ বা কুকুর ডাক ডাকিতেছে। রাস্তার দোধারি লোক পালাই ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে—সকলেই ভয়ে জড়সড় ও কেঁচো—মনে করিতেছে আজ্ বাঁচ্‌লে অনেক দিন বাঁচ্‌বো। যেমন ঝড় চারিদিকে তোল্‌পাড় করিয়া হু হু শব্দে বেগে বয়, নব্য বাবুদিগের দঙ্গল সেই মত চলিয়াছে। এ গুণ পুরুষেরা কে? আর কে! এঁরা সেই সকল পুণ্যশ্লোক—এঁরা মতি লাল, হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ দোলগোবিন্দ মানগোবিন্দ, ও অন্যান্য দ্বিতীয় নলরাজা ও যুধিষ্ঠির। কোনদিকেই দৃক্‌পাত নাই—একেবারে ফুল্লারবিন্দ—মত্ততায় মাথাভারি—গুমরে যেন গড়িয়া পড়েন। সকলে আপন মনেই চলিয়াছেন—এমন সময়ে গ্রামের বুড় মজুমদার মাথায় শিকা ফর ফর করিয়া উড়িতেছে, এক হাতে লাঠি ও আর এক হাতে গোটা দুই বেগুন লইয়া ঠকর ঠকর করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রং জুড়ে দিল। মজুমদার কিছু কাণে খাট—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আরে কও তোমার স্ত্রী কেমন আছেন? মজুমদার উত্তর করিলেন—পুড়াইয়া খেতে হবে—অমনি তাহারা হাহা হাহা, হো হো, লিক্ লিক্, ফিক ফিক, হাসিয়া গর্‌গায় ছেয়ে ফেলিল। মজুমদার মোহাড়া কাটাইয়া চম্পট দিতে চান, কিন্তু তাঁহার ছাড়ান নাই। নব্য বাবুরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট বসাইল। এক ছিলিম গুড়ুক খাওয়াইয়া বলিল—মজুমদার! কর্ত্তার বের নাকালটা বিস্তারিত করিয়া বল দেখি—তুমি কবি—তোমার মুখের কথা বড় মিষ্ট লাগে, না বল্‌লে ছেড়ে দিব না এবং তোমার স্ত্রীর কাছে এক্ষুণি গিয়া বলিব, তোমার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। মজুমদার দেখিল বিষম প্রমাদ, না বলিলে ছাড়ান নাই—লাচারে লাঠি ও বেগুন রাখিয়া কথা আরম্ভ করিল।

দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব? কর্ত্তার সঙ্গে গিয়া ভাল আক্কেল পাইয়াছি। সন্ধ্যা হয় হয় এমত সময়ে বলাগড়ের ঘাটে নৌকা লাগ্‌লো। কতক গুলিন স্ত্রীলোক জল আনিতে আসিয়াছিল, কর্ত্তাকে দেখিয়া তাহারা একটু ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগ্‌লো আ মরি! কি চমৎকার বর! যার কপালে ইনি পড়বেন সে একেবারে এঁকে চাঁপাফুল করে খোঁপাতে রাখবে। তাহাদিগের মধ্যে এক জন

বলিল, বুড়ো হউক হুড় হউক তবু একে মেয়ে মাস্থষটা চক্ষে দেখ্‌তে পাবে তো? সেও তো অনেক ভাল। আমার যেমন পোড়া কপাল এমন যেন আর কারো হয় না, ছয় বৎসরের সময় বে হয়, কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখ্‌সু না —শুনেছি তাঁর পঞ্চাশ ষাটটি বিয়ে, বয়সে আশী বচ্ছরের উপর—থুরথুরে বুড়, কিন্তু টাকা পেলে বে কর্ত্তে আলেন না। বড় অধর্ম্ম না হলে আর মেয়ে মাস্থষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয় না। আর এক জন বলিল ওগো জল তোলা হয়ে থাকে তো চলে চল—ঘাটে এসে আর বাকাতুরীতে কাজ নাই—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার যাঁর সাঙ্গ বে হয় তাঁর তখন অন্তর্জ্জলি হচ্ছিল। কুলীন বামুনদের কি ধর্ম্ম আছে না কর্ম্ম আছে—এ সব কথা বল্‌লে কি হবে? পেটের কথা পেটে রাখাই ভাল। মেয়ে গুলার কথোপকথন শুনে আমার কিছু দুঃখ উপস্থিত হইল ও যাওন কালীন বেণী বাবুর কথা স্মরণ হইতে লাগিল। পরে বলাগড়ে উঠিয়া সওয়ারির অনেক চেষ্টা করা গেল, কিন্তু একজন কাহারও পাওয়া গেল না। লগ্ন ভ্রষ্ট হয় এজন্য সকলকে চলিয়া যাইতে হইল। কাদাতে হেকোঁচ হোঁকোচ করিয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হওয়া গেল। দঁকে পড়িয়া আমাদিগের কর্ত্তার যে বেশ হইয়াছিল তাহা কি বল্‌ব? একটা এঁড়ে গরুর উপর বসাইলেই সাক্ষাৎ মহাদেব হইতেন আর ঠকচাচা ও বক্রেশ্বরকে নন্দী ভৃঙ্গীর ন্যায় দেখাইত, শুনিয়াছিলাম যে দান সামগ্রী অনেক দিবে—দালানে উঠিয়া দেখিলাম সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। আশা ভগ্ন হওয়াতে ঠকচাচা এদিক ওদিক চান—গুম্‌রে গুম্‌রে বেড়ান—আমি মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি ও এক এক বার ভাবি এ স্থলে সাটে হেঁ হুঁ দেওয়া ভাল। বর স্ত্রীআচার কর্‌তে গেল, চোট বড় অনেক মেয়ে ঝুমুর ঝুমুর করিয়া চারিদিকে আসিয়া বর দেখিয়া আঁত্‌কে পড়িল, যখন চারি চক্ষে চাওয়া চায়ি হয় তখন কর্ত্তাকে চস্‌মা নাকে দিতে হইয়াছিল— মেয়েগুলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ঠাটা জুড়ে দিল—কর্ত্তা খেপে উঠে ঠকচাচা ঠকচাচা বলিয়া ডাকেন—ঠকচাচা বাদীর ভিতর দৌড়ে যাইতে উদ্যত হন—অমনি কন্যাকর্ত্তার লোকেরা তাহাকে আচ্ছা করে আল্‌গা আল্‌গা রকমে সেখানে শুইয়ে দেয়—বাঞ্ছারাম বাবু তেরিয়া হইয়া উঠেন তাঁরও উত্তম মধ্যম হয়—বক্রেশ্বরও অর্দ্ধচন্দ্রের দাপটে গলাফলা পায়রা হন। এই সকল গোলযোগ দেখিয়া আমি বরযাত্রিদিগকে ছাড়িয়া কন্যাযাত্রিদিগের পালে মিশিয়া গেলুম, তার পরে কে কোথায় গেল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ঠকচাচাকে ডুলি করিয়া আসিতে হইয়াছিল—কথাই আছে, লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। এক্ষণে যে কবিতা করিয়াছি তাহা শুন।

ঠকচাচা মহাশয়, সদা করি মহাশয়,
বাবুরামে দেন কাণে মন্ত্র।
বাবুরাম অঘা অতি, হইয়াছে ভীমরথী,
ঠকবাক্য শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র॥
ধনাশয়ে সদোন্মত্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তত্ত্ব,
অর্থ কিসে থাকিবে বাড়িবে।
সদা এই আন্দোলন, সৎকর্ম্মে নাহি মন
মন হইল করিবেন বিয়ে॥
সবে বলে ছিছি ছিছি এ বয়সে মিছা মিছি,
নালা কেটে কেন আন জল।
জাজ্জ্বল্য যে পরিবার, পৌত্র হইবে আবার,
অভাব তোমার কিসে বল॥

কোন কথা নাহি শোনে, স্থির করে মনে মনে
ভারি দাঁও মারিব বিয়েতে।
করিলেন নৌকা ভাড়া, চলিলেন খাড়া খাড়া,
স্বজন ও লোক জন সাতে ॥
বেণী বাবু মানা করে, কে তাঁহার কথা ধরে
ঘরে গিয়া ভাত তিনি খান।
বেচারাম সদা চটা ঠকে বলে ঠেঁটা বেটা,
দূঁর দূঁর করে তিনি যান ॥
গণ্ড গ্রাম বলাগড়, রামা সবে পেতে গড়,
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে করে ঠাট্টা।
বাবুরাম ছটফট্ দেখে বড় সুসঙ্কট,
ভয় পান পাছে লাগে বাঁটা ॥
দর্পণ সম্মুখে লয়ে, মুখ দেখে ভয়ে ভয়ে,
রামা সবে কেন দেয় বাধা।
চুল গুলি ঘন বাঁধে, হাত দিয়া ঠক কাঁধে
হৃষ্ট মনে চলয়ে তাগাদা ॥
পিছলেতে লণ্ডভণ্ড, গড়ায় যেন কুষ্মাণ্ড,
উৎসাহে আহ্লাদে মন ভরা।
পরিজন লোক জন, দেখে শমন ভবন,
কাদা চেহলায় আদ মরা ॥
যেমন বর পৌঁছিল, হাড়কাটে গলা দিল,
ঠক আশা আসা হল সার।
কোথায় বা রূপা সোণা, সোণা মাত্র হল শোনা,
কোথায় বা মুকুতার হার ॥
ঠক করে তেরি মেরি, দন্দোজ বাধায় ভরি,
মনে রাগ মনে সবে মারে।
স্ত্রী আচারে বর যায়, ঝুনু ঝুনু রামা ধায়,
বর দেখে হাক থুতে সারে ॥
ছি ছি ছি, এই ঢোকা কি ঐ মেয়েটির বর লো।
পেট্টা লেও, ফোগ্নারাম, ঠিক আহ্লাদের বুড় গো
চুল গুলি কিবা কাল,
মুখখানি তোবড়া ভাল, নাকেতে
চসমা দিয়া, সাজলো জুজুবুড় গো!

মেয়েটি সোণার লতা,
হায় কি হল বিধাতা, কুলিনের
কর্ম্ম কাণ্ডে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ লো।
বুড়বর জরজর, থর্থর্ কাঁপিছে।
চক্ষু কট্মট্ সট্সট্ করিছে।
নাহি কথা উর্দ্ধ মাথা পেয়ে ব্যথা ডাকিছে।
ঠকচাচা একি ঢাঁচা মোকে বাঁচা বলিছে।
লম্ফঝম্প ভূমিকম্প ঠক লম্ফ দিতেছে।
দরোয়ান হান্হান্ সান্সান্ ধরিছে।
ভুমে পড়ি গড়াগড়ি গোঁপ দাড়ি ঢাকিছে।
নাথি কীল যেন শিল পিল্পিল্ পড়িছে।
এই পর্ব্ব দেখে সর্ব্ব হয়ে খর্ব্ব ভাগিছে।
নমস্কার এ ব্যাপার বাঁচা ভার হইছে।
মজুমদার দেখে দ্বার আত্মসার করিছে।
মার্মার্ ঘের্ঘার্ ধর্ধর্ বাড়িছে।

---

১৯ বেণীবাবুর আলয়ে বেচারাম বাবুর গমন, বাবুরাম বাবুর পীড়া ও গঙ্গাযাত্রা, বরদা বাবুর সহিত কথোপকথনানন্তর তাঁহার মৃত্যু।

প্রাতঃকালে বেড়িয়া আসিয়া বেণী বাবু আপন বাগানের আটচালায় বসিয়া আছেন, এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে রামপ্রদাদি পদ ধরিয়াছেন—"এবার বাজি ভোর হল"—পশ্চিম-দিকে তরুলতার মেরাপ ছিল, তাহার মধ্যে থেকে একটা শব্দ হইতে লাগিল—বেণীভায়া বেণীভায়া —বাজি ভোরই হল বটে। বেণী বাবু চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে, বৌবাজারের বেচারাম বাবু বড় ত্রস্ত আসিতেছেন, অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—বেচারাম দাদা ! ব্যাপারটা কি ? বেচারাম বাবু বলেন, চাদরখানা কাঁধে দেও, শীঘ্র আইস—বাবুরামের বড় ব্যায়রাম—একবার দেখা আবশ্যক। বেণীবাবুও বেচারাম-বাবু শীঘ্র বৈদ্যবাটীতে আসিয়া দেখেন যে, বাবু-রামের ভারি জ্বর বিকার—দাহ পিপাসা আত্যন্তিক—বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন—সম্মুখে সসা কাটা ও গোলাপের নেকড়া, কিন্তু উকি উদগার মুহুর্মুহু হইতেছে। গ্রামের যাবতীয় লোক চারিদিকে ভেঙ্গে পড়িয়াছে, পীড়ার কথা লইয়া সকলে গোল করিতেছে। কেহ বলে আমাদের শাক মাছ খেকো নাড়ী—জোঁক, জোলাপ, বেলেস্তারা দিতে বিপরীত হইতে পারে আমাদিগের পক্ষে বৈদ্যের চিকিৎসাই ভাল, তাতে যদি উপশম না হয় তবে তত্তৎ কালে ডাক্তার ডাকা যাইবে। কেহ কেহ বলে হাকিমি মত বড় ভাল, তাহারা রোগীকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া আরাম করে ও তাহাদের ঔষধ পত্র সকল মোহনভোগের মত খেতে লাগে। কেহ কেহ বলে যা বল যা কহ, এসব ব্যায়রাম ডাক্তারে যেন মন্ত্রের চোটে আরাম করে—ডাক্তারি চিকিৎসা না হলে বিশেষ হওয়া সুকঠিন। রোগী এক এক বার জল দাও জল দাও বলিতেছে, ব্রজনাথ রায় কবিরাজ নিকটে বসিয়া কহিতেছেন, দারুণ সন্নিপাত—মুহুর্মুহুঃ জল দেওয়া ভাল নহে, বিল্বপত্রের রস ছেঁচিয়া একটু একটু দিতে হইবেক, আমরা তো উহাঁর শত্রু নই যে এ সময়ে যত জল চাবেন তত দিব। রোগীর নিকটে এইরূপ গোলযোগ হইতেছে, পার্শ্বের ঘর গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মত যে শিব স্বস্ত্যয়ন, সূর্য্য অর্ঘ্য, কালীঘাটে লক্ষ জবা দেওয়া ইত্যাদি দৈব ক্রিয়া করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বেণী বাবু দাঁড়াইয়া সকল শুনিতেছেন, কিন্তু কে কাহাকে বলে ও কে কাহার কথাই বা শুনে—নানা মুনির নানা মত, সকলেরই আপনার কথা ধ্রুবজ্ঞান, তিনি দুই এক বার আপন বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু মঙ্গলাচরণ হইতে না হইতে একেবারে তাঁহার কথা ফেঁসে গেল। কোন রকমে থা না পাইয়া বেচারাম বাবুকে লইয়া বাহির বাটীতে আসিলেন ; ইতিমধ্যে ঠকচাচা নেংচে নেংচে আসিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে পৌঁছিল। বাবু-রামের পীড়ার জন্য ঠকচাচা বড় উদ্বিগ্ন—সর্ব্বদাই মনে করিতেছে, সব দাঁও বুঝি ফস্‌কে গেল। তাহাকে দেখিয়া বেণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠকচাচা ! পায়ে কি ব্যথা হইয়াছে ? অমনি বেচারামবাবু বলিয়া উঠিলেন—ভায়া ! তুমি কি বলাগড়ের ব্যাপার শুন নাই—ঐ বেদনা উহার কুমন্ত্রণার শাস্তি, আমি নৌকায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি ভুলিয়া গেলে ? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা পেঁচ কাটাইবার চেষ্টা করিল। বেণী বাবু তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—সে যাহা হউক এক্ষণে কর্ত্তার ব্যায়রামের জন্য কি তদ্বির হইতেছে ? বাটীর ভিতর তো ভারি গোল। ঠকচাচা বলিল, বোখার সুরু হলে, এক্রামদ্দি হাকিমকে মুই সাতে করে এনি—তেনাবি বহুত জোলাব ও দাওয়াই দিয়ে বোখারকে দফা করে খেচ্‌ড়ি খেলাম, লেকেন ঐ রোজেতেই বোখার আবার পেল্টে—এসে, সে নাগাদ ব্রজনাথ কবিরাজ দেখছে, বেমার রোজ জেয়াদা মালুম হচ্ছে —মুই বি ভাল বুরা কুচ ঠেওরে উঠতে পারি না। বেণী বাবু বলিলেন—ঠকচাচা, রাগ করো না—এ সম্বাদটী আমাদিগের কাছে পাঠান কর্ত্তব্য ছিল—ভাল, যাহা হইয়াছে তাহার চারা নাই, এক্ষণে এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ ডাক্তার শীঘ্র আনা আবশ্যক। এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে রামলাল ও বরদাপ্রসাদ বাবু

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি জাগরণ, সেবা করণের পরিশ্রম ও ব্যাকুলতার জন্য রামলালের মুখ ম্লান হইয়াছে—পিতাকে কি প্রকারে ভাল রাখিবেন ও আরাম করিবেন, এই তাঁহার অহরহ চিন্তা। বেণী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, মহাশয়! ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বাটীতে বড় গোল, কিন্তু সৎপরামর্শ কাহারও নিকট পাওয়া যায় না। বরদা বাবু প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া তত্ত্ব লয়েন, কিন্তু তিনি যাহা বলেন সে অনুসারে আমাকে সকলে চলিতে দেন না—আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন। বেচারাম বাবু বরদা বাবুর প্রতি কিঞ্চিৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—বরদা বাবু! তোমার এত গুণ না হলে, সকলে তোমাকে কেন পূজা করিবে? এই ঠকচাচা বাবুরামকে মন্ত্রণা দিয়া তোমার নামে গোমখুনি নালিস করায় ও বাবুরাম ঘটিত অকারণে তোমার উপরে নানা প্রকার জুলুম ও বদিয়ত হইয়াছে, কিন্তু ঠকচাচা পীড়িত হইলে, তুমি তাঁহাকে আপনি ঔষধ দিয়া ও দেখিয়া শুনিয়া আরাম করিয়াছ, এক্ষণেও বাবুরাম পীড়িত হওয়াতে সৎপরামর্শ দিতে ও তত্ত্ব লইতে কশুর করিতেছ না—কেহ যদি কাহাকে একটা কটুবাক্য কহে, তবে তাহাদিগের মধ্যে একেবারে চটাচটি হয়ে শত্রুতা জন্মে, হাজার ঘাট মানামানি হইলেও আপন মনভার যায় না, কিন্তু তুমি ঘোর অপমানিত ও অপকৃত হইলেও আপন অপমান ও অপকার সহজে ভুলে যাও—অন্যের প্রতি তোমার মনে ভ্রাতৃভাব ব্যতিরেকে আর অন্য কোন ভাব উদয় হয় না—বরদা বাবু! অনেকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে বটে, কিন্তু যেমন তোমার ধর্ম্ম এমন ধর্ম্ম আর কাহারো দেখিতে পাই না —মনুষ্য পামর তোমার গুণের বিচার কি করবে, কিন্তু যদি দিনরাত সত্য হয়, তবে এ গুণের বিচার উপরে হইবে। বেচরাম বাবুর কথা শুনিয়া বরদা বাবু কুণ্ঠিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন, পরে বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন—মহাশয়! আমাকে এত বলিবেন না—আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি—আমার জ্ঞান বা কি, আর আমার ধর্ম্মই বা কি? বেণী বাবু বলিলেন, মহাশয়েরা ক্ষান্ত হউন, এ সকল কথা পরে হইবেক, এক্ষণে কর্ত্তার পীড়ার জন্য কি বিধি, তাহা বলুন। বরদা বাবু কহিলেন, আপনাদিগের মত হইলে আমি কলিকাতায় যাইয়া বৈকাল নাগাত ডাক্তার আনিতে পারি—আমার বিবেচনায় ব্রজনাথ রায়ের ভরসায় থাকা আর কর্ত্তব্য নহে। প্রেমনারায়ণ মজুমদার নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন—তিনি বলিলেন, ডাক্তারেরা নাড়ীর বিষয় ভাল বুঝে না—তাহারা মানুষকে ঘরে মারে, আর কবিরাজকে একেবারে বিদায় করা উচিত নহে, বরং একটা রোগ ডাক্তার দেখুক—একটা রোগ কবিরাজ দেখুক। বেণী বাবু বলিলেন, সে বিবেচনা পরে হইবে, এক্ষণে বরদা বাবু ডাক্তারকে আনিতে যাউন। বরদা বাবু স্নান আহার না করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন, সকলে বলিল, বেলাটা অনেক হইয়াছে, মহাশয়, এক মুটা খেয়ে যাউন,—তিনি উত্তর করিলেন—তা হইলে বিলম্ব হইবে, সকল কর্ম্ম ভণ্ডুল হইতে পারে।

বাবুরাম বিছানায় পড়িয়া মতি কোথা, মতি কোথা বলিয়া অনবরত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু মতিলালের চুলের টিকি দেখা ভার, তিনি আপন দল বল লইয়া বাগানে বনভোজনে মত্ত আছেন, বাপের পীড়ার সম্বাদ শুনেও শুনেন না। বেণীবাবু এই ব্যবহার দেখিয়া বাগানে তাহার নিকট লোক পাঠাইলেন, কিন্তু মতিলাল

মিছামিছি বলিয়া পাঠাইল যে আমার অতিশয় মাথা ধরিয়াছে কিছুকাল পরে বাটীতে যাইব।

দুই প্রহর দুইটার সময় বাবুরাম বাবুর জর বিচ্ছেদ কালীন নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিল, কর্ত্তাকে স্থানান্তর করা কর্ত্তব্য—উনি প্রবীণ, প্রাচীন ও মহামান্ত, অবশ্য যাহাতে উহাঁর পরকাল ভাল হয় তাহা করা উচিত। এই কথা শুনিবামাত্র পরিবার সকলে রোদন করিতে লাগিল ও আত্মীয় এবং প্রতিবাসিরা সকলে ধরাধরি করিয়া বাবুরাম বাবুকে বাটীর দালানে আনিল। এমত সময়ে বরদাবাবু ডাক্তার সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন, ডাক্তারনাড়ী দেখিয়া বলিলেন, তোমরা শেষাবস্থায় আমাকে ডাকিয়াছ—রোগীকে গঙ্গাতীরে পাঠাইবার অগ্রে ডাক্তারকে ডাকিলে, ডাক্তার কি করিতে পারে? এই বলিয়া ডাক্তার গমন করিলেন। বৈদ্যবাটীর যাবতীয় লোক বাবুরাম বাবুকে ঘিরিয়া একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—মহাশয়! আমাকে চিনিতে পারেন—আমি কে বলুন দেখি? বেণী বাবু বলিলেন, রোগীকে আপনারা এত ক্লেশ দিবেন না—এরূপ জিজ্ঞাসাতে কি ফল? স্বস্ত্যয়নী ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ করিয়া আশীর্ব্বাদী ফুল লইয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহাদিগের দৈব ক্রিয়ায় কিছুমাত্র ফল হইল না। বাবুরাম বাবুর শ্বাস বৃদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বৈদ্যবাটীর ঘাটে লইয়া গেল, তথায় আসিয়া গঙ্গাজল পানে ও স্নিগ্ধ বায়ু সেবনে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল। লোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ কমিয়া গেল—রামলাল পিতার নিকটে বসিয়া আছেন—বরদাপ্রসাদ বাবু বাবুরাম বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ও কিয়ৎ কাল পরে আস্তে আস্তে বলিলেন—মহাশয়! এক্ষণে একবার মনের সহিত পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধ্যান করুন—তাঁহার কৃপা বিনা আমাদিগের গতি নাই। এই কথা শুনিবামাত্রেই বাবুরাম বাবু বরদাপ্রসাদ বাবুর প্রতি দুই তিন লহমা চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। রামলাল চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া এক কুশী দুগ্ধ দিলেন—কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বাবুরাম বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—ভাই বরদাপ্রসাদ! আমি এক্ষণে জানলুম যে, তোমার বাড়া জগতে আমার আর বন্ধু নাই—আমি লোকের কুমন্ত্রণায় ভারি ভারি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সেই সকল আমার এক এক বার স্মরণ হয়, আর প্রাণটা যেন আগুনে জ্বলিয়া উঠে—আমি ঘোর নারকী—আমি কি জবাব দিব? আর তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে? এই বলিয়া বরদা বাবুর হাত ধরিয়া বাবুরাম বাবু আপন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। নিকটে বন্ধু বান্ধবেরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল ও বাবুরাম বাবুর সজ্ঞানে লোকান্তর হইল।

২০ মতিলালের যুক্তি, বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধের ঘোঁট, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার অধ্যক্ষতা, শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের বাদানুবাদ ও গোলযোগ।

পিতার মৃত্যু হইলে মতিলাল বাটীতে গদিয়ান হইয়া বসিল। সঙ্গী সকল এক লহমাও তাহার সঙ্গ ছাড়া নয়। এখন চার পো বুক হইল—মনে করিতে লাগিল, এত দিনের পর ধূমধাম দেদার রকমে চলিবে। বাপের জন্য মতিলালের কিঞ্চিৎ শোক উপস্থিত হইল—সঙ্গিরা বলিল, বড় বাবু! ভাব কেন—বাপ মা

লইয়া চিরকাল কে ঘর করিয়া থাকে ? এখন তো তুমি রাজ্যেশ্বর হইলে। মূঢ়ের শোক নাম মাত্র—যে ব্যক্তি পরম পদার্থ পিতা মাতাকে কখন সুখ দেয় নাই,—নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিত, তাঁহার মনে পিতার শোক কিরূপে লাগিবে ? যদি লাগে, তবে তাহা ছায়ার ন্যায় ক্ষণেক স্থায়ী তাহাতে তাহার পিতাকে কখন ভক্তি পূর্ব্বক স্মরণ করা হয় না ও স্মরণার্থে কোন কর্ম্ম করিতে মনও চায় না। মতিলালের বাপের শোক শীঘ্র ঢাকা পড়িয়া বিষয় আশয় কি আছে কি না তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। সঙ্গিদিগের বুদ্ধিতে ঘর দ্বার সিন্দুক পেটারায় ডবল্ ডবল্ তালা দিয়া স্থির হইয়া বসিল। সর্ব্বদা মনের মধ্যে এই ভয়, পাছে মায়ের কি বিমাতার কি ভাইয়ের বা ভগিনীর হাতে কোন রকমে টাকা কড়ি পড়ে, তাহা হইলে সে টাকা একেবারে গাপ হইবে। সঙ্গিরা সর্ব্বদা বলে—বড়বাবু! টাকা বড় চিজ—টাকাতে বাপকেও বিশ্বাস নাই। ছোট বাবু ধর্ম্মের ছালা বেঁধে সত্য সত্য বলিয়ে বেড়ান বটে, কিন্তু পতনে পেলে তাঁহার গুরুও কাহাকে রেয়াত করেন না—ও সকল ভণ্ডামি আমরা অনেক দেখিয়াছি—সে যাহা হউক, বরদা বাবুটা অবশ্য কোন ভেল্কি জানে—বোধ হয়, ওটা কামীখ্যাতে দিন কতক ছিল, তা না হলে কর্ত্তার মৃত্যুকালে তাঁহার এত পেশ কি প্রকারে হইল।

দুই এক দিবস পরেই মতিলাল আত্মীয় কুটুম্বদিগের নিকট লৌকতা রাখিতে যাইতে আরম্ভ করিল। যে সকল লোক দলঘাঁটা, সাল্কে মধ্যস্থ করিতে সর্ব্বদা উদ্যত হয়, জিলাপির ফেরে চলে, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কথা বলে—সে সকল কথা আসমানে উড়ে উড়ে বেড়ায়, জমিতে ছোঁয় ছোঁয় করিয়া ছোঁয় না, সুতরাং উল্টে পাল্টে লইলে তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে। কেহ কেহ বলে, কর্ত্তা সরেশ মানুষ ছিলেন—এমন সকল ছেলে রেখে ঢেকে যাওয়া, বড় পুণ্য না হইলে হয় না—তিনি যেমন লোক তেমনি তাঁহার আশ্চর্য্য মৃত্যুও হইয়াছে, বাবু! এত দিন তুমি পর্ব্বতের আড়ালে ছিলে, এখন বুঝে সুজে চল্‌তে হবে—সংসারটী ঘাড়ে পড়িল—ক্রিয়া কলাপ আছে—বাপ পিতামহের নাম বজায় রাখিতে হইবে, এ সওয়ায় দায় দফা আছে। আপনার বিষয় বুঝে শ্রাদ্ধ করিবে- দশ জনার কথা শুনিয়া নেচে উঠিবার আবশ্যক নাই। নিজে রামচন্দ্র বালির পিণ্ড দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আক্ষেপ করা বৃথা; কিন্তু নিতান্ত কিছু না করা সেও তো বড় ভাল নয়। বাবু! জান তো কর্ত্তার ঢাক্টা পানা নামটা—তাঁহার নামে আজো বাঘে গরুতে জল খায়। তাহাতে কি শুদ্ধ তিলকাঞ্চনি রকমে চল্‌বে ?—গেরেপ্তার হয়েও লোকের মুখ থেকে তর্‌তে হবে। মতিলাল এ সকল কথার মারপেঁচ কিছুই বুঝিতে পারে না। আত্মীয়েরা আত্মীয়তা পূর্ব্বক দরদ প্রকাশ করে, কিন্তু যাহাতে একটা ধুমধাম বেধে যায় ও তাহারা কর্ত্তৃত্ব ফলিয়ে বেড়াইতে পারে তাহাই তাহাদিগের মানস—অথচ স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিলে এঁ ও করিয়া সেরে দেয়। কেহ বলে, ছয়টি রূপার ষোড়শ না করিলে ভাল হয় না—কেহ বলে, একটা দান সাগর না করিলে মান থাকা ভার—কেহ বলে, একটা দম্পতী বরণ না করিলে সামান্য শ্রাদ্ধ হবে—কেহ বলে, কতক গুলিন অধ্যাপক নিমন্ত্রণ ও কাঙ্গালি বিদায় না করিলে মহা অপযশ হইবে। এইরূপে ভারি গোলযোগ হইতে লাগিল—কে বা বিধি চায় ? কে বা তর্ক করিতে বলে ?—কে বা সিদ্ধান্ত

শুনে ?—সকলেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—সকলেই স্ব স্ব প্রধান—সকলেরই আপনার কথা পাঁচ কাহন।

তিন দিন পরে বেণী বাবু, বেচারাম বাবু, বাঞ্ছারাম বাবু ও বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিলালের নিকট ঠকচাচা মণিহারা ফণির ন্যায় বসিয়া আছেন—হাতে মালা, ঠোঁট দুটী কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তসবি পড়িতেছেন, অন্যান্য অনেক কথা হইতেছে, কিন্তু সে সব কথায় তাঁহার কিছুতেই মন নাই—দুই চক্ষু দেওয়ালের উপর লক্ষ্য করিয়া ভেল্ ভেল্ করিয়া ঘুরাইতেছেন—তাগবাগ্ কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। বেণী বাবু প্রভৃতিকে দেখিয়া ধড় মড়িয়া উঠিয়া সেলাম করিতে লাগিলেন। ঠকচাচার এত নম্রতা কখনই দেখা যায় নাই। ঢোঁড়া হইয়া পড়িলেই জাঁক যায়। বেণী বাবু ঠকচাচার হাত ধরিয়া বলিলেন—আরে! কর কি? তুমি প্রাচীন মুরব্বি লোকটা—আমাদিগকে দেখে এত কেন? বাঞ্ছারাম বাবু বলিলেন—অন্য কথা যাউক—এদিকে দিন অতি সংক্ষেপ—উদ্যোগ কিছুই হয় নাই—কর্ত্তব্য কি বলুন?

বেচারাম। বাবুরামের বিষয় আশয় অনেক জোড়া—কতক বিষয় বিক্রি সিক্রি করিয়া দেনা পরিশোধ করা কর্ত্তব্য—দেনা করিয়া ধূমধামে শ্রাদ্ধ করা উচিত নহে।

বাঞ্ছারাম। সে কি কথা! আগে লোকের মুখ থেকে তর্‌তে হবে পশ্চাৎ বিষয় আশয় রক্ষা হইবে। মান সম্ভ্রম কি বানের জলে ভেসে যাবে?

বেচারাম। এ পরামর্শ কু পরামর্শ এমন পরামর্শ কখনই দিব না—কেমন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী। যে স্থলে দেনা অনেক, বিষয় আশয় বিক্রি করিয়া দিলেও পরিশোধ হয় কি না সন্দেহ, সে স্থলে পুনরায় দেনা করা এক প্রকার অপহরণ করা, কারণ সে দেনা পরিশোধ কিরূপে হইবে?

বাঞ্ছারাম। ও সকল ইংরাজী মত—বড় মানুষদিগের চাল সুমরেই চলে—তাহারা এক দিচ্ছে এক নিচ্ছে, একটা সৎকর্ম্মে বাগ্‌ড়া দিয়ে ভাঙ্গা মঙ্গল চণ্ডী হওয়া ভদ্র লোকের কর্ত্তব্য নয়। আমার নিজের দান করিবার সঙ্গতি নাই, অন্য এক ব্যক্তি দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করিতে উদ্যত তাহাতে ত আমার খোঁচা দিবার আবশ্যক কি? আর সকলেরই নিকট অনুগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে, তাহারা ত পত্র টত্র পাইতে ইচ্ছা করে—তাহাদেরও তো চলা চাই।

বক্রেশ্বর। আপনি ভাল বল্‌ছেন—কথাই আছে, যাউক প্রাণ থাকুক মান।

বেচারাম। বাবুরামের পরিবার বেড়া আগুনে পড়িয়াছে—দেখিতেছি ত্বরায় নিকেশ হইবে। যাহা করিলে আখেরে ভাল হয় তাহাই আমাদিগের বলা কর্ত্তব্য—দেনা করিয়া নাম কেনার মুখে ছাই—আমি এমন অনুগত বামুন রাখিনা যে, তাহাদিগের পেট পুরাইবার জন্য অন্যের গলায় ছুরি দিব। এ সব কি কারখানা! দুঁর দুঁর! চল বেণী ভায়া! আমরা যাই—এই বলিয়া তিনি বেণী বাবুর হাত ধরিয়া উঠিলেন।

বেণী বাবু ও বেচারাম গমন করিলে বাঞ্ছারাম বলিলেন, আপদের শান্তি! এ দুটা কিছুই বুঝে শোঝে না কেবল গোল করে। সমজদার মানুষের সঙ্গে কথা কহিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। ঠকচাচা নিকটে আইস—তোমার বিবেচনায় কি হয়?

ঠকচাচা। মুই বি তোমার সাতে বাতচিত করতে বহুত খোস—তেনারা খাপ্‌কান—তেনাদের নজদিগে এস্তে মোর ডর লাগে। যে সব বাত তুমি জাহের করলে, সে সব সাঁচ্চা বাত। আদমির হুরমত ও কুদরৎ গেলে জিন্দিগি ফেল্‌তো। মামলা মোকদ্দমার নেগাবানি তুমি ও মুই করে বেলকুল বখেড়া কেটিয়ে দিব—তাতে ডর কি?

মতিলালের ধুমধামে স্বভাব—আয় ব্যয় বোধাবোধ নাই—বিষয় কর্ম্ম কাহাকে বলে জানে না—বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার উপর বড় বিশ্বাস, কারণ তাহারা আদালত-ঘাঁটা লোক, আর তাহারা যেরূপ মন যুগিয়া ও সলিয়ে কলিয়ে লওয়াইতে লাগিল তাহাতে মতিলাল একেবারে বলিল—এ কর্ম্মে আপনারা অধ্যক্ষ হইয়া যাহাতে নির্ব্বাহ হয় তাহা করুন, আমাকে সহি সনদ করিতে যাহা বলিবেন—আমি তৎক্ষণাৎ করিব। বাঞ্ছারাম বাবু বলিলেন, কর্ত্তার উইল বাহির করিয়া আমাকে দাও—উইলে কেবল তুমি অছি আছ—তোমার ভাইটে পাগল এই জন্য তাহার নাম বাদ দেওয়া গিয়াছিল, সেই উইল লইয়া আদালতে পেশ করিলে তুমি অছি মকরর হইবে, তাহার পরে তোমার সহি সনদে বিষয় বন্ধক বা বিক্রি হইতে পারিবে। মতিলাল বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিয়া দিল। পরে বাঞ্ছারাম আদালতের কর্ম্ম শেষ করিয়া একজন মহাজন খাড়া করিয়া লেখাপড়া ও টাকা সমেত বৈদ্যবাটীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মতিলাল টাকার মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজাদি সহি করিয়া দিল। টাকার থলিতে হাত দিয়া বাক্সের ভিতর রাখিতে যায়, এমন সময় বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা বলিল, বাবুজি! টাকা তোমার হাতে থাকিলে বেলকুল খরচ হইয়া যাইবে, আমাদিগের হাতে তহবিল থাকিলে বোধ হয় টাকা বাঁচিতে পারিবে—আর তোমার স্বভাব বড় ভাল—চক্ষুলজ্জা অধিক, কেহ চাহিলে মুখ মুড়িতে পারিবে না, আমরা লোক বুঝে ঠেলে দিতে পারব। মতিলাল মনে করিল, এ কথা বড় ভাল—শ্রাদ্ধের পর আমিই বা খরচের টাকা কিরূপে পাই—এখন তো বাবা নাই যে চাহিলেই পাব, একারণে উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইল।

বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধের ধুম লেগে গেল। ষোড়শ গড়িবার শব্দ—ভেয়ানের গন্ধ—বোল্‌তা মাছির ভনভনানি—ভিজে কাঠের ধুঁয়া—জিনিষ পত্রের আমদানি—লোকের কোলাহলে বাড়ী ছেয়ে ফেলিল। যাবতীয় পূজরি, দোকানি ও বাজার সরকারে বামুন এক এক ওসর জোড়া পরিয়া ও গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া পত্রের জন্য গমনাগমন করিতে লাগিল, আর তর্কবাগীশ বিদ্যারত্ন, ন্যায়লঙ্কার, বাচস্পতি ও বিদ্যাসাগরের তো শেষ নাই, দিন রাত্রি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন—যেন গো মড়কে মুচির পার্ব্বণ।

শ্রাদ্ধের দিবস উপস্থিত—সভায় নানা দিগ-দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছে, ও যাবতীয় আত্মকুটুম্ব, স্বজন সুহৃদ বসিয়াছেন—সম্মুখে রূপার দান সাগর—ঘোড়া পাল্‌কি, পিতলের বাসন বনাত, তৈজসপত্র ও নগদ টাকা—পার্শ্বে কীর্ত্তন হইতেছে—মধ্যে মধ্যে বেচারাম বাবু ভাবুক হইয়া ভাব গ্রহণ করিতেছেন। বাটীর বাহিরে অগ্রদানী, রেওভাট, নাগা উদাসী রাম ও কাঙ্গালিতে পরিপূর্ণ। ঠকচাচা কেনিয়ে কেনিয়ে বেড়াচ্চেন—সভায় বসিতে তাঁহার ভর্সা হয় না। অধ্যাপকেরা নস্য লইতেছেন ও শাস্ত্রীয় কথা লইয়া পরস্পর আলাপ করিতেছেন—তাঁহাদিগের গুণ এই যে, একত্র হইলে ঠাণ্ডা

রূপে কথোপকথন করা ভার—একটা না একটা উৎপাত অনায়াসে উপস্থিত হয়। একজন অধ্যাপক স্থায় শাস্ত্রের একটা ফেকড়া উপস্থিত করিলেন—"ঘটত্বা বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ভাব, বহ্নি ভাবে ধুমা, ধুমাভাবে বহ্নি"। উৎকল-নিবাসী একজন পণ্ডিত কহিলেন—যৌটি ঘটিয়া বচ্ছিন্তি ভাব প্রতিযোগা যৌটি পর্ব্বত বহ্নি নামেথিঁয়া। কাশীজোড়ানিবাসী পণ্ডিত বলিলেন—কেমন কথা গো? বাক্যটী প্রিমিথান কয় নাই—যে ও ঘটকে পট করে পর্ব্বতকে বহ্নিমান ধুম—শিড়মণি যে মেকটী মেরে দিচ্ছেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বলিলেন—গটিয়া বচ্ছিন্ন বাব প্রেতিযোগা ধুমা বাবে অগ্নি বাবে ধুমা, অগ্নি না হলে ধুমা কেমনে লাগে। এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইতেছে—মুখোমুখি হইতে হইতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম—ঠকচাচা ভাবেন, পাছে প্রমাদ ঘটে এই বেলা মিটিয়ে দেওয়া ভাল—আস্তে আস্তে নিকটে আনিয়া বলিছেন—মুই বলি একটা বদনা ও চেরাগের বাত লিয়ে তোমরা কেন কেজিয়ে কর—মুই তোমাদের ছুটো ছুটো বদনা দিব। অধ্যাপকের মধ্যে একজন চটপোটে ব্রাহ্মণ উঠিয়া বলিলেন—তুই বেটা কে রে? হিন্দুর শ্রাদ্ধে যবন কেন? এ কি? পেত্নীর শ্রাদ্ধে আলেয়া অধ্যক্ষ না কি? এই বলিতে বলিতে গালাগালি, হাতাহাতি হইতে হইতে ঠেলাঠেলি, বেতাবেতি আরম্ভ হইল। বাঞ্ছারাম বাবু তেড়ে আসিয়া বলিলেন—গোলমাল করিয়া শ্রাদ্ধ ভণ্ডুল করিলে পরে বুঝব—একেবারে বড় আদালতের এক শমন আনাব—একি ছেলের হাতে পিটে?—বক্রেশ্বর বলেন, তা বই কি, আর যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন তিনি তো সামান্ত ছেলে নন তিনি পরেশ পাথর। বেচারাম বলিলেন—এতো জানাই আছে। যেখানে ঠক ও বাঞ্ছারাম অধ্যক্ষ, সেখানে কর্ম্ম সুপ্রতুল হইবেনা—দুর দুর গোল ক্রমে থামে না—যেও ভাট প্রভৃতি ঝোঁকে আসিতেছে এক একবার বেত খাইতেছে ও চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"ভালা শ্রাদ্ধ করলি রে"। অবশেষে সভার ভদ্রলোক সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিল "কার শ্রাদ্ধ কে করে খোলা কেটে বামুন মরে এই বেলা সরে পড়া শ্রেয়! ছুবড়ি ফেলে অমিত্তি কেন হারাণ যাবে।"

২১। মতিলালের গদি প্রাপ্তি ও বাবুয়ানা, মাতার প্রতি কুব্যবহার—মাতা ও ভগিনীর বাটী হইতে গমন ও ভ্রাতাকে বাটীতে আসিতে বারণ ও তাহার অন্য দেশে গমন।

বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধে লোকের বড় শ্রদ্ধা জন্মিল না, যেমন গর্জন হইয়াছিল তেমনি বর্ষণ হয় নাই। অনেক তেলা মাথায় তেল পড়িল—কিন্তু শুখনা মাথা বিনা তৈলে ফেটে গেল। অধ্যাপকদিগের তর্ক করাই সার, ইয়ার গোচের বামুনদিগের চৌচাপটে জিত। অধ্যাপকদিগের নানা প্রকার কঠোর অভ্যাস থাকাতে একরোকা স্বভাব জন্ম—তাঁহারা আপন অভিপ্রায় অনুসারে চলেন—সাটে হাঁ না বলেন না। ইয়ার গোচের ব্রাহ্মণেরা সহর ঘেঁসা—বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথাবার্ত্তা কহেন—ঝোপ বুঝে কোপ মারেন, তাঁহারা সকল কর্ম্মেই বাওয়াজিকে বাওয়াজী,

তরকারীকে তরকারি। অতএব তাঁহাদিগের যে সর্ব্বস্থানে উচ্চ বিদায় হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অধ্যক্ষেরা ভাল থলিয়া সিঞাইয়া বসিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালি বিদায় বড় হউক বা না হউক, তাহাদিগের নিজের বিদায়ে ভাল অনুরাগ হইল। যে কর্ম্মটি সকলের চক্ষের উপর পড়িয়াছিল ও এড়াইবার নয়, সেই কর্ম্মটি ধব করিয়া হইয়াছিল, কিন্তু আগু পাছুতে সমান বিবেচনা হয় না। এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।

শ্রাদ্ধের গোল ক্রমে মিটে গেল। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালের বিজাতীয় খোসামদ করিতে লাগিল। মতিলাল দুর্ব্বল স্বভাবহেতু তাহাদিগের মিষ্ট কথায় ভিজিয়া গিয়া মনে করিল যে, পৃথিবীতে তাহাদিগের তুল্য আত্মীয় আর নাই। মতিলালের মান বৃদ্ধি জন্য তাহারা একদিন বলিল—এক্ষণে আপনি কর্ত্তা, অতএব স্বর্গীয় কর্ত্তার গদিতে বসা কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে তাহার পদ কি প্রকারে বজায় থাকিবে?—এই কথা শুনিয়া মতিলাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল—ছেলেবেলা তাহার রামায়ণ ও মহাভারত একটু একটু শুনা ছিল এই কারণে মনে হইতে লাগিল—যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির সমারোহপূর্ব্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপে আমাকেও গদিতে উপবেশন করিতে হইবেক। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা দেখিল, ঐ প্রস্তাবে মতিলালের মুখখানি আহ্লাদে চক্‌চক করিতে লাগিল—তাহারা পর দিবসেই দিন স্থির করিয়া আত্মীয় স্বজনকে আহ্বানপূর্ব্বক মতিলালকে তাহার পিতার গদির উপর বসাইল। গ্রামে টিটিকার হইয়া গেল—মতিলাল গদি প্রাপ্ত হইলেন। এই কথা হাটে, বাজারে, ঘাটে, মাঠে হইতে লাগিল—একজন ঝাঁকওয়ালা বামুন শুনিয়া বলিল—গদি প্রাপ্ত কি হে? এটা যে বড় লম্বা কথা! আর গদি বা কার? এ কি জগৎ শেটের গদি না মেরিদাস বালমুকুন্দের গদি?

যে লোকের ভিতরে সার থাকে, সে লোক উচ্চ পদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলে না; কিন্তু যাহাতে কিছু পদার্থ নাই, তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের ন্যায় টলমল করিতে থাকে। মতিলালের মনের গতি সেইরূপ হইতে লাগিল। রাত দিন খেলাধূলা, গোলমাল, গাওনা বাজনা, হো হো, হাসি খুসি আমোদ প্রমোদ মোয়াফেল, চোহেল স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল, সঙ্গিদিগের সংখ্যার হ্রাস নাই—রোজ রোজ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার আশ্চর্য্য কি?—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই, আর গুড়ের গন্ধেই পীপড়ার পাল পীল পীল করিয়া আইসে। একদিন বক্রেশ্বর সাইতের পন্থায় আসিয়া মতিলালের মন যোগান কথা অনেক বলিল, কিন্তু বক্রেশ্বরের ফন্দি মতিলাল বাল্যকালাবধি ভাল জানিত—এইজন্য তাহাকে এই জবাব দেওয়া হইল—মহাশয়! আমার প্রতি যেরূপ তদারক করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার পরকালের দফা একেবারে খাইয়া দিয়াছেন—ছেলেবেলা আপনাকে দিতে থুতে আমি কসুর করি নাই—এখন আর বঞ্চনা কেন দেন? বক্রেশ্বর অধোমুখে মেও মেও করিয়া প্রস্থান করিল। মতিলাল আপন সুখে মত্ত—বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা এক এক বার আসিতেন কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে বড় দেখা শুনা হইত না—তাঁহারা মোক্তারনামার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন ও মধ্যে মধ্যে বাবুকে হাত তোলা

ব্রকমে কিছু কিছু দিতেন। আয় ব্যয়ের কিছু বিশেষ প্রকাশ নাই—পরিবারেরও দেখা শুনা নাই—কে কোথায় থাকে—কে কোথায় থায়—কিছুই খোঁজ খবর নাই—এইরূপ হওয়াতে পরিবারদিগের ক্লেশ হইতে লাগিল কিন্তু মতিলাল বাবুয়ানায় এমত বেহোস যে এ সব কথা শুনিয়েও শুনে না।

সাধ্বী স্ত্রীর পতি-শোকের অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই। যগুপি সৎ সন্তান থাকে, তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হয়। কুসন্তান হইলে সেই শোকানলে যেন ঘৃত পড়ে। মতিলালের কুব্যবহার জন্য তাহার মাতা ঘোরতর তাপিত হইতে লাগিলেন—কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিতেন না, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া এক দিন মতিলালের নিকট আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার কপালে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, এক্ষণে যে কয় দিন বাঁচি সে কয় দিন যেন তোমার কুকথা না শুনতে হয়—লোক গঞ্জনায় আমি কাণ পাতিতে পারি না, তোমার ছোট ভাইটীর, বড় বনটীর ও বিমাতার একটু তত্ব নিও—তারা সব দিন আধপেটাও খেতে পায় না—বাবা! আমি নিজের জন্য কিছু বলি না, তোমাকে ভারও দিই না। মতিলাল এ কথা শুনিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া বলিল—কি একশবার ফেচ্ ফেচ্ করিয়া বক্‌তেছ?—তুমি জান না, এখন যা মনে করি তাই করিতে পারি?—আমার আবার কুকথা কি? এই বলিয়া মাতাকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে জননী উঠিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন—বাবা! আমি কখন শুনি নাই যে সন্তান মাকে মারে, কিন্তু আমার কপাল হইতে তাহাও ঘটিল—আমার আর কিছু কথা নাই কেবল এই মাত্র বলি যে তুমি ভাল থাক। মাতা পর দিবস আপন কন্যাকে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে গমন করিলেন।

রামলাল পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা প্রকারে অপমানিত হন। মতিলাল সর্ব্বদা এই ভাবিত—বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ দিতে গেলে বড়মানুষি করা হইবে না; কিন্তু বড়মানুষি না করিলে বাঁচা মিথ্যা, এজন্য যাহাতে ভাই ফাঁকিতে পড়ে তাহাই করিতে হইবে। এই মতলব স্থির করিয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার পরামর্শে মতিলাল রামলালকে বাটী ঢুকিতে বারণ করিয়া দিল। রামলাল ভদ্রাসন প্রবেশ করণে নিবারিত হইয়া অনেক বিবেচনা করণান্তে মাতা বা ভগিনী অথবা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দেশান্তর গমন করিলেন।

২২। বাঞ্ছারাম ও ঠকাচাচা মতিলালকে সওদাগরা কর্ম্ম করিতে পরামর্শ দেন, মতিলাল দিন দেখাইবার জন্য তর্কসিদ্ধান্তের নিকট মানগোবিন্দকে পাঠান, পর দিবস রাহি হয়েন ও ধনামালার সহিত গঙ্গাতে বকাবকি করেন।

মতিলাল দেখিলেন—বাটী হইতে মা গেলেন, ভাই গেলেন, ভগিনী গেলেন। আপদের শান্তি! এত দিনের পর নিষ্কণ্টক হইল—ফেচ্‌ফেচানি একেবারে বন্ধ—এক চোক

বাজানিতে কর্ম্ম কেয়াল হইয়া উঠিল, আর "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" সে সব হল বটে কিন্তু শরীর রুধির ফুরিয়ে এল—তার উপায় কি? বাবুয়ানার জোগাড় কিরূপে চলে? খুচরা মহাজন বেটাদের টাল্‌মাটাল আর করিতে পারা যায় না। উটনোওয়ালারাও উটনো বন্ধ করিয়াছে—এদিকে সামনে স্নানযাত্রা—বজরা ভাড়া করিতে আছে—খেমটাওয়ালিদের বায়না দিতে আছে—সন্দেশ মিঠায়ের ফরমাইস দিতে আছে—চরস, গাঁজা মদও আনাইতে হইবে—তার আট থানার পাঠ-থানাও হয় নাই; এই সকল চিন্তায় মতিলাল চিন্তিত আছেন, এমত সময়ে বাঞ্ছারাম ও ঠক-চাচা আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই একটা কথার পরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—বড়বাবু! কিছু বিমর্ষ কেন? তোমাকে ম্লান দেখিলে যে আমরা ম্লান হই—তোমার যে বয়েস তাতে সর্ব্বদা হাসি খুসি করিবে। গালে হাত কেন? ছি! ভাল করিয়া বসো। মতিলাল এই মিষ্ট বাক্যে ভিজিয়া আপন মনের কথা সকল ব্যক্ত করিল। বাঞ্ছারাম বলিলেন, তার জন্যে এত ভাবনা কেন? আমরা কি ঘাস কাটছি? আজ একটা ভারি মতলব করিয়া আসিয়াছি—এক বৎসরের মধ্যে দেনা টেনা সকল শোধ দিয়া পায়ের উপর পা দিয়ে পুত্র পৌত্র ক্রমে খুব বড়মানুষি করিতে পারিবে। শাস্ত্রে বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ!"—সওদাগরিতেই লোকে ফেঁপে উঠে—আমার দেখ্‌তা কত বেটা টেপাগোঁজা, নড়েভোলা, টয়েবাঁধা, বালতি-পোতা, কারবারের হেপায় আণ্ডিল হইয়া গেল—এ সব দেখে কেবল চোক টাটায় বই ত না! আমরা কেবল একটী কর্ম্ম লয়ে ষষ্টিঘর্ষণা করিতেছি—এ কি থাট দুঃখ! চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়, রামা চড়ে ঘোড়া।

মতিলাল। এ মতলব বড় ভাল—আমার অহরহ টাকার দরকার। সওদাগরি কি বাজারে ফলে না আঁফসে জন্মে? না কেঠোই মণ্ডার দোকানে কিনিতে মেলে? একজন সাহেবের মুৎসুদ্দি না হইলে আমার কর্ম্ম কাজ জমকাবে না।

বাঞ্ছারাম। বড়বাবু! তুমি কেবল গদিয়ান হইয়া থাকিবে, কার্য্যকর্ম্মের ভার সব আমাদিগের উপর—আমাদিগের বটলর সাহেবের একজন দোস্ত জান সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে, তাহাকেই খাড়া করিয়া তাহারই মুৎসুদ্দি হইতে হইবে। সে লোকটী সওদাগরি কর্ম্মে ঘুন।

ঠকচাচা। মুইবি সাতে সাতে থাকব, মোকে আদালত, মাল, ফৌজদারি, সৌদাগরি কোন কাজই ছাপা নাই। মোর শেনাবি এসব ভাল সমজে। বাবু! আপসোস এই যে মোর কারদানি এ নাগাদ নিদ যেতেচে, লেফিয়ে লেফিয়ে জাহের হল না। মুই চুপ করে থাক-বার আদমি নয়—দোশমন পেলে তেনাকে জেপ্টে, কেমড়ে মেটীতে পেটিয়ে দি—সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চল্‌ব।

মতিলাল। ঠকচাচা—শেনা কে?

ঠকচাচা। শেনা তোমার ঠকচাচি—তেনার সেফত কি করব? তেনার সুরত জেলেখাঁর মাফিক আর মালুক হয় ফেরেস্তার মাফিক বুজ সমজ।

বাঞ্ছারাম। ও কথা এখন থাকুক। জান সাহেবকে দশ পনরো হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবে, তাতে কিছুমাত্র জখম নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে, কোতলপুরের তালুক-খানা বন্ধক দিলে ঐ টাকা পাওয়া যাইতে পারে—বন্ধকি লেখাপড়া আমাদিগের সাহেবের

আফিসে করিয়া দিব—খরচ বড় হইবে না—আন্দাজ টাকা শ চার পাঁচের মধ্যে, আর টাকা শ পাঁচেক মহাজনের আমলা ফয়লাকে দিতে হইবে। সে বেটারা পূনকে শক্র—একটা খোঁচা দিলে কর্ম্ম ভণ্ডুল করিতে পারে। সকল কর্ম্মেরই অষ্টম ষষ্টম আগে মিটাইয়া নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হয়। আমি আর বড় বিলম্ব করিব না, ঠকচাচাকে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম—আমার নানা বরাত—মাথায় আগুন জলছে। বড়বাবু! তুমি তর্কসিদ্ধান্ত দাদার কাছ থেকে একটা ভাল দিন দেখে শীঘ্র দুর্গা দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিয়া একেবারে আমায় সোনাগাজির দরূণ বাটীতে উঠিবে। কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইবে. তার পর বৈদ্যবাটীর ঘাটেতে যখন চাঁদ সওদাগর মত সাত জাহাজ ধন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দামামা বাজাইয়া উঠিবে, তখন আবাল. বৃদ্ধ, যুবতী কুলকন্যা তোমার প্রত্যাগমনের কৌতুক দেখিয়া তোমাকে ধন্য ধন্য করিবে। আহা! এমন দিন শীঘ্র উদয় হয়! এই বলিয়া বাঞ্ছারাম ঠকচাচাকে লইয়া গমন করিলেন।

মতিলাল আপন সঙ্গিদিগকে উপরিউক্ত সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বলিল। সঙ্গিরা শুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল—তাহাদিগের রাত্তির টানাটানির জন্য প্রায় বন্ধ। এক্ষণে সাবেক বরাদ্দ বাহাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; তাড়াতাড়ি, হুড়াহুড়ি করিয়া মানগোবিন্দ এক চৌচা দৌড়ে তর্কসিদ্ধান্তের টোলে উপস্থিত হইয়া হাঁপ ছাড়িতে লাগিল। তর্কসিদ্ধান্ত বড় প্রাচীন, নস্য লইতেছেন—হেঁচ্ হেঁচ্ করিয়া হাঁচছেন—খক্ খক্ করিয়া কাসতেছেন—চারি দিকে শিষ্য—সম্মুখে কয়েক খানা তালপাতায় লেখা পুস্তক—চস্মা নাকে দিয়া এক এক বার গ্রন্থ দেখিতেছেন, এক এক বার ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন; বিচালির অভাবে গরুর জাবনা দেওয়া হয় নাই—গরু মধ্যে২ হাম্বা হাম্বা করিতেছে—ব্রাহ্মণী বাটীর ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন—বুড় হইলেই বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয়, উনি রাতদিন পাঁজি পুথি ঘাঁটবেন, ঘরকন্নার পানে একবার ফিরে দেখবেন না; এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা পরস্পর গা টেপাটিপি করিয়া চাওয়াচায়ি করিতেছে। সিদ্ধান্ত বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণীকে থামাইবার জন্য লাঠি ধরিয়া সুড় সুড় করিয়া উঠিতেছেন, এমন সময়ে মানগোবিন্দ ধরে বলিল—ওগো তর্কসিদ্ধান্ত খুড়! আমরা সব সওদাগরি করিতে যাব, একটা ভাল দিন দেখে দেও। তর্কসিদ্ধান্ত মুখ বিকটসিকট করিয়া গুমরে উঠিলেন—কচুপোড়া খাও—উঠছি আর পেছু ডাকছ আর কি সময় পাওনি? সওদাগরি করতে যাবে! তোর বাপের ভিটে নাশ হউক—তোদের আবার দিন ক্ষেণ কিরে? বালাই বেরুলে সকলে হাঁপ ছেড়ে গঙ্গাস্নান করবে—যা বলগে যা, যে দিন তোরা এখন থেকে যাবি, সেই দিনই শুভ।

মানগোবিন্দ মুখছোপ্পা খাইয়া বলিল যে, কালই দিন ভাল, অমনি সাজরে সাজরে শব্দ হইতে লাগিল ও উদ্যোগ পর্ব্বের ধুম বেধে গেল। কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে দেয়—কেহ বা বাঁয়ার গাব আছে কি না তাহা থপ্‌থপ্ করিয়া পিটে দেখে—কেহ তবলায় চাঁটি দিয়া পরক করে—কেহ ঢোলের কড়া টানে—কেহ বেয়ালায় রজন দিয়া ডাডা২ করে—কেহ বোচ্‌কা বুচ্‌কি বাঁধে—কেহ চরস গাঞ্জা যায় ছুরি, কাঠ লইয়া পোটলা করে—কেহ ছর্‌রার গুলি চাটের সহিত সন্তর্পণে রাখে—কেহ পাকা মালের ঘাট্‌তি কম্‌তি তদারক করে। এই রূপে সারা

দিন ও সারা রাত্রি ছট্‌ফটানি, ধড়্‌ফড়ানি, আন, নিয়ে আয়, দেখ্‌, শোন, ওয়ে হেঁয়ে, সজ্জাগজ্জা, হো হা-তে কেটে গেল।

গ্রামে টিটিকার হইল, বাবুরা সওদাগিরি করিতে চলিলেন। পর দিবস প্রভাতে যাবতীয় দোকানি, পসারি, ভিকিরি, কাঙ্গালি ও অন্যান্য অনেকেই রাস্তায় চাহিয়ে আছে; ইতিমধ্যে নববাবুর মত্ত হস্তির ন্যায় পৈম্নিস্ পৈম্নিস্ করত মস্ মস্ শব্দে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্নিক করিতেছিলেন, গোলমাল শুনিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে জড়সড় হইলেন। তাঁহাদিগকে ভীত দেখিয়া নব বাবুরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে গঙ্গামৃত্তিকা, ঝামা ও থুংকুড়ি গাত্রে বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা ভগ্নাহ্নিক হইয়া গোবিন্দ গোবিন্দ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। নব বাবুরা নৌকায় উঠিয়া সকলে চীৎকার স্বরে এক সখীসম্বাদ ধরিলেন। নৌকা ভাঁটার জোরে সাঁসাঁ করিয়া যাইতেছে; কিন্তু বাবুরা কেহই স্থির নহেন—এ ছাতের উপর যায়, ও হাইল ধরে টানে, এ দাঁড় বহে, ও চকমকি নিয়ে আগুন করে। কিঞ্চিৎদূরে যাইতে যাইতে ধনামালার সহিত দেখা হইল। ধনামালা বড় মুখড়—জিজ্ঞাসা করিল—গ্রামটাকে তো পুড়িয়ে খাক্ করলে, আবার গঙ্গাকে জ্বালাচ্ছ কেন? নববাবুরা রেগে বলিল—চুপ শূয়ার—তুই জানিসনে যে আমরা সব সওদাগিরি করতে যাচ্ছি? ধনা উত্তর করিল, যদি তোরা সওদাগর হস্ তো সওদাগিরি কর্ম্ম গলায় দড়ি দিয়া মরুক।

২৩। মতিলাল দলবল সমেত সোণাগাজিতে আসিয়া এক জন গুরুমহাশয়কে তাড়ান; বাবুয়ানা বাড়াবাড়ি হয়, পরে সওদাগরি করিয়া দেনার দায়ে প্রস্থান করেন।

সোণাগাজির দরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল—চারিদিক শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ—স্থানে স্থানে স্থানে কাকের ও সালিকের বাসা—ধাড়ীতে আহার আনিয়া দিতেছে—পিলে চিঁ চিঁ করিতেছে—কোনখানেই এক ফোঁটা চুণ পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কি না তাহা সন্দেহ। নিকটে এক জন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে ত্রাসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইত। যদি কোন ছেলে একবার ঘাড় তুলিত অথবা কোঁচড় থেকে এক গাল জলপান খাইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার পিটে চট্ চট্ চাপড় পড়িত। মানব স্বভাব এই যে, কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্বটি নানারূপে প্রকাশ চাই, তাহা না হইলে আপন গৌরবের লাঘব হয়—এই জন্য গুরুমহাশয় আপন প্রভুত্ব ব্যক্ত করণার্থ রাস্তার লোক জড় করিতেন—লোক দেখিলে সেই দিকে দেখিয়া আপন পঞ্চম স্বরকে নিখাদ করিতেন ও লোক জড় হইলে তাঁহার সরদারি অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি হইত, একারণ বালকদিগের যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য্য কি? গুরুমহাশয়ের

পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্ব্বদাই চটাপট, পটাপট, গেলুমরে, মলুমরে ও "গুরু-মহাশয় গুরুমহাশয় তোমার পড়ো হাজির" এই শব্দই হইত; আর কাহার নাকখত—কাহার কানমলা—কেহ ইটেখাড়া—কাহার হাতছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান—কাহার জলবিচাটি একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।

সোণাগাজির গুমর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দাঁত্তই রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রান্তভাগে দুই এক জন বাউল থাকিত—তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত। সন্ধ্যার পর পরিশ্রমে আক্লান্ত হইয়া শুয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে গান করিত। সোণাগাজির এইরূপ অবস্থা ছিল। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোণাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একেবারে "ঘোড়ার চিঁহি, তবলার চাঁটি, লুচি পুরির খচাখচ," উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল; আর মণ্ডা মিঠাই, গোলাপ ফুলের ও আতর, চরস, গাঁজা, মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূর্ত্তি দেখা যায়, পরে আর এক রকম মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। ইহার মূল টাকা—টাকার খাতিরেই অনেক ফের ফার হয়। মনুষ্যের দুর্ব্বল স্বভাব হেতুই ধনকে অসাধারণরূপে পূজ্য করে। যদি লোকে শুনে যে, অমুকের এত টাকা আছে, তবে কি প্রকারে তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইবে, এই চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করে ও তজ্জন্য যাহা বলিতে বা করিতে হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। এই কারণে মতিলালের নিকট নানা রকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উদার ব্রাহ্মণের ন্যায় মধ্যফোঁড়া রকমে আপনার অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে—কেহ বা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মনসিয়ানা খরচ করে—আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়—কেহ বা পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত কেনিয়ে কেনিয়ে চলেন—প্রথম প্রথম আপনাকে নিষ্প্রয়াস ও নির্লোভ দেখান—আসল মতলব তৎকালে দৈপায়নহ্রদে ডুবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময় বিশেষে প্রকাশ হইলে বোধ হয় তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য্য কেবল "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য"।

মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে, সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়—হাঁচিলে "জীব" বলে। ওরে বলিলেই "ওরে ওরে" করিয়া চীৎকার করে ও ভাল মন্দ সকল কথারই উত্তরে—"আজ্ঞা আপনি যা বলছেন তাই বটে" এই প্রকার বলে। প্রাতঃকালাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মতিলালের নিকট লোক গস্‌গস্ করিতে লাগিল—ক্ষণ নাই—মুহূর্ত্ত নাই—নিমেষ নাই—সর্ব্বদাই নানা প্রকার লোক আসিতেছে—বসিতেছে—যাইতেছে। তাহাদিগের জুতার ফটাং ফটাং শব্দে বৈঠকখানার সিঁড়ি কম্পবান—তামাক্ মুহুর্মুহু আসিতেছে—ধুঁয়া কলের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে। চাকরেরা আর তামাক সাজিতে পারে না—পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। দিবারাত্রি নৃত্য গীত, বাদ্য, হাসি খুসি, বড়ফাট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল, ঠাট্টা, বটকেরা ভাবের গালাগালি, আমোদের ঠেলাঠেলি—চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎ বাবু হইয়া উঠিয়াছেন।

এই গোলে গুরুমহাশয়ের গুরুত্ব একেবারে লঘু হইয়া গেল—তিনি পূর্ব্বে বৃহৎ পক্ষী ছিলেন,

এক্ষণে দুর্গ নৈনি হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে ছেলেদের বোম্বাইবার একটু একটু গোল হইত—তাহা শুনিয়া মতিলাল বলিলেন, এ বেটা এখানে কেন মেও মেও করে—গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণা হইতে আমি বালককালেই মুক্ত হইয়াছি—আবার গুরুমহাশয় নিকটে কেন?— ওটাকে ত্বরায় বিসর্জ্জন দাও। এই কথা শুনিবামাত্র নব বাবুরা দুই এক দিনের মধ্যেই ইট্ পাট্‌খেলের দ্বারা গুরুমহাশয়কে অন্তর্দ্ধান করাইলেন, সুতরাং পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল। বালকেরা বাঁচলুম বলিয়া পাততাড়ি তুলিয়া গুরুমহাশয়কে ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাইতে দেখাইতে চোঁচা দৌড়ে ঘরে গেল।

এ দিকে জান সাহেব হৌস খুলিলেন—নাম হৈল জান কোম্পানি। মতিলাল মুৎসুদ্দি, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা কর্ম্মকর্তা। সাহেব টাকার খাতিরে মুৎসুদ্দিকে তোয়াজ করেন ও মুৎসুদ্দি আপন সঙ্গিদিগকে লইয়া দুই প্রহর তিনটা চারিটার সময় পান চিবুতে চিবুতে রাঙ্গা চক্ষে এক এক বার কুঠি যাইয়া দাঁড়ুড়ে বেড়াইয়া ঘরে আইসেন। সাহেবের এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না—বটলর সাহেবের অন্নদাস হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে চৌরঙ্গিতে এক বাটী ভাড়া করিয়া নানা প্রকার আস্‌বাব ও তস্‌বির খরিদ করিয়া বাটী সাজাইলেন ও ভাল ভাল গাড়ি, ঘোড়া ও কুকুর ধারে কিনিয়া আনিলেন, এবং ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া বাজির খেলা খেলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সাহেবের বিবাহ হইল, সোণার ওয়াচগার্ড পরিয়া ও হীরার আংটি হাতে দিয়া সাহেব ভদ্র ভদ্র সমাজে ফিরিতে লাগিলেন। এই সকল ভড়ং দেখিয়া অনেকেরই সংস্কার হইল—জান সাহেব ধনী হইয়াছেন, এই জন্ম তাঁহার সহিত লেন দেন করণে অনেকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না কিন্তু দুই একজন বুদ্ধিমান লোক তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আলগা আলগা রকমে থাকিত—কখনই মাখামাখি করিত না।

কলিকাতার অনেক সওদাগর আড়তদারিতেই অর্থ উপার্জ্জন করে—হয় ও জাহাজের ভাড়া বিলি করে অথবা কোম্পানির কাগজ কিংবা জিনিস পত্র খরিদ বা বিক্রয় করে, ও তাহার উপর ফি শতকরায় কতক টাকা আড়তদারি খরচা লয়। অন্যান্য অনেকে আপন আপন টাকায় এখানকার ও অন্য স্থানের বাজার বুঝিয়া সওদাগরি করে; কিন্তু যাহারা ঐ কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে অগ্রে সওদাগরি কর্ম্ম শিখিতে হয়, তা না হইলে কর্ম্ম কাজ ভাল হইতে পারে না।

জান সাহেবের কিছুমাত্র বোধশোধ ছিল না, জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইলেই মুনফা হইবে এই তাঁহার সংস্কার ছিল। ফলতঃ আসল মতলব এই, পরের স্কন্ধে ভোগ করিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইব। তিনি এই ভাবিতেন যে, সওদাগরি সেস্ত করা—দশটা গুলি মারিতে মারিতে কোনটা না কোনটা গুলিতে অবশ্যই শীকার পাওয়া যাইবে। যেমন সাহেব, ততোধিক তাঁহার মুৎসুদ্দি—তিনি গণ্ডমুর্খ—না তাঁহার লেখা পড়াই বোধ শোধ আছে—না বিষয় কর্ম্মই বুঝিতে শুঝিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাকে দিয়া কোন কর্ম্ম করান কেবল গোবধ করা মাত্র। মহাজন, দালাল ও সরকারেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট জিনিস পত্রের নমুনা লইয়া আসিত ও দর দামের ঘাটতি বাড়তি এবং বাজারের খবর বলিত। তিনি বিষয় কর্ম্মের কথার সময় ঘোর বিপদে পড়িয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন—কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন না—কি জানি, কথা কহিলে পাছে

নিজের বিদ্যা প্রকাশ হয়। কেবল এই মাত্র বলিতেন যে, বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠক্‌চাচার নিকটে যাও।

আফিসে দুই এক জন কেরানি ছিল, তাহারা ইংরাজীতে সকল হিসাব রাখিত। এক দিন মতিলালের ইচ্ছা হইল যে, ইংরাজী ক্যাশ বহি বোঝা ভাল, এজন্য কেরানির নিকট হইতে বহি চাহিয়া আনাইয়া একবার এদিক ওদিক দেখিয়া বহিখানি একপাশে রাখিয়া দিলেন। মতিলাল আফিসের নীচের ঘরে বসিতেন—ঘরটি কিছু সেঁতসেঁতে—ক্যাশ বহি সেখানে মাসাবধি থাকাতে সরদিতে খারাপ হইয়া গেল ও নব বাবুরা তাহা হইতে কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া সলতের ন্যায় পাকাইয়া প্রতিদিন কাণ চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বহির যাবতীয় কাগজ ফুরিয়া গেল, কেবল মলাটটি পড়িয়া রহিল। অনন্তর ক্যাশ বহির অন্বেষণ হওয়াতে দৃষ্ট হইল যে, তাহার ঠাট খানা আছে, অস্থি ও চর্ম্ম পরচিতার্থে প্রদত্ত হইয়াছে। জান সাহেব হা ক্যাশ বহি, জো ক্যাশ বহি বলিয়া বিলাপ করত মনের খেদ মনেই রাখিলেন।

জান সাহেব বেধড়ক ও চুচোকোত্রন্ত জিনিসপত্র খরিদ করিয়া বিলাত ও অন্যান্য দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। জিনিসের কি পড়তা হইল ও কাটতি কিরূপ হইবে, তাহার কিছুমাত্র খোঁজ খবর করিতেন না। এই সুযোগ পাইয়া বাঞ্ছারাম ও ঠক্‌চাচা চিলের ন্যায় ছোবল মারিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমে তাহাদিগের পেট মোটা হইল—অন্নে তৃষ্ণা মেটে না—রাত দিন খাই খাই শব্দ ও আজ হাতিশালার হাতি খাব, কাল ঘোড়াশালার ঘোড়া খাব, দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া কেবল এই মতলব করিতেন। তাঁহারা ভাল জানিতেন যে, তাহাদিগের এমন দিন আর হইবে না—লাভের বসন্ত অন্ত হইয়া অলাভের হেমন্ত শীঘ্রই উদয় হইবে, অতএব নে খোরট সময় এই।

দুই এক বৎসরের মধ্যেই জিনিসপত্র বিক্রীর বড় মন্দ খবর আসিল—সকল জিনিসেতেই লোকসান বই লাভ নাই। জান সাহেব দেখিলেন যে, লোকসান প্রায় লক্ষ টাকা হইবে, এই সংবাদে বুকদাবা পাইয়া তাঁহার একেবারে চক্ষুঃ স্থির হইয়া গেল। আর তিনি নিজে মাসে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা করিয়া খরচ করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরেকে বেঙ্কে ও মহাজনের নিকট অনেক দেনা—আফিস কয়েক মাসাবধি ভলগড় ও ঢালসুমরে চলিতেছিল, এক্ষণে বাহিরে সম্ভ্রমের নৌকা একেবারে ঝুপস্‌ করিয়া ডুবে গেল, প্রচার হইল যে জান কোম্পানি ফেল্‌ হইল। সাহেব বিবি লইয়া চন্দন নগরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সহর ফরাসিদিগের অধীন—অদ্যাবধি দেনদার ও ফৌজদারি মামলার আসামিরা কয়েদের ভয়ে ঐ স্থানে যাইয়া পলাইয়া থাকে।

এদিকে মহাজন ও অন্যান্য পাওনাওয়ালারা আসিয়া মতিলালকে ঘেরিয়া বসিল। মতিলাল চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন—এক পয়সাও হাতে নাই—উট্‌না ওয়ালাদিগের নিকট হইতে উট্‌না লইয়া তাঁহার খাওয়া দাওয়া চলিতেছিল, এক্ষণে কি বলিবেন ও কি করিবেন কিছুই ঠাওরাইয়া পান না, মধ্যে মধ্যে ঘাড় উঁচু করিয়া দেখেন, বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠকচাচা আসিলেন কি না, কিন্তু দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি, ঐ দুই অবতার ভুলভামালের অগ্রেই চম্পট দিয়াছে। তাহাদিগের নাম উল্লেখ হইলে পাওনাওয়ালারা বলিল যে, চিটী পত্র মতিবাবুর

নাহে—তাহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন এলাকা নাই, তাহারা কেবল কারপরদাজ বই ত নয়।

এইরূপ গোলযোগ হওয়াতে মতিলাল দলবল সহিত ছদ্মবেশে রাত্রিযোগে বৈদ্যবাটীতে পলাইয়া গেলেন। সেখানকার যাবতীয় লোক তাঁহার বিষয় কর্ম্মের সাতকাণ্ড শুনিয়া 'খুব হয়েছে খুব হয়েছে, বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল ও বলিল—আজও রাতদিন হচ্ছে—যে ব্যক্তি এমত অসৎ—যে আপনার মাকে ভাইকে ভগিনীকে বঞ্চনা করিয়াছে—পাপ কর্ম্মে কখনই বিরত হয় নাই, তাহারা যদি এরূপ না হবে, তবে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ?

কর্ম্মক্রমে প্রেমনারায়ণ মজুমদার পরদিন বৈদ্যবাটীর ঘাটে স্নান করিতেছিল—তর্কসিদ্ধান্তকে দেখিয়া বলিল—মহাশয় শুনেছেন—বিটলেরা সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া ওয়ারিণের ভয়ে আবার এখানে পালিয়ে আসিয়াছে—কালামুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না। বাবুরাম ভাল মুষলং কুলনাশনং রাখিয়া গিয়াছেন! তর্কসিদ্ধান্ত কহিলেন—ছোড়ারা না থাকাতে গ্রামটা জুড়িয়ে ছিল—আবার ফিরে এলো? আহা। মা গঙ্গা একটু কৃপা করিলে যে আমরা বেঁচে যাইতাম। অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন—নব বাবুদিগের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের দাঁতে দাঁতে লেগে গেল, ভাবিতে লাগিলেন যে আমাদিগের স্নানআহ্নিক বুঝি অদ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ করিতে হইবে। দোকানি পসারিরা ঘাটের দিকে দেখিয়া বলিল—কই গো! আমরা শুনিয়াছিলাম যে মতিবাবু সাত স্লুক ধন লইয়া দামামা বাজিয়ে উঠিবেন—এখন স্লুক দূরে যাউক একখানা জেলে ডিংগিও যে দেখিতে পাই না। প্রেমনারায়ণ বলিল, তোমরা ব্যস্ত হইও না—মতিবাবু কমসে কামিনীর মুসকিলের দরুণ মশাল প্রাপ্ত হইয়াছেন—বাবু অতি ধর্ম্মশীল—ভগবতীর বরপুত্র—ডিঙ্গে স্লুক ও জাহাজ ত্বরায় দেখা দিবে, আর তোমরা মুড়ি কড়াই ভাজিতে ভাজিতেই দামামার শব্দ শুনিবে।

২৪। শুদ্ধ চিত্তের কথা, ঠকচাচার জালকরণ জন্য গ্রেপ্তারি—বরদাবাবুর দুঃখ, মতিলালের ভয় ; বেচারাম ও বাঞ্ছারাম উভয়ের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন।

প্রাতঃকালের মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে—চম্পক, শেফালিকা ও মল্লিকার সৌগন্ধ ছুটিয়াছে। পক্ষী সকল চকুবুহু চকুবুহু করিতেছে—ঘটকের দরুণ বাটীতে বেণীবাবু বরদা বাবুকে লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। দক্ষিণ দিক থেকে কতক গুলা কুকুর ডাকিয়া উঠিল ও রাস্তায় ছোঁড়ারা হো হো করিয়া আসিতে লাগিল। গোল একটু নরম হইলে "দুর" ও "গোপীদের বাড়ী যেও না করি যে মানা" এই খোনা স্বরের আনন্দ লহরী কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেণী বাবু ও বরদা বাবু উঠিয়া দেখেন যে, বহুবাজারের বেচারাম বাবু আসিয়াছেন—গানে মত্ত, ক্রমাগত তুড়ি দিতেছেন। কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিতেছে—ছোঁড়ারা হো হো করিতেছে, বহুবাজার নিবাসী বিরক্ত হইয়া দূর দূর করিতেছেন। নিকটে আসিলে বেণী বাবু ও বরদা বাবু উঠিয়া সম্মানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরস্পর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসান্তর

বেচারাম বাবু বরদা বাবুর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—ভাই হে! বাল্যাবধি অনেক প্রকার লোক দেখিলাম—অনেকেরই গুণ আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে দোষে গুণে ভাল বলি—সে যাহাহউক, নম্রতা, সরলতা, ধর্ম্ম বিষয়ে সাহস ও পর সম্পর্কীয় শুদ্ধচিত্ত তোমার যেমন আছে এমন কাহারও দেখিতে পাই না। আমি নিজে নম্রভাবে বলি বটে, কিন্তু সময় বিশেষে অন্যের অহঙ্কার দেখিলে আমার অহঙ্কার উদয় হয়, অহঙ্কার রাগ উপস্থিত হয়, রাগে অহঙ্কার বেড়ে উঠে। আমি কাহাকেও রেয়াত করি না—যখন যাহা মনে উদয় হয় তখন তাহাই মুখে বলি, কিন্তু আমার নিজের দোষে তত সরলতা থাকে না—আপনি কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে সেটি স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না, তখন এই মনে হয়, এ কথাটি ব্যক্ত করিলে অন্যের নিকট আপনাকে খাট হইতে হইবে। ধর্ম্ম বিষয়ে আমার সাহস অতি অল্প—মনে ভাল জানি, অমুক অমুক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আপন সংস্কার অনুসারে সর্ব্বদা চলাতে সাহসের অভাব হয়। অন্য সম্বন্ধে শুদ্ধচিত্ত রাখা বড় কঠিন—আমি জানি বটে যে, মনুষ্যদেহ ধারণ করিলে মনুষ্যের ভাল বই মন্দ কখনই চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে, কিন্তু এটি কর্ম্মেতে দেখান বড় দুষ্কর। যদি কেহ একটু কটু কথা বলে, তবে তাহার প্রতি আর মন থাকে না—তাহাকে একেবারে মন্দ মনুষ্য বোধ হয়। তোমার কেহ অপকার করিলেও তাহার প্রতি তোমার মন শুদ্ধ থাকে—অর্থাৎ তাহার উপকার ভিন্ন অপকার করণে কখন তোমার মন যায় না এবং যদি অন্যে তোমার নিন্দা করে তাহাতেও তুমি বিরক্ত হও না—একি কম গুণ?

বরদা। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সব ভাল দেখে, আর যে যাহাকে দেখিতে পারে না, সে তাহার চলনও বাঁকা দেখে। আপনি যাহা বলিবেন, সে সকল অনুগ্রহের কথা—সে সকল আপনার ভালবাসার দরুণ—আমার নিজ গুণের দরুণ নহে। সকল সময়ে—সকল বিষয়ে—সকল লোকের প্রতি মন শুদ্ধ রাখা মনুষ্যে প্রায় অসাধ্য। আমাদিগের মন রাগ দ্বেষ, হিংসা ও অহঙ্কারে ভরা—এ সকল সংযম কি সহজে হয়? চিত্তকে শুদ্ধ করিতে গেলে অগ্রে নম্রতা আবশ্যক—কাহার কাহারও কপট নম্রতা দেখা যায়—কেহ কেহ ভয় প্রযুক্ত নম্র হয়—কেহ কেহ ক্লেশ অথবা বিপদে পড়িলে নম্র হইয়া থাকে—সে প্রকার নম্রতা ক্ষণিক, নম্রতার স্থায়িত্বের জন্য আমাদিগের মনে এই দৃঢ় সংস্কার হওয়া উচিত—যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই মহৎ—তিনিই জ্ঞানময়—তিনিই নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল, আমরা আজ আছি—কাল নাই, আমাদিগের বলই বা কি আর বুদ্ধিই বা কি—আমাদিগের ভ্রম, কুমতি ও কুকর্ম্ম দণ্ডে দণ্ডে হইতেছে, তবে অহঙ্কারের কারণ কি? এরূপ নম্রতা মনে জন্মিলে রাগ, দ্বেষ, হিংসা ও অহঙ্কারের খর্ব্বতা হইয়া আসে, তখন অন্য সম্বন্ধে শুদ্ধচিত্ত হয়—তখন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও পদের অহঙ্কার প্রকাশ করত পরকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা যায় না—তখন পরের সম্পদ দেখিয়া হিংসা হয় না—তখন পরনিন্দা করিতে ও অন্যকে মন্দ ভাবিতে ইচ্ছা যায় না—তখন অন্যদ্বারা অপকৃত হইলেও তাহার প্রতি রাগ বা দ্বেষ উপস্থিত হয় না—তখন কেবল আপন চিত্ত শোধনে ও পরহিত সাধনে মন রত হয়, কিন্তু এরূপ হওয়া ভারি অভ্যাস ভিন্ন হয় না—এক্ষণে অল্প জ্ঞানযোগ হইলেই বিজাতীয়

মাৎসর্য্য জন্মে—আমি যা বলি—আমি যা করি, কেবল তাহাই সর্ব্বোত্তম—অন্যে যা বলে যা করে তাহা অগ্রাহ্য।

বেচারাম। ভাই হে! কথাগুলা শুনে প্রাণ জুড়ায়—আমার সতত ইচ্ছা তোমার সহিত কথোপকথন করি।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া সম্বাদ দিল, কলিকাতার পুলিসের লোকেরা এক জাল তহমতের মামলার দরুণ ঠকচাচাকে গেরেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। বেচারাম বাবু এই কথা শুনিয়া খুব হয়েছে খুব হয়েছে বলিয়া হর্ষিত হইয়া উঠিলেন। বরদা বাবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বেচারাম। আবার যে ভাবছ? অমন অসৎ লোক পুলিপলাম গেলে দেশটা জুড়ায়।

বরদা। দুঃখ এই যে, লোকটা আজন্ম-কাল অসৎ কর্ম্ম বই সৎকর্ম্ম করিল না—এক্ষণে যদি জিঞ্জির যায়, তাহার পরিবারগুলা অনাহারে মারা যাবে।

বেচারাম। ভাই হে! তোমার এতগুণ না হইলে, লোকে তোমাকে কেন পূজ্য করে। তোমার প্রতিহিংসা ও অপকার করিতে ঠকচাচা কসুর করে নাই—অনবরত নিন্দা ও গ্লানি করিত—তোমার উপর গুমখুনি নালিস করিয়াছিল—ও জাল হপ্তম করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল—তাহাতেও তোমার মনে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র রাগ অথবা দ্বেষ নাই, ও প্রত্যুপকার কাহাকে বলে তুমি জাননা—তুমি এই প্রত্যুপকার করিতে যে, সে ব্যক্তি ও তাহার পরিবার পীড়িত হইলে ঔষধ দিয়া আনাগনা করিয়া আরোগ্য করিতে। এক্ষণেও তাহার পরিবারের ভাবনা ভাবিতেছ—ভাই হে! তুমি জেতে কায়স্থ বটে, কিন্তু ইচ্ছা করে যে এমন কায়স্থের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দি।

বরদা। মহাশয়! আমাকে এত বলিবেন না—জনগণের মধ্যে আমি অতি হেয় ও অকিঞ্চন। আমি আপনকার প্রশংসার যোগ্য নহি—মহাশয়! পুনঃ পুনঃ এরূপ বলিলে, আমার অহঙ্কার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারে।

এ দিকে বৈদ্যবাটীতে পুলিসের সারজন, পেয়াদা ও দারোগা ঠকচাচাকে পিচমোড়া করিয়া বাঁধিয়া, চল্ রে চল্ বলিয়া হিড় হিড় করিয়া লইয়া আসিতেছে। রাস্তায় লোকারণ্য —কেহ বলে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—কেহ বলে, বেটা জাহাজে না উঠিলে বিশ্বাস নাই—কেহ বলে, আমার এই ভয় পাছে ছোঁড়া হয়। ঠকচাচা অধোবদনে চলিয়াছে—দাড়ি বাতাসে ফুর ফুর উড়িতেছে—দুটী চক্ষু কট্‌মট্ করিতেছে, বাঁধন খুলিবার জন্য সারজনকে একটা আধুলি আস্তে আস্তে দিতেছে, সারজনের বড় পেট, অমনি আধুলি ঠিকুরে ফেলিয়া দিতেছে। ঠকচাচা বলে, মোকে একবার মতি বাবুর নজদিগে লিয়ে চল—তেনার জামিনি লিয়ে মোকে এজ খালাস দেও—মুই কেল হাজির হব। সারজন বল্‌ছে—তোম বহুত বক্তা—ফের বাত কহেগা তো এক থাপ্পড় দেগা। তখন ঠকচাচা সার্-জনের নিকট হাতজোড় করিয়া কাকুতি বিনতি করিতে লাগিল। সারজন কোন কথায় কাণ না দিয়া ঠকচাচাকে নৌকায় উঠাইয়া বেলা দুই প্রহর চার ঘণ্টার সময় পুলিসে আনিয়া হাজির করিল। পুলিসের সাহেবেরা উঠিয়া গিয়াছে, সুতরাং ঠকচাচাকে রাত্রিতে বোলগারদে বিহার করিতে হইল।

ওদিকে ঠকচাচার দুর্গতি শুনিয়া মতিলালের তেবো চেকা লেগে গেল। তাহার এই আশঙ্কা

হইল এ বজ্রাঘাত পাছে এ পর্য্যন্ত পড়ে—যখন ঠক বাঁধা গেল তখন আমিও বাঁধা পড়িব তাহাতে সন্দেহ নাই—বোধ হয় এ ব্যাপার জান কোম্পানির ঘটিত, সে যাহা হউক, সাবধান হওয়া উচিত এই স্থির করিয়া মতিলাল বাটীর সদর দরওয়াজা খুব কসে বন্ধ করিল। রাম গোবিন্দ বলিল—বড়বাবু! ঠকচাচা জাল এত্তাহামে গ্রেপ্তার হইয়াছে—তোমার উপর গেরেপ্তারি থাকিলে বাটী ঘর অনেকক্ষণ ঘেরা হইত, তুমি মিছে মিছে কেন ভয় পাও? মতিলাল বলিল, তোমরা বুঝ না হে! দুঃসময়ে পোড়া শোল মাছটাও হাত থেকে পালিয়া যায় আজকের দিনটা যো সো করিয়া কাটাইতে পারিলে, কাল প্রাতে যশোহরের তালুকে প্রস্থান করি। বাটীতে আর তিষ্ঠান ভার—নানা উৎপাৎ—নানা ব্যাঘাত—নানা আশঙ্কা—নানা উপদ্রব, আর এদিকে হাত খালি হইয়াছে। এ কথা শেষ হইবা মাত্রেই দ্বারে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল—"দ্বার খোল গো—কে আছ গো" এই শব্দ হইতে লাগিল। মতিলাল আস্তে আস্তে বলিল—চুপ কর—যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। মানগোবিন্দ উপর থেকে উঁকি মারিয়া দেখিল, একজন পেয়াদা দ্বার ঠেলিতেছে—অমনি টিপে টিপে আসিয়া বলিল, বড়বাবু! এই বেলা প্রস্থান কর; বোধ হয়, ঠকচাচার দরুণ বাসি গেরেপ্তারি উপস্থিত—আগুনের ফিন্‌কি শেষ হয় নাই। যদি নির্জ্জন স্থান না পাও তবে খিড়কির পানা পুষ্করিণীতে দুর্য্যোধনের ন্যায় জলস্তম্ভ করে থাক। দোলগোবিন্দ বলিল—তোমরা ঢেউ দেখে না ডুবাও কেন? আগে বিষয়টা ভালয়ে বুঝ। রোস্ আমি জিজ্ঞাসা করি—কেমন হে পেয়াদা-বাবু! তুমি কোন্ আদালত থেকে আসিয়াছ? পেয়াদা বলিল, এজ্ঞে মুই জান সাহেবের চিটি লিয়ে এসেছি, চিটি এই দেও বলিয়া ধাঁ করিয়া উপরে ফেলিয়া দিল। "রাম বাচলুম! এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল" সকলে বলিয়া উঠিল। অমনি পেছন দিক থেকে হলধর ও গদাধর "ভবে ত্রাণ কর" ধরিয়া উঠিল, নব বাবুদের শরতের মেঘের ন্যায়—এই বৃষ্টি—এই রৌদ্র—এই গর্ম্মি—এই খুসি। মতিলাল বলিল, একটু থাম চিঠিখানা পড়িতে দেও—বোধ করি কর্ম্ম কাজের আবার সুযোগ হইবে। মতিলাল চিঠি খুলিলে পরে নব বাবুরা সকলে হুমড়ি খাইয়া পড়িল—অনেক গুলা মাথা জড় হইল বটে, কিন্তু কাহার পেটে কালির অক্ষর নাই, চিঠিপড়া ভারি বিপত্তি হইল। অনেকক্ষণ পরে নিকটস্থ দেদের বাটীর এক জনকে ডাকাইয়া চিঠির মর্ম্ম এই জানা হইল যে, জান সাহেবের প্রায় অনাহারে দিন যাইতেছে—তাহার টাকার বড় দরকার। মানগোবিন্দ বলিল, বেটা বড় বেহায়া—তাহার জন্যে এত টাকা গর্ভস্রাবে গেল তবু ছাড়েন নাই, আবার কোন মুখে টাকা চায়? দোলগোবিন্দ বলিল, ইংরাজকে হাতে রাখা ভাল—ওদের পাতাচাপা কপাল—সময় বিশেষে মাটি মুটটা ধরিলে সোণা মুটা হইয়া পড়ে। মতিলাল বলিল, তোমরা বক বকি কেন কর? আমাকে কাটিলেও রক্ত নাই—কুটিলেও মাংস নাই।

এখানে বালী হইতে বচারাম বাবু পার হইয়া বৈকালে ছকড়া গাড়িতে ছড়র ছড়র শব্দে "সেই যে ভস্মমাখা জটে—যত দেখ ঘটে পটে সকল জটের মুটে" এই গান গাইতে গাইতে উত্তরমুখো চলিয়াছেন—দক্ষিণ দিক থেকে বাঞ্ছারাম হাঁপ হাঁপাইয়া আসিতেছেন—দুই জনে নেকটা নেকটি হওয়াতে ইনি উঁকে ও উনি এঁকে হুমড়ি খাইয়া দেখিলেন—বাঞ্ছারাম

বেচারামের আবছায়া দেখিবা মাত্রেই ঘোড়াকে সপাসপ্ চাবুক কসিয়া দিলেন—বেচারাম অমনি তাড়াতাড়ি আপন গাড়ির ডলুকা দ্বার হাত দিয়া কসে ধরিয়া ও মাথা বাহির করিয়া "ওহে বাঞ্ছারাম! ওহে বাঞ্ছারাম"। বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকিতে বগি থাড়া হইল ও ছকড়া ছননন্ ছননন্ করিয়া নিকটে গেল। বেচারাম বাবু বলিলেন—বাঞ্ছারাম!. তুমি কপালে পুরুষ, তোমার লাভের খুলি রাবণের চুলির মত জ্বলছে—এক দফা তো সওদাগরি কর্ম্ম চৌচাপটে করলে, এক্ষণে তোমার ঠকচাচা বায়—বোধ হয়, তাহাতেও আবার একটা মুড়ি পটতে পারে—কেবল উকিল ফন্দিতে অধঃপাতে গেলে—মরিতে যে হবে—সেটা একবারও ভাবলে না? বাঞ্ছারাম বিরক্ত হইয়া মুখখানা গোঁজ করিলেন, পরে গোঁপ জোড়াটা ফর ফর করিয়া ঘোড়ার পিটের উপর আপনার গায়ের জ্বালা প্রকাশ করিতে করিতে গড় গড় করিয়া চলিয়া গেলেন।

---

২৫ মতিলালের যশোহরের জমিদারিতে দলবল সহিত গমন—জমিদারি কর্ম্ম করণের বিবরণ; নীলকরের সঙ্গে দাঙ্গা ও বিচারে নীলকরের খালাস।

বাবুরাম বাবুর সকল বিষয় অপেক্ষা যশোহরের তালুক খানি লাভের বিষয় ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে ঐ তালুকে অনেক পতিত জমি থাকে—তাহার জমা তৌলে মুসমা ছিল; পরে ঐ সকল জমি হাসিল হইয়া মাঠ-হারে বিলি হয় ও ক্রমে জমির এমত গুমর হইয়াছিল যে, প্রায় এক কাঠাও খামার বা পতিত ছিল না, প্রজালোকও কিছু দিন চাষবাস করিয়া হরবিরূ ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছিল, কিন্তু ঠকচাচার পরামর্শে অনেকের উপর পীড়ন হওয়াতে প্রজারা সিকস্ত হইয়া পড়িল। অনেক লাখেরাজদারের জমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে ও তাহাদিগের সনন্দ না থাকাতে তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নজর সেলামি দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল, ও অনেক গাঁতিদারও জাল ও জুলমে ভাজাভাজা হইয়া বিনা মূল্যে আপন আপন জমির স্বত্ব ত্যাগ করত অন্য অন্য অধিকারে পলায়ন করিল। এই কারণে তালুকের আয় দুই এক বৎসর বৃদ্ধি হওয়াতে ঠকচাচা গোঁপে চাড়া দিয়া হাত ঘুরাইয়া বাবুরাম বাবুর নিকট বলিতেন—"মোর কেমন কারদানি দেখ" কিন্তু "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ"—অল্প দিনের মধ্যেই অনেক প্রজা ভয়ক্রমে হেলে গরু ও বীজধান লইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদিগের জমি বিলি করা ভার হইল। সকলেরই মনে এই ভয় হইতে লাগিল—আমরা প্রাণপণ পরিশ্রমে চাষ বাস করিব—দুটাকা দুসিকা লাভ করিয়া যে একটু শাঁসাল হবে, তাহাকেই জমিদার বল বা ছলক্রমে গ্রাস করবেন—তবে আমাদিগের এ অধিকারে থাকায় কি প্রয়োজন? তালুকের নায়েব বাপু বাছা বলিয়াও প্রজালোককে থামাইতে পারিল না। অনেক জমি গরাবাদ থাকিল—ঠিকে হারে বিলি হওয়া দূরে থাকুক, কম দস্তরেও কেহ লইতে চাহে না ও নিজ আবাদে খরচ খরচা বাদে খাজনা উঠান ভার হইল। নায়েব সর্ব্বদাই

জমিদারকে এত্তেলা দিতেন, জমিদার সুদামত পাঠ লিখিতেন—"গোমেস্তা সুরত খাজানা আদায় না হইলে তোমার ক্রটি যাইবে—তোমার কোন ওজর শুনা যাইবে না"। সময় বিশেষে বিষয় বুঝিয়া ধমক দিলে কর্ম্মে লাগে। যে স্থলে উৎপাত ধমকের অধীন নহে, সে স্থলে ধমক কি কর্ম্মে আসিতে পারে? নায়েব ফাঁপরে পড়িয়া গয়ংগচ্ছরূপে আমতা আমতা রকমে চলিতে লাগিল। এ দিকে মহল দুই তিন বৎসর বাকি পড়াতে লাটবন্দি হইল, সুতরাং বিষয় রক্ষার্থে গিরিবি লিখিয়া দিয়া বাবুরাম বাবু দেনা করিয়া সরকারের মালগুজারি দাখিল করিতেন।

এক্ষণে মতিলাল দলবল সহিত মহলে আসিয়া অবস্থিতি করিল। তাহার মানস এই যে, তালুক থেকে কসে টাকা আদায় করিয়া দেনা টেনা পরিশোধ করিয়া সাবেক ঠাট বজায় রাখিবেক। বাবু জমিদারি কাগজ কখন দৃষ্টি করেন নাই, কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোসোয়ারা, কাহাকে বলে জমাওয়াসিল বাকি কিছুই বোধ নাই। নায়েব বলে, হুজুর! একবার লতাগুলান দেখুন—বাবু কাগজের লতার উপর দৃষ্টি না করিয়া কাছারি বাটীর তরুলতার দিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া দেখেন। নায়েব বলে—মহাশয়! এক্ষণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজা এত, ও পাইকস্তা এত। বাবু বলেন আমি খোদকস্তা পাইকস্তা শুনতে চাই না, আমি সব এককস্তা করিব। বড় বাবু ডিহির কাছারিতে আসিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া, যাবতীয় প্রজা একেবারে ধেয়ে আসিল ও মনে করিল—বদ্জাত নেড়ে বেটা গিয়াছে, বুঝি এত দিনের পর আমাদিগের কপাল ফিরিল। এই কারণে আহ্লাদিত চিত্তে ও সহাস্য বদনে রুক্ষচুলো শুকনোপেটা ও ভলাখাঁক্তি প্রজারা নিকটে আসিয়া সেলামি দিয়া "রবখান" ও "স্যালাম" করিতে লাগিল। মতিলাল ঝন্ ঝন্ শব্দে স্তব্ধ হইয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছেন। বাবুকে খুসি দেখিয়া প্রজারা দাদখাই করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলে; অমুক আমার জমির আল ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলে চষিয়াছে—কেহ বলে, অমুক আমার খেজুর গাছে ভাঁড় বাঁধিয়া রস চুরি করিয়াছে—কেহ বলে, অমুক আমার বাগানে গরু ছাড়িয়া দিয়া তচ্‌নচ্ করিয়াছে—কেহ বলে অমুকের হাঁস আমার ধান খাইয়াছে—কেহ বলে আমি আজ তিন বৎসর কবজ পাই না—কেহ বলে, আমি খতের টাকা আদায় করিয়াছি, আমার খত ফেরত দেও—কেহ বলে, আমি বাবলা গাছটি কেটে বিক্রী করিয়া ঘরখানি সারাইব—আমাকে চৌট মাফ করিতে হুকুম হউক—কেহ বলে, আমার জমির খারিজ দাখিল হয় নাই আমি তার সেলামি দিতে পারিব না—কেহ বলে, আমার জোতের জমি হাল জরিপে কম হইয়াছে—আমার খাজানা মুসমা দেও, তা না হয় তো পরতাল করে দেখ। মতিলাল এ সকল কথার বিন্দু বিসর্গ না বুঝিয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকেন। সঙ্গি বাবুরা দুই একটা আন্‌থা শব্দ লইয়া রঙ্গ করত খিল্ খিল্ হাসিয়া কাছারি বাটী ছেয়ে দিতে লাগিল, ও মধ্যে "উড়ে যায় পাখী তার পাখা গুণি" গান করিতে লাগিল। নায়েব একেবারে কাষ্ঠ, প্রজারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যেখানে মনিব চৌকস, সেখানে চাকরের কারিকুরি বড় চলে না। নায়েব মতিলালকে গোমূর্খ দেখিয়া নিজমূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেক মামলা উপস্থিত হইল। বাবু তাহার ভিতর কিছুই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, নায়েব তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া আপন

ইষ্ট সিদ্ধ করিতে লাগিল, আর প্রজারাও জানিল যে, বাবুর সহিত দেখা করা কেবল অরণ্যে রোদন করা—নায়েবই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে: প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাঁহার দফা রফা হয়!' প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে; কিন্তু হিসাবের আঙ্গুল বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পুরে না। এই জন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে, সে আর প্রাণান্তে কুঠীর মুখো হইতে চায় না, কিন্তু নীলকরের নীল তৈয়ার না হইলে ভারি বিপত্তি। সম্বৎসর কলিকাতার কোন না কোন সওদাগরের কুঠী হইতে টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে, এক্ষণে যদ্যপি নীল তৈয়ার না হয়, তবে কর্জ্জ বৃদ্ধি হইবে ও পরে কুঠী উঠিয়া গেলেও যাইতে পারিবে। অপর, যে সকল ইংরাজ কুঠীর কর্ম্মকাজ দেখে, তাহারা বিলাতে অতি সামান্য লোক, কিন্তু কুঠীতে শাজাদার চেলে চলে—কুঠীর কর্ম্মের ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগের এই ভয় যে, পাছে তাহাদিগের আবার ইঁদুর হইতে হয়। এই কারণে নীল তৈয়ার করণার্থ তাহারা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসময়ে যত্নবান হয়।

মতিলাল সঙ্গিগণকে লইয়া হো হা করিতেছে—নায়েব নাকে চসমা দিয়া দপ্তর খুলিয়া লিখিতেছে ও চুনো বুলাইতেছে, এমত সময় কয়েক জন প্রজা দৌড়ে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—বেটা মোদের সর্ব্বনাশ করলে—বেটা সরে জমিতে আপনি এসে মোদের বুননি জমির উপর লাঙ্গল দিয়েছে ও হাল গোরু সব ছিনিয়ে নিয়েছে—মোশাই গো। বেটা কি বুননি নষ্ট করলে। শালা মোদর পাকা ধানে মই দিলে! নায়েব অমনি শতাবধি পাক সিক জড় করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখে, কুঠেল এক শালার টপি মাথায়—মুখে চুরট—হাতে বন্দুক—খাড়া হইয়া হাঁকাহাঁকি করতেছে। নায়েব নিকটে আসিয়া মেঁও মেঁও করিয়া দুটা একটা কথা বলিল, কুঠেল "হাঁকায় দেও হাঁকায় দেও, মার মার" হুকুম দিল। অমনি দুই পক্ষের লোক লাঠি চালাইতে লাগিল—কুঠেল আপনি তেড়ে এসে গুলি ছুড়িবার উপক্রম করিল—নায়েব সঙ্গে গিয়া একটা বাংচিত্রের বেড়ার পার্শ্বে লুকাইল। ক্ষণেক কাল মারামারি লাঠালাঠী হইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েক জন ঘায়েল হইল। কুঠেল আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেং ডেং করিয়া কুঠীতে চলে গেল ও দাদখায়ি প্রজারা বাটীতে আসিয়া "কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠীতে যাইয়া বিলাতি পানি ফটাস করিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে দিতে "তাজা বতাজা" গান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে দৌড়ে খেলা করিতেছে। তিনি মনে জানেন, তাঁহাকে কাবু করা বড় কঠিন, মাজিষ্ট্রেট ও জজ তাঁহার ঘরে সর্ব্বদা আসিয়া খানা খান; ও তাঁহাদিগের সহিত সহবাস করাতে পুলিসের ও আদালতের লোক তাঁহাকে যম দেখে। আর যদিও তদারক হয়, তবু খুনী মকদ্দমায় বাহির জেলায় তাঁহার বিচার হইতে পারিবেক না। কালা লোক খুন অথবা অন্য প্রকার গুরুতর দোষ করিলে মফঃস্বল আদালতে তাহাদিগের সদ্য বিচার হইয়া সাজা হয়—গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে

সুপ্রিম কোর্টে চালান হয়, তাহাতে সাক্ষী অথবা ফরিয়াদিরা ব্যয়, ক্লেশ ও কর্ম্মক্ষতির জন্ত নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয়, সুতরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মোকদ্দমা বিচার হইলেও ফেঁসে যায়।

নীলকর যা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল; পরদিন প্রাতে দারগা আসিয়া জমিদারের কাছারি ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্ব্বল হওয়া বড় আপদ—সবল ব্যক্তির নিকট কেহই এগুতে পারে না। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। নায়েব সম্মুখে আসিয়া মোট্‌মাট্ চুক্তি করিয়া অনেকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়াইল। দারগা বড়ই সোরসরাবত করিতেছিল—টাকা পাইবা মাত্র যেন আগুনে জল পড়িল। পরে তদারক করিয়া দারগা মাজিষ্ট্রেটের নিকট দুদিক বাঁচাইয়া রিপোর্ট করিল—এদিকে লোভ, ও দিকে ভয়। নীলকর অমনি নানা প্রকার জোগাড়ে ব্যস্ত হইল ও মেজিষ্ট্রেটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, নীলকর ই রাজ খ্রীষ্টিয়ান—মন্দ কর্ম্ম কখনই করিবে না—কেবল কালা লোকে যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করে। এই অবকাশে সেরেস্তাদার ও পেস্‌কার নীলকরের নিকট হইতে জেয়াদা ঘুস্ লইয়া তাহার বিপক্ষীয় জবানবন্দি চাপিয়া স্বপক্ষীয় কথা পড়িতে আরম্ভ করিল ও ক্রমশঃ ছুঁচ চালাইতে চালাইতে বেটে চালাইতে লাগিল। এই অবকাশে নীলকর বক্তৃতা করিল—"আমি এ স্থানে আসিয়া বাঙ্গালিদিগের নানা প্রকার উপকার করিতেছি—আমি তাহাদিগের লেখা পড়ার ও ঔষধ পত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় করিতেছি—আবার আমার উপর এই তহমত? বাঙ্গালিরা বড় বেইমান ও দাঙ্গাবাজ!" মাজিষ্ট্রেট এই সকল কথা শুনিয়া টিফিন করিতে গেলেন। টিফিনের পর মধুপান করিয়া খুব চুরচুরে হইয়া চুরট খাইতে খাইতে আদালতে আসিলেন—মকদ্দমা পেশ হইলে সাহেব কাগজ পত্রকে বাঘ দেখিয়া সেরেস্তদোরকে একেবারে বলিলেন—"এ মামলা ডিস্‌মিস্ কর।" এই হুকুমে নীলকরের মুখটা একেবারে ফুলিয়া উঠিল, নায়েবের প্রতি তিনি কট্‌মট্ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। নায়েব অধোবদনে টিকুতে টিকুতে—ভুঁড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে বলিতে চলিলেন—বাঙ্গালিদের জমিদারি রাখা ভার হইল—নীলকর বেটাদের জুলমে মুলুক খাক্ হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। হাকিমরা স্বজাতির অনুরোধে তাহাদিগের বশ্য হইয়া পড়ে, আর আইনের যেরূপ গতিক, তাহাতে নীলকদিগের পলাইবার পথও বিলক্ষণ আছে। লোকে বলে, জমিদারের দৌরাত্ম্যে প্রজার প্রাণ গেল—এটি বড় ভুল! জমিদারের বেগুন ক্ষেত। নীলকর সে রকমে চলে না—প্রজা মরুক বা বাঁচুক, তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চাষ বেড়ে গেলেই সব হইল—প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।

২২। ঠকচাচার বেলিগারদে নিদ্রাবস্থায় আপন কথা আপনিই ব্যক্ত করণ—পুলিসে বাঞ্ছারাম ও বটলরের সহিত সাক্ষাৎ, মকদ্দমা বড় আদালতে চালান, ঠকচাচার জেলে কয়েদ, জেলেতে তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদির কথাবার্ত্তা ও তাঁহার খাবার অপহরণ।

মনের মধ্যে ভয় ও ভাবনা প্রবেশ করিলে নিদ্রার আগমন হয় না। ঠকচাচা বেলিগারদে অতিশয় অস্থির হইলেন, একখানা কম্বলের উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। উঠিয়া এক এক বার দেখেন, রাত্রি কত আছে। গাড়ির শব্দ অথবা মনুষ্যের স্বর শুনিলে বোধ করেন, এইবার বুঝি প্রভাত হইল। এক একবার ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া সিপাইদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—"ভাই! রাত কেতনা হুয়া?"—তাহারা বিরক্ত হইয়া বলে, "আরে কামান দাগ্‌নেকো দো তিন ঘণ্টা দের হেয়, আব লেট রহো, কাহে হর্‌ঘড়ি দিক করতে হো?" ঠকচাচা ইহা শুনিয়া কম্বলের উপর গড়াগড়ি দেন; তাঁহার মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা উপায় উদয় হয়। কখন কখন ভাবেন—আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেবি মতলবে কেন ফিরিলাম—ইহাতে যে টাকা কড়ি রোজগার হইয়াছিল—তাহা কোথায়? পাপের কড়ি হাতে থাকে না, লাভের মধ্যে এই দেখি, যখন মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি, তখন ধরা পড়িবার ভয়ে রাত্রে ঘুমাই নাই—সদাই আতঙ্কে থাকিতাম—গাছের পাতা নড়িলে বোধ হইত, যেন কেহ ধরিতে আসিতেছে। আমার হাম্‌জোলক খোদাবক্স আমাকে এ প্রকার ফেরেক্কায় চলিতে বার বার মানা করিতেন। তিনি বলিতেন, চাষবাস অথবা কোন ব্যবসা বা চাকরি করিয়া গুজরান করা ভাল, সিদে পথে থাকিলে মার নাই—তাহাতে শরীর ও মন দুই ভাল থাকে। এইরূপ চলিয়াই খোদাবক্স সুখে আছেন। হায়! আমি তাহার কথা কেন শুনিলাম না? কখন কখন ভাবেন, উপস্থিত বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইব? উকিল কৌনস্থলি না ধরিলে নয়—প্রমাণ না হইলে আমার সাজা হইতে পারে না—জাল কোন্ খানে হয় ও কে করে তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ হইবে? এইরূপ নানা প্রকার কথার তোলপাড় করিতে করিতে ভোর হয় হয়, এমত সময়ে শ্রান্তিবশতঃ ঠকচাচার নিদ্রা হইল, তাহাতে আপন দায় সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ঘুমের ঘোরে বকিতে লাগিলেন—"বাহুল্য? তুলি, কলম ও কল কেহ যেন দেখিতে পায় না—শিয়ালদার বাড়ীর তলাওয়ের ভিতর আছে—বেশ আছে—খবরদার তুলিও না—তুমি জলদি ফরিদপুরে পেলিয়া যাও—মুই খালাস হয়্যে তোমার সাত মোলাকাত করবো।" প্রভাত হইয়াছে—সূর্য্যের আভা ঝিলিমিলি দিয়া ঠকচাচার দাড়ির উপর পড়িয়াছে। বেলিগারদের জমাদার তাহার নিকট দাঁড়াইয়া ঐ সকল কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"বদ্‌জাত! আবতলক শোয়া হেয়—উঠ—তোম আপনা বাত আপ জাহের কিয়া।" ঠকচাচা অমনি ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া চকে, নাকে ও দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে তসবি পড়িতে লাগিলেন।

জমাদারের প্রতি এক একবার মিট্‌মিট্‌ করিয়া দেখেন—এক একবার চক্ষু মুদিত করেন। জমাদার ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—তোম্‌তো ধরমকা ধামা লে কর্‌কে বয়টা হেয়, আর শেয়ালদাকো তলাওসে কল ওল নেকালনেসে তেরি ধরম আওরভী জাহের হোগা।” ঠক্‌চাচা এই কথা শুনিবামাত্র কদলী বৃক্ষের ন্যায় ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও বলিলেন—“বাবা! মেরি বাইকো বহুত জোর হুয়া,’ এস সববসে হাম নিদ জানেসে ঝুটমুট বক্তা হু।” “ভালা ও বাত পিছু বোঝা জাওঙ্গি,—আব তৈয়ার হো,” এই বলিয়া জমাদার চলিয়া গেল।

এ দিকে দশটা ঢং ঢং করিয়া বাজিল, অমনি পুলিশের লোকেরা ঠকচাচা ও অন্যান্য আসামিদিগকে লইয়া হাজির করিল। নয়টা না বাজিতে বাজিতে বাঞ্ছারাম বাবু বটলর সাহেবকে লইয়া পুলিসে ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন ও মনে মনে ভাবিতেছিলেন—ঠকচাচাকে এ যাত্রা রক্ষা করিলে তাঁহার দ্বারা অনেক কর্ম্ম পাওয়া যাইবে। লোকটা বল্‌তে কহিতে, লিখতে পড়তে, যেতে আস্‌তে, কাজে কর্ম্মে, মামলা মকর্দ্দমায়, মতলব মস্‌লতে, বড উপযুক্ত; কিন্তু আমার হচ্ছে এ পেসা—টাকা না পাইলে কিছুই তদ্বির হইতে পারে না। ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইতে পারি না, আর নাচতে বসেছি ঘোমটাই বা কেন? ঠকচাচা তো অনেকের মাথা খেয়েছেন, তবে ওর মাথা খেতে দোষ কি? কিন্তু কাকের মাংস খাইতে গেলে বড় কৌশল চাই। বটলর সাহেব বাঞ্ছারামকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেনসা! তোম কিয়া ভাবতা? বাঞ্ছারাম উত্তর করিলেন—রসো সাহেব! হাম, রূপেয়া যে সুরতসে ঘরমে ঢোকে ওই ভাবতা। বটলর সাহেব একটু অন্তরে গিয়া বলিলেন—“আসসা, আস্‌সা, বহুত আস্‌সা।”

ঠকচাচাকে দেখিবামাত্র বাঞ্ছারাম দৌড়ে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া চোক দুটা পান্সে করিয়া বলিলেন—“একি একি! কাল কুসংবাদ শুনিয়া সমস্ত রাত্রিটা বসিয়া কাটাইয়াছি, এক বারও চক্ষু বুজি নাই—ভোর হতে না হতে পূজা আহ্নিক অমনি ফুলতোলা রকমে সেরে সাহেবকে লইয়া আসিতেছি। ভয় কি? এ কি ছেলের হাতের পিটে? পুরুষের দশ দশা, আর বড় গাছেই ঝড় লাগে। কিন্তু এক কিস্তি টাকা না হইলে তদ্বিরাদি কিছুই হইতে পারে না—সঙ্গে না থাকে তো ঠকচাচীর দুই এক খানা ভারি রকম গহনা আনাইলে কর্ম্ম চলতে পারে। এক্ষণে তুমি তো বাচ, তার পরে গহনা টহনা সব হবে।” বিপদে পড়িলে সুস্থির হইয়া বিবেচনা করা বড় কঠিন, ঠকচাচা তৎক্ষণাৎ আপন পত্নীকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন। ঐ পত্র লইয়া বাঞ্ছারাম বটলর সাহেবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চক্ষু টিপিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে একজন সরকারের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, তুমি ধাঁ করিয়া বৈদ্যবাটী যাইয়া ঠকচাচীর নিকট হইতে কিছু ভারি রকম গহনা আনিয়া এখানে অথবা আফিসে দেখতে দেখতে আইস; দেখিও—গহনা খুব সাবধান করিয়া আনিও, বিলম্ব না হয়, যাবে আর আসিবে,—যেন এই খানে আছ। সরকার রুষ্ট হইয়া বলিল—মহাশয়! মুখের কথা অমনি বল্‌লেই হইল! কোথায় কলিকাতা—কোথায় বৈদ্যবাটী—আর ঠকচাচীই বা কোথায়? আমাকে অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া বেড়াইতে হইবে, এক মুটা খাওয়া দূরে থাকুক এখনও এক ঘটি জল মাথায় দিই নাই—আজ ফিরে কেমন করিয়া আসতে পারি? বাঞ্ছারাম

অমনি রেগে মেগে হুমকে উঠিয়া বলিলেন—ছোট লোক এক জাতই স্বতন্তর, এরা ভাল কথার কেউ নয়, নাতি ঝেঁটা না হলে জব্দ হয় না। লোকে তল্লাস করিয়া দিল্লি যাইতেছে, তুমি বৈদ্যবাটী গিয়া একটা কর্ম্ম নিকেশ করিয়া আস্‌তে পার না? সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম্ম বুঝে—তোর চোখে আঙ্গুল দিয়া বললুম তাতেও হোঁস হৈল না? সরকার অধোমুখে না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া বেটো ঘোড়ার ন্যায় টিকুতে টিকুতে চলিল ও আপনা আপনি বলিতে লাগিল—দুঃখী লোকের মানই বা কি, আর অপমানই বা কি? পেটের জন্য সব সহিতে হয়। কিন্তু হেন দিন কবে হবে যে দিন ইনি ঠকচাচার মত ফাঁদে পড়বেন। আমার দেক্লা উনি অনেক লোকের গলায় ছুরি দিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটে মাটি চাটি করিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছেন। বাবা অনেক উকিলের মুৎসুদ্দি দেখিয়াছি বটে, কিন্তু ওঁর জুড়ি নাই। রকমটা—ভাজেন পটোল, বলেন ঝিঙ্গা, যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালান। এদিকে পূজা আহ্নিক, দোল দুর্গোৎসব, ব্রাহ্মণভোজন ও ইষ্টনিষ্ঠাও আছে। এমন হিন্দুয়ানির মুখে ছাই—আগা গোড়া হারামজাদ্‌কি ও বদ্‌জাতি!

এখানে ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম ও বটলর বসিয়া আছেন, মকদ্দমা আর ডাক হয় না, যত বিলম্ব হইতেছে তত ধড়্‌ফড়ানি বৃদ্ধি হইতেছে। পাঁচটা বাজে বাজে এমন সময়ে ঠকচাচাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া খাড়া করিয়া দিল। ঠকচাচা গিয়া সেখানে দেখেন যে, শিয়ালদার পুষ্করিণী হইতে জাল করিবার কল ও তথাকার দুই এক জন গাওয়া আনীত হইয়াছে। মকদ্দমা তদারক হওনান্তর মাজিষ্ট্রেট হুকুম দিলেন যে এ মামলা বড় আদালতে চালান হউক, আসামির জামিন লওয়া যাইতে পারা যায় না, সুতরাং তাহাকে বড় জেলে কয়েদ থাকিতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের হুকুম হইবামাত্র বাঞ্ছারাম তেড়ে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন—ভয় কি? এ কি ছেলের হাতে পিটে? এ তো জানাই আছে যে মকদ্দমা বড় আদালতে হবে—আমরাও তাইত চাই। ঠকচাচার মুখখানি ভাবনায় একেবারে শুকিয়া গেল। পেয়াদারা হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া নীচে টানিয়া আনিয়া জেলে চালান করিয়া দিল। চাচা টংয়স্ টংয়স্ করিয়া চলিয়াছেন—মুখে বাক্য নাই—চক্ষু তুলিয়া দেখেন না, পাছে কাহারো সহিত দেখা হয়—পাছে কেহ পরিহাস করে। সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সময় ঠকচাচা শ্রীঘরে পদার্পণ করিলেন। বড় জেলেতে যাহারা দেনার জন্য অথবা দেওয়ানি মকদ্দমাঘটিত কয়েদ হয়, তাহারা এক-দিকে ও যাহারা ফৌজদারি মামলা হেতু কয়েদ হয়, তাহারা অন্য দিকে থাকে। ঐ সকল আসামির বিচার হইলে হয় তো তাহা-দিগের ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে হয়, নয় তো হরিং বাটীতে সুর্কি কুটিতে হয়, অথবা জিঞ্জির বা ফাঁসি হয়। ঠকচাচাকে ফৌজদারি জেলে থাকিতে হইল। তিনি ঐ স্থানে প্রবেশ করিলে যাবতীয় কয়েদি আসিয়া ঘেরিয়া বসিল। ঠক-চাচা কটমট্ করিয়া সকলকে দেখিতে লাগিলেন—একজন আলাপীও দেখিতে পান না। কয়েদিরা বলিল, মুন্‌সিজি!—দেখ কি? তোমারও যে দশা, আমাদেরও সেই দশা—এখন আইস মিলে যুলে থাকা যাউক। ঠকচাচা বলিলেন—হাঁ বাবা! মুই নাহক আপদে পড়েছি—মুই খাই নে, ছুঁই নে, মোর কেবল নসিবের ফের। দুই এক জন প্রাচীন কয়েদি বলিল—

হাঁ তা বই কি! অনেকেই মিথ্যা দায়ে মজে যায়! একজন মুখফোড় কয়েদি বলিয়া উঠিল, তোমার দায় মিথ্যা, আমাদের বুঝি সত্য? আ! বেটা কি সাওখোড় ও সরফরাজ?—ওহে ভাই সকল, সাবধান—এ দেড়ে বেটা বড় বিট্‌কিলে লোক। ঠকচাচা অমনি নরম হইয়া আপনাকে খাট করিলেন, কিন্তু তাহারা ঐ কথা লইয়া অনেকে ক্ষণেক কাল তর্ক বিতর্ক করিতে ব্যস্ত হইল। লোকের স্বভাবই এই, কোন কর্ম্ম না থাকিলে একটু সূত্র ধরিয়া ফাল্‌তো কথা লইয়া গোলমাল করে।

জেলের চারিদিক বন্ধ হইল—কয়েদিরা আহার করিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছে, ইত্যবসরে ঠকচাচা এক প্রান্তভাগে বসিয়া কাপড়ে বাঁধা মিঠাই খুলিয়া মুখে ফেলিতে যান, অমনি পিছন দিক থেকে দুই বেটা মিশ কাল কয়েদি—গোঁফ, চুল ও ভুরু শাদা, চোক লাল—হাহা হাহা, শব্দে বিকট হাস্য করত মিঠাইয়ের ঠোঙ্গাটি সট্ করিয়া কাড়িয়া লইল এবং দেখাইয়া দেখাইয়া টপ্ টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মধ্যে মধ্যে চর্ব্বণকালীন ঠকচাচার মুখের নিকট মুখ আনিয়া হিহি হিহি করিয়া হাসিতে লাগিল। ঠকচাচা একেবারে অবাক—আস্তে আস্তে মাতুরির উপর গিয়া সুড়্ সুড়্ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, যেন কিল খেয়ে কিল চুরি!

২৭। বাদার প্রজার বিবরণ—বাহুল্যের বৃত্তান্ত ও গ্রেপ্তারি, গাড়ি-চাপা লোকের প্রতি বরদা বাবুর সততা, বড় আদালতের ফৌজদারি মকদ্দমাকরণের ধারা, বাঞ্ছারামের দৌড়াদৌড়ি, ঠকচাচা ও বাহুল্যের বিচার ও সাজা।

বাদাতে ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে, সাল্‌তি সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়াছে—চারিদিক জলময়—মধ্যে মধ্যে চৌকি দিবার টং; কিন্তু প্রজার নিস্তার নাই—এ দিকে মহাজন, ও দিকে জমিদারের পাইক। যদি বিকি ভাল হয়, তবে তাহাদিগের দুই বেলা দুই মুঠা আহার চলিতে পারে, নতুবা মাছটা শাকটা ও জনখাটা ভরসা। ডেঙ্গাতে কেবল হৈমন্তি বুনন হয়—আউস প্রায় বাদাতেই জন্মে। বঙ্গদেশে ধান্য অনায়াসে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু হাজা, শুকা, পোকা, কাঁকড়া ও কার্ত্তিকে ঝড়ে ফসলের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়; আর ধানের পাইটও আছে, তদারক না করিলে কলা ধরিতে পারে। বাহুল্য প্রাতঃকালে আপন জোতের জমি তদারক করিয়া বাটীর দাওয়াতে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, সম্মুখে একটা কাগজের দপ্তর, নিকটে দুই চারি জন হারামজাদা প্রজা ও আদালতের লোক বসিয়া আছে—হাকিমের আইনের ও মামলার কথাবার্ত্তা হইতেছে ও কেহ কেহ নূতন দস্তাবেজ তৈয়ার ও সাক্ষী তালিম করিবার ইসারা করিতেছে—কেহ কেহ টাকা টেঁক থেকে খুলিয়া দিতেছে ও আপন আপন মতলব হাসিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি করিতেছে। বাহুল্য কিছু যেন অন্যমনস্ক—এদিকে ওদিকে

দেখিতেছেন—এক এক বার আপন কৃষাণকে ফাল্‌তো ফরমাইস করিতেছেন "ওরে ঐ কদুর ডগাটা মাঁচার উপর তুলে দে, ঐ খেড়ের আটিটা বিছিয়ে ধুপে দে", ও এক এক বার ছমছমে ভাবে চারিদিকে দেখিতেছেন। নিকটস্থ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—মৌলুবি সাহেব! ঠকচাচার কিছু মন্দ খবর শুনিতে পাই—কোন পেঁচ নাই তো? বাহুল্য কথা ভাঙ্গিতে চান না, দাড়ি নেড়ে—হাত তুলে অতি বিজ্ঞরূপে বলিতেছেন—মরদের উপর হরেক আপদ গেরে, তার ডর করলে চলবে কেন? অন্য একজন বলিতেছে—এ তো কথাই আছে, কিন্তু সে ব্যক্তি বাহাদুর, আপন বুদ্ধির জোরে বিপদ থেকে উদ্ধার হইবে। সে যাহা হউক, আপনার উপর কোন দায় না পড়িলে আমরা বাঁচি—এই ডেঙ্গা ভবানীপুরে আপনি বৈ আমাদের সহায় সম্পত্তি আর নাই—আমাদের বল বলুন, বুদ্ধি বলুন, সকলই আপনি। আপনি না থাকিলে আমাদের এখান হইতে বাস উঠাইতে হইত। ভাগ্যে আপনি আমাকে কয়েক খানা কবজ বানিয়ে দিয়েছিলেন, তাই জমিদার বেটাকে জব্দ করিয়াছি, আমার উপর সেই অবধি কিছু দৌরাত্ম্য করে না—সে ভাল জানে যে আপনি আমার পাল্লায় আছেন। বাহুল্য আহ্লাদে গুড়গুড়িটা ভুড় ভুড় করিয়া চোক মুখ দিয়া ধুঁয়া নির্গত করত একটু মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। অন্য একজন বলিল, মফঃসলে জমি জমা শিরে লইতে গেলে জমিদার ও নীলকরকে জব্দ করিবার জন্য দুইটী উপায় আছে—প্রথমতঃ মৌলুবি সাহেবের মতন লোকের আশ্রয় লওয়া—দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টিয়ান হওয়া; আমি দেখিয়াছি অনেক প্রজা পাদরির দোহাই দিয়া গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়! পাদরি সাহেব কড়িতে বল—সহিতে বল—সুপারিসে বল "ভাই লোক-দের" সর্ব্বদা রক্ষা করেন। সকল প্রজা যে মনের সহিত খ্রীষ্টিয়ান হয়, তা নয়, কিন্তু যে পাদরির মণ্ডলীতে যায়, সে নানা উপকার পায়। মাল মকদ্দামায় পাদরির চিঠি বড় কর্ম্মে লাগে। বাহুল্য বলিলেন, সে সচ বটে—লেকেন আদ্‌মির আপনার দিন খোয়ানা বহুত বুরা। অমনি সকলে বলিল—তা বটে তো, তা বটে তো; আমরা এই কারণে পাদরির নিকটে যাই না। এইরূপ খোস গল্প হইতেছে, ইতোমধ্যে দারগা জনকয়েক জমাদার ও পুলিসের সার্‌জন হুড়মুড় করিয়া আসিয়া বাহুল্যের হাত ধরিয়া বলিল—তোম ঠকচাচা কো সাত জাল কিয়া—তোমারি উপর গেরেপ্তারি হেয়। এই কথা শুনিবা মাত্র নিকটস্থ লোক সকলে ভয় পাইয়া সট্ সট্ করিয়া প্রস্থান করিল। বাহুল্য দারগা ও সার্জনকে ধন লোভ দেখাইল, কিন্তু তাহারা পাছে চাকরি যায়, এই ভয়ে ও কথা আমলে আনিল না, তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। ডেঙ্গা ভবানীপুরে এই কথা শুনিয়া লোকারণ্য হইল, ও ভদ্র ভদ্র লোকে বলিতে লাগিল, দুষ্কর্ম্মের শাস্তি বিলম্বে বা শীঘ্রে অবশ্যই হইবে। যদি লোকে পাপ করিয়া সুখে কাটাইয়া যায়, তবে সৃষ্টিই মিথ্যা হইবে, এমন কখনই হইতে পারে না। বাহুল্য ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়াছেন—অনেকের সহিত দেখা হইতেছে, কিন্তু কাহাকে দেখেও দেখেন না। দুই এক ব্যক্তি যাহারা কখন না কখন তাহার দ্বারা অপকৃত হইয়াছিল, তাহারা এই অবকাশে কিঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া নিকটে আসিয়া বলিল—মৌলবি সাহেব! এ ব্রজের ভাব নাকি? আপনার কি কোন ভারি বিষয় কর্ম্ম হইয়াছে? না রাম, না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া, বাহুল্য বংশদ্রোণীর ঘাট পার

হইয়া, শাগঞ্জে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে দুই এক জন টেপুবংশীয় শাজাদা তাহাকে দেখিয়া বলিল—কৌঁউ তু গেরেপ্তার হোয়া—আচ্ছা হুয়া—এয়সা বদজ্জাত আদমিকো সাজা মিলনা বহুত বেহ্‌তর, এই সকল কথা বাঙ্গালার প্রতি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা লাগিতে লাগিল। ঘোরতর অপমানে অপমানিত হইয়া ভবানীপুরে পৌঁছিলেন—কিঞ্চিৎ দূর থেকে বোধ হইল রাস্তার বামদিকে কতকগুলিন লোক দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এত লোক কেন? পরে লোক ঠেলিয়া গোলের ভিতর যাইয়া দেখিল, এক জন ভদ্র লোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন—আঘাতিত ব্যক্তির মস্তক দিয়া অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হইতেছে, ঐ রক্তে উক্ত ভদ্রলোকের বস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সারজন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে ও এ লোকটি কি প্রকারে জখম হইল? ভদ্রলোক বলিলেন, আমার নাম বরদা প্রসাদ বিশ্বাস—আমি এখানে কোন কর্ম্ম অনুরোধে আসিয়াছিলাম, দৈবাৎ এই লোক গাড়ি চাপা পড়িয়া আঘাতিত হইয়াছে, এই জন্য আমি আগুলিয়া বসিয়া আছি—শীঘ্র হাঁসপাতালে যাইব তাহার উদ্যোগ পাইতেছি—একখান পাল্‌কি আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু বেহারারা ইহাকে কোন মতে লইয়া যাইতে চাহে না, কারণ এই ব্যক্তি জেতে হাড়ি। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি গাড়িতে উঠিতে অক্ষম, পাল্‌কি কিংবা ডুলি পাইলে যত ভাড়া লাগে তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। সততার এমনি গুণ যে, ইহাতে অধমেরও মন ভেজে। বরদা বাবুর এই ব্যবহার দেখিয়া বাহুল্যের আশ্চর্য্য জন্মিয়া আপন মনে খিৎকার হইতে লাগিল। সারজন বলিল—বাবু বাঙ্গালিরা হাড়িকে স্পর্শ করে না, বাঙ্গালি হইয়া তোমার এত দূর করা বড় সহজ কথা নহে। বোধ হয় তুমি বড় অসাধারণ ব্যক্তি, এই বলিয়া আসামিকে পেয়াদার হাওয়ালে রাখিয়া সারজন আপনি আড়ার নিকট যাইয়া ভয়মৈত্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পাল্‌কি আনিয়া বরদা বাবুর সহিত উক্ত হাড়িকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল।

পূর্ব্বে বড় আদালতে ফৌজদারি মকদ্দমা বৎসরে তিন তিন মাস অন্তর হইত, এক্ষণে কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। ফৌজদারি মকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থে তথায় দুই প্রকার জুরি মকরর হয়, প্রথমতঃ গ্রাণ্ডজুরি—যাহারা পুলিস চালানি ও অন্যান্য লোক যে ইণ্ডাইটমেণ্ট করে, তাহা বিচারযোগ্য কি না বিবেচনা করিয়া আদালতকে জানান—দ্বিতীয়তঃ পেটিজুরি, যাহারা গ্রাণ্ডজুরির বিবেচনা অনুসারে বিচারযোগ্য মকদ্দমা জজের সহিত বিচার করিয়া আসামিদিগকে দোষী বা নির্দ্দোষ করেন। এক এক সেশনে অর্থাৎ ফৌজদারি আদালতে ২৪ জন গ্রাণ্ডজুরি মকরর হয়। যে সকল লোকের দুই লক্ষ টাকায় বিষয় বা যাহারা সওদাগরি কর্ম্ম করে, তাহারাই গ্রাণ্ডজুরি হইতে পারে। সেশনে পেটি জুরি প্রায় প্রতিদিন মকরর হয়, তাহাদিগের নাম ডাকিবার কালীন আসামি বা ফরিয়াদি স্বেচ্ছানুসারে আপত্তি করিতে পারে, অর্থাৎ যাহার প্রতি সন্দেহ হয় তাহাকে না লইয়া অন্য এক জনকে নিযুক্ত করাইতে পারে, কিন্তু বার জন পেটি জুরি শপথ করিয়া বসিলে আর বদল হয় না। সেশনের প্রথম দিবসে তিন জন জজ বসেন, যখন যাঁহার পালা তিনি গ্রাণ্ডজুরি মকরর্‌ হইলে তাঁহাদিগকে চার্জ অর্থাৎ সেশনীয় মকদ্দমার হালাৎ সকল

বুঝাইয়া দেন। চার্জ দিলে পর, অন্য দুই জন জজ যাঁহাদের পালা নয় তাঁহারা উঠিয়া যান ও গ্রাণ্ডজুরিরা এক কামরার ভিতর যাইয়া প্রত্যেক ইণ্ডাইটমেণ্টের উপর আপন বিবেচনানুসারে যথার্থ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন, তাহার পর বিচার আরম্ভ হয়।

রজনী প্রায় অবসান হয়—মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতেছে, এই সুশীতল সময়ে ঠকচাচা মুখ হাঁ করিয়া বেতর নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। অন্যান্য কয়েদিরা উঠিয়া তামাক্ খাইতেছে ও কেহ কেহ ঐ শব্দ শুনিয়া "মোষ পোড়া খা খা" বলিতেছে, কিন্তু ঠকচাচা কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন—"নাসা গর্জ্জন শুনি পরাণ শিহরে"। কিয়ৎকাল পরে জেল রক্ষক সাহেব আসিয়া কয়েদিদের বলিলেন—তোমরা শীঘ্র প্রস্তুত হও, অদ্য সকলকে আদালতে যাইতে হইবে।

এ দিকে সেশন খুলিবামাত্র দশ ঘণ্টার অগ্রেই বড় আদালতের বারাণ্ডা লোকে পরিপূর্ণ—উকিল, কৌনসুলি, ফরিয়াদি, আসামি, সাক্ষী, উকিলের মুহুরী, জুরি, সারজন, জমাদার, পেয়াদা—নানা প্রকার লোক থৈ থৈ করিতে লাগিল। বাঞ্ছারাম বটলর সাহেবকে লইয়া ফিরিতেছেন ও ধনী লোক দেখিলে তাঁহাকে জানুন, না জানুন, আপনার বামনাই ফলাইবার জন্য হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, কিন্তু যিনি তাঁহাকে ভাল জানেন, তিনি তাঁহার শিষ্টাচারিতে ভুলেন না—তিনি এক লহমা কথা কহিয়াই একটা একটা মিথ্যা বরাত অনুরোধে তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার হইতেছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জেলখানার গাড়ি আসিল—আগু পিছু দুই দিকে সিপাই, গাড়ি খাড়া হইবামাত্র সকলে বারাণ্ডা থেকে দেখিতে লাগিল—গাড়ির ভিতর থেকে সকল কয়েদিকে লইয়া আদালতের নীচেকার ঘরের কাঠগড়ার ভিতর রাখিল। বাঞ্ছারাম হন্ হন্ করিয়া নীচে আসিয়া ঠকচাচা ও বাহুল্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—তোমরা ভীমার্জ্জুন—ভয় পেও না—এ কি ছেলের হাতে পিটে?

দুই প্রহর হইবামাত্র বারাণ্ডার মধ্যস্থল খালি হইল—লোক সকল দুই দিকে দাঁড়াইল—আদালতের পেয়াদা চুপ্ চুপ করিতে লাগিল—জজেরা আসিতেছেন বলিয়া যাবতীয় লোক নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে সারজন, পেয়াদা ও চোপদারেরা বল্লাম, বর্শা, আসা-সোঁটা, তলয়ার ও বাদসাহের রৌপ্যময় মটুকাকৃত সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির হইল। তাহার পর সরিফ ও ডিপুটি সরিফ ছড়ি হাতে করিয়া দেখা দিল—তাহার পর তিন জন জজ লাল কোর্ত্তা পরা গম্ভীর বদনে মৃদু মৃদু গতিতে বেঞ্চের উপর উঠিয়া কৌনসুলিদের সেলাম করত উপবেশন করিলেন। কৌনসুলিরা অমনি দাঁড়াইয়া সম্মানপূর্ব্বক অভিবাদন করিল—নড়ানড়ি ও লোকের বিজ্ বিজিনি এবং ফুসফুসনি বৃদ্ধি হইতে লাগিল—পেয়াদারা মধ্যে মধ্যে "চুপ, চুপ" করিতেছে—সারজনেরা "হিশ হিশ" করিতেছে—ক্রায়র "ওইস—ওইস" বলিয়া সেশন খুলিল। অনন্তর গ্রাণ্ডজুরিদিগের নাম ডাকা হইয়া তাহারা মকরর হইল ও আপনাদিগের ফোরম্যান অর্থাৎ প্রধান গ্রাণ্ডজুরি নিযুক্ত করিল। এবার রসল সাহেবের পালা, তিনি গ্রাণ্ডজুরির প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন—"মকদ্দমার তালিকা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে, কলিকাতায় জাল করা বৃদ্ধি হইয়াছে, কারণ ঐ কালেবের পাঁচ ছয়টা মকদ্দমা দেখিতে পাই—তাহার মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি যে

নালিস—তৎসম্পর্কীয় জমানবন্দিতে প্রকাশ পাইতেছে যে, তাহারা শিয়ালদাতে জাল কোম্পানির কাগজ তৈয়ার করিয়া কয়েক বৎসরাবধি এই সহরে বিক্রয় করিতেছে—এ মকদ্দমা বিচারযোগ্য কি না, তাহা আমাকে অগ্রে জানাইবেন—অন্যান্য মকদ্দমার দস্তাবেজ দেখিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বলা বাহুল্য"। এই চার্জ পাইয়া গ্রাণ্ডুরি কাম্‌রার ভিতর গমন করিল—বাঞ্ছারাম বিষণ্ন ভাবে বটলার সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। দশ পোনের মিনিটের মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি ইণ্ডাইটমেণ্ট যথার্থ বলিয়া আদালতের প্রেরিত হইল। অমনি জেলের প্রহরী ঠকচাচা ও বাহুল্যকে আনিয়া জজের সম্মুখে কাঠরার ভিতর খাড়া করিয়া দিল, ও পেটি জুরি নিযুক্ত হওন কালীন কোর্টের ইণ্টরপিটর চীৎকার করিয়া বলিলেন—মোকাজন ওরফে ঠকচাচা ও বাহুল্য! তোমলোককো উপর জাল কোম্পানির কাগজ বানানেকা নালেশ হুয়া, তোমলোক এ কাম কিয়া হেয় কি নেহি? আসামিরা বলিল—জাল বি কাকে বলে আর কোম্পানির কাগজ বি কাকে বলে মোরা কিছুই জানি না, মোরা চাষবাস করি—মোদের এ কাম নয়—এ কাম সাহেব সুভদের। ইণ্টরপিটর ত্যক্ত হইয়া বলিল—তোমলোক বহুত লম্বা লম্বা বাত কহতা হেয়—তোমলোক এ কাম কিয়া কি নেহি? আসামিরা বলিল, মোদের বাপ দাদারাও কখন করে নাই। ইণ্টরপিটর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেজ চাপড়িয়া বলিল—হামার বাতকো জবাব দেও—এ কাম কিয়া কি নেহি? নেহি, নেহি, এ কাম হামলোক কদি কিয়া নেহি—এই উত্তর আসামিরা অবশেষে দিল। উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আসামি যদি আপন দোষ স্বীকার করে তবে তাহার বিচার আর হয় না—একেবারে সাজা হয়। অনন্তর, ইণ্টরপিটর বলিলেন—শুন—এই বারো ভালা আদমি বয়েট করকে তোম্‌লোককো বিচার করেগা—কিসিকা উপর আগর ওজর রহে তব আবি কহ—ওন্‌কো উঠায় করকে দোসরা আদমিকো ওন্‌কো জাগেমে বটলা জায়েগা। আসামিরা এ কথার ভাল মন্দ কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিল। এদিকে বিচার আরম্ভ হইয়া ফরিয়াদির ও সাক্ষীর জমানবন্দির দ্বারা সরকারের তরফ কৌন্‌সুলি স্পষ্টরূপে জাল প্রমাণ করিল, পরে আসামিদের কৌন্‌সুলি আপন তরফ সাক্ষী না তুলিয়া জেরার মার পেঁচি কথা ও আইনের বিতণ্ডা করত পেটি জুরিকে ভুলাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে পর, বসন্ত সাহেব মকদ্দমা প্রমাণের খোলসা ও জালের লক্ষণ জুরিকে বুঝাইয়া বলিলে—পেটি জুরি এই চার্জ পাইয়া পরামর্শ করিতে কামরার ভিতর গমন করিল—জুরিরা সকলে ঐক্য না হইলে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে না। এই অবকাশে বাঞ্ছারাম আসামিদের নিকট আসিয়া ভরসা দিতে লাগিলেন, দুই চারটা ভাল মন্দ কথা হইতেছে, ইতোমধ্যে জুরিদের আগমনের গোল পড়ে গেল। তাঁহারা আসিয়া আপন আপন স্থানে বসিলে ফোরম্যান দাঁড়াইয়া খাড়া হইলেন—আদালত একেবারে নিস্তব্ধ—সকলেই ঘাড় বাড়িয়া কাণ পেতে রহিল—কোর্টের ফৌজদারি মামলার প্রধান কর্ম্মকারী ক্লার্ক আর্কি ক্রৌন জিজ্ঞাসা করিল—জুরি মহাশয়েরা! ঠকচাচা ও বাহুল্য গিল্টি কি নাট গিল্টি? ফোরম্যান বলিলেন—গিল্টি। এই কথা শুনিবামাত্র

আসামিদের একেবারে ধড় থেকে প্রাণ উড়ে গেল। বাঞ্ছারাম আস্তে ব্যস্তে আসিয়া বলিলেন—আরে ও ফুস গিল্টি! একি ছেলের হাতে পিটে? নিউ ট্রায়েল অর্থাৎ পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করিব। ঠকচাচা দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন, মোশাই! মোদের নসিবে যা আছে তাই হবে, মোরা আর টাকা কড়ি সরবরাহ করিতে পারিব না। বাঞ্ছারাম কিঞ্চিৎ চটে উঠিয়া বলিলেন—শুদু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া কত করিব, এ সব কর্ম্মে কেবল কেঁদে কি মাটি ভিজান যায়?

এ দিকে রসল সাহেব বহি উল্টে পাল্টে দেখিয়া আসামিদের প্রতি দৃষ্টি করত এই হুকুম দিলেন—"ঠকচাচা ও বাহুল্য! তোমাদের দোষ বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল—যে সকল লোক এমন দোষ করে, তাহাদের গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত, এ কারণ তোমরা পুলিপালমে গিয়া যাবজ্জীবন থাক"। এই হুকুম হইবামাত্র আদালতের প্রহরীরা আসামিদের হাত ধরিয়া নীচে লইয়া গেল। বাঞ্ছারাম পিছ কাটিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন—কেহ কেহ তাঁহাকে বলিল—এ কি—আপনার মকদ্দামাটা যে ফেঁসে গেল?—তিনি উত্তর করিলেন—এতো জানাই ছিল—আর এমন সব গল্‌তি মামলায় আমি হাত দি না—আমি এমত সকল মকদ্দমা কথনই ক্যার করি না।

২৮। বেণী ও বেচারাম বাবুর নিকট বরদা বাবুর সততা ও কাতরতা প্রকাশ এবং ঠকচাচা ও বাহুল্যের কথোপকথন।

বৈদ্যবাটীর বাটী ক্রমে অন্ধকারময় হইল—রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন অভিভাবক নাই—পরিজনেরা দুরবস্থায় পড়িল—দিন চলা ভার হইল, গ্রামের লোকে বলিতে লাগিল, বালির বাঁধ কতক্ষণ থাকিতে পারে? ধর্ম্মের সংস্রব হইলে প্রস্তরের গাঁথনি হইত। এ দিকে মতিলাল নিরুদ্দেশ—দলবলও অন্তর্দ্ধান—ধূমধাম কিছুই শুনা যায় না—প্রেমনারায়ণ মজুমদারের বড় আহ্লাদ—বেণীবাবুর বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া তুড়ি দিয়া "বাবলার ফুললো কাণেলো দুলালি, মুড়ি মুড়কির নাম রেখেছো রূপলি সোণালি" এই গান গাইতেছেন। ঘরের ভিতরে বেণীবাবু তানপুরা মেও মেও করিয়া হাম্বির রাগ ভাঁজিয়া "চামেলি ফুলি চম্পা" এই খেয়াল স্বরৎ মুর্চ্ছনা ও গমক প্রকাশপূর্ব্বক গান করিতেছেন। ও দিকে বেচারাম বাবু "ভবে এসে প্রথমেতে পাইলাম আমি পাণ্ডুড়ি" এই নবচন্দ্রী পদ ধরিয়া রাস্তার যাবতীয় ছোঁড়াগুলাকে ঘাঁটাইয়া আসিতেছেন। ছোঁড়ারা হো হো করিয়া হাততালি দিতেছে। বেচারাম বাবু এক এক বার বিরক্ত হইয়া "দূর দূর" করিতেছেন। যৎকালে নাদের শা দিল্লী আক্রমণ করেন, তৎকালীন মহম্মদ শা সংগীত শ্রবণে মগ্ন ছিলেন—নাদের শা অস্ত্রধারী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে মহম্মদ শা কিছুমাত্র না বলিয়া সংগীতসুধা পানে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্ত হয়েন নাই—পরে একটী কথাও না কহিয়া স্বয়ং আপন সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। বেচারাম বাবুর আগমনে বেণীবাবু তদ্রূপ করিলেন না—তিনি অমনি তানপুরা রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ শিষ্ট মিষ্ট আলাপ হইলে পর বেচারাম বাবু বলিলেন—বেণী ভায়া! এত দিনের পর মুষলপর্ব্ব হইল—ঠকচাচা আপন কর্ম্মদোষে অধঃপাতে গেলেন—তোমার মতিলালও আপন বুদ্ধিদোষে রূপস্

হইলেন। ভায়া! তুমি আমাকে সর্ব্বদা বলিতে, ছেলের বাল্যকালাবধি মাজা বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান জন্য শিক্ষা না হইলে ঘোর বিপদ ঘটে, এ কথাটির উদাহরণ মতিলালেতেই পাওয়া গেল। দুঃখের কথা কি বলিব? এ সকল দোষ বাবুরামের—তাঁহার কেবল মোক্তারি বুদ্ধি ছিল—বুড়িতে চতুর—কিন্তু কাহণে কাণা, দূর—দূর!

বেণী। আর এ সকল কথা বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হবে? এ সিদ্ধান্ত অনেক দিন পূর্ব্বেই করা ছিল—যখন মতির শিক্ষা বিষয়ে এত অমনোযোগ ও অসৎসঙ্গ নিবারণের কোন উপায় হয় নাই, তখনই রাম না হতে রামায়ণ হইয়াছিল। যাহা হউক, বাঞ্ছারামেরই পোহোবার—বক্রেশ্বরের কেবল আকুঁ পাকুঁ সার! মাষ্টারি কর্ম্ম করিয়া বড়মানুষের ছেলেদের খোসামোদ করিতে এমন আর কাহাকেও দেখা গেল না—ছেলেপুলেদের শিক্ষা দেওয়া তথৈবচ, কেবল রাত দিন লব লব, অথচ বাহিরে দেখান আছে—আমি বড় কর্ম্ম করিতেছি—যা হউক, মতিলালের নিকট বাওয়াজির আশাবায়ু নিবৃত্তি হয় নাই—তিনি "জল দে জল দে" বলিয়া গগিয়া আকাশ ফাটাইয়াছেন, কিন্তু লাভের মেঘও কখন দেখিতে পান নাই—বর্ষণ কি প্রকারে দেখিবেন?

প্রেমনারায়ণ মজুমদার বলিল—মহাশয়দিগের আর কি কথা নাই? কবিকঙ্কণ গেল, বাল্মীক গেল—ব্যাস গেল—বিষয় কর্ম্মের কথা গেল—একা বাবুরামি হাঙ্গামে পড়ে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—মতে ছোঁড়া যেমন অসৎ তেমনি তার দুর্গতি হইয়াছে, সে চুলায় যাউক, তাহার জন্য কিছু খেদ নাই।

হরি তামাক সাজিয়া হুঁকাটি বেণীবাবুর হাতে দিয়া বলিল—সেই বাঙ্গাল বাবু আসিতেছেন! বেণী বাবু উঠিয়া দেখিলেন, বরদাপ্রসাদ বাবু ছড়ি হাতে করিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন—অমনি বেণীবাবু ও বেচারাম বাবু উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা হইলে পর বরদাবাবু বলিলেন—এ দিকে তো যা হবার তা হইয়া গেল—সম্প্রতি আমার একটী নিবেদন আছে—বৈদ্যবাটীতে আমি বহুকালাবধি আছি—এ কারণ সাধ্যানুসারে সেখানকার লোকদিগের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্ত্তব্য—আমার অধিক ধন নাই বটে, কিন্তু আমি যেমন মানুষ, বিবেচনা করিলে পরমেশ্বর আমাকে অনেক দিয়াছেন, আমি অধিক আশা করিলে কেবল তাঁহার সুবিচারের উপর দোষারোপ করা হয়—এ কর্ম্ম মানবগণের উচিত নহে। যদিও প্রতিবাসিদের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার আলস্য ও দুরদৃষ্ট বশতঃ ঐ কর্ম্ম আমা হইতে সম্যকরূপে নির্ব্বাহ হয় নাই। এক্ষণে—

বেচারাম। এ কেমন কথা? বৈদ্যবাটীর যাবতীয় দুঃখী প্রাণী লোককে তুমি নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছ—কি খাদ্য দ্রব্যে—কি বস্ত্রে—কি অর্থে—কি ঔষধে—কি পুস্তকে—কি পরামর্শে—কি পরিশ্রমে, কোন অংশে ত্রুটি কর নাই। ভায়া! তোমার গুণকীর্ত্তনে তাহাদিগের অশ্রুপাত হয়—আমি এ সব ভাল জানি—আমার নিকট ভাঁড়াও কেন?

বরদা। আজ্ঞে না ভাঁড়াই নাই—মহাশয়কে স্বরূপ বলিতেছি, আমা হইতে কাহারো যদি সাহায্য হইয়া থাকে, তাহা এত অল্প যে, স্মরণ করিলে মনের মধ্যে ধিৎকার জন্মে। সে যা'হউক, এখন আমার নিবেদন এই, মতিলালের ও ঠকচাচার পরিবারেরা অন্নাভাবে মারা যায়

—শুনিতে পাই, তাহাদের উপবাসে দিন যাই-তেছে ; একথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল, এজন্য আমার নিকট যে দুইশত টাকা ছিল, তাহা আনিয়াছি। আপনারা আমার নাম না প্রকাশ করিয়া কোন কৌশলে এই টাকা পাঠাইয়া দিলে, আমি বড় আপ্যায়িত হইব।

এই কথা শুনিয়া বেণী বাবু নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। বেচারাম বাবু ক্ষণেককাল পরে বরদা বাবুর দিকে দৃষ্টি করিয়া, ভক্তিভাবে নয়নবারিতে পরিপূর্ণ হওত, তাঁহার গলায় হাত দিয়া বলিলেন—ভাই হে! ধর্ম্ম যে কি পদার্থ, তুমিই তাহা চিনেছ—আমাদের বৃথা কাল গেল—বেদে ও পুরাণে লেখে, যাহার চিত্ত শুদ্ধ, সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়—তোমার চিত্তের কথা কি বলিব ? অদ্য পর্য্যন্ত কখন এক বিন্দু মালিন্য দেখিলাম না ! তোমার যেমন মন পরমেশ্বর তোমাকে তেমনি সুখে রাখুন ! তবে রামলালের সংবাদ কিছু পাইয়াছ ?

বরদা। কয়েক মাস হইল হরিদ্বার হইতে এক পত্র পাইয়াছি—তিনি ভাল আছেন—প্রত্যাগমনের কথা কিছুই লেখেন নাই।

বেচারাম। রামলাল ছেলেটি বড় ভাল—তাকে দেখলে চক্ষু জুড়ায়—অবশ্য তার ভাল হবে—তোমার সংসর্গের গুণে সে তরে গিয়াছে।

এখানে ঠকচাচা ও বাহুল্য জাহাজে চড়িয়া সাগর পার হইয়া চলিয়াছে। দুটিতে মাণিক যোড়ের মত, এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়, সর্ব্বদা পরস্পরের দুঃখের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে, মোদের নসিব বড় বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকানবি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হল না—মোর বড় ডর তেনা বি পেল্টে সাদি করে।

বাহুল্য বলিল—দোস্ত! ওসব বাৎ দেল থেকে তফাৎ কর—দুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব আল্লা-নম্মে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয়, তার তদ্বির দেখ। বাতাস হুহু বহিতেছে—জাহাজ একপেশে হইয়া চলিয়াছে—তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছেন—দোস্ত! মোর বড় ডর মালুম হচ্ছে—আন্দাজ হয় মৌত নজদিগ। বাহুল্য বলিল—মোদের মৌতের বাকি কি ? মোরা মেম্‌দো হয়ে আছি—চল মোরা নীচু গিয়া আল্লাম্বির দেবাচা পড়ি—মোর বেলকুল নোকজাবান আছে—যদি ডুবি তো পিরের নাম লিয়ে চেল্লাব।

২৯। বৈদ্যবাটীর বাটী দখল লওন—বাঞ্ছারামের কুব্যবহার—পরিবারাদগের দুঃখ ও বাটী হইতে বহিষ্কৃত হওন—বরদা বাবুর দয়া।

বাঞ্ছারাম বাবুর ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না—সর্ব্বক্ষণ কেবল দাঁও মারিবার ফিকির দেখেন, এবং কিরূপ পাকচক্র করিলে আপনার ইষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বদা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করেন। এইরূপ করাতে তাঁহার ধূর্ত্ত বুদ্ধি ক্রমে প্রখর হইয়া উঠিল। বাবুরামঘটিত ব্যাপার সকল উল্টে পাল্টে

দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সুন্দর উপায় বাহির হইল। তিনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে অনেকক্ষণ পরে আপনার উরুর উপর করাঘাত করিয়া আপনা আপনি বলিলেন—এই তো দিব্য রোজগারের পথ দেখিতেছি—বাবুরামের চিনেবাজারের জায়গা ও ভদ্রাসন বাটী বন্ধক আছে, তাহার মিয়াদ শেষ হইয়াছে—হেরম্ব বাবুকে বলিয়া আদালতে একটা নালিস উপস্থিত করাই, তাহা হইলেই কিছু দিনের জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারিবে। এই বলিয়া চাদর খানা কাঁদে দিলেন, এবং গঙ্গা দর্শন করিয়া আসি বলিয়া জুতা ফটাস্ ফটাস্ করিয়া, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন, এইরূপ স্থির ভাবে হেরম্ব বাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে প্রবেশ করিয়াই চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ত্তা কোথা রে! বাঞ্ছারামের স্বর শুনিয়া হেরম্ব বাবু অম্নি নামিয়া আসিলেন। হেরম্ব বাবু—সাদা সিদে লোক—সকল কথাতেই "হ্যাঁ" বলিয়া উত্তর দেন। বাঞ্ছারাম তাঁহার হাত ধরিয়া অতিশয় প্রণয়ভাবে বলিলেন, চৌধুরী মহাশয়! বাবুরামকে আপনি আমার কথায় টাকা কর্জ্জ দেন—তাহার সংসার ও বিষয় আশয় ছারখার হইয়া গেল—মান সম্ভ্রমও তাহার সঙ্গেই গিয়াছে—বড় ছেলেটা বানর—ছোটটা পাগল, দুটই নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এক্ষণে দেনা অনেক—অন্যান্য পাওনাওয়ালারা নালিস করিতে উদ্যত—পরে নানা উৎপাত বাধিতে পারে, অতএব আপনাকে আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে বলিতে পারি না—আপনি মারগেজি কাগজগুলা দিউন—কালিই আমাদের আফিসে নালিসটি দাগিয়ে দিতে হইবেক—আপনি কেবল এক খানা ওকালতনামা সহি করিয়া দিবেন। পাছে টাকা ডুবে, এই ভয় এ অবস্থায় সকলেই হইয়া থাকে। হেরম্ব বাবু খল কপট নহেন; সুতরাং বাঞ্ছারামের উক্ত কথা তাঁহার মনে একেবারে চৌচাপটে লেগে গেল, অম্নি "হ্যাঁ" বলিয়া কাগজপত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। হনুমান যেমন রাবণের মৃত্যুবাণ পাইয়া বেগে আসিয়াছিল, বাঞ্ছারামও ঐ সকল কাগজ পত্র ইষ্টকবচের ন্যায় বগলে করিয়া, সেইরূপ ত্বরায় সহর্ষে বাটী আসিলেন।

প্রায় সম্বৎসর হয়—বৈদ্যবাটীর বাড়ীর সদর দরওয়াজা বন্ধ—ছাত দেয়াল ও প্রাচীর শেওলায় মলিন হইল—চারিদিকে অসংখ্য বন—কাঁটানটে ও শেয়ালকাঁটায় ভরিয়া গেল। বাটীর ভিতরে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী, এই দুইটি অবলামাত্র বাস করেন, তাঁহারা আবশ্যকমতে খিড়্‌কি দিয়া বাহির হয়েন, অতি কষ্টে তাঁহাদের দিনপাত হয়—অঙ্গে মলিন বস্ত্র—মাসের মধ্যে পোনের দিন অনাহারে যায়—বেণী বাবুর দ্বারা যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা দেনা পরিশোধ ও কয়েক মাসের খরচেই ফুরাইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছেন ও নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছেন।

মতিলালের স্ত্রী বলিতেছেন—ঠাকুরুণ! আমরা আর জন্মে কতই পাপ করেছিলাম বলিতে পারি না—বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বামীর মুখ কখন দেখিলাম না—স্বামী একবারও ফিরে দেখেন না—বেঁচে আছি কি মরেছি, তাহাও একবার জিজ্ঞাসা করেন না। স্বামীর নিন্দা করি না—আমার কপাল পোড়া, তাঁহার দোষ কি? কেবল এই মাত্র বলি, এক্ষণে যে ক্লেশ পাইতেছি, স্বামী নিকটে থাকিলে, এ ক্লেশ ক্লেশ বোধ হইত না। মতিলালের বিমাতা বলিলেন—মা! আমাদের মত দুঃখিনী আর নাই—দুঃখের কথা বল্‌তে গেলে বুক

ফেটে যায়—দীন হীনদের দীননাথ বিনা আর গতি নাই।

লোকের যাবৎ অর্থ থাকে, তাবৎ চাকর দাসী নিকটে থাকে, ঐ দুই অবলার ঐরূপ অবস্থা হইলে, সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, মমতা বশতঃ একজন প্রাচীনা দাসী নিকটে থাকিত—সে আপনি ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া দিনপাত করিত। শাশুড়ী বৌয়ে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমত সময়ে ঐ দাসী থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপ্‌তে আসিয়া বলিল—ওগো মাঠাকুরুণরা! জানালা দিয়া দেখ—বাঞ্ছারাম বাবু সারজন ও পেয়াদা সঙ্গে করিয়া বাড়ী ঘিরে ফেলেছেন—আমাকে দেখে বল্লেন, মেয়েদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যেতে বল্। আমি বল্লুম, মোশাই! তাঁরা কোথায় যাবেন?—অমনি চোক লাল করে, আমার উপর হুম্‌কে বল্লেন—তারা জানে না এ বাড়ী বন্ধক আছে—পাওনাওয়ালা কি আপনার টাকা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে? ভাল চায় তো এইবেলা বেরুক, তা না হলে গলাটিপি দিয়া বার করে দিব? এই কথা শুনিবামাত্র শাশুড়ী বৌয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। এদিকে সদর দরওয়াজা ভাঙ্গিবার শব্দে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল। রাস্তায় লোকারণ্য, বাঞ্ছারাম আস্ফালন করিয়া "ভাং ডাল, ভাং ডাল" হুকুম দিতেছেন ও হাত নেড়ে বলতেছেন—"কার সাধ্য দখল লওয়া বন্ধ করিতে পারে—একি ছেলের হাতে পিটে? কোর্টের হুকুম, এখনি বাড়ী ভেঙ্গে দখল লব—ভালমানুষ টাকা কর্জ্জ দিয়ে কি চোর? এ কি অন্যায়! পরিবারেরা এখনি বেড়িয়ে যাউক।" অনেক লোক জমা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—অরে বাঞ্ছারাম! তোর বাড়া নরাধম আর নাই—তোর মন্ত্রণায় এ ঘরটা গেল—চিরকালটা জোয়াচুরি করে এই সংসার থেকে রাশ রাশ টাকা লয়েছিস্—এক্ষণে পরিবারগুলাকে আবার পথে বসাইতে বসেছিস্?—তোর মুখ দেখলে চন্দ্রায়ণ করিতে হয়—তোর নরকেও ঠাঁই হবে না। বাঞ্ছারাম এসব কথায় কাণ না দিয়া, দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া সারজন সহিত বাড়ীর ভিতর হুড়্‌মুড়্ করিয়া প্রবেশ করত অন্তঃপুরে গমন করেন; এমন সময়ে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী দুই জনে ঐ প্রাচীনা দাসীর হাত ধরিয়া, হে পরমেশ্বর! অবলা দুঃখিনী নারীদের রক্ষা কর, এই বলিতে বলিতে চক্ষের জল পুঁছিতে পুঁছিতে খিড়্‌কি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। মতিলালের স্ত্রী বলিলেন, মাগো! আমরা কুলের কামিনী—কিছুই জানি না—কোথায় যাইব? পিতা সবংশে গিয়াছেন—ভাই নাই—বোন নাই—কুটুম্বও নাই—আমাদের কে রক্ষা করিবে? হে পরমেশ্বর—হে পরমেশ্বর! এখন আমাদের ধর্ম্ম ও জীবন তোমার হাতে। অনাহারে মরি সেও ভাল, যেন ধর্ম্মনষ্ট হয় না। অনন্তর পাঁচ সাত পা গিয়া একটি বট বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একখান ডুলি সঙ্গে বরদাপ্রসাদ বাবু ঘাড় নত করিয়া ম্লানবদনে আসিয়া বলিলেন—ওগো! তোমরা কাতর হইও না, আমাকে সন্তান স্বরূপ দেখ—তোমাদের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, ত্বরায় এই ডুলিতে উঠিয়া আমার বাটীতে চল—তোমাদিগের নিমিত্তে আমি স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিয়াছি—সেখানে কিছু দিন অবস্থিতি কর, পরে উপায় করা যাইবে। বরদা বাবুর এই কথা শুনিয়া মতিলালের স্ত্রী ও বিমাতা যেন সমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইলেন। কৃতজ্ঞতায় মগ্ন হইয়া বলিলেন,—বাবা! আমাদিগের ইচ্ছা হয় তোমার পদতলে পড়িয়া থাকি—এ সময়

এ মত কথা কে বলে? বোধ হয় আর জন্মে আমাদিগের পিতা ছিলে। বরদা বাবু তাঁহাদিগকে ত্বরায় সোয়ারিতে উঠাইয়া আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অন্যের সহিত দেখা হইলে, তাহারা পাছে একথা জিজ্ঞাসা করে এজন্য গলি ঘুঁজি দিয়া আপনি শীঘ্র বাটী আইলেন।

৩০। মতিলালের বারাণসী গমন ও সৎসঙ্গলাভে চিত্ত শোধন; তাহার মাতা ও ভগিনীর দুঃখ, রামলাল ও বরদা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ—পরে তাহাদের মতিলালের সঙ্গে দেখা, পথে ভয় ও বৈদ্যবাটীতে প্রত্যাগমন।

সদুপদেশ ও সৎসঙ্গে সুমতি জন্মে, কাহার অল্প বয়সে হয়—কাহার অধিক বয়সে হইয়া থাকে। অল্প বয়সে সুমতি না হইলে বড় প্রমাদ ঘটে—যেমন বনে অগ্নি লাগিলে হু হু করিয়া দিগ্‌দাহ করে, অথবা প্রবল বায়ু উঠিলে একবারে বেগে গমন করত, বৃক্ষ অট্টালিকাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে, সেই রূপ শৈশবাবস্থায় দুর্মতি জন্মিলে, ক্রমশঃ রক্তের তেজে সতেজ হওয়াতে ভয়ানক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন সদাই দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি কিয়ৎকাল দুর্মতি ও অসৎ কর্ম্মে রত থাকিয়া, অধিক বয়সে হঠাৎ ধার্ম্মিক হইয়া উঠে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের মুল সদুপদেশ অথবা সৎসঙ্গ। পরন্তু কাহারও দৈবাৎ, কাহারো বা কোন ঘটনায়, কাহারো বা একটী কথাতেই কখন কখন হঠাৎ চেতনা হইয়া থাকে—এরূপ পরিবর্ত্তন অতি অসাধারণ।

মতিলাল যশোহর হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া, সঙ্গিদিগকে বলিলেন—আমার কপালে ধন নাই, আর ধন অন্বেষণ করা বৃথা, এক্ষণে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কিছু দিনের জন্য ভ্রমণ করিয়া আসি—তোমরা কেহ আমার সঙ্গে যাবে? সকলেই লক্ষ্মীর বরযাত্রী—অর্থ হাতে থাকিলে কাহাকে ডাকিতেও হয় না—অনেকে আপনা আপনি আসিয়া জুটে যায়, কিন্তু অর্থাভাব হইলে সঙ্গে পাওয়া ভার। মতিলালের নিকট যাহারা থাকিত, তাহারা আমোদ প্রমোদ ও অর্থের অনুরোধে আত্মীয়তা দেখাইত—বস্তুতঃ মতিলালের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র আন্তরিক স্নেহ ছিল না। তাহারা যখন দেখিল যে, তাহার কোন যোত্র নাই—চতুর্দ্দিকে দেনা, বাবুয়ানা করা দূরে থাকুক আহারাদি চলাও ভার, তখন মনে করিল, ইহার সঙ্গে প্রণয় রাখায় কি ফল? এক্ষণে ছটকে পড়া শ্রেয়ঃ। মতিলাল ঐ প্রকার প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন কেহই কোন উত্তর দেয় না। সকলেই ঢোক গিলিয়া এঁ ওঁ করিয়া নানা ওজর ও অন্যান্য বরাতের কথা ফেলে। তাহাদিগের ব্যবহারে মতিলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন—বিপদেই বন্ধু টের পাওয়া যায়, এত দিনের পর আমি তোমাদিগকে চিন্‌লাম—যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা আপন আপন বাটী যাও, আমি দেশভ্রমণে চলিলাম। সঙ্গিরা বলিল, বড়বাবু! রাগ করিও না!—আপনি বরং আগু যাউন, আমরা আপন আপন বরাৎ মিটাইয়া পশ্চাৎ জুটিব। মতিলাল তাহাদের কথায় আর কাণ না দিয়া পদব্রজে চলিলেন, এবং স্থানে স্থানে অতিথি হইয়া ও ভিক্ষা মাগিয়া

তিন মাসের পর বারাণসীতে উত্তরিলেন। এই প্রকার দুরবস্থায় পড়িয়া ক্রমাগত একাকী চিন্তা করাতে, তাহার মনের গতি বিভিন্ন হইতে লাগিল। বহু বারে নির্ম্মিত মন্দির, ঘাট ও অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া যাবার উপক্রম হইতেছে—বহু বহু শাখায় বিস্তীর্ণ তেজস্বী প্রাচীন বৃক্ষের জীর্ণাবস্থা দৃষ্ট হইল—নদ নদী, গিরি গুহার অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না—ফলতঃ কালেতে সকলেরই পরিবর্ত্তন ও ক্ষয় হইয়া থাকে—সকলই অনিত্য—সকলই অসার। মানবগণও রোগ, জরা, বিয়োগ, শোক ও নানা দুঃখে অভিভূত ও সংসারে মদ সংসর্গ ও আমোদ সকলই জলবিম্ববৎ। মতিলাল ঐ সকল ধ্যান করিয়া প্রতিদিন বারাণসীধামের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করত বৈকালে গঙ্গাতীরস্থ এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া দেহের অসারত্ব, আত্মার সারত্ব, এবং আপন চরিত্র ও কর্ম্মাদি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ চিন্তা করাতে তাঁহার ভ্রমঃ খর্ব্ব হইতে লাগিল, সুতরাং আপনার পুর্ব্ব কর্ম্মাদি ও উপস্থিত দুর্ম্মতি প্রভৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল। মনের এবম্প্রকার গতি হওয়াতে তাঁহার আপনার প্রতি ধিৎকার জন্মিল এবং ঐ ধিৎকারে অত্যন্ত সন্তাপ হইতে লাগিল। তখন আপনাকে সর্ব্বদা এই জিজ্ঞাসা করিতেন—আমার পরিত্রাণ কিরূপে হইতে পারে—আমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। এইরূপ ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন—আহারাদি ও পরিধেয় বস্ত্রাদির প্রতি দৃক্‌পাতও নাই—ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কিছুকাল এই প্রকারে ক্ষেপন হইলে, দৈবাৎ এক দিবস দেখিলেন, একজন প্রাচীন পুরুষ তরুতলে বসিয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক এক এক বার একখানি গ্রন্থ দেখিতেছেন ও এক এক বার চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ঐ ব্যক্তিকে দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় তিনি বহুদর্শী—জ্ঞানের সারাংশ গ্রহণ এবং মনঃসংযোগ বিলক্ষণ হইয়াছে। তাঁহার মুখ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয় হয়। মতিলাল তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ প্রাচীন পুরুষ মতিলালের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—বাবা! তোমার আকার প্রকারে বোধ হয় তুমি ভদ্র সন্তান—কিন্তু এমত সন্তাপিত হইয়াছ কেন? এই মিষ্ট কথায় উৎসাহ পাইয়া, মতিলাল অকপটে আনুপূর্ব্বিক আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন—মহাশয় আপনাকে অতি বিজ্ঞ দেখিতেছি—আমি আপনকার দাস হইলাম—আমাকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিউন। সেই প্রাচীন বলিলেন—দেখিতেছি তুমি ক্ষুধার্ত্ত—কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রাম কর, পরে সকল কথাবার্ত্তা হইবে। সে দিবস আতিথ্যে গেল—সেই প্রাচীন পুরুষ মতিলালের সরল চিত্ত দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। মানব স্বভাব এই যে, পরস্পরের প্রতি সন্তোষ না জন্মিলে মন খোলাখুলি হয় না, প্রথম আলাপেই যদি এমত তুষ্টি জন্মে তাহা হইলে পরস্পরের মনের কথা শীঘ্রই ক্রমশঃ ব্যক্ত হয়, আর এক জন সারল্য প্রকাশ করিলে, অন্য ব্যক্তি অতিশয় কপট না হইলে কখনই কপটতা প্রকাশ করিতে পারে না। ঐ প্রাচীন পুরুষ অতি ধার্ম্মিক, মতিলালের সরলতায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহার যে অভিপ্রায় ছিল তাহা ব্যক্ত করিলেন। তিনি বারংবার বলিলেন, বাবা! সকল ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই, কায়মনোচিত্তে ভক্তি, স্নেহ ও

প্রেম প্রকাশপূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপাসনা করা। এই কথাটী সর্ব্বদা ধ্যান কর, ও মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা অভ্যাস কর। এই উপদেশটী তোমার মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইলেই মনের গতি একেবারে ফিরিয়া যাইবে, তখন অন্যান্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান আপনা আপনি হইবে; কিন্তু পরমেশ্বরের প্রেমার্থ মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও কর্ম্মের দ্বারা সদা একরূপ থাকা অতি কঠিন—সংসারে রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপু সকল বিজাতীয় ব্যাঘাত করে, এজন্য একাগ্রতা ও দৃঢ়তার অত্যন্ত আবশ্যক। মতিলাল উক্ত উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক মনের সহিত প্রতিদিন পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনায় রত, এবং আত্মদোষানুসন্ধানে ও শোধনে সযত্ন হইলেন। কিছু কাল এইরূপ করাতে, তাঁহার মনোমধ্যে জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হইল। সাধু সঙ্গের কি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য! যিনি মতিলালের উপদেশক, তিনি ধার্ম্মিক চূড়ামণি; তাঁহার সহবাসে মতিলালের যে এমন গতি হইবে, ইহা কোন বিচিত্র!

পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি মতিলালের মনে ভ্রাতৃবৎ ভাব জন্মিল, তখন পিতা মাতা ও পরিবারের প্রতি স্নেহ, পরদুঃখ মোচন ও পরহিতার্থ বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। সত্য ও সরলতার বিপরীত দর্শন অথবা শ্রবণ হইলেই বিজাতীয় অসুখ হইত। মতিলাল আপন মনের ভাব ও পূর্ব্ব কথা সর্ব্বদাই ঐ প্রাচীন পুরুষের নিকট বলিতেন ও মধ্যে মধ্যে খেদ করিয়া কহিতেন—গুরো! আমি অতি দুরাত্মা, পিতা মাতা ভাই ভগিনী ও অন্যান্য লোকের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে নরকেও যে আমার স্থান হয় এমন বোধ হয় না! ঐ প্রাচীন পুরুষ সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন—বাবা! তুমি প্রাণপণে সদভ্যাসে রত থাক—মনুষ্যমাত্রেই মনজ, বাক্যজ ও কর্ম্মজ পাপ করিয়া থাকে, পরিত্রাণের ভরসা কেবল সেই দয়াময়ের দয়া—যে ব্যক্তি আপন পাপ জন্য অন্তঃকরণের সহিত সন্তাপিত হইয়া আত্মশোধনার্থ প্রকৃতরূপে যত্নশীল হয়, তাহার কদাপি মার নাই। মতিলাল এ সকল শুনেন ও অধোবদন হইয়া ভাবেন এবং সময়ে সময়ে বলেন, আমার মা, বিমাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, স্ত্রী—ইঁহারা কোথায় গেলেন? ইঁহাদিগের জন্য মন উচাটন হইতেছে।

শরতের আবির্ভাব—বৃন্দাবনের কিবা শোভা! চারি দিকে তাল, তমাল, শাল, পিয়াল, বকুল আদি নানাজাতি বৃক্ষ—তদুপরি সহস্র সহস্র পক্ষী নানা রবে গান করিতেছে—বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে—যমুনার তরঙ্গ যেন রঙ্গচ্ছলে পুলিনের একাঙ্গ হইতেছে—ব্রজবালক ও ব্রজবালিকারা কুঞ্জে কুঞ্জে পথে পথে বীণা বাজাইয়া ভজন গাইতেছে। নিশাবসানে দেবালয় সকলে মঙ্গলারতির সময় সহস্র সহস্র শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। কেশী ঘাটে কচ্ছপ সকল কিল্‌কিল্ করিতেছে—বৃক্ষাদির উপরে লক্ষ লক্ষ বানর উল্লম্ফন প্রলম্ফন করিতেছে—কখন লাঙ্গুল জড়ায়—কখন প্রসারণ করে—কখন বিকট বদন প্রদর্শনপূর্ব্বক ঝুপ করিয়া পড়িয়া লোকের খাদ্য সামগ্রী কাড়িয়া লয়।

নানা বনে শত শত তীর্থযাত্রী পরিভ্রমণ করিতেছে—নানা স্থান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথা কহিতেছে। এ দিকে প্রখর রবি—মৃত্তিকা উত্তপ্ত—পদব্রজে যাওয়া অতি কঠিন, একারণ অনেক যাত্রী স্থানে স্থানে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

মতিলালের মাতা কন্যার হাত ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, অত্যন্ত শ্রান্তিযুক্ত হওয়াতে একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কন্যার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। কন্যা আপন অঞ্চল দিয়া আক্রান্ত মাতার ঘর্ম্ম মুছাইয়া বাতাস করিতে লাগিল। মাতা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইয়া বলিলেন, প্রমদা! বাছা তুই একটু বিশ্রাম কর—আমি উঠে বসি। কন্যা উত্তর করিল—মা। তোমার শ্রান্তি দূর হওয়াতেই আমার শ্রান্তি গিয়াছে—তুমি শুয়ে থাক, আমি তোমার দুটী পায়ে হাত বুলাই। কন্যার এইরূপ সস্নেহ বাক্য শুনিয়া মাতা সজল নয়নে বলিলেন—বাছা! তোর মুখ দেখেই বেঁচে আছি—জন্মান্তরে কত পাপ করেছিলাম, তা না হলে এত দুঃখ কেন হবে? আপনি অনাহারে মরি তাতে খেদ নাই, তোকে এক মুঠা খাওয়াই এমন সঙ্গতি নাই—এই আমার বড় দুঃখ! এ দুঃখ রাখবার কি ঠাঁই আছে? আমার দুটী পুত্র কোথায়? বৌটী বা কেমন আছে? কেনই বা রাগ করে এলাম? মতি আমাকে মেরেছিল;—মেরেইছিল, ছেলেতে আবদার করে কি না বলে—কি না করে? এখন তার আর রামের জন্যে আমার প্রাণ সর্ব্বদাই ধড়ফড় করে। কন্যা মাতার চক্ষের জল মুছাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে মাতার একটু তন্দ্রা হইল। কন্যা মাতাকে নিদ্রিত দেখিয়া সুস্থির হইয়া বসিয়া একটু একটু বাতাস দিতে আরম্ভ করিল। দুহিতার শরীরে মশা ও ডাশ বসিয়া কামড়াইতে লাগিল, কিন্তু পাছে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এজন্য তিনি স্থির হইয়া থাকিলেন। স্ত্রীলোকদের স্নেহ ও সহিষ্ণুতা আশ্চর্য্য! বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক এ বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। মাতা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন, যেন একটী পীতবসন নবকিশোর তাহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন—"মা! তুই আর কাঁদিস না—তুই বড় পুণ্যবতী—অনেক দুঃখী কাঙ্গালীর দুঃখ নিবারণ করিয়াছিস—তুই কাহার ভাল বৈ মন্দ করিস নাই—তোর শীঘ্র ভাল হবে—তুই দুই পুত্র পাইয়া সুখী হইবি।" দুঃখিনী মাতা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন কেবল কন্যা নিকটে আছে আর কেহই নাই। পরে কন্যাকে কিছু না বলিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বহু ক্লেশে আপনাদের কুঞ্জে প্রত্যাগমন করিলেন।

মায়ে ঝিয়ে সর্ব্বদা কথোপকথন হয়—মা বলেন বাছা! মন বড় চঞ্চল হইতেছে, বাড়ী যাব সর্ব্বদা এই ভাবিতেছি। কন্যা কিছুই উপায় না দেখিয়া বলিল—মা! আমাদিগের সম্বলের মধ্যে দুই একখানি কাপড় ও জল খাবার ঘটিটী আছে—ইহা বিক্রয় করিলে কি হতে পারবে? কিছু দিন স্থির হও আমি রাঁধুনি অথবা দাসীর কর্ম্ম করিয়া কিছু সঞ্চয় করি, তাহা হইলেই আমাদের পথ খরচের সংস্থান হইবে। মা এ কথা শুনিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ থাকিলেন, চক্ষের জল আর রাখিতে পারিলেন না। মাতাকে কাতর দেখিয়া কন্যাও কাতর হইল। নিকটে একজন ব্রজবাসিনী থাকিতেন, তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগের তত্ত্ব লইতেন, দৈবাৎ ঐ সময়ে আসিয়া তাহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনা করনানন্তর সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই ব্রজবাসিনী বলিলেন—মায়ী। কি বলব আমার হাতে কড়ি নাই—আমার ইচ্ছা হয় সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাদের দুঃখ মোচন করি, এখন একটী উপায় বলে দি, তোমরা তাই কর। শুনিতে পাই এক বাঙ্গালী

বাবু চাকরি ও তেজারতের দ্বারা কিছু বিষয় করিয়া মথুরায় আসিয়া বাস করিতেছেন—তিনি বড় দয়ালু ও দাতা, তোমরা তাঁর কাছে গিয়া পথ খরচ চাহিলে অবশ্যই পাইবে। দুঃখিনী মাতা ও কন্যা অন্য উপায় না দেখিয়া, প্রস্তাবিত উপায়ই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা ব্রজবাসিনীর নিকট বিদায় হইয়া দুই দিনের মধ্যে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সরোবরের নিকটে যাইয়া দেখেন কতকগুলির আতুর, অন্ধ, ভগ্নাঙ্গ, দুঃখী দরিদ্র লোক একত্র বসিয়া রোদন করিতেছে। মাতা তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রাচীন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা! তোমরা কেন কাঁদিতেছ? ঐ স্ত্রীলোক বলিল—মা! এখানে এক বাবু আছেন, তাঁহার গুণের কথা কি বলিব? তিনি গরীব দুঃখীর বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া, তাহাদের খাওয়া পরা দিয়া সর্ব্বদা তত্ত্ব লয়েন, আর কাহার ব্যারাম হইলে, আপনি তার শেওরে বসিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া ঔষধ পথ্য দেন। তিনি আমাদের সকলের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। সেই বাবুর গুণ মনে করতে গেলে চক্ষে জল আইসে—যে মেয়ে এমন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন তিনিই ধন্য—তাঁহার অবশ্যই স্বর্গ ভোগ হইবে—এমন লোক যেখানে বাস করেন, সে স্থান পুণ্যস্থান। আমাদিগের পোড়াকপাল যে, ঐ বাবু এখন এ দেশ হইতে চলিলেন—এর পর আমাদের দশা কি হবে তাই ভাবিয়া কাঁদছি। মাতা ও কন্যা এইকথা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—বোধ হয় আমাদিগের আশা নিস্ফল হইল—কপালে দুঃখ আছে, ললাটের লিপি কে ঘুচাইবে? উক্ত প্রাচীনা তাঁহাদিগের বিষণ্ন ভাব দেখিয়া বলিল আমার অনুমান হয় তোমরা ভদ্র ঘরের মেয়ে, ক্লেশে পড়িয়াছ। যদি কিছু টাকা কড়ি চাহ, তবে এইবেলা আমার সঙ্গে ঐ বাবুর নিকট যাবে চল, তিনি গরিব দুঃখী ছাড়া অনেক ভদ্রলোকেরও সাহায্য করেন। মাতা ও কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং সেই বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আপনারা বাটীর বাহিরে থাকিলেন, বুড়ী ভিতরে গেল।

দিবা অবসান—সূর্য্য অস্ত হইতেছে—দিনকরের কিরণে বৃক্ষাদির ও সরোবরের বর্ণ সুবর্ণ হইতেছে। যেখানে মাতা ও কন্যা দাঁড়াইয়া ছিলেন সেখানে এক খানি ছোট উদ্যান ছিল। স্থানে স্থানে মেরাপে নানা প্রকার লতা চারিদিকে কেয়ারি ও মধ্যে মধ্যে এক এক চবুতারা। ঐ বাগানের ভিতরে দুইজন ভদ্র লোক হাত ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় বেড়াইতেছিলেন। দৈবাৎ ঐ দুটী স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিলেন। মাতা ও কন্যা তাঁহাদিগকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া কাপড় টানিয়া দিয়া একটু অন্তরে দাঁড়াইলেন। ঐ দুই জন ভদ্রলোকের মধ্যে যাহার কম বয়েস, তিনি কোমল বাক্যে বলিলেন, আপনারা আমাদিগকে সন্তানস্বরূপ বোধ করিবেন লজ্জা করিবেন না, আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন আমাদিগের নিকট বিশেষ করিয়া বলুন, যদি আমাদিগের দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে, আমারা তাহাতে কোন প্রকারে ত্রুটী করিব না। এই কথা শুনিয়া মাতা কন্যার হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া আপন অবস্থা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ঐ দুইজন ভদ্রলোক পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে যাহার কম বয়েস তিনি একেবারে

মায়াতে মুগ্ধ হইয়া মা মা বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, অন্য আর একজন অধিক বয়স্ক ব্যক্তি দুঃখিনী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন—মা গো! দেখ কি? যে ভূমিতে পড়িয়াছে সে তোমার অঞ্চলের ধন—সে তোমার রাম—আমার নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস। মাতা এই কথা শুনিবামাত্রে মুখের কাপড় খুলিয়া বলিলেন—বাবা! তুমি কি বলিলে? এ অভাগিনীর কি এমন কপাল হবে? রামলাল চৈতন্য পাইয়া মায়ের চরণে মস্তক দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, জননী পুত্রের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে তাহার মুখাবলোকন করিয়া আপন তাপিত মনে সান্ত্বনাবারি সেচন করিতে লাগিলেন, ও ভগিনী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার চক্ষের জল ও গায়ের ধুলা মুছাইয়া দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এ দিকে ঐ বুড়ী বাটীর মধ্যে বাবুকে না পাইয়া, তাড়াতাড়ি বাগানে আসিয়া দেখে যে, বাবু তাহার সমভিব্যহারিণী প্রাচীনা স্ত্রীলোকের কোলে মস্তক দিয়া ভূমে শয়ন করিয়া আছেন—ও মা একি গো!—ওগো বাবুর কি ব্যারাম হইয়েছে? আমি কি কবিরাজ ডেকে আন্‌ব? বুড়ী এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বরদাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—স্থির হও, বাবুর পীড়া হয় নাই, এই যে দুটি স্ত্রীলোক—এঁরা বাবুর মা ও ভগিনী। বুড়ী উত্তর করিল—বাবু দুঃখী বলে কি ঠাট্টা করতে হয়? বাবু হলেন লক্ষ্মীপতি, আর এরা হল পথের কাঙ্গালিনী—আমার সঙ্গে এসে কেউ হলেন মা, কেও হলেন বোন—বোধ হয় এরা কামীখ্যার মেয়ে—ভেল্কিতে ভুলিয়েছে—বাবা! এমন মেয়ে মানুষ কখন দেখিনা—এদের যাদুকে গড় করি মা! বুড়ী এইরূপ বকতে বক্‌তে ত্যক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

এখানে সকলে সুস্থির হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তথায় পুত্রবধূকে ও সপত্নীকে দেখিয়া মাতায় পরম সন্তোষ হইল, পরে আপনার আর আর পরিবারের কথা অবগত হইয়া বলিলেন, বাবা রাম! চল বাটী যাই—আমার মতি কোথায়—তার জন্য মন বড় অস্থির হইতেছে। রামলাল পূর্ব্বেই বাটী যাওনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন—নৌকাদি ঘাটে প্রস্তুত ছিল। মাতার আজ্ঞানুসারে উত্তম দিন দেখাইয়া সকলকে লইয়া যাত্রা করিলেন—যাত্রাকালীন মথুরায় যাবতীয় লোক ভেঙ্গে পড়িল—সহস্র সহস্র চক্ষু বারিতে পরিপূর্ণ হইল—সহস্র সহস্র বদন হইতে রামলালের গুণ কীর্ত্তন হইতে লাগিল—সহস্র কর তাহার আশীর্ব্বাদার্থ উত্থিত হইল। যে বুড়ী বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল, সে জোড়হাত করিয়া রামলালের মাতার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, নৌকা যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথ অতিক্রম না করিল, সে পর্য্যন্ত সকলে যমুনার তীরে যেন প্রাণশূন্য দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

এ দিকে একটানা—দক্ষিণে বায়ুর সঞ্চার নাই—নৌকা স্রোতের জোরে বেগে চলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বারাণসীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। বারাণসীর মধ্যে প্রাতঃকালীন কিবা শোভা! কত কত দোবেদী চৌবেদী, রামাৎ নেমাৎ, শৈব শাক্ত, গাণপত্য, পরমহংস ও ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন—কত কত সামবেদী কঠ কৌথুমাদির মন্ত্র ও অগ্নি বায়ুর সূক্ত উচ্চারণ করিতেছেন—কত কত সুরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, বঙ্গ ও মগধস্থ নানাবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধারিণী নারীর স্নাত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে—কত কত দেবালয় ধূপ, ধুনা, পুষ্প, চন্দনের সৌগন্ধে আমোদিত হইতেছে—কত কত ভক্ত “হর হর বিশ্বেশ্বর” শব্দ করত গাল ও কক্ষ বাদ্য করিয়া

উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে—কত কত রক্তবসনা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী অট্ট অট্ট হাস্ত করত ভৈরবা লয়ে ভৈরব-ভাবিনী ভাবে ভ্রমণ করিতেছে—কত কত সন্ন্যাসী, উদাসীন ও উর্দ্ধবাহু জটা-জুট সংযুক্ত ও ভস্ম বিভূতি আবৃত হইয়া, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহে সযত্ন আছেন—কত কত যোগী নিজ নিজ বিরল স্থানে সমাধি জন্য রেচক পুরক ও কুম্ভক করিতেছেন—কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ রবাব ও তানপুরা লইয়া ধ্রুপদ, ধরু, খেয়াল, প্রবন্ধ, ছন্দ, সোরবন্ধ, তেরাণা, সারগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে। রামলাল ও অন্যান্য সকলে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানাদি করিয়া কাশীতে চারি দিবস অবস্থিতি করিলেন। রামলাল মায়ের ও ভগিনীর নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন, বৈকালে বরদা বাবুকে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। এক দিন পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন সম্মুখে একটি মনোরম আশ্রম; সেখানে এক প্রাচীন ব্যক্তি বসিয়া ভাগীরথীর শোভা দেখিতেছেন—নদী বেগবতী—বারি তর্ তর্ শব্দে চলিয়াছে—আপনার নির্ম্মলত্ব হেতুক বৈকালিক বিচিত্র আকাশকে যেন ক্রোড়ে লইয়া যাইতেছে। রামলাল ঐ ব্যক্তির নিকট যাইবামাত্রে তিনি পূর্ব্বপরিচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন শুকোপনিষৎ পাঠে তোমার কি বোধ হইল? রামলাল তাহার মুখাবলোকন করনান্তর প্রণাম করিলেন। সেই প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—বাবা আমার ভ্রম হইয়াছে—আমার একজন শিষ্য আছে, তাহার মুখ ঠিক তোমার মত, আমি তাহাকেই বোধ করিয়া তোমাকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। পরে রামলাল ও বরদা বাবু তাঁহার নিকট বসিয়া নানা প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে চিন্তা-যুক্ত একব্যক্তি অধোবদনে নিকটে আসিয়া বসিলেন! বরদা বাবু তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত বলিলেন রাম! দেখ কি?—নিকটে যে তোমার দাদা! রামলাল এইকথা শুনিবামাত্রে রোমাঞ্চিত হইয়া মতিলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, মতিলাল রামলালকে অবলোকন-পূর্ব্বক চমকিয়া উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া—"ভাই হে! আমাকে কি ক্ষমা করিবে"—মতিলাল এই কথা বলিয়া, অনুজের গলায় হাত জড়াইয়া স্কন্ধদেশ নয়ন বারিতে অভিষিক্ত করিলেন। দুই জনেই কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিলেন—মুখ হইতে কথা নিঃসরণ হয় না—ভাই যে কি পদার্থ তাহা উভয়েরই ঐ সময়ে বিলক্ষণ বোধ হইল। পরে বরদা বাবুর চরণ-ধূলা লইয়া মতিলাল জোড় হাতে বলিলেন—মহাশয়! আপনি যে কি বস্তু তাহা আমি এত দিনের পর জানিলাম—এই নরাধমকে ক্ষমা করুন। বরদা বাবু দুই ভ্রাতার হাত ধরিয়া, উক্ত প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হইতে বিদায় লইয়া পথিমধ্যে তাহাদিগের পরস্পরের যাবতীয় পূর্ব্ব কথা শুনিতে শুনিতে ও বলিতে বলিতে চলিলেন, এবং আলাপ দ্বারা মতিলালের চিত্তের বিভিন্নতা দেখিয়া অসীম আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। পরিবারেরা যে স্থানে ছিলেন, তথায় আসিলে, মতিলাল কিঞ্চিৎ দূর থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"কই মা কোথায়?—মা! তোমার সেই কুসন্তান আবার এল—সে আজো বেঁচে আছে—মরে নাই—আমি যে ব্যবহার করিয়াছি, তার পর যে তোমার নিকট মুখ দেখাই এমন ইচ্ছা করে না—এক্ষণে আমার বাসনা এই যে, একবার তোমার চরণ দর্শন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি।"

মাতা এই কথা শুনিবামাত্রে প্রফুল্ল চিত্তে অশ্রুযুক্ত নয়নে নিকটে আসিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখাবলোকনে অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইলেন। মতিলাল মাতাকে দেখিবামাত্রেই তাঁহার চরণে মস্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। ক্ষণেক কাল পরে মাতা হাত ধরিয়া উঠাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন, ও বলিলেন মতি! তোমার বিমাতা ভগিনী ও স্ত্রী আছেন, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ কর। মতিলাল ভগিনী ও বিমাতাকে প্রণাম করিয়া আপন পত্নীকে দেখিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে রোদন করিয়া বলিলেন—মা! আমি যেমন কুপুত্র, কুভ্রাতা, তেমনি কুস্বামী—এমন সৎস্ত্রীর যোগ্য আমি কোন প্রকারেই নহি। স্ত্রীপুরুষ বিবাহকালীন পরমেশ্বরের নিকট এক প্রকার শপথ ক'র যে, তাহারা যাবজ্জীবন পরস্পর প্রেম করিবে, মহাক্লেশে পড়িলেও ছাড়াছাড়ি হইবে না—স্ত্রীর অন্য পুরুষের প্রতি মনন কখন হইবে না—এবং পুরুষেরও অন্য স্ত্রীর প্রতি মন কদাপি যাইবে না—ঐরূপ মননে ঘোর পাপ। এই বিপরীত কর্ম্ম আমা হইতে অনেক হইয়াছে, তবে স্ত্রী কর্ত্তৃক আমি পরিত্যক্ত কেন না হই? আর আমার এমন যে ভাই ও ভগিনী তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়াছি—তুমি যে মা—যার বাড়া পৃথিবীতে অমূল্য বস্তু আর নাই—তোমাকে অসীম ক্লেশ দিয়াছি—পুত্র হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছি। মা! এ সকল পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এক্ষণে আমার শীঘ্র মৃত্যু হইলে মনে যে দাবানল জ্বলিতেছে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু বোধ করি মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াছে, কারণ তাহার দূতস্বরূপ রোগের কিছু চিহ্ন দেখি না—যাহা হউক তোমরা সকলে বাটী যাও—আমি এই স্থানে গুরুর নিকট থাকিয়া কঠোর অভ্যাসে প্রাণত্যাগ করিব।

অনন্তর বরদা বাবু, রামলাল ও তাহার মাতা মতিলালের গুরুকে আনাইয়া বিস্তর বুঝাইয়া, মতিলালকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। মুঙ্গেরের নিকট রজনীযোগে নৌকা চাপা হইলে চোয়াড়ের মত আকৃতি এক জন লোক ঘনিয়া ঘনিয়া কাছে আসিয়া "আগুন আছে—আগুন আছে" বলিয়া উঁচু হইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার রকম সকম দেখিয়া বরদা বাবু বলিলেন—সকলে সতর্ক হও, তদনন্তর নৌকার ছাতের উপর উঠিয়া দেখিলেন, একটা ঝোপের ভিতরে প্রায় বিশ ত্রিশ জন অস্ত্রধারী লোক ঘাপ্টি মারিয়া ব'সয়া আছে—ঐ ব্যক্তি সঙ্কেত করিলে চড়াও হইবে। অমনি রামলাল ও বরদা বাবু বাহির হইয়া বন্দুক লইয়া আওয়াজ করিতে লাগিলেন, বন্দুকের আওয়াজে ডাকাইতেরা বনের ভিতর প্রবেশ করিল। বরদা ও রামলালের মানস যে তলওয়ার হাতে লইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দুই এক জনকে ধরিয়া আনিয়া নিকটস্থ দারগার জিম্মা করিয়া দেন, কিন্তু পরিবারেরা সকলে নিষেধ করিল। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া বলিল, আমার বাল্যাবস্থা অবধি সর্ব্ব প্রকারেই কুশিক্ষা হইয়াছে—আমার বাবুআনাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। রামলাল কসরৎ করিত, তাহাতে আমি পরিহাস করিতাম—কিন্তু আজ জানিলাম যে, বালককালাবধি মর্দানা কসরৎ না করিলে সাহস হয় না। সম্প্রতি আমার অতিশয় ভয় হইয়াছিল, যদ্যপি রামলাল ও বরদা বাবু না থাকিতেন, তবে আমরা সকলেই কাটা যাইতাম।

অল্প কালের মধ্যে সকলে বৈদ্যবাটীতে পৌঁছিয়া বরদা বাবুর বাটীতে উঠিলেন। বরদা বাবু ও রামলালের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া গ্রামস্থ যাবতীয় লোক চতুর্দ্দিক্ থেকে দেখা করিতে আসিল—সকলেরই মনে আনন্দের উদয় হইল—সকলেরই বদন আহ্লাদে দেদীপ্যমান হইল—সকলেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদের পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল।

হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী বাবু পর দিবস আসিয়া বলিলেন রাম বাবু! আমি বুঝিতে পারি নাই —বাঞ্ছারামের পরামর্শে তোমাদিগের ভদ্রাসন দখল করিয়া লইয়াছি—আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে, তোমাদিগের পরিবারকে বাহির করিয়া বাটী দখল লইয়াছি। তোমার অসাধারণ গুণ—এক্ষণে আমি বাটী অমনি ফিরিয়া দিতেছি, আপনারা স্বচ্ছন্দে সেখানে গিয়া বাস করুন। রামলাল বলিলেন আপনার নিকট আমি বড় উপকৃত হইলাম, যদ্যপি আপনার বাটী ফিরিয়া দিবার মানস হয়, তবে আপনার যাহা যথার্থ পাওনা আছে গ্রহণ করিলে আমরা বাধিত হইব। হেরম্ব বাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রামলাল তৎক্ষণাৎ নিজে হইতে টাকা দিয়া দুই ভায়ের নামে কওলা লিখিয়া লইয়া পরিবারের সহিত পৈতৃক ভদ্রাসনে গেলেন এবং ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করত কৃতজ্ঞ চিত্তে মনে মনে করিলেন —"জগদীশ্বর! তোমা হইতে কি না হইতে পারে"!

অনন্তর রামলালের বিবাহ হইল ও দুই ভাইয়ে অতিশয় সম্প্রীতে মায়ের ও অন্যান্য পরিবারের সুখবর্দ্ধক হইয়া, পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। বরদা বাবু বরদাপ্রসাদাৎ বদরগঞ্জে বিষয় কর্ম্মার্থ গমন করিলেন—বেচারাম বাবু বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া প্রকৃত বেচারাম হইয়া বারাণসীতে বাস করিলেন—বেণী বাবু কিছু দিন বিনা শিক্ষায় সৌখিন হইয়া, আইন ব্যবসাশে মনোযোগে করিলেন—বাঞ্ছারাম বহুৎ ফন্দি ও ফেরেকা করিয়া বজ্রাঘাতে মরিয়া গেলেন—বক্রেশ্বর খোসামোদ ও বরামদ করিয়া ফ্যা ফ্যা করত বেড়াইতে লাগিলেন—ঠকচাচা ও বাহুল্য পুলিপালমে গিয়া জাল করাতে সেখানে তাহাদিগের বাজিজ্ঞির মাটি কাটিতে হয় এবং কিছু দিন পরে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া তাহাদের মৃত্যু হইল —ঠকচাচী কোন উপায় না দেখিয়া চুড়ীওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারি গান "চুড়িয়ালের চুড়িয়া" গাইতে গাইতে গলি গলি ফিরিতে লাগিলেন—হলধর, গদাধর ও আর আর ব্রজবালক মতিলালের স্বভাব ভিন্ন দেখিয়া অন্যান্য কাপ্তেন বাবুর অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইল—জান সাহেব ইনসালবেণ্ট লইয়া দালালি কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন—প্রেমনারায়ণ মজুমদার ভেক লইয়া "মহাদেবের মনের কথা রে অরে ভক্ত বই আর কে জানে" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া নবদ্বীপে ভ্রমন করিতে আরম্ভ করিলেন—প্রমদার স্বামী অনেক স্থানে পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে শূন্যপাণি হওয়াতে বৈদ্যবাটীতে আসিয়া শ্যালকদিগের স্কন্ধে ভোগ করত কেবল কলাইকন্দ, ঘেয়াক্ক, তাজফেনি, বেদানা, সেও ও জলগোজা খাইয়া টপ্পা মারিতে আরম্ভ করিলেন—তাহার পরে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে বাকি রহিল—"আমার কথাটি ফুরাল, নটে গাছটি মুড়াল"——

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

PREFACE.

Encouraged by the favourable reception of the novel eutitled "আলালের ঘরের দুলাল" I now beg to present the Reading community with another little work. It contains several papers which origiaally appeared in a monthly magazine and which have been now slightly revised. I crave the indulgeuce of the Reader for the imperfections which this publication contains. It was my wlsh to have illustrated this work, but finding it impracticable, I have reduced its price

TEK CHAND THAKOOR.

ভূমিকা।

"আলালের ঘরের দুলাল" পরিগৃহীত হওয়াতে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাইয়া আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। এই পুস্তকের কয়েকটী রচনা পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা কিঞ্চিৎ সংশোধনপূর্ব্বক ছাপান গেল। গ্রন্থের যে দোষ আছে, তাহা পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। বাসনা ছিল যে, দুই তিনটী গল্প ছবিরের সহিত প্রকাশ হইবে, কিন্তু তাহা সুবিধা পূর্ব্বক না হওয়াতে মূল্য অল্প করা গেল।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর।

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়

১। মদ খাওয়া বড় বাড়িতেছে—মাতাল নানারূপী

কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায় সেই খানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্র লোক এক গ্রামে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়? গাঁজখোরের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামে শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদিগের টেপিপিসি যাহার বয়স ৯৯ বৎসর কেবল তাঁহারাই খারিজ আছেন। কলিকাতা এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ।

মদ্য পানে কি শরীর ভাল থাকে? কোন কোন মদ্য পরিমিতরূপে পান করিলে ধাতুবিশেষে উপকার হয় বটে, ডাক্তারেও ঐরূপ বিধি দেন, কিন্তু নিরন্তর পেয়ালাবাজিতে শরীর একেবারে নষ্ট হয়। কত কত লোক মদ্য পান করিয়া অধঃপাতে গিয়াছে। যাঁহারা বিয়ার, কি শেরি, কি পোর্ট, কি ক্লারেট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নামও সহ্য করেন না, জল না মিশাইয়া কেবল ব্রাণ্ডি বোতল বোতল পান করেন—তাঁহারা প্লীহা, পক্ষাঘাত ও অন্যান্য রোগে যে শীঘ্র আক্রান্ত হয়েন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মদ্যপানে যে কেবল শরীর নষ্ট হয় এমত নহে; শরীরের সঙ্গে বুদ্ধি ও ধনও যায়। জ্ঞানশূন্য হইয়া ভোঁ অথবা টুপভুজঙ্গরূপে থাকিলে কি ফল? জ্ঞানকে একেবারে ডুবাইয়া আমোদ করিলে সে আমোদে আমোদ হইতে পারে না, মনকে নির্ম্মল রাখিলে ও সৎকর্ম্ম করিলেই প্রকৃত আমোদ হয়; মদের জোরে লম্ফ ঝম্ফ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে কতক্ষণ থাকে? অনেক ব্যক্তি মদে আসক্ত হইয়া বুদ্ধিকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে—তাহাদিগের মান সম্ভ্রমও অন্তর্ধান হইয়াছে।

মদের অদ্ভুত শক্তি! যে ব্যক্তি পান করে, সে দুধকে জল বলে ও জলকে দুধ বলে কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মাথায় কি পড়িল? পরে শুনিলেন—প্রস্রাব। তখন আপনি কহিলেন—তবে ভাল, আমি বোধ করিয়াছিলাম—জল।

কথিত আছে; অন্য এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবস প্রতিমা বিসর্জ্জন কালীন নৌকায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"আরে! মা চল্লেন—মার সঙ্গে কি কেহ যাবে না, অরে বেটা ঢাকী তুই যা" এই বলিয়া ঢাকিকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দেন। ঢাকী ভাসিতে ভাসিতে বহু ক্লেশে বাঁচিয়াছিল, আর তাঁর বাটীর দিক দিয়াও যাইত না।

অপর শুনা আছে, কোন মাতাল ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন৷ তাঁহার পার্শ্বে জলের ঘটী ছিল না, একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল জলের ঘটী মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেও মেও করিতে আরম্ভ করিলে, বলিলেন—শ্যালা জলের ঘটী; তুই মেও মেও করিয়া কি বাঁচ্‌বি? তোকে এখনই খাব। পরে বিড়ালকে মুখের কাছে তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল।

আর এক ভক্ত মাতালের কথা বড় অদ্ভুত। সেই মাতালের নাম—সিংহ। তাঁহার বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট বসিয়া কোপে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহকে বলিলেন—অরে বেটা সিংহ! তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্ত্তা স্বয়ং সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আস্তে ব্যস্তে বলিলেন, মহাশয় ওখানে কেন—মহাশয় ওখানে কেন? কর্ত্তার নেশা ছুটিয়াছিল, সে স্থান হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন—কর্ত্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন? সিদ্ধ বংশ! এরূপ কর্ম্ম কটা লোকে করতে পারে—কায়মনোচিত্তে দেবীর উপাসনা করিতে পারিলেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয় ও সাধু লোকে এই প্রকারেই সিদ্ধ হন। নিকটে এক জন স্পষ্টবক্তা বসিয়া ছিল, খোসামুদে কথা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল—"সিদ্ধি পূর্ব্বে হইত, এক্ষণে সিদ্ধিও হয় না, বস্তুও হয় না, কেবল অ আ হয়"।

২। মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে।

দে পাক—দে পাক—ডেডাং ডেঙ্গাং ডেং ডেং। চড়্‌কের পিট চড় চড় করে তবুও পা দুটী নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে এক এক বার বলে, দে পাক—দে পাক; মাতালও সেইরূপ—গলাগলি মদ খেয়ে চুরচুরে হয়েছে—শরীর টলমল কর্‌ছে—কথা এড়িয়ে গেছে—ঝুঁকে ঝুঁকে এদিক ওদিক পড়্‌ছে, তবু বলে—ঢাল ঢাল। চড়কের পর চড়্‌কের ক্লেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, এসে বৎসর আর সন্ন্যাস কর্‌ব না, কিন্তু ঢাকের বাজনা উঠিলেই পিট সড় সড় করে। সেইরূপ মাতালও মদ খেয়ে বড় ঢলায়, পরে জ্ঞান হইলে একটু একটু লজ্জা হয়, পরিবারের মিষ্ট ভর্ৎসনায় মনে মনে শপথ করে দূর কর একর্ম্ম আর কর্‌ব না,

কিন্তু লাল জল দেখলেই প্রাণটা অমনি লাফিয়া উঠে—বোধ করে স্বর্গ হাতে পাইলাম—প্রথম প্রথম আমড়াগেছে রকম এক এক বার বলে, না আমি আর খাব না, পরে একবার আরম্ভ হইলেই শপথ পাঁদাড়ে ছুটে পালায়, ক্রমে বুঁধ হইয়া বসিয়া থাকে।

ভবানীপুরের ভবানী বাবু কালেজে পড়া শুনা করেন। লেখাপড়া শিখিলে সকলেরই একটু হিতাহিত বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু নীতি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়, সেরূপ উপদেশ কালেজে হয় না। একে এই ব্যাঘাত, তাতে অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে কতক গুলা বেলেল্লা ছোঁড়ার সঙ্গে সহবাস করিয়া ভবানী বাবু কপচাতে না শিখিতে শিখিতে মদ খেতে আরম্ভ করিলেন; বাটীতে কেহ কর্ত্তা নাই—আর শাসনকর্ত্তা থাকিলেই বা কি? এতদ্দেশীয় বাবুরা মনে করেন, ছেলেকে কালেজেতে দিলেই সব হইল—আপনারা অন্য কর্ম্মে ব্যস্ত, ছেলের সদুপদেশ হইতেছে কি না তাহার কিছুমাত্র তদারক করেন না—হয় ত কোন কোন মহাশয় কুকর্ম্মেতে ছেলেপুলের চক্ষু আপনি খুলিয়া দেন।

ভবানীবাবুর ক্রমে ক্রমে সুখ ইচ্ছা হইতে লাগিল। অতি শীঘ্র কালেজকে জলাঞ্জলি দিয়া বাটীতে বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন মদে মত্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই পেয়ালাবাজীতে পেকে গেলেন। কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রে কখনই বোতল ছাড়া নাই, কেবল মদের কথা—মদের চর্চ্চা—মদের আলাপ—মদের প্রশংসা। মদেতে যে যে দোষ ঘটে—তাহা সকলই ঘটিল। পরিবারের প্রতিও স্নেহ কম হইতে লাগিল—মায়ের কাছে বসা নাই—স্ত্রীর মুখ দেখা নাই—সন্তানাদির তত্ত্ব করা নাই—রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত দশ জন মাতাল লইয়া বৈঠকখানায় কেবল গোল মাল করেন; কেহ কাঁদেন—কেহ হাসেন—কেহ চীৎকার করেন—কেহ গান গান—কেহ ঢোল পেটেন—কেহ নাচেন—কেহ গালি দেন—কেহ মারেন—কেহ ডিকবাজী খান। বাটীতে এমনি শোরশরাবত হইতে লাগিল যে, পাড়ার নেড়ি কুকুর ও চৌকিদার ভেগে গেল। সন্ধ্যার পর কার সাধ্য সে দিক দিয়া পথ চলেন। যখন সকল অবতারগুলি একত্র হন, তখন এমনি মেরোয়া হইয়া উঠেন যে, বোধ হয় যেন ইংরাজের কেল্লা গেল। এক দিক থেকে এক জন ঠাকরুণ-বিষয়ের চিত্তেন ধরেন—অমনি আর এক জন তাঁহার মুখের কাছে হাত নেড়ে বিরহ গান—আর এক দিক থেকে এক জন ধ্রুপদের আলাপ করেন—আর এক জন তাঁহার ঘাড়ের উপর দুটী পা তুলিয়া দিয়া মুখের সাম্‌নে মুখ রেখে গাধার ডাক ডাকেন। হয় ত কেহ উঠে মাথায় হাত দিয়া বাই নাচ্‌ নাচেন—আবার অন্য এক জন তাহাকে ঠেলে ফেলিয়া আড়খেমটায় নৃত্য করেন। যে পর্য্যন্ত ঝিমঝিমি ভাবে থাকেন, সে পর্য্যন্ত কেহই স্থির নহেন। নেসাটি—দুধ মরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে—কোন্ দিক থেকে কোন্ বীর কোথায় পড়ে যান, তার আর খোঁজ খবর থাকে না।

এ ভাব সহজ ভাব, পরব সরব হইলে নানা ভাবের উদয় হয়। পূজার সময় নবমীর রাত্রে বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হচ্ছে—ভবানীবাবু সমস্ত রাত্রি তাকিয়ার উপর হাত দিয়া ঝিমুচ্ছেন—এক এক বার বোধ হচ্ছে যেন পড়ে গেলেন। ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, চোক্ খুলে চারিদিকে ফেল্ ফেল করিয়া দেখতে দেখতে যাত্রাওয়ালাদের বলিলেন—শ্যালারা! সারারাত কেবল মালিনীর

গান শুনায়ে হাড়েনাড়ে জ্বলিয়েছিস্—কৃষ্ণ বাহির কর—যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই? তোবেটা-দের থামে বেঁধে মারব। কৃষ্ণ বাহির হইবার গোল হইতে হইতে সূর্য্য উদয় হইয়া পড়িল। নিকটস্থ দুই এক ব্যক্তি বলিল, কৃষ্ণ এ সময় গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন—এখন কৃষ্ণ কোথা পাওয়া যাবে? মনেতে এক এক সময়ে এক এক ভাবই থাকে, বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শাক্ত ভাব উদিত হইল, প্রতিমার নিকটে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাতে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌তে লাগিলেন—মা! আমাকে বুঝি ছেড়ে যাবি? ছেলে এক বৎসর মাকে না দেখে কেমন করে থাকবে? আমি প্রাণ গেলেও ছেড়ে দিব না—বেটী তুই যা দেখি কেমন করে যাবি? এই বলিয়া দেবীর পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন—টানাটানিতে প্রতি-মার অর্দ্ধেক পা ভাঙ্গিয়া গেল। বাটীর সকল লোক হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া ক্ষান্ত করাইতে লাগিল।

এইরূপে ভবানীবাবু কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পিতা যৎ কিঞ্চিৎ যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে দশ জনে লুঠে পুটে লইতে আরম্ভ করিল। বিষয় আশয়ের দেখা শুনা কিছুমাত্র ছিল না—বাবু যেরূপ ব্যস্ত থাকিতেন তাহাতে দেখা শুনার বড় আবশ্যকও থাকিত না, এইজন্য একেবারে লুটের বিলাত পড়ে গিয়াছিল, অনুগ্রহ করিয়া ফাঁকি দিলেই অক্লেশে হজম হইয়া যাইত। বিষয় আশয় নষ্ট হইলে পর ভবানীবাবুর টানাটানি হইতে লাগিল। পরিবারেরা সর্ব্বদাই অনুযোগ ও কাঁদা কাটি আরম্ভ করিল, তিনি শুনেও শুনিতেন না। পরিবারের খাওয়া পরা হইল কি না তাহার খোঁজ খবর রাখতেন না, কিন্তু জায়গা বেচিয়াই হউক, আর আর জিনিস বেচিয়া হউক মদের কড়িটি শিওরে রাখিয়া শুয়ে থাকিতেন।

মাতালের কাছে যে সকল লোক যায়, তাহারা লক্ষ্মীর বরযাত্রী—মদের লোভেই যায়—মদ না পাইলে সম্পর্ক কি? ভবানীবাবু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠতে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন! সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছরি খাইয়া মুখ খারাপ হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগবে কেন? সুতরাং তাহারা ক্রমে ক্রমে ছটকে পড়িতে লাগিল। ভবানীবাবুর এমন অভ্যাস হইয়াছিল, কেহ কাছে থাকুক বা না থাকুক আপনি প্রত্যহই পূর্ণ মাত্রাটী লইবেন। এই প্রকার ভাবে কিছুকাল থাকেন। দৈবাৎ একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথা এড়িয়ে যায় নাই। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার মা ও স্ত্রী ও পুত্রেরা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া বসিলেন, পরে দুই এক জন আত্মীয়ের পরামর্শে ডাক্তার হেয়ার সাহেবকে আনাইলেন। ডাক্তার সাহেব ভবানীবাবুর পিতার মুরুব্বি ছিলেন, তাঁহার পিতার বিষয় কর্ম্ম ডাক্তার সাহেবের সুপারিষে হইয়াছিল, তিনিও নানা প্রকারে সাহেবের নিকট উপকৃত হন। ভবানীবাবু বাল্যাবস্থায় ডাক্তার সাহেবের বাটীতে সর্ব্বদাই যাইতেন কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একবারও তাঁহার দ্বার মাড়ান্ নাই। ডাক্তার সাহেব ভবানীবাবুর সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া খেদ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভবানী বাবুর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে ডাক্তার সাহেবের পায়ে জড়িয়া পড়িয়া বলিলেন—বাবা! তোমার অন্নে আমাদের শরীর—এক্ষণে ছেলেটিকে

যাতে পাই তা কর। ডাক্তার সাহেব অনেক ভরসা দিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন হইল মদ কেমন ভবানীবাবু চক্ষে দেখেন নাই—মাতাল বাবুদের আসা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আপনি বিছানায় পড়ে—উঠিবার তাকৎ নাই—পরিবারেরা কেহ না কেহ ধরিয়া উঠাচ্ছে—বসাচ্ছে—খাওয়াচ্ছে—শোয়াচ্ছে। তিনি যাহাতে সোয়াস্থি পান—যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই করুচ্ছো। এইরূপ স্নেহ দেখিয়া ভবানীবাবুর অন্তঃকরণ এক এক বার নরম হইতেছে—তিনি মনে মনে কহিতেছেন—হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। পরিবারকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি, তাহাদিগের কথা কখন শুনি নাই, কিন্তু আমার এই অসময়ে তাহারা প্রাণ দিতে উদ্যত। তিন চারি দিবসের পর ডাক্তার সাহেব আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—ভবানি! তুমি আরাম হবে, আর কোন ভয় নাই—আমি তোমার কাছ থেকে টাকা কড়ি লব না, তুমি যে ভাল হইলে এই আমার পরম আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু আমার একটী কথা শুনিতে হইবে; তোমার রোগ মদ খাবার দরুণ—তোমাকে একেবারে মদ ত্যাগ করিতে হইবে—মদ খাওয়াতে তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, পুনরায় তোমার এরূপ পীড়া হইলে কোন প্রকারেই বাঁচিবে না। ডাক্তার সাহেব গমন করিলে ভবানীবাবুর মাতা বলিলেন—বাবা! আমার মাথা খাও, ডাক্তারের কথাটী শুনিও। আমাকে খেতে পরতে দাও বা না দাও সে ক্লেশ বড় ক্লেশ নহে, তুমি ভাল থাকিলেই আমার লক্ষ লাভ। ক্ষণেক কাল পরে স্ত্রী পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—আমার বড় ভাগ্য যে আবার এ পায়ে হাত দিতে পাইলাম, প্রায় দশ বৎসর হইল বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই—বড় অধর্ম্ম না হইলে স্ত্রীজন্ম হয় না—আমরা অবলা—আমাদের কোন চারা নাই—তোমরা যা করবে তাই সহিতে হবে—কখন আমার মুখ দেখ নাই—বরং সর্ব্বদা গালি দিয়াছ, তাতে আমার খেদ নাই—আমি আর জন্মে যেমন কর্ম্ম করেছি তেমনি ফল হচ্ছে—আমার কপালে সুখ না থাকলে কোথা থেকে হবে? সে যাহা হউক, এখন এই ভিক্ষা দাও আর বাওগুলি রকমে চলিও না। আমি তোমার কাছে টাকাকড়ি চাইনে—গতর থাকে তো দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারবা, এই মাত্র চাহি তুমি ভাল থাক—তোমার রোগ আর যেন আমাকে দেখতে না হয়। পরে বড় পুত্রটী আসিয়া নিকটে বসিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন—ইচ্ছা হইল কিছু বলিবেন, কিন্তু মুখ বাধ বাধ করে, অবশেষে ভরসা করিয়া প্রথমে আদ্দ আদ্দ কহিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন—বাবা! স্কুলে গেলে সকলে বলে, তুই সেই মাতাল বেটার ছেলে, তুইও বাপের মত হবি, তোর উপরে আমাদের বিশ্বাস কি? আমি সেই জন্য কাহারও কাছে মুখ দেখাতে পারি না। এই সকল কথা শুনিয়া ভবানীবাবু এঁ উঁ করিয়া অন্যান্য কথা ফেলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী তাহাতে ভোলেন না, তিনি আপন কথাই উল্‌টে ধরেন। কাণাকে কাণা বল্‌লে বড় রাগে। ভবানীবাবু অমনি ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন।—আ! কি আপদেই পড়লাম! পোড়া ঘায় আর নুণের ছিটে কেন দাও? এমত গঞ্জনা খাওয়া অপেক্ষা যে মরা ভাল ছিল!—

সে যাহা হউক, আমার বড় দিব্য যদি কখন আর মদ স্পর্শ করি—আজ অবধি শপথ করিয়া ত্যাগ করিলাম।

পীড়া আরাম হইলে ডাক্তার সাহেবের সুপারিষে এক সওদাগরের বাটীতে ভবানীবাবুর একটী কর্ম্ম হইল। যেমন বিষয় কর্ম্মটী হইল অমনি তাঁহার বাটীতে লোকের আমদানি হইতে লাগিল। এ বলে, দাদা কেমন আছ—ও বলে বাবা ভাল আছ ত? এ বলে, তোমার বাপের সঙ্গে আমার হরিহর আত্মীয়তা ছিল—ও বলে, আমি তোমার খুড়ীর মামাত ভাই, আমাদের দুজনের এক শরীর ও এক প্রাণ ছিল। সাবেক দলেরও দুই এক জন বেলেল্লা আসিয়া তুড়ি মারে, গাল গল্প করে ও টপ্পাটা আট্টা গায়।

ভবানীবাবু দিনে কুঠি যান—রাত্রে বাটী আসিয়া চুপ করিয়া মনমরা হইয়া থাকেন। কিছুই ভাল লাগে না—সব ফাঁক ফাঁক বোধ হয়। কখন, কখন মনে করেন, মানুষের একটা না একটা আমোদ না থাকলে কেমন করিয়া বাঁচিতে পারে? আমি শপথ করেছি বটে আর মদ ছোঁব না, কিন্তু প্রাণটাতো বাঁচলে বাপের নাম! যদি এমন নিরামিষ রকমে থাকি তবে হায়োলদেল হয়ে মরে যাব, আর আমি বরাবর দেখেছি, একটু লাল জল পেটে না পড়লে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না এবং যাহা খাওয়া যায় ভাল হজমও হয় না। কিন্তু কর্ম্মটী গোপনে করিতে হইবে—প্রকাশ হইলে মা এসে ফেচ ফেচ করিবেন—স্ত্রীর গঞ্জনা সহিতে হইবেক—ছেলেটাও আবার টেস টেস করবে।

এই স্থির করিয়া ভবানীবাবু বারফট্‌কা হইতে লাগিলেন। দশটা বেলার সময় কুঠি যান—দুই প্রহর বা দুই প্রহর একটা রাত্রে বাটী আইসেন—দুই এক দিন বা একেবারে আসাই নাই। প্রথম প্রথম পরিবারের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, কর্ম্মের বড় ভিড়—তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই—পরের কর্ম্ম করি, সকল শেষ না করিয়া বাটীতে কেমন করিয়া আসিতে পারি? পরে যখন মাত্রা বাড়িতে আরম্ভ হইল, তখন নিজমূর্ত্তি প্রকাশ হইতে লাগিল। এক এক দিন বাবুর কাপড় চোপড়ে কাদা মাথা—পাগড়িটা উড়ে গিয়াছে—চাপকানে একটাও বন্ধক নাই—চাদর খানা লুঠিয়ে যাচ্ছে, বাবু টলতে টলতে দ্বার ঠেলছেন! এক এক দিন রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছেন, শরীরে চোট লেগেছে—এক এক দিন পাল্কি করিয়া আসতেছেন—বেহারারা ডাকাডাকি করছে, বাবু কথনই উঠবেন না। এক এক দিন গাড়ি করিয়া আসিয়া গাড়িতে একেবারে ঢলে পড়িয়াছেন—মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিলেও নামেন না, যিনি আনতে যান তাঁকেই দুই একটা ইংরাজী ঘুসা খাইতে হয়।

ভবানীবাবুর এইরূপ বাড়াবাড়ি হওয়াতে পরিবারেরা প্রাণের দায়ে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবু আপন দোষ কখনও স্বীকার করেন না, সর্ব্বদাই জাপ্য করেন। পরিবারের, মধ্যে যে স্নেহটুকু হইয়াছিল ক্রমে ক্রমে গেল, ঐরূপ ক্রমাগত করিতে করিতে আবার পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল, তখন চাকরেরা কাজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। বাবু আপন স্ত্রীকে দেখিয়া অতি ক্লেশে বলিলেন—গিন্নি! আমি মরি আমাকে বাঁচাও, এ যাত্রা বুঝি রক্ষা পাইলাম না।

আপন দোষে পীড়া হইলে পরিবারেরা কিছু না কিছু বিরক্ত হয়, বাবুর রোগ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীর দুঃখও হইল, রাগও হইল। তাঁহাকে একটু আরাম দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—পুরুষ

জাত শিকলি কাটা টিয়া—কারে না পড়্লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না—তখন আর আর চোয়ড়া চোয়াড়া লোক পিট্টান দেয়, সুতরাং স্ত্রীর মান বেড়ে উঠে—সেই সময় কেবল স্ত্রীই হর্ত্তা কর্ত্তা, নতুবা স্ত্রী পায়ের তলায় পড়ে থাকে ; তুমি কেবল আপনার দোষে আবার রোগটী ডেকে আন্‌লে, এখন আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং মাতার নিকট হইতে সকল কথা অবগত হইয়া ঔষধাদি দিতে লাগিলেন। পরদিন তথায় আসিয়া অনেক বিবেচনা করিয়া রমানাথ বাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। রমানাথ বাবু ভবানী বাবুর পিসতুতো ভাই, পূর্ব্বে একত্রে থাকিতেন, তিনি প্রথম প্রথম দুই এক কথা টুকেছিলেন, তাহাতে ভবানী বাবু রাগ করিয়া বলেন ; তুমি ভাতুরে বই ত নও—ছোট মুখে বড় কথা কেন? আপনার চরকায় তেল দাও। রমানাথ বাবু সেই অবধি অভিমান করিয়া অন্য স্থানে থাকিতেন ; এক্ষণে ডাকিবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার সাহেব বাহির বাটীর বৈঠকখানায় তাঁহাকে লইয়া স্থির হইয়া বলিলেন—ভবানীর যেরূপ পীড়া তাহাতে মারা যাইতে পারেন, কিন্তু আমি প্রাণপণে দেখিব—যদ্যপি ভাল হন, তবে তোমাকে সর্ব্বদা তাঁহার পিছনে লেগে থাকিতে হইবে। বাঙ্গালিরা মদ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রায় মদে তাহাদের খায়, কেবল যাঁহার একিদা থাকে, তিনিই বেঁচে যান, নতুবা প্রায় সকলকেই হাড়-কাটে মাথা দিতে হয়। ভবানী বুদ্ধিমান ও ভাল মানুষ বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র একিদা নাই, হাজার বার শপথ করা আর না করা সমান কথা—প্রাতে শপথ করিবেন—রাত্রে শপথ জলাঞ্জলি দিবেন ; যেমন পাগল হওয়া একটী রোগ তেমনি মদ খাওয়াও একটী রোগ ; যদি পাগল হইয়া ক্রমাগত ভাবে, তবে তাহার সঙ্গে আহ্লাদ আমোদ করিয়া তাহাকে ভাল করিতে হয়। যে মানুষ মদ খায়, সে আমোদের জন্য খায়, মদ বন্ধ করিতে গেলে যাহাতে তাহার আমোদ হইয়া মদকে ভোলে এমত তদ্বির করা উচিত, নতুবা তাহাকে কেবল টাঙ্গিয়া রাখিলে প্রকাশ্যভাবে হউক বা গুপ্তভাবে হউক পুনরায় মদ ধরিবে। মদ ছাড়াইয়া প্রথমে ধর্ম্ম কথা বলিলে মাতাল মুখে হাঁ হাঁ করিবে, কিন্তু মনে মনে বলিবে এ বেটা উঠে গেলে বাঁচি—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। মাতালকে ভাল করা ব্যস্তের কর্ম্ম নহে—এ কর্ম্মটি ধীরে সুস্থে করিতে হয়। প্রথমে দেখিতে হইবে, যে ব্যক্তি মদ ছাড়িবে, তাহার কি প্রকারে আমোদ হইতে পারে। যদ্যপি গাওনা বাজনা করিলে মদের সোয়াদ মেটে, তবে গাওনা বাজনাতেই ফেলিয়া দিতে হইবেক, নতুবা অন্য কোন প্রকার উপায় করা আবশ্যক। কোন কোন ইংরাজের এইরূপ রোগ হইলে, তাহাদের আপন আপন পরিবারের কৌশল দ্বারাই সেরে যায়। সন্ধ্যার পর স্ত্রী কাছে বসিয়া নানা প্রকার সৎ আলাপ করেন, হয় ত বাদ্য বা গান শোনান, তাহাতে স্বামীর মনে আমোদও হয় এবং স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনের এরূপ গতি হইলে মদের প্রতি স্পৃহা ক্রমে ক্রমে ঘুচে যায়, কিন্তু বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়াও শিখান না ও গান বাদ্যও শিখান না, ইহাদিগের সংস্কার আছে যে, মেয়েমানুষের গান বাদ্য শেখা বড় দোষ। এ বড় ভ্রান্তি! সৎ গান ও বাদ্যেতে মনের সদ্ভাব ও সুমতি জন্মে। ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা গানের দ্বারা সর্ব্বদা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। শুন্‌তে পাই

যায়, অনেক বাবু লেখাপড়া শিখিয়া রাত্রে পরিবারের নিকট না থাকিয়া কেবল মদ খাইয়া এখানে ওখানে হো হো করিয়া বেড়ান—আবার জাঁকটুকুও করা আছে, আমরা দেশের সকল কুরীতি শোধন করিতেছি। ভবানীও তাহাদিগের মধ্যে একজন। যদ্যপি তিনি ভাল হন—তবে তোমাকে তাঁহার উপর সর্ব্বদা নজর রাখিতে হইবেক। প্রথম প্রথম যাহাতে তাঁহার আমোদ হয় এমত করিও, পরে তাহার যাহাতে এ ক্ষিদা জন্মে এমন উপায় ক্রমে ক্রমে বলিয়া দিব। এ বিষয়ের কিছু সাধারণ নিয়ম নাই—যেমন মনের গতি দেখা যাবে, তেমনি করিতে হইবেক। আমার অধিক অবকাশ নাই, তুমি মনোযোগী হইয়া তাঁহাকে আমার বাটীতে সর্ব্বদা লইয়া যাইও। এক্ষণে বাটীর ভিতরে যাই চল, কাল রাত্রে বড় খারাব দেখে গিয়াছিলাম।

ডাক্তার সাহেবের কথা শেষ হইবামাত্র বাটীর ভিতর থেকে চীৎকার শব্দে কান্না উঠিল। ডাক্তার সাহেব ও রমানাথ বাবু তাড়াতাড়ি করিয়া দেখেন, ভবানীবাবুর শ্বাস হইয়াছে—নাড়ি নাই—চক্ষু প্রায় স্থির, কিন্তু পলক পড়িতেছে—জ্ঞানও একটু একটু আছে, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। মা ও স্ত্রী গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছেন—জ্যেষ্ঠ পুত্র চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বাতাস করিতেছেন। ছোট পুত্রের নয়ন জলে পিতার পা ভাসিয়া যাইতেছে। ডাক্তার সাহেব হাত দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। একটু ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—ভবানি! তোমার আর উপায় নাই—এক্ষণে পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, আর মনে মনে বল—দয়াময়! এ নরাধমকে দয়া কর। এই কথা শুনিবামাত্র ভবানী দুই হাত জোড় করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মুখের ভাবের দ্বারা বোধ হইল, আপন পাপ জন্য যথার্থ সন্তাপ উদয় হইল, ক্ষণেক কাল পরে চক্ষু খুলিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু না পারাতে নয়নের দুই দিক থেকে হু হু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল ও দুই চারি লহমার পরেই প্রাণবিয়োগ হইল।

৩। নেসাতেই সর্ব্বনাশ।

জয়হরি বাবুর যশোহরে আদি বাস। পিতার লোকান্তর হইলে অর্থ অন্বেষণার্থ কলিকাতায় আগমন করিলেন। যাত্রাকালীন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই বলিল—জয়হরি! তুমি বালক, কলিকাতা বড় বিট্‌কেল জায়গা—যদি কাহারও কুহকে পড়, একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবে; তাহা অপেক্ষা পৈতৃক ভিটেতে বসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য কর, অনায়াসে দশ টাকা উপায় করিতে পারিবে। জয়হরির কিঞ্চিৎ ইংরাজী পাঠ হইয়াছিল—ইংরাজী রকম সকলই ভাল লাগিত—গ্রামস্থ লোক নিকটে আসিলে বিরক্ত বোধ হইত। তিনি কাহারো পরামর্শ না শুনিয়া পরিবার লইয়া শোভাবাজারে আসিয়া বাসা করিয়া থাকিলেন। কলিকাতায় কাহারো নিকট পরিচিত নহেন—সহায় সম্পত্তিও নাই—কর্ম্ম কাজের যোগাযোগ কি প্রকারে হইবে ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে দুই এক জন গালগল্পে উমেদারি গোচের লোক বাসায় আসিতে আরম্ভ করিল, তাহাদিগের সঙ্গে কেবল বাজে কথারই আলাপ হয়—কলিকাতায় শ্রীশ্রী৺ পূজার সময় কোন্ বাটীতে কি কি তামাসা হয়—কোন্ বাবুর কত বিষয়—কোন্ বাবুর কোন্ কোন্ সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়—কাহার কেমন মেজাজ—কে

কত আহার করে—কে কেমন শৌখিন—কে বা অনুগতপ্রতিপালক—কে কোন্ কোন্ নেসার ভক্ত—কাহার্ কত ব্যয়—কাহার্ কোন্ কোন্ স্থানে বাগান—কে বা নেরাল আমুরে—কে বা অঙ্গুলে ভদ্র—কে বা দাঁতুড়ে আহ্লাদে—এসব কথারই উলট পালট হয়, আর শতরঞ্চ ও পাশাতেই দিন ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্রমে দুই তিন মাস গত হইল। জয়হরি দেখিলেন, আপনার কার্য্যের সেতুবন্ধন কিছুই হইতেছে না—নিরর্থক সময় ক্ষেপণ ও সঞ্চিত ধনের বিনাশ হইতেছে। বিস্তর তদ্বিরে সদর দেওয়ানির এক জন জজের উপর একখানি সুপারিস চিঠি বাহির করিলেন—চিঠি পাইবামাত্র তাঁহার বোধ হইল এত দিনের পর বুঝি গ্রহবৈগুণ্য কাটিয়া গেল ইষ্টসিদ্ধির মুখকমল দেখিতে পাইব। পরিবারের অনুরোধে শুভদিন দেখাইয়া ভাল কাবা ও বাঁধা পাগাড় পরিয়া এক খান কেরায়া গাড়ি আনাইয়া গমন করিলেন। সাহেবকে কি বলিবেন গাড়িতে বসিয়া জড়ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন; সাহেব একজন ভারি লোক, তাঁহাকে দেখিয়া পাছে থতিয়ে যাই ও এক বল্‌তে আর এক বলি—এ চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির হইল। ইতিমধ্যে সাহেবের বাটীর নিকট গাড়ি পৌঁছিল, আর্দ্দালিরা দূর থেকে হাঁক দিয়া বলিল, গাড়ি তফাৎ রাখ। পরে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বাবুর নাম ধাম ও অভিপ্রায় সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। জয়হরি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি কি তোমাদের নিকট চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছি—এত পেড়াপিড়ির আবশ্যক কি? সাহেবের নামে এক চিঠি আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে দাও। এই কথা শুনিবামাত্র একজন চোপদার চোক লাল করিয়া গোঁফ ফর ফর করিতে করিতে বলিল—তেরি বাৎসে চিঠি দেওয়ে? হামলোক বুজরুককে কাম করেঙ্গে। জয়হরি স্বকার্য্যার্থ রাগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—বাবু মিছামিছি তকরার কেন কর, তোমরা যা পেয়ে থাক তাই পাবে। এই কথায় যেন জোঁকের মুখে লুণ পড়িল। তৎক্ষণাৎ আর্দ্দালিরা সুড় সুড় করিয়া সাহেবের নিকট গিয়া চিঠি দিল। সাহেব কুকুর লইয়া খেলা করিতেছিল, চিঠি পড়িয়া বাবুকে নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। যাইবার সময় জয়হরির পা কাঁপিতে লাগিল, বহু কষ্টে সাহস অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে চোপদারেরা চীৎকার করিয়া বলিল—বাবু জুতি খোল্‌কে যাও! জয়হরিকে তাহাই করিতে হইল। পরে সাহেবের নিকট গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে সাহেব নাকের উপর আই-গ্লাস দিয়া চোক ঘুরাইয়া জয়হরির পেনটুলেন কাবা ও বাঁধা পাকড়ি দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—টোম কিয়া মাংতা—টোম কিয়া মাংতা—টোম লোক থোড়া আংরেজি পড় করকে বহুত টেড়ি হোনে চাতা—বাপ দাদাকা পোষাক কাহে নেহি পেন্‌তা? জয়হরি একেবারে কাষ্ঠ—মুখ দিয়া বাক্য সরে না। সাহেব আবার বলিতেছেন—ওয়েল! টোম কিয়া মাংতা? জয়হরি ইংরাজীতে উত্তর করিতে যান ইতিমধ্যে সাহেব ভূমিতে পদাঘাত করত ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—হিন্দি বাত কহ—বাঙ্গালিকা লেড়কা হিন্দি নেহি জান্তা? জয়হরির হিন্দি শিক্ষা ছিল না—সহিসি রকম হিন্দি যাহা জানিতেন তাহাই জোটপাট করিয়া বলিলেন—খোদাবন্দ আমি বেকার, কুচ কর্ম্ম কাজ মেলে। সাহেব উত্তর করিলেন, হামারি পাশ কাম পৈদা হোতা নেহি, টোম কাহে দেক কর্‌তা হেঁয়, এই বলিয়া

বারাণ্ডা থেকে কামরার ভিতরে গমন করিলেন। জয়হরি ছল ছল চক্ষে আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠিলেন। নৈরাশ্যের বেদনায় মন বিচলিত হইতে লাগিল। বাটী আসিয়া না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া নীরব ভাবে থাকিলেন। রজনী হইলে নিদ্রাদেবীর আহ্বাহনার্থ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাবনাকে দেখিয়া নিদ্রা নিদ্রিত ভাবেই থাকিল, একবারও তাঁহার দিকে গেল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল—কাকগুলা কা কা করিতেছে, এমত সময় বাহির বাটীর দ্বার ঠেলিবার শব্দ শ্রুত হইল। জয়হরি ধড়ফড়িয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন—সাহেবের চারিজন চোপদার উপস্থিত—জিজ্ঞাসা করিলেন খবর কি? তাহারা বলিল আর খবর কি—মোদের বক্‌সিস্ দেও, সাহেব তোমাকে বড় পেয়ার করেছে, মালুম হয় জল্‌দি একটা ভারি কাম দেবে। জয়হরি মনে মনে বলিলেন—কি আপদ! মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, কিন্তু এ বেটারা নেকড়ার আগুন—পুন্‌কে শত্রু—ভাল না করুক, মন্দ করিতে পারে, এ জন্য চটান ভাল নয়। এই বিবেচনা করিয়া প্রত্যেককে এক এক টাকা দিলেন। চোপদারদের বড় পেট, অল্পে মন উঠে না, টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বকিতে লাগিল, পরে বিস্তর সাধ্য সাধনায় বিদায় হইল।

অনন্তর অন্যান্য চেষ্টা ও সুপারিস অনেক হইল, কিন্তু কিছুই সফল হইল না, কোন কোন সাহেব দেখাই করে না—কেহ বলে, তুমি স্কুল বয়, আমি প্রবীণ লোক চাই—কেহ বলে তোমার কেতাবি বিদ্যা, কর্ম্ম কাজ কি জান? —কেহ দুই এক দিন কর্ম্ম করাইয়া অযোগ্যতা দেখিয়া জবাব দেয়। জয়হরি পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়া হেদো পুষ্করিণীর তীরে আস্তে আস্তে পাইচারী করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি প্রাচীন তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আলাপ করণার্থে নিকটবর্ত্তী হইতে চাহিলেন। জয়হরি তাঁহাকে আড়চোকে দেখিয়া একটু দ্রুত চল্‌তে লাগিলেন, প্রাচীন ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ইংরাজী চলন চলিতে না পারিয়া পশ্চাৎ থেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কে গা? শিষ্টাচার রক্ষার্থ জয়হরি অনিচ্ছায় ফিরিয়া পরিচয় দিলেন। সেই প্রাচীন ব্যক্তি বড় আলাপী—কথার মিষ্টতা দ্বারা অনুসন্ধানের কুঞ্চী চালাইয়া বাবুতে যে পদার্থ আছে মনে মনে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলেন—মহাশয় মহাকুলোদ্ভব—ইংরাজীও ভাল শিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৈষয়িক উপদেশ অথবা ভারি মুরুব্বি অথবা টাকার জোর কিংবা দৈব সুযোগ ব্যতিরেকে বিষয় হওয়া ভার, কর্ম্ম কার্য্যের যোগ্যতা থাকিলে লোককে প্রায় বসিয়া থাকিতে হয় না, অনেকে ডাকিয়া কর্ম্ম কাজ দেয়। বিদ্যা শিক্ষার সময় ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ না হইলে বড় অহঙ্কার হয়, কেবল ইংরাজী চলন, ইংরাজী কথোপকথন ও ইংরাজী ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীনের এই সকল কথায় জয়হরি ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—কি আমার কর্ম্ম কাযের যোগ্যতা নাই? আমি কোন্ কর্ম্ম না পারি? বাবুর এই কথায় প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন—মহাশয় যে পল্লীতে থাকেন, সেখানে কতকগুলা কুলোক আছে, তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দিবেন না। জয়হরি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এমন লোক কেহ নাই যে আমাকে খারাব করে, বরং মন্দ লোক আমার কাছে এলে ভাল হয়ে যায়। ও কথা যাউক, একটা বরাৎ আছে, আমাকে শীঘ্র বাসায় যাইতে হইল, এই বলিয়া জয়হরি মস মস করিয়া

চলিয়া গেলেন—প্রাচীন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পথিমধ্যে এক নব বাবুর সহিত জয়হরির সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাছে গিয়া হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন—ভাই হে! আজ এক ঘোর যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলাম—হেদোর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, কোথ্থেকে একটা বুড়া গায়ে পড়ে আলাপ করে, কাছে আসিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল—বেটা যেন ভীষ্মদেব! যাহা হউক, আজ অবধি আর হেদোর ধারে বেড়াতে আস্‌ব না। নব বাবু বলিলেন, হেদোয় বেড়াবে না কেন? চল না দুজনে গিয়া সে বেটাকে লঙ্গে দি? তাতে কাজ নাই দূর কর। আবার কি ফৌজদারি বাধ্‌বে—এই বলিয়া দুজনে লর্ড বায়রণের কবিতা আওড়াতে আওড়াতে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

বারম্বার নৈরাশ্য হইতে থাকিলে ধীরতা বিরহে মন একেবারে দমে যায়, তখন বিরক্ততার অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে—কাহারো নিকট যেতে অথবা কাহারো সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হয় না। আর নৈরাশ্যের দুঃখ মোচন অথবা বিপদ সময়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করা বিশেষ ধর্ম্ম উপদেশ ব্যতীত হয় না—কিন্তু জয়-হরির ঐরূপ উপদেশ ছিল না—তিনি বিষয় করণার্থ অবিশ্রান্ত যত্ন করিয়াছিলেন, পরে ক্রমাগত নিস্ফল হওয়াতে অত্যন্ত মনমরা হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা গালে হাত দিয়া ভাবেন ও এক কথা জিজ্ঞাসিলে আর এক কথার উত্তর দেন। বাটীর ভিতর আহার করিতে গেলে ভাতে হাত দিয়াই দুধের বাটীকে ডালের বাটী বলিয়া পাতে ঢালেন—পরিবারেরা দেখিয়া শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইত ও পরস্পর বলাবলি করিত, বাবুর রকম সকম ভাল নয়। জয়হরি এইরূপে কালযাপন করেন—নিকটে উমেদারি রকমের যে দুই চারি জন আসিত, তাহাদিগের মধ্যে ফলহরি শর্ম্মা তাঁহাকে নৈরাশ্যযুক্ত দেখিয়া এক দিন বলিল—বাবু! আপনাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখি—এটা ভাল নয়—মনটাকে খুসী না রাখলে শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে, আর পৃথিবীতে আমোদ প্রমোদ করিতেই আসা—কয়লার নৌকা ডুবাইয়া বসিয়া থাকার তাৎপর্য্য কি? যদি কোন কারণ বশতঃ মন খারাপ হইয়া থাকে, আমি ঔধ্‌ খাইয়া দিতে পারি—আমার নিকট ভাল ঔষধ আছে। এই কথাগুলি জয়হরির হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি বলিলেন—ফলহরি! ভাল বলছ—একটু সরে এস—আমার দুই এক কালেজি দোস্ত বলে, একটু নেসা কর্‌লে মনের দব্‌কা ভাব ছুটে যায়, তাহাতে একটু একটু নেসা আরম্ভ করেছি, কিন্তু পরিবারের জন্য ঐ কর্ম্মটী ষোল আনা রকমে হইতেছে না—ইহাদিগকে বাটীতে পাঠাইয়া দিতে চাই, ইহারা কোনক্রমেই যাইতে চান না। ফলহরি বলিলেন—থাকুন না কেন—প্যাচ কি? তোমাকে এমন এক স্থানে লইয়া যাইতে পারি যে সেখানকার লোকদিগকে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। আহ্লাদিয়া লোকদের নিকট থাকিলেই আহ্লাদে হয়। কোথায়—কোথায়—কে—কে—বল দেখি, বলিয়া জয়হরি ঘেঁসে বসিয়া ব্যগ্রতাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন! ফলহরি বলিল, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন? যদি তিনটা বাজিয়া থাকে তবে এক খানা চাদর কাঁদে ফেলে উঠ। উন্মত্ততার লোভে উন্মত্ততার আবির্ভাব হইল—জয়হরি তাড়াতাড়ি চাদর ভুলে একখান পাইড়ওয়ালা ধুতি দোব্‌জা করিয়া হন হন করিয়া চলিলেন; ফলহরি ঈষদ্ধাস্য করত বলিলেন—ও কি? ঠিকে ভুল না কি! রাম? একখানা চাদরই লও।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড—পেটটী একটী ঢাকাই জালা—নাকটী চেপ্টা—চোক দুটী মৃদঙ্গের তালা—হাঁটা বোড়া সাপের মত—দন্তগুলি মিসি ও পানের ছিবরের তবকে চিক্ চিক্ করিতেছে—গোঁপ জোড়াটী খ্যাঙ্গরার মুড়া ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়া থাকেন—কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিন চারিটা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহার করেন, পরে পক্ষীদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদায় রজনী সজনী সজনী বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখিসংবাদ, বিরহ, লাহড়, খেউর, টপ্পা, নক্টা, জল্‌লা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন; আগড়ভমের প্রধান বন্ধু ডক্কেশ্বর—সে ব্যক্তির গুণের মধ্যে নাকটী বড় টেকাল, হাসিতে আরম্ভ করিলে হাহা হাহাতে গগণ মণ্ডল ফাটিয়ে দেয়। তাহার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী গৌরবর্ণা কি শ্যামবর্ণা কিছুই জানিত না। যে সকল লোক ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হয়, তাহারা প্রায় বিষয় কর্ম্ম একেবারে ভুলে যায়। এ বিষয়ে ডক্কেশ্বর অসাধারণ ছিলেন। ধড়াস করিয়া যেমন কামান পড়িত, অমনি গঙ্গায় পড়িয়া ধাঁ করিয়া একটা ডুব দিয়া পান চিবুতে চিবুতে সম্মুখে দুই খান দফতর সাজাইয়া কিস্তির কর্ম্ম করিতে বসিতেন—দুই তিন ঘণ্টা যাবতীয় বববলিয়া ও জালাসাচ লোক অথবা ঘাগি ও কুঁজরা বেশ্যার সহিত বকাবকি করিতেন, পরে নানা প্রকার গল্‌তি কর্ম্মের বেনাকারি ও তদ্বিরে ব্যস্ত থাকিয়া আড্ডায় আসিতেন। আড্ডায় পা দিবামাত্র ধুনি জ্বালাইয়া দিতেন। তিনি যাহা উপায় করিতেন তাহাতেই আড্ডার খরচ চলিত—) আগড়ভম স্থূলত্ব প্রযুক্ত নিজে অচল ও অর্থাভাবে দক্ষিণ হস্তের দফায় প্রায় অচল হইয়াছিলেন; সুতরাং ডক্কেশ্বর তাঁহার চক্ষু স্বরূপ হইলেন; যদিও তাঁহার চর্ম্মচক্ষু সর্ব্বদাই প্রায় মুদিত থাকিত, তথাচ মনঃচক্ষু ডক্কেশ্বরের আগমনের আশায় পথ চাহিয়া থাকিত। ডক্কেশ্বর কখন ডঙ্ক না ধরে তাহার এই বিশেষ চেষ্টা ছিল। পক্ষীর দলের আর আর পক্ষী সর্ব্বদাই ডানা ধরিত। চরস গাঁজা গুলি ছর্‌রা ও চণ্ডুতে তাহাদের মুণ্ড দিবারাত্রি ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" মধুর চেষ্টা করিত। কিন্তু বহুমূল্য সুধা কোথা হইতে আসবে? সুতরাং ধেনো রকমেই পিপাসা নিবৃত্তি করিতে হইত—প্রথম তিলকাঞ্চনী রকম আরম্ভ করিয়া বেগুনি ফুলুরি চাউলভাজা ছোলাভাজা দ্বারা ক্রমে ক্রমে দানসাগরি গোচ হইত। সন্ধ্যার সময় পক্ষী সকল বোধ করিত, তাহারা যোগবলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূন্য মার্গে উড়িতেছে—সপ্তলোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। এক এক জন পড়িতে পড়িতে উঠিয়া বলিত—আমাকে ধর—আমাকে ধর—আমি স্বর্গে যাই। অমনি আর এক জন জাপুটিয়া ধরিয়া বলিত—না বাবা কর কি, একটু থাম এই ঝুলনটা বাদে যেও। পক্ষিদিগের গান সকল অতি বিচিত্র, সকলে মিলে সর্ব্বদা এই গান গাইত—"বড় বিলের পাখী মোরা ছোটবিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মূলা ধরেছে—কু কু রামশালিকে, কু কু গজাধড়িং"। পক্ষিরাজ আগড়ভোম মন্ত্রী ডক্কেশ্বর ও অন্যান্য দ্বিজ লইয়া আহ্লাদে মগ্ন আছেন—গৃহ ধুমময়, এক এক বার টানের চোটে বাড়ী আলোকময় হইতেছে, থক্ থক্

কাসির শব্দ উঠিতেছে, এমত সময়ে কলহরি জয়হরিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডকেশ্বর অমনি তিড়িং করিয়া লাফিয়া উঠিয়া বলিল—আরে বেটা কলা। তোর চুলের টিকি দেখতে পাইনে কেন রে? তোবেটাকে আজ জবাই করবো। কলহরি বলিল, কলা মিছামিছি ঘুরিয়া বেড়ায় না—কলা একটা হলকে বানান করিয়া আনিয়াছে, এখন তোমরা একে চালাও, কিন্তু বাবা একটু থেমে যুক্ত অক্ষর বরিও যেন আর্ক-ফলার ভয়ে ফেঁসে যায় না। শনিবারের মড়া দোসর চায়, ও আপন দল বাড়াইতে কে না ইচ্ছা করে? পক্ষীরা জয়হরিকে লইয়া তাহার হস্তে নাড়া বাঁধিয়া ওস্তাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে টান টোন ধরণ ধারণ কাটা ছেঁড়া ঢালা সাজা এক মাত্রা দুই মাত্রা শিখাইয়া অবশেষে পূর্ণমাত্রা ধারণ করাইল। তখন মাথায় পাগড়ি ও হইয়া তাহার একটু গুমর বাড়িয়া উঠিল এবং এই বোধ হইল, এত দিনের পরে আমি একজন হইলাম, কিন্তু দলস্থ কয়েকজন প্রাচীন পক্ষী তাঁহাকে অর্দ্ধরথী বলিয়া গণ্য করিত—সময়ে সময়ে তাহারা বলিত, তুমি কিছুদিন কপচাও আজও তোমার টান দোরস্ত হয় নাই। কি লেখাপড়া—কি খেলাধূলা—কি নেসা—কি অঘোরপান্থি—কি দুষ্কর্ম্মে, সকলেতেই মান অপমান বোধ হয়। আমি সর্ব্বোপরি হইব, এ ইচ্ছা প্রায় সকলেরই হয়। এই কারণে জয়হরি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে টানিতে আরম্ভ করিলেন, এক এক টানে কলিকা পটাস্ পটাস্ করিয়া ফাটিতে লাগিল. তখন পক্ষীরা বলিল, হাঁ বাবা এতদিনের পর তুমি এক বিষ্ণু হইলে। পক্ষিদলভুক্ত হইয়া অবধি জয়হরি দিবারাত্রি আড্ডায় পড়িয়া থাকিতেন—পরিবারের কিছুমাত্র তত্ব তাবাস লইতেন না—আপন বিষয় আশয়ের লেখাশুনা ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়া গিয়াছিল—কেবল অহরহঃ নেসা করিয়া ভোঁ হইয়া থাকিতেন। জয়হরি কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিলে যে পরিষ্কার বুদ্ধি ও দৃঢ়রূপে অভীষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণের ক্ষমতা হয় এমত নহে, তজ্জন্য বিশেষ উপদেশ ও অভ্যাসের আবশ্যক। সংসারে নৈরাশ্য, বিষাদ, সন্তাপ, বিয়োগ ইত্যাদি নানা উৎপাত ও আপদ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি তত্তৎ অবস্থায় সুস্থির হইয়া মনঃসংযম করিতে আরো রত হন। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই যে, পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা প্রেরিত, তাহাই মঙ্গল-জনক। কেবল সুখ ও সম্পদে মনের সংযম কখনই হইতে পারে না, বরং বিপরীত হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে বিপদ হইলে মন অধর্ম্মে বিরত হইয়া ধর্ম্মে রত হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এতদবস্থায় এই সকল সংস্কার সত্বেও সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাধ্যানুসারে যত্ন করেন—কর্ম্মের শুভাশুভ ঈশ্বরের হাত, এজন্য নিরাশ বা নিরুদ্যম হওয়া অনুচিত, এইমতে চলেন। জয়হরির দুর্ব্বল মন, সুতরাং যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা সফল না হইলে একে-বারে ঢেউ দেখিয়া না ডুবাইয়া বসিতেন। এইরূপ বারম্বার হওয়াতে তাঁহার উৎসাহ একেবারে গিয়াছিল। এমত ক্ষমতা ছিল না যে অন্যান্য সদুপায় দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূর করেন, এই কারণেই একেবারে নেসার দাস হইয়া পড়িলেন।

(বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায় বড় রূপও। তাহারা সর্ব্বদা কৌতুক ও আমোদ লইয়াই থাকে, আস্ত মানুষকে পাগল করিয়া ছেড়ে দেয়। ন্যাগড়ভমের আকার প্রকার ও স্বভাব

দেখিয়া তাহারা তাহাকে ঘেঁটু বানাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন একজন ঘটককে সাজাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। ঘটক আসিয়া বলিল, সেনজ মহাশয়! বারাকপুরের বলরাম বাবুর একটী অবিবাহিতা কন্তা আছে—বাবুর বিষয় আশয় বিলক্ষণ, আপনি সুপাত্র, এজন্য আপনাকে কন্যাদান করিয়া তিনি আপন পত্নীকে লইয়া কাশী গমন করিবেন। তাঁহার বিষয় আশয় সকলই আপনাকে দেখিতে হইবেক। আগড়ভম বাল্যকালাবধি নেসাখোর ও কুকর্ম্মে রত, এমন হতভাগাকে কে মেয়ে দিবে? কিন্তু তিনি ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র একেবারে লাফিয়া উঠিলেন, ঘটককে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিয়া বলিলেন, ইহাতে আমার অমত নাই, মেয়েটি দেখতে কেমন? ঘটক বলিল, কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না—সেটী স্বর্গের অপ্সরী কি বিদ্যাধরী আমি কিছু বলিতে পারি না। পক্ষিরাজ আহ্লাদে আপন ওষ্ঠ বিস্তীর্ণ করিয়া অন্যান্য দ্বিজোপরি দৃষ্টিপাত করত বলিলেন—তবে ঘটক মহাশয় আমার এক কলম লেখা লইয়া যাউন ও পত্রের দিন স্থির করুন। ঘটক বলিল, মহাশয় গুণের সাগর, আপনার বিদ্যা পরীক্ষা করে এমত কাহার সাধ্য? আমি একেবারেই লগ্নপত্র করিব। ভক্তেশ্বর হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল, ঘটক মহাশয়! এমনি আর একটা সম্বন্ধ আমার জন্য করিবেন। জয়হরি বলিল, এমন রকম একটা দাঁও পাইলে আমিও আর একটী বিয়ে করিতে পারি। অন্যান্য পক্ষীরা ঘটককে গুড়ের গাছ পাইয়া বলিল, কুলাচার্য্য মহাশয়! আমাদিগেরও এই প্রকারে একটা একটা যোড়া গাঁথা করিয়া দিবেন। ঘটক বলিলেন, আপনারা সকলেই সুপাত্র ও দেবরাজতুল্য, বিয়ের ভাবনা কি? কিন্তু একটু স্থির হইতে হইবে, সংপ্রতি একটী মেয়ে উপস্থিত—সেটী কুন্তী অথবা দ্রৌপদী হইলেও সকলের মানস সম্পন্ন হইতে পারিবে না। আগড়ভম বলিলেন, ও কি কথা?—ও মেয়েটি আমি একলা বিয়ে করব, ইহাদিগের জন্য আপনি অন্যান্য সম্বন্ধ দেখুন। পরে ঘটক উঠিয়া বলিলেন, এক্ষণে গমন করি—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব, কিন্তু ভবিতব্যতাই মূল, প্রজাপতি যাহা নিবন্ধন করিয়াছেন তাহাই ঘটিবে।

এদিকে পক্ষিরাজ ডাকযোগে এক পত্র পাইয়া আহ্লাদে মগ্ন হইলেন। ঐ পত্র শ্রীমতী ভুবনময়ীর স্বাক্ষরিত। যে প্রকার রুক্মিনী শ্রীকৃষ্ণকে আপন গলিত অঞ্জনে প্রেমার্দ্রচিত্তে লিখিয়াছিলেন, সেই প্রকারে ঐ লিপি বিরচিত। ভুবনময়ী লিখিতেছেন—হে আগড়ভম! তোমার রূপ যৌবন গুণ ঐশ্বর্য্য জগতে বিদিত—কোন্ অঙ্গনা তাহা শ্রবণ করিয়া মোহিত না হয়? আমার বাল্যাবস্থায় পতিবিয়োগ হইয়াছে, যদিও শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান মুখ্য কল্প, কিন্তু মতান্তরে বিধবা বিবাহের নিষেধ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবল ও পরাশরের বচন অনুসারে পুনরায় পতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুকালাবধি সুপাত্র অন্বেষণ করিতেছি—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ দ্রাবিড় পর্য্যন্ত তত্ত্ব করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু আপন তুল্য সুপাত্র চক্ষেও দেখি নাই, কাণেও শুনি নাই—পুস্তকেও পড়ি নাই, ধ্যানেও পাই নাই—তোমা ভিন্ন আর কাহাকে মাল্য প্রদান করিতে পারি? আমার অসংখ্য ধন আছে—আমি অমুকের কন্যা, কেবল মাতা বর্ত্তমান, আমার বিষয় আশয় রক্ষা করিবার কর্ত্তা নাই, এক দিবস নন্দনবাগানের টোলের নিকট আসিলে সাক্ষাতে সকল কথা

বলিব, নতুবা প্রত্যুত্তর পাইলে আমার সহচরী রত্নমালাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। পক্ষিরাজ উক্ত লিপি পড়িয়া লোভভরে ও উদ্বাহ বাসনায় ডগমগ হইয়া বিরল স্থানে গিয়া বসিলেন, এবং বিগলিত নয়ন বিলোলিত রসনা-যুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন—আমার কি এত রূপ—এত গুণ—তবে তো আমি আত্মবিস্মৃত—তবে তো আমি অঞ্জনাপুত্র—কি আশ্চর্য্য! বিধবাবিবাহে কি দোষ?—এখন কি করি?—কোন মেয়েটিকে বিয়ে করি?—একটা কি ভক্তাকে দিব? না—ও কি আমার কুলের পুরুত? আমি দুটো মেয়েকেই বিয়ে করে সব শালাকে কলা দেখাইয়া ডেং ডেং করিয়া চলে যাব। যাহা হউক, শেষ দশাটায় কপালে খুব সুখ ছিল—এক পক্ষ বারাকপুরে থাকিব—এক পক্ষ নন্দনবাগানে থাকিব—ঐ দুই স্থান আমার বৈকুণ্ঠধাম হইবে। যদিও দুই পক্ষে দুই স্থানে বাস করিব, কিন্তু কোন পক্ষেই আমার অমাবস্যা হইবে না—আমার দুই পক্ষেই শুক্লপক্ষ—বারমাস বসন্ত—)

সুখের ভ্রমর গুন গুন রব করিবে—কোকিল কুহু কুহু করিবে—মলয় পবন সুমধুর বহিবে—ফুলে র আতর ও গোলাপের ছড়াছড়ি হইবে—দিন রাত্রিতে হাজার হাজার টান মারিব, ছেলেরা বাবা বাবা করিয়া বুকের উপর ঝাঁপিয়া উঠিবে—এখন বিয়ে দুটা হলে হয়। এই সময়ে "ওমা সিংহ দিয়া অসুর কামড়ানী—ভক্তফোস ধরণী" এই গান পক্ষীরা চীৎকার করিয়া ধরিল। এদিকে ভক্তেশ্বর ...জের নিকট আসিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—কি বাবা, আজ যে তোমাকে পরমহংস দেখছি? পক্ষিরাজের চমক ভাঙ্গিয়া, চল চল বলিতে বলিতে চিঠিখানি বালিসের নীচে গুঁজিয়া রাখিলেন।

ও কি আমাকে দেখও বলিয়া ......ঝুঁকে পড়িল, পক্ষিরাজ বালিশের উপর একেবারে শুয়ে পড়িলেন—সাক্ষাৎ সুমেরু পর্ব্বত—কাহার সাধ্য তাহাকে নাড়ে।

(পরদিবস ঘটক উপস্থিত হইলে পক্ষিরাজ প্রাণপণে আপন শরীরকে নত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু স্বীয় ভর সামালতে না পারাতে একেবারে হুমড়িয়া পড়িয়া গেলেন। হাঁ হাঁ—বর পড়িল—বর পড়িল পড়িল—এই বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। পক্ষিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশার্থ কোঁচার কাপড় দিয়া গোঁফ ভুরু নাক ও মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। ঘটক বলিল আগামী মাসের পোনেরই উত্তম দিন, অতএব ঐ দিবসে একেবারে লগ্নপত্র হইবে—আমার আজ অনেক বরাৎ আছে, এক্ষণে উঠিলাম। আর আর পক্ষীরা বলিল, মহাশয়! এর তো হল, আমাদের বিষয় ভুলবেন না। ঘটক বলিল আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, এমন চাঁদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিব?

ঘটক গমন করিলে পক্ষিরাজ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতেছেন—বারাকপুরণী তো আমার হলেন, এখন নন্দনবাগানীকে কেমন করে পাই। যে পর্য্যন্ত চক্ষুঃ কর্ণের বিবাদ না ঘুচিয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সাতিশয় অস্থির হইতেছি। হায়! আমার চিত্ররেখা নাই, কে তাঁহাদিগের প্রতি-মূর্ত্তি লিখিয়া দেখায়? বারাকপুরে এক্ষণে যাইতে পারি না, নন্দনবাগানে আজ সন্ধ্যার অগ্রে যাইব।

প্রবৃত্তিই মূল, আর আশা বলবৎ হইলে কি না হইতে পারে? পক্ষিরাজের মন ব্যাকুল—কেবল সূর্য্য অবলোকন করিতেছেন, বেলা

অন্তঃকরণে অবসাদ হয়, এক এক বার ইচ্ছা হয় রাবণের ন্যায় দিবাকরকে অস্ত যাইতে আজ্ঞা দেন। অন্যান্য পক্ষীয়া খুব স্ফূর্তি করিতেছে, কিন্তু তিনি অতি নরম ভাবে এক এক টান মারিতেছেন ও পাছে চক্ষের ভাবে মনের ভাব প্রকাশ হয় এজন্য নয়ন মুদিত করিয়া আছেন, অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রাণ-ঠাণ্ডা প্রকরণে কিছুই আদর করিতেছেন না। ক্ষণেক কাল পর দ্বিজ সকল নানা প্রকার মাদকতায় মত্ত হইয়া ভানা ভাজিয়া পড়িলেন। পক্ষিরাজ আস্তে আস্তে উঠিয়া চাদর খানা মস্তকে উষ্ণিষ করিয়া বাঁধিয়া একটু আতর লেপন করিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে নন্দনবাগানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ হইতেছিল, পক্ষিরাজের মনে উদয় হইল, যেন ভুবনময়ী ঐ—জানালায় বসিয়া বদনের বসন খুলিয়া সুধাংশু তুল্য হাস্য করিতেছেন। টোলের প্রান্তভাগে একজন শাঁখা হাতে ছিপি করা কাপড় পরা প্রাচীনা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, সে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, সেনজ মহাশয়! এত বিলম্ব কেন? আমার নাম রত্নমালা। পক্ষিরাজ থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, আমার ভুবনময়ী তো ভাল আছেন? রত্নমালা বলিল, ভাল আর কই? তোমাকে দেখলেই ভাল হবেন। অমনি পক্ষিরাজ সজল নয়নে বলিলেন, ভুবনময়ীকে গিয়া বল তাঁহার চিহ্নিত দাস আসিয়া চাতকের ন্যায় চাহিয়া আছে, সন্দর্শন-বারি প্রদানপূর্ব্বক কিঙ্করের তাপিত মনকে শীতল করুন। ওগো রত্নমালা! যদি এ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হয়, তবে তোমাকে রত্নমালা দিব। সহচরী বলিল, আপনি স্থির হইয়া ঐ জানালার নীচে বসুন, আমি সেই স্থির বিদ্যুল্লতাকে আনিয়া দেখাই। এই বলিয়া রত্নমালা প্রস্থান করিল। এদিকে পক্ষিরাজ শয্যাকণ্টকীর ন্যায় অস্থির চিত্ত বসিয়া রহিলেন। ক্রমে এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা গত হইল, কাহারো দেখা নাই—যাবতীয় অপরিষ্কার স্থানের মশা ও ডাঁশ গায়ে বসিতেছে—তিনি দুই হাত দিয়া পা ও পিট চাপড়াইতেছেন। কাহার উচ্চ বার্ত্তা নাই—কেবল শৃগাল ও কুকুরগুলা এক এক বার ডাকিতেছে ও নিকটস্থ কলুর ঘানি কাঁ কাঁ করিয়া শব্দায়মান হইতেছে। পক্ষিরাজের মন সাতিশয় বিচলিত হওয়াতে গাধা রাগে "কেন আমারে বারে বারে বল তুমি তাঁর" এই টপ্পা বিষাদে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে জানালার উপর দিয়া টিকাগোলা আলকাতরা কালি চূণ তাঁহার মস্তকে ছর ছর করিয়া পড়িল। পক্ষিরাজ অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া একি একি বলিয়া উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া গেল ও গা মাথা আলকাতরায় চট চট করিতে লাগিল। মত্ততার এমনি গুণ যে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখে না, পক্ষিরাজের বিবেচনা হইল, উপস্থিত কর্ম্ম শব-সাধনের ন্যায়, প্রথমে ভয় প্রদর্শন—চরমে ইষ্ট লাভ হয়। এরূপ কর্ম্মে যে যে মহাত্মা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার অগ্রে সুখ হইয়াছে? ফরহদ শিরির জন্য কি না করিয়াছিল? লৈলার জন্য মজনুর জ্ঞান ছিল না—তাহার মাথায় কাকে বাসা করিয়া ডিম পাড়িয়া ছানা করিয়াছিল—তথাপি তাহার চেতনা হয় নাই। স্বয়ং মহাদেব কৈলাস ত্যাগ করিয়া কুচনি পাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে মনকে সান্ত্বনা দিতেছেন, ইতিমধ্যে এক ধামা সিমুল তুলা ও চাউলের কুঁড়া মাথায় গায়ে পড়িয়া আলকাতরার সহিত একেবারে লিপ্ত

হইয়া গেল, তখন আগড়ভম ভোম্ হইয়া স্বীয় শরীর ও জানালার প্রতি এক এক বার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু এক প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল দূর থেকে খিল খিল হাসির শব্দ হইতেছিল। পক্ষিরাজ আস্তে আস্তে উঠিয়া রত্নমালা—রত্নমালা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। নিকটে বাঞ্ছারাম নামে এক মাগী কেসো রুগী থাকিত, তাঁহার একটু তন্দ্রা হইতেছিল, পক্ষিরাজের হেঁড়ে গলার শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে বিরক্ত হইয়া বলিল—আ মর! তুই বেটা কেরে! এখানে রত্নমালা কোথায়? আমার কানাচে কেন গোল কচ্চিস? মরতে কি আর জায়গা পাস্‌নে? পক্ষিরাজ নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছেন, এদিকে ডক্কেশ্বর হাহা করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কৌতুক ভাবে বলিল—এ কি বরের শয্যা না কি—বিয়ে হল কি? বাবা! ভাল ডুবে জল খাচ্চ—তোমার পেটে এত বিদ্যা? বালিশের নীচে চিঠি পড়ে হদ্দ হয়েছি। পক্ষিরাজ অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া ডক্কেশ্বরের হাত ধরিয়া অধোবদনে নিজালয়ে চলিলেন। রাস্তায় দোধারি লোক বলিতে লাগিল, ওরে ভাই দেখসে আয়। একটা ধূম্রলোচন ও চিমাই মোড়ল চলে যাচ্চে। ডক্কেশ্বর পক্ষিরাজের দুর্গতিতে মনে মনে তুষ্ট হইয়া মৌখিক ভাবে বলিলেন—সেনজ! বড় উদ্বিগ্ন হইও না—বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি—ভুবনময়ী তোমার মন বুঝে দেখছেন—যে প্রকার তাঁহার লিপি, তাহাতে একবার আঁখির মিলন হইলেই দুই মন লোহা ও চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় একেবারে লেগে যাবে—এই বলিয়া "কলা বউকে জ্বালা দিও না, গণেশের মা" এই গান গাইতে গাইতে চলিতেছেন। পরদিন বৈকালে ঘটক আসিয়া উপস্থিত, অমনি পক্ষিরাজ কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মস্তকে ধারণ করত কহিলেন, মহাশয়! কন্যা কি পত্র হবে? ঘটক একটু বদন বিকট করিয়া বলিলেন, বাবু একটা গোলযোগ হইয়াছে—পরম্পরায় শুনা যাইতেছে আপনি ধনলোভে আসক্ত হইয়া একজন বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা হইলে আমি এ কর্ম্মে হাত দিব না—এ পর্য্যন্ত ও কথা বলরাম বাবুর কর্ণগোচর হয় নাই। পক্ষিরাজ জড়সড় হইয়া জিব কাটিয়া বলিলেন—মহাশয়, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? ভদ্র ঘরে এ সব কর্ম্ম কখনই হইতে পারে না, আমার কুলশীল তো আপনি সকলই অবগত আছেন—আমি লাউসেনের পৌত্র—আর অধিক কি বলিব? ঘটক বলিলেন, তবে ভাল! কিন্তু জানি কি? তুমি সুপুরুষ—জোর কপালে, ধনের গাঁদি লাগা। দেখে পাছে তোমার ধাঁধা লেগে যায়—সে যাহা হউক, বাবু তোমার গায়ে কি? কই কি—কই কি—বলিয়া পক্ষিরাজ তুলাগুলা রগড়িয়া ফেলিতেছেন ও ভাবিতেছেন, কি বলি? সকলে উপস্থিতবক্তা হয় না ও মিথ্যা সাজান বড় হুজুরি। এদিকে ডক্কেশ্বর হা হা করিয়া হাস্য করিতেছে—পক্ষিরাজ তাঁহার ঘরের ঢেঁকি কুমীরের হাসিতে ত্যক্ত হইয়া বদন ও নয়ন ভঙ্গিতে নিবারণ করত বলিলেন—ঘটক মহাশয়, কাল রাত্রে একটা বাতশ্লেষ্মা বেদনা হইয়াছিল, এরণ্ড তৈল ও তুলা দেওয়াতে অনেক বিশেষ হইয়াছে। ঘটক বলিলেন, বাবু! বায়ু প্রবল হইলে তাহার ঔষধই এই—এক্ষণে বারাকপুরে চলিলাম, কন্যা লগ্নপত্র হইবে। ঘটককে উঠিতে দেখিয়া অন্যান্য পক্ষীরা বলিল, মহাশয়! আমাদিগের বিষয় ভুলিবেন না—আমরা আপনার গলার দড়ি। ঘটক প্রত্যুত্তর করিলেন,

এত দড়ি হইলে আমাকে ত্বরায় কলসী ভব করিতে হইবে; আপনারা একটু স্থির হউন—বিবাহের শিলাবৃষ্টি করিব—তোমাদিগের দেখিলে বোধ হয় আকাশে আর নক্ষত্র নাই। এমন সব সোণার চাঁদকে কত লোকে পায় ধরিয়া মেয়ে দিতে পারিলে বাপের সঙ্গে বর্ত্তে যাবে।

পক্ষিরাজ ভাবি সুখে মন মগ্ন করিয়া একলা বসিয়া আছেন, এমত সময়ে এক খান পত্র আসিয়া উপস্থিত—লিপির শিরোনামা দেখিবা-মাত্র তিনি কম্পিত হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক চারিদিকে দৃষ্টিপাত করত মস্তক নত করিয়া বক্ষের নিকট তুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ পত্র ভুবনময়ীর স্বাক্ষিত। তিনি লিখিতেছেন—"তব দর্শনার্থ সমস্ত রাত্রি জানালার নিকট বসিয়া অতি অসুখে কালক্ষেপ করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া আছি। রত্নমালাকে টোলের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই সমাচার পাই না, অদ্য অবশ্য অবশ্য আসিবে—অনেক কথা আছে"। দুই তিন বার পত্র পড়িয়া পক্ষিরাজের মনে হইল পক্ষিরাজ হইয়া তখনি গমন করেন, কিন্তু সে সময় ঐ বিষয়টি গোপন রাখিবার জন্য স্বীয় মন ও পদদ্বয়কে ক্ষণেক কাল বন্ধন করিয়া রাখিতে হইল। যদিও দুই পা শরীরের ভরে চলৎ শক্তি রহিত হইল, তথাচ মন কোন প্রকারে প্রবোধ মানিল না—তপ্ত ভাতের হাঁড়ির ন্যায় টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল ও সর্ব্বদাই এই বোধ হইতে লাগিল, যেন নন্দনবাগান ঐ—গগণমণ্ডলে নবাভ্রবেষ্টিত শশধর ঐ প্রকাশ হইতেছে—ঐ রত্নমালা দাঁড়াইয়া সুমধুর বাণী বলিতেছে—ঐ ভুবনময়ী অলঙ্কৃত হইয়া হাস্যান্বিত বদন বিকশিত করিতেছেন। এক এক বার মনে হইতেছে—এ বন্ধন হইলে বারাকপুরের নিবন্ধন পাছে ফেঁসে যায়, কিন্তু লোভের প্রাবল্য হেতু বুদ্ধি অস্থির হইতেছে, কোন্ দিক অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কিছুই স্থির হইতেছে না। বিধবা বিবাহ করিয়া কি প্রকারে পরিপাক পাইবে, এ ভয় এক এক বার হইতেছে, অমনি উপায়ও উপস্থিত হইতেছে যে, অস্বীকার করিলেই সব দোষ ঢেকে যাইবে!

সন্ধ্যা না হইতে হইতে পক্ষিরাজ নন্দন-বাগানে যাইয়া উপস্থিত। রত্নমালাকে দেখিয়া সজল নয়নে স্বীয় দুর্গতি ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন ফিরে আইলে না? সহচরী আ মরি আহা আহা করিয়া বলিল—আমার মুখে ছাই, সে কথা আর কি বলিব! পথে যাইতে যাইতে আমার পেটের পীড়া হইয়াছিল, সেজন্য ফিরে আসিতে পারি নাই—সে যাহা হউক, আজি পাড়ি জমিয়ে দিব—আমি আগু আগু যাই, তুমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। এই বলিয়া রত্নমালা ধুমাবতীর ন্যায় চলিল। যদিও কাকধ্বজরথ ও কুলা সঙ্গে ছিল না, তথাচ তাহার হাঁ দেখিলে বোধ হইত বিশ্ব খাইতে উদ্যত হইয়াছে? পক্ষিরাজ হৃষ্টচিত্তে থপ থপ করিয়া ধাবমান হইয়াছেন। ক্ষণেক কালের পর একটি ভগ্ন বাড়ীতে পৌছিলেন, সেখানে জনমানবের শব্দ নাই, কেবল কতক গুলা গোলা ও গেরওবাজ পায়রা বক বকম বকম শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি-তেছে ও রাশি রাশি আরসুলা ছিন্নপক্ষ অহঙ্কারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর লইয়া সহচরী কানে কানে বলিল—তুমি এইখানে একটু বইস, আমি সমাচার দি। পক্ষিরাজ করযোড় করিয়া বলিলেন—অগো! একটু শীঘ্র আইস—আমাকে যেন ধড়ফড়াতে না হয়। সহচরী বলিল, আমি এসুম বলে তুমি একটু স্থির হও। পক্ষিরাজ আষাঢ়ীয় বেলার ন্যায় আশা প্রাপ্ত হইয়া ভাবী সুখের ডাঁশা

অবলম্বনে কেশ ভুরু গোঁফ সুচারু করত স্বীয় শরীরের লাবণ্য এক এক বার কটাক্ষ করিতেছেন ও নিজ আকর্ষণীয় রূপ মন্দ হাস্য বদনে ক্রীড়া করিতেছেন, আর এক এক বার চঞ্চল হইয়া কলেবর ঈষদুত্তোলনপূর্ব্বক উঁকি মারিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, একবার দেখা হইলেই বলিব "দেহি পদপল্লব মুদারং"। কই রত্নমালা—কোথায় গেল, এখনও যে দেখা নাই। এই বলিতে বলিতে রত্নমালা একখানা নাটকানের রং করা কাপড় হস্তে করিয়া অতিশয় দ্রুতভাবে উগ্রচণ্ডীর স্বরূপ আসিয়া বলিল—ওগো সেনজ! বড় বিপদ—ভুবনময়ীর মামা কেমন করে এ কথা শুনিয়া একটা মস্ত ঠেঙ্গা হাতে করিয়া আসিয়া বড় ধূম করিতেছে, তোমাকে দেখ্‌তে পেলে একেবারে হাড় চূর্ণ করিয়া দেবে। এখন যদি বাঁচতে চাও ত এই কাপড়খানা পড়িয়া মেয়েমানুষদের বেশে খিড়কি দ্বার দিয়া পলাও। ইহা শুনিয়া পক্ষিরাজের হরিষে বিষাদ হইয়া যেন দুর্য্যোধনের ন্যায় মৃতবৎ হইলেন। পরে আস্তে আস্তে উঠিয়া সহচরীর আনীত শাড়ী পরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইলেন। রত্নমালা আপন হাত হইতে দুই গাছা পিতলের মর্দ্দানা তাঁহার হাতে পরাইয়া অঞ্চল ও মাথার কাপড় ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। খিড়কি দ্বারের আয়তন অল্প, এ কারণ নির্গত হইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—বিস্তর কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া আঁস্তাকুড় ও কাঁটাবন দিয়া যাইতে যাইতে পক্ষিরাজের মনে হইল, মরি তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাঁটাবন দিয়া গমন করা ততোধিক ক্লেশ। কিঞ্চিৎ কাল পরে সরে রাস্তার উপর আসিলে রত্নমালাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ রূপসি কেগো? সহচরী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল, ইনি আমরা ব্যান। বেস, বেস! জুতা পায়ে কেন? এরা রাঢ়দেশের মেয়ে, জুতা পরিয়া থাকে। এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে ঘটক মহাশয় আসিয়া পক্ষিরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অমনি পক্ষিরাজ জুতাজোড়া রাস্তায় ত্যাগ করিয়া ঘোম্‌টা একটু টানিয়া দিয়া ল্যাগব্যাগ ল্যাগব্যাগ করিতে করিতে নিকটস্থ একটা মুদির দোকানে প্রবেশ করিলেন; মুদি কাজ্‌লা চাউলের ভাত ও পায়রাচাঁদা মাছের চড়চড়ি দিয়া আহার করিতেছিল, হঠাৎ অদ্ভুত আকার দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—কেগো তুমি—কেগো তুমি? পক্ষিরাজ হাত ও চক্ষের ভঙ্গি দ্বারা তাহাকে চুপ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু বস্ত্র অতি ফিন্‌ফিনে ও নিকটে প্রদীপ জ্বলতেছিল, এজন্য গোঁপ একেবারে দেদীপ্যমান হইল। যদিও তিনি গোঁপের উপর হাত রাখিয়া ভূরি ভূরি ও ভূয়োভূয়ঃ সঙ্কেত করিলেন, কিন্তু মুদি বলিল—তোমাকে দেখে আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি দোকান থেকে বাহির না হইলে আমি এখনি চৌকিদারকে ডাকিব। এ দিকে বাগবাজারের নব্য দল মশাল জ্বালাইয়া নিশান তুলিয়া ঢোল বাজাইতে বাজাইতে "বৌ আস্তে গেছে তারা ঘরে নাই গো" এই গান গাইতে গাইতে দোকানের নিকট আসিয়া উপস্থিত। পক্ষিরাজ দেখিলেন বিপদ সমূহ—ঘটক মহাশয় চাপাহাসি বদনে গলা খাঁকারি দিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেনজ মহাশয়, ব্যাপারটা কি? ওদিক থেকে ডঙ্কেশ্বর সকল পক্ষীকে লইয়া হাহা হাহা হাস্য করিতে করিতে বলিল, একি মহাদেবের মোহিনী বেশ নাকি? বাবু ডুবে খুব জল খেলে, এখন যাদের মড়া তাদের কাছে এস, এই বলিয়া পক্ষিরাজের হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। পশ্চাৎ থেকে

ঢুওর গর্‌রা—হাত্‌তালির চোট—ঢোলের চাটি ও গানের গলাবাজিতে চতুর্দ্দিক কম্পমান হইতে লাগিল। ঘটক দৌড়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —তবে লগ্ন-পত্র কি কাল হবে? ডক্কেশ্বর বলিলেন, একেবারে কলসী কাচা ধঞ্চে ও স্ঁদরি কাষ্ঠের সহিত হবে। পক্ষিরাজ বাটীর নেক্‌টা-নেক্‌টি হইয়া রাগ না সম্বরণ করিতে পারিয়া হুমকে ফিরিয়া বলিলেন—বিট্‌লে বামুন, তোর এই কর্ম্ম—র রে বেটা তোর মাথা ভাঙ্গব—তুই জানিস নে আমি লাউসেনের পৌত্র। ঘটক বলিলেন—বেটা তুই যা—আমিও কুমড়ো শর্ম্মার দৌহিত্র।)

প্রায় সকলে মনে মনে বোধ করে আমি বড় বুদ্ধিমান; নির্বুদ্ধিতা প্রচার হইলে অহঙ্কারের খর্ব্বতা হয়, তাহাতে মহা অসুখ হইয়া থাকে। পক্ষিরাজ কিছুদিন ম্লানভাবে থাকিলেন, পরে তাঁহার ও দলস্থ সকলের অতিশয় অনাটন হওয়াতে গাঁতের মাল কিনিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ দশ দিন করিতে করিতে এক দিন ধৃত হইয়া বিচারান্তে সকলের সাজা হুকুম হইল। যৎকালীন আদালত হইতে তাঁহারা জেলে যান, তৎকালীন্ যে প্রাচীন ব্যক্তির সহিত জয়হরির হেদোতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন—জয়হরিকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু একি? তখন জয়হরির একটু চেতনা হইয়াছে, আপন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। প্রাচীন বলিলেন, বাবা! এক্ষণে উপায় নাই, লোকে সঙ্গ অথবা কর্ম্মদোষেই মজে যায়, এটা সর্ব্বদা স্মরণ না থাকিলে ভারি বিপদ ঘটে—এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তুমি খালাস হইয়া সাধুসঙ্গ করিও এবং মনে রাখিও যে কুসঙ্গ ও নেসাতেই সর্ব্বনাশ।

৪। জাতি মারিবার মন্ত্রণা।

কলিকাতায় শনিবারকে কোন কোন বাবু মধুর শনিবার ও কোন কোন বাবু সোণার শনিবার বলিয়া থাকেন, কারণ শনিবার রাত্রে নানাপ্রকার আয়েস, মজা ও চোহেল হয়। গত শনিবারে ভবশঙ্কর বাবু কুটীর কর্ম্ম আস্তে ব্যস্তে শেষ করিয়া আসিয়া নিজ বাটীর বৈঠকখানায় বসিলেন! সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাবুর পারিষদগণ প্রেমচাঁদ দত্ত, দিগম্বর বাচস্পতি ও হলধর গোস্বামী উপস্থিত হইলেন।

ভবশঙ্কর। (তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবোলার নল ভড়র ভড়র টানিতেছিলেন, পারিষদ্‌দিগকে দেখিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন)—এত বিলম্ব কেন? অদ্য শনিবার—তোমরা কি ঘুমাইয়াছিলে?—অরে বলা—বলা—বলা!

বলরাম চাকর। এজ্ঞে—এজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। আরে বেটা! পাঁচ ডাকের পর আজ্ঞে—নীচে গিয়া দেখদেখি হানপে আসিয়াছে কি না? আর চার পাঁচ বোতল ব্রাণ্ডি ও বরফ শীঘ্র আন।

বলরাম। হানিপ ঝূড়ি ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর মোশাই কাল বলেছিলি যে হানিপ দাড়ি কামায়ে মালা পরে এস্‌বে—সে সব করেছে—এজ তাকে গোঁসাই গোবিন্দের মত দেখাচ্চে।

ভবশঙ্কর। তবে তাকে আস্তে আস্তে আসিতে বল্, আর তুই বোতল টোতল গুলা এনে দিয়া দোয়ার ভেজাইয়া দাঁড়া। যে আসিবে তাকে বলবি আমার বড় মাথা ধরেছে —বুঝলি?

বলরাম। এজ্ঞে।

হানিপ টিপ • টিপি বৈঠকখানার ভিতর যাইয়া নানাবিধ মাংসের কাবাব, ব্যঞ্জন ও পোলাও ও রুটি উপস্থিত করিয়া দিল এবং চতুর্দ্দিকে ছুরি কাঁটা ও কাঁচের বাসন ও গ্লাস সাজান হইল।

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা! আসুন, ঠাকুরদিগের ভোগ দেওয়া যাউক।

বাচস্পতি। ওহে ভাই! একবার কোশা কুশীটা নেড়ে এলে ভাল হয় না? আমি এ সকল কিছুই মানি না, কিন্তু কি করি—যেখানে যেমন—সেখানে তেমন।

গোস্বামী। আমি ও কোশা কুশী গঙ্গায় টেনে ফেলেছি, কিন্তু স্থানবিশেষে বুঝে চলি। খড়দহ প্রভৃতি স্থানে গেলে তিলক করি ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আবার তেমন তেমন জায়গায় গিয়া রক্তচন্দনের ফোঁটা করি ও দুর্গা দুর্গা জপি, কোন কোন স্থানে নাস্তিকতা প্রকাশ করি। আমি সকলকে তুষ্ট রাখি—আমার কুহক কেহই বুঝিতে পারে না।

প্রেমচাঁদ। এই তো বটে—বুদ্ধিমান পুরুষ আর কাহাকে বলে? কিন্তু এক্ষণে তো কেহ নাই, তবে সায়ং সন্ধ্যা করিবার আবশ্যক কি?

ভবশঙ্কর। প্রথমে বরফ দিয়া কিছু কিছু পাকা মাল খাও।

পরে প্রত্যেকে তিন চারি গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া মাংসাদি ভোজন করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি। ওহে ভাই সকল—যে শীতল দ্রব্য পান করিলাম ইহা ভুলিবার নয়। চিনির পানা, মিছরির পানার মুখে ঝাঁটা মারি। এ সামগ্রী পেটে গেলে পুত্রশোক নিবারণ হয়।

বলরাম। মোশাই পূজরি বামুন এসেনি—মা ঠাকরুণ বল্লে সে বাচস্পপতি গিয়া ঠাকুরের আরতি করুক।

বাচস্পতি। সর্ব্বনাশ! ব্রাণ্ডি আমার মাথায় উঠিয়াছে—আমি দাঁড়াইতে পারি না। তুই বল্গে যা—আমি সায়ং সন্ধ্যা করিতেছি, সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, মিঠাই-ওয়ালার দোকানে এক জন ব্রাহ্মণ আছে, তাকে লয়ে কর্ম্ম শেষ করিয়া দিগে।

ভবশঙ্কর। রাম—বাঁচলুম! কৌশলে বাচস্পতি দাদা বৃহস্পতি।

বাচস্পতি। এক্ষণে সকলে মন দিয়া আমার একটা কথা শুন। হরিনাথ দত্ত ইংরাজ-দিগের সহিত প্রকাশ্যরূপে খানা খান, বাইবেল পড়েন, ক্রিষ্টিয়েন কি না তাহা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু আচার ব্যবহার সাহেবদিগের ন্যায়। তাঁহার ভগিনীর বিবাহে যে যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাবুর দলে রাখা উচিত হয় না।

অন্য দুই পারিষদ। তার সন্দেহ কি? হরিনাথ দত্ত বেটা কি হিন্দু? আরে বেটা অখাদ্য খাবি, ঘরে বসে খা, কেহ জিজ্ঞাসা কর্লে অস্বীকার কর্—ইংরাজদিগের সঙ্গে প্রকাশ্য-রূপে আহার করিয়া জাতি মজাইবার কি আবশ্যক? সে বেটা যেমন ধাষ্টেমো করে, তেমনি তাহার সমুচিত দণ্ড করা কর্ত্তব্য। তাহার নিমন্ত্রণে যে যে ব্যক্তি গিয়াছিল, তাহা-দিগকে দল হইতে দূর করা উচিত।

ভবশঙ্কর। কিন্তু হরিনাথ দত্ত দেনা পাওনায় ও অন্যান্য ব্যবহারে অতি ভদ্র।

বাচস্পতি। আরে সে বেটার আদৌ হিন্দুয়ানিই নাই, ভদ্রতা কি প্রকারে হইবে?

ভবশঙ্কর। তবে আমি আমাদের দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া ত্বরায় বৈঠক করিব।

বাচস্পতি। অবশ্য—অবশ্য, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্ব্বদাই করিতে হইবেক। আপনকার পিতৃ পিতামহ পুণ্যবান ছিলেন। তাঁহাদিগের দেবালয় দ্বাদশ মন্দির অতিথিশালা ঘাট ও অন্যান্য সৎ কর্ম্মদ্বারা আপনার বংশ ধন্য হইয়াছে। হিন্দুয়ানি যাহাতে ভ্রষ্ট হয় এমত করিবেন না। উদযোগী হউন ও পাপের দণ্ড করুন।

ভবশঙ্কর! আমি অবশ্য যত্নবান হইব—এক্ষণে আর একটু একটু কুক্কুটের মাংস আহার কর—তোমাদের যে কিছু খাওয়াই হইল না?

বাচস্পতি। কুক্কুটের মাংস অতি উপাদেয় মনু বিধি দেন যে বনকুক্কুট আমাদিগের খাদ্য। পূর্ব্বে ঋষিরা গোমেধ করিতেন—বরাহের মাংসাদিতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইত। যদ্যপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পশু আমাদিগের উদরস্থ হইত, দ্বিপদ পক্ষী এক্ষণে কেন অখাদ্য হইবে?

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা! একটু পায়ের ধুলা দেও—তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু, তোমার বালাই লইয়া মরি।

গোস্বামী। আমি আর একটু মদ্য পান করিব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদ্য পান করিতেন। মাংসটা আহার করিতে বড় রুচি হইতেছে না। হানপে বেটা জুতা পায়ে দিয়া আনিয়াছে। সে দিবস উইলসনের হোটেলে যে মাংস খাইয়াছিলাম, সে বড় উপাদেয়।

প্রেমচাঁদ। তবে তুমিও প্রকাশ্যরূপে আহার কর না কি?

গোস্বামী। হাঁ বাবা, আমি কি কাঁচা ছেলে। মুখে চক্ষে কাপড় মুড়ি দিয়া এমন এমন কর্ম্ম শেষ করিয়া আসিয়াছি যে কাক পক্ষী টের পায় নাই।

প্রেমচাঁদ। তবে ভাল—দেখ যেন ধরা পড়ে মজো না—ভবশঙ্কর বাবু বৈঠক করিলে হরিনাথ দত্ত বেটাকে মনের সাধে জব্দ করিব। আমি স্বয়ং গিয়া বক্তৃতা করিয়া ঐ বেটার বাটীতে যে যে গিয়াছিল তাহাদিগের সকলের জাতি মারিব। আমার গলাটা শুকিয়ে উঠিতেছে আর একটু মদ দেও, খাই। আজ রাত্রে আমার বাটী যাওয়া হইবেক না। মুখে কাপড় মুড়ি দিয়া গলির ভিতর দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছি আমিই জানি। এখানে মুড়ি শুড়ি দিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব—তাহার পর দেখিব হিন্দুয়ানি থাকে কি না—বাচস্পতি মহাশয়! কালেতে সব ধর্ম্ম নষ্ট হইল। হায়, হায় হায়! আফশোষ রাখিবার স্থান নাই।

বাচস্পতি। কেন হে বাপু ব্যাপারটা কি? বাটী যাইবে না কেন? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হইয়াছে না কি?

প্রেমচাঁদ। না মহাশয়—বাজারের মহাজনের নিকট হইতে জিনিস লইয়া ব্যবসা করিয়াছিলাম, টাকা হাতে আছে কিন্তু দিব না। বিষয় আশয় যাহা করিয়াছি তাহাতে পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়া দোল দুর্গোৎসব করিয়া সুখে কাল কাটাইব। সকল বিষয় বিনামি করিয়াছি কাহাকেও এক পয়সা দিব না, এ জন্য আমার নামে গেরেপ্তারি হইয়াছে, কি জানি ধরা পড়িলে জেলে যেতে হইবে।

বাচস্পতি। তা বটে তো—এ বাটী সে বাটী এক—স্বচ্ছন্দে থাক—হানি কি? আর কিছুকাল লুকিয়া থাকিলে গেরেপ্তারি কেটে যাবে। তার পর খুব বড় মানুষি করিয়া সব বেটাকে কানা করিয়া দেও। হাতে টাকা থাকিলে সকলকে পাবে!—"অর্থস্য পুরুষো দাসঃ"—পুরুষ অর্থের দাস!

গোস্বামী। স্বরে বলা! আর একটা বোতল খোল—আমার গলা শুকিয়ে উঠিতেছে।

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চারি জনায় ক্রমে ক্রমে এত মদ্য পান করিলেন যে সকলেই বেহুঁস ও ভোঁ হইলেন বাচস্পতি কলিকা হইতে দুই তিন খানা টীকা লইয়া বাতাসা বোধে কচ মচ করিয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, হায়! কলিতে হিন্দুয়ানির সঙ্গে বাতাসার মিষ্টতাও গেল।

প্রেমচাঁদ। দেখো, বৈঠকটা যেন রবিবারে হয়, তা না হইলে আমার আসা ভার।

বাচস্পতি। তুমি না থাকিলে বক্তৃতা কে করে? তোমার তুল্য কৌশলী বক্তা কে আছে? বাবা হিন্দুয়ানি যেন যায় না—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগানন্তর) "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানি"—

প্রেমচাঁদ। মহাশয়, উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমার প্রাণ দিয়া হিন্দুয়ানিকে বজায় করিব, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে হরিনাথ দত্তের মাথাটা কেটে আনি।

ভবশঙ্কর। গোসাই মামা—ভাই একটা যাত্রার গান গাও না। (এই বলিয়া প্রেমচাঁদের পিট ঢিপ ঢিপ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন)।

বাচস্পতি। শাস্ত্রব্যবসায়ী হওয়া বড় দায় —অশুদ্ধ শুনিলেই শুদ্ধ করিতে হয়। গোসাই মামা বলিয়া কি ভাই বলে? বলিতে হয়—গোসাই বাবা—ভাই একটা গান গাও না।

গোস্বামী। আমাকে মামাই বল—বাবাই বল—দাদাই বল, আর কোন মিষ্ট কুটাম্বিতার কথা বলিয়া সম্বোধন কর, আমি সেই গোসাই। আমার জ্ঞান টনটনে—আমি গাই—শুন। এই বলিয়া বাগীশ্বরী রাগিনীতে গম্ভীর স্বরে এক খেয়াল ধরিলেন—যে—যে—যে—যে—যে—লা—লা—লা—লা—গি—গি—গি—গি

বাচস্পতি। আরে বাবু, এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফার্শি পড়িতে হয়। সাদাসিদে রকম মজাদারি একটা আড়-খেমটা যাত্রায় গান গাও।

গোস্বামী যাত্রার গান আরম্ভ করিবা-মাত্র সকলেই দাঁড়াইয়া ধিং ধিং করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু নেসার জোরে পা নেটিয়া পড়িল, এজন্য টুপ ভুজঙ্গ হইয়া পরস্পর ঘাড়ের উপর পা, পায়ের উপর ঘাড় দিয়া চাল-চিত্রের পুত্তলিকার ন্যায় ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেলেন ও শিয়াল ডাক কুকুর ডাক বিড়াল ডাক ডাকিতে লাগিলেন। বলরাম এ সকল দেখিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করনান্তর দোয়ারে চাবি দিয়া ভোজন করিতে গেল। বাটীর দরওয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, ভাই পেটের জ্বালায় চাকরি করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু এ ভণ্ড ব্যালিক বেটার হাত হইতে কবে মুক্ত হইব!

৫। জাতিরক্ষার্থ সভা।

গত রবিবার ভবশঙ্কর বাবুর ভবনে জাতি রক্ষার্থ এক মহা সভা হয়। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। যে ঘরে বৈঠক হয়, সে ইংরাজী রকম সাজান অর্থাৎ তথায় মেজ, চৌকি, কৌচ ইত্যাদি সকল ছিল।

রামভট্ট দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন—আহা অপূর্ব্ব সভা হইয়াছে! এ সভা রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার ন্যায়—কলিকাতার পুলস্ত অঙ্গিরা গৌতম ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্য ও ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলেরই সমাগম হইয়াছে,

আর ভবশঙ্কর বাবুর ভবন কৈলাসধাম তুল্য দৃষ্ট হইতেছে।

ভবশঙ্কর। রাজীব—রাজীব—রাজীব।

সভার দলপোনের শ্রম। ওহে রাজীবকে ডাক—রাজীবকে ডাক—কর্ত্তা ডাকিতেছেন।

রাজীব। আজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। সভার জন্য সকল চিঠি বাটা হইয়াছে?

রাজীব। আজ্ঞে হাঁ—বাঁটা হইয়াছে।

ভবশঙ্কর। কেমন উমাশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে তাহার একটা দেওয়ানি মোকদ্দমা পড়িয়াছে। তিনি দিন রাত সাক্ষিদিগকে তালিম দিতেছেন—তাহার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই।

ভবশঙ্কর। কালীশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। তিনি দেনা উড়াইবার জন্য চন্দননগরে পটাকশন লইয়া ইনসালবেণ্টের কাগজ তৈয়ার করিতেছেন; আর অন্য তাহার বাটীতে একটা মোয়াফেল হইবে তাহাতেই ব্যস্ত আছেন।

ভবশঙ্কর। তারিণীশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে তাহার বাগানে অদ্য রাত্রে খ্যামটার নাচ হইবে এজন্য ছেলে পুলে সকলকে সঙ্গে করিয়া বাগানে গিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। রামশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। তিনি মদনমোহন সিংহের কিছু জমি কাড়িয়া লইয়াছেন, এজন্য চারেক্টের মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন—অদ্য প্রাতে দারোগার নিকট তদ্বির করিতে গেলেন।

ভবশঙ্কর। হরিশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। (কাণে কাণে) তঁহার বাটীতে সাহেব সুভোদিগের একটা থানা আছে, আর তিনি নেসা করিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। শিবশঙ্কর বাবুর সহিত কি দেখা হইয়াছিল?

রাজীব। আজ্ঞে তাহার মত উল্টা—তিনি বলেন আমাকের কাণে কে না কি করিতেছে?—ঠিক বাচ্চে গা ওজড় হইবে, বরং শাক দিয়া মাছ ঢাকা ভাল—অধিক খোঁচাখুঁচি করিতে গেলে পাছে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বেরোয়।

বাচস্পতি। প্রাচীন হইলেই প্রায় বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়—হাঁ! তবে তাঁহার মতে নাস্তিকতার দমন করা কর্ত্তব্য নয়? মরি, কি সার বুঝেছেন! সে যাহা হউক, এক্ষণে সভার কার্য্য আরম্ভ করুন।

ভবশঙ্কর সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি আপনাদিগের দলপতি, এজন্য দলসংক্রান্ত ভাল মন্দ কথা সকলই আমাকে বলিতে হয়। বাচস্পতি দাদার মত যে আমাদিগের দল হইতে হরিনাথ দত্তকে বহিস্কৃত করা কর্ত্তব্য এবং তাহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে যে যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তাহাদিগকেও ঠেলা উচিত। হরিনাথ দত্ত সর্ব্ব প্রকারেই উত্তম লোক—শিষ্ট শান্ত নম্র সরল সত্যবাদী মিষ্টভাষী সৎ এবং পরোপকারী বটে কিন্তু "গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়" হিন্দু কুলোদ্ভব হইয়া প্রকাশ্যরূপে ইংরাজদিগের সহিত আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ নিবারণ করিলে বলেন, আমি হিন্দু ধর্ম্ম কিছু মানি না—আমি কোন দলের তোয়াক্কা রাখি না—আমি কোন বড় মানুষের খাতির করি না, কেবল সৎ মানুষকেই সম্মান করি—আমার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে তাহা অবশ্যই করিব। এ সব

কথাতো ভাল নয়—এক্ষণে আপনাদিগের কর্ত্তব্য কি?

বাচস্পতি। কর্ত্তা বাবু যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাতে বিন্দু বিসর্গ ভুল নাই। ভগবান ভবিষ্যৎ পুরাণে বলিয়াছেন—কলিতে অনেক অত্যাচার ও কুরীতি হইবে, কিন্তু আপদ পড়িলে চেষ্টা ব্যতিরেকে কে উদ্ধার হইতে পারে? অগ্নি গৃহে লাগিলে বিনা জলে কি নির্ব্বাণ হয়? রোগী পীড়াতে শয্যাগত হইলে বিনা ঔষধে কি আরোগ্য হয়? তেমনি বিনা উদ্যোগে—বিনা পরিশ্রমে—বিনা যত্নে—বিনা উদ্যমে—বিনা প্রবল শাসনে কি হিন্দুয়ানি রক্ষা করা যাইতে পারে? দুষ্ট লোককে শীঘ্রই দমন করা কর্ত্তব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন

"দুষ্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন।
যুগে যুগে জন্ম লই কুন্তির নন্দন"।

আর আর সকলকে পার আছে, ব্যবহার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম অতি ভয়ানক। শাস্ত্রে বলে, যদ্যপি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানজ্ঞ যোগী যোগবলে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হন, তথাপি লোকিকাচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম কখন মনেতেও আনিবেন না।

গোস্বামী। (সমস্ত শরীরে হরিনামের ছাপ—মস্তকে নামাবলি বান্ধা—গলায় তুলসীমালার গোছা ও হস্তে একটা প্রকাণ্ড কুঁড়াজালি—তাই তুলিতে তুলিতে বলিতেছেন) (কৃষ্ণহে তোমার ইচ্ছা") আহা! বাচস্পতি মহাশয়ের কথাগুলিন বেদবৎ প্রমাণ। কাহার বাপের সাধ্য তাহার তুচ্ছ কাটে। প্রভু নিত্যানন্দন চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেও হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা হইল না, কিন্তু স্থায়িই বা কি? যদুপতির সে মথুরাপুরীই বা কোথায় ও রঘুপতির সে উত্তর কোশলাই বা কোথায়? সূর্য্যের গমনাগমনে প্রতিক্ষণে আমাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে।

প্রেমচাঁদ। গোসাঁই মহাশয় অন্যায় বেহাগা দেখে—আমি যে আর বাঁচি না। উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ দেও—এমন উত্তাপের সময়—আপনার কথা বার্ত্তা শুনিলে উত্তম ছুটে পালায়। হরিনাথ দত্ত ও তাঁহার বাটীতে যে যে গিয়াছিল, সে সব বেটাকে একঘরে করা যাউক।

গোস্বামী। ভবশঙ্কর বাবুর সহিত আমার কেবল পাক পৈতার ভেদ—আমাদিগের একই মন—একই প্রাণ—তিনি যে পথে যাইবেন—আমিও সেই পথে যাইব—তিনি যা করিবেন—তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ মত।

বাচস্পতি। এই তো বটে, না হবে কেন—যেমন বংশে জন্ম সেই মত কথা বার্ত্তা—ওহে বলরাম, নস্য দানিটা কোথায় ফেলিলাম? গলাটা শুষ্ক হইতেছে এক ছিলিম তামাক পাইলে ভাল হইত।

বলরাম। (বাচস্পতির বড় অনুগত, কারণ তিনি কর্ত্তার ডান হাত) মোশায়ের গলা শুকিয়েচে এজন্য আমি তাই তাই এনেছি।

বাচস্পতি রূপার গ্লাসের ঢাকুনি খুলিয়া দেখেন তাহার ভিতর বরফ ও ব্রাণ্ডি। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলরামকে ইসারা করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন।

হেমচন্দ্র যে বাচস্পতির নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় স্পষ্টবক্তা—গ্লাসের ভিতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ও?

বাচস্পতি! আমার পৃষ্ঠে একটা বেদনা হইয়াছে এজন্য বলরাম এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ আনিয়াছিল।

হেমচন্দ্র। ভাল—ভাল—এ যে নূতন রকম এরও তৈল ও সৈন্ধব দেখিলাম। সংপ্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে বুঝি?

রাজীব। মহাশয়। হরেকৃষ্ণ বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবু টুপভুজঙ্গ রকমে দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্র। টুপ ভুজঙ্গ কি?

বাচস্পতি। "ভুজঙ্গঃ পবনাশনঃ" ইত্যমরঃ। টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ অতি ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্পের ন্যায় সতর্ক।

রাজীব। (সাদাসিদে লোক—কোর কাপ বুঝে না) আজ্ঞে—তা নয়, টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ ভুজঙ্গ ভুজকুড়ি অর্থাৎ মদ্যপানের পর বাক্যশক্তি গতিশক্তি হীন অবস্থাপন্ন, ঐ অবস্থায় শরীর জড়সড় হইয়া থাকে, ঘাড় নেটিয়ে পড়ে ও চোখ ঝিময় এ মিট মিট করে, আর ইচ্ছা হয় যে পক্ষী হইয়া ছাতের উপর হইতে উড়ি। ভোঁ ও টুপভুজঙ্গ এরা মামাতো পিসতুতো ভাই।

বাচস্পতি। (রাগান্বিত হইয়া) তুমি আপনার কর্ম্মে যাও—শব্দের অর্থ করা আমার কর্ম্ম, তুমি বাটীর দেওয়ান, তোমার কর্ম্ম অর্থের শব্দ করা। বড় মানুষের বাটীতে থাকিলে সব ঢেকে ঢুকে চলিতে হয়। পুরুষ সাকুব না হইলে তাহার নানা বিপদ ঘটে।

হরেকৃষ্ণ। (শরীর টলমল রামকৃষ্ণ বাবুর কাঁধে হাত) ভবশঙ্কর বাবু! আমি তোমার প্রস্তাবে পোষাকতা করিব।

রামকৃষ্ণ। (গোলাবি নেশায় খিল খিল করিয়া হাসিতেছেন) হরেকৃষ্ণ দাদা কিছু বে-হিসিবি রকম গিয়াছেন—পূর্ণমাত্রা রাত্রেতেই লইবে—আমার একটা গান গান শুন দেখি—"না দেখে বঁধুকে প্রাণ যায়"!——

রামকৃষ্ণ যেমন তেড়ে গান ধরিয়াছেন, হরেকৃষ্ণ অমনি পড়িয়া গেলেন।

প্রেমচাঁদ। তৎক্ষণাৎ সম্মানপূর্ব্বক হস্ত ধরিয়া লইয়া দুই জনকে পর্শ্বের ঘরে শুয়াইয়া রাখিয়া আসিলেন।

হেমচন্দ্র। হরেকৃষ্ণ বাবু পড়্‌লেন কেন?

বাচস্পতি। তাঁহার মৃগী রোগ আছে।

হেমচন্দ্র। তবে তাঁহাকে স্থানান্তর করা ভাল হইয়াছে, তিনি প্রস্তাব সকলের পোষকতা না করিয়া অগ্রে আপনাকে পোষকতা করুন।

প্রেমচাঁদ। এক্ষণে এই স্থির হইল, হরিনাথ দত্ত প্রভৃতিকে ঠেলা যাইবে।

সীতাপতি। মহাশয়! আমাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমি নিমন্ত্রণে যাই নাই।

বাচস্পতি। কেন তুমি তো নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলে?

সীতাপতি। আজ্ঞা আমি সভা দেখিতে গিয়াছিলাম।

বাচস্পতি। একাদিক্রমে পোনেরো দিবস সেখানে অবস্থিতি হইল কেন?

সীতাপতি। আজ্ঞা ঐটি আমার ভুল—আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রেমচাঁদ। আচ্ছা বিষ্ণুস্মরণ করিয়া লিখে দেও। আর আর সকল দোবারা ঠেলা রহিল—বেটাদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

হেমচন্দ্র। আমার ইচ্ছা ছিল না যে সভায় কিছু বলি, কিন্তু অন্যায় সহিষ্ণুতা করিতে পারি না। আমি কলিকাতায় অনেক দিন আছি—অনেক লোককে জানি, কিন্তু জাতি কি প্রকারে থাকে ও কি প্রকারে যায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় বাটী বাটীতে অন্বেষণ করিলে খানার ও মদের বিল ঝুড়ি ঝুড়ি বাহির হইবে, তবে হরিনাথ দত্তের অপরাধ কি?

বাচস্পতি। তোমার মত জন কয়েক লোক হইলেই হিন্দুয়ানি ত্বরায় অন্তর্দ্ধান করিবে। বড় মানুষে গোপনে কে কি করে তাহার নিকাশ লইবার আবশ্যক কি? হরিনাথ দত্তের ন্যায় প্রকাশ্যরূপে হিন্দুয়ানিঘাতক কর্ম্ম কে করে? অন্যান্য কর্ম্মে পর আছে, কিন্তু এ কর্ম্মে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

হেমচন্দ্র। তা বটে—এক্ষণে হিন্দুয়ানির মাহাত্ম্য বুঝিলাম। লুকাইয়া খাইলে পাপ নাই—প্রকাশ্যরূপে খাইলেই পাপ। কপটতা পূজ্য—সরলতা নিন্দনীয়। জুয়াচুরি ফেরেবি জুলুম জাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রীহরণ এ সকল কুকর্ম্ম বলিয়া ধর্ত্তব্য নয়—এ সব কর্ম্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না—চমৎকার বিধি! চমৎকার শাসন! ভদ্রলোকে অভদ্র কর্ম্ম করিলে ভদ্র-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। তোমরা যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করিবে—দ্বার বন্ধ করিয়া যবনীয় আহার ও মদ্য পানে উন্মত্ত হইবে—তাহাতে দোষ নাই—তাহাতে অধর্ম্ম নাই, কিন্তু অন্য কেহ দ্বার খুলিয়া ঐ আহার ও পান পরিমিতরূপে করিলে জাতি-চ্যুত হইবে—এ রোগের ঔষধ কি?

প্রেমচাঁদ। (কুপিত হইয়া) তোর মত বড় মুখ তত বড় কথা?—মুখ সাম্‌লিয়া কথা কহ—ভদ্রলোকের গ্লানি করিস্? শীতল সিংহ!

হেমচন্দ্র। বিচার কর তো বিচার করি—তোমার গুণাগুণ তো সব জানা আছে—আর দাঁটাও কেন?—শীতল সিংহকে ডাকিলে আমি গরম সিংহ হইব।

প্রেমচাঁদ। দন্ত কড়মড়পূর্ব্বক মেজে আঘাত করিয়া মার মার বলিয়া হেমচন্দ্রের উপর পড়িল। হেমচন্দ্র বলবান, প্রেমচাঁদকে দুই তিনটা পদাঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন; বাচস্পতি বিপদ দেখিয়া মনে করিলেন, পাছে ফৌজদারি ঘটে এজন্য কর্ত্তা বাবুকে ইসারা করিয়া আপনি বাটীর বাহিরে শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোশা কুশী লইয়া বম বম বম বম শব্দ করিতে লাগিলেন—অন্য দিকে দেখেও দেখেন না। ভবশঙ্কর অন্তঃপুরে গিয়া পত্নির অঞ্চল ধরিয়া কম্পান্বিত কলেবরে গবাক্ষ হইতে দেখিতে লাগিলেন। প্রেমচাঁদ ভাবিলেন, অদ্য রাত্রে বেলি গারদে থাকিলে কল্য দেওয়ানী মোকদ্দমার গ্রেপ্তারিতে জেলে যাইতে হইবে, এ কারণ গায়ের ধুলি ঝাড়িয়া অধোমুখে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন। গোস্বামী "কৃষ্ণহে তোমার ইচ্ছা" বলিতে বলিতে সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। সভার অন্যান্য লোক সকল মারামারি দেখিয়া ভয়ে ছুটে পলাইয়া গেল। হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে সভা শূন্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে বলিতে চলিলেন—বাবুদের যেমন হিন্দুয়ানি—যেমন ধর্ম্মে মতি—যেমন বিবেচনা—যেমন মন্ত্রণা—তেমন দৃঢ়তা—তেমন একাগ্রতা—তেমন বল—তেমনি সাহস!

৬। জাতি মারিবার বাসি মন্ত্রণা।

একে অমাবস্যার রাত্রি তাতে আকাশ-মণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, প্রচণ্ড বায়ুতে বৃক্ষাদি দোদুল্যমান, চতুর্দ্দিকে শিবাসকল শব্দায়মান, রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে উরুভঙ্গে কাতর ও মনস্তাপে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন। পরে অর্দ্ধ রাত্রিযোগে কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা নিকটে আসিলে অনেক উৎসাহ ও সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ভবশঙ্কর বাবুর অবস্থা হইল। তিনি সভানন্তর অভিমান ও অপমানে মৃতবৎ হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া

মুখে কাপড় দিয়া শয়ন করিয়া আছেন—প্রদীপ প্রান্তভাগে মিড় মিড় করিতেছে—বাটী নিঃশব্দ—ভাবনায় বাবুর নিদ্রা হইতেছে না, এপাশ ওপাশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বাচস্পতি, গোস্বামী ও প্রেমচাঁদ আস্তে আস্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কি ঘুমুচ্ছেন?

ভবশঙ্কর। কেমন করিয়া নিদ্রা হইতে পারে?—চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছি—তোমরা আমাকে গাছের উপর উঠাইয়া এ কর্ম্ম কেন করাইলে?

বাচস্পতি। তাহাতে হানি কি? আর এমন মন্দই বা কি হইয়াছে? দ্বন্দ্ব করিতে গেলেই যে জয় হয় এমত নিশ্চয় নাই—দ্বন্দ্বে মহা মহা বীরও পরাঙ্মুখ হয়, তবে খেদ কেন করেন—উঠিয়া বসুন!

গোস্বামী। তা বটে তো, মাছ ধরিতে গেলেই গায়ে কাদা লাগে—আর কথাই আছে—"আমি তো মন্দ বটি, চিড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন"।

প্রেমচাঁদ। ভাল বলিতেছেন—মহাশয় খিদ্যমান কেন হন—অপমান তো আমার পিঠের উপর দিয়া গিয়াছে, আমি বেদনায় পিঠ নাড়িতে পারি না, মহাশয় কেন কাতর হন?

ভবশঙ্কর। তা বটে—কিন্তু আমাকে তো পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাতে হইল—এ কর্ম্ম করিবার আবশ্যক কি ছিল?

বাচস্পতি। তাতে দোষ কি? দেশ—কাল, পাত্র বুঝিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হয়, আপনি উঠিয়া বসুন—মহাশয় দুঃখিত থাকিলে আমরা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? একটা ব্রত উদযাপন করাইতে হইয়াছিল, এজন্য আহারের কিছু ব্যতিক্রম হয়—উদরের দোষ জন্মিয়াছে, বলরাম সেই দ্রব্য আনো তো?

বলরাম। (আপনা আপনি বলিতেছে) শালারা মদও খাবে আবার সভাও করবে ও জাত মারবে।

প্রেমচাঁদ। হেঁগোরদে বেটাকে ধরিয়া আনিয়া ঘা কতক দিলে ভাল হয় না?

বাচস্পতি। পল্লীগ্রাম হইলে হইত—সহরে ছুঁচো মাছি কাটে—বাপ রে? এখানে কৌশলের দ্বারা সকল করিতে হইবে—ধরি মাছ না ছুই পানী।

প্রেমচাঁদ। তবে একটা জাল হপ্তুম করিয়া বন্দ করিলে হয় না?

বাচস্পতি। সে বরং ভাল—কিম্বা মফঃস্বলে দারোগার সঙ্গে যোগ করিয়া কোন ভারি তহমত দাও। "সরলে সরলশৈচব শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" সরল ব্যক্তির সঙ্গে সরল ব্যবহার করিবে, শঠের প্রতি শঠতা করিবে।

বলরাম মদ্য আনয়ন করিয়া দিলে সকলেই প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন।

ভবশঙ্কর। গোঁসাই! একটা গান কর দেখি, একটু আনন্দ করা যাউক।

গোস্বামী ঘাড় বাঁকাইয়া গালে হাতদিয়া ঝিঁঝিট রাগিণীতে গাইতে লাগিলেন "গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতি ক্ষ—ণে—ণে—"

বাচস্পতি। আর জ্বালাও কেন? পরমায়ু তো অগ্র গ্রাস হইয়াছিল, সে কথা আর কেন? এক্ষণে রং গাও।

গোস্বামী। "ওলো আয়রে ব্রজের নারী এনেছি তরী, তোদের পার করি—হুড়ুর হো—হুড়ুর হো—হুড়ুর হো—"

বাচস্পতির চাদর খানা এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল—পৈতেটা কাণে গোঁজা—বাম হাতে হুঁকা—খেম্‌টার চোট সামালিতে না পারিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রেমচাঁদ। আমি বলি আজ একটা নূতন রকম আমোদ করা যাউক—এ প্রকার আমোদ তে সর্ব্বদাই হইয়া থাকে।

গোস্বামী। আমি সব রকম আমোদ জানি। কৃষ্ণলীলা করিতে চাও তাও আমার তৃণাগ্রে—নবনারী কুঞ্জর হইয়াছিল—এস তাই হউক।

প্রেমচাঁদ। এখানে নয় জন নারী কোথায়?

বাচস্পতি; ওহে! নব নারী ও তিন জন পুরুষ সমান—যদি তা না হয় তবে আমরা কাপুরুষ। কর্ত্তা বাবু স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হইয়া আমাদের উপর আরোহণ করুন।

এই বলিয়া তিন জন পারিষদ মিলিয়া হস্তী স্বরূপ হইলেন এবং কর্ত্তাবাবু তাঁহাদের উপর বসিলেন। প্রেমচাঁদ করির পৃষ্ঠ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের পৃষ্ঠ পদাঘাতের বেদনায় পরিপূর্ণ, কর্ত্তার ভারাক্রান্ত হইয়া—"গেলামরে মলামরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া ভূঁয়ে শুয়ে পড়িলেন এবং কর্ত্তাবাবু ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতলে টীপ করিয়া পড়িয়া গেলেন। বাটীতে গোল হইল—কর্ত্তা পড়ে গেলেন। পরিবার সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া দেখে, কর্ত্তার পড়া সামান্য পড়া নয়। তিনি প্রফুল্ল মনে ভক্তিতে গদগদ হইয়া কৃষ্ণ লীলা করিতেছেন।

৭। গরু কেটে জুতা দান।

টোলের পণ্ডিত শ্রীহলধর তর্কালঙ্কার ও কালেজের পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন যে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিদ্যারত্ন। আরে তর্কলঙ্কার দাদা যে? ফরিদপুর হইতে কবে আসা হল? আমি দুই তিন বার আপনার তত্ত্ব করিতে টোলে গিয়াছিলাম, সব মঙ্গল ত? এই বরিষা কাল—এক্ষণে নৌকায় যাওয়া বড় ক্লেশ—কেন এত কর্ম্মভোগ করিয়া গিয়াছিলেন?

তর্কালঙ্কার। ফরিদপুর যাওনে বড় বাঞ্ছা ছিল না। সংসার চলে না কি করি। ওহে ভাই, কলিকাতা এক্ষণে সে কলিকাতা নাই। পিতামহ ও পিতা স্বস্ত্যয়ন শান্তি ব্রত শ্রাদ্ধ ধারকতা ও যাজকতা উপলক্ষে এত কাপড় বাসন ও টাকা পাইতেন যে পরিবারের ভরণ পোষণ হইয়া অনেক উদ্বৃত্ত হইত, এক্ষণে কষ্টে কালযাপন করিতেছি। কলিকাতায় নূতন নূতন মত—ক্রিয়া কাণ্ড নাই, প্রাপ্তির দফা নবডঙ্কা! ফরিদপুরে রামলাল ঘোষ মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এমন শ্রাদ্ধ তৎকালে হয় নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালিকে টাকা ঢালিয়া দিয়াছেন। রামলাল বাবুর তুল্য লোক দেখিতে পাই না।

বিদ্যারত্ন। হাঁ—

তর্কালঙ্কার। বড় যে হাঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিলে?

বিদ্যারত্ন। আর কি বলিব, আপনি বলিতেছেন রামলাম বাবু বড় ভাল, তাই হউক—সত্য কথা বলা বড় দায়।

তর্কালঙ্কার। আরে বলই না—কথ টাই শুনি।

বিদ্যারত্ন। তবে যদি বলাবে ত বলি। ফরিদপুরে আমি পাঁচ বৎসর ছিলাম। রামলাল বাবুকে ভাল জানি। তিনি বর্দ্ধমানের ৺কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের স্বীর মোক্তার ছিলেন, লাট ঝুঁঝুমির মালগুজারির টাকা লইয়া যান। তিনি জানিতেন, ঐ মহলখানি সোণার থাল, এজন্য, মালগুজারির টাকা আদায় না করিয়া নিলাম

করাইয়া আপন নামে মহল খরিদ করেন, তদবধি মহল দখল ও ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের পরিবার অন্নাভাবে দেশান্তরি হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিষয় হাতে পাইয়া রামলাল বাবু জোলম ও ফেরেবের দ্বারা অনেক অনেক ব্যক্তির বিষয় কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহারা মকদ্দমা করিতে অপারক।

তর্কালঙ্কার। সে যাহা হউক, রামলাল বাবু বড় পুণ্যবান। আপন পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামের সাত আটটা পুষ্করিণীর মৎস্য ধরাইয়া বৎসর বৎসর গ্রামস্থ লোকদিগকে ভোজন করান ও ব্রাহ্মণদিগকে থালা গাড়ু টাকা দেন। কলিকাতায় কটা লোক তাহার মত হে?

বিদ্যারত্ন। রামলাল বাবুর দান করা বড় বিচিত্র নহে। তাহার অনেক গুলি লেঠেল চাকর আছে। গ্রামে যাহাকে শাঁসাল দেখেন তাহারই বাটী লুট করাইয়া যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন ও সর্ব্বদাই দাঙ্গা হাঙ্গাম করিয়া ভূমি ও বিষয়াদি কাড়িয়া লন, আর তাঁহার অধীনে কয়েক জন জালসাজ ও বর্ব্বলিয়া আছে, তাহাদের দ্বারা প্রায় সকল মকদ্দমাই জেতেন। অতএব রামলাল বাবু যে ভূরি ভূরি দান করেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।

তর্কালঙ্কার। বড় মানুষ বিষয় কর্ম্মে কে কি করে তাহা জানিবার আবশ্যক নাই, রামলাল বাবুর তুল্য দুর্গোৎসব কে করিয়া থাকে? পূজা কালীন সাত গ্রামের লোক এক গ্রামে হয়, কেবল "দীয়তাং ভূজ্যতাং" ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শোনা যায় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে।

বিদ্যারত্ন। তিনি কত শত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র কাড়িয়া লইয়াছেন, আর বল ও ছল পূর্ব্বক কত কত ভদ্র স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন! এই সকল মহা পাপ করিয়া কেবল নাম কিনিবার জন্য শ্রাদ্ধ ও পূজার দান করিলে কি পার পাইবেন? সে কেবল গরু কেটে জুতা দান!!!

৮। কি আশ্চর্য দেখিলাম সহর কলিকাতায়।

আমার কুঁচবেহারে বাস—ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম! বাল্যাবস্থাবধি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি—নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—নানা তীর্থ দর্শন করিয়াছি। পিতা আমাকে বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন—মাতাও বলিয়াছিলেন "বাছা! সংসারী হও, উদাসীন হওয়া ভাল নয়," আমি কখন পিতা ও মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতাম না, এ জন্য তাঁহাদের কথায় সংসার-আশ্রম করিতে হইয়াছিল! কিয়ৎ কাল পরে পিতা মাতার ও স্ত্রীপুত্রের বিয়োগ হইলে মন অস্থির হইতে লাগিল। দুঃখে না পড়িলে ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা হয় না। ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত থাকিলে আর কোন বিষয়ে মন যায় না। যাহারা ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন, তাহারা কখন ধর্ম্মের নিকট যাইতে পারে না। এই সকল পর্য্যালোচনায় মনোমধ্যে বৈরাগ্য জন্মিল ও সাধু সঙ্গ পাইবার জন্য অনেক অনেক দেশ পর্য্যটন করিলাম এবং অনেক অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আলাপও হইল, কিন্তু শুদ্ধচিত্ত লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হইল না। অনেকের সহিত আলাপে প্রথম প্রথম ভাল বোধ হয়, কিন্তু কিয়ৎকালের পরই শঠতা প্রকাশ পায়। ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা স্বার্থ বিষয়েই বুঝা যায়। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখে এমত লোক প্রায় দেখা যায় না। যাহা হউক, আমি বহুকাল ভ্রমণের পর এক দিন নর্ম্মদা তীরস্থ একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মনে মনে

ভাবিতেছি—প্রাচীনকালে লোকের সরলতা ছিল, এক্ষণে এত কপটতা কেন হইল? কপটতায় সত্য ভ্রষ্ট হয়, অথচ সেই সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ—যদি সত্য নষ্ট হইল তবে আর ধর্ম্মের উন্নতি কি প্রকারে হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার শ্রান্তি বোধ হইল। তখন মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছিল—সন্ধ্যাকাল উপস্থিত—চারিদিক্ নিঃশব্দ হইয়া আসিল। নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে গায়ের চাদর বিছাইয়া সেই তরুতলেই শয়ন করিলাম। ক্ষণেক কাল পরে স্বপ্নে দেখিলাম—আমার নিকট একটী প্রাচীন যষ্টিধারী ব্যক্তি আসিয়া আস্তে আস্তে বলতেছেন—"বাবা উঠ—আমার সঙ্গে আইস"। অমনি চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।—বোধ হইল তাঁহার মুখ ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে ও তুই চক্ষু দিয়া সূর্য্যের প্রভা নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার ভক্তির উদয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতঃ তুমি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমার নাম—জ্ঞান। আমি ইহা শুনিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলাম। নিমেষ মধ্যে দেশ বিদেশ গিরি গুহা বন উপবন উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গের পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। অনেক অনেক রম্য ও মনোহর দৃশ্য দর্শনগোচর হইল। এক এক স্থানে অপূর্ব্ব কানন—নানা জাতীয় লতা—নব নব পল্লব—ফুলে ফলে ভগমগ—নানা বর্ণ পুষ্প, সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। এক এক স্থানে রমণীয় সরোবর—স্ফটিকের ন্যায় জল—পবনস্পর্শে দুলে দুলে যেন হাসিতেছে ও সূর্য্যের আভা তাহার উপর পড়িয়া ঝগমগ করিতেছে। এক এক স্থানে পক্ষী সকল জলে ও স্থলে কেলি করিতেছে, তাহাদিগের কলরবে কর্ণকুহর জুড়ায়। এক এক স্থানে প্রস্তরময় অট্টালিকা—মণি মাণিক্যে খচিত—তাহাতে অপ্সরা ও কিন্নরীরা সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। এক এক স্থানে পীত শ্বেত নীল ও রক্ত বসনা বিদ্যাধরী নৃত্য করিতেছে। এক এক স্থানে যোগীরা নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন—ত্রৈলোক্য পাইলেও চেয়ে দেখেন না। এক এক স্থানে মুনি ঋষিরা "জয় হরে মুরারে" বলিয়া ভজন করিতেছেন। এই সকল দেখিতে দেখিতে এক সহরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

ঐ সহর নদীতীরস্থ—সেই নদী জাহাজে পরিপূর্ণ। রাস্তায় নানা জাতীয় লোক গমনাগমন করিতেছে। জিনিসের আমদানি রপ্তানির গোল—গাড়ির শব্দ ও লোকের কোলাহলে কাণ পাতা ভার। আমি অগ্রবর্ত্তী জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পিতা এ কোন্ সহর?" তিনি উত্তর করিলেন, "ইহার নাম কলিকাতা, ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী। তোমার দিব্য চক্ষু হইলে সহরে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তুমি আমার গায়ে হাত দেও।" তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র নানা প্রকার বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে পাইলাম।

কোনখানে দলপতি বাবুরা রাত্রে খানা ও মদ সেঁটে প্রাতঃকালে মুখ মুছিয়া জাত মারিতে বসিয়াছেন। কোন খানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিনের বেলায় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া চণ্ডীপাঠ ও যজমানগিরি কর্ম্ম করিতেছেন ও রাত্রে বাবুদিগের সঙ্গে মজায় ও চোহেলে মত্ত হইতেছেন। কোনখানে অধ্যাপকেরা শাস্ত্রকে কল্পতরু করিয়া দোকানদারি করিতেছেন—ফলের দফা কিঞ্চিৎ হইলেই আবশ্যক মতে বিধি দিতেছেন—রাতকে দিন করিতে-

ছেন—দিনাকে রাত করিতেছেন। কোন খানে বলরাম ও রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তানেরা শূদ্রের বাটীতে জলস্পর্শ করেন না, কিন্তু বেশ্যার ভবনে এমন করিয়া আহার হাসিতেছেন যে পাত দেখে বিড়াল কাঁদিয়া মরে। কোন খানে তিলক নামাবলী সন্ধ্যা আহ্নিকের ঘটা হইতেছে অথচ পরস্ত্রীগমন ও অপহরণে ক্ষান্ত নাই। কোন খানে দালানে পূজা যাগ যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ধূম লেগে গিয়াছে ও বৈঠকখানায় জাল জুলুম ফ্রেব ফন্দির শেষ হইতেছে না। কোন খানে সুশিক্ষিত বাবুরা সাহেব সুবার খাতির রাখিবার ও আপন মান বৃদ্ধি জন্য স্বজাতীয় রীতি ব্যবহার ধর্ম্মের বেহিসেবি নিন্দা করিয়া আপন জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিতেছেন। কোন খানে কেবল যাবনিক আহার ও পানেরই আলোচনা হইতেছে, কি মনেতে, কি কর্ম্মেতে ঈশ্বরের প্রসঙ্গমাত্র নাই, সকল কর্ম্মেরই মূল বাহ্যিক বিজাতীয় ভড়ং।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একটু শঠতা দেখিয়া চটে উঠিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বোধ হইল যে, এস্থান শঠতা ও অধর্ম্মের সমুদ্র। ইতিমধ্যে এক দিক থেকে একটা চীৎকার ধ্বনি উঠিয়া আমার কর্ণগোচর হইল—চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম—একটা দামড়াপেটা আদমরা ঘেও গরু গাঁ গাঁ করিতে করিতে পলাই পলাই ডাক ছাড়িতেছে ও এক জন তিলকধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাহার লেজ ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিতেছে—ওরে তুই গেলে আমি কাকে নিয়ে থাক্‌ব? তবে আমিও প্রস্থান করি, আর মিছে ছেঁড়া চুলে খোঁপা কেন? তোর জোরেতেই আমার পেট চলে—তুই তো আমার কামধেনু। অন্য এক দিক থেকে শ্বেতবসনা একটী কন্যা স্বর্গথেকে এক এক বার নামিতেছেন ও বলিতেছেন—জ্ঞান! আমাকে সাহায্য কর, এখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। আমি যোড় হাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—পিতা এ সকল কি? জ্ঞান উত্তর করিলেন—যে গরুটা পালাই পালাই ডাক ছাড়চে, ইহার নাম জাতি, এ অনেক চোট খাইতেছে, আর টিকতে পারে না। তাহার লেজ ধরে যিনি টানছেন উহার নাম হিন্দুয়ানি। জাতি গেলে তাঁর গুমর যাইবে একজন্য টানাটানি করিতেছেন। আর ঐ যে কন্যা এক এক বার নাম্‌ছেন ও উঠ্‌ছেন উহার নাম ধর্ম্ম। বঙ্গদেশে এত অধর্ম্ম যে তিনি আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না, এই কারণে আমাকে আনুকূল্য করিতে বলিতেছেন।

আমি এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার একাগ্র চিত্তে দেখিতে লাগিলাম। জাতি এমনি দৌড়িতেছে যে হাজার টানাটানিতে থামে না, হিন্দুগিরিও লেজ কসে ধরিয়া পেছনে পেছনে ঝুলিয়া যাইতেছে। এইরূপে টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়িতে জাতির লেজ পটাস করিয়া ছিঁড়ে গেল ও হিন্দুগিরি বেগে চিৎপটাং হইয়া ঠিকরে পড়িলেন। লেজ জ্বালার চোটে জাতির গাঁ গাঁ হাম্বা হাম্বা শব্দে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গোলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে দেখিলাম, নর্ম্মদা তীরস্থ সেই বৃক্ষের তলায় পড়িয়া রহিয়াছি, আমার নিকটে কয়েক জন বৈরাগী বসিয়া খঞ্জুনী বাজাইয়া গান করিতেছে।

৯। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

এং যায় বেং যায় খলসে বলে আমিও যাই। কায়েত বামুনেরা জাত মারামারি করে

—তাঁহারা বলে আমরা চুপকরে থাকি কেন? যাহারা কর্ম্ম কাজ করে তাহাদিগের সময় কাটাইবার উপায় আছে—যাহারা কেবল ঘরে বসে থাকে তাহারা মোড়লগিরি না করিয়া কি করে? স্ত্রীর কাছেও বলা চাই আমি হেন্ করলাম—তেন করলাম আর বাহিরেই বা মান বাড়িবার কি উপায়? কোন ভাল রকম চর্চ্চা নাই—অথচ সময় কাটানও চাই—গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লগিরিও করা চাই, এজন্য এখানে খোঁচা ওখানে খোঁচা দিয়া বেড়ায়—একটা গোল বাধিলে ও বকাবকি চলিলে—ঘোঁট চলিলে—হত্তে কর্ম্মে মন লিম যায় তাহার পরে ডিকরি হউক বা ডিস্‌মিসই হউক তাতে বড় ক্ষতি নাই।

কলিকাতা নিবাসী অম্বিকা চরণ সেট বাবু লেখাপড়া শিখিয়া দেখিলেন যে বাঙ্গালিরা কলম পিসে পিসে সারা হয়—কেরানিগিরি কেরানিগিরি বই আর কথা নাই এবং আফিস মাষ্টারের চোকরাঙ্গানি ও গালাগালি তাহাদিগের অঙ্গের আভরণ। অর্থ উপার্জ্জন যে কেবল কেরানিগিরিতে হয় তাহা নহে—অর্থ উপার্জ্জন নানা প্রকারে হইতে পারে। চাকরি করা কর্ম্মটী পরাধীন—সওদাগরি করা স্বাধীন, দুয়েরই দোষ গুণ আছে কিন্তু সওদাগরি ভালরূপে শিখে করিতে পারিলে অনেকাংশে ভাল। এই বিবেচনা করিয়া অম্বিকা বাবু কলিকাতায় সওদাগরি কর্ম্ম কিছুকাল দেখিয়া শুনিয়া বিলাতে রেসম ও চা খরিদ করিয়া পাঠাইবার জন্য চীন দেশে জাহাজে গমন করিলেন। যৎকালীন বাবু যাত্রা করেন, তৎকালীন তাঁহার পাল্লায় অনেক টাকা ছিল সুতরাং সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরা আসিয়া বলিলেন, সওদাগরি কর্ম্ম বড় ভাল, দশ জন লোক প্রতিপালন হয়, আর আপনার কর্ম্ম আপনার চক্ষে না দেখিলে হবে কেন? কিছুকাল পরে কর্ম্মক্রমে বাবুর লোকসান হইল। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে তাঁহাকে ঠেলিবার ঘোঁট হইতে লাগিল। দলোরা বলিয়া উঠিল, অদি দত্ত জিব্রিল্টর হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল—তিনি যেমন যাহাজে গিয়াছিলেন, অম্বিকা বাবুও তেমনি জাহাজে গিয়াছিলেন, তবে অম্বিকা বাবুকে কেন খারিজ দেওয়া যাইবে? পৃথিবীর মজা এই যে এক বিষয়ে প্রায় একমত হয় না। কয়েকজন দলোর দেখাদেখি ও খাতিরে কতগুলি তাঁতি তাহাদিগের মতে মত দিলেন—বাকি তাঁতিরা বলিয়া উঠিল, জাহাজে গেলে জাতি মারা হইতে পারে না—আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা সওদাগরি কর্ম্ম করিতেন। সে পদ বজায় রাখা উচিত—এ দেশ থেকে ও দেশে না গেলে সওদাগরি কর্ম্ম কেমন করিয়া হইতে পারে? এক্ষণে প্রায় সকলেই গোলামি করিতেছে—অম্বিকা বাবু সওদাগরি কর্ম্মের নিমিত্তে যে অন্য দেশে ক্লেশ স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা উচিত—তাঁহার জাতি মারিতে গেলে ঘোর তেঁতে বুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। দলোরা এ কথায় কাণ দিল না—তাহারা রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রুটি, ঘণ্ট, ফিণে ও মেটো ত্যাগ করিয়া শেয়ালের যুক্তি করে—অনেক তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়—অনেক ছিলিম তামাক পোড়ে—অনেক হাত নাড়ানাড়ি ও মাথা নকান হয়—এ একবার চীৎকার করে ও একবার রাগ করে—কিন্তু কিছুই শেষ হয় না—আসল কথা মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। এক দিবস তাহাদিগের নিকটে একজন স্পষ্টবক্তা ব্রাহ্মণ বসিয়া ছিলেন তাহাদিগের পাকচক্র দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—অগো সেট

বাবুরা—অগো বসাক বাবুরা—এ বুদ্ধি কেন? তোমাদিগের সুখে থাকিতে কি ভুতে কিলয়? আর যদি যথার্থ জাত জাত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদিগের গায়ে হাত দিয়া কথা কহ—পূর্ব্বে যে সময় ছিল, এক্ষণে তাহা নাই—আপন আপন বাটীর ভিতর কি হইতেছে তাহা দেখিয়া চুপ চাপ মেরে থাকাই ভাল—আর কি জাত আছে? জাত গাঁ গাঁ করিয়া পালিয়া গিয়াছে। জাত কি কোন দেশে গেলেই যায়? ব্রাহ্মণের স্পষ্ট কথায় দুই এক জন দলো খেপে উঠিয়া বলিল, বামুন বেটারাই সব সারলে—ঐ বেটারাই আমাদিগের মজাবার মূল। ব্রাহ্মণকে ঘাঁটান বড় দায়—একবার খেপ উঠিলে একটা না একটা কাণ্ড অবশ্যই করে। কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া ঐ ব্রাহ্মণ হাত নেড়ে নেড়ে এই কবিতাটী পাঠ করিলেন।

খয়ে বন্ধন, ঘোর বন্ধন, কর কাটন গো।
উলুবন, সন্তরণ, কুল পাওন গো।
মশা দর্শন, লাঠি মারণ, হস্ত নাশন গো।
প্রাণি মারণ, গুস্তি করণ, ঠিক দেওন গো।
জাতি মারণ, ঘোঁট করণ, খয়ে বন্ধন গো;
তাঁতি জ্ঞান, কিবা জ্ঞান, মশা মারণ গো।

১০। বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার।

ফুলে খড়দহ বল্লবী সর্ব্বানন্দী—কি চমৎকার মেল! ইহারা যে চারি বেদ, আর আদান প্রদান উল্টি পাল্টি কি গৌরব ও কি সুখজনক! অবলা নারীগণ মরুক বা বাঁচুক তাহা বিবেচনা করনের কোন আবশ্যক নাই—তাঁহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হউক বা না হউক তাহাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি? কৌলীন্য রক্ষা হইলেই পুরুষের মান রক্ষা হইল। লোক-সমাজে পৈতের গোচ্ছা বাহির করিয়া আমি কামদেব, রুদ্ররাম, বলরাম অথবা রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান এই পরিচয়েতেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল হয়। সৎ চরিত্র ও সদাচার এই দুই প্রকৃত জাতি ও কৌলীন্যের মূল, কিন্তু এমত জাতি ও কৌলীন্য প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। ধনলোভ অথবা ভ্রমাধীন আত্মগৌরব রক্ষার্থে কেবল কতকগুলিন কল্পিত ব্যবহার লইয়া গোলযোগ করিলে কি হইতে পারে? যাহার অন্তরে ভ্রষ্টমতি, তাহার বাহিরে সতীত্ব আচার করিলে ঐ কুটিলতা কি অপ্রকাশ থাকিবে? না সতীত্ব ধর্ম্ম বৃদ্ধিশীল হইবে?

রঙ্গপুরের রামানন্দ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। জন্মাবধি পিতাকে কখন দর্শন করেন নাই, লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে তাঁহার জনক অমুক, সুতরাং সেই মত পরিচয় দিতেন। গ্রামস্থ ভাইপো সম্পর্কীয় কেহ কেহ ঐ কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতেন। রামানন্দের বিদ্যাশিক্ষা যৎসামান্যরূপ হইয়াছিল। বাল্যকালে লেখাপড়া করিতে বলিলে অমনি বলিয়া উঠিতেন, আমরা কুলীন, লেখা পড়া কেন করিব? বুদ্ধি ও বিষয় না থাকাতে কৌলীন্যের গৌরবে গর্ব্বিত হইতে লাগিলেন। মনে করিতেন, আমি যেখানে যাইব, গুরুপুত্রের ন্যায় পূজ্য হইব—লোকে আমাকে টাকা দিতে পথ পাইবে না—বাস্তবিক সমস্ত বঙ্গভূমিই আমার জমিদারী—আমি এমন নিকশ কুলীন যে কশ না থাকিলেই আমার জন্য বস নির্গত হইবে,—আমি যদি দশটা খুন করি তাহাতেও আমার দণ্ড হইবেক না। রামানন্দ এইরূপে মনে মনে সদানন্দ হইয়া আত্মমানবৃদ্ধি জন্য

সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বেড়ান ও স্বীয় মাহাত্ম্য বিষয়ে অন্যকে অন্ধ দেখিলে বিজাতীয় ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন, আমি যে কি পদার্থ তাহা যে না চিনে সে বেটা হিন্দু নহে। গ্রামে ভদ্র ভদ্র লোকের বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, তিনি ভবনে উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে যৎপরোনাস্তি সম্মান করে! কিন্তু কাহার বাটীতে আহারাদি করা দূরে থাকুক নূতন ছিলিমে গঙ্গাজল পুরিয়া না আনিয়া দিলে তামুক পর্য্যন্ত খান না। যদিও কালে ভদ্রে কাহার বাটীতে আহার করিতে সম্মত হয়েন, তথাপি কেবল আচমনীয় গ্রহণ করেন ও অপর লোক সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলেন—কি করি, আত্মীয়তা অনুরোধে বসিয়াছি, হিসাব মত শূদ্রের জলস্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে. কিন্তু পীরিতে কি না হয়? স্বয়ং রামচন্দ্র গুহকচণ্ডালের বাটীতে কেমন করিয়া গিয়াছিলেন? যদি রামানন্দের কেবল এইরূপ ভাণ্ডামি থাকিত, তাহা হইলে অন্যান্য লোকে চোকমটকানি গা টোপাটিপি মুচকে হাসিও সময়ে সময়ে দুই একটা অম্বল-মধুর ঠাট্টা করিয়া চুপচাপ রহিত, কিন্তু ভণ্ডামির সহিত ষণ্ডামি থাকাতে আপনার সাধারণ লোকে তাঁহার কথা সর্ব্বদা আন্দোলন করিত। সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল, সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহার গুণাগুণ প্রকাশ হইতে লাগিল।

রামানন্দের মাতার সেই গ্রামে একজন সপত্নী ছিলেন। যদিও শৈশবাবস্থায় রামানন্দ তাঁহার বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, তথায় ধ্রুব মহাশয়ের ন্যায় গহন বনে কঠোর তপস্যার্থ না গিয়া মাতামহ-দত্ত ভিটায় বসিয়া সকলের মামলা মকর্দ্দমা ডিগ্রি ডিসমিস করত কি জাত্যভিমান, কি সরদারিত্ব কি বল বিক্রমে সকলেতেই প্রকাশ করিতেন যে, "পদ্মপলাশলোচন" আমার হাতের ভিতর। আপন বিষয়ের মধ্যে কেবল বিবে কত জমি—হাজা শুকা না হইলে মাস কয়েকের ধান্যের ঠিকানা হইতে পারিত। সংসারের অন্যান্য খরচ কেবল মুখ-ভারতীতে নির্ব্বাহ হইত। প্রতি দিন বাজারে গিয়া তোলা তুলিতেন ও জিনিষের নমুনা চাই বলিয়া কোন কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় অথবা ব্যবহার করিতেন। যদি কোন উট্‌নাওয়ালা টাকার তাগাদা করিতে আসিত, তবে তাহার গলায় পইতাটা ও মস্তকে পায়ের ধূলা দিয়া বলিতেন—আমি লোকটা কে জান? আমি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। উঠনা-ওয়ালা বলিত—মহাশয় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তানই হও আর কৃষ্ণঠাকুরের সন্তানই হও, আমরা দুঃখী মানুষ, উঠ্‌না খেয়েছ, এত তাঁড়াতাঁড়ি কর কেন? অন্যান্য লোকের নিকট জিনিস পত্রটা চাহিয়া আনিয়া বন্ধক অথবা বিক্রয় করিতেন। তাহারা চাহিতে পাঠাইলে রাগান্বিত হইয়া বলিতেন, ভাল—দেওয়া যাবে, এত ব্যস্ত কেন, আমি কি জিনিস লইয়া খেয়ে ফেললুম? এ প্রকারে অনেকের ঘটীটা বাটীটা তাওয়াখানা ধুতি চাদর রেজাই সাল রুমাল দেখিতে দেখিতে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দোকানি পসারিয়া তাহাকে দূর থেকে দেখিলে ভয়ে ঝাঁপ বন্ধ করিত। কিছুকাল এইরূপে কাটাইয়া তিনি গুরুমহাশয়গিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, তাহাদিগের নিকট হইতে পরব পার্ব্বণে পয়সা ও দ্রব্যাদি লইতে ক্রুটি করেন নাই, কিন্তু পড়াইবার সময় হইলে যুক্তাক্ষর শব্দের অর্থ অথবা কসা মাজাতে ভারি বিপত্তি হইত। পরে আপনার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইলে পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছু কাল বেত হাতে করিয়া

ঢুলিতে ঢুলিতে মশা তাড়াইয়াছিলেন। পিতা পিতামহের ন্যায় স্থানে স্থানে বিবাহ করিয়া ধন সঞ্চয় করিবেন এই মানসে পাণিগ্রহণ করিতেও কসুর করেন নাই, কিন্তু সে পাণিগ্রহণে বাস্তবিক পাণিগ্রহণই হয় নাই। যেখানে যাইতেন সেইখানেই তাঁহার যাঁত্রবাস লাভ, কারণ স্বভাব দেখিয়া প্রায় সকলেই অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিত। তাঁহার বাটীর নিকটে ভজহরি ঘোষ নামে একজন প্রকৃত মুখ্যী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তপ জপ সন্ধ্যা আহ্নিক পুরশ্চারণ উপবাস ব্রত উপবাস নিয়ে নিযুক্ত থাকিতেন, ও কুলশীলের কথা লইয়া নিকটস্থ লোক সকলকে উপদেশ দিতেন। কে কনিষ্ঠ, কে ছক্কা, কে মধ্যাংশ, কে মধ্যাংস দ্বিতীয়পো, কাহার পানদোষ, কাহার পশ্চাৎ দোষ, কাহার দেবীদাস দোষ, কাহার গঙ্গাদাসী দোষ, কে উৎকৃষ্ট, কে সহজ, কে কোমল, কাহার আদিরসের ঘর, কে গোষ্ঠীপতি এই সকল কথা লইয়া বিতণ্ডা করিতেন। ভজহরির সর্ব্বাঙ্গে ছাপ, গায়ে নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, দৃষ্টি মাত্রে বোধ হইত, তিনি বড় শুদ্ধচিত্ত লোক, কিন্তু গ্রামের যাবতীয় গলতি কার্য্যে সংগোপনে মূলীভূত থাকিতেন; দালানে আহ্নিক করিতে বসিলে নিকটে নানাপ্রকার মন্দ লোক আসত। আহ্নিক করিবার সময়ে অপর লোক থাকিলে ভঙ্গিক্রমে পরামর্শ দিতেন, নতুবা তাহাদিগের কাণে কাণে গুরুমন্ত্র প্রদান করিতেন। যদি কেহ ধরা পড়িত অথবা কোন মামলায় দারোগা সুরৎহাল করিতে আসিত, তিনি জিজ্ঞাসিত হইলে মালা জপিতে জপিতে বলিতেন, আমি ইহার ভাল মন্দ কিছুই জানি না —আমি উদাসীন, কেবল গোবিন্দের চরণারবিন্দ ধ্যান করি। এখন তোমরা এই আশীর্ব্বাদ কর যে ভবনদী পার হয়ে সেই পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাই, আর যেন আমাকে জন্ম গ্রহণ না করিতে হয়। এ সব কথা যাহারা শুনিত তাহাদিগের এই বিশ্বাস হইত যে, ঘোষজ সাংসারিক বিষয়ে কোন প্রকারে লিপ্ত নহেন, কেবল পারমার্থিক বিষয়ে আসক্ত। রামানন্দের সহিত ভজহরির ক্রমশঃ বিজাতীয় আত্মীয়তা জন্মিল। দুই জন দুই জাতির টেক্কা কুলীন— দুই জনেরই আত্যভিমান অসাধারণ—এই দুই জনেই কপট ভণ্ড ও বিটল—দুই জনেরই অর্থ উপার্জ্জনে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, সুতরাং এক একতায় আত্মীয়তা প্রগাঢ় হইতে লাগিল। কি জালে, কি অপহরণে, কি ফেরেবে, কি পরস্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করণে, কি মিথ্যা শপথ দেওয়াতে দুই জনেই বিলক্ষণ পটু, কিন্তু এমন বর্ণচোরা আঁবের মত থাকিতেন যে, কাহার সাধ্য তাহাদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করে। পরন্তু গ্রামের যাবতীয় লোক ক্রমে ক্রমে টের পাইতে লাগিল; রামানন্দ বণ্ডা ছিল বটে, কিন্তু ভজহরির সংবাসে একণে অন্তঃসলিলা বহিতে আরম্ভ করিল। দুই জনেই অন্যান্য লোকের সমীপে কেবল কৌলীন্য-গৌরব ও বৈষ্ণব তন্ত্রের মাহাত্ম্য আন্দোলন করেন, এবং অশেষ বিশেষরূপে ইহা প্রকাশ করেন যে, বৈষয়িক ব্যাপারে তাহাদিগের কিছু মাত্র অনুরাগ নাই। তাহাদিগের সঙ্গ বদল দেখিয়া আপামর সাধারণ লোকের আরও সন্দেহ জন্মিল ও ঐ মহাত্মাদ্বয়ের বিষয় বিভব বৃদ্ধি হওয়াতে কুমতির বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

নদীতীরে কয়েক ঘর ডোম বাস করিত। রামপ্রসাদ নামে একজন ডোম আপন পরিবার রাখিয়া বিদেশে গমন করিয়াছিল। তাহার পত্নী প্রাতে মজুরি করিতে যাইত। হয় ত দুই তিন দিবস কর্ম্মক্রমে বাটী আসিত না। তাহার

এক পরমাসুন্দরী বিধবা কন্যা গৃহে থাকিয়া কাটনা অথবা পাটি কাটিত। সে প্রায় লোক-লয়ে বাহির হইত না ও পুরুষ মাত্র দেখিলে সকলকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিত। আপন বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকিত ও পিতামাতাকে কি প্রকারে সুখী করিবে তদর্থ প্রাণপণে যত্ন করিত। রামানন্দ ও ভজহরি ঐ যুবতী কন্যাকে কুপথগামিনী করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা ঐ প্রস্তাবকে কর্ণে স্থান না দিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতেন —আমি নীচ জাতি—যখন পতির বিয়োগ হইয়াছে তখন আমার সংসারের সকল সুখ ঘুচিয়া গিয়াছে; এক্ষণে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইতেছি—প্রাণ সত্বে সতীত্ব ছাড়া হইব না —আমাকে ধনলোভ দেখান বৃথা—আমি প্রতি দিন পরমেশ্বরকে বলি প্রভু! আমি অনাহারে মরি সেও ভাল যেন শুদ্ধ চিত্তে ও পবিত্র শরীরে তোমার চরণ ভাবিতে ভাবিতে মরি। এই কথা রামানন্দ ও ভজহরি ঈষদ্ধাস্য করত যুক্তি করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর অন্ধকার—মেঘগর্জ্জন করিতেছে—বিদ্যুৎ চমকিতেছে—বজ্র ঝণ ঝণ শব্দ করিতেছে। নদীর জল তোলপাড় হইতেছে, নিকটস্থ এক একটা গাছের উপর নান জাতি পক্ষী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে—ডোংগাড়েরা টোকা মাথায় দিয়া তামুক খাইতে খাইতে বলিতেছে "সালার বাদল বড় করিলে। ডোম-কন্যা পিতার অনাগমনে অসুখী হইয়া পিতাকে স্মরণ করত অত্যন্ত আশঙ্কায় কাতর হইয়া স্বামীর প্রিয় বাক্য মনে করিতেছে ও এক একবার নয়নবারি অঞ্চল দিয়া মোচন করিতেছে; গৃহমধ্যে মনুষ্যের আগমনের শব্দে চমকিয়া দেখিল, দুই জন চোয়াড় পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহাকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, বাবা তোরা কে? আমাকে কেন ধরিস্? চোয়াড়েরা তাহার কথায় একটু বিমোহিত হইয়া থমকিয়া পরে পরস্পর মুখাবলোকন করত কিছু উত্তর না করিয়া, ধরিয়া লইয়া চলিল। ডোমকন্যা চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল, তাহার ক্রন্দনে নিকটস্থ সজাতীয়দিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহারা সকলে অস্তেব্যস্তে দৌড়িয়া আসিয়া দুইটা চোয়াড়কে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিল ও কন্যাকে উদ্ধার করিয়া সকলে ঘিরিয়া রহিল। কন্যা উদ্ধৃত হওনকালীন বলিল, যাহারা আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাদিগের বিচার পরমেশ্বর করিবেন।

দৈবাৎ রামপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রী দুই জনেই পরদিন প্রত্যাগমন করিয়া আপনাদিগের দুঃখিনী কন্যার সকল কথা অবগত হইল। রামপ্রসাদ অত্যন্ত বলবান ও সাহসী, আপন রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, রামানন্দ ও ভজহরির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল; ভজহরি চরণামৃত পান করিয়া মস্তকে হাত মুছিতেছেন ও রামানন্দ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত ফুস ফুস করিয়া মালা জপিতেছেন; রামপ্রসাদ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের দুই জনের চুলের টীকি ধারণপূর্ব্বক জুতার চোটে পিট একেবারে রক্তিমাবর্ণ করিয়া দিল। নিকটে দুই চার জন দরওয়ান ছিল, তাহারা রামপ্রসাদকে ব্যাঘ্ররূপ দেখিতে লাগিল ও আত্মরক্ষার্থে অন্তরে পলায়ন করিল। গ্রামের ছেলে বুড় যুবক যাবতীয় লোক প্রফুল্ল বদনে বলিল—ভাল মোর বাপ, রামপ্রসাদ, এতদিনের পর কুলীন মহাশয়দিগের কুল রক্ষা হইল।

লোকের যখন দুর্গতি হয়, তখন নানা প্রকারেই হইয়া থাকে, একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে নদীর তোড়ের ন্যায় অচিরাৎ সব ধসে দেয়। রামপ্রসাদী পদের পর রামানন্দ ও ভজহরি কোন প্রসাদ অন্বেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে থাকিলেন, কিন্তু তাহাদিগের কর্তৃক চুপচুপি গলতি কর্ম সমুদ্র বিশেষ—তাহার অসীম নদ নদী স্রোত ঝিল খাল সোঁত চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, কখন্ কাহার বাঁধ ভেঙে উপপ্লাবন করে, তাহা অতিশয় অনিশ্চয়। উক্ত দুই কুলীন মহাত্মার এমত ক্ষমতা ছিল না যে, অগস্ত্যের মত এক গণ্ডুষেই উদরস্থ করেন, অথবা পশুপতির ন্যায় জটাজুটের ভিতরে রাখেন। দেখিতে দেখিতে একটা জাল মকদ্দমায় তাহাদিগের বেনাকড়ি প্রমাণ হওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়া চালান হইলেন। ঐ সময়ে একজন ঢুলি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একটু আহ্লাদিত হইয়া দক্ষে হাত নেড়ে নেড়ে বাজাইতে লাগিল "জামাই ভাত খেসে রে, তোর শ্বশুর নাই ঘরে" ও মহেশ্বরেপুরের ঠাকুর সুপণ্ডিত রমাপতি নিকটে আসিয়া বলিলেন, তোমরা ত চলিলে, এক্ষণে কি লইয়ে যাবে? বিস্তর ভোগ কর্লে—বিস্তর ভোগ করালে; এক্ষণে কর্মভোগ কে নিবারণ করিতে পারে? তোমরা যে তপ জপ করিয়াছ তাহাতে বোধ হয়, আর ফিরিয়া আসিতে হবে না—ওগো তোমরা প্রকৃত মানুষ নও, তোমরা বাহিরে গৌরাঙ্গ, অন্তরেতে শ্যাম অবতার।

রামারঞ্জিকা।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

PREFACE.

The want of suitable books for the Hindu females has induced the writer to undertake this little work, the contents of which are as follow. Though he is aware that he has not been able to do justice to the subjects treated of in this publication, he hopes that the imperfections will be overlooked as the book is the first attempt of the kind.

The first sixteen papers are in the form of a dialogue (Household Words) between a Husband and Wife. Papers Nos. 1, 2 and 3 treat of Female Education in an intellectual, moral and industrial point of view. Paper No. 4 treats of the great efficacy of maternal instruction with notices of mothers of Sir W. Jones, Poet Gray, Bishop Hall, George Herbert, John Wesley and of Queen Victoria. Paper No. 5 treats of Exemplary Female Benefactresses with notices of Mrs. Fry, Margaret Mercer, Hannah More, Florence Nightingale, Mrs. Row and Rosa Govana. Paper No. 6 treats of Female Fortitude with notices of Spartan Mothers, Cornelia the mother of the Grachii, Kowsula, Coontee, Seeta, Drowpadee &c. Paper No. 7 is on the Spiritual Culture. Paper No. 8 is on the Government of the Passions. Paper No. 9 is on Self-Examination with notices of the modes followed by Benjamin Franklin, John Gurney and Pythagoras. Paper No. 10 is Truth and the Shastrical authorities strongly including it. Paper No. 11 is on the efficacy of Prayer, on Repentence &c. Paper No. 12 is on the Duties of a Faithful Wife as laid down in the Shastra. Papers No. 13 and 14 contain short biographical sketches of distinguished faithful wives, *viz.*—Sutee, Seeta, Sabhitree, Damayantee, Lopamoodra, Chinta, Foolara, Khoolana, and Bahoola. Paper No. 15 is on the Duties of the Husband. Paper No. 16 is on the former state of the Hfndu Females considered with reference to the cultivation of letters, marriage, seclusion, and concluded with remarks as to the real advancement of every country depending on the education of Females. Paper No. 17 is on the Japanese Women with notice of a Japanese Lucretia. Paper no 18 is a Tale illustrative of a Good Wife. Paper No. 19 (A dream) is on the Paths to Virtue and Vice (Choice of Hercules) and Paper No. 20 is a Tale showing what a Holy Woman can do.

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

বামারঞ্জিকা।

(১) গৃহকথা, স্ত্রীশিক্ষা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ১

হরিহর ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী আপনাদিগের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক লেখা হইয়াছে।

পদ্মাবতী। ওগো, আমাদের মেয়ে কামিনীর প্রায় আট বৎসর বয়স হইল, ভাল একটী বর দেখ, বিয়ের সময় হইয়াছে।

হরিহর। বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত কেন? কন্যার বয়ঃক্রমই কত, আরও চার পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

পদ্মাবতী। ওমা আরো চার পাঁচ বছর মেয়েকে কেমন করে আইবড় রাখ্‌বো? বার তের বছরের মেয়ে আইবড় থাকিলে লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব? আর ছোট ব্যালা বে দিতে কি তোমার সাদ যায় না? অধিক বয়সে বিয়ে দিলে একটা মস্ত দিক্‌ধাবড়ে জামাই আসবে, ছেলে ব্যালা বে দিলে ছোট জামাই হবে—দেখ্‌তে ভাল—শুনতে ভাল—যেমন পুতুল খেলার মত।

হরিহর। অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের দোষ গুণ পরে বলিব; এখনকার কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়ে কি পর্য্যন্ত লেখা পড়া শিখিয়াছে বল দেখি? আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে কহিয়াছি, বাড়ীর গুরুমহাশয়ের নিকট প্রতিদিন কন্যাকে পাঠাইয়া দেও, পাঠাও কি না?

পদ্মাবতী। গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিনু, মেয়ে বড় অল্‌বড্যা, অস্থির, পাঠশালা হইতে পালিয়া আসত, আর ছেলেমানুষ—খেলাতেই মন।

হরিহর। এ বিষয় আমাকে কেন জানাও নাই? এ ত ভাল কর্ম্ম হয় নাই, কন্যার শিক্ষা হইতেছে না, এ যে বড় মন্দ!

পদ্মাবতী। এমন মন্দই বা কি, মেয়েমানুষ লেখা পড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আন্‌বে? মেয়েছেলে লেখা পড়া শিখ্‌লে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির কাছে গিয়াছিনু, সেখানে মাসী

মামা পিসী সকলেই আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিকট মেয়ের লেখা পড়ার কথা উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে বল্‌লেন, মেয়েমানুস লেখা পড়া শেখায় কাজ কি? আবার কেউ কেউ বল্‌লেন, মেয়েমানুষ লেখা পড়া শিখ্‌লে বিধবা হয়। মাগো মা! সে কথাটা শুনে অবধি মনটা ধুক পুক কর্‌ছে। কাজ নাই বাবু—আর লেখা পড়ায় কাজ নাই! মেয়ে আমার অমনি থাকুক। যে কয়েক দিন পাঠশালে গিয়াছিল, তার দোষ কাটার জন্যে ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াব।

হরিহর। লেখা পড়ার প্রতি তোমার এত দ্বেষ কেন? তুমি যে সকল কথা বলিলে ক্রমে ক্রমে তাহার উত্তর দিতেছি। শুন—শিক্ষা দুই প্রকার—জ্ঞানকরী ও অর্থকরী *। জ্ঞানকরী শিক্ষাতে সুবিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি হয়। অর্থকরী শিক্ষা উপার্জ্জনের পথ। পুরুষের এই দুই প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত। বল দেখি, উত্তম বিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি এবং উপার্জ্জনের ক্ষমতা যে পুরুষের না থাকে, সংসারে তাহার কি গতি হয়?

পদ্মাবতী। এমন পুরুষের কোথাও মান থাকে না। বাহিরে দশ জনার কাছে বস্‌তে পান না, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্রও দুর ছি করে। আর আর লোকের কথা কি, দশবার ডাকিলে চাকরেরাও এক ছিলিম তামক দেয় না। যেমন আমার বনপো মূর্খ হইয়া গোঁয়ার গাঁজাখোর ও চোর হইয়াছে, তাহাকে যে দেখে সেই দুর ছি করে। কিন্তু আমার ভাইপো লেখা পড়া শিখে ভাল হয়েছে ও দশ টাকা উপায় কর্‌তেছে; তার কেমন মান সম্ভ্রম! লেখা পড়া না শিখিলে পুরুষের বাঁচা মিথ্যা।

হরিহর। তুমি স্বীকার করিলে পুরুষের শিক্ষা করা আবশ্যক, কেননা তদ্ভাবে অবিবেকতা, দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অর্থোপার্জ্জনে অক্ষমতা হওয়াতে জীবন বৃথা হয়; তবে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা ও ধর্ম্মজ্ঞান হওয়া কি আবশ্যক নহে? যে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা, ধর্ম্মে মতি না হয়, তাহাকে কি তাহার স্বামী ভালবাসে ও সন্তান সন্ততি কি মনের সহিত সম্মান করে, না তিনি গৃহ সাংসারিক কর্ম্ম সকল উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন? যে গৃহের গৃহিণীর সদ্বিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি নাই, সে গৃহ ত্বরায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ও সেখানে শীঘ্র অলক্ষ্মীরও দৃষ্টি পড়ে।

পদ্মাবতী। কিসে সদ্বিবেচনা হয় ও সদ্বিবচনা কাহাকে বল? অনেক মেয়েমানুষের লেখা পড়া করে না বটে, কিন্তু তাহাদিগের বেশ বিবেচনা—যেমন আমার মেজো ভাজ। কেমন আঁটা শাঁটা—সকলকে নিয়ে সংসার কর্‌ছে। সকলেই বলে তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল!

হরিহর। তোমার মেজ ভাজ সেয়ানা বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে চৌকোশ নহে। তিনি চারি আনার বাজারের এক আনা কসুর কাটিয়া বাঁচাইতে পারেন, কিন্তু কি প্রকার আহার ও নিয়ম পালন করিলে ও কোন্ স্থানে থাকিলে সন্তান সন্ততি ভাল থাকে—কি প্রকারে তাহাদিগের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়—কি প্রকারে তাহাদের সদুপদেশ হইতে পারে,—কি প্রকার ব্যক্তির সহিত তাহাদের সহবাস করা উচিত—কি প্রকারে তাহাদিগের সংসারের উন্নতি হইতে পারে, এ সকল বিষয়ে তাঁহার কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই। তাঁহার তৃতীয় পুত্র পীড়িত হইলে ডাক্তার

* শ্রেণী অল্প করিবার জন্য "জ্ঞানকরীর অন্তর্গত নীতিকরী" করা গেল।

কহিলেন, শীঘ্র ভাল স্থানে না গেলে আরাম হইবে না। তোমার ভাজ কহিয়া বসিলেন, আমি ছেলেকে কোথাও পাঠাব না—এত কাল কি লোকে বাটীতে থেকে আরাম হয় নাই? তাহাতে তিন মাস পরেই তাঁহার সেই পুত্রটী মরিয়া গেল। অপর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যাদবের চট্টগ্রামে উত্তম কর্ম্ম হইয়াছিল, সে যাত্রা করিয়া যায় তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন—"বাবারে তোকে না দেখে কেমন করে থাক্‌ব," সুতরাং যাদবকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। সে তদবধি নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে থাকাতে এমত জড়ভরত হইয়াছে যে, তাহার মাসে ১০ টাকা উপার্জ্জন করা ভার। যদি চট্টগ্রামে যাইত, তবে বিষয় কর্ম্মে পড়ে তাহার বুদ্ধি প্রখর হইত ও ২০০।৩০০ টাকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা হইত; অন্যান্য পরিবারেতেও এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। ভাল শিক্ষা না হইলে ভাল বিবেচনা হয় না। সুবিবেচনা তো গাছের ফল নয় যে হাত বাড়াইলেই পাবে। তাহা উপার্জ্জন করিতে সাধনার আবশ্যক হয়, সেই সাধনা জ্ঞানকরী বিদ্যা শিক্ষা। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ সুবেবেচনা কাহাকে বল? তাহার উত্তর এই, যাহাতে দূরদৃষ্টি আছে, তাহাকেই সুবিবেচনা বলি। যে কর্ম্মে আপাততঃ লাভ অথবা সুখ, কিন্তু পরে ক্ষতি অথবা ক্লেশ, সে কর্ম্মে দূরদৃষ্টি নাই, সুতরাং তাহা সুবিবেচনাশূন্য।

পদ্মাবতী। তুমি যে সুবিবেচনার কথা বলিলে তাহা পুরুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, মেয়েমানুষের তাতে কাজ কি? মেয়ে মানুষ বাটনা বাটবে, কুটনা কুটবে, দুধ জাল দেবে, রাঁধ্‌বে, বাটা সাজাবে ও ঘর কন্নার আর আর কর্ম্ম কর্‌বে, তাদের দূরদৃষ্টিতে বা কাযই কি ও সুবিবেচনাতেই বা কায কি?

হরিহর। তুমি যে সকল গৃহ কর্ম্মের কথা বলিলে, তাহা স্ত্রীলোকের জানা আবশ্যক বটে, কিন্তু কেবল তাহা জানিলেই তো হয় না। পিত্রালয়ে থাকুক অথবা শ্বশুর বাটীতেই থাকুক, সুবিবেচনা থাকিলে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বুঝিয়া করিতে পারে। বিবেচনাপূর্ব্বক অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি না করিয়া ব্যয় করিলে স্বামীর অধিক আয় হইলেও প্রতুল হয় না, এজন্য স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। অপর স্বামীর আয় দেখিয়া কোন্ বিষয়ে ব্যয় কিরূপ ন্যায্য ও কোন বিষয়ে ব্যয় কিরূপ অন্যায় সুবিবেচনা না থাকিলে এসকলও বুঝিতে পারে না। রামহরির মাসির পুত্রের পুনর্বিবাহকালীন স্বামিকে ১০০ টাকা কর্জ্জ করাইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু যে বাটীতে আছেন তাহা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, একটা ঝড় আসিলেই চাপা পড়িয়া মরিবেন, তাহা ভাল করিতে চাহেন না। রামহরি মাসে মাসে যে টাকাগুলি পান, আনিয়া স্ত্রীর হাতে দেন—তিনি কি করিবেন?

হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীও ঐরূপ। পুত্র কন্যার জন্য সর্ব্বদা জরির পোষাক খরিদ করিতেছেন, কিন্তু বাটীর নিকট একটা নরদামা আছে, তাহাতে ময়লা পোরা, দুর্গন্ধে নিকটে থাকা যায় না, ও পরিবারের পীড়া সর্ব্বদা হইতেছে, পাঁচ টাকা খরচ করিলে তাহা পরিস্কার হয়, সে ব্যয়ে তিনি অতি কাতর, কেবল জরির কাপড় পরাইয়া দশজনকে ছেলে দেখাইবেন সর্ব্বদা এই সাদ, কিন্তু তাহাদের গা খোস পাঁচড়ায় গলিয়া পড়িয়াছে, কখন পরিস্কার করান হয় না। প্রতিদিন পাঁচ সাতখানা ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, কিন্তু পচা সড়া দ্রব্যের কিছুমাত্র বিচার নাই, তাহা অপেক্ষ টাটকা দ্রব্যের দুই একটা ব্যঞ্জন করিলে সন্তানাদি

শারীরিকও ভাল থাকে, ও ডাক্তারের ব্যয় ও বাঁচিয়া যায়। সুবিবেচনা থাকিলে এই সকল কর্ম্ম কাহাকেও বলিতে হয় না। এইরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। যাহা বলিলাম তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবেক যে, স্বামীর নিকটে থাকিলেও স্ত্রীর সুবিবেচনা ব্যতিরেকে গৃহ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয় না; স্বামী যদি বিদেশে থাকেন, অথবা মরিয়া যান, তবে স্ত্রীর সুবিবেচনা নানা বিষয়ে ও নানা প্রকারে সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়, তখন স্ত্রীলোককে গৃহিণীর কর্ম্ম করিতে হয় ও কর্ত্তার কর্ম্মও করিতে হয়—তৎকালীন সুবিবেচনা না থাকিলে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়, ও গৃহ এলো মেলো হয়ে পড়ে, এবং সন্তান সন্ততিও মন্দ হইয়া উঠে। ইহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারি।

পদ্মাবতী। এই কথাটী তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার কাকার মেয়ে ৩০ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। তাহার স্বামী তাহাকে লেখা পড়া ভাল শিখাইয়াছিল। তাহার ভাশুরপো ও জ্ঞাতিরা তাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য কত চেষ্টা করে, কিন্তু সে মেয়েমানুষ, হিসাব পত্র ভাল বুঝতো ও তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি ভাল ছিল, এজন্য এক পয়সাও কেহ ঠকাইতে পারে নাই, কিন্তু মামার মেয়ে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানেনা, তাহার স্বামী মরিলে পর তাহার ভাই ও দশজনে পড়িয়া চোকে ধুলা দিয়া সব লুটে পুটে লয়েছে আজ খান এমন যোও নাই।

হরিহর। তবে দেখ দেখি, স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা থাকাতে কত উপকার? ইহা গৃহধর্ম্মে লাগে—স্বামীর কর্ম্মে লাগে—সন্তানাদির কর্ম্মে লাগে—নিজের কর্ম্মেতেও লাগে। সুবিবেচনা লেখাপড়ার চর্চ্চায় দ্বারাই হয়।

ইউরোপ দেশে মাতাই সন্তানকে প্রথম শিক্ষা দেন। সে শিক্ষা যে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয়, এমত নহে। নানা প্রকার স্নেহ ও আদরের কৌশলে মাতা হিতাহিত বাক্য বলেন, ঐ হিতাহিত বাক্য তৎকালে শিশুর মনে যেমন বসে, এমন পাঠশালায় পড়াতে হয় না। কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখে না, তাহারা সন্তানকে কেমন করিয়া সৎ উপদেশ দিবে? যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ, সে কি অন্য অন্ধের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে? এদেশে যদ্যপি স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানিত, তবে সন্তানদিগের সুশিক্ষা অল্প বয়সে অনায়াসে হইত ও তাহারা যে কুকথা ও কুরীতি শিখিত, ঘরে আসিলে তাহার শোধন হইত। অপর স্ত্রীলোকের লেখাপড়া জানাতে আরও এই এক উপকার যে জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি হইলে মন আমোদে থাকে, ব্যর্থ কথায় কাল ক্ষেপণ হয় না, এবং সার ও অসার বোধ হয় ও শীঘ্র কুমতি হয় না।

জ্ঞানকরী বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্মে মতি হয় কি না, ও অর্থকরী বিদ্যা স্ত্রীলোকের শেখা উচিত কি না ইত্যাদি যে তোমার কয়েকটী কথা রহিল, তাহা পরে বলিব, অদ্য অধিক রাত্রি হইল।

পদ্মাবতী। খুব ব্যানে লিখাপড়া শিখেছ। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি ঘুরিয়ে দিলে—আমাকে নিরুত্তর করিলে। কথা গুলনতো ভাল বলিলে। কাল রাত্রে একটু সকাল সকাল বল্‌তে আরম্ভ করিও।

(২) গৃহকথা, স্ত্রীশিক্ষা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ২।

পদ্মাবতী। কাল রাত্রে বলিয়াছ জ্ঞানকরী বিদ্যায় সুবিবেচনা জন্মে, তাহাতে ধর্ম্মে মতি কিরূপে হয় বল দেখি?

হরিহর। ধর্ম্ম দুই প্রকার,—প্রথম পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, দ্বিতীয় সংসারে সৎকর্ম্ম করা; পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্য মনের সহিত ধ্যান উপাসনা ও আত্ম স্বভাব শোধনের আবশ্যক। আর যদিও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সকল ধর্ম্মের মূল, তথাচ সংসারে সৎকর্ম্ম করা কি উপায়ে হয় বল দেখি?

পদ্মাবতী। মা, খুড়ী ও অন্যান্য দশ জন প্রবীণ মেয়েমানুষ যেমন করে, তেমন করিলেই ভাল কর্ম্ম করা হয়।

হরিহর। তবে ভাল কর্ম্ম করাতে অন্যের উপদেশ অথবা সহবাসের অপেক্ষা হইল। বিনা উপদেশেও কেহ কেহ আপন সুস্বভাব বশতঃ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু সকলে হয় না। যেমন দশটা বীজের মধ্যে একটা বীজ ভাল—মাটিতে ফেলিলেই অনায়াসে গাছ হয়, কিন্তু সকল বীজের চারা করিতে গেলে জল সেচন ও অন্যান্য উপায়ের আবশ্যক হয়। যদ্যপি মা খুড়ী ও অন্যান্য স্ত্রীলোক সংসারে সৎকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকেন, তবে তাঁহাদিগের উপদেশ অথবা সহবাসই শিক্ষা এবং সেই শিক্ষাতেই ধর্ম্মে মতি হয়।

পদ্মাবতী। সংসারে স্ত্রীলোকদিগের ভাল কর্ম্ম করা কাহাকে বল?

হরিহর। স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন আপন সতীত্ব রক্ষা করিবে। স্বামী কৃতী হউক বা অকৃতী হউক তাহাকে অন্তঃকরণের সহিত স্নেহ ও ভক্তি করিবে। অন্য পুরুষের প্রতি মননও মহাপাপ। পতিই জ্ঞান, 'পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ' অহরহ ইহাই মনে করিবে। এতদ্ব্যতিরেকে পুত্র কন্যাকে সমানরূপে স্নেহ করিবে। পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভাশুর ও অন্যান্য গুরুতর লোককে সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও দেবরাদিকে পুত্রবৎ দেখিবে। দাস দাসীদিগকে কখন নিগ্রহ করিবে না। জ্ঞাতি ও পল্লীস্থ কাহারো হিংসা করিবে না। স্বামী ধনী অথবা কৃতী হইলেও অহঙ্কার করিবে না। ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন অথবা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেও দম্ভ ত্যাগ করিবে। আপন ক্ষতি হইলে অন্যের সহিত কলহ করিবে না। কাহাকেও কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবে না। জ্ঞাতি কুটুম্ব ও সুহৃদগণ ক্লেশে পড়িলে যথাক্রমে সাহায্য করিবে। অনাথা, দীন, দরিদ্র লোক দৃষ্টিগোচর হইলে শক্তি অনুসারে দুঃখ মোচন করিবে। কখনো ব্যাপিকা হইবে না, অভিমান প্রকাশ না করিয়া সকলের প্রতি সর্ব্বদা নম্রভাবে ব্যবহার করিবে। যে স্ত্রীলোক এই সকল সাংসারিক ধর্ম্ম করে, তাহার যশঃ চিরকাল সংকীর্ত্তন হয়,—তিনি পরকালে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

পদ্মাবতী। হাঁ, তা বটে তো, এমন তর মেয়েমানুষ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আমরা যে সকল মেয়েমানুষ দেখি, তাদের এ সব ধর্ম্ম দুটা একটা আছে, সব কোথা? মলো! কেহ বা স্বামীকে দিবারাত্রি কটু বাক্য বলে, কেহবা ঠেকারে ফেটে মরে, কেহবা মিথ্যা কথা লইয়া কোঁদোল করিয়া বাড়ী ফাটায়, কেহবা গুরুতর লোকের সাম্‌নে দম্ভ করে, কেহবা জ্ঞাতি অথবা অন্যের হিংসাতে শরীর ঢালে, কেহবা আপনার বেশ ভূষণেই ব্যস্ত থাকে, অন্যে বাঁচলো, কি

মারলো, একবার ফিরিয়াও দেখে না। কিন্তু এসব দোষ কি লেখা পড়া শিখলে যায়?

হরিহর। মুর্খতা অথবা অসদুপদেশে মনের প্রকৃত ধর্ম্ম নষ্ট হয়, সুতরাং তাহাতে কুমতি জন্মে, কিন্তু সদুপদেশ ও সাধুসঙ্গ হইলে মনঃ ক্রমে নির্ম্মল হয়, তাহাতে ধর্ম্মে মতি জন্মে। যেমন উত্তম দেশে বাস করিলে—উত্তম বায়ু সেবন করিলে—উত্তম দ্রব্য ভোজন করিলে—নিয়মপূর্ব্বক থাকিলে শরীর নীরোগ ও বলবান হয়, তেমনি সদুপদেশ পাইলে ও সাধু সঙ্গ করিলে মনঃ বিশুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মে রত হয়। দেখ, এদেশে বেশ্যার কন্যা প্রায় বেশ্যাই হয়, কারণ বাল্য কালাবধি কুসঙ্গে থাকে ও অসদুপদেশ পায়, কিন্তু বিলাতে অনেকে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াও পিতার সদুপদেশে এমত ভদ্র আচার শিখে যে, কত কত ভদ্রলোক তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আগ্রহযুক্ত হয়; অতএব সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের কেমন ফল দেখ।

পদ্মাবতী। ও মা, ভদ্রলোকে বেশ্যার কন্যাকে কেমন করে বে করে গা? যে বে করে, তার জাত যায় না?

হরিহর। ইংরাজদিগের জাতি কর্ম্মাধীন, —সৎকর্ম্মে থাকে, কুকর্ম্মে যায়। সে যাহা হউক, এ কথার বিস্তার পরে কহিব। সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের কত গুণ দেখ।

পদ্মাবতী। সত্য বটে,—আমার একটা কথা মনে পড়িল, বলি শুন। আমার বাপের বাড়ীর দরয়ান শীতল সিংহের দুটী মেয়ে ছিল, শীতল সিংহ মরে গেলে একটা মেয়ে পাঁচালির দল করিয়া বেশ্যা হইয়াছে, আর একটা আগড়-পাড়ার বিবির স্কুলে পড়িয়া এক জন খৃষ্টিয়ানকে বে করেছে। ভাল মন্দ ধর্ম্ম জানেন, কিন্তু শুনিতে পাই, ঐ ছুঁড়ী ভাল আছে, তার ব্যবহার ভদ্রলোকের মেয়েদের মত। আমার বোধ হয় ভাল উপদেশ পাইয়া ভাল হইয়াছে। ভাল —ভাল উপদেশে কেমন করে ভাল হয়?

হরিহর। আমাদিগের মন অতি কোমল, যেমন একটি চারাকে যে দিকে ইচ্ছা করি সেই দিকে নোয়াইতে পারি, মনও তদ্রূপ—সুপথে যাইতে পারে, কুপথেও যাইতে পারে। কিন্তু মনকে নিয়ত সুপথগামী করিতে গেলে বাল্যাবস্থা অবধি সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের আবশ্যকতা হয়। নীতিকথা ও ধর্ম্মোপাখ্যান শুনিলে সদ্ভাব ও সুসংস্কার জন্মে এবং সাধু লোকের সহিত সহবাস করিলে ঐ সদ্ভাব ও সুসংস্কার দৃঢ়তর হয়। বিদ্যাসুন্দর, দূতীবিলাস, চন্দ্রকান্ত ও ঐরূপ পুস্তক পড়িলে সুশিক্ষা বা সদুপদেশ হয় না। কিন্তু উপরি উক্ত নিয়মানুসারে যাহার শিক্ষা হয়, সে বালক হউক অথবা বালিকা হউক, অবশ্য তাহার ধর্ম্মে মতি হয়।

পদ্মাবতী। কেন?

হরিহর। সৎ কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ ও শ্রবণ করিলে কুকথা শ্রবণ বা চিন্তন প্রায় রহিত হয়। সংস্কার অভ্যাসাধীন—যেরূপ অভ্যাস করিবে সেইরূপ সংস্কার হইবে; কতক কাল ক্রমাগত সদুপদেশে রত থাকিলে অসদুপদেশ প্রায় ভাল লাগে না।

পদ্মাবতী। একথা সত্য কি মিথ্যা, কেমন করিয়া জানিব?

হরিহর। আপনার মনের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে, যখন সীতার বা সাবিত্রীর বা দময়ন্তীর উপাখ্যান শুন, তখন মন সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হয় কি না? সে সময় কুকথা শ্রবণে অথবা চিন্তনে ইচ্ছা হয় না, অর্থাৎ সৎকর্ম্ম ব্যতিরেকে সকলই অসার বোধ হয়। যদ্যপি ক্ষণিক সদুপদেশে মনের এতাদৃশ গতি

হয়, তবে নিরন্তর নীতি বাক্য ও ধর্ম্মোপাখ্যান পঠনে ও শ্রবণে কি বিপরীত ফল হইতে পারে?

পদ্মাবতী। বটে, এ কথাটী আমার মনে বড্ডো ভাল লাগলো।

হরিহর। জ্ঞানকরী বিদ্যাতে কি প্রকারে সুবিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি হয়, তাহা শুনিলে। স্ত্রীলোকের অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক কি না পরে কহিব, অদ্য রাত্রি অধিক হইল বিশ্রাম করি।

পদ্মাবতী। তুমি কথাগুলা সাজিয়া গুজিয়া বেশ বল, এ সব ইংরাজী পড়িয়া শিখিয়াছ—না?

(৩) গৃহকথা, স্ত্রীশিক্ষা—অর্থকরী বিদ্যা। সংখ্যা ৩।

পদ্মাবতী। মেয়েমানুষের অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন কি? মেয়েমানুষ কি জামা জোড়া পরিয়া কুঠি যাবে?

হরিহর। স্ত্রীলোকের অগ্রে গৃহকর্ম্ম শিখা উচিত, কেননা, রন্ধন করা—বাটনা বাটা—কুটনা কোটা—দুধ জ্বাল দেওয়া—বড়ি ও আচার করা—ভাণ্ডারের হিসাব রাখা—দাস দাসকে শাসনে রাখা ইত্যাদি কর্ম্ম উত্তমরূপে না জানিলে ভাল মতে সংসার চলে না। পুরুষ অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত অর্থকরী বিদ্যা অভ্যাস করে বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরও তাহা জানা ভাল এবং জানিলে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

পদ্মাবতী। মেয়েমানুষ আবার কবে রোজকার করিবার বিদ্যা শিখেছে গা? মেয়েতে কবে পাগড়ী বেঁধেছে?

হরিহর। স্ত্রীলোকে পাগড়ী বান্ধিয়া কুঠী না যাউক, কিন্তু গৃহে বসিয়া শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে, ঐ শিল্পবিদ্যাতে অর্থের উপার্জ্জন হয়, এই কারণ শিল্পবিদ্যাও অর্থকরী বিদ্যার অন্তর্গত! ঐ শিল্পকর্ম্ম নানা প্রকার, যথা—সেলাই করা, রিপু করা, কাপড়ে ঝাড়বুটা তোলা, ছাঁচ ঢালা, মোমের ও অন্যান্য দ্রব্যের গড়ন গড়া, খেলনা তৈয়ার করা, নক্সা করা এবং চিত্র করা, ইত্যাদি।

বিলাতে ও এ দেশে দীনদুঃখী স্ত্রীলোকেরা শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহাদিগের সংসারের ব্যয়ের অনেক সাহায্য হয়। ইংরাজি পুস্তকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি দেখা যায়, বিলাতে প্রথমে তাহা কাষ্ঠের উপর অঙ্কিত করে, পরে দীন দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা তাহা খুদিয়া দেয়, এ দেশেও চুবড়ি, কাঠের ছোট বাটি, লাটিম ইত্যাদি দুঃখী স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত করে। বিলাতে মধ্যবর্ত্তী লোকের স্ত্রীলোকেরা সূচের কর্ম্ম ও পোষাক তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে, এদেশে ঐ অবস্থার স্ত্রীলোকেরা চর্কা ও আসনা সূতা কাটে, ঘুনসি ভাঙ্গে, চুলের দড়ি প্রস্তুত করে, কাপড়ে বুটা তোলে, পসমের জুতা বোনে ও থয়েরের গড়ন গড়ে।

অপর বিলাতে বড়মানুষের স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার শিল্প ও সংগীত বিদ্যা শিখে এবং অবকাশ পাইলে একটা না একটা ঐ প্রকার প্রকরণে মন নিযুক্ত রাখে। এদেশে ভাগ্যবন্ত মনুষ্যদিগের স্ত্রীলোকেরা ইদানীং শিল্প বিদ্যার কিছু কিছু চর্চ্চা করেন বটে, কিন্তু তাহাতে যে কি উপকার, তাঁহাদিগের বোধগম্য হয় নাই।

পদ্মাবতী। তাহাতে আবার কি উপকার? যে সকল স্ত্রীলোকের অবস্থা মন্দ, তাহাদিগের ঐ শিক্ষায় সংসারের অপ্রতুল ঘুচিতে পারে

বটে, কিন্তু বড় মানুষ লোকের মেয়েদের শিখিবার আবশ্যক কি ?

হরিহর। স্ত্রীলোকমাত্রেরই পরিশ্রমী হওয়া উচিত, কেবল আড়া গড়া দিয়া, পা টিপাইয়া, হাই তুলিয়া, আলতা পরিয়া, চুল বান্ধিয়া, টিপ কাটিয়া, তাস খেলিয়া কাল কাটান শ্রেয়ঃ নহে। ইহাতে অলসস্ব ভাব হয়, আলস্যেতে নিজের কুমতি ও সন্তানাদির কুউপদেশ হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম, পড়া শুনা ও শিল্পবিদ্যারও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, ক্রমাগত এক প্রকার কর্ম্ম ভাল লাগে না। কিছু কাল বা গৃহকর্ম্ম করিলে, কিছু কাল বা পড়া শুনো করিলে, কিছু কাল বা শিল্পকর্ম্মের চর্চ্চা করিলে। বড়মানুষদিগের স্ত্রীলোকের শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা করা অর্থের জন্য নয় বটে, কিন্তু তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে। পল্লীগ্রামের ভদ্র ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা পুষ্করিণী হইতে কলসী করিয়া জল আনে—রন্ধন করে,—ঢেঁকিতে ধান ভানে—চাউল কাঁড়ে ও যাবতীয় গৃহকর্ম্ম করে, এবং অবকাশ পাইলে কাপড়ের বুটা তোলে ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্ম করে, এজন্য তাহাদিগের ঔষধের ব্যয় অধিক হয় না এবং লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় বিলক্ষণ থাকে। সহরের বড়মানুষের স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমকে বাঘ দেখেন, সুতরাং ডাক্তার ও কবিরাজ ক্রমাগত লাগিয়া থাকে, আর ব্যর্থ কথা লইয়া কাল কাটাইতে হয়।

পদ্মাবতী। তুমি বলিলে যে স্ত্রীলোকে কিছুকাল গৃহকর্ম্ম করিবে—কিছুকাল পড়া শুনো করিবে—কিছুকাল শিল্পকর্ম্মের চর্চ্চা করিবে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যে সকল স্ত্রীলোকের দাস দাসী ও রাঁধুনী আছে, তাহাদের গৃহকর্ম্ম করার আবশ্যক কি ?

হরিহর। তোমার এ বড় ভ্রম। গ্রিক ও রোম দেশে ভদ্র ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা আপন আপন গৃহকর্ম্ম করিতেন। গ্রিক সেনাপতি ফোশনের স্ত্রী স্বয়ং পুষ্করিণী হইতে জল আনিতেন—তাঁহার কি দাস দাসী ছিল না ? বিলাতে ইংরাজদিগের ভদ্র ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা নিজে পাকশালার তত্ত্বাবধারণ ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকে, ফলতঃ গৃহিণী হইতে গেলে গৃহ-কর্ম্ম সকল উত্তমরূপে জানা আবশ্যক; কেবল দাস দাসীর উপর নির্ভর করিলে ঐ সকল কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যদ্যপি দাস দাসী সত্ত্বেও গৃহিণী আপন হস্তে গৃহ-কর্ম্ম করেন, তবে তাহাতে তাঁহার নিজের সদভ্যাস ও সন্তানাদির সদুপদেশ হয়, এবং দাস দাসীরও কর্ম্মের প্রতি ভয় থাকে। আর তুমি জান, উত্তমরূপ রন্ধন প্রশংসনীয় কর্ম্ম, তাহাও এক প্রকার শিল্পবিদ্যা।

পদ্মাবতী। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাতে আর কিছু ফল আছে ?

হরিহর। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাদ্বারা শরীর ও মন ভাল থাকে ও মেজাজ উত্তম হয়। যে স্ত্রীলোক শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তাহার কর্কশ স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া শান্ত প্রকৃতি হয়, কারণ এক একটা কর্ম্মে কিয়ৎকাল মনোনিবেশ করিলে তাহার সঙ্গে ধৈর্য্য অভ্যাস হয়। অপর সংসারে নানা প্রকার দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে মনকে সুস্থির করিবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত শোক উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা কেবল বিলাপ করে, দীর্ঘকাল গত না হইলে সেই শোকের শমতা হয় না, কিন্তু তাহাদিগের যদি কোন প্রকার শিল্প জ্ঞান থাকে তাহা হইলে, সময়ে সময়ে শিল্পকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলে,

ক্রমে ক্রমে শোক ঢাকা পড়িতে পারে, কারণ তদ্দ্বারা অন্যমনস্কতা হয়। আর ধন চিরস্থায়ী নহে, দৈববশতঃ ধন সম্পদ নষ্ট হইলে যদ্যপি পতি দুরদৃষ্ট অথবা রোগ প্রযুক্ত উপার্জ্জনে অক্ষম হন, অথবা তাঁহার হঠাৎ নিধন হয়, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় স্ত্রীলোক শিল্প বিদ্যার দ্বারাও কিছুকাল সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে।

পদ্মাবতী। একথা সত্য বটে। দয়াল বাবু বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার হঠাৎ ব্যবসাতে অনেক লোকসান লইল, তিনি সকল অর্থ হারাইয়া কিছুকাল ক্লেশভোগ করিয়া মরিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীর এমত যোত্র ছিল না যে, সন্তানাদির ভরণপোষণ করেন—তিনি থয়েরের বাগান করিতে, কাপড়ের বুটা তুলিতে, পশমের জুতা বুনিতে ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্ম করিতে জানিতেন। সেই সকল উপায় দ্বারা কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রায় দশ বৎসর সংসার চালাইয়াছিলেন, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটী কর্ম্ম হয়, এক্ষণে তাঁহাদের ক্লেশ ঘুচিয়া গিয়াছে। দয়ালের স্ত্রী যদ্যপি শিল্পকর্ম্ম না জানিতেন, তবে আপনার ও ছেলেপুলের দশা কি হইত? তাঁহাকে কেহ একমুটা চাউল দিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই।

হরিহর। তবে দেখ শিল্পবিদ্যা শিখিলে কত উপকার। স্ত্রীলোক দীন কিংবা মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে পড়িলে শিল্পকর্ম্মের দ্বারা স্বামীকে সাহায্য করিতে পারে, বড় মানুষের ঘরে পড়িলে তাহা দ্বারা গৃহকর্ম্ম ভালরূপে নির্ব্বাহ হয়। আপন শরীর, মনঃ ও মেজাজ ভাল রাখিতে পারে, আর দুর্ঘটনা ঘটিলে অন্তঃকরণকে সুস্থির করিতে ও সংসারের ক্লেশ ঘুচাইতে সমর্থ হয়। আমি যাহা বলিলাম, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি।

পদ্মাবতী। আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না, তুমি চকে আঙ্গুল দিয়া বুঝায়ে দিলে। আমি কাল অবধি বোনা টোনা শিখিতে আরম্ভ করিব।

(৪)। গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, মাতার দ্বারাই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয়। সংখ্যা ৪।

পদ্মাবতী। তবে মেয়েমানুষের শিক্ষা না হইলে ছেলেপুলের শিক্ষা হয় না?

হরিহর। সুমাতা না হইলে সুসন্তান হওয়া ভার। মাতার দ্বারাই সন্তানদিগের মনের কলিকা প্রকাশ পায়—মায়ের যেমন মন প্রায় সন্তানাদির সেইরূপ মন হয়। দেখ কৌশল্যার দয়ালু স্বভাব ছিল, তাহা না হইলে চরুর অংশ সপত্নী সুমিত্রাকে কেন দিবেন? তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র কেমন দয়ালু ছিলেন! কুন্তীও বড় দয়ালু ছিলেন—জতুগৃহে চণ্ডালিনী পাঁচটী পুত্র লইয়াছিল তাহা স্মরণ হয় নাই, পরে উহা যখন মনে হয়, তখন জতুগৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তবুও কাতর হইয়া মধ্যম পুত্রকে বলিয়াছিলেন— বাবা! শীঘ্র যাও, চণ্ডালিনী ও তাঁহার পাঁচটী পুত্রকে উদ্ধার কর। কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির সত্য ও দয়াতে বিখ্যাত, আর তাঁহার অন্য পুত্র কর্ণও কম দয়ালু ছিলেন না। গান্ধারী দ্বেষ, হিংসায় পরিপূর্ণ ছিলেন—পাণ্ডবদিগের সুখে তাঁহার অতিশয় অসুখ হইত। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন তাঁহারই মত হইয়াছিল। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া এ বিষয়ে সন্তান মায়ের নিকট যেমন শিক্ষা পায়, এমন শিক্ষকের

নিকট শিখে না। সন্তান দেখিতেছে যে, মাতা মিথ্যা কথা, চুরি, কটু বাক্য কহন, গালাগালি দেওন, পরনিন্দা, পরহিংসা ও পরাপকার করণে অতিশয় বিরক্ত এবং সত্য শিষ্টাচার, পরোপকার, ক্ষমা ও দয়া ধর্ম্মে সন্তুষ্ট। সর্ব্বদা এরূপ দর্শনে সন্তানের মনোমধ্যে যে সদ্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাতের ও অন্যান্য দেশের অনেক অনেক মহৎ ব্যক্তির মহৎ হওয়ার মাতৃউপদেশই মূল। ঐ উপদেশ যে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয় তাহা নহে, মাতার স্বভাব, ব্যবহার ও সচ্চরিত্র হইতেই হইয়া থাকে—মাতা যেমন শিষ্টালাপ ও হিতাহিত বাক্য দ্বারা সন্তান-দিগকে ধর্ম্ম পথে লওয়াইতে পারেন, এমন আর কাহার দ্বারা হয় না।

পদ্মাবতী। কই অন্যান্য দেশের মায়ের দ্বারা শিক্ষিত লোকের কথা বল দেখি।

হরিহর। (১) সার উইলেম জোনস কলিকাতায় বড় আদালতের এক জন জজ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন। ইংরাজিতে মনুসংহিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন, পুত্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া, তাঁহার জ্ঞানইচ্ছা উদয়ার্থে নানা দ্রব্য দেখাইতেন। পুত্র স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করিত—মা এ কি, ও কি? তখন মাতা অতি সহজে তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপ করাতে অল্প দিনের মধ্যে সার উইলেম জোনস অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাতা বড় ধার্ম্মিকা, দাতা অথচ পরিমিতব্যয়ী ও নম্র ছিলেন; তাঁহার সহবাসে পুত্রের সৎচরিত্র হইয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

পদ্মাবতী। স্বামী গেলে মেয়েমানুষের ধৈর্য্য ধরিয়া এত করা কম কথা নয়।

হরিহর। (২) গ্রে নামে বিলাতে এক জন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার পিতার চরিত্র অতি মন্দ ছিল, আপন স্ত্রীকে অপমান ও প্রহার করিতেন, কিন্তু কেবল সন্তানের সদুপদেশের জন্য সেই সকল অপমান ও প্রহার সহ্য করিয়াও তাঁহার স্ত্রী নিকটে ছিলেন। গ্রের মাতার প্রকৃতি ও চরিত্র উত্তম ছিল, এই কারণে গ্রে সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

পদ্মাবতী। ও মা তবে নাকি ইংরাজেরা বিবিদের বড় আদর করে—আপনার স্ত্রীকে ধরে মারিত!

হরিহর। ভাল মন্দ লোক সকল জেতেই আছে। উক্ত প্রকার অন্যান্য উদাহরণ আরও বলি স্থির হইয়া শুন। (৩) বিশাপ হাল নামে এক জন বিখ্যাত পাদ্রি ছিলেন। তিনি আপনার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে মাতার নিকটেই শিক্ষা হয়। তিনি যখন উক্ত উপদেশ দিতেন, তখন তাঁহার পুত্রের মন একেবারে ঐ উপদেশে সংলগ্ন হইত। (৪) জার্জ হারবর্ট নামে এক জন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি উপাসনা কালে উত্তমরূপে গান করিতে পারিতেন। চার বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার কাল হয়—তাঁহার মাতা অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে সদুপদেশ দিয়াছিলেন ও যে যে পাঠশালায় তিনি পড়িতেন, তাহার নিকটে মাতা আসিয়া বাস করিয়া থাকিতেন। মাতা সর্ব্বদা বলিতেন—"যেমন শরীর আহারানুসারে পুষ্ট হয়, তেমনি মন্দ লোকের কথায় ও কর্ম্মে ক্রমশঃ আত্মার পাপ বৃদ্ধি হয়, অতএব পাপ না জানা ধর্ম্ম রক্ষার উপায়—পাপ জানিলেই পাপে দগ্ধ হইতে হয়"। —এ কারণে আপন সন্তানদিগকে শৈশবাবস্থা অবধি সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া খেলা ধুলা ও

অহানিজনক কৌতুক ইত্যাদিতে কাল ক্ষেপন করিতেন।

পদ্মাবতী। একথা মিছে নয়—ছেলে যেমন দেখে, যেমন শুনে, তেমনি শিখে। তার পর আর আর কি আছে বল দেখি? তোমার কথাবার্ত্তা যে দ্রৌপদীর পাকস্থলী—ফুরায় না।

হরিহর। (৫) জান ওয়েস্‌লি বিলাতে এক জন বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন। তিনি সদা ধর্ম্মপথে চলিতেন। পৃথিবীর সুখ সম্পত্তি অথবা লোকের প্রশংশায় কদাপি মন দিতেন না, কেবল ঈশ্বর উদ্দেশে আপন কর্ত্তব্যাকর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেন। তাঁহার যিনি জননী, তাঁহার উনিশ বা কুড়ি বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, ক্রমে উনত্রিশটী সন্তান প্রসব করেন, তাহার মধ্যে তেরটী সন্তানকে নিকটে রাখিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। জান ওয়েস্‌লির মাতাকেও গৃহকর্ম্ম, বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যান্য কর্ম্ম দেখিতে শুনিতে হইত, কিন্তু সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ পক্ষে এমন সুশৃঙ্খলা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের এমন শান্ত প্রকৃতি ছিল যে, অতিশয় ঝনঝাটেও আপন সন্তানদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা করাইতেন। তাঁহার শিক্ষা করাইবার প্রণালী কি বলিব! কিরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয় তাহা পর্য্যন্ত ও চাকরদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহারও কিছু বক্রি রাখেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল যে—ছেলেরা যা মনে করিবে তাহা করিতে দিলে তাহাতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, ঐরূপ স্বভাব দমন না হইলে পরে অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবেক।

পদ্মাবতী। ঐ বিবির স্বামী একুশ বিয়ানের পরে আবার তাঁহাকে বিয়া করে নাই?

হরিহর। সে রীতি ইংরাজদিগের মধ্যে নাই। এখন বলি শুন—অনেক অনেক মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত্রে মাতৃ কর্ত্তৃক বাল্য উপদেশের বিশেষ উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু অন্যান্য কথা বিবেচনা করিতে গেলে সুস্পষ্ট বোধ হয় যে, জননীর সুমধুর ও স্নেহযুক্ত শিক্ষাতেই সন্তানদিগের আসল শিক্ষার মুল বদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি আর একটী কথা মনে পড়িল, তাহা বলি শুন।

(৬) ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া বড় পুণ্যবতী, লোকের সহিত দেখা হইলেও মিষ্টালাপ করিয়া থাকেন। তিনি আপন সন্তানাদির সুশিক্ষা বিষয়ে বড় যত্নশীলা, রাজপুত্র ও রাজকন্যা বলিয়া সন্তানেরা দম্ভ না করেন, এজন্য তিনি বিশেষ করিয়া উপদেশ দেন। কথিত আছে, মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র একদিন পাঠশালা হইতে মাতার নিকট আসিয়া বলিল—মা আমাকে অমুক বালক প্রহার করিয়াছে। মহারাণীর স্বামী প্রিন্‌স আলবর্ট রাগান্বিত হইলেন, কিন্তু মহারাণী সুস্থির চিত্তে সেই বালককে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি রাজপুত্রকে কেন মারিয়াছ? সেই বালক বলিল—আপনার পুত্র আমার নিকট বিজাতীয় অহঙ্কারপুর্ব্বক আমাকে অসম্মান করিয়াছিল—এজন্য আমি প্রহার করিয়াছি। মহারাণী বলিলেন—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, তুমিও উত্তম করিয়াছ, বাটী যাও।

পদ্মাবতী। ওমা আমরা হলে ইটী করিতে পারিতাম না।

(৫) গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী পরোপকারিণী। সংখ্যা ৫।

পদ্মাবতী। সুমাতা হইলেই সুসন্তান হয়, ও সুমাতা হইতে গেলেই শিক্ষার আবশ্যক হয়,

এ কথাটী বুঝলাম। বোধ করি ইউরোপে অনেক সুমাতা আছেন, তাহা ছাড়া বিবিদিগের আর কিছু গুণ আছে কি?

হরিহর। এদেশের স্ত্রীলোকেরা অতিশয় স্নেহযুক্ত ও অনেকেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর জন্য সর্ব্বদাই যত্নশীল ও অনেকে পরের বিপদ আপদে কায়িক পরিশ্রম করিতে ত্রুটী করেন না, এবং সহমরণের প্রথা থাকাতে যে তাঁহারা পতিপ্রাণা, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ উপকারার্থ তাঁহারা তত তৎপর নহেন।

পদ্মাবতী। ওমা, এ কেমন কথা গো! এত ঘাট পুষ্করিণী, অতিথিশালা কোথা থেকে হল? এসব কীর্ত্তি যে অনেক স্ত্রীলোকের দ্বারা হইয়াছে? এখন তাদের নিন্দা করলেই কি হল? নিন্দে করতে চাও কর, তাদের গায়ে ফোস্কা পড়বে না।

হরিহর। একটু স্থির হও, আমার কথাটা তলিয়ে বোঝ। আমি ভালরূপে অবগত আছি যে, অনেক ঘাট, পুষ্করিণী, তড়াগ, অতিথিশালা, পঞ্চবটী, রাস্তা ইত্যাদি স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক হইয়াছে, কিন্তু এ সকল কর্ম্মে কেবল তাহারা ব্যয় করিয়াছেন, কায়িক অথবা মানসিক পরিশ্রম অল্পই। ইউরোপীয় কোন কোন বিবিদের বিবরণ শুনিলে আশ্চর্য্য হবে।

পদ্মাবতী। তবে একটা বিবরণ বল দেখি —ঈশ্বর কাণ দিয়াছেন শুনি।

হরিহর। (১) বিলাতে বিবি ফ্রাই নামে এক জন স্ত্রীলোক ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি পরোপকারে রত হয়েন। নিকটস্থ দীন দরিদ্র লোকের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে পিতৃ আলয়ে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার করেন। বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর নিকট থাকিয়া পল্লীর দুঃখী লোকের বাটী যাইয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। এইরূপে দশ বৎসর গত হইলে নিউগেট নামে জেলে গিয়া দেখিলেন, প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোক নানা অপরাধ জন্য কয়েদ আছে। তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনার্থে সর্ব্বদা সেখানে গিয়া বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ উপদেশ এমত সুমিষ্ট হইত যে, তৎ শ্রবণে তাহাদিগর অশ্রুপাত হইত। পরে উক্ত কয়েদিদিগের কুড়িটী ছেলেকে লইয়া নিত্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হওয়াতে, জেলের অধ্যক্ষেরা বলিল, ইহাতে কিছু ফল হইবে না ও স্থানও নাই। বিবি ফ্রাই তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একটী অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন—এইরূপ শিক্ষাতে অনেক কয়েদির স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল। অনেক অনেক স্ত্রীলোক, যাহারা পূর্ব্বে কেবল বকাবকি, কচকচি ও গালাগালি করিত, তাহারা এক্ষণে শান্ত হইল। যাহারা বসিয়া থাকিত, আলস্যে তাহারা পাছে বিগড়িয়া যায়, এজন্য তিনি তাহাদিগকে বুনন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বে কয়েদিদের কর্ম্ম করাইবার ও উপদেশ দিবার প্রথা ছিল না। বিবি ফ্রাইয়ের দৃষ্টান্তে ইউরোপের অন্যান্য দেশের জেলে ঐরূপ সুনিয়ম হইতে লাগিল, তাহাতে এই উপকার হইয়াছে যে, জেলে থাকিয়া অনেকে পরিশ্রম দ্বারা আপনার ভরণ পোষণ করণ বিষয়ে সদুপদেশ পাইয়া ভাল হইতেছে। অনন্তর বিবি ফ্রাই ধনশালী ভদ্র লোকদিগকে বুঝাইয়া নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয় জন্য সভা স্থাপন করান ও পরহিতে সর্ব্বদাই রত থাকিতেন। এমন প্রকার হিন্দুদিগের স্ত্রীলোক হইলে হইতে পারে, কিন্তু অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই।

পদ্মাবতী। তা বটে, কিন্তু এমন প্রকার বিবিও দুই এক জন।

হরিহর। (২) মারকিনদেশে মরসর নামে এক জন গবর্ণর ছিলেন। কিছুকাল পরে সরকারি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চাষবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মারকিনদেশে অনেকে আফ্রিকা হইতে আনীত হাবসি গোলামের দ্বারা চাষবাস করে। ঐ সকল হাবসি গোলাম ক্রীত, এ প্রযুক্ত কেবল তাহাদিগের খাওয়া পরা লাগে, মাহিনা দিতে হয় না। মরসরের কেবল এক কন্যা ছিল, তাহার নাম মারাগরেট মরসর। পিতার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া, তিনি কেবল পরহিতে রত থাকিতেন; প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার অধীনে অনেক গোলাম আছে, তাহাদিগকে ক্রয় করিতে বিস্তর ধন ব্যয় হইয়াছে, মনুষ্য যে মনুষ্যের গোলামী করে এবং নিষ্ঠুররূপে প্রহারিত হইলেও কিছু বলিতে পারে না ও গোরু ঘোড়ার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে ক্রীত বিক্রীত হয়, ইহার মূল কেবল মনুষ্যের অসদ্বিবেচনা, এমত কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রীতিজনক হইতে পারে না, অতএব এ কর্ম্ম পাপ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগে যদি সর্ব্বনাশ হয় তাহাও করা বিধেয়। এই বিবেচনায় ঐ অবলা সমস্ত দাসদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অসীম আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গমন করিল। মারগেরেট মরসরের প্রচুর আয় ছিল, এক্ষণে তাহা ঘুচিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইল। এই মহৎ কর্ম্ম করিয়া তিনি এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ও যাহাতে তাহাদিগের পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হয় এমত উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইরূপ পঁচিশ বৎসর পরোপকার করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তিনি সর্ব্বদা এই কথা কহিতেন যে, ব্যর্থ কথা লইয়া গোলযোগ অথবা পরদোষানুসন্ধান কিম্বা পরনিন্দা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই করিয়া থাকে—পরহিতে মনোনিবেশই ঐ রোগের ঔষধ। যেমন পুষ্পে ফল রক্ষিত হয়, তেমনি ভদ্র আলাপে সুমতি

পদ্মাবতী। এ দুইটী বিবিই ভাল। ওমা, এমন তর কথা তুমি কত জান গো? তুমি যে ভুষণ্ডী!

হরিহর। (৩) হেনা মোর নামে এক জন বিবি ছিলেন। তিনিও পরহিতে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। তিনি দোকানি চাষী ও অন্যান্য লোকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি জন্য পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন ও দরিদ্রলোকের সন্তানাদির শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, ফলতঃ সৎবিষয়ে ধন ব্যয় করিতে ক্রটী করেন নাই। যৎকালীন তাঁহার মৃত্যু হয়, তৎকালীন গ্রামস্থ যাবতীয় লোক নিকটে আসিয়া নয়ন-বারি নিক্ষেপ পূর্ব্বক আপন আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

পদ্মাবতী আর কোন মেয়েমানুষ এমন প্রকার ছিল?

হরিহর। (৪) ফ্লারেনস্ নাইটেঙ্গেল নামে একজন অতি বড়মানুষের কন্যা অদ্যাপি আছেন। পিতা মাতা কর্ত্তৃক উত্তম শিক্ষিতা হইয়া তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁহার এমন সৎস্বভাব যে, যাহার সঙ্গে আলাপ হইত তিনি আপ্যায়িত হইতেন। বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার দয়ালু স্বভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারিতে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি থাকিত, আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের দুঃখ

নিবারণ করিতেন। অনেকেই তাহাকে উপদেশক ও বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। অনন্তর রাইননদী তীরস্থ এক ধর্ম্মশালায় কতিপয় ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া, রোগীদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধান করেন। তাহার পর বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখিনী পীড়িতা নারীগণের আশ্রয় জন্য যে এক ধর্ম্মশালা ছিল, তাহার উন্নতি করেন। এই সময়ে ইউরোপে রুশিয়াদিগের সহিত ইংরেজ ও ফরাসিদের এক ঘোরতর যুদ্ধ ক্রমিয়া নামে স্থানে আরম্ভ হয়। ঐ সংগ্রাম ব্যাপক কাল হইয়াছিল। বিলাত ও ফ্রান্স হইতে অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। ফ্লারেনস্ নাইটেঙ্গেল কতিপয় ভদ্র ঘরের কন্যার সহিত ক্রমিয়ায় আসিয়া সৈন্যদিগের ঔষধ পথ্যাদি প্রদান ও ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করণে দিবা রাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন। এদিকে যুদ্ধ হইতেছে—গোলার শব্দ—কামানের ধূম—অশ্বের নাদ—সৈন্যের কোলাহল, ওদিকে ঐ দয়াময়ী কন্যা অকুতোভয়ে সস্নেহপূর্ব্বক রোগীদিগের রোগের যন্ত্রণা নিবারণে নিযুক্তা আছেন। এরূপ কষ্টে তাঁহার জ্বর হয়, তথাপি পরোপকারে বিরত হয়েন নাই। যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আইসেন। তৎকালীন যাবতীয় লোক অসীম সম্মানপূর্ব্বক ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশার্থে এক বহুমূল্য অলঙ্কার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্লারেনস নাইটেঙ্গেল আপন কর্ত্তৃক কৃতকর্ম্ম অধিক বোধ না করিয়া সঙ্গিদিগেরই অনেক গুণ বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্ম্মিক লোকেরা ঈশ্বর উদ্দেশ্যেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে—লোক সমাজে যশের জন্য করে না, বরং আপন পুণ্য কর্ম্মের গৌরবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

পদ্মাবতী। আর কোন এমনতর মেয়েমানুষ ছিল?

হরিহর। (৫) বিবি রো নামে একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি দরিদ্র ও দুঃখীত ব্যক্তির জন্য সর্ব্বদা কাতর হইতেন। পুস্তকাদি লিখিয়া বিক্রয় করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা তাহাদিগকে দান করিতেন। একবার হাতে টাকা না থাকাতে, আপনার এক খানা রূপার বাসন বিক্রয় করিয়া পরদুঃখ বিমোচন করিয়াছিলেন। বাহির যাওন কালীন সঙ্গে সর্ব্বদা নানাপ্রকারে টাকা থাকিত, দুঃখী দরিদ্র লোক দেখিলেই যে যেমন পাত্র তাহা বিবেচনা করিয়া দান করিতেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকাদি বিতরণ করিতেন ও বস্ত্রহীন ব্যক্তিদিগকে বস্ত্র দিবার জন্য স্বহস্তে বস্ত্রাদি বুনিতেন। পরদুঃখ তাঁহার হৃদয়কে এমন বিদীর্ণ করিত যে, তাহা শ্রবণে তিনি রোদন করিতেন, অথচ স্বীয় দুঃখ সংবরণ করণে অসীম সহিষ্ণুতা ছিল। লোক পীড়িত হইলে অথবা বিপদে পড়িলে তাহাদিগের নিকট যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন ও অনেক অনেক দুঃখী বালক ও বালিকাকে আপনি শিক্ষা করাইতেন, অথবা আপন ব্যয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে শত শত দুঃখী দরিদ্র লোক বিলাপপূর্ব্বক তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিল।

পদ্মাবতী। আহা! এমন সকল মেয়েমানুষের দেব অংশে জন্ম। বাঙ্গালিদিগের মেয়েরা যদি পরহিতে রত হয়, তো দ্বেষ হিংসা অনেক ঘুচে যাইতে পারে, আর অনেক মেয়েমানুষ বড় কুড়ে ও অলস, কেবল ঘরে বসিয়া বসিয়া থাকিয়া সর্ব্বদাই মিছামিছি কথা লইয়া বিবাদ করে।

হরিহর। তবে আর একটী কথা শুন—৬) ইটেলি দেশে রোজাগোবানা নামে একজন বালিকা থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা ছিল না, তিনি উত্তমরূপ সেলাই করিতে পারিতেন, ঐ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। পৃথিবীর সুখ ভোগ অথবা বিবাহ করণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ এক দিবস একটী দুঃখী অনাশ্রয় বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি অনাথা—আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব—তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে ঐ অনাথা বালিকা সম্মত হইলে রোজাগোবানা অন্যান্য অনাথা বালিকা সংগ্রহ করিয়া সকলকে শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল বালিকারা পরে আপন জীবিকা নির্ব্বাহে সক্ষমা হইবে ও পরিশ্রমী স্বভাব হইলে মন্দ পথে যাইবে না। প্রথম প্রথম অনেক অনেক মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি রোজাগোবানার প্রতি পরিহাস ও দোষারোপ করিয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর উদ্দেশ্য কর্ম্মে চরমে ইষ্ট লাভ অবশ্যই হইয়া থাকে। অল্প দিনের মধ্যে রোজাগোবানার শিল্প কর্ম্মালয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা বালিকার উপকার প্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুরুষেরা বিবিধ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর রোজাগোবানা দুই এক জন শিষ্য লইয়া ঐরূপ শিক্ষালয় অন্যান্য স্থানে স্থাপন করিয়া, একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপনি পরিশ্রম করিয়া আক্রান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

পদ্মাবতী। এরূপ প্রকার স্ত্রীলোকরা স্বর্গে যাইবে তাহার সন্দেহ নাই।

(৬)—গৃহকথা—স্ত্রী শিক্ষা, সাহস। ৬ সংখ্যা।

হরিহর। পুরুষের সাহস অত্যাবশ্যক। সাহস অভাবে মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি ও সংসারে নানা উৎপাত ঘটে। যাহারা প্রকৃত সাহসী তাহারা সাহসের আস্ফালন করে না—সর্ব্বদা নম্রভাবে চলে, প্রয়োজন হইলে সাহস প্রকাশ করিয়া কার্য্য উদ্ধার করে। যাহারা আপন সাহসের আস্ফালন করে তাহারা প্রায় আবশ্যক সময়ে ভীত হয়—তাহাদিগের সাহস কেবল আড়ম্বর মাত্র। যেমন পুরুষের সাহস আবশ্যক—তেমন স্ত্রীলোকের সাহস কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয়। সাহস অভাবে বঙ্গদেশের নারীরা আপনারা যেমন ভীত, তেমনি সন্তানদিগকে ভয় দেখাইয়া ভীত করেন।

পদ্মাবতী। তা কি হবে, ছেলে কেঁদে বাড়ী ফাটিয়া দেয়, ভয় না দেখালে চুপ কর্‌বে কেন?

হরিহর। এটী বড় ভ্রম। ছেলেকে অন্য উপায়ে দ্বারা শান্ত করা উচিত—ভয় দেখাইয়া চুপ করান ভাল নহে। অদ্যাবধি অনেকে ভূত প্রেত মানে না, কিন্তু বাল্য সংস্কারাধীন দুই প্রহর রাত্রের পর ঘোর অন্ধকার স্থানে যাইতে পারে না ও অনেকের বাল্য সংস্কার জন্য এমন ভীরু স্বভাব হয় যে, সাহস সম্বন্ধীয় কর্ম্ম করিতে তাহাদিগের পা কাঁপে। অতএব সন্তানদিগকে ঐ জুজু ঐ কাণকাটা বলিয়া ভয় দেখান কু শিক্ষা তাহাতে সন্দেহ নাই।

পদ্মাবতী। পুরুষ সবল, স্ত্রীলোক দুর্ব্বল—স্ত্রীলোকের সাহস কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। একথা কতক দূর সত্য বটে। সাহস দুই প্রকার উপায়ে জন্মে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের

প্রতি নিষ্ঠা—ঈশ্বর উদ্দেশেই সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলে আপনাপনি সাহস হয়। দ্বিতীয়তঃ শরীর পুষ্টি ও বলবান হইলে সাহস জন্মে। এতদ্দেশীয় নারীগণের যে সাহস নাই, এমন বলিতে পারি না, কারণ ঈশ্বর উদ্দেশে পতিপ্রাণা হইয়া মৃত পতির সঙ্গে কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পুড়িয়া মরে? ঐ বিষয়ে হিন্দুজাতীয় স্ত্রীগণের অসীম সাহস। কিন্তু তাহারা বিপদ আপদে ও বিচ্ছেদ বিয়োগাদি শোকে অতিশয় বিহ্বল হয়—ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে না। যেরূপ অভ্যাস, সেইরূপ ফল। দেখ, স্পার্টাদেশে যুবা লোক যখন যুদ্ধ যাত্রা করিত, তৎকালীন তাহাদিগের মাতারা বলিত—দেখো বাবা! রণে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না—রণস্থল থেকে পলাইয়া আসিবার অপেক্ষা তথায় প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়ঃ, ও যুদ্ধে ভগ্ন হওয়া অপেক্ষা তোমার মৃত দেহ চর্ম্মের উপরে আনীত হওয়া আমার প্রীতিজনক।

পদ্মাবতী। ছি—ছি! একি মায়ের উপযুক্ত কথা! পাষাণহৃদয় না হলে এমন কথা বল্‌তে পারে না।

হরিহর। ইহার সিদ্ধান্ত পরে করিব—এক্ষণে আর একটী কথা শুন। রোমদেশে এক জন মহাকুলোদ্ভব ধনীর করনিলিয়া নামে কন্যা ছিলেন, তাঁহার দুইটী পুত্র। তাহাদের নাম গ্রেকাই। তিনি পুত্রদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন—আপনার বেশ ভূষায় তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। দুইটী পুত্রই জননীর সদুপদেশে বিদ্বান ও গুণশালী হইয়াছিল। একদা এক রমণী স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মাণিক্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মসৌভাগ্যে গর্ব্বিতা হইয়া জহরাতের প্রতি দৃষ্টি করিতে কহিলেন। করনিলিয়া তাহাতে চুপ করিয়া থাকিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্রদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি উত্তর করিলেন—"দেখ আমার জহরাত এই," এ কথা যাউক। সেই অবলা ঘরে পুত্রদিগকে সর্ব্বদা বলিতেন—লোকে আমাকে কবে তোমাদিগের মাতা বলিয়া ডাকিবে—তোমরা অদ্যাপিও দেশোপকারে বিখ্যাত হইলে না! পরে তাঁহার পুত্রেরা দেশের হিতজনক কর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে ও সেই স্থানে রোমদেশের লোকেরা তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। করনিলিয়া পুত্রদিগের ঐ সদগতিতে কৃতার্থ হইয়া সহরের প্রান্তভাগে গিয়া বাস করেন। আত্মীয়েরা নিকটে গেলে তিনি অশ্রুপাত না করিয়া, ধীরতা পূর্ব্বক আপন তনয়দ্বয়ের গুণ বর্ণন করিয়া মনের তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেন।

পদ্মাবতী। এমন মেয়ে মানুষের কথা কখন শুনি নাই—বোধ হয় তাহার শরীরে মায়া ছিল না।

হরিহর। মুল কথা মনঃ অভ্যাসাধীন, যেরূপ অভ্যাস কর সেইরূপ মনের গতি হয়। স্পার্টা ও রোমদেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দেশ রক্ষা ও দেশের মঙ্গলজনক কর্ম্মের অহরহ চিন্তা করিত, যাহার বিপরীত আচরণে দৃষ্ট হইত তিনি জাতিচ্যুত হইতেন, এ কারণ তত্রত্য স্ত্রীদিগের উক্ত প্রকার মনের গতি হইয়াছিল। ভারতভূমিতেও স্ত্রীজাতির এবম্প্রকার সাহসের অভাব নাই। তাড়কা রাক্ষসীর বধ নিমিত্ত কৌশল্যা রাম লক্ষ্মণকে সাজাইয়া বিশ্বামিত্র মুনির সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরে আসিলে, বকা রাক্ষসের নিকট ব্রাহ্মণপুত্রের পরিবর্ত্তে কুন্তি স্বয়ং ভীমকে প্রেরণ করেন। রামের সহিত যুদ্ধার্থে সীতা কুশলবকে সজ্জিত

করিয়া পাঠাইয়া দিয়া যাত্রা কালীন এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন।

"কায়মনোবাক্য আমি যদি হই সতী।
তোসবার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি"।

দ্রৌপদী আপন পাঁচটী পুত্র লইয়া কুরুক্ষেত্রের শিবিরে ছিলেন। স্বয়ং তাহাদিগকে রণে প্রেরণ করেন। অতএব বীরকন্যা, বীরপত্নি ও বীরমাতার লক্ষণ স্বতন্ত্র। যে স্থলে এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঘোর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে, সে স্থলে সাহস হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর পুরাণাদি পাঠে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে লোকে ঐহিক সুখাদিতে মগ্ন হইত না—আত্মার অবিনাশিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহারা কি প্রকারে আত্মার সদ্গতি হইবে তদর্থই অধিক মনোযোগ করিত।

পদ্মাবতী। কথাগুলা বেস বল্‌ছো।

হরিহর। পূর্ব্বকালে ভগবতী প্রভৃতি অবলাগণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্বেষণ করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইতে পারে।—সে যাহা হউক, যাহা কথিত হইল তাহাতেই বোধ হইবেক এদেশের রমণীগণের সাহসের অভাব ছিল না। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করি, যাহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস তাহাতেই তাহার সাহস হইয়া থাকে। অনেকেই স্বীয় সতীত্ব রক্ষণার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহার কারণ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সতীত্ব নষ্ট হইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে—এইরূপ বিশ্বাস সহমরণ ও অনুমরণের মূল। অতএব স্ত্রীলোকদিগের যে সাহস নাই এমন বলিতে পারি না। তাহাদের কর্ত্তব্য যে, মনঃ সংযম করিয়া বিচ্ছেদ বিপদ ও বিয়োগ কালে সাহস অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত থাকেন। সাহসান্বিত মাতা না হইলে সাহসী সন্তান প্রায় হয় না।

---

(৭) গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, সদভ্যাস।

৭ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। সংসারে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম্ম কি?

হরিহর। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম্ম পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করা। পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করার লক্ষণ এই যে, মন শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইবে, অর্থাৎ দ্বেষ হিংসা রাগ ইত্যাদি কুমতি মন হইতে বিগত হইবে, ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্ম্মাদি, অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ কর্ম্ম মনোমধ্যে আসিতে দিবে না, নিষ্কাম হইয়া, অর্থাৎ ফলাভিলাষ না করিয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই নম্রভাবে পুণ্য কর্ম্ম করা হইবে ও মনুষ্যমাত্রের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেক, আর অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই বাক্য স্মরণ করতঃ ক্ষমাশীল হইয়া শত্রুদেরও মঙ্গল চেষ্টা করিবে। ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা শ্রবণ কর।

"সুহৃৎ এবং মিত্র আর শত্রু* উদাসীন, মধ্যস্থ দ্বেষযোগ্য লোক, কুটুম্ব, সাধু, পাপিষ্ঠ, এ সকলের মধ্যে কাহারও প্রতি যাঁহার রাগ দ্বেষ না থাকে সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান"।

"যে ব্যক্তি আত্ম দৃষ্টান্তে সর্ব্ব প্রাণীতে সম দৃষ্টি করেন (অর্থাৎ যেমন সুখ আপনার প্রিয়

* দ্বাদশাধ্যায়ে "যে ব্যক্তির শত্রু মিত্রে সম ব্যবহার" ইত্যাদিতে আরো স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, শত্রুর প্রতিও দ্বেষ করিবে না।

সেইরূপ অন্যেরও প্রিয়, এবং দুঃখ যেমন আপনার অপ্রিয় অন্যেরও সেইরূপ অপ্রিয়, সর্ব্বত্র এই প্রকার সমান দৃষ্টি পূর্ব্বক কাহারো দুঃখের প্রার্থনা না করিয়া, সকলেরই সুখ ইচ্ছা করেন) আমার মতে সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"।

স্মৃতিতে লেখেন যথা,—

"পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্ম বদ্বর্ত্তিতব্যংহি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা' ॥

"কি উদাসীন, কি বন্ধুবর্গ, কি মিত্র, কি শত্রু সকলের প্রতি আত্মদৃষ্টান্তে যে ব্যবহার করা, তাহার নাম দয়া।"

উক্ত বচনের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সকল মনুষ্যের প্রতিই আত্মবৎ দেখা কর্ত্তব্য ও শত্রুর প্রতিও রাগ দ্বেষ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহার কারণ এই যে,রাগ দ্বেষ ইত্যাদি জন্মিতে দিলে মনের বিশুদ্ধতা ভ্রষ্ট হয়। যাহার মনে মালিন্য জন্মে, তিনি পরমেশ্বর হইতে অন্তর হইয়া পড়েন।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে লিখিত আছে,

"সেই পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ অনাদি, জগতের প্রতিপালক, তিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বপর প্রকাশক, কিন্তু তাঁহার রূপ অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদের মনঃ ও বুদ্ধির গোচর নহে"।

ইংরাজদিগের শাস্ত্রেও লেখে, যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল, কেবল তিনি পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।

পদ্মাবতী। ভাল, গীতার মতে কাহারা মোক্ষ পায়।

হরিহর। ইহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে।

"যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তি দ্বারা কেবল পরমেশ্বর সেবা করে, সেই ব্যক্তি তাবৎ গুণাতীত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য হয়"।

পদ্মাবতী। পূর্ব্বে যে মুনি ঋষিরা তপস্যা করিতেন সে কি?

হরিহর। তাহাও গীতায় সপ্তদশাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"মনের নির্ম্মলত্ব এবং অক্রুরতা ও মনন আর আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় দমন আর ব্যবহারে কাপট্য শূন্যতা এই কয়েকটী তপস্যা মনোদ্বারা হয়, অতএব ইহাকে মানস তপস্যা কহেন"।

পদ্মাবতী। তুমি বলিলে পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম ও তাহার জন্য মনকে শুদ্ধ করিতে হইবে, সকল পাপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নম্র ভাবে কেবল ঈশ্বর উদ্দেশেই পুণ্য ক্রিয়া করিতে হইবে ও সকল মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হইবে, এবং ক্ষমাশীল হইয়া শত্রুরও মঙ্গল চেষ্টা করিবেক—এটি বড় কঠিন কর্ম্ম—কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। ইহার উপায়, অভ্যাস—গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"হে অর্জ্জুন! চাঞ্চল্যাদি প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত মনকে বশীভূতকরণ অসাধ্য যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ বটে, তথাপি অভ্যাসে অর্থাৎ মন যখন যে বিষয়ে ধাবমান হয় তখন সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া পরমেশ্বরেতে অবস্থিত করা আর বিষয় বৈরাগ্য এইরূপে মন বশীভূত হয়"?

পদ্মাবতী! অভ্যাস প্রথমে কিরূপে হয়?

হরিহর। প্রথমে প্রতিদিন মনের সহিত পরমেশ্বরকে ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে—পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা—সংহারকর্ত্তা—তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বশক্তিমান—সর্ব্বজ্ঞ—অন্তর্য্যামী—করুণাময়—ক্ষমাময়—

নির্ম্মলাত্মা—শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন। তাঁহার এমনি গুণ যে, তাঁহার ধ্যানও উপাসনায় মতির ক্রমশঃ উত্তমতা জন্মে। কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে কিছুই হইতে পারে না—ধ্যান ও উপাসনা অন্তঃকরণের সহিত করিতে হইবে, এবং তদনুযায়ী কর্ম্মের দ্বারাই দেখাইতে হইবেক—ফল কথা পরমেশ্বরের গুণ সকল সর্ব্বদা স্মরণ করত সংসারে অর্থাৎ কি গৃহে কি বাহিরে দয়া ধর্ম্ম সত্য ক্ষমা ইত্যাদি অবলম্বন করিতে অভ্যাস করিবে?

পদ্মাবতী। ধ্যান ও উপাসনা কি প্রকারে করিতে হইবে?

হরিহর। পরমেশ্বরের শক্তি, মহিমা ও গুণাদি চিন্তা করিবে। শিশুরা যে প্রকার অকপটে ও সরল চিত্তে বাপ মার নিকট গিয়া সকল কথা কহে, সেইরূপে উপাসনা করিবে—পাপ করিয়া থাক তাহার জন্য মনের সহিত সন্তাপ প্রকাশপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সুমতির ও আত্মবিশুদ্ধতার কারণ প্রার্থনা করিবে—এইরূপ করিলেই পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি উদিতা হইবেক।

---

(৮) গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, মনঃসংযম। ৮ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। মনঃসংযম কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। গীতার মতে মনঃসংযমের উপায় বলিয়াছি—ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও লিখিত আছে "যে পুরুষ নিরন্তর বিষয় ভাবনা করেন, তাঁহার সেই সকল বিষয়েতে আসক্তি হইয়া ঐ আসক্তি হইতে অভিলাষ জন্মে, তৎপরে অভিলাষের কোন ব্যাঘাত হইলে সেই অভিলাষে ক্রোধ উপস্থিত করে, ক্রোধ হইলে কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা হয় না, বিবেচনাশূন্য হইলে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ এবং আচার্য্যের উপদেশ বাক্য স্মরণ থাকে না, স্মরণের অভাবে চেতনা ত্যাগ হয়, চৈতন্যশূন্য হইলে সুতরাং মৃততুল্য হয়। মনকে বশীভূত করিয়া মনের অধীন অথচ রাগ দ্বেষরহিত যে ইন্দ্রিয়সকল, তদ্দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি প্রাপ্ত হয়।

পদ্মাবতী। এতো শুনলাম—যে ব্যক্তি গৃহী সে বিষয় ভাবনা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে?

হরিহর। মনঃসংযমই আসল কথা—মনঃসংযম হইলেই রিপু সকল দমন হয়, এটী কেবল অভ্যাসের দ্বারা সাধন করা যাইতে পারে। আমাদিগের মতে মনুষ্যের ছয় রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। ইংরাজী মতে ইহার শ্রেণী ভিন্ন, কিন্তু প্রধান রিপু দুই—অন্যান্য রিপু সকল প্রায় ইহাদিগের অন্তর্গত। দেখ, কাম লোভ মোহ ইত্যাদি প্রেমের অন্তর্গত, ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য ইহাদিগের মুল ঘৃণা। প্রেম ও ঘৃণা বস্তু ও ব্যক্তি বিশেষে তারতম্য হইলেই ভাল মন্দ হয়, একারণ ভৌতিক ও অযোগ্য বস্তু এবং ব্যক্তিতে প্রেম না জন্মে ও কাহারও উপর ঘৃণা না হয় এমত চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর ও তাঁহার গুণসকল মনেতে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিলে প্রেমের ভাগ তাহাদিগেরই উপর অধিক হইবে—তাহার পর পরিবার বন্ধু বান্ধব ইত্যাদির উপর হইবে। ঘৃণা হইতে অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, রাগ, পরদ্রোহিতা ইত্যাদি জন্মে। এই সকল রিপু দমন না হইলে মন শুদ্ধ হয় না।

পদ্মাবতী। দ্বেষ হিংসা কিরূপে দমন হয়?

হরিহর। ইহার উপায় প্রথমে আত্মগৌরবে রত না হওয়া—আমি ও আমার সম্বন্ধীয় যাহা তাহাই ভাল, পর সম্বন্ধীয় যাহা তাহাই মন্দ,

চিন্তাতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে পরের প্রতি তাচ্ছিল্যতা ও ঘৃণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং তাহাতে দ্বেষ হিংসার প্রাবল্য হইয়া উঠে। আত্মগৌরবে রত না হইবার উপায় ঈশ্বরের মহৎ ও অদ্ভুত সৃষ্টি ধ্যান করত আপনাকে নম্র জ্ঞান করা ও অন্যের দোষ মনে আন্দোলন না করিয়া গুণ গ্রহণ করা এবং আপনার দোষ যথার্থরূপে অনুসন্ধান করা। যখন দ্বেষ হিংসা মনে উদয় হইবে, তখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, দ্বেষ হিংসা করিলে কি উপকার? তাহাতে মন সুখী হয় না, অসুখী হয়? হিংস্রক চিত্তের দণ্ড এইক্ষণেই হয় ও অন্তে মন্দ গতি প্রাপ্তি হয়। যাহাদিগের প্রতি দ্বেষ হিংসা কর, তাহাদিগের যদি কোন গুণ থাকে, তবে তাহাদিগের জন্য দুঃখিত হও, দ্বেষ হিংসা কেন করিবে?

পদ্মাবতী। রাগের শমতা কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। রাগ কতদূর থাকা কর্ত্তব্য—পাপ, কুকর্ম্ম, অত্যাচার, ইত্যাদি দর্শন অথবা শ্রবণে রাগ হওয়া উচিৎ, কিন্তু সে রাগ এতদূর হওয়া উচিত নহে, যাহাতে মনের মালিন্য জন্মে অথবা অহিতজনক কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগকে মারিতে আইসে, তবে অবশ্যই আত্মরক্ষা করিতে হইবেক, কিন্তু অল্প বিষয় লইয়া রাগ প্রকাশ করা সুবুদ্ধি লোকের কর্ম্ম নহে। রাগ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়—অহঙ্কারের ভাগ অল্প থাকিলে রাগের অল্পতা হইবে। যৎকালীন রাগের উদয় হয় তৎকালীন দমন করিতে চেষ্টা করিলে দমন হইতে পারে—অগ্নির শিখা শীঘ্র নির্ব্বাণ হইতে পারে, কিন্তু প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে নির্ব্বাণ কষ্ট সাধ্য হয়। রোমদেশের একজন রাজা রাগের উপক্রম হইলেই বর্ণমালা পাঠ করিতেন। তাহার তাৎপর্য্য, ঐ সময়টুকুতে রাগের খর্ব্বতা হইবে। আমাদিগেরও সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। রাগ উপস্থিত হইলেই একটু থামিয়া গেলে রাগ পড়িয়া যায়। যদি কেহ নিন্দা অথবা অপমানের কথা কহে, তাহা লইয়া আন্দোলন না করিয়া বিস্মৃত হইলেই রাগের অল্পতা হইবেক। যদি শত্রু মিত্রের প্রতি সমভাব করা উচিত হয়, তবে রাগ প্রজ্জ্বলিত হইলে সে কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে? —যেমন দ্বেষ হিংসা নম্র স্বভাব দ্বারা খর্ব্ব হয়, রাগও তেমনি নম্রতায় বশীভূত হয়—অভ্যাস এ প্রকার করিতে হইবে যেন নম্রভাবে সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক পর সম্বন্ধীয় বিষয়ে মন্দ চিন্তা না করিয়া মঙ্গল চিন্তা হয় ও কেবল দয়া সত্য বিস্তীর্ণতা জন্য মনকে সদা নিযুক্ত রাখা যায়।

পদ্মাবতী! ভাল, তুমি সর্ব্বদা বল ছেলে পুলেদিগকে ভয় দেখাইও না—ভয় কি রূপে দমন হইতে পারে?

হরিহর। "ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়—" এইটী সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য যদি ধর্ম্মপথে থাকে তবে ঈশ্বরের নিকট হইতে অভয় পদ পায়—তাহার আর কি ভয় হইতে পারে? যে মানুষ অধর্ম্মে রত, তাহার কি ভয়ের সীমা আছে? সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই আতঙ্ক ও ভয়েতে থরথর করিয়া কাঁপে। কিন্তু কতক গুলির ভয় বাল্যসংস্কারাধীন, যথা অন্ধকার ঘরে থাকা, ভুত প্রেতের আশঙ্কা, জল অগ্নি অথবা কোন বৃহৎ বস্তু দেখিলে অস্থির হওয়া। এজন্য শিশুদিগের শিক্ষা সাবধানপূর্ব্বক হওয়া কর্ত্তব্য।

পদ্মাবতী। শোকের শমতা কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। শোকের শমতার জন্য মনে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস জন্মান কর্ত্তব্য যে, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যাহা ঘটে তাহা আমাদিগের মঙ্গলের জন্যই হয়—তিনি বিচার ও কৃপার সাগর—যাহা করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ও শুভজনক। আমাদিগের দুর্ব্বল স্বভাব ও ভ্রম বশতঃ তাঁহার কর্ম্মাদি আমরা বুঝিতে পারি না। মনুষ্যের বিপদ ও শোক যদি না হইত তবে অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইত ও ঈশ্বরের প্রতি মনও থাকিত না। সম্পদে মনুষ্য মদবিহ্বল হয়—বিপদে না পড়িলে ধর্ম্ম উপদেশ হয় না। বিপদে পড়িয়া চিত্তের কিঞ্চিৎ অস্থিরতা হওয়া পরিণামে ভাল—এতদবস্থায় উত্তম জ্ঞানের উদয় হয়—এ কারণ ঈশ্বরের সুবিচারে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া চিত্তকে শান্ত রাখা কর্ত্তব্য। বিয়োগ শোক উপস্থিত হইলে আমাদিগের এই ভাবা উচিত—শরীর বিনাশী, আত্ম অবিনাশী—যখন ঐ আত্মা স্রষ্টার নিকট গমন করিল, তখন মঙ্গলের জন্যই গমন করিল—ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ভাল।

আর ক্রমশঃ কোন কোন বিষয়ে নিযুক্ত হইলে শোকের শমতা হইতে পারে, নিরন্তর শোকে নিমগ্ন হইলে শোক বৃদ্ধি হয়।

আমাদিগের যে সকল রিপুর দ্বারা ধর্ম্মের হানি হয়, তাহার দমনের বিশেষ বিশেষ উপায় বলিলাম। মনুষ্য যদি সর্ব্বদা ভাবে যে, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ" ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান জন্য বোধ করিবে মৃত্যু যেন কেশাকর্ষণ করিয়া টানিতেছে ও দেহ শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, অবশ্যই নাশ হইবে, তবে রাগ হিংসা অহঙ্কার প্রভৃতির প্রাবল্য হইতে পারে না। প্রতিদিন মৃত্যু চিন্তাও ধর্ম্মপথে যাওনের প্রধান কাণ্ডারী।

(৯) গৃহধর্ম্ম—স্ত্রীশিক্ষা, আত্মদোষ শোধন।

সংখ্যা ৯।

পদ্মাবতী। তুমি বলিয়াছ—আপনার দোষ অনুসন্ধান করিলে পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা খর্ব্বতা হয় ও নম্রতা জন্মে—আত্মদোষ অনুসন্ধান কিরূপে হয়?

হরিহর। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, উভয়েরি ধর্ম্মে বৃদ্ধি হওয়া জীবনের প্রধান কর্ম্ম। পরমেশ্বরের নিকট উপাসনা, সুমতির স্থৈর্য্য, সাধুসঙ্গ এবং সুবুদ্ধিজনক পুস্তক পাঠ ও সাময়িক আত্ম-চিন্তন প্রয়োজনীয়। চিন্তা করণের তাৎপর্য্য এই স্বীয় কর্ম্ম ও মনের গতি উল্টেপাল্টে যথার্থরূপে দেখিলে বোধ হইবে—আপনার কি কি দোষ হইয়াছে, কি কারণে ঐ সকল দোষ জন্মিয়াছে ও কি উপায়ে পুনরায় না হইতে পারে, আর সঙ্কল্পিত ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মনের সৎ মতি বৃদ্ধি হইতেছে কি না। মনুষ্য স্বভাবতঃ আত্ম অনুরাগী, এজন্য আপনার দোষ দেখেও দেখে না, আত্মদোষ পরিজ্ঞান ও তৎ শোধন জন্য ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করা আবশ্যক—ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কি হইতে পারে? তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইবেক যে, মন যেন কুপ্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া সদ্ভাবে পরিপূর্ণ ও নির্ম্মল হয়, ও তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি অকপট ও যথার্থ হয়, আর প্রাণী মাত্রেতেই যেন দয়া ধর্ম্ম ও প্রেম বাড়িতে থাকে। যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্মে বিখ্যাত হয়েন তাঁহারা আত্মদোষানুসন্ধান জন্য আপনাদিগের মন ও কর্ম্মাদি প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে মারকিন দেশে এক জন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কহেন,

কেবল ধার্ম্মিক হওনের বাঞ্ছা করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না—ধার্ম্মিক হইতে গেলে বিশেষ অভ্যাসের আবশ্যক। তিনি নিম্নলিখিত তেরটী ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া কতকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

১ মিতাহার ও পান।

২ মৌন থাকা অর্থাৎ ব্যর্থ কথা না কহা ও এমন কথা কহা, যাহাতে আপনার অথবা অন্যের অপকার না দর্শে।

৩ শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সকল কার্য্যাদি নিয়মিতরূপে করা।

৪ প্রতিজ্ঞা—যাহা কর্ত্তব্য ও প্রতিজ্ঞেয়, তাহা অবশ্য করা।

৫ পরিমিত ব্যয়—অর্থাৎ এমন ব্যয় করিও না, যাহাতে আপনার ও অন্যের কর্ম্মে না লাগে।

৬ পরিশ্রম—মিথ্যা কর্ম্মে সময় ক্ষেপণ না করা।

৭ সরলতা—কপটতা ত্যাগ করা—পরসম্বন্ধীয় বিষয়ে মন্দ ও অযথার্থরূপে চিন্তা না করা।

৮ কাহার প্রতি অত্যাচার করিও না ও যাহার প্রতি উপকার করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা অবশ্য করিবে।

৯ ধৈর্য্য—অধীরতা ত্যাগ কর—কেহ অপমান অথবা অপকার করিলে যে পর্য্যন্ত সহ্য সামর্থ হয় সে পর্য্যন্ত সহ্য করা।

১০ পরিষ্কারতা—শরীর বস্ত্রাদি ও বাটী সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা।

১১ স্থিরতা—অল্পেতে অথবা সামান্য কিংবা অনিবারণীয় ঘটনায় অস্থির না হওয়া।

১২ শুদ্ধতা—অর্থাৎ পরস্ত্রী গমন না করা।

১৩ নম্রতা।

তিনি প্রতি সপ্তাহে এই তেরটী ধর্ম্মের তালিকা করিতেন ও সায়ংকালে যখন আপন মন ও কর্ম্মাদির বিচার করিতেন, তখন যাহা ধর্ম্মের বিপরীত কর্ম্ম হইত তাহার গায়ে কালির দাগ দিতেন। তালিকা পুন পুন দেখাতে কোন কোন ধর্ম্মে তাঁহার উন্নতি হইতেছে কি না তাহা বোধ হইত ও সেই মত সাবধান হইয়া অভ্যাস করিতেন।

পদ্মাবতী। আর এমনতর লোক কেহ ছিল?

হরিহর। পূর্ব্বে তোমাকে বিবি ফ্রাইবের কথা বলিয়াছি। তাঁহার ভ্রাতা গরনি সচ্চরিত্রশালী ও পরোপকারী ছিলেন। তিনিও প্রতি রাত্রে আপনাকে এইরূপ পরীক্ষা করিতেন।

১ আজ কি সকল কথাবার্ত্তা ভদ্ররূপে কহিয়াছি? তাহা কি সত্য নির্ম্মল ও পরসম্পর্কীয় সদ্ভাববিশিষ্ট হইয়াছিল?

২ অন্য মনুষ্য, যাহাকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করা উচিত, তাহার প্রতি ভ্রাতৃবৎ ভাব কি আমার মনে উদয় হইয়াছিল?

৩ পরের প্রতি যে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা কি আমি করিয়াছি?

৪ সকল বিষয়ে কি সুস্থির ভাবে ছিলাম—আমার কি কোন অন্যায় বাসনা ও চিন্তা হয় নাই?

৫ কর্ম্ম কি মনোযোগ পূর্ব্বক করিয়াছি—অদ্য কি বিদ্যাভ্যাস জন্য প্রকৃত সময় দিয়াছি?

৬ পরমেশ্বরের ভয় ব্যতিরেকে আমার মনে অন্য ভয় কি উদয় হইয়াছিল?

৭ অদ্য কি আমি সম্পূর্ণ নম্র ভাবে চলিয়াছিলাম—অর্থাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না, এই কি মনে হইয়াছিল?

৮ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কি সকল কর্ম্ম করিয়াছি ?

৯ তাঁহাকে কি প্রাতে ও সায়াহ্নে ভজনা করিয়াছি ?

পদ্মাবতী। এরূপ উপদেশ আর কাহার আছে ?

হরিহর। গ্রীসদেশে পাইথেগোরস নামে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছেন—নিদ্রা যাওনের অগ্রে দিবসে যাহা যাহা করিয়াছ তাহা এইরূপ পর্য্যালোচনা কর। যথার্থ কর্ম্মের বিপরীত আমি কি করিয়াছি ? আমি কি করিয়াছিলাম ? যে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য তাহা কি না করিয়াছি ? এই প্রকার প্রথম কর্ম্ম ধরিয়া পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে, যাহা মন্দ করিয়াছ তাহার জন্য দুঃখিত হও এবং যাহা ভাল করিয়াছ তাহার জন্য তুষ্ট হও'।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্ম সভায় পঠিত সপ্তম ব্যাখানে লিখিয়াছেন, "পুরুষের উচিত যে আপনার অন্তঃকরণগত দোষের অন্বেষণে বিশেষ চেষ্টা এবং তাহার উপশমার্থ সর্ব্বদা যত্ন করেন। এই সকল অন্তঃকরণগত অনিষ্টকারি ও ইষ্টকারি ধর্ম্ম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং আমাদিগের পরীক্ষার নিমিত্তে হইয়াছে"।

ফলতঃ ধর্ম্মেতে বর্দ্ধিত হইতে গেলে নির্জ্জনে বসিয়া আত্মার সারত্ব ঐহিক সুখের অসারত্ব পুনঃ পুনঃ ধ্যান করা আবশ্যক, তাহা করিলে রিপু সকল বশীভূত হইয়া আইসে এবং মনঃ সংযমার্থ মনোজ ও কর্ম্মজ পাপের দৈনিক অনুসন্ধান ও নিবারণের চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ মনের বিশুদ্ধত্ব হয়। মনুষ্যেরা সংসার মধ্যে বিষয় ব্যাপারে ও ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন, সুতরাং অধিক অংশ লোক এ প্রকার সাধনায় মনোনিবেশ করে না। মনঃসংযম সাধনের উপায় এই যে, মনকে এমত রূপে রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকার মন্দ চিন্তা অথবা অপরিমিত বাসনা মনের মধ্যে উদয় অথবা স্থায়ী না হয়। যদি উদয় হয়, তবে তৎক্ষণাৎ দূর করা কর্ত্তব্য, নতুবা কোন সময়ে না কোন সময়ে তাহাতে হানি হইবেক।

আত্মদোষানুসন্ধান ও আত্মদোষশোধনের প্রধান ব্যাঘাত এই যে, মনুষ্য আত্মগৌরবে এমন রত হয় যে আপন দোষ দেখিয়াও দেখে না এবং অন্যে উল্লেখ করিলে বিরক্ত হইয়া উঠে; এই কারণে সংসারে তোষামোদের প্রাবল্য হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মব্রতী ব্যক্তি স্বীয় দোষ অন্যকর্ত্তৃক কথিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি আপন দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার আত্মগৌরবী জন্য অন্ধতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়।

(১০) গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, সত্য কথন। ১০ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। তুমি বলিয়া থাক সর্ব্বদা সত্য কহিবে—এক্ষণে তাহার উল্লেখ কেন করিলে না ?—শাস্ত্রেতে কি বিধি আছে ?

হরিহর।.আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে "ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্ম্মাদি অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ মনেতেও আনিবে না"। মিথ্যা কহা পাপ কর্ম্ম, অতএব কদাপি উহা কহা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে সত্য কত আদরণীয় তাহা শুন।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

সত্য বাক্যের দ্বারাই ইহামাত্র জয় হয়, মিথ্যায় কখন হয় না: শ্রুতিঃ।

সত্যমায়তনং।

যে ব্যক্তি সত্য বাক্য কহেন তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যার আধার হন। কেন শ্রুতিঃ

মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে।

মৌনব্রত অপেক্ষা সত্য কথন শ্রেষ্ঠ।

মনুসংহিতা।

সকল ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠত্বাৎ সত্যস্ত পৃথগুপাদানং।

সত্য সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ একারণ পৃথক গৃহীত হইয়াছে। কুল্লুকভট্ট।

যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদ স্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ।

সকলের নিয়মকর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মা, যিনি তোমার অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামিরূপে আছেন, মিথ্যা কথনের দ্বারা তাঁহার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা; যেহেতু তিনি সত্যস্বরূপ হয়েন, মিথ্যা তাঁহার বিরোধী ধর্ম্ম হয়, অতএব সত্য কথনের দ্বারা তাঁহার তুষ্টি জন্মাইলে তুমি তদ্দ্বারাই নিষ্পাপ হইবে, সুতরাং পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে গমনের প্রয়োজন নাই। মনুসংহিতা।

সত্যই যাহার ব্রত এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাহার অধীন তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

সত্য কথা কহ, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম।

সত্য পালন যে পরম ধর্ম্ম, তাহা যেরূপ শাস্ত্রে আছে সেই রূপ লোকের বিশ্বাস ও সংস্কারও ছিল। সত্য পালনার্থ রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যত্যাগ ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া শূকর চরাইয়াছিলেন,—সত্য পালনার্থ মহাবীর ভীষ্ম দারপরিগ্রহ করেন নাই,—সত্য পালনার্থ রামচন্দ্র বনে গমন করেন—সত্য পালনার্থ পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস স্বীকার করেন,—সত্য পালনার্থ কর্ণ আপন পুত্রকে বিনাশ করেন,—সত্য পালনার্থ অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসর অরণ্যচারী হয়েন। শকুন্তলা পুত্রের সহিত দুষ্মন্ত রাজার নিকটে গিয়া যখন আপন পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং বলিলেন, তুমি তপস্বিনী, তোমাকে আমি বিবাহ করি নাই। শকুন্তলা সক্রোধে বলিলেন,

মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে!
মিথ্যাতুল্য পাপ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
সত্য সম পুণ্য রাজা না পাই তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনি জনা॥
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইল নিশ্চয়।
তোমার নিকটে রহা উচিত না হয়॥

আদিপর্ব্ব।

ধনপতি শোদাগর সিংহলে যাইয়া শালবান রাজাকে বলিয়াছিলেন, কালিদহে কমলে কামিনী দেখিয়াছি। সিংহলাধিপতি তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করত কাণ্ডারিদিগের সাক্ষ্য লওন কালীন বলেন,

সত্য বাক্যে স্বর্গে যায় মিথ্যা যদি নয়।
হেন মিথ্যা হেতু কেহ নাহি করে ভয়॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় করে পিণ্ড দান ধরে তিল কুশ॥
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বাণী
কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহামুনি॥
সত্য বাণী সম ধর্ম্ম না শুনি শ্রবণে।
অসত্য সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে॥
অবনী বলেন আমি সবাকারে বই।
মিথ্যা যেবা বলে তার ভার নাই সই॥

রাজা যুধিষ্ঠির বিখ্যাত সত্যপরায়ণ ছিলেন। ব্যাসের বাক্যানুসারে তিনি সত্য কথন জন্য সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, কিন্তু তাঁহারও

একবার নরক দর্শন হইয়াছিল, কারণ দ্রোণবধ কালীন ছলে মিথ্যা কহিয়াছিলেন। সত্য ঈশ্বরের অংশ, সত্যভ্রষ্ট হইলেই অনর্থ ঘটে।

পদ্মাবতী। তবে তো সত্য পরম পদার্থ! সকল মাতার কর্ত্তব্য যে, শৈশবাবস্থাবধি শিশুদিগের সত্য পালনের অভ্যাস করান।

---

(১১) গৃহকথা—উপাসনা, মোক্ষ এবং প্রায়শ্চিত্ত। সংখ্যা ১১।

পদ্মাবতী। আমরা সকলে উপাসনা করি বটে কিন্তু আমরা যাহা চাহি, ঈশ্বর তাহা কি দেন?

হরিহর। উপাসনা করাই আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহাতে কাহারও উপদেশ অপেক্ষা করে না—আপনাআপনি মনে উদয় হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান—আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা—সংহারকর্ত্তা— তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। এমন দেশ নাই যেখানে ঈশ্বরের সত্তা ও সর্ব্বশক্তিমত্ততা স্বীকৃত না হয়, এই জন্যে নানা দেশের লোকেরা নানা প্রকারে উপাসনা করে এবং নাস্তিক ভিন্ন বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলেই ডাকে। লোকে আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে নানা প্রকার প্রার্থনা করে, সেটী আমাদিগের স্বভাব; কিন্তু ঈশ্বরের বিবেচনায় যাহা বিচারসঙ্গত তাহাই গ্রাহ্য হয়।

পদ্মাবতী। যদি ঈশ্বর যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করেন, তবে উপাসনার ফল কি?

হরিহর। এ কথাটী অনেকে বলিয়া থাকে। উপাসনার প্রধান ফল এই যে, ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিলে মনের স্থিরতা, শান্তি ও সদগতি হয়। আমাদিগের মন রিপু সম্বন্ধীয় কুপ্রবৃত্তির মালিন্যে পরিপূর্ণ। এই সকল মলা যিনি পবিত্রাধার তাঁহার পবিত্রদ আনুকূল্য ব্যতিরেকে কি প্রকারে নষ্ট হইতে পারে? ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হওনেরও অন্য উপায় নাই, মনের ভাব সরল চিত্তে মুখে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিলে সেই ভাব মনে বৃদ্ধিশীল হয়। মনুষ্য মনের সহিত পরমেশ্বরের শক্তি ও গুণাদি যত ধ্যান করে, ততই নম্রতা, সত্য, সরলতা, দয়া ক্ষমা, শুদ্ধতা ইত্যাদি ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর সাংসারিক বিষয় জন্য প্রার্থনা করাও আবশ্যক, কারণ তাহাতে প্রার্থিত বিষয়ে উদ্যম জন্মে। উদ্যম ও চেষ্টা ব্যতিরেকে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না। যদি কৃষক কহে পরমেশ্বর দয়ালু, আমাকে অবশ্য আহার দিবেন—ভূমি কর্ষণ করণে কি প্রয়োজন? তবে শস্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? সৃষ্টির নিয়ম এই যে, উৎসাহি ও উদ্‌যোগী না হইলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। এ স্থলে একটা সামান্য কথা আছে তাহা বলা আবশ্যক। এক গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছিল, দৈবাৎ তাহার গাড়ি নরদমায় পতিত হইল। গাড়োয়ান জোড় হস্তে দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল, দেবতা উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমি আনুকূল্য করিতেছি কিন্তু তুমি নিজে গাড়িতে কাঁধ দিয়া তুলিতে চেষ্টা কর। সাংসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনার সেইরূপ ফল।

পদ্মাবতী। ভাল—মোক্ষ কি?

হরিহর। এক মতে মোক্ষের অর্থ নির্ব্বাণ অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্মাতে লীন হওন, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দ্বাদশ সর্গে লেখেন "মনের শান্তি হইলেই জানিয়া তাহাকে মোক্ষ কহেন" এবং পঞ্চদশ সর্গে লেখেন "ভোগ ত্যাগের নাম মোক্ষ জানিবা"। বোধ হয়

ইহার তাৎপর্য্যে ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ, মনঃসংযম, যে হেতু ঐ গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে লেখেন "কায়-ক্লেশ কাতরতা এবং তীর্থ স্থানাশ্রয় এতদ্দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির কোন উপকার দর্শে না কেবল মনোজয় দ্বারাই পর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়" এবং উনবিংশ সর্গে লেখেন "ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এইরূপ গণনা ক্ষুদ্র চিত্ত অজ্ঞানী লোকের হয়, উদার চরিত্র জ্ঞানীর পক্ষে জগতের সকল লোকই কুটুম্ব"। এবং চতুর্বিংশতিতম সর্গে লেখেন "যে জ্ঞানী আত্মার ন্যায় সকল প্রাণীকে দর্শন করেন এবং পর দ্রব্য স্বভাবতঃ লোষ্ট্র ন্যায় বোধ করেন—কেবল ভয়ক্রমে করেন এমত নহে—সেই ব্যক্তির যথার্থ দর্শন করেন"। অতএব এই সকলই "মনের শান্তির" লক্ষণ বলিতে হইবে।

পদ্মাবতী। পাপ কর্ম্ম করিলে কোন প্রায়শ্চিত্ত উত্তম?

হরিহর। অকপটে সন্তাপ ও পাপ না করণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই পাপশান্তির উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। রাজা পরীক্ষিত এই প্রস্তাব করিলে শুকদেব কহেন—

রাজন! চান্দ্রায়ণাদি যে সকল প্রায়শ্চিত্ত তদ্দ্বারা পাপের একেবারে মূল সহিত উচ্ছেদ হইবেক এমত বাঞ্ছা কখন হইতে পারে না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী যে সকল অবিদ্বান্ পুরুষ, তাহাদের অবিদ্যা বিনাশ না হওয়াতে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কারবশতঃ পুনরায় পাপান্তরের প্ররোহ হইয়া থাকে। রাজন্! আমার এই কথায় এখন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহার উত্তর এই, জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। (১০) কিন্তু নিত্য অপ্রমত্ত হইয়া যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, একেবারে লভ্য হয় না, যেমন যে ব্যক্তি নিত্য কেবল পথ্য অন্নই আহার করিয়া থাকে তাহাকে অভিভব করিতে ব্যাধি সকল ক্রমে অসমর্থ হয় তাহার ন্যায় নিয়মকারী পুরুষও ক্রমে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানার্থ সমর্থ হইয়া থাকেন। (১১) ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞ ধীর পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তপস্যা (মন ও ইন্দ্রিয় সকলের একাগ্রতা) ব্রহ্মচর্য্য, শম (মনের নিগ্রহ) দম (বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ) দান, সত্য, শৌচ, যম (অহিংসা) অথবা নিয়ম (জপাদি) দ্বারা কায়-মনোবাক্য কৃত সুমহৎ দুষ্কৃতকেও, অগ্নির দ্বারা বেণুগুল্ম নাশের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। (১২) অতএব ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্তই মুখ্য। পরন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য প্রায়শ্চিত্তও আছে। অর্থাৎ বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি দিবাকরের কিরণে নীহার বিনাশের ন্যায় কেবল ভক্তি দ্বারা সমুদায় কলুষ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন। (১৩)

হে কৌরবরাজ! এই ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পাপী পুরুষ ভগবানে মনঃ সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত পুরুষদিগের সেবা করিয়া যেমন পবিত্র হইতে পারে তপস্যাদি দ্বারা তদ্রূপ তাহার পবিত্রতা জন্মে না। (১৪) অতএব ইহলোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ এবং পরম কল্যাণদায়ক, এই পথে কোন প্রকার বিঘ্নাদি সম্ভাবনাও নাই। ফলতঃ সুশীল দয়ালু নিষ্কাম ও নারায়ণপরায়ণ সাধুগণ এই বর্ত্মে নিত্য বর্ত্তমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই মার্গে সহায়তার অভাব নিমিত্ত ভয় অথবা কর্ম্মমার্গের ন্যায় মৎসরান্বিত পুরুষ হইতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। (১৫)

শ্রীমদ্ভাগবত, ষষ্ঠ স্কন্ধ।

(১২) গৃহকথা পতিব্রতার লক্ষণ।

সংখ্যা ১২।

পদ্মাবতী। শাস্ত্রে পতিব্রতা বিষয়ে কি লেখে?

হরিহর। সে বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা সকল উপস্থিত নাই, যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা শুন।

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।

যে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মনঃ কখন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে কামনা না করে, যাহার বাগিন্দ্রিয় অনবধুদ্ধিতে পরপুরুষের নামোচ্চারণ না করে, যাঁহার দেহ কখনই পরপুরুষ স্পর্শ করে না, তাঁহাকেই সাধু পুরুষেরা পতিব্রতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তিনিই পতির সহিত অনন্ত স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। মনুসংহিতা।

অনুকুলা ন বাগ্দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।
যা হৃষ্টমানসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা হীতরা জরা॥

যে স্ত্রী স্বামীর বশীভূতা, প্রিয়বাদিনী, গৃহকার্য্যে নিপুণ, সদাচারযুক্তা, পতিব্রতা ও গুণযুক্তা হয়েন, তিনি গৃহস্থাশ্রমের লক্ষ্মীস্বরূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

যে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অবস্থা ও সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তুষ্ট মনে সর্ব্বদা প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপরা হয়েন, তাঁহাকেই যথার্থ রূপে ভার্য্যা বলা যায়, তদ্ভিন্ন ভর্ত্তৃবিদ্বেষিণী অপতিব্রতা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে ভার্য্যা না হইয়া কেবল জরা স্বরূপ হয়। দক্ষসংহিতা।

মনুসংহিতায় ও কাশীখণ্ডে লেখেন, যে গৃহে পতি ও পত্নী উভয়ে প্রেমরসে নিমগ্ন থাকে সে গৃহ মঙ্গলের আবাস হয়। কাশীখণ্ডে আরও লেখেন যে, স্বামী অন্য স্ত্রীতে উপগত হইলেও পতিব্রতা পত্নী ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনুকুল হইবেন। যাহা মনুসংহিতায় লেখা আছে তাহাও শুন।

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ।

যদি দৈবযোগে স্বামী সদাচারশূন্য কিম্বা পরস্ত্রীতে আসক্ত, অথবা পতির যে সকল গুণ আবশ্যক সেই সকল গুণ বিহীন হয়েন, তথাপি পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা করিবেন।

পদ্মাবতী। তবে মেয়েমানুষকে এক প্রকার বেঁধে মারা। স্বামী গুণী হউক বা নির্গুণ হউক, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ভক্তি করা উচিত বটে, কিন্তু অধার্ম্মিক হইলে কি তত ভক্তি থাকে?

হরিহর। আমি কি বলিব?—যাহা শাস্ত্র তাই বলিতেছি, কিন্তু পতি ধর্ম্মচ্যুত হইলে পূজ্য হইতে পারে না, এজন্য পতিরও কর্ত্তব্য যে কোন অংশে পতিত না হয়েন।

পদ্মাবতী। ভাল পতিব্রতা স্ত্রীর আর কি লক্ষণ?

হরিহর। ব্যাস সংহিতায় লেখেন,

নোচ্চৈর্ব্বদে ন্ন পরুষং ন বহুন পত্যুরপ্রিয়ন্।
নচ কেনাপি বিবদেব দপ্রলাপ বিলাপিনী॥
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যা বঞ্চনঞ্চাভিমানিতাং।
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমোহাহ্কারধূর্ত্ততাঃ॥
নাস্তিক্যসাহসস্তেয় দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জয়েৎ।

পতিব্রতা স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না, নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার করিবেন না, কোন ব্যক্তির

সহিত বিবাদ করিবেন না, কাহারো সহিত নিরর্থক কোন কথা কহিবেন না, পতির ধর্ম্মার্থ বিষয়ে কোন বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, এবং নিরর্থক বাক্য, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষা, ছল, অভিমান, খলতা, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, শঠতা, নাস্তিকতা, দুঃসাহস, চৌর্য্য, দম্ভ, এই সকল মহানিষ্টকর দোষ একেবারে পরিত্যাগ করিবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লেখেন ভার্য্যা স্বামীর প্রতি সমান উত্তর করিবেক না ও প্রহারিত হইলেও ক্রোধ করিবেক না, যেহেতু "পতিই বন্ধু, পতিই গতি, পতিই ভরণ পোষণকর্ত্তা, পতিই দেবতা, পতিই গুরু, সকল গুরু হইতে পতি গুরুতর, পতি হইতে অধিক গুরুতর কেহ নাই"।

নারদ মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্ত্রীধর্ম্ম যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও শুন।

হে রাজন্! অতঃপর স্ত্রীধর্ম্ম বলি শুন। পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলবর্ত্তিনী হওয়া, পতি বন্ধুর অনুবৃত্তি করা, নিত্য পতির নিয়ম ধারণ, এই চারিটী পতিব্রতা স্ত্রীদিগের লক্ষণ ও ধর্ম্ম। (২৪) এই ধর্ম্ম চতুষ্টয় বিশিষ্টা সাধ্বী নারী সদা মণ্ডিতা হইয়া সম্মার্জ্জন, উপলেপন, গৃহমণ্ডন এবং গৃহ সুগন্ধীকরণ তথা উচ্চাবচ কাম, বিনয়, দম, সত্য অথচ প্রিয় বাক্য এবং প্রেম এই সকল দ্বারা সময়ে২ পতিসেবা করিবেক আর গৃহের উপকরণ সকল সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিবেক। (২৫) অপিচ যথালাভে সন্তুষ্টা হইবেক, তাবন্মাত্র ভোগেও লোলুপা হইবেক না, সদা অনলসা ও ধর্ম্মজ্ঞা হইবেক, সর্ব্বদা সত্য অথচ প্রিয়বাক্য কহিবেক, সর্ব্ববিষয়ে অবহিতা, সদা শুচি এবং স্নিগ্ধা হইয়া মহাপাতক শূন্য ভর্ত্তার ভজনা করিবেক। (২৬) হে রাজন্! যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা হইয়া হরিভাবে পতির সেবা করেন, তিনি লক্ষ্মীতুল্য হরিস্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে আমোদিতা হইয়া থাকেন।

(২৭) শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত পতিব্রতা স্ত্রীর সদা পতিসেবা এবং বিদেশে গেলে বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয়, সেকল বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করিতে গেলে বাহুল্য হইয়া পড়িবেক।

পদ্মাবতী। পতিব্রতার লক্ষণ যাহা শুনিলাম তাহা আমি কতক কতক জানিতাম। যাহা হউক, পুরুষ জাতি আপন সুবিধা ভাল বুঝে।

---

(১৩) গৃহকথা—পতিব্রতা স্ত্রী।

১৩ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। পতিব্রতার লক্ষণ তো শুনিলাম, এখন দুই এক জন পতিব্রতা স্ত্রীর উপাখ্যান বল দেখি।

হরিহর। (১) দক্ষের কন্যা সতী বিখ্যাত পতিব্রতা। পিতার মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি তাৎকালীন এই বলেন।

গুরুজন নিন্দা নাহি করিবে শ্রবণ।
যেই নিন্দা করে তারে করিব শাসন॥
সেই স্থান ছাড়ি কিম্বা যাই অন্য স্থান।
পাপ প্রতীকার হেতু ত্যজিব পরাণ॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

পদ্মাবতী। তাঁহার কথা ছেড়ে দেও, তিনি নামেতেও সতী কর্ত্তব্যেতেও সতী।

হরিহর। (২) সীতাও বড় পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার বিবরণ রামায়ণে বিস্তারপূর্ব্বক লিখিত আছে, অতএব বাহুল্যরূপে বলিবার আবশ্যক নাই। কেবল পতিব্রতাসংক্রান্ত প্রমাণ দিতেছি। সীতার কিরূপ শিক্ষা হইয়া-

ছিল তাহা কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু সুশিক্ষা না হইলে এত গুণ কি প্রকারে হইল? রামচন্দ্রের বিবাহের পর বিদায় কালীন,

"লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন কমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ॥
শ্বশুর শাশুড়ি প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অসূয়া না কর কার প্রতি॥
সুখ দুঃখ না ভাবিও যা থাকে কপালে।
স্বামি সেবা সীতা না ছাড়িও কোন কালে"॥
আদিকাণ্ড।

রামচন্দ্র পিতৃ সত্য পালনার্থ চৌদ্দ বৎসরের জন্যে বনে যাইতে উদ্‌যোগ করিতেছিলেন সেই সময় পত্নীকে মাতার নিকটে রাখিয়া যাইবার কথা প্রস্তাব করাতে সীতা উত্তর দেন। স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহ বাস।

তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীবে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ! একা কেন হবে বনবাসী?
পথের দোসর হব করে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
সব দুঃখ ঘুচিবে যদি দেখি তব মুখ॥
তোমার কারণ রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥
অযোধ্যাকাণ্ড।

বনে রামচন্দ্র বনিতা ও অনুজ সহ কিছু কাল ভ্রমণ করত অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিপত্নী পতিব্রতা সীতাকে দেখিয়া বলিলেন, মা। তুমি রাজকন্যা! এত সুখ ভোগ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে যাইতেছ। ইহাতে তুমি পিতৃ ও শ্বশুর দুই কুল উজ্জ্বল করিলে—জানকী তুমি ধন্য, রাম বহু তপস্যায় তোমাকে পাইয়াছেন।

সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দুর্ব্বাদল শ্যাম॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কাজ কিবা ধনে
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে।
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্ব গুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥
অরণ্যকাণ্ড।

পরে পঞ্চবটী বনে রাবণ কর্তৃক সীতা হৃত হয়েন এবং দুরাচার রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সর্ব্বোপরি মহারাণী করণের প্রস্তাব করে, জনক দুহিতা তাহাতে কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার করেন। দশানন বারম্বার ধনৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া সীতার মনোলোভ জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী স্বামী ব্যতিরিক্ত আর কাহাকেও জানে না—এমত রমণীর মন ধনে বা ঐশ্বর্য্যে কিম্বা পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে চঞ্চল হইতে পারে না। রাবণ সীতাকে লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছিল ও তাঁহার মন পরিবর্ত্তন জন্য চেড়ি দ্বারা প্রহার করাইত, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই, অতএব পরে স্বয়ং যাইয়া নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া বিস্তর কাকুতি বিনতি করে। তাহাতে সীতা উত্তর করেন।

কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী?

রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা ॥
সুন্দরকাণ্ড।

অনন্তর রাম সাগর বন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া রাবণকে বধ করেন। সীতার উদ্ধার হইলে রাম তাহাকে গ্রহণ করিবেন কি না এই সন্দেহ প্রকাশ হইলে জানকী অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন।

জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ হেন শ্বশ্রূ তুমি হেন পতি ॥
ভাল মতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি ?
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে ॥
সবেমাত্র ছুঁইয়াছি পাপিষ্ঠ রাবণে।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণে ?
লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার পরীক্ষা হইলে অনুজ সহিত রামচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং কিছুকাল রাজ্য করিয়া সীতার সতীত্ব বিষয়ে লোকে পুনর্ব্বার সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ছলপূর্ব্বক তাঁহাকে বনবাস দেন। বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে রামচন্দ্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া জানকী এমন কাতর হন যে, সকল যন্ত্রণা ঘুচাইবার জন্য আপন প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কেবল সসত্ত্বা প্রযুক্ত তাহাতে ক্ষান্ত হন। স্বামী কর্ত্তৃক অপমানিত ও ক্লেশে পতিত হইয়াও তিনি দুঃখে রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন।

রাম হেন স্বামী হউক জন্মজন্মান্তরে।
আমা হেন কোটী নারী মিলিবে তাঁহারে ॥
উত্তরাকাণ্ড।

ঐরূপ পাতিব্রত্য ও ক্ষমাশীলত্ব শুনিলে কে না আশ্চর্য্যেতে মগ্ন হয় ? অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধৃত হইলে পিতা পুত্রে ঘোর যুদ্ধ হয় পরে পুত্রদ্বয় বাল্মীকির সহিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া রামায়ণ গান করে, তখন তাহাদিগের পরিচয় লইয়া রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করত তাঁহাকে আনয়ন করিতে আদেশ দেন। এই সংবাদ শুনিয়া সীতা অভিমান ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীর নিকটে আসিয়া প্রণাম করেন; তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে সভার মধ্যে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিতে আদেশ করেন। সীতা এই প্রস্তাবে অতিশয়বিরক্ত হইয়া অন্তর্দ্ধ্যান হন ও প্রস্থান কালীন বলেন ;—

জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি ॥
উত্তরাকাণ্ড।

পদ্মাবতী। সীতার নাম প্রাতে স্মরণ করিলে সে দিন সুখে যায়।

---

(১৪) গৃহকথা—পতিব্রতা স্ত্রী।

সংখ্যা ১৪।

পদ্মাবতী। আর আর পতিব্রতাদের কথা বল দেখি।

হরিহর। যে যে পতিব্রতা নারীর কথা স্মরণ হয় তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

(৩) অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাবিত্রী নামে এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা পরম সুন্দরী এবং

রূপের সমান তাঁর গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা ॥
কদাচ না হয় অন্য মতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্প কর্ম্মে অতি সুপ্রবীণা ॥

প্রিয় বাক্য বাদিনী সর্ব্ব ভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া ॥ বনপর্ব্ব।

সাবিত্রীর "পবিত্র আচার" দেখিয়া তাঁহার জনক তাঁহাকে সখীগণ সঙ্গে রথ আরোহণ করাইয়া আপন রাজ্যে ভ্রমণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এক দিবস বন পর্য্যটন করিতে করিতে সাবিত্রী এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটী রাজকুমারকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়া জননীকে বলিলেন—মা! অমুক ঋষির আশ্রমে সত্যবান নামে এক রাজপুত্র আছেন, আমি তাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি। মাতা ইহা শুনিয়া রাজাকে জানাইলেন। পরে তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিলেন, সত্যবানের কোন্ বংশে জন্ম ও তাহার কি ধর্ম্ম, আমরা কিছুই জানি না—কন্যারও বয়স অল্প, "যোগ্য অযোগ্য, ভাল মন্দ" কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সত্যবান কুলে শীলে ও রূপে গুণে সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার এক বৎসরের পর ফাড়া আছে এবং এক্ষণে তাঁহার পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন, এজন্য ঐ সম্বন্ধ ভদ্র নহে। পিতা মাতা উভয়েই ঐ কথা শুনিয়া তনয়াকে বলিলেন—

সাবিত্রী! ঐ মানস ত্যাগ কর, আমরা তোমাকে স্বয়ম্বরা করাইয়া পৃথিবীর যাবতীয় রাজ কুমারকে আনয়ন করাইব, তোমার আর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে বরণ করিও, বিধবা আশঙ্কা জানিয়া শুনিয়া আমরা তোমার কথায় কেমন করিয়া সম্মত হইতে পারি? সাবিত্রী করযোড়ে বলিলেন,

শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্য জন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
বিধবা যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার হবে অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন্ জন?
অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কি মতে করিব অন্য কর্ম্ম?
ধিক ধিক সে ছার সুখের অভিলাষ!
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ॥
কি করিবে সুখে পিতা কত কাল জীব?
কুকর্ম্মে আজন্মকাল নরকে থাকিবে॥

বনপর্ব্ব।

পরে রাজা সত্যবানকে আনয়ন করাইয়া তাঁহার সহিত সমারোহপূর্ব্বক তনয়ার বিবাহ দিলেন। অনন্ত সাবিত্রী পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বামীর আশ্রমে থাকিলেন। সত্যবান বনে যাইয়া সর্ব্বদা ফল মূল কাষ্ঠ আহরণ করেন এবং তাঁহার সর্ব্বভূতে দয়াবতী ভার্য্যা গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা থাকেন। এক দিন দুইজনে বনে প্রবেশ করিয়াছেন—নানা স্থানে নানা প্রকার রম্য দৃশ্য দর্শন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি অতিশয় অস্থির হইতে লাগিলেন। সাবিত্রী চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিয়া আপন উরুতে পতিকে শোয়াইলেন, কিন্তু রোগের শমতা না হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

পুরাণে কথিত আছে যে, তাঁহার নিকটে যম স্বয়ং উপস্থিত হইলেন ও পারমার্থিক বিষয়ে সাবিত্রীর সহিত তাঁহার যে কথোপকথন

হইয়াছিল, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বলি—যমকে তিনি বলেন—

মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সত্য ধর্ম্মমাত্র অখিলের গতি॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত॥
একারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সৎসঙ্গ সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম্ম॥

বনপর্ব্ব।

সাবিত্রীর এবম্প্রকার নানারূপ সৎ কথা শ্রবণ করিয়া যম তুষ্ট হইয়া অনেক আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক সত্যবানের জীবন প্রদান করেন।

পদ্মাবতী। সাবিত্রীর কথা শুনিলে মন পবিত্র হয়—এমন মেয়েমানুষ কি আর হবে?

হরিহর। (৪) দময়ন্তীর উপাখ্যান অবশ্য শুনিয়াছ—তিনিও বড় পতিব্রতা ছিলেন। যখন পুষ্কর নলের রাজ্য লন তখন দময়ন্তী পিতার আলয়ে না গিয়া স্বামীর দুঃখে দুঃখিনী হইয়া তাঁহার সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন। অরণ্য-মধ্যে নল তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গেলেন তিনি জাগরিত হইয়া ধুলায় ধুসর অঙ্গ পাগলিনী প্রায় রোদন করিতে লাগিলেন।

লুকায়িত আছ কোথা দেও দরশন।
দুঃখসিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেও দুঃখ?
অতিশীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ॥
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কি বা গেলে জল পানে?

পদ্মাবতী। আহা! পুরুষ জাতি কি নিষ্ঠুর!

হরিহর। এইরূপ শোকে বিহ্বলা হইয়া কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া এক মুনিকে দর্শন করিয়া—

দময়ন্তী বলিলেন পতি বিরহিনী।
এই বনে হারালাম মম পতিমণি॥
অন্বেষণ করি তাঁরে করি সেই ধ্যান।
হারা ধন পাই যদি তবে রহে প্রাণ।

বনপর্ব্ব।

পরে দময়ন্তী সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রীবেশে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন ও মাতাকে আপন মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন।

জীয়ন্তে যে আছি আমি নাহি কর মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে॥
নিশ্চয় নলের যদি না হয় উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ॥

বনপর্ব্ব।

দুহিতার কাতরতা দেখিয়া পিতা মাতা নানা দেশে নলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন জন্য কন্যার ভৌতিক পুনঃ স্বয়ম্বর হওন সমাচার ঘোষণা করাইয়া দিলেন। নল ছদ্মবেশে অশ্বশালে আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছেন এই সংবাদ শুনিয়া দময়ন্তী অশ্রুবারি মুচিতে মুচিতে প্রাণেশ্বরের মুখচন্দ্র দর্শন করত পূর্ব্ব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নল পত্নিকে বলিলেন "যেই নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামির কথা, স্বামি দোষ নয়নে না দেখে"—পরে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন তুমি কোন বরকে মাল্য দিবে?

দময়ন্তী যোড়করে বলিলেন—প্রাণনাথ! কেবল তোমার জন্যই কুললাজ ত্যজিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছি—অনেক স্থানে দূত গেল, অনেক স্থান হইতে অনেক সংবাদ পাইলাম—কিছুতেই নির্ণয় না হওয়াতে অবশেষে মনে বিচার করি-লাম যে এই কৌশল করিলে তোমাকে পাইব। তোমার প্রতি আমার মন যেরূপ তাহা পরমেশ্বর জানেন—তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে আমি নয়নের কোণেও কখন দেখি নাই—

"যদি কর পাপ জ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ, বাহির হউক এইক্ষণে"।

অনন্তর নল স্ত্রীর পতিব্রতাত্ব নিশ্চয় জানিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে তাঁহার বারম্বার মুখচুম্বন করত স্বদেশে গমন করিলেন।

(৫) লোপামুদ্রা অগস্ত্যের স্ত্রী, তিনিও বড় পতিব্রতা ছিলেন। কাশীখণ্ডে তাঁহার যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা বলি শুন।

লোপমুদ্রা পতিব্রতা পতি আজ্ঞাকারি।
পতিসেবা নিযুক্ত সতত সুআচারি॥
পতি সুখে সুখী পতি দুঃখে অভিমানী।
ছায়া যেন পতি সঙ্গে চরণ চারিণি॥
পতির অধিক কার প্রেতি নাহি জ্ঞান।
পতিকে পরম জ্ঞান মনে করে ধ্যান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ।
পতির অধিক নাহি হয় কোন জন॥

(৬) প্রাগজোতিষ দেশে শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তা বড় পতিব্রতা ছিলেন। শ্রীবৎস রাজা নলের ন্যায় রাজ্যচ্যুত হইয়া পত্নীসহ বনে গমন করেন। সম্মুখস্থ এক নদী দিয়া এক সদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতেছিল, দৈবাৎ তাহার নৌকা চড়ায় আটক হয়। বনের কাঠুরে রমণী সকলকে আনাইয়া তরী তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে নিষ্ফল হওয়াতে চিন্তা আসিয়া নৌকা উদ্ধার করেন। ইহা দেখিয়া সদাগর বুঝিল এই স্ত্রীলোকের নৌকা উদ্ধারকরণের বিশেষ ক্ষমতা আছে, এই সংস্কারে চিন্তাকে বলপূর্ব্বক আপন নৌকায় উঠাইয়া নিলেন। শ্রীবৎস-পত্নী এই বিপদে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ও আপন প্রার্থনা অনুসারে মনঃপীড়াহেতু জরাযুক্ত হইলেন। অনন্তর বহুদিবস পরে পতিদর্শনে পুনরায় যৌবন প্রাপ্ত হয়েন।

(৭) ফুল্লরা কালকেতু ব্যাধের পত্নী ছিলেন। কালকেতু ধন প্রাপ্ত হইয়া গুজরাট দেশে বাস করিলে, কলিঙ্গ রাজা হিংসাপ্রযুক্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে বন্ধন করেন। ঐ সময়ে ফুল্লরা ব্যাকুলা হইয়া বলেন।

না মার মার বীরে শুনহে কোটাল।
গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার॥
কারো নাহি লই রাজ কারো এক পণ।
বুঝিয়া গণিয়া লহ যত আছে ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
অসিঘাত করি আগে ফুল্লরাকে হান॥
তবে সে করিবে তুমি বীরে প্রাণদণ্ড।
পিতৃ পুণ্যে জ্বালি মোরে দেহ অগ্নিকুণ্ড॥
কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

(৮) পতিব্রতা স্ত্রী নীচ জাতিতেও জন্মে, তাহার প্রমাণ দর্শাইলাম। আরও এক প্রমাণ দিতেছি।

খুল্লনা ইছানি নগরের লক্ষপতি বণিকের কন্যা—তাঁহার রূপের তুলনা নাই। বাল্যকালে সখী সহিত ধূলাখেলা করিতেছিলেন, এমত সময়ে একটা পারাবত ভীত হইয়া তাঁহার অঞ্চলে পড়িল। খুল্লনা ঐ পক্ষীকে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া লইয়া যাইতেছেন ইতিমধ্যে উজানি নগরের ধনপতি বণিক দনাই পণ্ডিত সহ শীঘ্র আসিয়া বলিলেন, সুন্দরি! এ পরাবত আমার, ইটি আমাকে দেও। খুল্লনা প্রত্যুত্তর করিলেন—পায়রা প্রাণভয়ে আমার শরণ লইয়াছে, আমার কর্ত্তব্য প্রাণ দিয়া শরণাপন্ন প্রাণীকে রক্ষা করা, একারণ পায়রা কখনই দিব না। পরে ঐ অবলার সৌন্দর্য্য ও সৎস্বভাব দেখিয়া ধনপতি তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং অচিরাৎ রাজকার্য্য জন্য গৌড় দেশে যান। খুল্লনা স্বীয় সপত্নী লহনার নিকট থাকেন।

হিংসায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া লহনা খুল্লনাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দেন—তাঁহাকে প্রহার করিয়া অঙ্গ হইতে সকল অলঙ্কার লইয়া খুঞা পরাইয়া ছাগ রক্ষণার্থ নিযুক্ত করেন ও কেবল খুদসিদ্ধ আহার দিয়া অর্দ্ধাসনে রাখেন। খুঞাতে সকল অঙ্গ আচ্ছাদন হইত না, তাহাতেই সারিয়া লইয়া ছাট হস্তে ও পাত মাথায় পাগলিনীপ্রায় খুল্লনা ছাগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন। চতুর্দ্দিকে নব নব কুসুম,—শস্য সকল লাবণ্যে ভাষয়মান—গো মহিষ মেষের ধ্বনিতে দ্বীপান্ত সকল প্রতিধ্বনিত—দুরস্থ নব মেঘে সুশোভিত পর্ব্বত, নানা পক্ষীর কলরব—এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করতঃ খুল্লনা যাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে ছাগ সকল স্বাধীনত্ব আনন্দে এক এক বার দৃষ্টির অগোচর হইতেছে ও রক্ষক যেন অমূল্য ধন হারা হইয়া প্রাণভয়ে পর্ব্বতোপরি উঠিয়া "সর্ব্বশী" "সর্ব্বশী" বলিয়া এক এক বার ডাকিতেছেন ও এক এক বার নিয়ে আসিয়া জ্ঞান-শূন্য হইয়া তরু গুল্ম লতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার "সর্ব্বশীকে" তোমরা কি লুকাইয়া রাখিয়াছ? বসন্তের আগমন—নব নব পল্লব সকলের কিবা শোভা! অশোক কিংশুক কেতকী ধাতকী জাতি যূথি শেফালিকা চন্দ্রমল্লিকা জবা—সহস্র সহস্র নানা বর্ণ ও গন্ধযুক্তপুষ্প বিকশিত হইয়াছে—অজয়ের নীর তীরে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে—সুশীতল বায়ু যেন জীবন উদ্ধান করিতেছে, খুল্লনা ক্লেশ-শ্রান্তি ও দুঃখে কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতেছেন ও পতিবিরহে মনঃসঞ্চিত খেদ-সিন্ধু নেত্র-কমণ্ডলু হইতে নির্ঝরিত হইতেছে। জনকের আলয় নিকটেই ছিল, কিন্তু পতি-প্রাণা, পতি-ধ্যানী, পতি নিমিত্ত উন্মাদিনী হইয়া এই-রূপ ক্লেশে কালযাপন করত অবশেষে পতি প্রাপ্ত হন। যদিও খুল্লনা যৌবন কালে সপত্নীর তাড়নাবশতঃ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক একাকিনী বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার মন এমন পবিত্র ও চরিত্র এমন উত্তম ছিল যে, সকলেই তাঁহাকে পতিব্রতা বলিয়া জানিত। কিছু দিন পরে রাজ-আজ্ঞায় ধনপতি সিংহলে গমন করেন ও তাঁহার উদ্দেশ না হওয়াতে খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলে যাইয়া পিতাকে উদ্ধার করত তাঁহাকে লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। যে পর্য্যন্ত পতি অনুপস্থিত ছিলেন, সে পর্য্যন্ত খুল্লনা গৃহে ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন।

(৯) আর একজন পতিব্রতার উপাখ্যান বলি। সে গল্প কিছু অসম্ভব বটে, কিন্তু পতিব্রতার উদাহরণ পক্ষে ভাল। বেহুলা নিছানি নগরের শাই বণিকের কন্যা। চম্পক নগরের চাঁদ বণিকের পুত্র নখিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নখিন্দরকে বাসর ঘরে সর্পে দংশন করে। বেহুলা মৃত পতির দেহ কলার মান্দাসে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিতে দেশান্তর যান। যাত্রাকালীন সকলেই নিবারণ করে, কিন্তু ঐ অবলা কাহারো কথা না শুনিয়া হয় পতিকে পুনর্ব্বার পাইব, নতুবা জীবনে জীবন ত্যাগ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করেন। পথে স্থানে স্থানে দুষ্টলোকে তাঁহার অনুপম রূপে মোহিত হইয়া পরিহাস ও মনোলাভার্থ নানা ছলনা করে, কিন্তু ঐ দৃঢ়ব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা কোন কথা কর্ণে না দিয়া আপন ইষ্টদেবতার ধ্যান ও পতিপ্রাপ্তির নিরন্তর প্রার্থনা করেন। পরে পতি জীবিত হইলে তাঁহাকে লইয়া প্রথমে পিতার আলয়ে ছদ্মবেশে যান, অবশেষে শ্বশুরের ভবনে গমন করেন।

(১৫) গৃহকথা—স্বামীর কর্ত্তব্য

১৫ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। স্ত্রীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা তো শুনিলাম—স্বামীর কি কর্ত্তব্য বল দেখি।

হরিহর। এই প্রশ্নে আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম, এক্ষণে বলি শুন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লেখেন,

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
নত্যজেৎ ঘোর কষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ॥

ভার্য্যাকে কদাপি তাড়না করিবে না এবং মাতার ন্যায় প্রতিপালন করা উচিত এবং সাধ্বী ও পতিব্রতা হইলে ঘোর কষ্টেও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহেশানি! যে ব্যক্তি পতিব্রতা ভার্য্যাকে তুষ্ট রাখে, তাহা কর্ত্তৃক সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম কৃত হয় এবং তিনি সকলের নিকটে প্রিয় হয়েন।

শকুন্তলা যাহা দুষ্মন্ত রাজাকে বলিয়াছিলেন, তাহাও শুন,

অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্ব শাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যা সম বন্ধু আর নাহি কোন লোকে॥
পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায় রাজা সর্ব্ব কর্ম্ম কারী॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়॥

আদিপর্ব্ব।

স্বামী প্রাণপণে স্ত্রীকে সুখী করিবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, স্ত্রীর সুখ কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তর—স্বামী সচ্চরিত্রযুক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্ত্রীর যেমন সুখ হয়, এমন বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধন প্রদানে হয় না। যেমন স্ত্রীর কর্ত্তব্য যে আপন সতীত্ব প্রাণপণে রক্ষা করে—সেইরূপ স্বামীরও এই ধর্ম্ম যে "মাতৃবৎ পরদারেষু"—পরের দারাকে মায়ের ন্যায় জ্ঞান করে।

যিনি সৎ স্বামী হন, তিনি পরের স্ত্রী পরমা সুন্দরী হইলেও কখন মনেতেও অভিলাষ করেন না।

রাবণ বধের পর বিভীষণ রামচন্দ্রকে ক্লান্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—হে রঘুনন্দন! আপনি অনেক দিন অনাহারে আছেন—আপনকার অনেক ক্লেশ হইয়াছে, কিঞ্চিৎ কাল লঙ্কায় অবস্থিতি করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। দাসীগণ কস্তুরী সুগন্ধি চন্দন দ্বারা আপনার কোমল তনুকে নির্ম্মল করুক এবং সহস্রং যুবতী কন্যা আপনার সেবাতে নিযুক্তা হউক। রামচন্দ্র উত্তর করেন,

লোকে বলে বিভীষণ তুমি ধর্ম্মময়।
পরনারী চোর তুমি মম মনে লয়॥
পরপত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শ সুখ দূরে যাক না চাই নয়নে॥
কোটি কোটি দেব কন্যা এক ঠাঁঞি করি।
সীতা তুল্য তারা কেহ না হয় সুন্দরী॥

নেপলিয়ন বোনাপার্টি ফরাসী দেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মাদাম ডাস্তাল নামে এক পরমা সুন্দরী ও সুপণ্ডিতা নারী তাঁহার রাজ্যে থাকিতেন। তিনি আপন সৌন্দর্য্য মদগর্ব্বিতা হইয়া একদা রাজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজন। আপন রাজ্যে পরমা সুন্দরী রমণী কে? রাজা উত্তর করিলেন, আমার চক্ষে আমার প্রিয় পত্নীই পরমা সুন্দরী।

যেরূপ সাধ্বী স্ত্রী আপন স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে সুন্দর দেখেন না, সেইরূপ সৎ স্বামীও আপন স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে সুন্দরী দেখেন না

পদ্মাবতী। ধর্ম্মশীল স্বামী হইলে স্ত্রী যেমন সুখী হয়, এমন বস্ত্র অলঙ্কারে হয় না, এটি সত্য বটে কিন্তু স্বপত্নী গলগ্রহেও বড় অসুখ।

হরিহর। যিনি সৎ স্বামী তাঁহার এক স্ত্রী ব্যতিরেকে দুই স্ত্রীতে কখনই মতি হইতে পারে না। পুরুষের এক বই আর দুই মন নহে—মনের ভাগাভাগি হইলে ষোল আনা ভালবাসা হওন অসাধ্য। মিতাক্ষরার বচন অনুসারে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ স্বেচ্ছাক্রমে হইতে পারে না। যদি প্রথম স্ত্রী সুরাপানে রত, ব্যাধিগ্রস্ত, ধূর্ত্ত, বন্ধ্যা, অপ্রিয়বাদিনী অথবা কেবল কন্যা প্রসব করেন—এইরূপ কয়েক অবস্থাতেই তাঁহার অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু অভিনব বল্লালীয় কুলধর্ম্ম প্রাচীন স্মৃতিকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছে। সে যাহা হউক, মূল কথা যথার্থ পত্নীপ্রেমানুরাগী এক বই দুই পত্নী কখনই হইতে পারে না। যিনি বলেন যে দুই স্ত্রীকে তুল্য ভালবাসেন, তিনি অসম্ভব কথা সম্ভব করিতে অনর্থক চেষ্টা করেন।

পদ্মাবতী। তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আমার বড্ডো ভর্ষা হল, এত দিনের পর জানলাম যে তুমি আর বিয়ে কর্‌বে না।

---

(১৬) গৃহকথা—স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্ব অবস্থা। ১৬ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল?

হরিহর। পুরাণ ও কাব্য পুস্তকাদি পাঠে বোধ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বকালে লেখা পড়া শিখিতেন। কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা ভূর্জপত্রে পত্রাদি লিখিতেন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী পাটীগণিত ও বীজগণিত এই দুই গ্রন্থ লেখেন। শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের তর্কবিতর্ক কালীন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী লীলাবতী মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। তৈলঙ্গ দেশীয় ভগবান নামে এক ব্রাহ্মণের চারি কন্যা ছিল। তাঁহারা বিবিধ বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কালিদাসের ও কর্ণাট রাজার পত্নী, যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী গার্গী, বাহ্নটের কন্যা এবং অত্রিমুনির বনিতা, ইহাঁরা সকলেই বিদ্যাবতী ছিলেন। অতএব স্ত্রীলোকেরা যে পূর্ব্বকালে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলেন,

কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ।

কন্যাকেও পুত্রবৎ পালন ও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের প্রথা হইয়াছে, ইহাতে বড় অনিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে রাজকন্যাদিগের যৌবনাবস্থায় বিবাহ হইত ও স্বয়ম্বরার প্রথা থাকাতে তাঁহারা আপন স্বেচ্ছাক্রমে পতি বরণ করিতেন। পিতা মাতা অথবা অন্যান্য লোক দ্বারা রাজপুত্রদিগের আহ্বান হইলে বিবাহের দিবস ধাত্রী কন্যাকে লইয়া পরিচয় দিত, কন্যা সকল কথা কর্ণে শুনিয়া ও আপন চক্ষে দেখিয়া যাহার প্রতি মনঃ হইত, তাঁহার গলায় বরমাল্য দিতেন। এইরূপে কুন্তী, দময়ন্তী, ইন্দুমতী ও ভানুমতী প্রভৃতির বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সময়ে সময়ে এই রূপ পণ হইত, যে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে, সেই কন্যা পাইবে। শ্রীরাম ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে পান। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে

আর এক প্রথা ছিল যে, কন্যার যাহার প্রতি মনঃ হইত, তাহাকেই বিবাহ করিতেন এবং সেই ব্যক্তি হরণ করিলে ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হইত না। কাশী রাজার তিন কন্যাকে ভীষ্ম অন্যান্য রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যান। জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বা হস্তিনায় যাইয়া বলিলেন, আমি শল্ব রাজাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, অন্যকে বিবাহ করিতে পারি না ; তৎক্ষণাৎ ভীষ্ম তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেন। শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর মনঃ কৃষ্ণের প্রতি ছিল, এই জন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করেন। বলরামের বাসনা ভদ্রাকে দুর্য্যোধনকে দিবেন, কৃষ্ণের ইচ্ছা তাঁহাকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন এবং ভদ্রারও মনঃ অর্জ্জুনের প্রতি ছিল, এজন্য অর্জ্জুন তাঁহাকে হরণ করেন এবং হরণ কালীন অর্জ্জুনকে যদুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় ও ভদ্রা স্বয়ং সারথির কর্ম্ম করেন।

ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে মনু বচন অনুসারে এই নিয়ম ছিল যে, তাহারা মহাকুলপ্রসূতা মনোহারিণী স্বরূপা গুণবতী ভার্য্যাকে বিবাহ করিবে। এক্ষণে কুলীনেরা যেরূপ পণ গ্রহণ করেন, পূর্ব্বে এ প্রকার প্রথা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ ছিল। মনু ৯ অধ্যায়ে লেখেন, শূদ্রেরাও কন্যা দানকালে পণ গ্রহণ করিবেক না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলেন "দেয়া বরায় বিদুষে" অর্থাৎ সুপণ্ডিত পাত্রে কন্যা দান করিবেক। মনুসংহিতাতেও লেখেন যে উৎকৃষ্ট ও সুরূপ বরকে কন্যা দান দিবেক ও অপাত্রে সম্প্রদান অপেক্ষা কন্যাকে চিরকাল গৃহে রাখা শ্রেয়ঃ।

স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা শিক্ষা ও বিবাহ বিষয়ে পূর্ব্বে যেরূপ প্রথা ছিল, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা কি অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিত? আর সকল লোকের কি এই সংস্কার ছিল যে, স্ত্রীলোককে রুদ্ধ না রাখলে তাহাদিগের ধর্ম্ম হইতে পারে না? মনু ৯ অধ্যায়ে বলেন,

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
আত্মন মাত্মনা যাস্তু রক্ষেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

স্ত্রীলোকেরা আপ্ত পুরুষদের কর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইলেও রক্ষিত নহে। যাহারা আপনা হইতে আপনাকে রক্ষা করে, তাহারাই সুরক্ষিত।

এবং ঐ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক পাঠে বোধ হয় যে, পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে গমন করিত। অন্যান্য গ্রন্থ পাঠেও প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা উৎসব অথবা অন্যান্য সময়ে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিত ও বনে মৃগয়ায় এবং যুদ্ধে ও তীর্থে স্বামী সঙ্গে গমন করিত এবং কুটুম্ব ভিন্ন অপর অপর ব্যক্তিও অন্তঃপুরে যাইতে পারিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাবিত্রী সখী সঙ্গে রথারূঢ়া হইয়া পিতার রাজ্যে ভ্রমণ করিতেন। সুভদ্রা হৃতা হইয়া আসিতে আসিতে রথে অর্জ্জুনকে পরিচয় দেন,

এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
ভ্রমিতেন তিন পুর ইচ্ছামত রঙ্গে॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাইব হয়॥ আদিপর্ব্ব।

যখন রাজকুলীয় নারীরা ঐ প্রকার ভ্রমণ করিতেন, তখন এ প্রথা অবশ্যই চলিত ছিল। বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ্য স্থানে রাণী রাজার নিকটে বসিতেন, আর রাজকুমার না থাকিলে কুমারীই রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন। পরন্তু হিন্দুদিগের রাজত্ব সময়ে স্ত্রীলোকদের ঐ প্রকার অবস্থা ছিল। মুসলমানদিগের রাজ্যাবধি তাহাদের দৌরাত্ম্য জন্য এখানকার অঙ্গনারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ হয়েন।

অপর পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকদের বিলক্ষণ সম্মান ছিল। স্ত্রীলোকের সতীত্বহরণ অথবা প্রাণহরণ করিলে প্রাণদণ্ড হইত, আর যদি কেহ কোন কুমারীর কুমারীত্বের প্রতি দোষারোপ করিত, তবে তাহারও দণ্ড হইত। শাস্ত্রে পরপত্নীকে "সুভগে ভগিনি" বলিয়া সম্বোধন করিবার বিধি আছে, কিন্তু মাতৃসম্বোধনের প্রথাই সাধারণরূপে প্রচলিত ছিল, কারণ তাহা অদ্যাপিও চলিত আছে এবং অভ্যর্থনা ও শিষ্টাচারে স্ত্রীলোকের মান্যতার ক্রটি কোন অংশে ছিল না; আর স্ত্রীলোকের রক্ষার্থে প্রাণিবধ অথবা প্রাণদান করণ প্রশংসনীয় জ্ঞান হইত। ঐ প্রথা ইংরাজদিগের ব্যবহারের সদৃশ। তাঁহারা রমণীগণকে এমন সমাদর করেন যে, আবশ্যক মতে আপন প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েন ও যে ব্যক্তি এরূপ ব্যবহার না করে, সে ভদ্র সমাজে হেয় বলিয়া গণ্য হয়।

যে দেশে স্ত্রীলোক মান্য, সে দেশে সভ্যতার উন্নতি হয়। যে দেশে স্ত্রীলোক অমান্য ও দাসীর ন্যায় গণ্য, সে দেশের লোকের সভ্যতা ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে পারে না। স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত ও সম্মানিত হইলে পুরুষের চিত্তোৎকর্ষক স্বরূপ হয়—এমত স্ত্রীলোকের নিকট প্রশংসা প্রাপ্তি জন্য পুরুষ সর্ব্বদা যত্নবান ও মন্দ কর্ম্ম করণে সর্ব্বদা ভীত হন। তাঁহার মনে এই ভয় হয় যে, এ কর্ম্ম করিলে পরিবারের নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইব এবং এইরূপ মনের ভাব সর্ব্বদা হওয়াতে সচ্চরিত্র হওনের অভ্যাস হইয়া পড়ে। সুশিক্ষিতা স্ত্রী পুরুষের এক প্রকার শাস্তা ও উপদেষ্টা। এজন্য স্ত্রীশিক্ষা না হইলে পুরুষের শিক্ষা প্রকৃতরূপে হইতে পারে না। যে গৃহে সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী থাকে, সে গৃহে সন্তান সন্ততি কি মন্দ চিন্তা কি মন্দ, কর্ম্ম, কখনই শিখিতে পারে না।

(১৭) জাপানদেশের স্ত্রীলোক।

জাপানদেশ চীনদেশের নিকটবর্ত্তী। ঐ দেশের লোকেরা পুত্র ও কন্যাক্ষে সমানরূপে শিক্ষা দেয়। যে পাঠশালায় তাহারা প্রথমে প্রেরিত হয়, তথায় লিখন পঠন এবং স্বদেশের পুরাবৃত্ত শিক্ষা করে। যাহারা মজুরি করিয়া দিনপাত করে, তাহাদিগের কন্যারাও ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। যে সকল লোকের অবস্থা ভাল অথবা যাহারা ভদ্র লোক বলিয়া গণ্য, তাহাদিগের দুহিতারা প্রথমে উক্ত প্রকার শিক্ষা পাইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে গমন করে ও সেখানে নীতি, শিষ্টাচার, এবং ব্যক্তি বিশেষে বিশেষ বিশেষ ভদ্র ব্যবহার, জ্যোতিষ, শিল্পবিদ্যা, গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহক বিদ্যা এবং গৃহিণী ও মাতার প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকল শিক্ষা করিয়া থাকে।

শিক্ষকেরা বালকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করেন, এজন্য স্ত্রীলোকদিগের ভদ্র স্বভাব ও ভদ্র ব্যবহার হয়, যদিও তাহারা ইংরাজদিগের বিবিদের ন্যায় অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকে না, নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে গমন করে, তথাপি ধর্ম্মজ্ঞান প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে ভ্রষ্টা প্রায় নাই। জাপানদেশের লোকদিগের স্ত্রীলোকের প্রতি এত বিশ্বাস যে, কাহার স্ত্রীর অসতীত্ব প্রকাশ হইলে তাহারা আশ্চর্য্য হয়। ধর্ম্মের মূল পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস—ঐ মূল ভালরূপ হইলে কোন উৎপাতেই ব্যাঘাত হয় না। জাপানদেশের লোকেরা পৌত্তলিক বটে কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী। যৎকালীন জাপান-

দেশের লোকেরা বন্ধু বান্ধব লইয়া পরিবার সহিত সদালাপ করে, তখন স্ত্রীলোকদিগের শিল্প গঠন সকল বড় আমোদজনক হয়। সুন্দর সুন্দর বাক্স, নানা প্রকার ফল, বিচিত্র পাখা, এবং পক্ষী ও জন্তুর চিত্র, পাকেট বহি, ছোট ছোট বেট্য়া, চুল বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের দোষ গুণ আলোচনায় নারীদিগের শিল্পবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদত্ত হয়, জাপানদেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন গুণবতী তেমনি সুন্দরী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্বামী স্বেচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্ত্রীলোককে স্ত্রীবৎ ভাবে প্রধানা স্ত্রীর নিকট রাখিতে পারেন এবং স্ত্রীর এমন সাধ্য নাই যে, আপন ভর্ত্তাকে বিষয়াশয়ের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গের সঙ্গী, দুঃখের দুঃখী এবং সুখের সুখী, অতএব যে যে বিষয়ে পরামর্শ দিতে সক্ষম, সেই সেই বিষয়ে পরামর্শ কেন না দিবেন? এ বিষয়ে জাপানদেশের লোকদিগের সভ্যতা সম্পূর্ণ হয় নাই।

যাহা হউক জাপানদেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে উত্তম উত্তম ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ফলতঃ তাঁহারা সকলেই বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন।

জাপানদেশের একজন স্ত্রীলোক সতীত্ব বিনষ্ট হইলে কি করিয়াছিল, তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

এক জন ভদ্র ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে কোন এক সম্ভ্রান্ত পরাক্রমশীল ব্যক্তি তাঁহার পত্নীকে নষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারাতে অবশেষে ছলক্রমে ইষ্টসিদ্ধি করে। সেই স্ত্রীর ভর্ত্তা প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার মুখ ম্লান দেখিয়া বলিলেন—প্রিয়ে! তোমার বদনের ভাবে প্রকাশ পাইতেছে তুমি বড় অসুখী আছ—ইহার কারণ কি? পত্নী উত্তর করিলেন—নাথ! অদ্য ক্ষান্ত হও, কল্য যৎকালীন কুটুম্ব ও দেশের প্রধান প্রধান লোককে নিমন্ত্রণ করিবে তৎকালে আত্ম মনঃ পীড়ার কথা ব্যক্ত করিব। পরদিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে ছাদের উপর ভোজ হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঐ দুরাচার সম্ভ্রান্ত পরাক্রমশীল ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। আহার সমাপ্ত হইলে সেই অবলা উত্থানপূর্ব্বক বলিলেন—নাথ! এই স্থানের এক মহাপাপী দুরাত্মা ছল ও প্রতারণা করিয়া আমার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার দণ্ড করিবেন—আমার দেহ অপবিত্র—আমি তোমার সহবাসের যোগ্য নহি—আমার জীবনে আর সুখ নাই—মন অহরহঃ জলন্ত অগ্নির তাপে তাপিত হইতেছে—নিধন না হইলে নিষ্কৃতি হইবে না—এক্ষণে আমাকে সংহার কর। স্বামী ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বলিল—ভদ্রে! একটু সুস্থির হও—তোমার দেহ অপবিত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু মন অপবিত্র হয় নাই—যে ব্যক্তি এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহারই প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য। পত্নী সকলকে নমস্কার করিয়া স্বামীর গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, স্বামীও তাঁহার গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। পত্নী সস্নেহে আপন ভর্ত্তার মুখচুম্বন করণান্তর দৌড়িয়া গিয়া ছাদের আলসিয়ার উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই গোলযোগে ঐ দুরাত্মা সন্তাপিত হইয়া নীচে আসিয়া আপনা আপন প্রাণ বিনাশ করিল।

(১৮) সৎস্ত্রীকে স্বামী কখন ভুলিতে পারে না।

আমার পিতা সওদাগরি কর্ম্ম করিতেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া থাকিয়া দৌড় ধাপ আমার বড় ভাল লাগিত। ঘরে বসিয়া কেবল গুড়ুক টানা ও ফাল্‌ত গাল গল্প করায় দেকসেক বোধ হইত। পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম—নানা দেশ ভ্রমণ করাতে নানা প্রকার নূতন নূতন বস্তু দেখিতে পাইলাম। নানা প্রকার নূতন নূতন বস্তু দেখিতে দেখিতে নানা প্রকার বিষয়ে বিবেচনা হইতে লাগিল। এই প্রকারে অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, তাহাতে কালভৈরবের গলিস্থ এক বাটীতে থাকিয়া প্রতিদিন বৈকালে চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাটের নিকট বেড়িয়া বেড়াইতাম। ঐ ঘাটের উপরে একজন পরমহংস শাস্ত্র পাঠ করিতেন, অন্য এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট বসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেন। দিবা অবসান হইলে পরমহংস সায়ংসন্ধ্যার উদ্‌যোগ করিলে ঐ শ্রোতা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অধোমুখে ভাবিতে ভাবিতে বাটী যাইতেন ও পথিমধ্যে এক এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। ঐ ব্যক্তিকে কয়েক দিবস ঐরূপ দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল, অতএব তদবধি এক এক দিন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতাম কিন্তু তিনি আমাকে দেখিয়াও দেখিতেন না—পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন। এক দিবস তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বরাবর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? আমি আপন পরিচয় দিয়া বলিলাম আপনকার সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে এনিমিত্ত এপর্য্যন্ত আসিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া বসাইয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। তাহার পরে নানা বিষয় সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হইল, তাঁহার কথায় আমার বোধ হইতে লাগিল যে, আমার সহিত আলাপে তাঁহার তুষ্টি জন্মিতেছে। এই অবকাশে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি? আপনি সর্ব্বদা, অন্যমনা থাকেন কেন? আমি এই প্রশ্ন করিবামাত্রে তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন বস্ত্র দিয়া নয়নের জল মুছিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমি কুণ্ঠিত হইলাম। কিছু কাল পরে তিনি একটু সামালিয়া বলিলেন—মহাশয় পরিচয় কি দিব? আমার নাম কৃষ্ণকিশোর দেব —আমি অতি দুর্ভাগ্য—বোধ করি আমার মত দুরদৃষ্ট নর সংসারে দ্বিতীয় নাই। আমার আদি বাসস্থান কৃষ্ণনগর। বিশ বৎসর বয়সের সময় পিতা মাতার কাল হয়—বিষয় আশয় অনেক ছিল, কিন্তু আমার অপ্রবীণতাপ্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়. টাকা হাতে পাইয়া আমি মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। আমার পিতা বহু পরিশ্রমে বিষয় আশয় করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক বিষয় ভাল বুঝিতেন ও সর্ব্ব বিষয়ে বহুদর্শী ছিলেন। আমার বিবাহের সম্বন্ধ অনেক ভারি ভারি জায়গা থাকিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া একজন মধ্যবর্ত্তী ভদ্র লোকের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেন। আমার শ্বশুরের যেমন সঙ্গতি, তেমনি বরাভরণ দানসামগ্রী ও সামাজিক দিয়াছিলেন। আমার মাতা তাহাতে বিরক্ত হইয়া পিতাকে অনুযোগ করেন। পিতা উত্তর

করেন—পাওনা থোওনায় বড় আইসে যায় না—ভদ্রঘরের মেয়ে আনাই আসল কথা—অনেক অনুসন্ধান করিয়া মেয়ে আনিয়াছি—যদি কিছুকাল বেঁচে থাক, তবে এ কর্ম্মটি কেমন হইল তাহা দেখিবে। বল্‌তে কি—পিতার কথা প্রথমে আমার বড় ভাল লাগে নাই, কিন্তু সেটি ছেলেবুদ্ধি—ছেলেকালের ধর্ম্ম এই যে, সকল কর্ম্মই ধূমধামে হইবে—যদি বিবাহ হয় তো খুব বড় মানুষের ঘরে হবে—শ্বশুর শাশুড়ী খুব দেবে থোবে—তত্ত্ব তাবাস ঘন ঘন আসিবে ও জামাই লয়ে সর্ব্বদা সাধ আহ্লাদ করিবে। পরন্তু কিছুকাল পরে আপন স্ত্রীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও রীতি ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে পিতাকে অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। পিতা মাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী বাটীর গৃহিণী হইয়া গৃহকর্ম্ম সকল এমত সুচারুরূপে করিতে লাগিলেন যে, বর্ণনা করিতে পারি না। বসংবাটী সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিত—বিছানা ও বস্ত্রাদি কখন অপরিষ্কার হইত না—দ্রব্যাদি যথাযোগ্য স্থানে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক থাকিত, গোলমাল কোন প্রকারেই হইত না। ভাণ্ডারের চাবি আপনি রাখিতেন—যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইত আপনি বাহির করিয়া দিতেন, দ্রব্যাদি যাহা খরিদ হইত তাহা ভালই হইত, অথচ দর বেহিসাবী হইত না ও জিনিসপত্র অকারণে নষ্ট কিংবা তছরূপাৎ কোন প্রকারে হইত না, অথচ পরিবারের ও চাকর দাসীদিগেরও পরিতোষরূপ ভোজন হইত। রান্না বান্না আপন হস্তে করিতেন, পচা মাছ, পচা তরকারি, কিংবা অন্য কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য বাটীর ভিতর আনিতে দিতেন না। সকল হিসাব কিতাব স্বহস্তে করিতেন, গোরুর ও ঘোড়ার খোরাক প্রতি দিন আপন চক্ষে দেখিয়া দিতেন। আমার পিতা যে যে বিষয় আশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ সকলই জানিতেন, আমি যে ঐ বিষয় আশয় পাইয়া বাবু হইয়া উঠিয়াছি তাহা দেখিয়া ভঙ্গিক্রমে শান্ত ভাবে মধ্যে মধ্যে আমাকে দুই এক কথা এমত করিয়া কহিতেন যে তাহা শুনিয়া আমার সাময়িক চটকা হইত।

কালক্রমে আমার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। সন্তানদিগের যে প্রকার লালন পালন ও শিক্ষা হইতে লাগিল, তাহা কি বলিব? আমার স্ত্রী প্রতি দিন প্রত্যূষে দুই এক জন লোক দিয়া ছাওয়ালদিগকে নদীতীরে পাঠাইয়া দিতেন। ছেলেরা হাওয়া খাইয়া ও খেলা করিয়া আসিয়া ঘরের গাইর দুধ ও রুটি খাইত। তিনি তিনটী ছেলেকে সর্ব্বদা আপনার নিকট রাখিতেন, চাকর দাসীর সঙ্গে বড় সহবাস করিতে দিতেন না, কারণ চাকর দাসীতে ছেলে পুলেকে ভয় দেখাইয়া অথবা কুকথা শিখাইয়া প্রায় নষ্ট করে। আপনার ভোজনের পর ছেলেদের লইয়া মিষ্ট বাক্যে স্নেহ ও কৌশলের দ্বারা নানা প্রকারে সৎ উপদেশ দিতেন, শিশুরাও জননীর এইরূপ শিক্ষাতে কাহাকে মন্দ বলে তাহার নামও জানিত না। তাহারা খেলা ধূলা করিত ও গুরুমহাশয়ের কাছে থাকিতে অধিক ভালবাসিত। মায়ের সৎ উপদেশে কখনই পরস্পর গালাগালি অথবা কলহ করিত না—পরস্পর এমনি ভালবাসিত যে, একটী কোন ভাল মন্দ জিনিস পাইলে আর দুটিকে না দিয়া খাইত না ও একটীর কোন অসুখ হইলে আর দুটী আনা গোনা করিয়া এবং ভাবিয়া ও সেবা করিয়া সারা হইত। তাহাদিগের মধ্যে কেহই এমত বলিত না যে, অমুক জিনিসটী কিংবা খেলেনাটী কেবল আমাকে দাও। এক জন কোন বিষয়ে বঞ্চিত হইলে

আর দুই জন বড় অসুখী হইত। ছেলে বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ অভ্যাস হইলে ক্রমে পরোপকারক অভ্যাস হয়, কিন্তু এই প্রকারে নীতি দেওয়া সৎমাতা ব্যতীত অন্য কাহা হইতেও হয় না।

অপর আমার স্ত্রী দাস দাসী যাহাতে ভাল থাকে, সর্ব্বদাই এমত চেষ্টা করিতেন, তাহাদিগের ব্যামোহ হইলে কাছে বসিয়া ঔষধ পথ্য দিতেন ও পাড়ার গরীব দুঃখী লোকদের সতত তত্ত্ব লইতেন। তিনি কখনই কাহার সহিত উচ্চ কথা কহিতেন না, যদ্যপি কেহ অকারণে বিবাদ করিতে আসিত তাহাতে কিছু উত্তর করিতেন না। কিছুকাল পরে ভাল কথার দ্বারা তাহাকে শান্ত করিতেন। তিনি সর্ব্বদা নম্রভাবে চলিতেন—অহঙ্কার কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না।

আমার কিছু বিষয় থাকাতে কড়ির গন্ধে অনেক পারিষদ জুটিয়াছিল, তাহাদের কুহকে পড়িয়া আমার পেয় দোষ উপস্থিত হইল। সরাবে যে প্রকার মত্ততা ও দোষ জন্মে, তাহা আমার সম্পূর্ণ হইল। আমি বিষয় আশয় ও পরিবারকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ইন্দ্রিয়-সুখে উন্মত্ত হইলাম। এই বিপদ দেখিয়া আমার স্ত্রী প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালীন আমাকে ডাকাইয়া আহার করাইতেন, তৎপরে সেবা করিতে করিতে বাক্যকৌশলে একটী একটী নীতিবিষয়ক মনোরম্য গল্প কহিতেন। তিনি জানিতেন ভাল গল্প শুনিতে আমি বড় ভাল বাসিতাম। এক এক দিন গল্প শুনিতে শুনিতে অনেক রাত হইত, তাহাতে পারিষদেরা আমাকে না দেখিতে পাইয়া বাটী ফিরিয়া যাইত। কিছু কাল এইরূপ করিতে করিতে মদ্য পান ইত্যাদির উপর একেবারে আমার ইচ্ছা ঘুচিয়া গেল। তখন আমার চৈতন্য হইলে ভাবিতে লাগিলাম, কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম! আমি স্ত্রীকে কত কুকথা বলিয়াছি, কিন্তু তিনি তাহা কিছু ধর্ত্তব্য না করিয়া আমাকে কি দায় থেকে মুক্ত করিলেন।

অবকাশ পাইলেই আমার ভার্য্যা শিল্প কর্ম্ম করিতেন এবং কন্যাকেও শিখাইতেন। এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি সূঁচ সূতা লইয়া এত ক্লেশ কেন কর?—এসব জিনিষ দরকার হইলে কি বাজারে মেলে না? তিনি আমাকে বিরক্ত দেখিয়া সূঁচ সূতা রাখিয়া বলিলেন, শিল্পকর্ম্ম শিখাতে অনেক উপকার আছে। ইহাতে মনঃ সুস্থির থাকে ও ঠাণ্ডা মেজাজ হয়, আর দুরবস্থায় পড়িলে কর্ম্মে লাগে।

কিছু কাল পরে পত্নী এক দিবস বলিলেন—দেখ ছেলে দুটীর লেখা পড়া এক রকম হইতেছে, কিন্তু মেয়েটির একটী ভাল শিক্ষক হইলে উত্তম হয়। আমি তাহাকে কিছু কিছু শিখাইয়াছি, কিন্তু শিখিবার অনেক বাকি আছে। এই কথা শুনিয়া আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম, মেয়ের শিক্ষা দিবার জন্য টাকা নষ্ট করার তাৎপর্য্য কি? আজ আছে, কাল পরের ঘরে যাবে, কড়ি খরচ করিয়া মেয়েকে শিখাইলে কি লাভ হইবে? আমার এই কথাতে পত্নী ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি বিরক্ত হইলে? তিনি উত্তর করিলেন—না বিরক্ত হই নাই—স্বামীর উপরে কি কখন স্ত্রী বিরক্ত হইতে পারে? কিন্তু এবিষয়টি তোমাকে কি প্রকারে বুঝাইব তাহাই ভাবিতেছি। আমার একটী কথা শুন দেখি। বাপ মার কর্ম্মই এই যে, ছেলে মেয়ে উভয়কেই সৎ উপদেশ দিবে। যদি কন্যার উপদেশ না

হয়, তবে তিনি সংসারে কোন্ কর্ম্মের যোগ্য হইতে পারেন? না গৃহকর্ম্ম ভাল করিয়া জানিতে পারেন—না সন্তানাদির লালন পালন করিতে পারেন—না স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্যকে সুখী করিতে শক্ত হয়েন—না তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয়? এই বিষয়ে আমার বোধ শোধ পূর্ব্বে তোমার মত ছিল, কিন্তু আমার উপদেশ জন্য বাবা ব্যয় করিতে কসুর করেন নাই। আমার ভাগ্যক্রমে একজন ইংরাজি বিবি আমাকে পড়াইতে আসিতেন—সেই বিবির যেমন শান্ত স্বভাব ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, এমন কোন মেয়েমানুষের অদ্যাপি আমি দেখি নাই, তাঁহার সহিত সহবাসে আমার অনেক উপকার হইয়াছে, এই জন্যে মেয়েটির শিখিবার কথা বলিতেছি, বাপ মাকে ছেলে পুলের বিবাহ দিতে হয় বটে, কিন্তু বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা সৎ করা অধিক আবশ্যক কর্ম্ম।

স্ত্রীর এই সকল কথা আমার উপদেশস্বরূপ বোধ হইল, তৎক্ষণাৎ কন্যার শিক্ষার উপায় করিলাম।

আমি পত্নীকে যত দেখিতাম, ততই তাঁহার প্রতি আমার প্রেম বাড়িত। তিনি প্রতিদিন প্রাতে বিছানা হইতে উঠিতেন, সূর্য্য উদয় হইলে আমি উঠিতাম। দৈবাৎ এক দিবস প্রাতে উঠিয়া বাহিরে যাই, সেই সময়ে তিনি অন্দরে বসিয়াছিলেন। আমার সন্দেহ হইল, তাঁহার কোন পীড়া হইয়াছে। আস্তে আস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলাম স্থির চিত্তে দুই নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। পরমেশ্বরের প্রেমে তাঁহার মন এমনি আর্দ্র হইয়াছে যে, মধ্যে মধ্যে দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতেছে। পত্নীর এইরূপ ভক্তি দেখিয়া আপনার প্রতি ঘৃণা জন্মিল, এবং এই ধিক্কার হইতে লাগিল আমি অতি পাষণ্ড, ঈশ্বরের উপাসনা কখনই করি না, এই জন্য আমার চিত্ত এত অপবিত্র ও অধর্ম্মে অহরহঃ প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বিষয় আশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ বড় ভাল হইত না, অতএব ক্রমে ক্রমে আমাকে জড়িয়ে পড়িতে হইল। অর্থের হ্রাস দেখিয়া পাওনাওয়ালা সকলে চাগিয়া উঠিয়া আমার নামে আদালতে এক তর্ফা ডিগ্রি করিতে লাগিল আমি যৎকালে বাবু হইয়া উঠিয়াছিলাম, তৎকালেই জমী জেরাৎ বন্ধক পড়ে, ভদ্রাসন বাটীও গ্রিবির মধ্যে লেখা ছিল। এই সকল বিষয় দখল লইবার হুকুম হইলে উকিলেরা আমাকে পরামর্শ দিল যে, ভদ্রাসন বাড়ী খানা তোমার স্ত্রীর নামে পূর্ব্ব তারিখের বন্ধকী খত বানাইয়া রাখিলে রক্ষা হইতে পারে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি ভার্য্যার সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। আমার স্ত্রী এই সকল কথা শুনিয়া ধীরতাপূর্ব্বক বলিলেন, এত দিনের পর ঘোর বিপদে পড়িতে হইল—বোধ করি অন্ন বস্ত্রের জন্যে লালায়িত হইতে হইবে। পরমেশ্বরের যা ইচ্ছা, তাই হবে, কিন্তু আমার নামে মিথ্যা বন্ধকী খৎ করিও না, এমত জুয়াচুরি করা কখনই উচিত হয় না। হাতে দুগাছা পিতলের বালা পরিয়া থাকব, আমার যে কিছু অলঙ্কার পত্র আছে বিক্রয় করিয়া তোমার ও সন্তানদিগের ভরণ পোষণ করিব—তাহা গেলে পর তোমার ও সন্তানদিগের জন্য দাসীবৃত্তি করিতে হয় তাহাও করিব, কিন্তু অধর্ম্ম পথে যাওয়া হইবেনা। স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়া থাকিলাম। কিছু দিন পরে পাওনাওয়ালারা সকল বিষয় আশয় দখল করিয়া লইল ভদ্রাসন বাটী

হইতে আমাদিগের হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দিল। স্ত্রী ও সন্তানদিগকে লইয়া একখানি কুঁড়ে ঘর ভাড়া করিয়া থাকিলাম। দুরবস্থায় পড়িয়া অতিশয় কাতর হইলাম, কিন্তু এরূপ অবস্থা হওয়াতে অনেক উপদেশ পাইলাম। আত্মীয় কুটুম্ব কেহ একবার তত্ত্বও করিল না, যে সকল লোক আমার চাকর ছিল তাহারাও নিকটে আসিল না। আমি কর্ম্মকাজ করিতে শিখি নাই ও কর্ম্মকাজ করিয়া দেয়, এমন কেহ মুরব্বিও ছিল না। রাতদিন স্ত্রী পুত্রের নিকট বসিয়া থাকিতাম এবং কেবল তাঁহাদিগের মুখ দেখিয়া দুঃখ দূর করিতাম, কাহারো সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইত না। স্ত্রী আপন অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া শিল্প কর্ম্মের দ্বারা কিছু দিন ভরণ পোষণ করিলেন, মেয়েমানুষের শিল্প কর্ম্ম শিখিবার উপকার আমার তখন বোধগম্য হইল। অবশেষে পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কাণপুর অথবা মিরাটে গিয়া একখানি ছোট খাট দোকান করিলে-জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। এই অভিপ্রায়ে নৌকা ভাড়া করিয়া পরিবার সকলকে লইয়া রাহি হইলাম। রাজ-মহল বরাবর পৌহুছিলে একটা ঘোরতর ঝড় উঠিল—নিমেষ মধ্যে নৌকা টলমল করিয়া উল্টিয়া গেল—নৌকার তক্তা ভিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল—স্বচক্ষে দেখিলাম, আমার দুইটী সন্তান চীৎকার করিতে করিতে ডুবিয়া পড়িল। আমার স্ত্রী কোলের ছেলেটি লইয়া কিয়ৎকাল আঁকু পাঁকু করিয়াছিলেন, কিন্তু জলের তোড় এমনি হইতে লাগিল যে, তিনিও শীঘ্র দৃষ্টির অগোচর হইলেন —আমি না মরিয়া ভাসিতে ভাসিতে কিনারায় উত্তীর্ণ হইলাম। মনে হইল যগুপি পরমেশ্বর আমাকে কাণা করিতেন, তবে চক্ষু দিয়া এ সকল দেখিতে হইত না—সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—যে পরম-হংসের নিকট প্রতিদিন বৈকালে যাই, তিনি আমাকে নিবৃত্তি করাইয়া এই ধামে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতেছেন। আমার দুর্ব্বল চিত্ত—সর্ব্বদাই প্রাণ কেঁদে উঠিতেছে—সন্তানেরা বা কোথায় গেল? আর আমার সেই প্রাণেশ্বরীই বা কোথায় গেলেন? * * *

---

(১৯) ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পথ—স্বপ্ন।

আমি টোলে অধ্যয়ন করি। পাঠ অভ্যাস নিমিত্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। দৈবাৎ একদিন রাত্রে শ্রান্তি বোধ হওয়াতে মাথায় পুস্তক দিয়া আলস্য দূর করিতে করতে নিদ্রিত হইলাম। ক্ষণৈক কাল পরে স্বপ্ন দেখিতেছি— যেন ভ্রমণ করিতে করিতে এক দেশে উপস্থিত হইলাম—স্থানে স্থনে নদ নদী, গিরি গুহা, হাট মাট, পশু পক্ষী ও নানা জাতীয় মনুষ্য। গমন করিতে করিতে অন্বেষণ নামক পর্ব্বতের উপর উঠিয়া দেখিলাম, দুই দিকে দুই পথ—সেই দুই পথে দুইটী কন্যা দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা কে? উত্তর দিক্‌স্থ কন্যা বলিলেন আমার নাম ধর্ম্ম ও দক্ষিণ দিক্‌স্থ কন্যা কহিলেন আমার নাম অধর্ম্ম। আমি কিঞ্চিৎ কাল তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ধর্ম্ম নাম্নিকা কন্যা শ্বেতবসনা— শান্তবদনা - মৃদুহাসিনী—স্নেহভাষিণী ও কৃপা-বলোকিনী। অধর্ম্ম রক্তবস্ত্রা—নানালঙ্কারে ভূষিতা—সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিতা ও হাব ভাব কটাক্ষে সম্পূর্ণা। ধর্ম্ম আমাকে বলিলেন, বাছা তুমি যে দেশে আসিয়াছ ইহার নাম সংসার—এই দেশের এই দুইটী পথ ব্যতীত

অন্য পথ নাই। যে পথ আমি দেখাইতেছি যদি এই পথে আইস তাহা হইলে তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই মঙ্গল। কিন্তু আমার পথগামী হইলে অনেক পরিশ্রম ও কঠিন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হইবে; এই সকল করিতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইবে। কোন কোন সময়ে ঐ ক্লেশ অসহ্য হইলেও হইতে পারে ও সাংসারিক অনেক উৎপাতও ঘটিতে পারে—অর্থনাশও হইতে পারে, মানের খর্ব্বতাও হইতে পারে—স্ত্রী পুত্র বন্ধু বিয়োগ জন্য শোকও ঘটিতে পারে, কিন্তু তুমি উক্ত প্রকার উৎপাতে পতিত হইলেও আমাকে স্মরণ করিয়া সুস্থির হইয়া থাকিও। এইরূপ করিলে তোমার চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল ও দৃঢ়তর হইবে, চিত্তের মালিন্য বিগত হইলেই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল কথা আমার মনে ভাল লাগাতে আমি ধর্ম্মের পথে গমন করিতে উদ্যত হইলাম। এমত সময়ে অধর্ম্ম হাস্য করিতে করিতে বলিলেন —অহে ব্রাহ্মণ পুত্র! বুঝে শুঝে যাও! ধর্ম্মের পথে গেলে কষ্টে প্রাণ যাবে—আমার পথটা একবার চেয়ে দেখ—বসন্ত চিরদিন বিরাজমান—মলয় পবন মন্দ মন্দ বহিতেছে—তরু সকলের সদাই নব নব পল্লব—সুবর্ণবর্ণ পক্ষীর সুমধুর কলরব—স্থানে স্থানে অমৃত কুণ্ড—মনোহর সরোবর—নর্ত্তকীগণ নাচিতেছে—কিন্নর সকল গান করিতেছে—দিবা রাত্রি উল্লাস ও আমোদ প্রমোদের ধ্বনি হইতেছে। আমার পথে শ্রম নাই, কষ্ট নাই, কঠোরতা নাই, ভাবনা নাই,—লোকে কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া সদানন্দে সদাই সুধামৃত পান করিতেছে—এ পথে আশু সুখ পাওয়া যায়।

অধর্ম্মের প্ররোচনায় আমার মনঃ ফিরিয়া গেল, ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া অধর্ম্মের পথে গমন করিতে যাই, এমন সময় একজন জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন ব্যক্তি আমাকে টানিয়া বলিলেন—বাছা ফের, আমার নাম বিবেচনা—লোকে অস্থির হইলে আমি পরামর্শ দিই। অধর্ম্মের কথায় ভুলিও না—অধর্ম্মের পথে গেলে ইহকালও যাবে—পরকালও যাবে। ঐ পথে আপাততঃ সুখ আছে বটে, কিন্তু সে সুখ প্রকৃত সুখ নহে, তাহাতে শরীর ও মনঃ ক্রমশঃ অসাড় হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের পথে গেলে শরীর ও মনঃ বলবৎ হয়, তাহাতে ইহকালে প্রকৃত সুখ ও পরকালে পরম গতি পাওয়া যায়।

এই কথা শেষ হইবামাত্রেই কাকগুলা কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিল, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উঠিয়া দেখিলাম রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

---

(২০) ধর্ম্মপরায়ণা নারী।

রজনী ঘোর। ভূচর জলচর খেচর সকলই নিস্তব্ধ। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। বায়ু যেন আয়ুঃ সংহারক ভাবে প্রচণ্ড ও বেগবান হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ অট্টালিকাদি দোদুল্যমান। নদীর সলিল কল কল রবে বিশাল তরঙ্গাকৃতি মেরু চূড়ার ন্যায় হইয়া বহিতেছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন—মধ্যে মধ্যে তড়িৎ প্রকাশমান। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, বজ্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে রজনীর বদন ভীষণ বোধ হইতেছে। ফলতঃ অতিশয় ভয়ানক রাত্রি—এ রাত্রিতে কে বাহিরে যাইতে পারে? কিন্তু বিপদ কি সুবিধার সময়ে ঘটে?

মাসাবধি জগন্নাথ বাবুর ব্যামোহ হইয়াছে। চিকিৎসা নানা প্রকার হইয়াছে, কিন্তু পীড়ার কিছুই শমতা হয় নাই। নিকটে পত্নী ব্রহ্মময়ী,

দুই পুত্র, এক কন্যা ও অন্যান্য পরিবার সকলে বসিয়া আছেন। এক জন প্রাচীন বৈদ্য মুহুর্মুহু হাত দেখিতেছেন ও ম্লান বদনে অন্তরে যাইয়া বসিতেছেন। দ্রবময়ী অতি সুশীলা, ধীরা ও ধর্ম্মপরায়ণা। রূপ অনুপম—স্বভাবতঃ হাস্যবদনা— কুরঙ্গনয়নী—গৌরাঙ্গী-সুগঠনা-সুকেশী-পতির পীড়ায় পীড়িতা—পতির শুশ্রূষায় একান্ত রতা—পতির আরামে আনন্দিতা—পতির ক্লেশে মৃতকল্পা—পতিসেবা নিমিত্ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিবারাত্রি ব্যস্ত—একটু মঙ্গল চিহ্ন দেখিলে বদন ভরসার প্রভায় ভাসমান হয়, আবার পীড়া বৃদ্ধি শুনিলেই ঘোর মনঃপীড়ায় নয়ন ও বদন ম্লান হয়। কবিরাজ বলেন, মা দেখ কি? আর বিলম্ব নাই। তখন দ্রবময়ী—এলোকেশী ও দীর্ঘশ্বাসিনী হইয়া কষ্টে দুঃখ সংবরণ করত অঞ্চল দিয়া স্বীয় অশ্রুবারি মুছিতে মুছিতে স্বামীর নিকটে বসিয়া ক্ষণেক কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেন। নিকটস্থ লোকদিগের বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ অরুন্ধতী বা সাবিত্রী উপস্থিত হইয়াছেন। দ্রবময়ী ভক্তিতে দ্রব হইয়া আস্তে আস্তে স্বামীর গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন—নাথ। আমার কপালে যাহা আছে তাহা হইবে—এক্ষণে তুমি জগৎপিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ কর ও আমি যাহা বলি তাহা শুন। পরে নয়ন মুদিত করত করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! তুমি করুণানিদান! তোমাকর্ত্তৃক যাহা হয়, তাহা অবশ্যই মঙ্গলজনক। আমরা দুর্ব্বল স্বভাব ও অল্প বুদ্ধি, এজন্য তোমার সকল কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, সেই কারণেই শোক সম্বরণ করণে অশক্ত। যদিও এক্ষণে দুঃখে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগ যন্ত্রণা ঘোর যন্ত্রণাদায়ক, তথাচ ইহার কারণ এ অবস্থার বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। প্রভো! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। এক্ষণে এই কৃপা কর আমার পতির যেন সদ্গতি হয় ও আমার মনঃ যেন তোমাতে সম্পূর্ণ রূপে থাকে।

এই আরাধনা করিয়া দ্রবময়ী পুনঃ পুনঃ পতির মুখ চুম্বন করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। অল্প ক্ষণের পরেই জগন্নাথ বাবুর প্রাণবিয়োগ হইল।

পল্লীর কোন কোন রমণী বলিল, দ্রবময়ীর কাণ্ড দেখিয়া আমাদিগের পেটের ভাত চাউল হইয়া গেল। ধন্য মেয়েমানুষ মা! ঐ সময়ে কি মুখে কথা আইসে?—চোকের জলেই ভেসে যায়। অন্যান্য প্রবীনা অবলারা বলিল, দ্রবময়ী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—দুঃখ ও শোকের সময় এত ধীর হইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ ও ধ্যান করা অল্প ক্ষমতার কর্ম্ম নয়। এইরূপ নানা কথা হয় কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রবময়ী আপন স্থৈর্য্য জন্য উপাসনা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের চিন্তা করেণ ও মনোমধ্যে এই ভাবেন শোক ও দুঃখ ভোগ কে না করে; যদিও তাহাতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কিন্তু শোক ও দুঃখ না হইলে মনের সদ্ভাব প্রগাঢ় হইতে পারে না।

কিছু দিন পরে তাঁহার মাতা দুহিতার বৈধব্য-দুঃখে বিহ্বলা হইয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কন্যা প্রাচীনা মাতাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া বলিলেন; মা! তোমার কান্না দেখিয়া আমার শোক উথলিয়া উঠে, যদিও শোক নিবারণ করা বড় কঠিন, কিন্তু ব্যাকুল হইলে কি হইবে? এইরূপ সান্ত্বনা পাইয়া চক্ষের জল চক্ষে রাখিয়া মাতা কিঞ্চিৎ স্থির ভাবে থাকেন। কন্যাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া এক দিন নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা! তুই বসিয়া বসিয়া কি ভাবিস? কন্যা বলিলেন মা! দুঃখ বিপদ ও শোকের ঔষধ ঈশ্বরের ধ্যান—

ইহা ব্যতিরেকে মনকে শান্ত করিবার আর কোন উপায় নাই। আমি এই জন্য অহরহ তাঁহাকেই স্মরণ করি। শরীর আজ হউক কাল হউক দশ দিন পরে হউক অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু আত্মা অমর। আত্মাকে ধর্ম্ম কর্ম্মের দ্বারা উত্তর উত্তর নির্ম্মল: করাই প্রধান কর্ম্ম। সংসারে মুগ্ধ হইয়া এতে ভুলিলে কি গতি হইবে?

অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্ম পথ ত্যজে॥
আমার আমার বলে কেহ কার নয়।
কন্য মাতা কন্য পিতা শাস্ত্রে এই কয়॥
কেবা কার পতি পুত্র কেবা বন্ধু জন।
মায়াবদ্ধ হয়্যে প্রাণী করিছে ভ্রমন॥
আপনার রক্ষাহেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম্ম॥ বনপর্ব্ব।

এই বলিয়া কি পরিবারের প্রতি ভগ্ন স্নেহ হবে তাহা নহে। যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে—তাহা না করিলে অধর্ম্ম হইবে। কিন্তু মা। সাংসারিক সুখ দুঃখ ক্ষণিক; ও ঈশ্বরের নিয়ম এমন নহে যে প্রাণী নিরন্তর কেবল দুঃখ অথবা কেবল সুখ ভোগ করিবে, তাহা হইলে মনের শিক্ষা ও পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের চিত্ত দুর্ব্বল এইজন্য আমরা শোকে কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ভুলি কিন্তু মহাত্মা ব্যক্তিরা ঘোর বিপদে পড়িলেও ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও নম্রতা পূর্ব্বক তাঁহার প্রেমে আরো প্রেমী হয়েন এবং বিপদকে চিত্তনির্ম্মলকারক জানিয়া সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন মহাত্মা ব্যক্তিরা ভালরূপে জানেন যে পরমেশ্বর করুণাময়—তাঁহা হইতে মন্দ কখনই হইতে পারে না। তিনি যাহা করেন তাহা আমাদিগের অবশ্য মঙ্গলজনক কিন্তু তাহা আপাতত: আমাদিগের বুদ্ধি গোচর না হইলেও হইতে পারে।

জ্ঞানবান লোকে যে কাতর নাহি হয়।
স্থির হয়ে ধর্ম্ম করে ঈশ্বরেতে রয়, বনপর্ব্ব।

অতএব শোকমগ্ন হইয়া কি পরকালে হারাইব? মাতা বলিলেন—ধ্রুব। তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। তোমার কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমারও ধর্ম্মে মতি হয়। কন্যা বলিলেন, মা! আমাকে এমন করিয়া বলিও না। তোমার এ প্রকার প্রশংসাতে আমার অহঙ্কার হইতে পারে, তাহাতে চিত্তের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভব। চিত্তে নম্রতা না থাকিলে পরমেশ্বরের পথে যাওয়া যায় না। তিনি দয়াময়—যে অকপট ও নম্রভাবে তাঁহার তত্ত্ব করে সে তাঁহারই হয়—তাঁহার প্রতি মনঃ যত হইবে ততই মনঃ নির্ম্মল হইবে ও মনঃ যতই নির্ম্মল হইবে ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী যাওয়া হইবে। ঈশ্বরের অদ্ভুত গুণ। ঐ সকল গুণই গ্রহণ করা ধর্ম্ম ও তাহা অভ্যাসেতেই মনঃ নির্ম্মল হয়। অন্যান্য দ্রব্য ব্যয় করিলে ক্ষয় হয় কিন্তু তাঁহার গুণ অভ্যাস করিয়া যত ব্যয় করিবে ততই বাড়িবে। যেরূপ পর্ব্বতের ঝর্ণা দিয়া জল পড়িয়া নদ নদী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, পুনর্ব্বার বৃষ্টি দ্বারা ঐ ঝর্ণা পরিপূরিত হয়, সেইরূপ দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি যত ব্যয় করিবে ততই মন ঐ সকল গুণে সঞ্চারিত হইবে। এ রূপ ব্যয়ী জন কখনও দরিদ্র হয় না—যত ব্যয় করিবেন তাহার পুঁজি ততই বাড়িবে। এই প্রকারে মাতা ও কন্যা দুই জনে ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করেন।

জগন্নাথ বাবুর বাটী ভাগলপুরে—সম্মুখে গঙ্গা—চারিদিকে বৃহৎ বৃহৎ ঝাউ ও দেবদারু বৃক্ষ, তাহার ভিতরে ময়দানের ন্যায় প্রশস্ত ভূমি—স্থানে স্থানে তরকারি ফল ফুলের গাছ তন্মধ্যে সরোবর ও ঝিল। সীমার নিকটেই কতকগুলি দুঃখী লোক বসতি করিত, খিড়কি

দ্বার দিয়া তাহাদিগের কুটীরে যাওয়া যাইত। দ্রবময়ী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আহ্নিক সমাপ্তানন্তর দুইটী পুত্র ও কন্যাকে লইয়া উদ্যানে আসিয়া তাহাদিগের সাহায্যে নিড়ন জলসেচন ইত্যাদি করিতেন ও বৃক্ষের পত্র ফুল ফল দেখাইয়া স্রষ্টার অসীম শক্তির আলোচনায় মগ্ন হইতেন। ছোট মেয়েটি বলিত—মা! একটী বীচি পুঁতিলেই গাছ হয় আবার সেই গাছের পাতা হইয়া ফুল ফল হয়,—আহা ফুল গুলির কত রং!—এ সব কে করে মা? মাতা বলিতেন—বাছা! যিনি জগৎপিতা, তিনিই করেন। তিনি এই আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, বৃক্ষ সকলই করিয়াছেন। মেয়েটি অমনি জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিত—তিনি কেমন, মা! কোথায় আছেন? একবার দেখাও। মাতা উত্তর করিতেন—বাছা! তিনি সর্ব্বত্রে আছেন কিন্তু চিত্ত পরিষ্কার না হইলে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না—আপনার মনের সহিত তাঁহাকে প্রতি দিন স্মরণ কর—এইরূপ করিতে করিতে তোমাদিগের চিত্ত পরিষ্কার হইবে। ছোট পুত্রটি এক এক দিন জিজ্ঞাসা করিত—মা! গাছ কাটিলে বোধ হয় যেন রস উঠিতেছে ও নামিতেছে—এ কি? মাতা বলিতেন—বাবা! যেমন সিকড় দিয়া রস উঠে আবার ডাল পালা পাতা হইতে রস সিকড়ে যায় এই প্রকার হওয়াতেই গাছ জীবিত থাকে। বাহ্যবস্তুর বিচারেও বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে দান নিষ্ফল হয় না, যেমন দিবে তেমনি পাবে কিন্তু পাব বলে দিও না। সন্তানদিগের সহিত এরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া দ্রবময়ী বাটী আসিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেন ও স্বহস্তে পাক করিয়া পরিবারদিগের সকলকে খাওয়াইতেন। পরে প্রাচীনা মাতাকে আহার করাইয়া তিনি বিশ্রাম করিতে গেলে খিড়কি দ্বার দিয়া পল্লীর দুঃখী লোকদিগের কুটীরে গমন করত সকলের তত্ত্ব লইতেন। যে অনাহারী থাকিত তাহাকে আহার দিতেন, যে বস্ত্রহীন তাহাকে বস্ত্র দিতেন, যে রোগী তাহাকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতেন, যে বিপদগ্রস্ত তাহাকে সুপরামর্শ ও সাহস দিতেন, যে শোকান্বিত তাহাকে সান্ত্বনা ও ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতেন, যে দুঃখান্বিত তাহার দুঃখে দুঃখিত হইতেন, যে আনন্দিত তাহার আনন্দে আনন্দিত হইতেন। বহুকাল এইরূপ অনাড়ম্বর সদ্ব্যবহারে কুটীরস্থ কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলেই তিনি উপস্থিত হইলে অকপট কৃতজ্ঞ চিত্তে বলিত —"অরে ঐ দয়াময়ী মা এলেন, আর আমাদিগের দুঃখ নাই"। দ্রবময়ী মধ্যাহ্ন সময়ে বাটী আসিয়া কেবল জীবনধারণ জন্য কিঞ্চিৎ আহার করিতেন। কিন্তু যদিস্যাৎ ঐ সময়ে অতিথি বা অভ্যাগত উপস্থিত হইত, তাহাদিগের প্রতি আতিথ্য না করিয়া আপান ভোজন করিতেন না। আহারান্তে আপন বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। জগন্নাথ অপ্রবীনতা হেতু সকল বিষয় নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন, কেবল কিছু রাইয়তি জমি ছিল ও সুন্দরবনে এক খানি আবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বাঁদ ভাঙ্গাতে প্রজাবিলি হয় নাই, সুতরাং ঐ বিষয় সংক্রান্ত যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই। ভর্ত্তার মৃত্যুর পর দ্রবময়ী বড় ক্লেশে পড়িয়াছিলেন, সংসারনির্ব্বাহ হওয়া বড় কঠিন হইয়াছিল, তথাচ স্বামীনিন্দা এক দিনও করেন নাই, আপন অলঙ্কারাদি বন্ধক অথবা বিক্রয় করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন। মাতা মধ্যে মধ্যে বলিতেন—দ্রব! বাছা

দান ধ্যান একটু কমাও, সময় হলে ভাল করিয়া করিও। কন্যা উত্তর করিতেন—আমার কি শক্তি যে দান করি, কিন্তু অন্যের ক্লেশ দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি। আপনি উপবাসী থাকি সেও ভাল, কিন্তু অন্যের কাতরতা দেখিতে পারি না, আর রাজা যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে সর্ব্বদা স্মরণ হয়।

ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ।

সভাপর্ব্ব।

আমি কিছু আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য করি না, কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিলে জীবন বৃথা। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িতেছে—

যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্প দিনে অধর্ম্মীর অন্ত॥
ইহা জানি ধর্ম্মরাজ, সাধিয়া আপন কাজ,
সত্যে না হইবে বিচলিত।
পূর্ব্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিয়া বিনীত॥ বনপর্ব্ব।

সন্ধ্যার প্রাক্কালীন সন্তানদিগের সহিত বাগানে আসিয়া বসিতেন। সুশীতল সমীরণে উচ্চ বৃক্ষাদির চূড়া সকল পরস্পর আলিঙ্গন করিত—পুষ্করিণীর বারি যেন সহাস্য বদনে ক্রীড়ায়মান হইত—নানাজাতীয় পুষ্পের আঘ্রাণে, স্থানটী আমোদিত হইত—পক্ষী সকলের কলরবে প্রতিধ্বনিত হইত। অমনি দ্রবময়ী বলিতেন,—দেখ, এই সকল সুখের মূল কেবল তিনিই।

সন্ধ্যা হইলে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া সন্তানদিগকে লইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা, নীতি ও বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন করিতেন ও সময়ে সময়ে দুঃখী দরিদ্র লোকের জন্য শীতবস্ত্র আপন হস্তে প্রস্তুত করিতেন। কন্যার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দেখিয়া মাতা এক এক বার বলিতেন—দ্রব! একটু একটু বিশ্রাম কর, এমন করে খাটিলে আবার একটা কি রোগে পড়িবে? কন্যা মাতাকে বলিতেন ! আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আলস্যকে আমি বড় ভয় করি। আলস্যতে মনে কুপ্রবৃত্তি জন্মে। মনে কুপ্রবৃত্তি না জন্মিবার দুই উপায়। প্রথমতঃ মনকে সর্ব্বদা শান্ত রাখা ও অভ্যাসের দ্বারা কুচিন্তা ও দুর্ম্মতি নিবারণ করা—এটি বড় কঠিন কর্ম্ম, সংসারে নানা প্রকার বিষয় দর্শন ও শ্রবণে মনের গতি চঞ্চল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দ্বেষ হিংসা লোভ ইত্যাদি জন্মে। যখন চলবিচলের উপক্রম হয়, তখন সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি অশক্ত হয় তবে অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা দ্বারা চলবিচলকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যে সর্ব্বদা পরকাল ভাবে তাহার মনঃ প্রায় অহরহঃ শান্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বদা কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিলে মনে কুচিন্তা বা কুপ্রবৃত্তি উদয় হয় না। ফলতঃ মনের সংযম বড় আবশ্যক—কুচিন্তা হইতে হইতেই কুকথা হয়, কুকথা হইতে হইতেই কুকর্ম্ম হয়। মাতা বলিলেন—দ্রব! তোর কথাগুলিন শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, তোর এত ধর্ম্মজ্ঞান কোথা থেকে হইল? কন্যা কহিলেন —মা! আমাকে এমন করে কেন বল?

দ্রবময়ী সন্তানদিগকে লইয়া রাত্রে কথা-বার্ত্তা কহেন। এক দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র এক জন চাকরকে রাগপ্রযুক্ত গালাগালি দিয়া-ছিলেন। মাতা অনুযোগ করাতে তিনি

অন্যাকার যান, পরে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইলে মাতা দুঃখান্বিত হইয়া বলিলেন—বাবা! তোরা দুঃখিনীর সন্তান, আমার ধন নাই, ও ধনের প্রার্থনাও করি না, কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে নিয়ত প্রর্থনা করি যে তোরা সর্ব্বপ্রকারে সৎ হ। মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ।

আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥

আদিপর্ব্ব।

এক দিবস মাতা পাকশালায় ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে এক জন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। একে শীত কাল, তাতে প্রবল উত্তরে বাতাস, ঐ বস্ত্রহীন ব্যক্তি শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই পুত্র ও কন্যা দ্বারে ছিল তাহাদিগের মধ্যে কন্যা অতিশয় কাতরা হইয়া আপনার গায়ের দোলাই খুলিয়া তাহাকে দিল। দরিদ্র ব্যক্তি বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতারা বলিল—দোলাইখানা দিলি একবার মাতাকে জিজ্ঞাসা করলি না? কন্যা কিছু ভীত হইয়া ভ্রাতাদ্বয় সঙ্গে জননীর নিকট যাইয়া সকল কথা বলিল। মাতা কন্যাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিতে করিতে কহিলেন তুমি খুব করেছ, আমি বড় তুষ্ট হইলাম—"দরিদ্রের প্রতি দান, বিভব সত্ত্বেও শান্তি, যুবার তপস্যা, জ্ঞানবানের মৌন, সুখোচিত ব্যক্তিদের সুখ-ভোগে অযত্ন এবং সর্ব্বভূতে দয়া, এই সকল গুণ স্বর্গসাধক হয়"। বানর্য্যাষ্টক

মেয়েটি অমনি মায়ের কোল থেকে হাত-তালি দিতে দিতে বাহির বাটীতে দৌড়ে আসিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল—মা আমাকে আদর করেছে, আমি এখন গরিব দুঃখী দেখিলেই খুব দিব। এই কথা শুনিয়া ভ্রাতারা তাহাকে পরিহাসছলে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। ঐ বালিকা অমনি দৌড়িয়া যাইয়া মাতার নিকট আবেদন করিল। ভ্রাতারা আস্তে আস্তে পশ্চাতে যাইয়া অন্তরে দাঁড়াইয়া শুনিল। মাতা ঈষ-দ্ধাস্য করত বলিলেন—তুই ওদের কথায় খেপিস্ কেন? ওরা তোকে খেপাচ্ছে, কিন্তু এই কথাটি স্মরণ রাখিস্ঃ—

"নীতিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাই করুন অথবা প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মী থাকুন অথবা যথেচ্ছ ত্যাগ করিয়া যাউন, অদ্যই মরণ হউক কিম্বা যুগান্তেই হউক, ধীর জনেরা কিছুতেই ন্যায় পথ হইতে বিচলিত হয় না।" নীতিশতক।

একদিন আবাদের কর্ম্মকারী আসিয়া ছেলেদিগের নিকট বলিল, ভেড়ি বন্ধি এক্ষণে অল্প ব্যয়ে হইতে পারে ও প্রজাবিলিরও সোপান হইতেছে, অন্যের কয়েক বিঘা জমি নিকটে আছে তাহা অনায়াসে সীমার ভিতর সংলগ্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও লইলে তাহার নালিস ফৈরাদ হইবে না।" ইটি হইলে বিষয়টি বড় গুল্‌জার হইবে। ছেলেরা এই কথা শুনিয়া মাতার নিকটে যাইয়া বলিল। মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোদের কি বলবো যে এ কথা আমাকে আবার শোনাস? তোমরা কি জান না যে, পরের দ্রব্য গ্রহণে মহা পাপ? ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন—

পর দ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা থাকে সন্তোষিত মন॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর উপকার।
সদা কাল সুখে থাকে কি দুঃখ তাহার?

সভাপর্ব্ব।

গান্ধারীও আপন স্বামীকে বলিয়াছিলেন—

অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহা দুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয়॥

শ্রীকৃষ্ণও বলরামকে বলিয়াছিলেন—

পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিতি।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনিশ্চতি॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্ম জন।
সুখ দুঃখ কত কাল দৈবের লিখন॥

আদিপর্ব্ব।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকেও বলিয়াছিলেন—

অধর্ম্মী জনার সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে রয়॥

বনপর্ব্ব।

অতএব পরের দ্রব্য ঢেলার ন্যায় জ্ঞান করিবে ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপন পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন কর, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে।

পল্লিতে বলরাম বাবু সর্ব্বদাই অন্যের উপর পীড়ন করেন। তাঁহার কথা উল্লেখ করাতে মাতা বলিলেন "যে সকল ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরের হিত সম্পন্ন করেন, তাঁহারাই সৎপুরুষ। যাঁহারা আপন হিতের অবিরোধে অন্যের হিত করেন, তাঁহারা মধ্যম। যাহারা আপনার লাভার্থে অন্যের হিত নষ্ট করে, তাহারা মানুষ রাক্ষস। কিন্তু যাহারা নিরর্থক পরহিত রহিত করে, তাহারা কে আমরা জানিতে পারিলাম না।" নীতিশতক।

সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করিল সৎ পুরুষের লক্ষণ কি? মাতা উত্তর করিলেন, তাহা ঐ নীতিশতকেই আছে—"তৃষ্ণাচ্ছেদন, ক্ষমা অবলম্বন, মত্ততা ও পাপে রতি ত্যাগ, সত্য কথন, সাধুজনের পদবীর অনুগমন, বিদ্বজ্জনের সেবা, মান্য জনে মান দান, শত্রুরও অনুনয় করণ, আত্মগুণ গোপন, কীর্ত্তি পালন এবং দুঃখীতে দয়া এই সকল সাধু জনের কর্ম্ম।" কিন্তু সাধুজনের মূল লক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা।

মাতা সন্তানদিগকে লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ইত্যবসরে একজন দাসী আসিয়া বলিল—মাঠাকুরাণি! আমি তোমার ভেয়ের বাড়ী হইতে আসিয়াছি—তাঁর তো আর চলা ভার—তাই তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নিকটে এক জন প্রাচীন চাকর ছিল সে বলিল—মামা বাবু যদি বুঝে শুঝে চল্‌তে পারতেন, তো এখন ক্লেশ কেন হবে? একদফা তহবিল তচরূপাত করেন, তাতে আমাদের বাবু জামিন থাকাতে একেবারে মজেন। তার পরে আবাদের হিসাবে অনেক টাকা লন, সে টাকার নিকাস কিছুই দেন নাই। আর এই বিপদটা গেল একবার উঁকিটাও মারলেন না। সন্তানেরা মাতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—মাতা অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন—যা হবার তা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাকে আমার নিকটে আসিতে বলিবে। দাসী এই সংবাদ লইয়া যায়, এমত সময়ে ঐ প্রাচীন চাকর বলিতে লাগিল—মাঠাকুরাণীর কি দয়ার শরীর! আমি ভূষণ্ডি—সব জানি। ছেলেবেলা বাপের বাটীতে মামা বাবু মাতাঠাকুরাণীকে "দূর, ছি, পোড়ারমুখী" বই আর ভাল কথা এক দিনও বলেন নাই ও বাপমায়ে ভাল মন্দ দ্রব্য দিলে হিংসায় ফেটে মরতেন, তার পর ভগিনী বড় হলে ভগিনীপতির দশ টাকার যোত্র দেখিয়া তাহার সহিত মিলিয়া তাহাকে নানা প্রকারে নাস্তানাবুদ খানেখারাব করিয়া একেবারে ডুবিয়ে চলে যান। তাঁহার বিপদে একবার তত্বও লন নাই ও তাঁহার কাল হইলে ভগিনী ও ভাগিনেয়রা বেঁচে আছে কিনা তাহা কিছুই

খোঁজ খবর লন নাই, এত দিনের পর মামা বাবুর ঘুম ভাঙ্গিল। হায়! হায়! মানুষ গরজে কি না করে।

অল্প দিনের মধ্যে মামা বাবু ফটাস ফটাস করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগিনেয় দ্বয় ও ভগিনীকে দেখিবামাত্রেই এমনি মায়া প্রকাশ করিলেন, যেন দরিদ্র রত্ন লাভ করিল। বাটীর ভিতরে তাহাদিগের হাত ধরিয়া লইয়া যাইয়া ভগিনীকে দেখিয়া সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্রবময়ীর মাতা অন্তরে ছিলেন, পুত্রের গুণে জর্জ্জর, তবু নিকটে আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার দ্রবর এত বিপদ গেল একবার একটা লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করলে না? মামা বাবু বলিলেন—মা! জানওতো আমার কত ঝঞ্ঝাট, আর বলিতে কি ভগিনীর জন্যে আমি এত কাতর যে আস্তে পা এগোয় না। প্রাচীন চাকর দূরে থেকে আস্তে আস্তে আপনা আপনি বলিতেছে—মামা বাবু রাবণের বা দুর্য্যোধনের মামা ছিলেন। বেটা বড় কাতর, শোকে শয্যাগত ছিলেন, গলা দিয়া জল ওলে নাই, এক্ষণে কেবল আবাদের ভাল খবর শুনিয়া সাৎ করবার পন্থায় আসিয়াছেন। দ্রবময়ী ভ্রাতার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—এক্ষণে ভোজনের সময় হইল, আপনি স্নান আহ্নিক করুন। দাদা! তোমার ক্লেশের কথা শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলাম, আমি যাহা পারিব তাহা অবশ্যই করিব—এস্থলে করিলে যশ নাই, না করিলে পাপ। তা বটেতো—তা বটেতো, আমাকে এক মুটা না দিয়া তুমি কেমন করে খাবে? দ্রব! বেলা হল আমি বাহিরে যাই; একটু আফিং আনিতে পাঠাইয়া দেও, দুই একটা গুলি না টেনে এলে ভাত গলা দিয়া ওলবে না। দ্রবময়ী এই কথা শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। এদিকে সন্তানেরা মামাকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়া মাতার নিকট আবার আসিল। কনিষ্ঠ পুত্র বলিল—মা! মামাকে কি মাস মাস টাকা দিবে? তাঁহার যেরূপ ব্যবহার, তাহাতে কিছুই দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মাতা উত্তর করিলেন—বাবা ঈশ্বর দয়াময় ও ক্ষমাশীল; আমাদিগেরও দয়া ও ক্ষমা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মহাপাপী, সেও যদি ক্লেশে বা রোগে পড়ে তাহারও মঙ্গল চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহার কি কারণে ক্লেশ বা রোগ হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, কিন্তু তাহার ক্লেশ অথবা রোগ যাহাতে কমে এই চেষ্টাই করিবে।

রাত্রে মাতা ও সন্তানেরা উত্তম বিষয় লইয়া সদালাপ ও কথোপকথন করেন। কখন উদ্ভিজ্জের গুণ—কখন কোন কোন পশু পক্ষী-পতঙ্গের অদ্ভুত স্বভাব ও বুদ্ধি—কখন বিশেষ বিশেষ ধাতুর উপকারক শক্তি, ও পৃথিবীর গর্ভস্থ অন্যান্য বস্তুর গুণ—কখন মানব শরীরের অন্তরস্থ ক্রিয়া ও ঐ শরীর রক্ষা ও পুষ্টি করিবার সুনিয়ম কি,—কখন চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের গতি ও তথায় অন্যান্য লোকের বসতির সম্ভাবনা ও যেমত সূর্য্য রাশিচক্রে ধাবমান পৃথিবী চন্দ্র গ্রহাদির নিয়ন্তা সেইরূপ কোটি কোটি নক্ষত্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাদৃশ নিয়ামক ক্রিয়া,—কখন সৃষ্টি প্রকরণ অসীম ও অসংখ্য ও কি জলে কি স্থলে কি বায়ুতে কি প্রস্তরে কি বৃক্ষেতে কি শরীর-মধ্যে নানা প্রকার প্রাণী বিরাজ করিতেছে,—কখন মানব স্বভাব কি প্রকারে উত্তম হইতে পারে ও জীবের মোক্ষ কর্ম্ম কি, এবং ধার্ম্মিক না হইলে কেবল বিদ্যা শিখিলে উৎপাত ঘটে—কখন জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য স্ত্রী ও পুরুষ

উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক—এই সকল নানা প্রশ্ন লইয়া সন্তানেরা মাতৃ উপদেশ গ্রহণ করে। একদা জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর বাবুর কথা প্রসঙ্গ করেন। ঐ বাবু জগন্নাথ বাবুর নানা প্রকারে হিংসা ও অপকার করিয়াছিলেন ও তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। দ্রবময়ী সকলই জ্ঞাত ছিলেন। হরিহরের কথা উপস্থিত হওয়াতে তিনি বলিলেন—বাবা! তাহার কথা ভুলিয়া যাও। সকল লোকের সর্ব্বসময়ে সুমতি হয় না ও লোকে দুর্ম্মতিতেই কুকর্ম্ম করে। আমাদিগের কর্ত্তব্য তাহাদিগের প্রতি কি মনের দ্বারা কি বাক্যের দ্বারা কি কর্ম্মের দ্বারা কোন প্রকারেই দ্বেষ ও হিংসা না করা। চিত্তের শান্তি নষ্ট করিও না ও শত্রু মিত্রকে সমভাবে দেখিও। যাহারা তোমাদিগের মন্দ করে তাহাদিগেরই অগ্রে শুভানুধ্যায়ী হইও এবং ভাল করিও। এমত করিলে চিত্তে দ্বেষ হিংসা জন্মিবে না—চিত্ত উত্তর উত্তর নির্ম্মল হইবে এবং ঈশ্বর তোমাদের সদয় হইবেন।

দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঘোর শত্রু ছিলেন—অসীম হিংসা ও অত্যাচার করিয়াছিলেন কিন্তু যখন প্রভাসতীর্থে চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া কুরুপত্নীদিগকে অপহরণ করেন, তখন যুধিষ্ঠির ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও প্রেম সকলের প্রতি প্রকাশ করার বাড়া আর ধর্ম্ম নাই। মাতার এরূপ কথায় সন্তানদিগের উত্তর উত্তর চমৎকার হইতে লাগিল। অনেকেই ভাল উপদেশ দিতে পারে বটে কিন্তু কর্ম্মের সময় তাহাদিগের ব্যবহার বিভিন্ন হইয়া পড়ে। দ্রবময়ীর ধর্ম্ম বিষয়ে এমত দৃঢ়তা ছিল যে, তাঁহার বাক্য হইতে কর্ম্মেতে অধিক শুদ্ধমতি দেখা যাইত। তিনি অকারণে কাহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন না—স্বাভাবিক মিতা বাচী, কেবল সন্তানেরা অথবা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অথবা আবশ্যক সময়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন।

বাটীতে একটী অল্প বয়াসী চাকর ছিল, তাহার হঠাৎ ঘোরতর জ্বরবিকার হইয়া ব্যামোহ ভয়ানক হইয়া উঠে। দ্রবময়ী অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট বসিয়া থাকিয়া ঔষধ পথ্য প্রদান করেন। পীড়া কিঞ্চিৎ উপসম হইয়াছে, এম· সময়ে ঐ চাকরের মাতা একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া আস্তে ব্যস্তে আসিয়া দেখিল যে, তাহার পুত্রের মস্তক দ্রবময়ীর ক্রোড়ে স্থিত আছে ও তিনি তাহার শুশ্রূষার জন্য স্বয়ং পাকা হাতে করিয়া বাতাস করিতেছেন। চাকরের মা·া এই দেখিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া বলিল—"মা! তোমার এত দয়া!—এর ফল তুমি অবশ্যই পাবে।" দ্রবময়ী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—তুমি স্থির হও, পীড়া কমিয়াছে—ভয় নাই।

কিয়ৎকাল পরে আবাদের সুগতিক হওয়াতে আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুই পুত্র ও কন্যা মাতার সদুপদেশ পাইয়া ও তাঁহার সৎচরিত্র দেখিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ হইল। তাহারা কেবল বিদ্যাভ্যাস ও ঈশ্বর আরাধনা করে এবং সদভ্যাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তকে শান্ত ও বিমল ভাবে রাখে। কোন মন্দ কথা শুনে না, মন্দ কথা বলেও না ও মন্দ লোকের সহিত সমসর্গ করে না। তাহারা সকলই বিজাতীয় পরোপকারী হইল—পরের দুঃখে দুঃখী—পরের সুখে সুখী ও কি অনুরোধের দ্বারা—কি পরামর্শের দ্বারা—কি পরিশ্রমের দ্বারা—কি অর্থের দ্বারা—সাধ্যানুসারে পরোপকারে কোন অংশেই ক্রটী করে না। এবং কি প্রাতে,

কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে কি রাত্রে সকল সময়ে তাহারা পরোপকারে সযত্নবান ও আগ্রহান্বিত। কালক্রমে তাহাদিগের সকলেরই বিবাহ হইল ও ভাগ্যবশতঃ দুইটি পুত্রবধূ ও জামাতা সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইল। আপন আয় বৃদ্ধি দেখিয়া দ্রবময়ী সন্তানদিগকে বলিলেন, এই সময়ে বড় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য—ধনেতে মত্ততা জন্মাইয়া সর্ব্বনাশ করে। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে—

বিশেষে বৈভব কালে ধর্ম্ম আচরণ।
ধন হলে নাহি করে ধর্ম্মেতে হেলন॥

বনপর্ব্ব।

দুইটী সুনীলা পুত্রবধূ হওয়াতে দ্রবময়ী গৃহকর্ম্মে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেন এবং অর্থের বিষয়ের টানাটানি শৈথিল্য হওয়াতে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি মনে এই বিবেচনা করিলেন যে, জীবন জলবিম্ববৎ এবং "শুভস্য শীঘ্রং"—আর যে পর্য্যন্ত পরিবারের অপ্রতুল থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের ক্লেশ বৃদ্ধি করিয়া অপরের জন্য ব্যয় করা বিধেয় নহে, কিন্তু যে স্থলে অপ্রতুল নাই, সে স্থলে পুণ্য কর্ম্মে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় কেন না হইবে? এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপন আবাদে পাঠশালা স্থাপন করিলেন, তথায় অনেক প্রজার ছেলেরা পড়িতে লাগিল, এবং ঐ সকল বালিকাদিগের বিদ্যা বিষয়ে মনোনিবেশ হওন জন্য পুস্তক, বস্ত্র ও টাকা সময়ে সময়ে প্রদান করিতেন। মিঠা জল পাইবার জন্য আবাদের মধ্যস্থলে দুই তিনটী পুষ্করিণী খনিত হইল এবং প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকারে অত্যাচার না হয়, এজন্য বিশেষ বিশেষ হুকুম জারি হইল। চতুষ্পার্শ্বে লবণাক্ত ভূমি জন্য অনেকের পীড়া হইত। পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়, এই অভিপ্রায়ে তিন চারি জনা বৈদ্য নিযুক্ত হইল, তাহারা অপামর সাধারণকে অবৈতনিক চিকিৎসা করিতে লাগিল।

এদিগে ভদ্রাসনের বাগানের ভিতর এক-খানি আটচালা প্রস্তুত হইল। তাহার চারি-দিকে এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ফুলগাছের শোভায় স্থানটী অতি রমণীয় বোধ হইত। কোন খানে বেল, জুঁই, মল্লিকা, মালতী, শেফা-লিকা, চাঁপা, গন্ধরাজ, নাগকেশর, অপরাজিতা—কোন খানে অলিয়াণ্ডেগেম্স এমহরষ্টিয়া নোবেলিস, বিগনোনিয়া ভিনিষ্টা, বিউগন-ভেলিয়া স্পেক্টেবিলিস, পিত্রিয়াষ্টিপেলি, হার্ট-সাইজ, স্বইট ব্রাবার, পোনসেটীয়া পলকরিমা, ইয়ফরবিয়া জেপনিফ্লোরা কেমিলিয়া ইত্যাদি—কোন খানে তরুলতা, ঝুমকলতা, মাধবীলতা, কুঞ্জলতা, রাধালতা। এই সকল নানা পুষ্পের নানা বর্ণ ও নানা গন্ধে চক্ষেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় মোহিত হইত ও সময়ে সময়ে সুশীতল বায়ুর সঞ্চারণে যখন গন্ধ সকল মিলিত হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে বহিত, তখন ঐ বন সাক্ষাৎ নন্দনবন জ্ঞান হইত। আটচালা প্রস্তুত হইলে দ্রবময়ী বিবেচনা করিলেন যে, এমন রমণীয় স্থানে যদি ভগবানবিষয়ক কর্ম্ম না হইল, তবে ইহা বৃথা ও কেবল ইন্দ্রিয় ভোগার্থে এখানে আগমন করা আমার কর্ত্তব্য নহে।

এই পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ স্থানে পল্লির বালিকাগণকে আপন ব্যয়ে পাল্কি করিয়া আনয়ন করত প্রতি দিন বৈকালে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পুস্তকের দ্বারা যত হউক বা না হউক দ্রবময়ী আদর স্নেহ সদালাপ ও ও গল্প ছলে উত্তম উত্তম নীতি উপদেশ দিতেন ও বালিকাদিগের ক্রমে ক্রমে বোধ হইতে লাগিল যে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি—ঈশ্বরের

প্রতি বা কি করিতে হইবে ও সংসারে বা কি করিতে হইবে। পরোপকার নানা প্রকারে কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু যে পরোপকারের দ্বারা অন্যের ধর্ম্মজ্ঞান হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় ও পরকাল ভাল হয়, তাহার তুল্য পরোপকার আর নাই। দ্রবময়ীর এই সংস্কার বিশেষরূপে ছিল। ঐ বালিকাদিগের মধ্যে একটী বালিকা কিছু বিবি-য়ানা গোছে চলিত—কাপড় চোপড়ের উপর অধিক মনোযোগ করিত। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ নাই—ছেলের জাত যাহা দেখে তাহাই শিখে। ঐ বালিকার পিতা সাহিবি চালে চলিতেন ও সময়ে সময়ে গোপনে স্ত্রীকে গাউন পরাইতেন ও সর্ব্বদাই বলিতেন "বাঙ্গালি মেয়ে-দের পোশাকটা বদল হইলেই সভ্যতা হইবে।" এইরূপ বাহ্যিক ইংরাজি নকল প্রাপ্ত হইয়া প্রায় "সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া" একটী পিয়ানাফর্ট ক্রয় করিয়া ঘরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে স্ত্রীকে লইয়া টনর টনর করিয়া এক এক বার বাজাইতেন কিন্তু ইংরাজি সঙ্গীতের সারি-গামাই সাধেন নাই। সঙ্গীত বাস্তবিক নিন্দ-নীয় নহে—ইহার দ্বারা চিত্তের উৎকর্ষ ও ও প্রফুল্লতা জন্মে কিন্তু মন শোধনের আসল উপায় কিছুই হইতেছে না, কেবল একটা পিয়ানাফোর্ট ও গাউন লইয়া কি হইবে? দ্রবময়ী ঐ বালিকাটীর সকল বিষয় অবগত হইয়া বহু ক্লেশে তাহার সংস্কার ভিন্ন করিয়া দিলেন ও অবশেষে সকল বালিকারই দৃঢ়রূপে এই সংস্কার জন্মিল যে, বিদ্যা শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া এবং বিদ্যাশিক্ষা না হইলে সুবুদ্ধিও হয় না এবং সাংসারিক কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

কয়েক বৎসর অসীম পরিশ্রম করিয়া দ্রবময়ী পল্লির অনেক বালিকাকে ধর্ম্মপরায়ণা গুণবতী ও বুদ্ধিমতী করিলেন ও তাহারা যে সৎকন্যা, সৎভগিনী, সৎস্ত্রী, সৎগৃহিণী, সৎমাতা, সৎজ্ঞাতিনী, সৎকুটম্বনী ও সৎমৈত্রয়নী হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব বোধ হইল ও এই সমভাব্য সুখ চিন্তনে দ্রবময়ী মুহূর্মুহু পুল-কিত হইতেন। পুণ্য কর্ম্ম করণে তৃষ্ণা মিটে না যত কর ততই করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। অনন্তর বাটীর নিকট এক অতিথিশালা এবং ঔষধালয় স্থাপিত হইল। তথায় সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, দুঃখী, দরিদ্র, অনাশ্রয়ী, অন্ধ, অথর্ব্ব, খঞ্জ, রোগী পরিত্রাণ পাইয়া কৃতজ্ঞ চিত্তের ভাবে পরিপূর্ণ হইত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মামা বাবু বারম্বার ভগিনীকে বলিতেন—এবেটাদের জন্যে এত টাকার ব্যয় করার কি আবশ্যক? এরা আমাদের মাসীর মার কুটুম? দ্রবময়ী প্রায় উত্তর করিতেন না—একদা বলিলেন।

ভীতে ক্ষুধার্ত্তে বিকলান্তরাংতরে
রোগাভিভূতে বহু দুঃখিতান্তরে
দয়ান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবেতে
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবিতং।

শুকোপনিষৎ।

এইরূপ কয়েক বৎসর শুদ্ধচিত্তে নানা প্রকারে পরোপকার করিয়া দ্রবময়ী আক্রান্ত হইয়া পীড়িতা হইলেন। তাঁহার ব্যামোহের সংবাদ শুনিয়া সকলেই শশব্যস্ত হইল ও বাটীতে লোক পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

তপনের তাপ তাপিত হইয়া সন্ধ্যার ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে—সৃষ্টির উজ্জ্বল বর্ণ নভোবর্ণ হইতেছে—পশ্চিম দিগস্থ আকাশ স্বর্ণের শয্যা হইতেছে—মেরু সকলের উষ্ণীক বিচিত্র আভাতে শোভিত—মেঘ সকল যেন মণি মাণিকে ভূষিত হইয়া উড্ডীয়মান করিতেছে—

নিবিড় বনোপবনের মরকত মুখাবরণ যেন অরুণ উত্তোলন পূর্ব্বক চুম্বন করত বিদায় হইতেছে—সুরধনীর নীর স্থির হইয়া সমীরণের আলিঙ্গন আহ্বান করিতেছে—গোমহিষপালক গোচারণান্তর প্রেমপূর্ণ গৃহে প্রত্যাগমনের কৌতুহলে ধাবমান হইয়াছে—দৃঢ়ব্রত বৈদান্তিক গদগদ ভক্তিতে বেদধ্বনি করিতে উদ্যত হইয়াছেন—সন্ন্যাসী উদাসীন হরি সংকীর্ত্তনে নিমগ্ন হইতেছে—দূরস্থ দেবালয়ের বাদ্যোদ্যমের লহরী আরম্ভ হইতেছে। এই গোধূলি সময়ে দ্রবময়ী জাহ্নবী তীরে আনীত হইলেন—তটের উপর 'শাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষেতে আচ্ছাদিত তাহার ভিতর দিয়া দিনমণির হিঙ্গুল বর্ণ ললিত আভা তাঁহার মুখোপরি চপলিত হইতেছে। ঐ পুণ্যবতীর তখনও এমন সৌন্দর্য্য যে সকলেই দেখিতেছেন যেন সাক্ষাৎ রাজরাজেশ্বরী শায়িনী হইয়াছেন। যে পরমাত্মাকে যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব যোগী দেবতা সকলে অসীম ধ্যানেও পায় না, তাঁহারই প্রেমে ঐ ধর্ম্মপরায়ণার প্রেমাশ্রু বহিতেছে। দ্রবময়ীর চতুষ্পার্শ্বে পুত্র, জামাতা, পৌত্র, দৌহিত্র ও পল্লিস্থ যাবতীয় লোক শোকে নিমগ্ন এবং শত শত বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধ অবলা হাহাকার রবে বলিতেছে—"এতদিনের পর আমরা সকলে মাতৃহীন হইলাম, আর আমাদিগের এমন দয়া কে করিবে?" সরল চিত্তের অমূল্য অতুল্য বিগলিত রত্ন নেত্রবারি—সেই বারি শ্রাবণের ধারার ন্যায় শত শত চক্ষু দিয়ে অবিশ্রান্ত বহিতেছে। দ্রবময়ীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য কিছুই হয় নাই—তিনি বলিতেছেন তোমরা রোদন করিও না, এক্ষণে আমার কর্ণকুহরে ভগবানের নামামৃত শ্রবণ করাও। এই শুনিয়া সকলেই ঈশ্বরের নাম ডাকিতে লাগিল ও সন্ধ্যা হয় হয় এমত সময়ে বোধ হইল যেন তাঁহার নয়ন দিয়া আত্ম ব্যোমপথে গমন করিল ও কেবল তাহার নিষ্পাপ ও পবিত্র দেহ নিকটস্থ দুঃখ ও খেদজনক হইয়া পড়িয়া থাকিল।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর।
ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া কাতর ॥
দয়া কর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ় মতি,
করযোড়ে করি স্তুতি, পাপে জরজর।
চঞ্চলিত সদা মন, বিষয়েতে উচাটন,
তুমি হে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর।

সমাপ্তোয়ং।

যৎকিঞ্চিৎ।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত।

"আত্মাবোধাদধিকং ন কিঞ্চিৎ।"

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত

কলিকাতা।

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

যৎ কিঞ্চিৎ।

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাব থাকে॥
রামমোহন রায়।

ঢং—ঢং—ঢং। হি—স, হি—স। ছোট ছোট রেলগাড়ি যায়। ওহে ভুবন উঠেছ—ও ভুবন। এখানে স্থান নাই, ঐ গাড়িতে যাও। পুনর্ব্বার হি—স, হি—স, অমনি হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, ঘেঁসাঘেঁসি, হইতে লাগিল। এদিকে গাড়ির দ্বার সকল ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে বন্দ হইল ও গাড়ি ঢক ঢক শব্দে যেন মত্ত হস্তীর ন্যায় চলিল। গাড়ির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্লাস সকলেতেই লোক পরিপূর্ণ। কাহার গাত্রে বস্ত্র আছে—কাহার গাত্রে বস্ত্র নাই,—কেহবা আপন লম্বোদর নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান,—কেহবা চাপকানের দুই পাকেটে দুই হাত দিয়া শিষ দিতেছেন,—কেহবা নাসিকার উপর আইগ্লাস দিয়া দূরস্থ বস্তু সকল দৃষ্টি করিতেছেন। একখানি দ্বিতীয় ক্লাস গাড়িতে মধ্যবয়স্ক দুই জন ব্যক্তি বসিয়াছেন—ইহাঁরা অতি শান্ত, মিতবাকী ও অনন্যমনা। সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে—আকাশে কি চমৎকার শোভা! সকল কোলাহল যেন স্থৈর্য্যসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে—বায়ুর মন্দমন্দ গতি—এই সকল একত্রিত হওয়াতে বৈকালিক মাধুর্য্য প্রকৃত শান্তিদায়িনী হইয়াছে। ঐ দুই ব্যক্তি এক একবার নভোমণ্ডল দর্শন করিতেছেন এবং এক একবার দর্শনোদ্ভব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ইহাঁরা কে?

ইঁহারা দুই ভ্রাতা—জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ, দুই জনেই ঈশ্বরপরায়ণ ও ধর্ম্মানুরাগী, ভ্রমণার্থে দেশান্তর যাইতেছেন। যাঁহারা সৎ চিন্তায়, সৎ ভাবে, সৎ আলাপে, সৎ কর্ম্মে সদা রত তাঁহারা ব্যর্থ ও অলীক বিষয়ে কাল যাপন করেন না, ও তাঁহাদিগের নিকটে ভিন্ন প্রকার লোক সুতরাং আপ্যায়িত হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত প্রকার একমনা লোকের সম্মিলন হইলেই সদালাপের স্রোত আপনা আপনি প্রবাহিত হয়। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ শান্ত হইয়া বসিয়া অন্তরের আনন্দে আনন্দিত আছেন—গাড়ির অন্যান্য লোক বলাবলি করিতেছে—এ দুটা গঁ,ম অবতার কোথা হইতে এল? বোধ হয় অজ পাড়াগেঁয়ে অথবা জঙ্গুলে।

পর দিবস রেলের গাড়ি ভগলপুরে উপস্থিত হইল। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ নামিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্নান আহার করিয়া বৈকালে ক্লিবলেণ্ড উচ্চ গৃহের নিকটস্থ সুরম্য উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলেন। সেই উদ্যানে কতকগুলি নব বাবু একত্র বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ক নানা তর্ক করিতেছেন। এক একবার এমনি গোল উঠিতেছে যে হাতাহাতির বড় বিলম্ব নাই। তাহারা উক্ত ভ্রাতাদ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন—আস্তে আজ্ঞা হউক, আপনারা ধর্ম্ম বিষয় কিছু জানেন? আমাদিগের মতের স্থির কিছুই হইতেছে না, আমরা চার্ব্বাক প্রভৃতি গ্রন্থ ও বিশেষ বিশেষ ইংরাজি পুস্তকও অনেক প'ড়য়াছি—আমাদিগের কাহার কাহার মত যে ঈশ্বর আছেন ও কাহার কাহার মত ঈশ্বর নাই, সকলেই স্বভাবত হইতেছে। আপনারা কি বলেন?

জ্ঞানানন্দ সকলকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা শান্ত করিয়া বলিলেন—সত্য অন্বেষণার্থে উগ্র ভাব ত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত ভাব অবলম্বন আবশ্যক। আপনারা কেহ কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর আছেন —কেহ কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর নাই, এবিষয়টী আপনা আপনি শান্ত হইয়া না বুঝিলে কেহও বুঝাইয়া দিতে পারে না। যদ্যপি অনুমতি করেন তবে আমি কিঞ্চিৎ বলি। নব বাবুরা সকলেই বলিলেন—মহাশয় বলুন, ভাল দেখি আপনকার কি নূতন কথা আছে।

জ্ঞানানন্দ। কথা নূতন কিছুই নাই, কথা বুঝিলেই নূতন বোধ হয়।

নাস্তিক বাবুরা। এত ক্ষণের পর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এলেন—দেখা যাউক এঁর তর্জ্জন গর্জ্জন কতদুর।

জ্ঞানানন্দ শান্তভাবে ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিলেন—সংশয় এই যে সৃষ্টির স্রষ্টা নাই। "একমেবাদ্বিতীয়ং"—একই অদ্বিতীয় ঈশ্বর যে আছেন এই জ্ঞান তিনি কৃপা পূর্ব্বক মনুষ্য জাতিকে প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের ন্যায় পশুদিগের রাগ, কাম, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, স্বাভাবিক বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও অন্যান্য ভাব ও শক্তি আছে, কিন্তু তাহাদিগের ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান নাই। ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান যে আমাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাহা আপন আপন আত্মার পরিচয়ে সপ্রকাশ। যেমন মার্জ্জনা করিবে তেমনি ঐ জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এ জ্ঞানের অঙ্কুর-শূন্য কোন মনুষ্যই নাই। শিশুর সুমিষ্ট বাণী উচ্চারিত হইতে হইতেই—অবলা কোন উপদেশ না পাইয়াও কিরূপে এ জ্ঞান প্রকাশ করে? যদি বল এটি সংস্কারাধীন, তাহারা যেমন দেখে, যেমন শুনে তেমনি বলে, তবে যে সকল জাতি নিবিড় অরণ্যে বাস করে, যাহারা আহারে, পরিচ্ছদে, এবং গৃহ ও সামাজিক কর্ম্মে সম্পূর্ণ অসভ্য—

যাহারা জ্ঞানালোক কাহার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা এ জ্ঞান কিরূপে প্রকাশ করে? আরব দেশে একজন মূর্খ লোক জিজ্ঞাসিত হয়, পরমেশ্বর আছেন তাহা তুমি কিরূপে জান? ঐ ব্যক্তি উত্তর করে "যেমন বালুকার উপর পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আমি জানি যে পশু কি মনুষ্য তাহার উপর দিয়া গিয়াছে, সেইরূপ।"* সুমেট্রা উপদ্বীপে দুই জন বন্য লোক একটী ঘড়ি দেখিতেছিল। একজন বলিল সূর্য্য এই-রূপ ঘড়ি। অন্য জন জিজ্ঞাসিল, সূর্য্যকে ঘড়ির ন্যায় কে ফিরাইয়া দেয়? ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল—আর কে আল্লা †! কোন কোন ভ্রমণ-কারী কোন কোন দেশ ভ্রমণ করিয়া এমন লিখিয়া থাকেন যে ঐ দেশীয় লোকদিগের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান কিছুমাত্র নাই। এ সকল কথা অতি সাবধানতা পূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ বিশেষ অনুসন্ধানে ইহার অসত্যতা প্রমাণ হয়। এরূপ পূর্ব্বেও ঘটিয়াছে এবং এক্ষণেও ঘটিতেছে। এণ্ডামন উপদ্বীপে একজন ডাক্তার গমন করেন। তিনি বর্ণন করেন যে ঐ উপ-দ্বীপের লোকদিগের ঈশ্বর জ্ঞান নাই। পরে আর একজন ডাক্তার যাইয়া ঐ অসভ্য জাতির সহিত ব্যাপক কাল সংবাস করিয়া দেখিলেন যে তাহারা চন্দ্রকে ঈশ্বর স্বরূপ উপাসনা করে। অতএব ঈশ্বরজ্ঞানরহিত জাতি বর্ণন ভ্রমণকারীর ভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞান করুণাময় ঈশ্বর প্রদান করিয়াছেন তাহা সর্ব্ব স্থানেই একপ্রকার না একপ্রকার ভাবে অবশ্যই প্রকাশ হইবে,—একেবারে নির্ব্বাণ কখনই হইতে পারে না। যে সকল জাতি অসভ্য ও প্রাথমিক অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, তাহাদিগের মধ্যে উক্ত জ্ঞানের চিহ্ন বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়াছে। যে যে স্থানে বাণিজ্য এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রাবল্য অথবা উক্ত জ্ঞানকে মূল না করিয়া অন্য প্রকার জ্ঞানের আলোচনা ও সুতরাং কেবল পাণ্ডিত্যের আধিক্য, সে সকল স্থানে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান যেন লুক্কায়িত ভাবে থাকে; এজন্য নাস্তিকতার বৃদ্ধি আত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান অল্প হইয়া থাকে—কেবল বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য উন্নতি, বাহ্য সুখ একারণ আত্মার বাণীকে শুনে ও সৃষ্টির বিষয়ও বা কে আলো-চনা করে? মেডাগস্কর উপদ্বীপের লোকেরা অসভ্য বলিয়া গণ্য। সেখানে বাণিজ্য বা ইন্দ্রিয়সুখ বা পাণ্ডিত্যের আধিক্য নাই। দেখ কি রমণীয় স্তোত্রে * তাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করে।

একাত্ম প্রত্যয়সারং। মাণ্ডুক্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার আস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইতেছে।

আত্মার প্রত্যয়েই সকল দেশীয় লোকেরা একপ্রকার না একপ্রকারে ঈশ্বরের আস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। এপর্য্যন্ত শুনা যায় নাই যে অবনীমণ্ডলে এমত জাতি আছে যাহারা প্রকৃত

* Md' Arvieux's Travels in Arabia.
† Marsden s Sumatra,

* O Eternal! have pity on me because I am transitory; O Infinite because I am but an atom; O Almighty because I am weak; O source of light because I am drawing nearer to the grave; O thou who seest all things because I am in darkness; O all bounteous because I am poor; O all sufficient because I am nothing.

Flancourt's Madagascar, 14th Chap.

নাস্তিক। যদিও এমত জাতি থাকে তাহা কোন কারণ বশতঃ হইতে পারে কিন্তু এজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞান যে স্বভাবসিদ্ধ নহে তাহার প্রামাণ্য হইতে পারে না। একজন জন্মান্ধ থাকিলে সকলেই জন্মান্ধ হয় না।

নাস্তিক বাবুরা। আপনি বল্‌ছেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞান আপন আপন আত্মা দ্বারা পাওয়া যায়। কই মহাশয়! আমরা আত্মাকে নেড়ে চেড়ে দেখিয়াছি, কিছুই তো পাই না?

জ্ঞানানন্দ। (মৃদুভাবে) একটী গল্প স্মরণ হইতেছে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া শুনুন। একজন নাস্তিক ও একজন আস্তিক দুই জনে এক জাহাজে গমন করিতেছিল। দুই জনে ঘোর বিচার করিতেছে, গজকচ্ছপের ন্যায় কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারে না। দৈবাৎ আকাশ ঘন মেঘে পূর্ণ হইল—বায়ু ঘোরতর প্রচণ্ড হইতে লাগিল,—তরঙ্গ যেন মাতঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল—জাহাজ ডুবুডুবু হয় এমত সময়ে নাস্তিক প্রাণভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"পরমেশ্বর রক্ষা কর।" কিয়ৎকাল পরে বায়ু শান্ত হইলে, আস্তিক নাস্তিককে জিজ্ঞাসা করিল—মহাশয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বারম্বার অস্বীকার করিয়াছেন তবে কেন তাঁহাকে ডাকেন? নাস্তিক কহিল, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ডাকি না—কে যেন আমাকে ডাকালে। বোধ হয় বিপদে পড়িলে সকলে এইরূপ করে।

নাস্তিক বাবুরা। আপনি বল্‌ছেন ভাল, আর কি আছে বলুন।

জ্ঞানানন্দ। যে জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ সে জ্ঞান কখনই অসত্য হইতে পারে না। ঐ জ্ঞানকে মূল করিয়া আনুসংগিক জ্ঞানের প্রকৃত পরিচালনা না হইলে আনুসংগিক জ্ঞানের ভ্রম অবশ্যই হইবে কিন্তু যে জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ তাহা অভ্রান্তরূপে থাকিবে। এক ঈশ্বর আছেন তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছে কিন্তু তিনি কিরূপ এই আনুসংগিক জ্ঞান যাহার যেমন শিক্ষা, সংস্কার ও সৃষ্টি প্রকরণ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার তেমনি বোধ। আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ যে জ্ঞান সে কি? কার্য্য কারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না—সৃষ্টির স্রষ্টা অবশ্যই আছেন ও যখন নানা কার্য্য এক অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে হইতেছে তখন এক বিশিষ্টজ্ঞানময় কারণ অবশ্যই আছেন। যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া হস্ত পদাদি কিরূপে পরিচালিত হয় তাহা না জানিয়া স্বভাবত হস্ত পদাদি পরিচালন করে; সেইরূপ কার্য্য দেখিলেই কোন বিবেচনা বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কর্ত্তার জ্ঞান স্বভাবত আত্মাতে উদয় হয়।

ত্রিযামা উপস্থিত। নয়ন উন্মীলন করিয়া নভোমণ্ডল অবলোকন কর। অসংখ্য তারা অসংখ্য সূর্য্যস্বরূপ অসংখ্য সৃষ্টির নিয়ামক। এক এক তারা নিরীক্ষণে বহুধা বোধ হইবে। একটী একটী তারা আমাদিগের সূর্য্যের ন্যায় গ্রহাবৃত ও সকল গ্রহ রাশিচক্রে ধাবমান। দূরবীক্ষণ যতই দৃষ্টিক্ষম হইতেছে ততই নূতন নূতন তারা প্রকাশ হইতেছে। আমাদিগের সূর্য্যের অনুগত যে যে গ্রহ জানা ছিল তাহা অপেক্ষা নূতন নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারাগণ ও গ্রহাদি সকলই প্রাণিময় ও সৃষ্টি অনন্ত। পৃথিবী রাশিচক্রে ধাবমান হইতেছে—সূর্য্যের তারতম্যে ঋতুর পরিবর্ত্তন—ঋতুর পরিবর্ত্তনে শস্যের উৎপত্তি—শস্যের উৎপত্তিতে জীব জন্তুর পালন। সূর্য্যের উদয় ও অস্তমিতিতে দিবা রাত্রি—দিবা রাত্রিতে উদ্ভিদের বর্দ্ধন ও জীব সকলের শ্রম ও বিশ্রামের উপযোগিতা। সূর্য্যের তেজে সকল বস্তু হইতে

বারি আকর্ষিত হইতেছে ও ঐ বারি ধূমবৎ হইয়া মেঘাকৃতিতে গগণ ভূষিত করিতেছে এবং ঐ মেঘ সকল বারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টি স্বরূপে পতিত হইতেছে। যে সকল পর্ব্বত বারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে, সেই সকল পর্ব্বত হইতে নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদ নদীর জল চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র হইতে আসিতেছে। বায়ুর এক গতি নহে, দিনে দিনে—সময়ে সময়ে গত্যন্তর হইতেছে। উক্ত কারণ সকল জন্য কৃষি ও বাণিজ্যের কি মহৎ উপকার এবং কৃষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলে আমাদিগের কি মঙ্গল! বাহ্য সৃষ্টির প্রকরণ যতই বিবেচনা কর, ততই এই নিশ্চয় জানিবে যে, ঐ সকল প্রকরণে আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে কি অদ্ভুত শক্তি ও জ্ঞান দৃষ্ট হয় না? এ কি নিয়ন্তা ব্যতিরেকে হইতে পারে? কার্য্য কারণ ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবে? কোন্ গ্রন্থলেখক ব্যতিরেকে হইতে পারে? কোন্ চিত্রপট, চিত্রকর ব্যতিরেকে হইতে পারে? কোন্ মূর্ত্তি নির্ম্মাতা ব্যতিরেকে হইতে পারে? এই যে অসংখ্য অচেতন ও চেতন বস্তুর কি আদি কারণ নাই? কাহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি নির্ব্বাহিত হইতেছে? কে সকলকে পালন ও রক্ষা করিতেছে? এই সকল কার্য্য কি আপনা আপনি হইতে পারে? যদি এ সম্ভবে, তবে সূর্য্য ব্যতিরেকে আলোক; চন্দ্র ব্যতিরেকে জ্যোৎস্না, অগ্নি ব্যতিরেকে দাহিকা শক্তি, বায়ু ব্যতিরেকে শীতলতা, বাষ্প ব্যতিরেকে মেঘও হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না এ জন্য কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য? যদি সূর্য্য কোন কারণ বশতঃ অদৃষ্ট হইত ও কেবল তাহার তেজ প্রকাশ হইত, তবে অদর্শন জন্য ঐ তেজের কারণ কি অবিশ্বাস্য হইত?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান যে স্বভাবসিদ্ধ ও দিগ্‌দর্শন শলাকার ন্যায় আত্মা ঈশ্বরেতে ধাবমান, তাহা আমরা নানা প্রকারে দেখিতেছি। যখন ঘোর বিপদ, বিষাদ বা শোক উপস্থিত হয়—যখন এমত অবস্থায় পতিত যে আর কোন উপায় নাই—যখন কোন নিদারুণ ক্লেশ জন্য শরীর হইতে যেন প্রাণ বিয়োগ হয়—যখন পাপে এমত পরিপূর্ণ যে আপনার প্রতি ঘৃণা হইতেছে—যখন মৃত্যু উপস্থিত ও পূর্ব্বাকর্ম্মাদি স্মরণে চিত্ত দহ্যমান হইতেছে, তখন আত্মা কাহাকে চিন্তা—কাহাকে স্মরণ করে? প্রকৃত অবস্থায় না পড়িলে প্রকৃত ভাবের প্রকাশ হয় না। এক্ষণে বিনীত ভাবে সেই কৃপাময়কে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া যে জ্ঞান তিনি প্রদান করিয়াছেন তাহার উন্নতিতে যত্নবান হও।

প্রেমানন্দ করজোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টি করত এই উপাসনা করিলেন। হে পরমাত্মন! তুমি স্বর্গের স্বর্গে বিশেষরূপে বিরাজ করিতেছ। অসংখ্য দেবতারা সুমধুর সংকীর্ত্তনে মগ্ন থাকিয়া তোমার অভিবাদন ও প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তুমি সামান্যরূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। তুমি জ্যোতি স্বরূপ, গতি স্বরূপ, আকর্ষণ স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ, সম্মিলন স্বরূপ, সৌন্দর্য্য স্বরূপ, সুগন্ধ স্বরূপ, সুরম্যধ্বনি স্বরূপ। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বসুখদাতা। বাহ্য রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্বলিত; তেমনি অন্তর রাজ্যের তুমি সূর্য্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির তিরোহিত হয়—যে আত্মা নত, পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে ও প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষরূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়।

তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক ঘ্রাণে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্বল্যমান। এতদ্বিষয়ক মানব কুসংস্কার ও দুর্ব্বলতা পরিহার কর ও যাহাতে তব সম্বন্ধীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে আমাদিগের চিত্ত উজ্জ্বলিত হয়, এই কৃপা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ।

"পরিপূর্ণমানন্দম্‌॥"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালীপ্রসন্ন বাবু বড় পরোপকারী—ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরের সুখ বর্দ্ধনে সর্ব্বদা যত্নবান। তাঁহারা ভবনে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ আসিয়া সাতিশয় আদরণীয় আতিথ্য পাইয়া ও অনেক সদালাপানন্তর শুভ নিদ্রাতে নিদ্রিত আছেন। রাত্রি প্রভাত হয় নাই—চন্দ্রমার শুভ্রতা দিনমণির আগমন জন্য যেন চঞ্চল হইতেছে। উত্থানের উদ্যম সকল মনুষ্যতেই উদয় হয়, অমনি মন্দ মন্দ সমীরণ আচ্ছন্নতা ও নাসাগর্জ্জন বৃদ্ধি করে। পক্ষী সকল স্বীয় স্বীয় পক্ষের সপক্ষতা প্রত্যাশায় গতিবিপক্ষ রাত্রির হ্রাস অবলোকন করিতেছে। দোকানি পশারি আপন আপন গাত্র দীর্ঘীকরণ পূর্ব্বক আলস্য সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিয়া শুয়ে শুয়ে বলিতেছে—"ওহে ভজহরি! ওহে রামচন্দ্র! উঠ, আর রাত নাই, এক ছিলিম তামাক সাজ।" ভজহরি ও রামচন্দ্র আলস্যের উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক হাই তুলিতে তুলিতে বক্রীকৃত হইয়া বলিতেছে "রও মোশাই, কোথায় আগুন, কোথায় টিকা, একটু ফরসা হউক।" নিকটে এক জন ভট্টাচার্য্য স্নানে যাইতেছিলেন, তিনি বলিতেছেন কথাটি যে ভাল বলিলে না—অগ্নি হইলেই টীকা হয়। শ্রীধর স্বামীর চিত্ত অগ্নি বিশেষ, তিনি কি টীকা ও টিপনী প্রকাশ করিয়াছেন! ভজহরি ও রামচন্দ্র বলিল—অগো বামুন ঠাকুর, তুমি সেই টিপনী—ডিপনী খেতে খেতে স্নানে যাও। এদিকে কালীপ্রসন্ন বাবুর সদর দ্বার ঠেলাঠেলি হইতেছে। মহাশয় উঠেছেন কি—মহাশয় উঠেছেন কি? কেও? আজ্ঞা আমি রামানন্দ নাস্তিক। সদর দ্বার খুলিবামাত্রেই রামানন্দ জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দের পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। হাঁ। হাঁ! ব্যাপারটা কি? রামানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন আপনাদিগের গত কল্যের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সমস্ত রাত্রি ছটফট করিয়াছি—একবারও চক্ষু মুদ্রিত হয় নাই। আপনকার পূর্ব্ব কথা সকল স্মরণ করি ও আপনা আপনি বলি—আমি কি করিয়াছি ও আমার দশা কি হইবে! কত জঘন্য কর্ম্ম—কত পাপ যে আমা দ্বারা কৃত হইয়াছে তাহা কহিতে পারি না! ঈশ্বর চর্চ্চা একবারও করি না, কেবল ঐহিক সুখ ভোগে মত্ত ও তাহা সাধনে আমি কি না করিয়াছি! সঙ্গদোষে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গ লইব—এই নরাধমকে রক্ষা কর—আপনাদিগের বিনা আমি আর কাহাকেও জানি না, যেখানে আপনারা যাবেন, সেই খানে আমি যাব। ঈশ্বরের অস্তিত্বেতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এক্ষণে ঈশ্বর কিরূপ ও তাঁহার সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

জ্ঞানানন্দ কিঞ্চিৎ কাল স্বাগত ভাবে কৃতজ্ঞতা ও প্রেমেতে ভাসমান হইয়া বলিলেন—রামানন্দ! তোমার কথা শুনিয়া আমি

অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আমি যাহা জানি তাহা তোমাকে অবশ্য সরল ভাবে সকল বলিব—শ্রবণ কর, ভগবৎ কথা এসময়েই বিশেষ আনন্দীয়।

আমি কোন কীটস্থ কীট যে ঈশ্বরকে সুন্দর রূপে জানিব।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং। তলবকার।

যদি এমন মনে কর যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্প জানিয়াছ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু তিনি এমত মহৎ—এমত শ্রেষ্ঠ যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করা যায় না। এ জ্ঞান ক্রমশঃ উন্নত হয় ও যাহার যেরূপ সাধারণ জ্ঞান ও প্রীতির বৃদ্ধি, তাহার সেই রূপ উক্ত জ্ঞানের বৃদ্ধি। যে সকল সাধুগণ ঈশ্বর জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, সত্যকামা ও সর্ব্বত্যাগী, তাঁহারা ইহলোকে ঐ জ্ঞান প্রচুররূপে লাভ করেন, কিন্তু যেখানে বিশেষ ভ্রমজনক সংস্কার ও বিশেস ভ্রমবিশিষ্ট শাস্ত্রীয় বা দেশীয় রীতি, সেখানে উক্ত জ্ঞান বিস্তীর্ণ হওনের বিশেষ বাধা। প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের ইতিহাস পাঠ করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ প্রকাশিত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। কালে কালে এক এক জন মহাত্মা প্রেরিত হইতেছে, যিনি দিবাকরের ন্যায় জ্যোতি প্রদান করিতেছেন ও ঐ জ্যোতি কালেতে অজ্ঞানতার তিমির নাশক হইতেছে। প্রায় সকল জাতির এক প্রকার না এক প্রকার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান আছে ও ঐ জ্ঞানবিষয়ক যে শাস্ত্র, তাহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলে। যে যে জাতির উক্ত শাস্ত্র আছে তাহাদিগের এই বিশ্বাস যে, ঐ শাস্ত্র ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত, সুতরাং মিথ্যা হইতে পারে না; কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রেতে ঈশ্বর মানব রূপে বর্ণিত—মানব দুর্ব্বলতাসংযুক্ত, এ জন্য কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? ঐ সকল শাস্ত্রাদিতে আমাদিগের অনেক উপকার হইয়াছে, কারণ তাহাতে অনেক উদ্‌বোধক ও উপদেশক কথা আছে এবং ঐ সকল শাস্ত্রাদি ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের সোপানস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানদায়ক নহে। নানা জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধিকাংশ শাব্দিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে, কিন্তু শাব্দিক প্রমাণ অপেক্ষা আত্মাঘটিত প্রমাণ উচ্চতর ও অকাট্য। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, আত্মার উপদেশে চলা শ্রেয় নহে, ইহাতে ভ্রম হইতে পারে, লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বর দত্ত—ইহাই প্রকৃত নিয়ামক। এ কথা বলাতে ঈশ্বরকে অবহেলা করা হয়। মানব আত্মাতে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। যাহা কিছু একেবারে জানি—চিন্তা করি—বিচার করি ও যে সকল সদ্ভাবে ভাবী হই, তাহা তাঁহা কর্ত্তৃক। যদিও বাহ্যেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু আত্মাঘটিত জ্ঞানে ভ্রম কখনই হইতে পারে না। আত্মাঘটিত জ্ঞান পাইবার জন্য যে সকল বাহ্য ও আন্তরিক বিঘ্ন, তাহা সত্যকাম হইয়া দূরীকরণ করিতে হয় ও আত্মার বিকার নষ্ট হইলে আত্মাঘটিত জ্ঞান তুল্য আর জ্ঞান নাই। আত্মা অদ্ভূত পদার্থ—উদ্দীপন, অনুশীলন ও সদভ্যাসে ইহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায়। যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তাহা কোন না কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক বলা বা লিখিত হইয়াছে, ঐ সকল মহাত্মাদিগের যেরূপ আত্মা উচ্চ হইয়াছে, সেই রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের

শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্র আত্মা হইতে উৎপন্ন, আত্মা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন নহে। কোন কোন মহাত্মার আত্মা কোন কোন সময়ে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তৎকালীন ঐ মহাত্মার বাণী ঈশ্বরবাণী স্বরূপ, কিন্তু তাঁহার সকল বাণী ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ নহে ও কোন্ বাণী ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ ও কোন্ বাণী ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ নহে, তাহা আপন আপন আত্মার পরিচয়ে জানা যায়। যে সকল বাণী ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ, তাহা একবার শুনিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়—তাহা লইয়া কেহ আর তর্ক বিতর্ক করে না ও যদি কেহ তর্ক বিতর্ক করে, তবে তিনি সত্যকাম হইয়া বুঝিলে অনায়াসে বুঝেন। যাহা সত্য তাহা আত্মা অবশ্যই গ্রহণ করিবে, তাহাতে আত্মা অবশ্যই পরিতৃপ্ত হইবে। যাহা মিথ্যা তাহার সহস্র টীকা প্রকাশ হইলেও কখনই গ্রাহ্য হইবে না ও যদি কোন কারণ বশতঃ গ্রাহ্য হয়, তবে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক পরিত্যক্ত হইবে।

ঈশ্বর যে কেমন তাহা সৃষ্টি ও আত্মার দ্বারা জানা যায় ও তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহার সত্তাদি ও শক্তি, তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার ধর্ম্ম।

(১) তাঁহার সত্তাদি ও শক্তি। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" তিনি একই এবং সংপূর্ণ। অস্তিত্বে ও স্বতন্ত্রত্বেতে তিনি সংপূর্ণ—তিনি স্বয়ংভূ অনাদি ও অনন্ত ও সকল কারণের আদি কারণ। তিনি এক অথচ সর্ব্বব্যাপী—ও ভূমা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। তাঁহার নিয়মাদি তাঁহার ইচ্ছার অধীন—তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার নিয়ম, কিন্তু তিনি তাঁহার নিয়মাদির অধীন নহেন। যদি তিনি তাঁহার নিয়মাদির অধীন হয়েন, তবে কি প্রকারে তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন? তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান, তাহা তাঁহার সৃষ্টিতেই জাজ্বল্যমান।

(২) তাহার জ্ঞান সংপূর্ণ। আমরা দৃষ্টি করিয়া, স্মরণ করিয়া, তুলনা করিয়া, বিবেচনা করিয়া, জ্ঞান প্রাপ্ত হই। তাঁহার জ্ঞান স্বাভাবিক এবং সংপূর্ণ—তিনি বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানেন—তিনি সকলের অন্তর্য্যামী ও তাঁহার জ্ঞান আপনা আপনি তাঁহা হইতে প্রস্রবণ হয়। এই জ্ঞানের রেণু মাত্র মানব আত্মাতে তিনি প্রদান করিয়াছেন, কারণ তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞান, আত্মার অবিনাশত্ব জ্ঞান, ও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান আত্মা হইতে স্বভাবতঃ প্রকাশ হইতেছে।

(৩) তাঁহার ধর্ম্ম। আমাদিগের ধর্ম্ম আত্ম-লাভ, ভয় ও আশার অধীন ও সম্পূর্ণরূপে রিপু-শূন্য নহে এবং আমাদিগের প্রেম সকলেতে সমান হয় না। ঈশ্বরের ধর্ম্ম কোন কারণ বশতঃ নহে, তিনি রিপুশূন্য—তাঁহার রাগ দ্বেষাদি নাই—তাঁহার স্নেহ ও প্রেম বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষে নহে এবং ঐ স্নেহ ও প্রেম বর্দ্ধন জন্য কোন কারণের প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্নেহ ও প্রেম সম্পূর্ণ—চিরকাল এক ভাবে থাকে ও তিনি সকলকে সমভাবে প্রীতি করেন। মনুষ্য সম্পূর্ণ ন্যায়বান—পবিত্র ও ক্ষমাশীল নহে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়বান, সম্পূর্ণ পবিত্র, সম্পূর্ণ ক্ষমাশীল ও সম্পূর্ণ সুন্দর। সৌন্দর্য্য, নির্দ্দোষিতা, প্রেম, ন্যায্যতা, পবিত্রতা ও ক্ষমার ছবি। যে ব্যক্তি অতিশয় সুন্দর, সে যদি উক্ত গুণ রহিত ও পাপে ও গ্লানিতে জড়িত হইয়া মণি মাণিক্যে বিভূষিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্য কোথায়? কিন্তু উক্ত গুণে ভূষিত কদাকার ব্যক্তির মুখের জ্যোতি কি রমণীয়! অতএব ঈশ্বরই সম্পূর্ণ সুন্দর।

এতদ্ব্যতিরেকে ঈশ্বরেতে যে সকল চমৎকার গুণ আছে, তাহা আমরা এখানে জানিতে পারি না। আমরা উদ্যানের কীট স্বরূপ। কীট যেমন পুষ্পের নিকট থাকিয়াও পুষ্পের সকল গুণ জানিতে পারে না, সেই রূপ মনুষ্য। আমরা যে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি তাহাতে এই উপলব্ধ করিতেছি—যে প্রকারে, যে ভাবে, ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করি, সেই প্রকারে—সেই ভাবে তাহাকে সম্পূর্ণ ও অসীম দেখি। তিনি আপন অভিপ্রায়ানুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন, কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সকল সৃষ্টিতেই তাঁহার অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রীতি প্রকাশ। যেমন তাঁহার সৃজন অদ্ভুত, তেমনি তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব অদ্ভুত। কি অচেতন, কি চেতন, কি জড়, কি জীব, সকল রাজ্যের কার্য্যে যে সুশৃঙ্খলতা, যে সামঞ্জস্য, যে ইষ্টসাধক প্রণালী, যে মাঙ্গলিক পর্য্যবসান, তাহাতেও তাঁহার অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রীতি দেদীপ্যমান। তিনি জগৎপিতা—জগন্মাতা, কারণ পিতা ও মাতা দুয়ের গুণের সম্পূর্ণতা তাঁহাতে দৃষ্ট হয়। তাঁহার সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম একই নিয়ম ও একই নিয়মে স্বীয় মঙ্গল ভাব সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্ব জড়ে, সর্ব্ব জীবে, ইহ কালে ও পরকালে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা মহানুভাব—যাঁহারা মুক্তাত্মা ধীর, তাঁহারাই ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা শক্তির আধার, জ্ঞানের আধার, ধর্ম্মের আধার ও মঙ্গলের আধাররূপে নিশ্চয় জানেন। পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্রষ্টা—তিনি যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অর্থাৎ সে অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ প্রেম—যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি নিয়োগ করিতেছেন তাহাও সম্পূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাধারণ মঙ্গল—যে নিয়মাদিতে সৃষ্টি নির্ব্বাহিত হইতেছে তাহাও সম্পূর্ণ, কারণ ঐ নিয়মাদি সম্পূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম হইতে প্রসূত হইয়াছে।

এই যে ঈশ্বরের অপরিমিত সম্পূর্ণ অসীম ও অনন্ত ভাব ইহা কোন লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্রে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। অল্প হউক বা অধিক হইক ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরকে দুর্ব্বল মানব প্রকৃতি প্রয়োগ করে।

পরমেশ্বর রাগের দেবতা নহেন, ভয়ের দেবতা নহেন, অনুরোধের দেবতা নহেন, উত্তরসাধকতা দেবতা নহেন, তিনি প্রেমের দেবতা। কি ধনী কি নির্ধন, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কাহাকেও তিনি বলেন না যে আমার নিকট আসিবার জন্য এ প্রকার বাহ্য পূজা চাই, এ প্রকার বলি চাই, এ প্রকার অনুরোধ চাই, এ প্রকার উত্তরসাধকতা চাই। যে ব্যক্তি অকপট, সরল ও নম্র চিত্তে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রেমে মগ্ন হয়, তিনিই পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

সকলের সহিত সম্বন্ধ কালেতে বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ চিরকাল থাকিবে। যদি আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বর কেমন, তবে তাঁহার প্রতি আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা অনায়াসে স্থির হয়। ঈশ্বরের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা দ্বিবিধ।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস, ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের চির সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস, সর্ব্ব বস্তু ও ব্যক্তি অপেক্ষা ঈশ্বরকে অসীম রূপে ভক্তি ও প্রেম করা, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা, ও তিনি যাহা করেন তাহাই মঙ্গল ও এই নিশ্চয় করা যে তাঁহা হইতে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইতে পারে না এবং ঈশ্বর ধ্যানে তাঁহার অসীম শক্তি জ্ঞান ও প্রেম দর্শনে ও চিন্তনে ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সর্ব্বদা সাধনে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হওয়া।

২। ঈশ্বর যে সকল দৈহিক ও মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন সে সকল বৃত্তিকে প্রকৃতি

ও সুন্দর রূপে পরিচালনা করা। ইহা করিলে ঈশ্বরের প্রতি কি কর্ত্তব্য ও মনুষ্যের প্রতি কি কর্ত্তব্য এই জ্ঞান ও ধর্ম্ম ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হয়। ঈশ্বরের যে আদেশ তাহা সৃষ্টিতে ও মানব শরীরে ও আত্মাতে মুদ্রাঙ্কিত আছে। প্রকৃতি ভাবেরই বর্দ্ধন তাঁহার অভিপ্রায়। কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আমরা বিকার প্রাপ্ত হই। ঐ বিকার শরীরে ও আত্মাতে যাহাতে না জন্মে, এই জীবনের উদ্দেশ্য। শরীর আত্মার উন্নতিসাধন জন্য, অতএব শরীরকে রক্ষা করিয়া আত্মার বৃত্তি সকল উদ্দীপন, উন্নত ও উচ্চ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

রামানন্দ।—এই মনোহর সময়ে ঈশ্বরকে ধ্যান কর। তিনি

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং। তৈত্তিরীয় শ্রুতি।
যোবৈ ভূমা তৎসুখং। ছান্দোগ্য।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং। শ্বেতাশ্বতর

তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং," ও "পরিপূর্ণমানন্দম্"।

এতদ্দেশীয় ব্রহ্মবাদিরা ধন্য যে তাঁহাদিগের ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান এত উচ্চ ছিল—তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদী ও তাহাদিগের এ বিশ্বাস ছিল না যে, ঈশ্বর ভয়ানক ও তিনি পাপীদিগকে অনন্ত কাল নরকে দগ্ধ করিবেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে সত্যংজ্ঞানং শান্তং শিবং আনন্দরূপং বলিয়া জানিতেন।

রামানন্দ মুগ্ধ হইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন ও প্রেমানন্দ এই গান করিতে লাগিলেন।

রাগ ভৈরো—তাল আড়া।

জ্ঞানময় নিরাময় সুখময় সর্ব্বাশ্রয়।
বিচিত্র রচনা তব অভিপ্রায় প্রেমময়॥
দেখিলে নভোমণ্ডল, এ আশ্চর্য্য ভূমণ্ডল,
জ্ঞান হয় কূমণ্ডল, এক পার্শ্বে রয়।
কত গ্রহ দিবাকর, কত তারা শশধর,
কত কেতু জ্যোতিষ্কর, সব প্রাণিময়॥
কি কৌশলে নিয়মিত, কি কৌশলে নিয়োজিত
কি কৌশলে নির্ব্বাহিত, বদ্ধ শৃঙ্খলায়।
করিয়াছ যে নিয়ম, নাহি তার ব্যতিক্রম,
তোমার নিয়ম ভ্রম, দৃষ্টি নাহি হয়॥
সৃষ্টি অসংখ্য অসীমা, অপার তব মহিমা,
তোমাতে তব উপমা, সর্ব্ব শক্তিময়।
অগণ্য তব সৃজন, অগণ্য তব পালন,
অগণ্য কৃপা অর্পণ, কর কৃপাময়॥
কত ক্ষমা কর দান, মানবের নাহি জ্ঞান,
তোমাতে ক্রোধ বিধান, তুমি ক্ষমাময়।
ক্লেশ রোগ মৃত্যু শোক, শিব পায় এই লোক
না ভাবিয়া পর লোক, অস্থির ত্বরায়॥
কত কর পর্য্যটন, দিতে সুখ অনুক্ষণ,
তব নিয়ম ভঞ্জন, ক্লেশ নর পায়।
সব জীবে ক্রোড়ে কর, মাতাধিক স্নেহ ধর,
মহাপাপীকে উদ্ধার, বিহিত সময়।
মানবের হিত জন্য, দেহ করিয়াছ জন্য,
দিবে সুখ অসামান্য, গেলে স্বর্গালয়॥

গীতাঙ্কুর।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মার অবিনাশিত্ব।

মালকোষ—তাল আড়া।

ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে সর্ব্বদা প্রাণান্ত॥

জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন, অবশেষে জীব
শিব হইবে নিতান্ত।
কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন, মনের
অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত॥

ওহে রামানন্দ! বাসাটি ভাল, গঙ্গা সম্মুখ—চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যও মনোহর। মুংগের উত্তম স্থান। সীতাকুণ্ড কত দূর?

রামানন্দ। আজ্ঞা বড় দূর নহে, সীতাকুণ্ডের জল চমৎকার।

জ্ঞানানন্দ। ঈশ্বর কত প্রকারেই আমাদিগের মঙ্গল করেন তাহা জ্ঞানাগম্য।

ঘোর অন্ধকার—রজনী যেন ভীষণ বদন ধারণ করিয়াছে। তড়িৎ মধ্যে মধ্যে চমকিয়া ত্রাস উৎপাদক হইতেছে। বজ্রের নিনাদ ভয়ানক ও বর্ষার ধারা অজস্র ধারে পড়িতেছে। গমনাগমন স্থগিত ও সকলেই গৃহে রুদ্ধ। এক এক বার বৃষ্টির ও বায়ুর শব্দ অল্প হয় আর নিকটস্থ এক ভবন হইতে রোদনের ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশানন্তর হৃদয় বিদীর্ণ করে।

প্রেমানন্দ অস্থির হইয়া বলিলেন, এ রোদন কোথা হইতে আসিতেছে? চল সকলে যাইয়া দেখি।

জ্ঞানানন্দ ও রামানন্দ ছত্র লইয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে করিতে যে বাটীতে ক্রন্দন হইতেছিল সেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী বড় ধর্ম্মপরায়ণ—ধ্যানাবস্থায় ছিলেন—উক্ত তিন জন ব্যক্তি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্রেই তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কে ও কি নিমিত্তে এখানে আগমন?

প্রেমানন্দ বলিলেন—আমরা ভ্রমণকারী—এই স্থানে অদ্য উত্তীর্ণ হইয়াছি—রোদন শুনিয়া কাতর হইয়া আসিয়াছি। গৃহস্বামী কৃতজ্ঞ ভাবে বলিলেন—আপনারা অতি সাধু—এই দুর্য্যোগ! এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে আসা বড় অল্প কথা নহে। আমার পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া—রক্ষা পাওয়া ভার, উপায়শূন্য হইয়া সর্ব্বাশ্রয়দাতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার যে ইচ্ছা তাহাই শুভদায়ক, অতএব তাঁহার যে ইচ্ছা তাহাই হউক। এই কথা শেষ হইবা মাত্রেই রোদন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি সকলে আস্তে ব্যস্তে বাটীর ভিতর যাইয়া দেখিলেন—রূপ যৌবন লাবণ্যসম্পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয় বালক মুমূর্ষু হইয়াছে, সম্মুখে প্রদীপ, দুঃখিনী জননী শোকার্ণবে নিমগ্ন ও রোরুদ্যমান। পুত্র অতি ক্লেশে মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন, মাতার তাঁহাতে শোক বৃদ্ধি হইতেছে। পিতাকে নিকটে দেখিয়া পুত্র করজোড়ে বলিলেন—বাবা! আমি দিব্য ধামে গমন করিতেছি।

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ। মনু।

পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

আপনি শৈশব কালাবধি আমাকে অনেক ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য আমি ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছি, এক্ষণে আমি সুখেতে পরলোকে গমন করিতেছি, যাহাতে আমার সদ্গতি হয় এবং লোকান্তরে সাধু সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া প্রেমামৃত পানে মগ্ন থাকি, এজন্য করুণাময় পিতার নিকট প্রার্থনা করুন ও আমার মস্তকে চন্দন দিয়া ব্রহ্মনাম লিখিয়া দিন, এবং যে পর্য্যন্ত আমার প্রাণ বিয়োগ না হয় সে পর্য্যন্ত নামামৃত আমার কর্ণকুহর পান করুক।

স্বীয় অশ্রু বিমোচন করিয়া বিমল হৃদয়ে ও অকপট ভক্তিতে এই রূপ উপাসনা করিলেন।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! এই নিদারুণ শোকে আমার চিত্ত যেন শান্ত ও সমাহিত থাকে ও তোমার মঙ্গলময় কার্য্যের প্রতি বিশ্বাসের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাসতা না জন্মে। আমার প্রিয় পুত্র প্রাণধন আমার প্রকৃত প্রাণধন ছিল। ইনি আমার নয়নের নয়ন ও জীবনের যষ্ঠি। এত দিনের পর দৃষ্টিহীন ও গতির আশ্রয়বিহীন হইলাম। যদিও পুত্র অতি প্রিয় কিন্তু তুমি প্রিয়তম।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।
বৃহদারণ্যক।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।

এই ভাব যেন চিত্তে অহরহঃ থাকে ও আমার পুত্রের যাহাতে উর্দ্ধগতি হয় এই কৃপা কর।

কিয়ৎকাল পরে পুত্রের বিয়োগ হইল। জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ ও রামানন্দ যথাবিহিত উপাসনানন্তর তাঁহার সংকার করিয়া গৃহস্বামীর নিকট সর্ব্বদা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ লইয়া কিছু কাল যাপন করেন। সময়ে গৃহস্বামীর শোক খর্ব্ব হইয়া আসিতে লাগিল কিন্তু তাঁহার পত্নী বিলাপে মগ্ন—আহার নিদ্রা ত্যাগ। তাঁহাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া জ্ঞানানন্দ অনুজ সহিত গৃহস্বামীর সহিত নিকটে বসিয়া বলিলেন—মা! তোমার মনঃপীড়ায় আমি অতিশয় মনঃপীড়া পাইতেছি—তোমার বিলাপে আমার বিলাপ উপস্থিত হয়—তোমার অশ্রুপাতে আমার অশ্রুপাত হয়, কিন্তু মঙ্গলময় পিতাকে ধ্যান করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর—তিনি মন্দ ও অমঙ্গল কি তাহা জানেন না, তোমার পুত্র বিনষ্ট হয়েন নাই—তিনি পরলোকে আনন্দে বিরাজ করিতেছেন। যখন তুমি ঐ লোকে গমন করিবে তখন পুনর্ব্বার আপন পুত্রকে পাইবে। গৃহস্বামিনী আস্তে ব্যস্তে উত্তর করিলেন—আমি কি আবার প্রাণধনকে পাইব? আমি কি আবার সেই চাঁদমুখ দেখিব? এ কথাটি শুনলেও প্রাণ শীতল হয়। বাবা! হৃদয় শোকের দাবানলে জ্বলিতেছে—কেমন করে নির্ব্বাণ হবে? কোথা গেলে আমি প্রাণধনকে পাইব? মৃত্যুর পর কি আর কাহাকে পাওয়া যায়?

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা স্থির হও—আমি যা বলি তাহা মন দিয়া শুন!

আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা অমর ও এই সত্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ, শাব্দিক প্রমাণ, উপমেয় ও সম্ভাব্য প্রমাণ ও আত্মা ঘটিত প্রমাণে সংস্থাপিত হইতেছে।

(১) শাস্ত্রীয় প্রমাণ। যে সকল জাতি ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছে, সে সকল জাতির জ্ঞানী লোকেরা আত্মার অবিনাশিত্ব স্থির করিয়াছে। কি হিন্দু কি গ্রিক, কি রোমান কি ইহুদি, কি খ্রীষ্টিয়ান সকলেরই এবিষয়ে এক অভিপ্রায়। এদেশে আত্মার অবিনাশিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। কি বেদ কি উপনিষদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি সাহিত্য, কি দর্শন সকলেই কিছু না কিছু ইহার প্রমাণ আছে। মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাতীরে কি জন্য আনীত হয় এবং বিয়োগ হইলে কি অভিপ্রায়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে? নারীগণ কি জন্য সহমরণ ও অনুমরণ করিত? বীরেরা রণস্থলে কি কারণে প্রাণ দিতে উদ্যত হইত?

যোগী উদাসীন মুনি ঋষিরা সংসার আশ্রম ত্যাগানন্তর অরণ্যে যাইয়া অসীম কঠোরতা সহ্য কেন করিত? ধর্ম্ম রক্ষার্থে ধার্ম্মিকেরা ইন্দ্রিয় সুখ সাধনে কি জন্য হেয় জ্ঞান করিতেন? যদ্যপি উক্ত বিশ্বাসের এতাদৃশ প্রমাণ অন্যান্য কারণ বশতঃ অধুনা কার্য্যেতে না, দৃষ্টি হয় তথাপি স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে কতক প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায়। গ্রন্থাদিতে যে প্রমাণ উপস্থিত হয় তাহা বলি শুন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নবোপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ভগবদ্গীতা।

লোকেরা যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক নবীন বস্ত্র পরিধান করেন, আত্মা সেইরূপ জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ বিজানিতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। কঠোপনিষৎ।

যে হন্তা সে যদি হনন করিতে ইচ্ছা করে, যে হত সে যদি আপনাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত। ইনি হনন করেন না হতও হয়েন না।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একো নুভুঙ্কতে সুকৃতমেক এবতু দুষ্কৃতং। মনু।

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকী হত হয়, একাকীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।

মৃতংশরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসম ক্ষিতৌ। বিমুখ বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি। মনু।

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

(২) শাব্দিক প্রমাণ। যেমন পুরাণেতে বর্ণন যে রাজা যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে যান, তেমনি বাইবেল লেখে যে ইনক ও ইলায়জা দেহ ত্যাগ না করিয়া লোকান্তরে গমন করেন। যেমন আশ্রমিকা পর্ব্বের বর্ণন যে বেদব্যাস যোগবলে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে যাবতীয় মৃতবীর সকলকে দেখান, তেমনি ক্রাইষ্ট এক পর্ব্বতের উপর হইতে মোজেস্ এবং এলায়জা আপন শিষ্যদিগের দৃষ্টিগোচর করেন। বাইবেলে আরও লেখে ক্রাইষ্ট মৃত লেজারসকে সমাধি হইতে উত্থান করেন ও আপনি মৃত্যুর পরে সপ্রকাশ হয়েন।

কয়েক বৎসরাবধি মারকিন বিলাত জরমেনি ফরাসিস ও অন্যান্য দেশে মৃত লোকদিগের সহিত আলোচনা বিস্তার সাতিশয় অনুশীলন হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে অনেকে গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত যে আলাপ হইতে পারে, তাহা অসংখ্য লোক বিশ্বাস করে। যে যে প্রকারে উক্ত আলাপ হইতে পারে তাহার বিশেষ বিশেষ পুস্তক আছে ও যে সকল লোক এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধচারী হইতে হয়। বিলাতে যে সকল ব্যক্তি উক্ত বিষয়ের বিশ্বাসী, তাহার মধ্যে বিজ্ঞবর হোইট সাহেব বিখ্যাত। তিনি যাহা কহেন তাহা অদ্ভুত—তিনি অশরীর আত্মাদিগের বাদ্য শুনিয়াছেন—তাহাদিগের হস্ত দেখিয়াছেন এবং যে হস্ত দেখিয়াছেন ও বারম্বার স্পর্শ করিয়াছেন, সেই হস্ত দ্বারা পুষ্প ও লতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। *

* We had the clearest and most prompt communications on different

সর্ব্বদেশে ভূতের গল্প আছে। অনেকে বলেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন ও অনেকে কহেন যে তাঁহারা অতি বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিয়াছেন। নিম্ন লিখিত গল্প লইয়া বড় আন্দোলন হয় ও তাহা এক্ষণে যেরূপ বর্ণিত তাহা কহি। ইংরাজি ১৮৫৭ সালে এদেশে শিপাই কর্ত্তৃক রাজবিদ্রোহিতা হয়। ঐ সময়ে এক জন সাহেব আপন বিবিকে বিলাতে রাখিয়া এখানে ইংরাজি সৈন্যের সহিত যুদ্ধে গমন করে। ১৮৫৭, ১৪। ১৫ নবেম্বরের মধ্যে যে রাত্রি সেই রাত্রি শেষ হয় হয় এমত সময়ে ঐ বিবি স্বপ্নে স্বামীকে ক্লান্ত ও পীড়িত দেখেন। তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি অস্থির হইতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রমার উজ্জ্বল কিরণ হইতেছে, বিবি আপন মস্তক উত্থান করত ভর্ত্তাকে শয্যার নিকট দেখিলেন—স্বামীর পরিচ্ছেদ যুদ্ধ পরিচ্ছেদ—হস্ত বক্ষের উপরি,—কেশ অসজ্জীভূত,—বদন নীরক্ত,—চক্ষু স্ত্রীর উপর পতিত,—দৃষ্টি ব্যাকুল। স্বামী এক নিমেষ থাকিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। বিবি আপনি জাগ্রৎ বা নিদ্রিত অবস্থায় আছেন তাহার নানা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি স্বামীকে জাগ্রৎ অবস্থায় দেখিয়াছেন। পর দিবস এই কথা আপন মাতার নিকট ব্যক্ত করিয়া সকল আহ্লাদ আমোদ বিসর্জন দিলেন। ১৮৫৭, ডিসেম্বর মাসীয় এক মঙ্গলবারে বিলাতের কাগজে প্রকাশ হইল যে, অমুক কাপ্তেন ১৫ নবেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌএর নিকট হত হয়েন। ঐ কাপ্তেনের উকিল উইলেমসন সাহেব বিবির নিকট আইলে, বিবি কহিলেন যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু ১৫ নবেম্বর কখনই হয় নাই। উকিল সাহেব ওয়ার আফিস হইতে যে সার্টিফিকেট পাইলেন, তাহাতে মৃত্যুর তারিখ ১৫ নবেম্বর। অনন্তর উকিল সাহেব অন্য একজন বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন যে, ১৪ নবেম্বরের রাত্রিতে ৯ ঘণ্টার সময়ে তিনি ও তাঁহার স্বামী উক্ত মৃত কাপ্তেনকে আপন ভবনে দেখেন। পরে এদেশ হইতে বিলাতে এক চিঠি যায়, ও ঐ চিঠিতে লেখে যে ঐ কাপ্তেন ১৪ নবেম্বর বৈকালে এক গোলা খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন এবং দেলকোসায় তাঁহার সমাধি হয়। তখন ওয়ার আফিসের সার্টিফিকেটের তারিখের পরিবর্ত্তন হয় ও তাহা উক্ত ঘটনা না হইলে হইত না। *

(৩) উপমেয় ও সম্ভাব্য প্রমাণ। বাহ্য বস্তু সকলই রূপান্তর ও ভাবান্তর হইতেছে, কিন্তু এক পরমাণুরও বিনাশ নাই। ধূমবৎ, দ্রববৎ ও অদ্রববৎ সকলই পর্য্যায়ক্রমে হইতেছে ও তেজ, বায়ু ও বিদ্যুতীয় পদার্থে নানা পরিবর্ত্তন হইতেছে। পর্ব্বত পতিত হইয়া চূর্ণ হইতেছে—

---

subjects through the alphabet and flowers which were taken from a bocquet on a chiflonier at a distance and brought and handed to each of us. Mrs. Howitt had a sprig of Geranium handed to her by an invisible hand which we have planted and is growing, so that it is no delusion, no fairy money turned into dross or leaves. I saw a spirit hand as distinctly as I ever saw my own. I touched one several times, once when it was handing me the flower. W. Howitt, British Controvers[illegible]

*** Owen's Footfalls on the Boundary of another World.**

নদীর জল শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা হইতেছে—বারি বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে গমন করিতেছে ও পুনর্ব্বার বর্ষার ধারা হইয়া নিম্নে প্রত্যাগমন করিতেছে। এক এক বার ভূমিকম্প হইতেছে ও সমস্ত দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। এক এক বার পর্ব্বতীয় অগ্নি বাহির হইতেছে ও সমস্ত বন উপবন ছারখার হইতেছে। কিন্তু ঐ চূর্ণ মৃত্তিকা ও ভস্ম রাশি ব্যর্থ হইতেছে না, তাহা কোন না কোন কার্য্যোপযোগী হইয়া অন্য রূপ ধারণ করিতেছে। যে সকল পুরীষ ও বিষ্ঠা ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত ও অসার, তাহাও সার স্বরূপ হইয়া শস্যাদি উৎপাদক হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জীর্ণ হইতেছে ও তাহার বীজ হইতে অন্য বৃক্ষাদি জন্মিতেছে।

মনুষ্যের বিয়োগ পরে তাহার শরীর ভস্মময় বা মৃণ্ময় হইতেছে ও ঐ ভস্ম ও মৃত্তিকা অন্য গঠনাবৃত হইতেছে। এক যাইতেছে—এক হইতেছে ও যে যাইতেছে তাহার অন্য রূপান্তর হইতেছে, কিন্তু কিছুই বিনাশ পাইতেছে না।

জীবেরও ক্রমশ উন্নতি দেখা যায়। গুটি-পোকা প্রথমে ডিম্ব স্বরূপ জন্মে, পরে ঐ ডিম্ব হইতে শুয়া পোকা উৎপত্তি হয়। অনন্তর ঐ শুয়া পোকা গুটিপোকা হইয়া চিত্র বিচিত্র প্রজা-পতি রূপে উর্দ্ধে গমন করে। মেগট বিটল ভূমির ভিতর বাস করে, সেখানেই ইহার ডিম্ব ও শাবক হয়, ঐ শাবকের গাত্র হইতে প্রতি বৎসর চর্ম্ম খসিয়া পড়ে ও চতুর্থ বৎসরে তাহাদিগের পাখা হইলে তাহারা আকাশে ভ্রমণ করে।

মনুষ্য কি কেবল শুয়াপোকা ভাবে থাকিবে, না প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইবে?

সকল সৃষ্টি অপেক্ষা মনুষ্য প্রধান সৃষ্টি। ধাতু, উদ্ভিদ ও পশু পদার্থ সকলই মনুষ্যেতে পাওয়া যায় অর্থাৎ এই তিনই মনুষ্য গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে। মনুষ্যের গঠন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও তাহার শরীর নির্ব্বাহক আন্তরিক ব্যাপার চমৎকার। এবম্প্রকার বিস্তারপূর্ব্বক নিয়ম ও প্রণালী অন্য জীবে দৃষ্ট হয় নাই। এই আন্তরিক ব্যাপারের প্রধানতার প্রমাণ মস্তিষ্ক। ঐ মস্তিষ্কই আত্মার নিকেতনরূপে বর্ণিত হয়; যেরূপ মাতৃগর্ভে থাকিয়া শিশু পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সেইরূপে আত্মা মস্তিষ্কে থাকিয়া পক্কতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মানব শরীর শ্রেষ্ঠ ও মানব মস্তিষ্ক শ্রেষ্ঠ। মানব শরীরের শ্রেষ্ঠতা মানব মস্তিষ্ক জন্য। যেমন মস্তিষ্ক শরীরের সারভাগ, তেমনি আত্মা মস্তি-ষ্কের সারভাগ, এজন্য শরীর আত্মার উন্নতি সাধন জন্য হইতেছে। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ উত্তমরূপ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিলে আত্মার উন্নতি সাধন হয় অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি সকল উদ্দীপন-উপযোগী হয়, এজন্য শরীর ও আত্মার সহিত নিকট সম্বন্ধ; কিন্তু শরীর আত্মার জন্য, আত্মা শরীর জন্য নহে। সকল বাহ্য বস্তু হইতে আত্মা অতি সংশোধিত ও সূক্ষ্ম পদার্থ, এ জন্য কেবল বাহ্য ক্রিয়াতে আত্মার উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয় না।

আত্মার নানা নাম। কেহ বলেন মন, কেহ বলেন প্রাণ, কেহ বলেন জীবন, কেহ বলেন চিৎ, কিন্তু একই পদার্থ। যে পদার্থের দ্বারা জানা যায় যে আমরা জীবিত আছি, আমরা চিন্তা করিতেছি ও নানা ভাবে ভাবুক হইতেছি, তাহাই আত্মা। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ কারণ শরীর পরিমিত, আত্মা অপরিমিত ও যখন শরীরের গতি স্থগিত তখন আত্মার গতি স্থগিত নহে। স্বপ্নাবস্থায় শরীরের কিছু কার্য্য হইতেছে না, কিন্তু আত্মার কার্য্য হইতেছে। যদি বল আত্মা পৃথক বটে কিন্তু শরীর ঘটিত,

ও শরীরের সহিত আত্মা বিলীন হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এক পরমাণুর নাশ নাই. সকলই রূপান্তর ভাবান্তর ও পরিবর্ত্তন হইতেছে ও ভৌতিক পদার্থ ভৌতিক পদার্থের সহিত মিলিত হয়, সৃষ্টির এই অভ্রান্ত নিয়ম। কিন্তু আত্মা ভৌতিক পদার্থ নহে, তাহাও পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে। যদি আত্মা ভৌতিক পদার্থ হইতে পৃথক—আত্মা ভৌতিক পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে ভৌতিক পদার্থে আত্মা কি প্রকারে মিলিত হইতে পারে ও যদি এক পরমাণুর বিনাশ নাই তবে আত্মার বিনাশ কি রূপে সম্ভবে ?

আত্মার নানা বৃত্তি। যেমন আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয় তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়। আমরা যখন যাহা মনে করি, তখন তাহা করি ; কিন্তু এই যে ইচ্ছা, ইহা আত্মা হইতে উৎপন্ন। এই ইচ্ছাই গতি শক্তির মূল। এই গতিশক্তির ইচ্ছার তাৎপর্য্য কি ? স্রষ্টার অভিপ্রায় যে আমরা নানা দেশ ভ্রমণ করিব। পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অপার মহিমা দর্শন ও গ্রহণ করিব। পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া আমাদিগের গতি শক্তির কতকদূর পরিতৃপ্তি হয়, কিন্তু স্বয়ের সৃষ্টি কেবল এই পৃথিবী নহে—সৃষ্টি অনন্ত, তাহা কেবল ছায়াস্বরূপ ; কিন্তু এই ছায়া বাস্তবিক কি, তাহা কি বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে না ?

চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ ও জিহ্বা হস্ত দ্বারা এখানে কতক জ্ঞান লব্ধ হইতেছে, কিন্তু প্রবল দূরবীক্ষণ দ্বারাও সকল দৃষ্ট হইতেছে না। যেরূপ সমুদ্রের বালুকা, সেইরূপ স্বর্গের তারা ও অনেক তারা কেবল ধূমবৎ বোধ হয়। অতিশয় মনোযোগেও সকল শ্রবণ করা যায় না, ও সকল আস্বাদন ও স্পর্শ করণে আমরা অশক্ত, সুতরাং বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা সকল জ্ঞেয় জ্ঞাত হইতেছে না। যে স্থলে সৃষ্টি অনন্ত ও দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ঘ্রাণীয় আস্বাদনীয় ও স্পর্শীয় অসীম, সে স্থলে এই সকল অন্তরিন্দ্রিয়ের উপযোগিতা থাকাতেই কি অন্তরিন্দ্রিয়ের বিনাশ হইবে, না ক্রমশঃ বর্দ্ধন হইবে ?

বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের উৎকর্ষের উপযোগী। স্রষ্টার এই অভিপ্রায় যে, আমাদিগের ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। এক কালে সকল পাইলে আমরা নম্রতায় বৃদ্ধি হইতে পারি না। যতটুকু এক কালে আমরা ধারণ করিতে পারি ততটুকু ঈশ্বর প্রদান করেন।

আত্মার অন্য এক বৃত্তি স্মরণ শক্তি। এখানে কতকগুলিন সত্য স্মরণ রাখিতে পারি, কিন্তু স্মরণ মনোযোগের উপর নির্ভর করে। যাহা ভাল মনোযোগপূর্ব্বক শুনি কিম্বা দেখি বা গ্রহণ করি তাহাই মনে থাকে। স্মরণ শক্তি প্রকৃত রূপে পরিচালিত হইলে জ্ঞানের বিশেষ বৃদ্ধি. কিন্তু ইহাতে প্রতিবন্ধক বিস্তর ও রোগেতে এবং বয়োবৃদ্ধিতে ইহার খর্ব্বতা। এই শক্তিরও পরিসীমা কি এই খানে, না ইহা পরেতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ?

বিজ্ঞান-শক্তি আত্মার অন্য এক বৃত্তি। কার্য্য দেখিয়া কারণ স্থির করা, কারণ দেখিয়া কার্য্য স্থির করা ও এক প্রকার অনেক বিষয় বা ঘটনা দেখিয়া তাহার যথার্থ উপসংহার করা বিজ্ঞানশক্তির কার্য্য। মনোনিবেশ না হইলে এই শক্তির প্রকৃত পরিচালনা হয় না। মন এক বিষয়ে নিমগ্ন, ইতিমধ্যে অন্য এক বিষয় উদয় হইলে বা আদিম বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার আনুসঙ্গিক বিষয়ে মন ধাবমান হইলে বা কাহার কথায়, বা কি কোন ধ্বনিতে বা অন্য কোন কারণে মন অন্যমন হইলে আদিম বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া দুঃসাধ্য। এ হেতু অনেক গ্র ঃ গ্রন্থকারদিগের অনেক বিষয়ে মত পর্ব্বতাশূন্য। এক বিষয়ই ক্রমাগত ভাবিয়া

তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করা ও মনকে অন্য বিষয়ে না যাইতে দেওয়া ও যদি যায় তবে তৎক্ষণাৎ মনকে প্রস্তাবিত বিষয়ে আনা বিজ্ঞান-শক্তির প্রকৃত পরিচালনা—ইহাতেই আত্মার চাঞ্চল্য দূর হয় ও এই সংযমেই আত্মা ঈশ্বর উপাসনার উপযোগী হয় ও সত্যকে লাভ করে। উক্ত চাঞ্চল্য ব্যতিরেকে সংস্কারও বিজ্ঞানশক্তির বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক। বিশেষ বিশেষ দেশীয় জাতীয় শ্রেণীয় সংস্কার এরূপ প্রবল যে বিজ্ঞান-শক্তি তাহাতে অধিক হউক বা অল্প হউক অবশ্যই আবৃত হইবে ও সত্য অন্বেষণকালে কি সত্য কি অসত্য তাহা নির্ণয় করা ভার হয়। এ দুর্ব্বলতা সকলেরই আছে—কাহার অধিক, কাহার অল্প। এমন এমন মহাত্মা ব্যক্তি সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, সর্ব্বভয়, সর্ব্বলোভ, সর্ব্ব-কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল সত্য পালনে প্রাণপণে যত্নবান ও তিনি যে সত্য প্রাপ্ত হয়েন তাহাই পরে জগতে বিস্তীর্ণ হয়; কিন্তু এরূপ লোক অতি দুর্লভ। ফলতঃ বিজ্ঞান-শক্তি এখানে সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইতে পারে না। ইহার উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বটে, তাহা নানা প্রকার জ্ঞানের আবিষ্কারে প্রতীয়মান কিন্তু ঐ বৃদ্ধির পরিসীমা নাই; তাহা আমরা নানা প্রকার আবিষ্কারেই উপলব্ধি করিতেছি ও যদি ঐ বৃদ্ধির পরিসীমা নাই, তবে কি এখানেই ইহার সমাপ্তি ও লোকান্তর ইহার উন্নতি সাধন-প্রতিবন্ধক না অধিক উপযোগী?

আর দেখ কতক গুলিন জ্ঞেয় বস্তু যথা পদার্থের নিগূঢ় জ্ঞান ও ঈশ্বরের রাজ্যবিষয়ক সকল সামঞ্জস্য, তাহা মহা মহা পণ্ডিতেরাও নিশ্চয়রূপ স্থির করিতে পারেন না। এতদ্বিষয়ে অনেকের সাধারণ জ্ঞান আছে বটে কিন্তু বিশেষ বিশেষ জ্ঞান নাই। এই বিশেষ জ্ঞান কি আমরা প্রাপ্ত হইব না? অবস্থা অনুসারে আমাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি। শরীর ধারণ করিয়া যতদূর জ্ঞান পাইতে পারি ততদূর পাইতেছি। ক্রমাগত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া জ্ঞান অন্বেষণ করিতে গেলে শরীরের পীড়া জন্মে। আত্মা শরীর হইতে বিগত হইলে এ বিঘ্নের আধিক্য না অল্পতা সম্ভব? অধিক অভ্যাসানন্তর কোন কোন উচ্চ আত্মা কিছু চিন্তা না করিয়া সত্যকে যেন একেবারে ধ্যান মাত্রেই ধৃত করে। যখন শরীর হইতে আত্মা বিগত ও উক্ত অভ্যাস জন্য শারীরিক পীড়া প্রতিকূল নহে, তখন জ্ঞেয় জ্ঞাত হওন অধিক সহজ না অধিক কঠিন?

আত্মা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব ও ইহার নানা বৃত্তি। কিন্তু প্রধান বৃত্তিদ্বয় জ্ঞান ও প্রেম। বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, স্মরণশক্তি, বিজ্ঞানশক্তি ইত্যাদি জ্ঞান বর্দ্ধক। জ্ঞানেতে ধার্য্য হয়, প্রেমেতে কার্য্য হয়। ইচ্ছা যাহা পূর্ব্বোক্ত হইয়াছে তাহা প্রেমের অন্তর্গত। জড় বস্তুতে আকর্ষণ স্বরূপ প্রেম প্রদত্ত হইয়াছে। পশু রাজ্যেও প্রেমের অল্পতা নাই। কিন্তু পশু-দিগের শাবক অন্তর হইলে শাবকের প্রতি প্রেমের বিরাম। যে প্রেম মনুষ্যেতে প্রদত্ত সেই প্রেমের অন্ত নাই—যতই ইহার পরিচালনা ততই ইহার বৃদ্ধি ও তাহা আমা-দিগের জ্ঞানের অগম্য। পরমাত্মার প্রেম অসীম—আত্মারও প্রেম অসীম। জ্ঞান তৃষ্ণার শেষ নাই, প্রেম পিপাসার অন্ত নাই। প্রেম নির্ম্মল পদার্থ, যখন ঈশ্বরেতে অর্পিত হয় ও যখন ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বোধ হয়—যখন ঈশ্বর বিত্ত অপেক্ষা, পুত্র অপেক্ষা, জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম, তখন প্রেমের প্রকৃত পরি-চালন হয়, তখন সেই প্রেম গৃহে, সমাজে, দেশে, বিদেশে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করে, তখন

সেই প্রেমের জঘন্যতা ও স্বার্থভাব তিরোহিত হয়, তখন ইহার যথার্থ শুভ্র জ্যোতি ও বিমল কোমলতা প্রেমীর বদনে ভাসমান হয়, তখন অন্যের দুঃখ বিপদ শোক বিমোচনে ও অন্যের সুখ বর্দ্ধনে ঐ প্রেম প্রেমীকে ব্যাকুল করে ও দয়া, স্নেহ. বদান্যতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা নম্রতা নানারূপে প্রকাশ পায়। এরূপ প্রেম কচিৎ—এখানে মানে, পদে, আত্মগৌরবে ও ইন্দ্রিয়-সুখে প্রেমের আধিক্য ও এই ইহার প্রাথমিক অবস্থা। এ অবস্থা হইতে উক্ত উচ্চ অবস্থা যে হইতে পারে, তাহা কোন কোন মহাত্মার চিত্তে ও কার্য্যে প্রতীয়মান। কিন্তু ঐ রূপ মহাত্মারাও স্বীয় প্রেম প্রকাশে পরিতৃপ্ত হয়েন না, তাঁহাদিগের ইচ্ছা যে আরও প্রেমরসে নিমগ্ন হয়েন। তবে প্রেমের কি এই খানে শেষ হইবে, না ইহার ক্রমশঃ উন্নতি?

এখানে পাপ পুণ্যের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হয় না। হয়তো পাপী পাপ করিয়া অন্য কারণবশাৎ কেবল মনেতে ক্লেশ পাইয়া বাহ্য সুখ বৃদ্ধি হয় এবং পুণ্যবান ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্মার্থে অনেক দুঃখ অপযশ ও অপমান ভোগ করে। যদি লোকান্তরে সাধু ও অসাধুর প্রকৃত পুরস্কার ও দণ্ড না হয়, তবে ঈশ্বরের বিচার কোথায়? যদি পর কাল না থাকে তবে যাহাদিগের অকাল মৃত্যু হয়, যাহারা দরিদ্রতাবশাৎ রোগবশাৎ কুসঙ্গবশাৎ জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা কিছুই করিতে পারিল না, তাহাদিগের দশা কি হইবে? তাহাদিগের এখানে যাহা হইল, তাহাই কি হইল —না তাহারা পরকালে উন্নত অবস্থা পাইবে? যদি না হইল, তবে সুবিচার কি রূপে হইল? ঈশ্বর সুবিচারক ও সর্ব্ব মঙ্গলকারী। তিনি পুণ্যবান, পাপী, সবল, দুর্ব্বল, জ্ঞানী, অজ্ঞান, রোগী, অরোগী, শিশু, যুবক ও প্রাচীন সকলেরই ঈশ্বর। সকলেই তাঁহার নিকট হইতে কৃপা ও ক্ষমা সংযুক্ত বিচার পাইবে। সকলই জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে ও পবিত্রতাতে উন্নত হইবে ও কি বিলম্বে কি আশু বিহিত কালে সকলেই আনন্দসুধা পান করিবে। পরলোক এই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ইহলোক শরীরময়—পরলোক আত্মময়—ইহ লোক পর লোকের সোপান,—ইহলোকে প্রথমাবস্থা, প্রস্তুতকরণ অবস্থা, পরলোক সংশোধন বর্দ্ধন ও আনন্দাবস্থা।

(৪) আত্মাঘটিত প্রমাণ। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি আত্মার অবিনাশিত্ব জ্ঞান ও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ। এই তিন জ্ঞান ঈশ্বর যেন মনুষ্যের আত্মাতে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন। এই জন্য সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব জাতির মধ্যে এই কয়েক জ্ঞানের চিহ্ন ও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বর কিরূপ তাহা যেমন আত্মা জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে উচ্চ হইবে তেমনি স্থির হইবে, সেইরূপ লোকান্তর গমন করিলে আত্মার কি রূপ গতি হইবে তাহাও আত্মার উচ্চতানুসারে কত দূর জানা যায়।

(১) আত্মার অবিনাশিত্ব জ্ঞান যে আত্মার দ্বারা জানা যায় তাহার প্রমাণ কি? ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শরীর রক্ষার্থে প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মার বাসনা ও প্রকৃত ভাব আত্মার পোষণার্থে অর্পিত হইয়াছে। পরমেশ্বর সত্য—তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাই সত্য, মিথ্যা কখনই হইতে পারে না। তিনি চক্ষু দৃষ্টির জন্য করিয়াছেন,—কর্ণ শ্রবণ জন্য করিয়াছেন, নাসিকা ঘ্রাণ জন্য করিয়াছেন, জিহ্বা আস্বাদন জন্য করিয়াছেন ও ত্বক্ স্পর্শ জন্য করিয়াছেন। যাহা দিয়াছেন তাহার উপযোগিতা অবশ্যই আছে, তাঁহার সৃষ্টি অপ্রয়োজনীয় ও ব্যর্থ কখনই হইতে পা না।

পরলোকে সুখভোগ আত্মার প্রকৃত বাসনা ও ভাব,—তাহা যদি না হয় তবে পারলৌকিক সুখার্থে এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত কঠোরতা, এত ব্যাকুলতা, এত ব্যগ্রতা কেন? লোকে কেন সংসার ত্যাগ করে? কেন ধন মান ও পদ বিসর্জ্জন দেয়? কেন অরণ্যে বাস করিয়া কঠোরতা সহ্য করে? কেন তীর্থাদি ভ্রমণ করে? কেন নিরাহারী থাকে? কেন অসীম অপমান ও ক্লেশ স্বীকার করে, কেন সর্ব্বস্ব পণ করে, কেন আপন জীবন প্রদানে উদ্যত হয়? উক্ত বাসনা ও ভাব সকলেতে সমান হয় না, কিন্তু কাহার ইচ্ছা নয় যে পরলোকে সুখ ভোগ করিব? বিশেষতঃ নারীগণকে দেখ—ইহারা পুরুষ অপেক্ষা অকপট, ইহাদিগের মধ্যে এ বাসনা ও ভাব কি প্রবল? যাহারা বেভিচারিণী তাহারাও পাপ বিমোচনার্থে পূজা করে ও তীর্থাদি ভ্রমণ করে। পাপিরাও পরকাল চিন্তনে ক্ষান্ত নহে; যে সকল মনুষ্য পাপাচারী তাহারাও পূজা আহ্নিক যাগ যজ্ঞ কেন করে?

(২) আত্মার আর কি ভাব? পাপ করিলে আত্মা ভয়, গ্লানি ও যন্ত্রণায় কেন দগ্ধমান হয়? যদি আত্মা অমর নহে তবে ভাবি ক্লেশের ভাবনার কি প্রয়োজন? পাপীদিগের অনেক পাপ প্রকাশ হয় না ও রাজপুরুষদিগের নিকটে দণ্ডনীয় না হইতে পারে, তথাচ যখন পাপীরা বিরলে থাকে তখন তাহারা কেন অস্থির হয়—কেন তাহারা এক এক বার কদলী বৃক্ষের ন্যায় কম্পমান, কেন তাহারা নিদ্রান্বিত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠে—কেন তাহারা সদা অন্যমনা ও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ?

যাহা সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতির বিশ্বাস, যাহা আত্মার প্রকৃত বাসনায় ও ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সত্য। তাহা যদি মিথ্যা বল তবে পরমেশ্বরের কার্য্য মিথ্যা। যদি উপরোক্ত অন্যান্য প্রকার প্রমাণ অগ্রাহ্য হয় তথাচ আত্মঘটিত প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতে পারে না। আত্মাঘটিত প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। যদি সম্মুখে মৃতব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় তাহাও অগ্রাহ্য হইতে পারে কারণ চক্ষুর ভ্রম হইলে হইতে পারে কিন্তু আত্মার দ্বারা যাহা আমি জানি ও আমার ন্যায় অন্যান্য লোকে জানে ও সমস্ত জগৎ জানে তাহা অকাট্য, তাহাই ধ্রুব, তাহাই নিশ্চিত।

আত্মার অবিনাশিত্ব আত্মার অন্যান্য গতি ও শক্তির দ্বারা প্রমাণ হইতেছে—আত্মার যে অদ্ভুত শক্তি তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে এমন এমন অনেক ঘটনা হইয়াছে যে মনুষ্য নিদ্রিত অবস্থায় ভ্রমণ ও অন্যান্য কার্য্য করিত। যদি চক্ষু মুদ্রিত, তবে কাহার দ্বারা দৃষ্ট হয়? ইহাকে ইংরাজিতে সমনেম্বিউলিজম্ বলে। তাহার পর ক্লারভোএন্স আবিষ্কৃত হয়। এ অবস্থায় শারীরিক কার্য্য স্থগিত, চক্ষুও নিমীলিত কেবল মননেত্রের দ্বারা নিকট ও দূর বস্তু সকল দর্শন হয়, অন্যের মনের কথা জানা যায়, বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা ব্যক্ত হয়, এবং আপনার ও অন্যের শারীরিক অবস্থা যথার্থ বোধ হয়।* এই ক্লারভোএন্স দ্বারা অনেক পাপকারী ধৃত হইয়াছে ও রোগী আরোগ্য হইয়াছে। এ শক্তি বিশেষ বিশেষ লোকেয় আছে কিন্তু কি প্রকারে ইহার উদ্দীপন হয় তাহা বলিতে অক্ষম। † যখন কোন ব্যক্তি এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন শরীরের চেতনা থাকে না,

* Dr. Gregory's Letters on Animal Magnetism.

† "Somnambulism is a phenomenon still more astonishing (than dreaming).

শরীরেতে অগ্নি অথবা অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, ক্লেশ বোধ হয় না। পূর্ব্ব কালে যোগীরা এই ক্লাবভোএন্ট অবস্থা প্রাপ্তি জন্য সোমলতা * পান করিতেন। যোগের অভিপ্রায় সমাধি অর্থাৎ বাহ্য বস্তু হইতে অন্তর হইয়া পরমাত্মাতে মন সংযোগ করা †। যোগ অভ্যাসে আত্মার যে অদ্ভুত শক্তি হয় তাহা যোগ শাস্ত্র পড়িলে বিশ্বাস হয় না কিন্তু অন্যান্য জাতীয় লোকেরা যে সাক্ষ্য দেন তাহাও আশ্চর্য্য। যখন এপলনিয়স ও ডেমিস এ দেশে আসিয়াছিলেন তখন তাহারা কোন কোন ব্রাহ্মণকে বায়ুতে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। এরূপ এক ঘটনা মাদ্রাজে হয়, যেখানে এক জন প্রাচীন ব্রাহ্মণ গবর্ণরের সম্মুখে বায়ুতে চল্লিশ মিনিট স্থিতি করেন। ‡

In this singular state a person performs a regular series of rational actions, and those frequently of the most difficult and delicate nature; and what is still more marvellous, with a talent to which he could make no pretention when awake. (Cr. Ancillon, Essais Philos. ii. 161.) His memory and reminiscence supply him with recollectiona of words and things which, perhaps, never wrere at his disposal in the ordinary state—he speaks more fluently a more refind language. And if we are to credit what the evidence on which it rests hardly allows us to disbelieve. he haa not only perception of things through other channels than the common organs of sense, but the sphere of his cognition is amplified to an extent far beyond the limits to which sensible perception is confined. This subject is one of the most perplexing in the whole compass of philosophy; for, on the one hand, the phenomena are so remarkable that they cannot be believed, and yet, on the other, they are of so unambiguous and palpable a character, and the witnesses to their reality are so numerous, so intelligent, and so high above every suspicion of diceit, that it is equally impossible to deny credit to what is attested by such ample and and unexceptional evidence." *Sir W. Hamilton's Lectures on Metaphysics and Logic, vol. ii. p. 274.*

---

* Prepared partly from Asclepias acida or Cyanchum Viminale. See Voigt's Hortus Suburbanus Calcuttensis.

† According to Colebrooke, the spirit so long as the doors, or senses of the body are open, has no essential personality, for the senses are divided and act separately, but so soon as these are closed the soul retires to the cordaic region, there awakes and its faculties become one common sense which perceives and converses with Diety.

Howitt's History of the Supernatural.

‡ I have seen, said Appollonius of India dwelling on the earth and not on the earth. Damis says he had seen them elevated two cubits *above the surface of the earth, walk in the air.*

Howitt's History of the Supernatural.

The length of time of which he can remain in his serial station is

যোগের দ্বারা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেলেনস চিতারোহণ করিয়া আলিক্জণ্ডরকে বলেন যে, আমার মৃত্যুর পর তিন দিবসের দিন পরলোকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইংরাজী ১৭৬৬ সালে ফারবস সাহেব বোম্বে যান, তৎকালে হাজেস্ কোন দোষ জন্য কোম্পানির কর্ম্মচ্যুত হন। তিনি একজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের সহিত আত্মীয়তা করিয়াছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন ও বলেন যে তিনি তিলিচেরি ও সুরটের কালেক্টর ও পরে বোম্বের গবর্ণর হইবেন। হাজেস এই কথা সকলকে বলিতেন কিন্তু মনে বিশ্বাস করিতেন না। পরে হাজেস সাহেব টিলিচেরি ও সুরটের কালেক্টর হয়েন কিন্তু স্পেনসর সাহেব বোম্বের গবর্ণর হওয়াতে হাজেস সাহেব কর্ম্মচ্যুত হয়েন, তখন অতিশয় ভগ্নাশ হইয়া বিলাত যাইবার উপক্রম করিলেন ও ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা কই ঘটিল? ব্রাহ্মণ বলিলেন যাহা বলিয়াছি তাহাই ঘটিবে। অনন্তর বিলাত হইতে স্পেনসর কর্ম্মচ্যুত হইলেন ও হাজেস বোম্বের গবর্ণর পদ পাইলেন। ১৭৭১সালের পর হাজেস সাহেবের কি হইবে তাহা ব্রাহ্মণ ব্যক্ত করেন নাই, জিজ্ঞাসিত হইলেও উত্তর দিতেন না। ঐ সালেতেই হাজেসের হটাৎ মৃত্যু হয়। ফারবস্ ঐ ব্রাহ্মণের আর এক কথা লেখেন তাহাও শুনা কর্ত্তব্য। বিলাত হইতে একজন সাহেব আপন বিবি লইয়া বোম্বে আইসেন। আপন পত্নী এক বন্ধুর নিকট রাখিয়া সুরাটে গমন করেন। যে দিবসে ঐ বিবি আপন স্বামীর নিকট যাইবেন তাহার পূর্ব্ব রাত্রে বিবির সম্মানার্থে উক্ত বন্ধু কতক গুলিন লোককে নিমন্ত্রণ করেন; তাহাদিগের মধ্যে ঐ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিচিত হইলে জিজ্ঞাসিত হন যে এই সাহেব ও বিবি যাহারা সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন, ইহাদিগের ভাবি ঘটনা কি হইবে? ব্রাহ্মণ নিরীক্ষণ করত কহিলেন—এই বিবির সুখের শেষ হইয়াছে এক্ষণে যে দুঃখ উপস্থিত হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর বিবি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার স্বামীর ঘোরতর পীড়া, ও যখন তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।*

যোগের দ্বারা আত্মার স্বতন্ত্রত্ব ও প্রাধান্য তাহাও ইংরাজি সাক্ষ্য দ্বারা সংস্থাপিত হইতেছে। পঞ্জাবে কাপটান আসবরণ সাহেব স্বয়ং দাঁড়াইয়া এক জন ফকিরকে বাক্সের ভিতর পুরিয়া ভূমির ভিতরে গাড়ান এবং সমাধির উপর যব বুনাইয়া দেওয়ান। ঐ যব পক্ক হইলে কাটা হয়, তাহার পর উক্ত সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বাক্স তোলান ও ফকিরকে জীবিত দেখেন। †

পূর্ব্বে এদেশে যেরূপ যোগ বা সমাধি অবস্থায় যোগী আনন্দিত থাকিয়া অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতেন সেইরূপ বর্ণন অন্যান্য দেশেও

considerable. The person who gave the above account says that he remained in the air for twelve minutes, but before the Governor of Madas he continued on his baseless seat for *forty minutes*. *Asatic Monthly Journal for March 1829.*

* Forbes' Oriental Memoirs, London 1813.

† Osborne's Court and Camp of Runjeet Singh.

পাওয়া যায়। বিলাতে ডাক্তার হেডক সাহেবের বাটীতে এক বিবি থাকিতেন, * তাঁহার লেখা পড়া যৎসামান্য কিন্তু তাঁহার ক্লারভোএণ্ট অবস্থা হইত, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি নানা প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক কথা বলিতেন। পরলোক বিষয়ক তিনি এই বলেন যে স্ত্রী পুরুষ মৃত্যুর পর স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ করে ও আপন আপন স্বভাব অনুসারে সংযুক্ত হয় অর্থাৎ যে উত্তম সে উত্তমের সহিত মিলে, যে অধম সে অধমের সহিত মিলে। যে সকল শিশু এখান হইতে গমন করে তাহারা লোকান্তর শীঘ্র বর্দ্ধনশীল ও শিক্ষিত হয়। পরলোক অধিক দূরে নয়,—পৃথিবীর নিকটেই। বাহ্য জ্ঞান শূন্য ও আন্তরিক জ্ঞান উজ্জ্বল হইলে ঐ লোক দৃষ্ট হয়। পরলোক উত্তর উত্তর শ্রেণীতে বিভক্ত। যিনি সেখানে গমন করেন তিনি আনন্দ পূর্ব্বক আহূত হয়েন কিন্তু অধম উত্তম লোকের সহিত সহবাস করিতে পারে না, তাহারা আপনা আপনি নামিয়া আইসে। এইরূপ অনেক কথা আছে। সকলে সকল বিশ্বাস করে না কিন্তু যাহা এক্ষণে অবিশ্বাস্য, পরে তাহা বিশ্বাস্য ও যে সকল লোক পাণ্ডিত্য অভিমানে কোন কোন কথা লইয়া পরিহাস করে, তাহারাই সময়ে সময়ে ঐ অভিমান শূন্য অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থায় সেই সকল কথা প্রকারান্তরে কিছু না কিছু মান্য করে।

মা! উত্থান কর। শান্ত ও সমাহিত হও। বিয়োগ ক্ষণিক, সংযোগই দীর্ঘকালের জন্য। যে কিছু পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, কত শীঘ্র তাহা সংযুক্ত হইতেছে। সংযোগেতেই এই অনন্ত সৃষ্টি নিয়োজিত হইতেছে। কোটি কোটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে ও ঐ সকল পুষ্পের রেণু বায়ু দ্বারা সহস্র সহস্র ক্রোশান্তরে প্রেরিত হইতেছে, তথাচ ঐ রেণু সকল যে পুষ্পকে ফলবান্ করিতে পারে তাহাতেই বায়ু দ্বারা আবার সংযুক্ত হইতেছে। যখন সেই প্রেমাধার পুষ্প রেণুর প্রেম পরিতৃপ্তি করিতেছেন তখন তুমি কি নয়নবারি প্রদান করিয়া সান্ত্বনা বারি পাইবে না? তোমার পুত্র জন্য স্নেহ, প্রেম ও রোদন কি ব্যর্থ হইবে? তুমি অবশ্যই আপনার অঞ্চলের ধন পাইবে—তুমি তোমার পুত্র জন্য ব্যাকুল কিন্তু তোমার পুত্র আনন্দ নিকতনের অধিকারী হইয়া তোমার আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন ও বলিতেছেন—মাতা রোদন করিও না, মৃত্যুতে আমার লাভ,—আমার আনন্দ—আমার সুখ।

এই সকল কথা শেষ হইলে প্রেমানন্দ করজোড়ে উপাসনা করিলেন।

হে মঙ্গলদাতা! আমাদিগের কি সাধ্য যে তোমার সকল কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারি কিন্তু এই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি যাহা কর তাহা আমাদিগের মঙ্গলের জন্য। শোক যাহা প্রেরণ কর তাহা একভাবে থাকিলে আমরা ক্ষিপ্ত হইতে পারি কিন্তু কালেতে তাহার উগ্রতা খর্ব্ব কর ও ঐ শোকের দ্বারা আত্মার গম্ভীর ভাব উদ্দীপন করিয়া দেও, তখন যে পিপাসা উৎপত্তি হয় তাহার পরিশান্তি কেবল তোমার ধ্যান। যদি আমরা কেবল ইহলোক জন্য সৃষ্ট হইতাম, তবে বিপদ, বিষাদ, রোগ, শোক ভয়ানক ও অসহ্য হইত কিন্তু তুমি আত্মার দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছ—বৎস, ভীত হইও না। তোমরা অমর, মৃত্যু মৃত্যু নহে, মৃত্যু পুনর্জ্জন্ম। ভূমণ্ডলে রাখিয়া তোমাদিগকে

* **Haddock's Somnolism and Psycheism.**

দিব্য ধাম জন্য প্রস্তুত করিতেছি, আমার কার্য্য পর্য্যায়ক্রমে। তোমাদিগকে নানাপ্রকারে সুখী করিয়াছি। দুঃখ যাহা পাইতেছ তাহা তোমাদিগকে চেতন জন্য, শিক্ষা জন্য, সংশোধন জন্য, উন্নতি জন্য, মঙ্গল জন্য। এই দুঃখে পতিত হইয়া ঐ সকল ফল লাভ কর ও অকপট ও বিনীত চিত্তে আমাকে স্মরণ করিয়া আমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে যত্নবান হও। পরে আমি সকল দুঃখ, সকল ক্লেশ, সকল শোক বিমোচন করিব, তোমাদিগের হৃত ধন তোমাদিগের হস্তে পুনর্ব্বার দিব ও যে ধামের তোমরা অধিকারী সেই ধামই পাইবে, সেখানে আনন্দ প্রবাহিত হইতেছে ও আত্মার সকল কামনা, সকল ক্ষুধা, সকল তৃষ্ণা ক্রমে পরিতৃপ্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরলোক।

রাগিণী মুলতান।—তাল আড়া।

সুখ ধামে যাবে যদি কর আয়োজন।
ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অভ্রান্তে গমন॥
ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম,
এইখানে সেই ধাম,
করাইবে প্রদর্শন।
ভক্তির করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি,
ভক্তিতেই পাবে মুক্তি,
এই স্থির কর মন॥

রাগিণী পরজ।—তাল আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক।
যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহলোক।
যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়,
সে আলয়ে বিরাজে
যতেক পুণ্যশ্লোক॥
কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা;
সুখ রসে ভাসে সদা
নাহি দুঃখ শোক।
সবাকার এই চিত, কিসে হবে পরহিত,
প্রেমে বিগলিত হয়ে
ভ্রমে ঐ লোক॥
হলে প্রেমের প্লাবন, করে তাঁরা দর্শন,
নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্ম,
আলোক আলোক।
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক,
কি হইবে ভাবিলে
কেবল ইহলোক॥ গীতাঙ্কুর॥

গৃহস্বামিনী অতি গুণবতী ধীরা ও ভর্ত্তা কর্ত্তৃক সদুপদেশ পাইয়া সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। সদালাপে তাঁহার সর্ব্বদাই অনুরাগ ছিল এবং যাহা শ্রবণ করিতেন তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। গত কল্যের সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মনেতে নানা ভাব উদয় হইতে লাগিল। এক একবার মৃত পুত্রকে যেন সম্মুখে দেখেন ও বোধ করেন যে পুত্র জীবিত আছে—এক এক বার মনে স্থির হয় যে পুত্র আর নাই ও শোকেতে নিমগ্ন হয়েন—এক এক বার ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া চিন্তা করেন, পুত্রতো ঈশ্বর-আদেশে দিব্য ধামে গমন করিয়া সুখে আছেন ও যাহা ঈশ্বর করেন তাহা কখনই অমঙ্গল হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে যদি আমাদিগের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন না হয় তবে আর তাঁহার প্রতি কি ভক্তি করিলাম? এই সকল ভাব দুঃখিনী মাতার চিত্তেতে উদয় হইতেছে, ইত্যবসরে গৃহস্বামী জ্ঞানানন্দ ও

প্রেমানন্দকে লইয়া পত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—মা! কেমন আছ? আমি অহরহ প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হও। গৃহস্বামিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল বিমোচন করত বলিলেন—বাবা! তোমরা এ দুঃখিনীর জন্য যে কাতর তাহাতে মনে হয় যেন আমার হৃত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাদিগের মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে আমার হৃদয় শীতল হয়। ভাল বাবা! পরলোক কোথায়, ইহা কি কেহ স্থির করিয়াছে?

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা! এ প্রশ্ন কঠিন কিন্তু দুই এক জন বিজ্ঞ লোক যাহা লেখেন তাহা বলি শুন। অদ্য রাত্রিতে মেঘ নাই—তারা সকল হীরকের ন্যায় প্রজ্বলিত। দেখ ঐ দিকে কতকগুলি তারা আকাশ ব্যাপিয়া আছে তাহাদিগের নাম গেলক্সি বা মিল্কিওয়ে অথবা ছায়াপথ। খগোল-বেত্তারা দূরবীক্ষণ দ্বারা এই তারার মধ্যে যে সকল তারা কোন ক্রমে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে দিব্য ধাম বোধ করেন।* যাহারা পরলোক বিষয় চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহেন যে পরলোক নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—যত উচ্চ ততই জ্ঞানময়, ততই প্রেমময়, ততই পবিত্র, ততই রমণীয়। যেমন আত্মা সূক্ষ্ম পদার্থ তেমনি পরলোক সমস্ত বাহ্য বস্তুর সূক্ষ্ম পদার্থে নিৰ্ম্মিত এবং এমন অপূর্ব্ব ও মনোহর যে চক্ষে কখন দেখে নাই—কর্ণে কখন শুনে নাই। ঈশ্বর স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যাহার যে উপযোগিতা তাহা তাহাকে দিয়াছেন। মীনকে জল দিয়াছেন, পশুকে বন দিয়াছেন, উদ্ভিদকে ভূমি দিয়াছেন, শরীরকে পৃথিবী দিয়াছেন ও আত্মাকে পরলোক দিয়াছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি যেন এক সোপানের উপর আর এক সোপান। কোন কোন প্রস্তর কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইলে উদ্ভিদের ন্যায় বোধ হয়—কোন কোন উদ্ভিদ পশুরাজ্যতে মিলিত হয় এবং কোন পশু বুদ্ধিতে মনুষ্যের শ্রেণী প্রায় প্রাপ্ত হয়। উচ্চতা ক্রমশঃ কিন্তু মনুষ্যের পর যদি ঈশ্বর হয়েন তবে ব্যবধান কি অসীম! মনুষ্যের পর মধ্যবর্ত্তী লোক অবশ্যই আছে অতএব পরলোক যে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত তাহা সৃষ্টির উপমিতি প্রমাণে স্পষ্ট বোধ হয়। যাঁহারা বলেন যে পরলোক সূক্ষ্ম পদার্থে নির্ম্মিত তাঁহাদিগের মর্ম্ম এই যে চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতেই অদৃষ্ট ভাবে এক এক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। অগ্নি অন্যান্য বস্তুকে স্ফীত করে, লৌহ চুম্বক পাথরের সহিত সংযুক্ত হইলে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়—চুম্বক পাথর দূরস্থ লৌহকে আকর্ষণ করে। যে বিদ্যুৎ মেঘের দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই বিদ্যুৎ সমুদ্রের কোন কোন মৎস্য জলকে আঘাত করিয়া প্রকাশ করে। এইরূপ সৃষ্টির সকল বস্তুতে এক এক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। এই সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা বাহ্য রাজ্যের নানা কার্য্য হইতেছে এবং ইহার পর্য্যবসান পরলোকই সম্ভব। পরলোকই আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেমন দিক্‌দর্শন-শলাকা দিক্‌দর্শন করায় তেমনি পরলোক যে আত্মার মাতৃদেশ তাহা আত্মার ভাবেতেই জানা যায়। যখন আমরা কোন মনোহর স্থানে গমন করি, ও নানা রম্য দৃশ্য দেখি—নীলাবৃত গিরি, হরিৎ বর্ণ শস্যতে পরিপূর্ণ প্রশস্ত ভূমি, সুচারু বৃক্ষাদি মরকত পল্লবে শোভিত ও নানা বর্ণ ফুলে ও

* Nichol's Architecture of the Heavens and Davis' Harmonia vol. V.

ফক্কে আবৃত,—সুরম্য সরোবর, নির্ম্মল বারি, সমীরণে আনন্দিত,—সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে, আকাশ গলিত স্বর্ণ বিশেষ—মেঘ সকল যেন মণি মাণিক্য সাগরে স্নাত হইয়া ক্রীড়ামান—যখন আমরা এই সকল রম্য দৃশ্য দেখি, তখন আমরা বলি—আহা! এই স্থান স্বর্গ বিশেষ। যখন আমরা কোন অপূর্ব্ব সংগীত শ্রবণ করি—যে সংগীত শ্রবণে আত্মা ভক্তি ও প্রেমে প্লাবিত হয়—তখন আমরা বলি যে এই সংগীত প্রকৃত স্বর্গীয় সংগীত—দেবতারা বুঝি এইরূপ গান করিয়া থাকেন। যখন আমরা ঈশ্বর বা ধর্ম্ম বিষয়ক কোন উপদেশ শুনি ও সেই উপদেশ যদি চিত্ত উৎকর্ষক হয় অর্থাৎ তাহাতে চিত্তেরও গম্ভীর ভাব উদিত হয়, তখন আমরা বলি এই উপদেশ স্বর্গীয় উপদেশ—ইহা দেববাণী। যখন আমরা কোন ধর্ম্মপরায়ণকে ধর্ম্মে মগ্ন দেখি—ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত, পরহিতার্থে ব্যাকুল, পবিত্র চিন্তা পবিত্র বাক্য ও পবিত্র কার্য্যে রত, তখন আমরা বলি এই ব্যক্তি স্বর্গীয় লোক। যখন আমরা কপটতাশূন্য, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে প্রেমী, সদা সন্তুষ্ট, সকলেরই প্রতি প্রীতি ভাব ধারণ করি তখন স্বর্গের অস্তিত্ব আত্মাতেই প্রতীয়মান। স্বর্গই আত্মার প্রকৃত নিকেতন—স্বর্গই আত্মার স্বদেশ। ভ্রমণকারী অনেক দেশ ভ্রমণ করেন—কত কত নদ নদী, গিরি গুহা, বন উপবন, কানন উদ্যান, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা মানমন্দির, সুড়ঙ্গ, নানা প্রকার পশু, নানা প্রকার পক্ষী, নানা প্রকার পতঙ্গ, নানা প্রকার উদ্ভিদ বৃক্ষ লতা গুল্ম, নানা প্রকার পৃথিবীর গর্ভস্থ বস্তু,—সকলই স্রষ্টার অপার মহিমা প্রকাশক, এই সকল দেখিয়া ও নানা জাতীয় রীতি নীতি ও ব্যবহার অবলোকন করিয়া ভ্রমণকারী জ্ঞান সংগ্রহে নিমগ্ন থাকেন। মধ্যে মধ্যে স্বদেশের চিন্তা ও আপন পরিবারের কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হয়েন। যখন স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত তখন তাঁহার চিত্ত কিরূপ হয়? সর্ব্বদাই মনে হয় কবে যাত্রার দিবস হইবে? যানে আরূঢ় হইলে তাঁহার মনচক্ষু স্বদেশে ধাব-মান হয়। কতক্ষণে সেখানকার ঘাট অট্টালিকা ও মন্দির নয়নগোচর হইবে, এই অহরহ চিন্তা এবং যখন স্বদেশ দৃষ্টিগোচর হয় তখন কি আনন্দ! আত্মার স্বদেশ স্বর্গ। যখন আত্মা শরীর হইতে বিমুক্ত হয় তখন তাহার সে রূপ আনন্দ। মৃত্যু কালে শারীরক পীড়া জন্য শারী-রিক ক্লেশ হইতে পারে কিন্তু পবিত্র আত্মার বিয়োগে প্রকৃত আনন্দও প্রায় সকলকারই মৃত্যুর অগ্রে শারীরিক ক্লেশ বিগত হয়। যেমন জলের সহিত জলের মিলন, তৈলের সহিত তৈলের মিলন, ধাতুর সহিত ধাতুর মিলন, বায়ুর সহিত বায়ুর মিলন, অগ্নির সহিত অগ্নির মিলন, তেমনি আত্মার সহিত পরলোকের মিলন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মৃত্যু জীবনের রূপান্তর। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকে। যখন মাতা ঐ সন্তানকে গর্ভে ধারণ না করিতে পারেন তখন সন্তান প্রসব হয়। আত্মা তেমনি শরীরে থাকে। শরীর আত্মাকে ধারণ করে, অশক্ত হইলে আত্মা শরীর হইতে প্রসবিত হয়। সন্তানের প্রসব আমরা দেখিতে পাই। আত্মার প্রসব আমা-দিগের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু যাহা অদ্রষ্টব্য তাহা অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। যাঁহাদিগের অন্তর দৃষ্টি প্রকাশিত তাঁহারা অশরীর আত্মার গতি দৃষ্টি করিলে করিতে পারেন। ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী। শরৎকালে বৃক্ষ পল্লবহীন ও বসন্তে পুনঃ পল্লবিত। যখন বৃক্ষ ক্ষয়শীল তখন যে পদার্থে বৃক্ষ সচেতন

ছিল, যাহার দ্বারা ইহার পল্লব, ফুল ফলে সুশোভিত সে পদার্থ কি নষ্ট হয় না? শুষ্ক পল্লবাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়? চেতন পদার্থের নাশ নাই—অচেতন পদার্থেরও নাশ নাই। চেতন পদার্থ অদৃষ্ট ভাবে থাকিয়া অন্যান্য বীজকে অঙ্কুরিত করে ও অচেতন পদার্থ মৃত্তিকা-রূপ ধারণ করিয়া অন্যান্য উদ্ভিদের সহিত মিলিত হয়। এক বস্তুর সহিত অন্য এক বস্তুর যে সম্বন্ধ কেবল তাহারই পরিবর্ত্তন ও সে পরিবর্ত্তনও ক্ষণিক। অদ্য কল্য, প্রাতঃকাল সন্ধ্যা, আরম্ভ শেষ, এই সকল আমাদিগের অল্প জ্ঞান জন্য আমরা প্রভেদ করিয়া থাকি। ঈশ্বরের সময়ের —কালের কিছুই ভিন্নতা নাই—তিনি অনাদি অনন্ত,—তাঁহার সর্ব্বকাল সম কাল। অনন্ত-কালের সাগর তাঁহার করতালিতে—তিনি কিছুই বিনাশ করেন না ও যাহা আমরা মৃত্যু বলি তাহা জীবনের রূপান্তর। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আত্মা অমর। যদি আত্মা অমর তবে তাহার বাসস্থান কি নাই? যদি আত্মার বাস-স্থান না থাকে তবে আত্মার অবিনাশিত্বের কি প্রয়োজন? আত্মার উন্নতি সাধন জন্যই আত্মার বাসস্থানের আবশ্যক। আত্মার অবিনাশিত্ব স্বীকার করিলে, পরলোক মানিতে হইবে নতুবা মৃত ব্যক্তিরা কোথায় গমন করে ও পরে তাহাদিগের কি গতি হয়? পরলোকের অস্তিত্ব সকল জাতিতে স্বীকার করে, কিন্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান সকলের সমান নহে। মৃত্যুর পর আত্মা কি কাল নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে ও বহু কালের পর চেতনা পাইয়া মৃতশরীর সহিত সংযুক্ত ও পাপ পুণ্যের ফলভোগী হইয়া হয়তো অনন্ত নরক নয়তো অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে? যেরূপ পরমেশ্বরের ভাব সে অনুসারে ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরমেশ্বরের সৃষ্টি ক্রমশঃ উন্নত। পঞ্চ ভূত, ধাতু, উদ্ভিদ, পশু, মনুষ্য, সাধু, দেবতা ইত্যাদি। তিনি এমনি দয়ালু যে তাঁহার সর্ব্বদাই এই বাসনা যে একটি প্রাণীও অসুখী না হয়। এজন্য পুণ্য-কর্ম্মের ফল নির্ম্মল আনন্দ ও পাপ কর্ম্মের ফল ঐ আনন্দের ক্ষতি ও আন্তরিক তাপ বিধান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এখানে পাপ করণান-ন্তর অনুতাপিত হয় তাহার আত্মা পুণ্য ভাব ধারণ করে। পাপ মানসিক পীড়া, অনুতাপ মানসিক ঔষধ, অনুতাপে আত্মা ধৌত ও পরিষ্কৃত হয়। যাহার অনুতাপ এখানে কোন মতে না জন্মে তাহার অনুতাপ পরলোকে অবশ্যই হইবে। এই কারণে মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। মৃত্যুতে পুণ্যবানের সাংসারিক দুঃখ ও শোকের শেষ ও প্রচুর আনন্দ লাভ এবং পাপীর শিক্ষা ও সংশোধন, ও ক্রমে ধর্ম্মে উন্নতি। যে পর্য্যন্ত আত্মা মৃত শরীর সংযুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত আত্মা কি ভাবে থাকিবে? যদি এরূপ ধার্য্য হয় যে আত্মা পাপ পুণ্য ফল ভোগ বিচারের দিবসে উত্থান করিবে তবে পরলোকে আত্মার উন্নতি সাধন কিরূপ হইল? পরমেশ্বর যেরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় যেরূপ তাহাতে আত্মার উক্ত প্রকার গতি সম্ভবে না। তিনি যাহাই করেন তাহাতেই অসীম বিচার, অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম ও অসীম ক্ষমা প্রকাশিত। তাঁহার সকল কার্য্যে উন্নত গতি। নিদ্রা ও মৃত্যু ক্ষণিক ও তাহাও উন্নতির প্রতিপালক, কারণ নিদ্রা না হইলে বিশ্রাম হয় না ও বিশ্রাম না হইলে শ্রম হয় না এবং মৃত্যু না হইলে লোকা-ন্তর গমন হয় না ও লোকান্তর গমন না হইলে উন্নতি হয় না। পরলোক কেবল ফলাফল ভোগার্থে সৃষ্ট হয় নাই। পরলোক উন্নতি সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে ও উন্নতি সাধনের সহিত

ফলাফল ভোগ। পরলোকে পুণ্যবান ও পাপীর অবস্থিতি কিরূপে হইবে? যে স্থানে পুণ্যবান গমন করেন সে স্থানে পাপী অবশ্যই যাইতে পারে না। এরূপ সংমিলন এখানেও হয় না। ইহলোক পরলোকের আদর্শ—এখানে পুণ্যবানের পুণ্যবানের সহিত মিলন, পাপীর পাপীর সহিত মিলন। ধর্ম্মবন্ধনই প্রধান বন্ধন। এ বন্ধন না থাকিলে কি স্ত্রী স্বামী, কি পিতা পুত্র, কি ভ্রাতা ভ্রাতা পরস্পর কাহার সহিত প্রকৃত বন্ধন হইতে পারে না। যদি ইহলোকে স্ত্রী ধার্ম্মিকা ও স্বামী পাপী হয় তবে পরলোকে তাহাদিগের কেবল সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আপন আপন চিত্ত ও কর্ম্মানুসারে যথা যোগ্য স্থান পাইবে।

পাপীরা কি অনন্ত নরক ভোগ করিবে? নরক শব্দ পরিষ্কার রূপে বুঝা কর্ত্তব্য। লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে নরকের বর্ণন ভয়ানক। বোধ হয় লেখকদিগের এই অভিপ্রায় যে এরূপ বর্ণনে পাপীদিগের ত্রাস জন্মিবে। কিন্তু ভয়ে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় না, প্রেমেতেই ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, আর এ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনি স্বর্গেতেও আছেন, নরকেও আছেন তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই। যদি নরক তাঁহা ছাড়া হইত তবে উক্ত বর্ণন সম্ভব হইতে পারিত। যখন তাহা নহে তখন এরূপ নরক কি সেই দয়াময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক হইতে পারে? তাঁহার কি এত রাগ, এত দ্বেষ যে পাপ জন্য আমাদিগকে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ঐ ভয়ানক নরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন ও অসীম যন্ত্রণা দিবেন? যদি এরূপ স্থির হয় তবে মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরকে জঘন্য জ্ঞান হইবে। কুপুত্র হইলেও কোন্ পিতা ঐ পুত্রকে জীবনাবধি দণ্ড করেন? যিনি জগৎপিতা—জগন্মাতা, যিনি ঐহিক পিতা মাতার হৃদয়ে স্বীয় কণা মাত্র স্নেহ ও প্রেম প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং স্নেহ, প্রেম, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আধার, তিনি কি আমাদিগকে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত দণ্ড করিবেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অপরিমিত, অসীম ও সম্পূর্ণ ভাব গৃহীত না হয় সে পর্য্যন্ত লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রের তিমিরাতীত হওয়া যায় না। এজন্য ঈশ্বরের গুণাদি এবং আত্মার প্রকৃত ভাবাদি বিবেচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায় সেই উপদেশ ধর্ম্ম বিষয়ের অভ্রান্ত নিয়ামক। তবে যে স্থানে পাপীরা গমন করিবে সে কি রূপ হইতে পারে? সে স্থান শিক্ষালয় বা চিকিৎসালয় এই রূপই হইবে। এতদ্ব্যতিরেকে যে ভয়ানক হইবে এমত সম্ভবে না। এখানে যেমন মূর্খ পুত্র জন্য পিতার অধিক ভাবনা—ও ভাবনা জন্য দুঃখ ও দুঃখ জন্য কৃপা, জগৎ পিতার পাপীদিগের প্রতি ততোধিক কৃপা। তাঁহার এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না যে পাপীরা চিরকাল ক্লেশ পায়। তিনি যাহা ক্লেশ ও দণ্ড প্রদান করেন তাহা তাহাদিগের মঙ্গল ও কিছু কালের জন্য। তিনি পাপী ও পুণ্যবানকে, শিশির, আলোক, বায়ু, বৃষ্টি সমভাবে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার বিচার আমাদিগের বিচারের ন্যায় নহে, তাঁহার জ্ঞান আমাদিগের জ্ঞানের ন্যায় নহে, তাঁহার প্রেম আমাদিগের প্রেমের ন্যায় নহে। তিনি সকলেরই চির মঙ্গলদাতা—তিনি সকলকেই ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আছেন—কাহাকেই পরিত্যাগ করেন না। পাপী পাপ জন্য স্ত্রী কর্ত্তৃক পুত্র কর্ত্তৃক পিতা কর্ত্তৃক মাতা কর্ত্তৃক সকল লোক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে পারে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বর তাহাকে বলেন—বৎস তুমি মলিন ও জঘন্য বটে এ জন্য সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ

করিয়াছে কিন্তু তুমি আমার সন্তান, আমার ক্রোড়ে আইস, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না কোন্ কোন্ ঘটনার দ্বারা ঐ পাপী তাপী হইবে তাহা তিনি ভাল জানেন ও বিহিত সময়ে সেই ঘটনা প্রেরিত হয়। পাপী রোগেতে জর্জ্জর—মৃত্যুকাল উপস্থিত, জীবনাবধি ঈশ্বর চিন্তা করে নাই, উপায় শূন্য, তখন আপন অকপট আত্মার বাণী প্রকাশ করে "দীননাথ রক্ষা কর যা কর তুমিই।" যদি ঈশ্বর পরিত্রাণ না করিবেন তবে অনাশ্রয়ী পাপীর অকপট মনে এমত আশা হয় কেন?

যেরূপ ঈশ্বরের কৃপা ও ক্ষমা তাহা ধ্যান করিলে কাহার না বোধ হইবে যে পাপীও বিহিত কালে পুণ্যবান হইবে ও তৎপর দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যেমন উপর্য্যুপরি দুই সরল রেখা চিরকাল টানা গেলেও কখনই একত্র হইবে না, তেমনি আত্মা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত কখনই হইতে পারে না কিন্তু চিরকাল স্বতন্ত্র, থাকিয়া জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, পবিত্রতাতে, নম্রতাতে ও ঐশ্বরিক গুণে ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ও ও উন্নত হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি পাপীর অনন্ত কাল পর্য্যন্ত দণ্ড না হইল তবে পাপীরই তো জয়? এটি বড় ভ্রম। পাপ অর্থাৎ ঈশ্বর আদেশের বিপরীত কর্ম্ম করা অতি ক্লেশদায়ক। সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান আত্মাতে আছে পাপ করিলেই আত্মার যন্ত্রণা হইতে পারে, সে যন্ত্রণা সাংসারিক গোলযোগে, আমোদ প্রমোদে ঢাকা থাকিতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে বিরল স্থানে ও নিদ্রাকালে পাপীকে অবশ্যই অস্থির করে। পুণ্যবান অসীম সাংসারিক ক্লেশ পাইয়াও পুণ্য কর্ম্ম করা অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলায় যে আনন্দ লাভ করেন তাহার কণামাত্রও পাপীর হৃদয়ে প্রবেশ করে না ও পরলোকে পুণ্যবান যে স্থানে গমন করেন পাপী তাহার নিকটে থাকিতে পারে না। এখানে আনন্দ লাভ ও অন্তে ঊর্দ্ধ গতি এ কি অল্প ফল? পাপী আনন্দশূন্য মনপীড়ায় দহ্যমান, অনুতাপিত, শিক্ষিত—এই প্রকারেই বহুকাল যাপন করিবে। পুণ্যবান উচ্চপদাভিসিক্ত, জ্যোতির্ম্ময় আনন্দে পরিপূর্ণ, আপন জ্ঞান বর্দ্ধন ও প্রেম বর্দ্ধন আহ্লাদে নিমগ্ন। পুণ্যবান যেখানে থাকেন সেইখানেই পূজ্য। পাপী সর্ব্ব স্থানেই হেয় ও পরিত্যক্ত পুণ্যবান ব্যক্তিরা লোকান্তর গমন করিলে তাঁহাদিগের নাম ও কীর্ত্তি জগতে দৃষ্টান্ত ও উপদেশের স্থল হয়—তাহাদিগের জ্যোতি ও উন্নত ভাব অন্যান্য আত্মাতে প্রেরিত হয়। পাপীদিগের নাম ও কর্ম্মাদি শুনিলে কত ঘৃণা ও দুঃখ উপস্থিত হয়।

পাপের পরিত্রাতা কে? পাপের পরিত্রাতা জগদীশ্বর। তিনি অনুতাপ ঔষধেতে পাপবিষকে ক্রমে ধ্বংস করেন। পাপ আত্মঘটিত এজন্য আত্মঘটিত ঔষধের আবশ্যক। পাপী আপন পাপ জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক রোদন করিবে—আপনাকে জঘন্য জ্ঞান করিবে—পাপ হইতে ক্ষান্ত হইয়া পুণ্য কর্ম্মে রত হইবে, তবে তাহার আত্মা পুনসংস্কৃত হইবে। কেবল মৌখিক অনুতাপে পাপ বিমোচন হয় না। পাপ পুণ্য ইচ্ছাধীন, ইচ্ছার পরিবর্ত্তনই অগ্রে প্রয়োজন। সে পরিবর্ত্তন যিনি পতিতপাবন কেবল তাঁহারই ধ্যান ও উপাসনা ও প্রসাদে জন্মে। কেহ কেহ কহেন পাপী তাপী হইল বটে কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পাপ জন্য কি হইবে? পাপ করিলেই যন্ত্রণা ও যে পর্য্যন্ত পাপের স্মরণ থাকে সে পর্য্যন্ত যন্ত্রণার শেষ নাই। ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক যে

অবাধ অনুতাপ ঔষধ ও পুণ্য জ্যোতিতে আত্মা ধৌত, পরিষ্কৃত, সংস্কৃত ও সংশোধিত না হয় সে অবধি পাপের ক্লেশ পাপী অবশ্য ভোগ করিবে। যেমন শরীরের পীড়া না গেলে শরীর আরোগ্য হয় না, তেমনি আত্মার মালিন্য তিরোহিত না হইলে আত্মার শুদ্ধতা হয় না কিন্তু এই শুদ্ধতা আত্মা সম্বন্ধীয় কার্য্যের দ্বারা হইবে ইহা কোন বাহ্য ক্রিয়া অথবা ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহাকে পরিত্রাতা জ্ঞানে কিরূপে হইতে পারে? ঈশ্বর রাগের দেবতা নহেন যে কোন বলিদানে তিনি প্রসন্ন হইলেন। যাহারা বলেন যে বলিদানে ঈশ্বর বশীভূত হয়েন তাহারা ঈশ্বরকে জঘন্য রূপে জ্ঞান করেন। চিত্তের কুপ্রবৃত্তি, কেবল তাহাই বলিদান দিতে হইবে। মনু কহেন,

কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তুসঃ।

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না এ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

আত্মা অনুতাপিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও প্রেমে প্রবল হয় তখন পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য ঘৃণা ও দুঃখ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যেমন এক স্থানে এক বস্তু ব্যতিরেকে অন্য এক বস্তু থাকিতে পারে না, তেমনি আত্মাতে এককালীন এক ভাব ব্যতিরেকে অন্য ভাব স্থায়ী হয় না। যখন আত্মা ঈশ্বরের প্রেমে সদা আনন্দিত তখন অন্য ভাবে সুতরাং বিগত হয়, তখন আত্মার যাবতীয় বৃত্তি ঐ আনন্দের বর্দ্ধক হয়। যদি আত্মার এরূপ গতি না হইত তবে কি আর দুঃখের অন্ত থাকিত? ঈশ্বর প্রেমময় ও তাঁহার কার্য্যও প্রেমময়। আমাদিগের সহস্র সহস্র অপরাধ হইলেও সংশোধনার্থে যথাবিহিত দণ্ড করিয়া তিনি আমাদিগকে চিরসুখ দিবেন—চির দুঃখ কখনই দিবেন না।

প্রেমানন্দ বলিলেন—মা! পরলোক বিষয়ক কথা শুনিলে, এক্ষণে আমার স্তোত্র শুন। হে সম্পূর্ণ ও অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম! তুমি আমাদিগের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছ। তুমি সর্ব্ব গঠনে, সর্ব্ব ক্রিয়াতে সর্ব্ব গতিতে, সর্ব্ব সংযোগে, সর্ব্ব বিয়োগে আছ। চন্দ্রমার শুভ্র জ্যোতিতে নভোমণ্ডল আলোকিত। অসংখ্য তারাতে অসংখ্য সৃষ্টি প্রকাশিত। সকল তারা যেন গম্ভীর মৃদু গতিতে শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এক সূর্য্য, এক চন্দ্র আমাদিগের দৃষ্টি গোচর কিন্তু তোমার রাজ্যে অসংখ্য সূর্য্য ও অসংখ্য চন্দ্র। সূর্য্যের দ্বারা গ্রহাদি উৎপত্তি হইতেছে—গ্রহাদির দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহাদি উৎপত্তি হইতেছে এবং ক্ষুদ্র গ্রহাদির দ্বারা অতি ক্ষুদ্র গ্রহাদি (asteroid) উৎপত্তি হইতেছে। এক অন্যের উৎপাদক ও নিয়ামক অথচ পরস্পর সকলই সংযুক্ত—সংবদ্ধ। এই অনন্ত সৃষ্টি প্রাণীতে পরিপূর্ণ—কি আকাশ, কি বায়ু, কি জল, কি ভূমি সকল স্থানই জড় ও জীবে পরিপূর্ণ—সকলই তোমার কৃপাধীন ও যে কীট ক্ষুদ্রতা হেতুক আমাদিগের দৃষ্টির অগোচর। তাহারও প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি এক নিমিষেও ক্ষান্ত নহে। আমাদিগের সুখের জন্য তুমি কি না করিয়াছ? মানব শরীর রক্ষার্থে বাহ্য রাজ্যের কি সুচারু নিয়ম। মানব শরীর বর্দ্ধন জন্য কত প্রকার আহারের সৃষ্টি! মানব রোগ শান্তি জন্য কত প্রকার ঔষধের সৃষ্টি! মানব শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন জন্য আত্মার কি স্বাভাবিক জ্ঞান! মানব জ্ঞান ও প্রেম বৃদ্ধি জন্য কি

চমৎকার উপযোগীতা ও উৎকৃষ্ট প্রণালী। মানব শ্রেষ্ঠতা এখানে শেষ হয় না এজন্য আত্মা অমর ও পরলোক ইহার সুখ বৃদ্ধির আবাস। তোমার সমস্ত রাজ্য প্রেম ডোরে বদ্ধ। প্রেমই আদি, প্রেমই অন্ত, প্রেমই জীবন, প্রেমই গতি, প্রেমই মুক্তি। হে কৃপাময়। যাহাতে আমরা তোমার প্রেমের কণামাত্র আপন আপন হৃদয়ে গ্রহণ, ধারণ ও বর্দ্ধন করিতে পারি এই কৃপা কর।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম।

রাগিনী সুরট।—তাল আড়া।

মঙ্গল সাধন কর ভাবিয়া মঙ্গলময়।
মঙ্গলে পূরিবে চিত্ত দূরে যাবে দুরাশয়।
পরদুঃখ বিমোচন; পরসুখ বিবর্দ্ধন;
প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে সম্বল হয়।
আর যা ভাব মঙ্গল; সে কেবল অমঙ্গল;
অনিত্য সুখেতে নিত্য না পাবে আনন্দালয়
কি মঙ্গল বরিষণ; করিছেন নিরঞ্জন;
স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রয়।

বাঙ্কিপুর উত্তম স্থান—জল ও বায়ু ভাল কিন্তু তথায় মধুমক্ষিকার চাকের ন্যায় বসতি। কৃষ্ণমঙ্গল বনগ্রাম হইতে বাণিজ্যার্থে উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন—দশ টাকা লাভ করিয়া আনন্দে গান করিয়া যাইতেছেন।

এক সুখের কথা কইতে আলাম, বাবুগো! মোশাইগো। তোমাদের লগে।

গুপ্তিপাড়া নিবাসী এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিতেছে—ওহে সুখ এখানে কোথা পাবা?

কলিকাতা নিবাসী এক ব্যক্তি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতেছেন—যদি না পাবা, তো কি খাবা, আর কোথায় যাবা?

ঢাকানিবাসী কালীকান্ত রায় বলিতেছেন—সুখ দুঃখ সকলই বোলানাথ ও বোগবতীর হস্তে। কোন কর্ম্মে মত্ত হইলে লোকে শীঘ্র ক্ষান্ত হয় না। কৃষ্ণমঙ্গল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মস্তকে হাত দিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতে লাগিলেন—

বুড়ার মচাঙ্গে কেন গাড়ুম গুড়ুম বাজেরে?

গানে উন্মত্ত, কোন দিক্ দৃষ্টি করা নাই। দক্ষিণ দিক বন্য বৃক্ষে আবৃত, সেই দিক হইতে একটা কেউটিয়া সর্প বেগে আসিয়া কৃষ্ণমঙ্গলকে দংশন করাতে অমনি কৃষ্ণমঙ্গল ভূমে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। নিকটস্থ যাবতীয় লোক হাহাকার রবে খেদ করিতে লাগিল! জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ এই ঘটনায় চিন্তিত হইয়া চলিয়াছেন। ইতিমধ্যে ঘোরতর ঝঞ্ঝাবায়ু উঠিল—গঙ্গা সম্মুখে, নৌকা সকল উৎপতিত ও পতিত হইতে লাগিল—নাবিকেরা সামাল সামাল রব করিতেছে—যাত্রীরা ত্রাহি ত্রাহি বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এক খানা নৌকা ডুবিল, ষোল জন যাত্রীর মধ্যে পনের জন সন্তরণ করিতে লাগিল কিন্তু তরঙ্গ ও বায়ু এমনি প্রবল যে তাহারা সকলেই অচিরাৎ জলমগ্ন হইল ও যে জন সন্তরণ জানিত না সে ব্যক্তি জলে পতিত হইয়া অন্য এক নৌকার দাঁড় ধরিয়া অতি ক্লেশে তাহার উপর উঠিয়া বাঁচিল। এদিকে গ্রামের ভিতর কতকগুলি কুটীরে অগ্নি লাগিয়াছে। লোকে আস্তে ব্যস্তে প্রাণ ভয়ে পলাইতেছে। প্রাচীন প্রাচীনা অকম্পিত যষ্টি ধরিয়াও কম্পিত হইতেছে—মাতা স্বীয় স্বীয় বৎসকে বক্ষে কক্ষে

বিলম্ব করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে—পতি-পরায়ণা পতির ছায়াস্বরূপা এই ভাবিতেছে—যদি পতি দগ্ধ হন তবে সহমরণের আর বিলম্ব কেন? ওরে জল নিয়ায়—জল নিয়ায়, গেলরে গেলরে, কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! কেবল এই শব্দ চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কাহার সাধ্য যে নিকটে যায়? অগ্নি হু হু করিয়া গ্রাস করত স্বীয় বীর্য্য ও পরাক্রম বিস্তীর্ণ করিতেছে। কতকগুলি কুটীর পুষ্করিণীর সান্নিধ্যে ও অনেক জলের সাহায্য পাইয়াছিল তথাচ সকলই ভস্মসাৎ হইল। দুই চারি খানি কুটীর যাহার রক্ষণার্থে কিছু যত্ন হয় নাই ও যাহা সকলেই বোধ করিয়াছিল কোন ক্রমেই রক্ষিত হইবে না কেবল সেই কয়েক খানি কুটীর রক্ষিত হইল। বায়ু ক্রমে শান্ত হইল ও সৃষ্টির উগ্র ভাব সমাহিত হইতে লাগিল।

জ্ঞানানন্দ অনুজ ও শিষ্য সহিত নিরব ভাবে ভাবিত আছেন—সকলেই মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছেন। সম্মুখে এক জন পথিক আপনা আপনি বলিতে বলিতে যাইতেছে—"ভগবানের কার্য্য কে বুঝিতে পারে?" এই কথা শুনিয়া জ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি জন্য এরূপ বলিতেছেন? পথিক জিজ্ঞাসকের সুন্দর প্রকৃতি দেখিয়া একেবারে অকপট ভাবে বলিল মহাশয়! তিন দিবস হইল এই পল্লীর একব্যক্তির ঘোরতর পীড়া হয়, বৈদ্য নিরাশ হইলে, রোগীর পরম আত্মীয় এক জন রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করণার্থে আইসেন ও রোগীর ভবনে অবস্থিতি করেন। রাত্রিযোগে ঐ আত্মীয়ের মৃত্যু হইল ও রোগী এক্ষণে আরোগ্য হইয়াছে। আর এক বাটীতে দুই ব্যক্তির এক রোগ হয়—এক জন ধনাঢ্য ও এক জন দরিদ্র। ধনাঢ্যের জন্য নানা প্রকার চিকিৎসা ও ব্যয় হয় ও তাহার গৃহ বৈদ্য, আত্মীয় ও দাস দাসীতে পরিপূর্ণ ছিল। দরিদ্রের ঔষধ, পথ্য ও তত্ত্বাবধান কিছুই হয় নাই কিন্তু ধনাঢ্য লোকান্তর গমন করিয়াছে, দরিদ্র আরোগ্য হইয়াছে।

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—সকলই ভগবানের ইচ্ছা ও যাহা তাঁহার ইচ্ছা তাহাই আমাদিগের শুভ।

যেমন রাত্রির পর দিবা, কৃষ্ণ পক্ষের পর শুক্ল পক্ষ, শীত-ঋতুর পর বসন্ত ঋতু, তেমনি উগ্রভাবের পর শান্তভাব। দিবস উগ্রভাবে গিয়াছে—দিবার অপ্রকাশিত কোমলতা যেন রাত্রির জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। যখন চন্দ্রমার উদয় হইল ও অগণ্য, অসংখ্য তারা যূথে যূথে স্রষ্টার গুণ গানে সংমিলিত হইল—যখন আকাশ পরিষ্কার ও শুভ্র ভাব ধারণ করিল ও মেঘ সকল যেন স্বীয় স্বীয় তিমির জন্য লজ্জায় অন্য স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, তখন এই বিমল দৃশ্য দর্শন করিয়া কে না মনে করে যে এই বিভাবরী চিরস্থায়ী হয়? ভগবদ্‌বিষয়ক কথা বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ রূপে সংলগ্ন হয়। স্থান বিশেষে সময় বিশেষে জানিবার ইচ্ছা ও উপদেশ দেওন ইচ্ছা, এই দুই ইচ্ছারই স্রোত প্রবাহিত হয়। রামানন্দ বলিলেন—মহাশয়! অদ্যকার ঘটনা সকল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম কিরূপ? জ্ঞানানন্দ বলিলেন এ প্রশ্ন সহজ নহে। যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানি তাহা বলি শুন।

সর্প দংশনে এই উপদেশ পাইতেছি যে কখন আমাদিগের সম্পদ কখন বিপদ তাহা কিছুই জানি না, অতএব সর্ব্বদা শান্ত সমাহিত থাকা কর্ত্তব্য। নৌকা ডুবাতে, কুটীরে অগ্নি লাগাতে ও যে দুই জনের মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম

তাহাতে এই উপলব্ধ করিতেছি, যাহা সম্ভব ও প্রায় নিশ্চয় তাহা না ঘটিতে পারে ও যাহা অসম্ভব ও অনিশ্চয় তাহাও ঘটিতে পারে। মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অধীন—আপনার বল ও ক্ষমতার উপর কখনই নির্ভর করিবে না সর্ব্বদাই তাঁহার উপর নির্ভর করিবে! ঈশ্বরের যে নিয়ম তাহা এক দিক্ হইতে দৃষ্টি করিলে জানা যায় না। অট্টালিকা বা পর্ব্বত বা অন্য কোন প্রশস্ত বস্তুর এক পার্শ্ব হইতে দেখিলে অন্যান্য দিকের কি রূপ দৃশ্য তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। ঈশ্বরের নিয়ম বুঝিতে গেলে সকল দিক হইতে দেখা কর্ত্তব্য। বাহ্য রাজ্য, অন্তর রাজ্য ও পরলোক এই তিনেরই পরস্পর সম্বন্ধ অতএব এই তিনেরই কার্য্য পর্য্যায়ক্রমে বুঝিতে হইবে। কোন কোন বিজ্ঞ লোক লিখিয়া থাকেন যে বাহ্য রাজ্যের কার্য্য ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল। যাহা অদ্য ধাতু তাহা কালক্রমে উদ্ভিদ হইতে পারে ও যাহা উদ্ভিদ তাহা কালক্রমে পশু ও মনুষ্য হইতে পারে। এ কথার সত্যাসত্য বলিতে পারি না কিন্তু বাহ্য রাজ্য যে মনুষ্যের বর্দ্ধন—উপযোগী তাহা সৃষ্টিতেই প্রকাশ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কীট পক্ষী ও পশু-দিগের পরস্পর খাদ্য সম্বন্ধ—তাহারা কি এই জন্য সৃষ্টি হইয়াছে? যদি ভেক সর্পের জন্য, ছাগ মৃগ ও গাভী ব্যাঘ্রের জন্য, কপোতাদি অন্য কোন বৃহৎ পক্ষী বা বিড়াল বা খটাস জন্য, কীট সকল পক্ষীর জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহাদিগের সৃজনের স্রষ্টার এই কি অভিপ্রায়। ইহার উত্তর কঠিন, কারণ স্রষ্টার সকল অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে? কিন্তু তাঁহার অসীম শক্তি জ্ঞান ও প্রেম দেখিতেছি এজন্য তাঁহার সকল অভিপ্রায়ই মাঙ্গলিক। কেহ কেহ কহেন যে পশু পক্ষী ও কীট অমর। যিনি আমাদিগের সৃজন করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকেও সৃজন করিয়াছেন। যিনি আমাদিগের সুখ বর্দ্ধন করিতেছেন ও করিবেন তিনি তাহাদিগের সুখ বর্দ্ধন করিতেছেন ও করিবেন। যে সকল পশু পক্ষী কীট অন্যের খাদ্য তাহারা ঐ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এমন বোধ করিলে ঈশ্বরের বিচার বিষয়ে পরিমিত জ্ঞান ধার্য্য হইবেক ও যদিও মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তথাচ কেবল মনুষ্য জন্য অন্যান্য সকল জীব সৃষ্ট হইয়াছে এমন বোধ হয় না, অতএব যেমন মনুষ্যের লোকা-ন্তরে উন্নত অবস্থা, অন্যান্য জীব সকলের এক প্রকার না এক প্রকার উন্নতি অবশ্যই আছে। সে উন্নতি কিরূপ তাহা পরে প্রকাশ হইতে পারে এক্ষণে জ্ঞানের গোচর হয় না।

কেহ কেহ কহেন যে ঈশ্বর সৃষ্টির নিয়মাদি করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন অথবা অন্যকে নির্ব্বাহের ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমাদিগের দুর্ব্বলতা এই যে আমরা আপন স্বভাব ও কার্য্য অনুসারে ঈশ্বরের স্বভাব ও কার্য্য নির্ণয় করি। আমরা সকল কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে পারি না ও করিবার সময় অথবা বল অথবা ক্ষমতা না থাকিতে পারে এবং আমরা সকল কার্য্যে উপ-স্থিত থাকিতে পারি না. কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী —সর্ব্বজ্ঞ তিনি সকল স্থানেই আছেন, সকলেই জানেন। তাঁহার প্রেম এমন অসীম যে তিনি আপনি ধারণ না করিতে পারিয়া সৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ও আমাদিগের আনন্দ ও সুখেতেই তাঁহার আনন্দ ও সুখ। "তিনি আনন্দরূপে ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেন"। এজন্য সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্ব কার্য্যে, সকলের উপর তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত আছে ও যেরূপ যত্ন ব্যগ্রতা স্নেহ ও প্রেমে মাতা শিশুর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন, ঈশ্বরের দৃষ্টি আমাদিগের প্রতি

অতোধিক। কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র কর্য্যে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব সকলেই বিশ্বাস করে। যে যে কর্ম্ম করে সে সেই কর্ম্ম সম্পাদানার্থে ঈশ্বরকে ডাকে। যাহারা চোর, ডাকাত ও ঠগ তাহারও ঈশ্বরকে স্মরণ করে কারণ তাহাদিগেরও এই বিশ্বাস যে ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। ঈশ্বরের অজ্ঞাত কোন কার্য্য নহে ও তিনি সকলকেই আশ্রয় প্রদান করেন এই আপামর সাধারণের বিশ্বাস। ঈশ্বর বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ সকলই জানেন, যে যাহা করিবে ও যাহার যাহা ঘটিবে তাহা তাঁহার কিছুমাত্র অগোচর নহে। কেহ কেহ বলেন যে আমরা যন্ত্র মাত্র যাহা ঘটে তাহা পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত আছে। যেরূপ মতি ঈশ্বর দেন সেইরূপ আমাদিগের মতি হয়, যেরূপ তিনি আমাদিগের বলান সেইরূপ আমরা বলি, যেরূপ তিনি আমাদিগের কার্য্য করান সেইরূপ আমরা করি, সকলেতেই তিনি আমরা কেবল যন্ত্র মাত্র। কেহ কেহ কহেন, যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা ঈশ্বর অবশ্যই জানেন ও তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন কিন্তু আমাদিগের মঙ্গলার্থে ঐ সকল ঘটনা ঘটিতে দেন, কারণ তাহা না দিলে মানব স্বাধীনতা কিছুমাত্র থাকে না ও স্বাধীনতা না থাকিলে পাপ পুণ্যের প্রভেদ হয় না। জড়রাজ্য ও পশু রাজ্য যন্ত্রবৎ হইতে পারে কিন্তু মানব রাজ্যে স্বাধীনতা আছে। এই মতানুসারে সমাজে ও বিচারালয়ে সকল কার্য্যে বিবেচিত হয় অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে কর্ত্তার প্রশংসা বা অপ্রশংসা, নির্দ্দোষ বা দোষ নির্দ্ধারিত হয়। এই দুই মতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বক্তব্য কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে এই স্থির হয় যে মনুষ্য কেবল যন্ত্র মাত্র নহে ও কেবল স্বাধীনও নহে।

কোন কোন লোকের সংস্কার যে ঈশ্বর সাধারণ ও বিশেষ নিয়মে সকল কার্য্য করেন। যাহা সৃষ্টিকালে নির্দ্ধারিত, তাহা সাধারণ নিয়ম। যাহা বিশেষ সময়ে ও বিশেষ কার্য্যার্থে প্রেরিত তাহা বিশেষ নিয়ম; যাহারা এরূপ কহেন তাঁহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ জ্ঞান অস্বীকার করেন। ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগের জ্ঞানের ন্যায় নহে—সে জ্ঞান কালেতে বৃদ্ধি হয় না, সর্ব্বকাল সমভাবে থাকে ও সর্ব্বকালেই সম্পূর্ণ। সে জ্ঞান হইতে যে নিয়ম প্রসূত হয়; সে নিয়ম সমস্ত সৃষ্টির, সমস্ত জড় ও জীব ও প্রত্যেক জড় ও জীবের প্রত্যেক অবস্থা, সাধারণ অবস্থা, ও বিশেষ অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি হেতু বলি এই নিয়ম সাধারণ, এই নিয়ম বিশেষ। সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও প্রেমাধারের নিয়ম এমনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বাচ্ছাদক, সর্ব্ব অভাবমোচক, সর্ব্বসংশোধক ও সম্পূর্ণ যে পরমাণু অবধি দেবতা পর্য্যন্ত এক মাঙ্গলিক শৃঙ্খলায় বদ্ধ। কখনই কাহার এমত অবস্থা হয় না যে সে অবস্থায় আশা শূন্য, উপায় শূন্য ও উন্নতি শূন্য। কাহার কি ঘটিবে, কোন ঘটনা শুভ, কোন ঘটনা অশুভ, তাহা সকলই ঈশ্বর জানেন কিন্তু এমত কোন ঘটনা নাই যাহাতে কেবল অমঙ্গল ও যে ঘটনা আপাততঃ অশুভ, তাহা চরমে অবশ্যই শুভ।

জগতে ভয়ানক ঘটনা ঘটিতেছে। প্রবল বায়ু উঠিতেছে—ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হইতেছে—অগ্নি দিগ্‌দাহ করিতেছে—ভূমিকম্পে সমস্ত দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে—জলপ্লাবনে অসীম ক্ষতি ও দুঃখ উৎপত্তি হইতেছে—দেশব্যাপক পীড়ায় সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হইতেছে। আবার কত কত লোক পাপে মগ্ন, কেবল পাপচিন্তা,

পাপালাপ, পাপ কর্ম্ম—অথচ তাহাদিগের সমুচিত প্রতিকার হইতেছে না ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিও দণ্ডনীয় হইতেছে। এই সকল দেখিয়া হঠাৎ লোকে মনে করে যে ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম নাই। কোন কোন জ্যোতির্ব্বেত্তারা ও আপন পাণ্ডিত্য জন্য অস্থির। তাহারা বলেন পৃথিবী জ্বলিয়া যাইবে কারণ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে ও সূর্য্যের গতি স্থির নহে। যাহারা ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব গ্রহণ ও ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন কার্য্যেই তাঁহার বিপরীত ভাব দেখেন না। ঘটনা ভয়ানক হইতে পারে ও ঐ সকল ঘটনায় হয়তো বাহ্য বস্তুর রূপান্তরও মনুষ্যের এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন। পাপীর পাপেতে মত্ত থাকা পুনঃসংস্কারের প্রাক্‌কালীন অবস্থা, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে। নির্দ্দোষীর দণ্ড তাঁহার ধর্ম্মের পরীক্ষা জন্য হইতে পারে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করেন কিন্তু স্রষ্টার অসীম জ্ঞান বিবেচনা না করাতে এরূপ উপসংহার ব্যক্ত হয়।

মনুষ্য অনায়াসে জ্ঞান লাভ করে না, যে জ্ঞান দুঃখের সহিত সংযুক্ত হয় সে জ্ঞান মনে দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব দুঃখ সাধারণ মঙ্গলার্থে প্রেরিত। দুঃখ দুই প্রকার, শরীর সম্বন্ধীয় ও আত্মসম্বন্ধীয়। যাহা স্রষ্টার অভিপ্রায় তাহা জানত বা অজানত অবহেলা বা ভঙ্গ করিলে দুঃখ উৎপত্তি হয় ও সেই দুঃখই আমাদিগের সুখের সোপান। সূর্য্য গ্রহাবৃত হইয়া সৌর সৃষ্টির নিয়ামক। গ্রহাদির দুই গতি—এক উন্মার্গ গতি ও এক সন্নিকর্ষ গতি। এই দুই গতিতেই গ্রহাদি সুন্দর রূপে রক্ষিত হইতেছে। মনুষ্যের উন্মার্গ গতি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিপরীত ও সন্নিকর্ষ গতি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করা। সন্নিকর্ষ গতিতে সুখ ও উন্মার্গ গতিতে দুঃখ। আমাদিগের স্বাধীনতা এই পর্য্যন্ত যে আমরা উত্তম গতি অবলম্বন না করিয়া অধম গতি, অথবা অধম গতি অবলম্বন না করিয়া উত্তম গতি অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু জগৎ পিতার নয়ন আমাদিগের উপরে সর্ব্বদাই উন্মীলিত ও তাঁহার নিয়ম এমনি সুন্দর যে যদি আমরা উন্মার্গ গতি অবলম্বন করি তবে আমাদিগের দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ও দুঃখ-ঔষধের দ্বারাই আমরা সন্নিকর্ষ গতি প্রাপ্ত হই। অতএব দুঃখ আমাদিগের অজ্ঞানতাবশাৎ, দুর্ব্বলতাবশাৎ ও কর্ম্মবশাৎ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ঈশ্বর দুঃখ কেন সৃষ্টি করিলেন? তিনি কি একেবারে আমাদিগকে আপনার ন্যায় সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন না? তিনি স্রষ্টা—আমরা সৃষ্ট। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানানুসারে আমরা যতদূর উচ্চ হইতে পারি ততদূর তিনি করিয়াছেন। আমাদিগের অসম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, তবে এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রতি কি কারণে দোষারোপ করি? সৃষ্ট স্রষ্টার ন্যায় কখনই হইতে পারেন না, সুতরাং স্রষ্টার যে নিয়ম উপাদেয় তাহাই বিধেয় হইয়াছে। যখন সৃষ্টের জন্য দুঃখ প্রেরিত হইয়াছে তখন এই বুঝিতে হইবে যে দুঃখ অনিবার্য্য নতুবা দুঃখ কখনই প্রেরিত হইত না। যদি আমরা একেবারে সম্পূর্ণ হইতাম, তবে সৃষ্টির উন্নত অবস্থা কিরূপে থাকিত? সৃষ্টির উন্নত অবস্থা না থাকিলে সৃষ্টি কি রূপে নির্ব্বাহিত হইত?

বাস্তবিক বিবেচনা করিতে গেলে দুঃখ গত্যন্তর ভাবান্তর। দুঃখ জড় রাজ্যেও আছে ও জীব রাজ্যেও আছে। পরমাণুর বিচ্ছেদ ও পরিবর্ত্তন ও জীবের গত্যন্তর ও ভাবান্তর,

ইহাকেও দুঃখ বলা যায়। এক্ষণে এই বিবেচ্য যে দুঃখের ভাগ অল্প না সুখের ভাগ অল্প? জড় রাজ্যে দেখ—সংমিলন, সংযোগ ও বর্দ্ধনই সাধারণ দৃশ্য। পশু রাজ্যে দেখ—নানা জাতীয় পশু, নানা জাতীয় পক্ষী, নানা জাতীয় কীট, নানা জাতীয় পতঙ্গ সুখে কাল যাপন করিতেছে—আহার বিহারে সকলেই আনন্দিত। যাহার যে খাদ্য যে স্থান যাহার বাসীয়, যাহার যে অবস্থায় যাহা বিধেয় তাহা তাহারা সকলই স্বভাবতঃ জ্ঞাত। মানব রাজ্যে দেখ—অধিকাংশ সুখী। যে দুঃখ প্রেরিত হইতেছে, তাহাতে পরে সুখের উৎপত্তি—সে দুঃখ দুঃখের জন্য নহে, সে দুঃখ সুখের জন্য এবং দুঃখের পরিমাণও অল্প ও স্থায়িত্বও অল্প। মনুষ্য জন্মাবধি যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে তাহা পরিগণিত হইলে সুখের ভাগই অধিক ও দুঃখের ভাগ অল্প ও যে কিছু অল্প দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাতেই পরে সুখ।

শিবদাস জন্মগ্রহণ করিলে কখন তাহার সুস্থতা বা পীড়া হইবে, কখন তাহার কি শিক্ষা, কি সংসর্গ, কি প্রবৃত্তি হইবে, কখন তাহার পাপেতে বা পুণ্যেতে মতি হইবে—কখন তাহার কুকর্ম্ম বা সুকর্ম্ম হইবে, কখন তাহার ধন ক্ষতি ও কখন তাহার ধন লাভ, কখন তাহার দুঃখ ও কখন তাহার সুখ হইবে, তাহা ঈশ্বর সকলই জানেন। মনুষ্য নিতান্ত যন্ত্র নহে। মনুষ্যাতে আত্মা আছে, আত্মা থাকিলেই ইচ্ছা, ইচ্ছা থাকিলেই দৈহিক অবস্থায় যতদূর স্বাধীনতা হইতে পারে ততদূর স্বাধীনতা ও ঐ পরিমিত স্বাধীনতা থাকাতে, মতির ও কার্য্যের ব্যতিক্রম ও উন্মার্গ গতি অবলম্বনের সম্ভব ও উন্মার্গ গতি অবলম্বনে দুঃখের আবশ্যক। দুঃখ না হইলে আত্মাতে গ্লানি হয় না, আত্মাতে গ্লানি না হইলে অনুতাপ হয় না, অনুতাপ না হইলে সংশোধন হয় না, সংশোধন না হইলে উন্নতি হয় না, উন্নতি না হইলে সুখ হয় না। অতএব দুঃখ যাহা প্রেরিত হইতেছে তাহাতে আমাদিগের মঙ্গল না অমঙ্গল? আমাদিগের পরিমিত জ্ঞান জন্য সৃষ্টির সহজাবস্থা দেখিয়া ও ভাবিয়া কি কর্ত্তব্য তাহা সর্ব্বদা স্থির করিতে পারি না ও যদি স্থির করিতে পারি তবে তদনুযায়িক কার্য্য করিতে পারি না। ঈশ্বরের অপার মহিমা একটি পুষ্পেতেই ভাসমান কিন্তু বিদ্যুৎ বজ্র ভূমিকম্প ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতিতেই চেতনা জন্মে। এই দুর্ব্বলতা জন্য আমাদিগের মঙ্গলার্থে দুঃখ প্রেরিত হইতেছে।

দুঃখ না হইলে অভাব বোধ হইত না ও অভাব বোধ না হইলে শারিরীক ও মানসিক বৃত্তির চালনা হইত না। অভাব মোচনার্থে নানা খাদ্য ও বস্ত্র উপযোগী দ্রব্যাদির অন্বেষণ ও প্রস্তুত করণ, কৃষি ও শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি, নানা বস্তুর গুণ নির্ণয়, নানা মৃত্তিকার উৎপাদকতার বিবেচনা নানা ধাতুর খনন, নানা বিদ্যার আলোচনা, নানা দেশে শীঘ্র গমনের উপায় প্রকাশ, ও যাহাতে মানব সুবিধা ও সুখ বৃদ্ধি, তাহারই অনুসন্ধান ও আবিষ্কার ক্রমে হইতেছে নৌকা জাহাজ, গাড়ি রেল ও ইলেকটিক্ টেলিগ্রাফ্ সকলই অভাব মোচনার্থে। এই সকল চর্চ্চাতে যেমন অভাবের মোচন হইতেছে, তেমনি অনেক বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে ও জ্ঞানই প্রকৃত বল তাহাও সংস্থাপিত হইতেছে। কারণ কি জল কি আকাশ কি বায়ু কি অগ্নি সকলেই যেন জ্ঞানের বশীভূত হইতেছে ও যাহা সংজ্ঞে অদ্রষ্টব্য তাহাও দ্রষ্টব্য হইতেছে।

দুঃখের দ্বারা কেবল অভাব মোচন ও জ্ঞান

বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে। দুঃখ দ্বারা ভ্রমের নিবারণ, ভাবী আপদের চেতনা, পাপের প্রতিকার ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি। যে কর্ম্ম করাতে অধিক ক্ষতি ও ক্লেশ তাহা আর অনেকে করে না। যে কর্ম্ম করিলে পুনর্ব্বার বিপদে পড়িতে হইবে সে কর্ম্ম করিতে কাহার ইচ্ছা? যে পাপে পতিত হইয়া অসীম ক্লেশ ভোগ হইয়াছে সে পাপে সকলে পতিত হইতে ভীত হয়। সৃষ্টির অমঙ্গলে মঙ্গল হইতেছে—একের পাপে অন্যের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতেছে। অবিচার না থাকিলে, সহিষ্ণুতার অভ্যাস হইত না, পরপীড়ন না থাকিলে, ক্ষমার অভ্যাস হইত না, অহঙ্কার না থাকিলে নম্রতার অভ্যাস হইত না, দুর্ব্বলতা ও অধীনতা না থাকিলে কাতরতা ও বদান্যতার অভ্যাস হইত না, প্রলোভন না থাকিলে মানসিক বল ত্যাগ ও ধর্ম্মের জয় পূজ্য হইত না। কার্য্যক্ষেত্রে আত্মা নানা তরঙ্গে পতিত হইতেছে—নানা পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতেছে ও যেরূপ এই সকল পরীক্ষা হইতে আত্মা উত্তীর্ণ হইবে সেই রূপ ইহার বল ও পক্কতা বৃদ্ধি হইবে। যেমন রাত্রি না হইলে দিবার গৌরব হইত না ও অন্ধকার না হইলে আলোকের গৌরব হইত না, তেমনি পাপ না হইলে পুণ্যের গৌরব হইত না। পাপ যাহা হয় তাহা আমাদিগের কৃত, কিন্তু ঈশ্বরের এমনি কৃপা যে তাঁহার রাজ্যে পাপেতেও সাধারণ মঙ্গল হইতেছে ও যে পাপী তাহারও মঙ্গল চরমে হইবে। অতএব দুঃখের সৃষ্টি যে ভাবে দেখ সেই ভাবেতেই আবশ্যক ও মঙ্গলজনক। ইহার পরিমাণ অল্প, স্থায়িত্ব অল্প, ও যে ভোগ করে সে প্রায় অল্প কালের জন্য ভোগ করে অর্থাৎ সে অধিকাংশ সুখী ও অল্পাংশ দুঃখী ও দুঃখ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ইহা চেতনা বৃদ্ধি করে, দৃঢ়রূপে উপদেশ দেয়, ভাবী অভাবের মোচন উপযোগী, ও শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক শারীরিক বা মানসিক মঙ্গল প্রদান করে। যাহারা পাপাচরণ করে তাহারাই যে দুঃখ ভোগ করে এমত নহে। ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক হইলে তাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় ও যে পর্য্যন্ত তিনি পাপ হইতে ক্ষান্ত না হয়েন সে পর্য্যন্ত দুঃখ হইতে তিনি পরিত্রাণ পায়েন না।

কোন কোন লোক অর্থ, পদ বা মান শূন্য হইয়া জীবনকে ঘৃণা করে কিন্তু ঐ অবস্থায় আত্ম দোষ শোধন, নম্রতার বৃদ্ধি ও আত্মাকে উচ্চ করা কি সহজে হইতে পারে। তখন আত্মা কেবল ঈশ্বরেতে ধাবমান হওন সম্ভব ও যখন আত্মা কাতর ভাবে ঈশ্বরেতে সংযুক্ত, তখন সাংসারিক ক্ষতি অপেক্ষা এই লাভ কি অমূল্য! ধন, পদ ও মান আমাদিগের নিকট আদরণীয়, কিন্তু যাহাতে আত্মার উন্নতি হয় তাহাই স্রষ্টার প্রিয়। তাঁহার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁহার কার্য্য—তাঁহার নিয়ম। যদি দুঃখ না প্রেরণ করিয়া সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত তবে দুঃখ প্রেরিত হইত না।

সকল দুঃখ হইতে পাপদুঃখ অতিশয় দুঃখ কিন্তু এই পাপ-দুঃখেতেই কত পাপী তাপী হইয়া কেমন ধর্ম্মপরায়ণ হইতেছে! যদিও পাপ অতি জঘন্য ও ভয়ানক কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম এমনি সুন্দর যে পাপেতেও পাপীর চিরকাল অমঙ্গল হইতেছে না। পাপের আধিক্য হইলেই অনুতাপ জন্মিতেছে—অনুতাপেই পুণ্য ভাব ধারণ হইতেছে। যাহা অতিশয় তাহা চিরস্থায়ী হয় না। অতিশয় রৌদ্রের পর শীতলতা, অতিশয় প্রবল বায়ুর পর শান্তভাব, অতিশয় বৃষ্টির পর বৃষ্টির বিরাম, অতিশয় ক্ষতির পর এক প্রকার না এক প্রকার লাভ, অতিশয়

অত্যাচারের পর সদাচার, অতিশয় গ্লানির পর রোগের সমতা বা মৃত্যু, অতিশয় পাপের পর অনুতাপ, অতিশয় অনুতাপের পর সুখ। আমাদিগের সুখ ঈশ্বরের প্রধান অভিপ্রায় ও যাহা তাহা হইতে প্রসূত হয় তাহা ঐ অভিপ্রায় পোষক ও বর্দ্ধক। ঈশ্বরের নিয়মের এমনি পারিপাট্য যে জড় রাজ্যে জীব রাজ্যে ও অন্তর রাজ্যের ইহকালে ও পরকালে যে ব্যতিক্রম হয় তাহা বিহিত কালে অবশ্যই সংশোধিত হইবে। এক পরমাণু অবধি দেবতা পর্য্যন্ত কাহার কখন কি ব্যতিক্রম হইবে তাহা তিনি সকলই জানেন ও ব্যতিক্রমের বিহিত উপায় বিহিত কালে অবশ্যই প্রেরিত হয়।

লোকে ঈশ্বরের প্রতি দোষ নানা প্রকারে দিতেছে। পাপী ধনে, পদে, মানে বৃদ্ধি হইতেছে। ধার্ম্মিক অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে। এক জন হঠাৎ ধনী হইতেছে, অন্য এক জন বলিতেছে ঈশ্বর আমাকে ধন দিলেন না— আমি ধন পাইলে অন্য অপেক্ষা অনেক সৎকর্ম্ম করিতাম। ধার্ম্মিকের ক্লেশ পাপীর ধন পদ ও মান বৃদ্ধি হওন অপেক্ষা সুখজনক ও মঙ্গল ও কাহার ধন পদ ও মান পাইলে মঙ্গল বা অমঙ্গল ও কাহার কি প্রাপ্ত হওয়া উচিৎ তাহা ঈশ্বর ভাল জানেন। সকলের মতি ও প্রবৃত্তি সমান নহে। শারীরিক রোগ নানা প্রকার, ঔষধ নানা প্রকার। মানসিক রোগও নানাপ্রকার ও ঔষধও নানা প্রকার। কোন্ পীড়ায় কি ঔষধ আবশ্যক—কোন্ অবস্থায় কি উপযোগী কে কি পাইতে যোগ্য ও কাহার কিসে ভাল, তাহা সকলই ঈশ্বর জানেন ও আপন অসীম বিচার অনুসারে কার্য্য করেন।

সুখ ও দুঃখ অনেক স্থলে সংস্কারাধীন। যাহা এক জন দুঃখ জ্ঞান করে, অন্যের তাহা বোধ হয় না। ধনী চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় গ্রহণান্তর পুষ্প শয্যায় শয়ন করিয়াও সুখী নহে। দরিদ্র অর্দ্ধ সিদ্ধ তণ্ডুল [illegible] ভোজন করিয়া সুখে নিদ্রা যায়। যে কর্ম্ম এক জনের অসুখ, অন্যের তাহা বোধ না হইতে পারে ও যে কর্ম্ম আপাততঃ অসুখ তাহা অভ্যাসে সেরূপ থাকে না। এই বলিয়া দুঃখ নাই তাহা অস্বীকার করি না। দুঃখ যাহা আছে তাহা প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক পরিবার প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক সুখের সহিত তুলনা করিলে অল্প। দুঃখ অল্প ভাগে অবশ্যই প্রেরিত হইবে কারণ যিনি প্রেরণ করেন তিনি আমাদিগের চির মঙ্গলদাতা। দুঃখ প্রেরিত না হইলে আমাদিগের চেতন হইত না, অভাব মোচন হইত না, জ্ঞান বৃদ্ধি হইত না, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইত না ও পাপ হইতে পরিত্রাণ হইত না।

দুঃখের দ্বারা পাপের পরিত্রাণ এই বিচার করিয়া ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা বিবেচনা করিয়া পাপের অনন্ত কাল পর্য্যন্ত দণ্ড কখনই হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দুঃখের নিয়মেতেই স্রষ্টার মাঙ্গলিক অভিপ্রায় দেদীপ্যমান ও পাপীর আশা অটল। সৃষ্টির প্রকরণ যে এতই পর্য্যালোচনা করিবে তাহার অবশ্যই এই সংস্কার দৃঢ় হইবে।

এমন এমন লোক থাকিতে পারে যাহারা জন্মাবধি দুঃখ ভোগ করিতেছে অথচ তাহারা স্বয়ং কিছু ভ্রম করে নাই—কিছু পাপ করে নাই। এই সকল বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত করা যায় না। সকল সিদ্ধান্ত আমরা করিতে অক্ষম, কারণ আমাদিগের তাদৃশ জ্ঞান নাই কিন্তু এই বিবেচ্য যে পাপী পাপ করিয়া তাপী হইতেছে ও তাপী হইয়া পুনঃ সংস্কৃত হইতেছে, তবে যাহারা এখানে

জন্মাবধি আপন ভ্রম ও পাপ না থাকাতে দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের জন্য পরলোকে ঐহিক দুঃখ অনুসারে সুখের ভোগ সঞ্চিত কি নাই? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের নিয়ম এক দিক থেকে দেখিলে তাঁহার নিগূঢ় তত্ব পাওয়া যায় না।

ইহলোক ও পরলোক এই দুই লোকের কার্য্য একত্র করিয়া সকল বিবেচনা করিতে হইবেক, নতুবা ঈশ্বর বিষয়ক ও তাঁহার নিয়ম বিষয়ক জ্ঞান প্রশস্তরূপে উপলব্ধ হইবে না।

প্রেমানন্দ—হে জগৎ পিতা—জগৎ মাতা। সকল জীব, সকল আত্মা, কি শরীরী কি অশরীরী সকলই তোমার সৃষ্টি। সকলই চরমে আনন্দ প্রাপ্ত হইবে এই তোমার অভি-প্রায়—এই অভিপ্রায় অনুসারে তোমার সকল কার্য্য, সকল নিয়ম, সকল ঘটনা। যেমন ঘন মেঘে আকাশ মধ্যে মধ্যে পূর্ণ হইয়া ত্রাস উৎ-পাদন করে ও ঐ মেঘ বিগত হইলে আকাশ স্বাভাবিক রমণীয় মাধুর্য্য ধারণ করে এবং সৃষ্টির বদন যেন জ্যোতিতে আবৃত হয়, তোমার কার্য্য সেইরূপ। যখনই দুঃখ প্রেরণ কর, তখন এই নিশ্চিত যে ঐ দুঃখ সুখের অগ্রবর্ত্তী—ঐ দুঃখ-সুখের বর্দ্ধক। তোমার সম্পূর্ণ শক্তি, সম্পূর্ণ জ্ঞান, সম্পূর্ণ প্রেম সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া তোমার মঙ্গল ভাবের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস যেন দিন দিন বৃদ্ধি হয়, ও বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন সম্পদ জ্ঞান করিতে সক্ষম হই।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

বিপদ কে বলে বিপদ।
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ॥
তুমি হে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার,
চরমে হবে নিস্তার, এ জন্য বিপদ।
কত রোগ কত শোক, অহঙ্কার অশেষ,
পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ॥
বিপদ ঔষধ ধন, মন কার সংশোধন,
করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ॥

গীতাঙ্কুর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপাসনা।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

তব অর্চ্চনায় কি ফল।
মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্ম্ম বল॥
ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন,
লইলে তব স্মরণ, আনন্দ বিমল।
শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব,
চিত্তের সান্ত্বনা শিব তোমাতে কেবল॥
মানবের যত ক্লেশ, তুমিহে করহ শেষ,
কৃপাকর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল॥

গীতাঙ্কুর।

কি চমৎকার উদ্যান! চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের ছায়া, মৃত্তিকা শুষ্ক, মধ্যস্থলে হর্ষজনক সরোবর, কোলাহল কিছু মাত্র নাই, পুষ্পের গন্ধ বায়ুর সহিত মিলিত—আহা! এই স্থানই উপাসনার যোগ্য স্থান, এই স্থানেই আত্মার ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ কর। দিনমণি উদিত—কি সুন্দর জ্যোতি! যদি এই জ্যোতি এত সুন্দর তবে সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি কত সুন্দর ও রমণীয়। ভাই! তোমার সেই গানটী গান কর।

প্রেমানন্দ প্রেমে আনন্দিত হইয়া এই গান করিলেন।

রাগিণী বিভাস।—তাল আড়া।

তব জ্যোতি অতি মনোহর। হে বিশ্বধর!
স্বকৃত প্রকৃত শুভ্র সর্ব্ব লোক শান্তিকর॥
দিবাকর দিবাকর, শশধর শশধর,
কোটি তারা কোটি সৃষ্টিধর দীপ্তকর।
নীল পীত নানা বর্ণ, জলে স্থলে পরিপূর্ণ,
কি প্রভা কি আভা শোভা কানন ভিতর॥
সুশোভে তব বদন, সত্য প্রেম প্রসরণ,
বিকাশে হৃদ আকাশে যেন হিতকর॥
হলে পাপের বিনাশ, পুণ্য মুখে সপ্রকাশ,
নয়নের নয়ন নহে নয়নগোচর।
কুরূপা কুৎসিতা রামা, তার জ্যোতি অনুপম
পতিব্রতা পবিত্রতা যদি চিত্তাকর।
সদা ভাবি তব জ্যোতি, দয়া কর মোর প্রতি,
দেখিতে দেখিতে যেন যাই লোকান্তর॥

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দুই জনে শান্তভাবে সুখাসীন হইয়া পরামাত্মাতে আত্মা সমাধান করিতে লাগিলেন, বাক্য কিছু প্রয়োগ করিলেন না, কেবল করজোড়ে মস্তক নত করিয়া থাকিলেন। ধ্যানে তাঁহাদিগের আত্মা যেন স্বর্গ বিশেষ হইতেছে, তাহা বদনেতেই ভাসমান হইল। বদন আত্মার আদর্শ, আত্মাতে যে ভাব উদয় হয় তাহা বদনে কিছু না কিছু অবশ্যই প্রেরিত হয়। ভ্রাতাদ্বয়ের বদন ঐ সময়ে কিরূপ দৃষ্ট হইল? ভক্তি, প্রেম, শুদ্ধতা ও নম্রতায় পরিপূর্ণ ও এই সকল ভাব একত্র হওয়াতে আত্মা ধারণ করিতে অশক্ত হেতু চক্ষু দিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। রামানন্দ এই সকল দেখিয়া স্বীয় অধমতা চিন্তনে চিন্তিত হইলেন। কিছু কাল পরে উপাসনা সাঙ্গ হইলে রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়! উপাসনা করার কি আবশ্যক ও উপাসনার ফল কি?

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—এ প্রশ্ন অতি উত্তম এ সময়ের উপযোগী। উপাসনা দ্বিবিধ—কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশ ও অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশ। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার অসীম শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, ও নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করেন—যাঁহারা আত্মার অবিনাশত্ব ও পরকালে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ঈশ্বর পূজ্যতম ও তাঁহার প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইতে আমাদিগের সকলি ও তিনি আমাদিগের সর্ব্ব মঙ্গল ও চিরমঙ্গল দাতা। যাহারা নাস্তিক তাহাদিগের সহিত উপাসনার কথা অগ্রে কহা ব্যর্থ কিন্তু এমন এমন অনেক শুষ্ক আস্তিক আছে যাহারা বলিয়া থাকে উপাসনা অনাবশ্যক ও কেবল বাহ্যাড়ম্বর। এরূপ অভিপ্রায়ে আত্মার স্বাভাবিক ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। কারণ উপস্থিত হইলে আত্মাতে খেদ জন্মিবে, আহ্লাদ উদয় হইবে, আশ্চর্য্যতা উদয় হইবে, কৃতজ্ঞতা উদয় হইবে ও ভক্তি উদয় হইবে। কারণ উপস্থিত হইলে আত্মা বিধি বা নিষেধ মানে না—যাহা উদয় হইবে তাহা কিছু না কিছু অবশ্যই প্রকাশ হইবে। কপটতা অভ্যাসে আত্মার প্রকৃত ভাব কতক দূর লুক্কায়িত হইতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। উপকার হইলে আত্মাতে কৃতজ্ঞতা উদয় হইবে ও উপকারক যদি সাধু হয়েন তবে তাঁহার প্রতি ভক্তিও উদয় হইবে। যদি আমরা একটী মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করি অথবা একটী সামান্য উপকার প্রাপ্ত হই, তখন অন্তরে কি ভাব জন্মে? যে ভাব জন্মে, তাহা রোধ করিলে করিতে পারা যায়। কিন্তু যদি উপকারের পর উপকার ক্রমাগত প্রাপ্ত হই, তখন আত্মার ভাব প্রকাশ না করা অতি কঠিন।

এরূপ উপকৃত ব্যক্তি অবশ্যই মনে ভাবেন যে উপকারীর পদতলে গিয়া পড়ি ও যদি আমাকে বিক্রয় করিলে ঋণ পরিশোধ হয়, তাহাতেই আমি স্বীকৃত। যদি পরিমিত উপকার জন্য আত্মার এই প্রকার ভাব, তবে অপরিমিত, নিরন্তর অসীম ও অনন্ত উপকারের জন্য আত্মার কত উচ্চ ও প্রগাঢ় ভাব হইতে পারে? যাঁহারা ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় কৃপা ও ক্ষমা চিন্তা করেন না—যাহারা তাঁহার অপার মহিমা ও মাঙ্গলিক অভিপ্রায় ধ্যান করেন না, তাঁহারা তাদৃশ কৃতজ্ঞ না হইতে পারেন ও তাঁহাদিগের আত্মার এরূপ অবস্থা বিকৃত অবস্থা অবশ্যই বলিতে হইবেক। যাহা বিকৃত তাহা স্বভাবের বিপরীত সুতরাং ঈশ্বরের অভিপ্রায়েরও বিপরীত এবং যাহা অস্বাভাবিক তাহা অসাধারণ। কিন্তু যাহাদিগের এই বিকার নাই, যাহাদিগের আত্মার বৃত্তি ও ভাব সকল প্রকৃত রূপে পরিচালিত ও অভ্যাসিত হইতেছে, তাহারা কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও প্রেমের দ্বার কিরূপে অবরোধ করিবে? কাহার সাধ্য যে বায়ুর ব্যজন নিবারণ করে? কাহার সাধ্য যে বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি অবরোধ করে? কাহার সাধ্য যে বজ্রের পতন স্থগিত করে? কাহার সাধ্য যে ভাব-ভারাক্রান্ত আত্মার স্রোত রোধন করে? উপাসনা আবশ্যক বা অনাবশ্যক এ বিবেচনা করা বৃথা, কারণ আত্মা থাকিলেই ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান সর্ব্ব আত্মাতে মুদ্রিত; ও ঈশ্বর জ্ঞান থাকিলেই, সে জ্ঞান অথবা সে ভাব প্রকাশক এক প্রকার, না এক প্রকার উপাসনা অনিবার্য্য। যদি উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব, তবে উপাসনাতে আমাদিগের উপকার না অপকার সম্ভব?

আত্মার ভাব সকল অনুধাবন করিলে বোধ হইবে যে, উপকার জন্য কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা জন্য ভক্তি ও প্রেম, ভক্তি ও প্রেম জন্য ক্রমশঃ উচ্চতা ও উচ্চতায় আনন্দ অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ। পরমেশ্বর আপন অস্তিত্ব জ্ঞান, আত্মার অবিনাশিত্ব জ্ঞান ও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান মানব আত্মাতে প্রদান করিয়াছেন, এবং কৃপা পূর্ব্বক মানব-আত্মার বৃত্তি ও ভাব এমনি করিয়াছেন যে তাহা হইতে আমরা অন্তর না হই, তিনি যে পরিমিত স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম কিছু না করি ও যদি করি তবে একেবারে বিনষ্ট না হই, পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিতে পারি। এ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? এ কেবল উপসনার দ্বারা হইতে পারে। উপাসনা আত্মার মাতৃদুগ্ধ—উপাসনাতেই আত্মা বিকারশূন্য ও বলিষ্ঠ হয়। উপাসনাতে আত্মার বল কি প্রকারে হয়? বল, জ্ঞান ও ধর্ম্মের আধার ঈশ্বর। উপাসনা না করিলে তাঁহার সহিত বন্ধন থাকে না—সংযোগ থাকে না। উপাসনার দ্বারাই তাঁহার সন্নিকর্ষ হইতে পারি—তাঁহা হইতে বল, জ্ঞান ও ধর্ম্ম আকর্ষণ করিতে পারি, নতুবা উন্মার্গ গতিতে ভ্রাম্যমান হইয়া ভ্রম ও দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। উপাসনা দ্বারাই যে ঈশ্বরের সহিত সংযোগ থাকিতে পারে তাহা ঈশ্বরই মানব-আত্মার প্রকৃত ভাবের অভ্রান্ত বাণীতেই প্রকাশ করিতেছেন। বিপদে পতিত, অজ্ঞানতায় পতিত, শোকে পতিত, মোহে পতিত, পাপে পতিত, আশ্রয় বিহীন, উপায় বিহীন, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, কাহার নিকট আত্মা যাইবে—কোথায় শান্তি পাইবে? এই সকল অবস্থায় আত্মা কি বিবেচনা করে যে কোথায় যাইব? যেমন ব্যাঘ্র মৃগশাবকের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, শাবক প্রাণভয়ে অচিরাৎ মাতৃক্রোড়ে পলায়ন করে সেইরূপ আত্মা দহ্যমান

হইলে অসিলবে ঈশ্বরেতে ধ্যানাবৃত্ত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়। আত্মা সাধারণ অবস্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করে ও বিশেষ অবস্থায়ও ঈশ্বরকে স্মরণ করে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আত্মার আর আশ্রয় নাই; ঈশ্বরই আত্মার আত্মা—ঈশ্বরই আত্মার বল—ঈশ্বরই আত্মার জ্ঞান—ঈশ্বরই আত্মার গতি—ঈশ্বরই আত্মার মুক্তি। যদি ঈশ্বর স্মরণ ব্যতিরেকে আত্মার আর অন্য উপায় নাই, তবে আত্মার ঈশ্বরকে স্মরণ করা স্বাভাবিক ও ঈশ্বর প্রেরিত কার্য্য। উপাসনা-বন্ধন দ্বারা আমরা অসীম ফল লাভ করিতেছি। কার্যক্রমে—ঘটনাক্রমে—আত্মাতে নানা তরঙ্গ উঠিতেছে। কখন ভয়, কখন অহংকার, কখন মত্ততা, কখন ক্রোধ কখন লোভ, কখন, কাম, কখন মোহ, এক এক রিপুর প্রাবল্য ভয়ানক ও এক এক রিপুর আধিক্যে অসীম পাপ ও অমঙ্গল হইতেছে। যদি আত্মা ঈশ্বরকে স্মরণ না করে, বিনীত ভাবে ঈশ্বরের চরণে পতিত না হয় ও বিলগ্ন হইয়া তাঁহার মঙ্গল বারিতে সিক্ত না হয়, তবে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযম হইবে—কি প্রকারে বল ও শান্তি প্রাপ্ত হইবে ও কি প্রকারে এই ভয়াবহ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে? ঈশ্বর স্মরণে ও ধ্যানে যে আত্মার আশু শান্তি তাহা আপন আপন আত্মার পরিচয়ে কে না জানে? যখন কোন কারণ বশাৎ আত্মাতে মালিন্য জন্মে সে মালিন্য কাহাকে ধ্যান করিলে আশু তিরোহিত হয়? যদি একবার ধ্যানে এই ফল, তবে সর্ব্বদা ও বিশেষরূপে ধ্যানে কত ফল? ঈশ্বর বিনা আত্মার মঙ্গল নাই—উপায় নাই—পরিত্রাণ নাই—উন্নতি নাই—সুখ নাই। কৃপাময় এই জন্য উপাসনা-অস্ত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। তিনি ভাল জানেন যে আমাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম পরিমিত ও আমরা বারবার ভ্রমেতে, মোহেতে ও পাপেতে পতিত হইতে পারি এ জন্য উপাসনাই আমাদিগের উপায়—উপাসনাই আমাদিগের আশ্রয়—উপাসনাই আমাদিগের অসি—উপাসনাই আমাদিগের চর্ম্ম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে উপাসনা কৃতজ্ঞতা ভক্তি অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশক। যে পর্য্যন্ত উপাসনা কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশক তাহা ব্যক্ত হইল ও উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব ও উপাসনাতে আত্মার উন্নতি শান্তি ও সুখ তাহাও বলিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তিনি আমাদিগের অভাব ও প্রার্থনা সকলই জানেন ও আমাদিগের জন্য তিনি তাঁহার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, তবে আপন আপন অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশ করা কি প্রয়োজন? আর সকলের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে না। চোর চুরি করণ জন্য প্রার্থনা করিতেছে ও গৃহস্থ আপন রক্ষার্থে প্রার্থনা করিতেছে; অথবা পর্ব্বতোপরিস্থ কৃষক অনাবৃষ্টি ক্ষতি ভয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতেছে ও পর্ব্বতের নিম্নস্থ কৃষক অতি বৃষ্টির বিরামের জন্য প্রার্থনা করিতেছে—কাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবেক? প্রার্থনা অভাব জন্য. অভাব বাসনা জন্য। বাসনাশূন্য মনুষ্য নাই সুতরাং সকলেরই এক প্রকার না এক প্রকার প্রার্থনা অবশ্যই হইবে। প্রার্থনা দুই প্রকার। আত্মার উন্নতি জন্য প্রার্থনা ও সাংসারিক দুঃখ বিমোচন অথবা সুখ জন্য প্রার্থনা। আত্মার উন্নতি ও শান্তি উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে সাংসারিক দুঃখ বিমোচন ও সুখ জন্য কি আমাদিগের উপাসনা করা কর্ত্তব্য? যে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারাধীন সে সকল বিষয়ে তর্ক ও বিচার

করিতে পারা যায় কিন্তু যে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারাতীত সে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারের কি আবশ্যক? যখন আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন ও তিনি যাহা করেন তাহাই হয়, তখন তাহা ব্যতিরেকে কাহার নিকট আমরা আপন আপন স্বভাব ব্যক্ত করিব ও কাহার নিকট আমরা প্রার্থনা করিব? আত্মা অভাবের ভাবে পূর্ণ হইলে কিরূপে মুক্ত হইবে? আত্মা প্রপীড়িত হইলে আপন পীড়া প্রকাশ না করিলে কি প্রকারে সুস্থ হইবে? অতএব যাহার যে প্রবল বাসনা সে সেই বাসনা অবশ্যই প্রচার করিবে কিন্তু ঈশ্বর যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করেন। তিনি আমাদিগের প্রার্থনা অনুসারে কার্য্য করেন না। তিনি আপন সম্পূর্ণ জ্ঞান ও আমাদিগের মঙ্গল অনুসারে সকল কার্য্য করেন। আমাদিগের অনেক প্রার্থনা আপাততঃ মঙ্গল ও পরে অমঙ্গল—আমাদিগের অনেক প্রার্থনা অচিরাৎ ভয়ানক হানিজনক কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে শুভ, এ সকল প্রার্থনা কি গ্রাহ্য হইতে পারে? তাঁহার নিয়মের এমনি সুশৃঙ্খলতা যে যাহাতে মঙ্গল ও যে অবস্থার যাহা উপযোগী ও উপকারক তাহাই হইবে কিন্তু তাঁহার নিকটে সকল অভাব ও সকল প্রার্থনা প্রকাশ করা নিষ্ফল নহে। এরূপ করাতে আত্মার চাঞ্চল্য বিগত হয়, ধীরতা জন্মে ও যাহা প্রাপ্য তাহার উপায় ক্রমে উপস্থিত হয় ও যাহা অগ্রাহ্য তাহাও ক্রমে প্রকাশ পায়। সৃষ্টির প্রকরণই এই যে বাসনাতে প্রার্থনা, প্রার্থনাতে উপায় চিন্তা, উপায় চিন্তাতে বিধেয় কার্য্য ও বিধেয় কার্য্যেতে সফলতা, যে যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে যদি বিধিপূর্ব্বক যত্নবান হয় তবে সে অবশ্যই লাভ করিবে। দিবদাস ধন পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। ধনলাভ জন্য দিবদাস বাটীতে বসিয়া কেবল রোদন করিলে অথবা স্বর্ণ মুদ্রার থলি নিকটে কেহ আনিল কি না কেবল এই প্রত্যাশায় থাকিলে কি হইতে পারে? উপাসনা করিতে করিতে তাঁহার এই বোধ হইবে যে আয় অনুসারে ব্যয় করা, অন্যান্য লোক কি প্রকারে ধন পাইয়াছে, ও যাহাদিগের ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিগের ক্ষতি কি কারণে হইয়াছে এই সকল ভালরূপে জানা ও আপনি পরিশ্রমী সত্যবাদী সৎ ও শান্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে তাঁহাকে অন্যান্য লোক বিশ্বাস ও সাহায্য করিবে এবং তাঁহার প্রার্থনা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক নিষ্ফল হইবে না। সংসারিক বিষয়ক যে সকল প্রার্থনা হয়, তাহার বিধিপূর্ব্বক কার্য্য করিলে এক প্রকার না এক প্রকার ফল লাভ অবশ্যই হইবে। যে সকল প্রার্থনা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সে সকল প্রার্থনা গণ্য ও গ্রাহ্য কখনই হইতে পারে না কিন্তু কৃপাময়ের এমনি সুন্দর নিয়ম যে মন্দ প্রার্থনা করিতে করিতে মন্দ বোধ হয় ও প্রার্থক তখন মন্দ প্রার্থনা পরিত্যাগ করে এবং কি কর্ত্তব্য তাহার চেতনা ক্রমে জন্মে। যখন আত্মা উপাসনার দ্বারা বলীয়ান হয় তখন উপাসনা আপনা আপনি ভিন্ন প্রকার হইয়া পড়ে।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে। কঠ।

ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারে তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করে না।

উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব ও উপাসনাতে আমাদিগের অসীম মঙ্গল। আমাদিগের সকল প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে না, যাহা ঈশ্বর ভাল জ্ঞান করেন, তাহাই গ্রাহ্য হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঈশ্বর কি আপন নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন? ঈশ্বরের নিয়মের পরিষ্কার জ্ঞান আমাদিগের নাই। বাহ্য রাজ্য ও অন্তর রাজ্য কারণের শৃঙ্খলায় বদ্ধ। অন্বেষণ করিলে কতকগুলি কারণ নির্ণীত হইতে পারে কিন্তু সকল কারণ স্থির করা অসাধ্য। ইহলোক ও পরলোক সংবদ্ধ, ও সকল সংযোগ-শৃঙ্খল কি রূপে আবদ্ধ তাহা আমরা জানি না। আর এই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরের নিয়ম ঈশ্বরের ঈশ্বর নহে, ঈশ্বরই আপন নিয়মের ঈশ্বর। যখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তখন তাঁহার অসাধ্য কি? তিনি আপন নিয়ম পরিবর্ত্তন না করিয়া অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারেন এবং তাঁহার কোন কার্য্যে নিয়মের পরিবর্ত্তন ও তাঁহার কোন কার্য্যে নিয়মের পরিবর্ত্তন নহে, তাহা স্থির করা অতি কঠিন।

জগতে অদ্ভুত ঘটনা হইতেছে। রোগী সুপণ্ডিত বৈদ্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত—আরোগ্যের আশা নাই, দৈবাৎ কোন সন্ন্যাসী বা উদাসীনের জড়ি বা ভস্মে আরোগ্য হইতেছে। দরিদ্র বনে পড়িয়া আছে, অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়, এমত সময়ে কেহ না কেহ আসিয়া আহার প্রদান করিতেছে। ভ্রমণকারী মরুভূমে ভ্রমণ করিতেছে, পিপাসায় প্রাণ যায়, জল পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, হঠাৎ পানীয় প্রাপ্ত হইতেছে। বিষয়ী কার্য্য ক্রমে সময়ে সময়ে অর্থ বিহীন, অপমানিত হয় এমত সময়ে দৈবযোগে তাহার মান রক্ষা হইতেছে। কত কত লোক আগামী কল্য কি আহার করিবে তাহার কিছুই উপায় নাই ও উপায় বিহীন হইয়া চিন্তিত ইতিমধ্যে খাদ্য পাইতেছে। জীবনের প্রতি ঘৃণা করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া কেহ জীবন বিনাশ করিতে উদ্যত, অমনি কোন সুহৃৎ যদ্য যাহার আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ ভয়ানক ঘটনা নিবারণ করিতেছে। পরস্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য পাপী উদ্যত ও প্রস্তুত, অমনি তাহার মতির পরিবর্ত্তন হইতেছে। কত কত লোক শুভ কার্য্য করণে আশ্রয় বিহীন ও তাহাদিগের সংকল্প নষ্ট হয় ইত্যবসরে কেহ না কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেছে। এইরূপ ঘটনা অসংখ্য—প্রতিদিন ঘটিতেছে। আবশ্যকমতে অভাবনীয় বস্তু উপস্থিত—আবশ্যকমতে অভাবনীয় উপায় প্রকাশিত—আবশ্যক মতে অভাবনীয় দ্রব্যের লাভ—আবশ্যক মতে অভাবনীয় জ্ঞান বা ধর্ম্মের উদ্দীপন। মূল কথা আমাদিগের ধর্ম্ম ঈশ্বরের উপাসনা এ তাঁহার স্বভাব আমাদিগের কৃপা করা। ঐ কৃপা কখন সম্ভব, কখন অসম্ভবরূপে অর্পিত হইতেছে। সকল প্রার্থনার উত্তর শীঘ্র পাওয়া যায় না। যে প্রার্থনার যে বিহিত উত্তর, সে বিহিত কালে প্রেরিত হয়। সে উত্তর হয়তো আত্মাতে উদয় হয়—হয়তো ঘটনায় প্রকাশ পায়। অনন্যমনা

বিবেচনা করিলে এই স্থির হইবে যে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল কার্য্যেতেই ঈশ্বর—তাঁহা ব্যতিরেকে কোন কার্য্য নাই—যাহার যে অবস্থার যাহা বিধেয় তাহাই ঘটে ও যাহা ঘটে তাহা সে অবস্থার উপযোগী ও মঙ্গল।

আমাদিগের এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না—তিনি সকলকেই সমভাবে দয়া করেন, আমাদিগের চিত্ত ও কর্ম্মানুসারে ফলাফল ও যে তাঁহার যথার্থ অনুগত, তাহার কিছু অভাব বোধ হয় না—যাহার ভাব যত উচ্চ হইবে, তাহার অভাব তত বিগত হইবে।

যেমন আত্মা উচ্চ হয়—যেমন ঈশ্বর কিরূপ

ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কি প্রকার, আত্মা অমর ও ধর্ম্মই আত্মার সহগামী ও সুহৃৎ ও ঈশ্বরই আত্মার আত্মা, আনন্দ ও সুখ,—যেমন এই জ্ঞান ও ভাবেতে আত্মা উচ্চ হয়, তেমনি উপাসনাও উচ্চ হইবে। যেমন সাকার পূজা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথমাবস্থা, তেমনি সাংসারিক বিষয়ার্থে উপাসনা উপাসনার প্রথমাবস্থা। যেমন আত্মার বাহ্য দৃষ্টি বিগত হইবে ও অন্তর দৃষ্টির বৃদ্ধি হইবে, তেমনি আত্মার স্বভাবতঃ এই ভাব হইবে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। বৃহদারণ্যক।

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব।

তখনই তেমনি আত্মার স্বভাবতঃ এই ভাব হইবে।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমানন্দঃ। বৃহদারণ্যক।

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরমানন্দ।

যাঁহাদিগের আত্মা উচ্চতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা সাংসারিক অভাব বা সুখের জন্য উপাসনা করেন না—তাঁহারা সে উপাসনাকে সামান্য উপাসনা জ্ঞান করেন। তাঁহারা যাহাতে পাপ, দুর্ম্মতি ও দুর্ব্বলতা হইতে বিরত হইতে পারেন—যাহাতে আত্মা শান্ত ও সমাহিত হয়, যাহাতে ঈশ্বর জন্য ত্যাগী হইতে পারেন, ঈশ্বরের বলে বলীয়ান, ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী, প্রেমে প্রেমী, ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইতে পারেন—যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় ও তাঁহার অপার মহিমা ও প্রীতি দর্শন ও ধ্যানোদ্ভব আনন্দে আনন্দিত হইতে পারেন—যাহাতে আত্মা দৈনিক উন্নতি সাধন করিতে ও ঈশ্বরের সন্নিকট হইতে পারে, এই তাঁহাদিগের মুখ্য উপাসনা। উপাসনার যে অনন্ত ফল তাহা ধার্ম্মিকেতেই দৃষ্ট হইতেছে। কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ উপাসনাবিহীন ও কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরেতে আত্মা সমাধান না করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে? যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ঈশ্বরকে স্মরণ, মূল ও উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে হয় তাহা বলশূন্য ও অস্থায়ী।

কেহ কেহ কহেন যে ঈশ্বর অন্যের দ্বারা কার্য্য করান ও যে সকল লোক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাও ঈশ্বর ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করান। এরূপ কার্য্য ইহলোক ও পরলোকের উপকারক। গৃহীতা না থাকিলে দাতা হয় না ও দাতা থাকিলেই গৃহীতার আবশ্যক। কার্য্য না করিলে অভ্যাস হয় না ও অভ্যাস না করিলে উন্নতি সাধন হয় না। ইহকালে যেমন সদভ্যাস সুখের মূল, পরকালে তেমনি সদভ্যাস সুখের মূল। জ্ঞান ও ধর্ম্ম যেমন লব্ধ হয়, তেমনি পরিচালিত ও বিস্তৃত না হইলে বৃদ্ধি হয় না—জ্ঞানও ও ধর্ম্মের যত ব্যয় হইবে ততই বৃদ্ধি হইবে এজন্য আত্মসুখ ও পরসুখ এক জ্ঞান হওয়া আত্মার লক্ষ্য। পরপাপ বিমোচনে আপন পুণ্য বৃদ্ধি—পরদুঃখ বিমোচনে আপন সুখ বৃদ্ধি; যে পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিত্ব পরিত্যক্ত না হয় ও আত্মসুখ ও পরসুখ এক জ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্ত দেবত্ব প্রাপ্ত হয় না। শরীর ধারণ করিয়া এরূপ অবস্থা হওয়া অতি কঠিন কিন্তু পরলোকবাসী সাধু ও দেবতারা প্রেমে সর্ব্বদা বিগলিত, সুতরাং তাঁহারা যে আমাদিগের মঙ্গলার্থে নিযুক্ত হইবেন তাহা কি অসম্ভব?

প্রেমানন্দ করযোড়ে এই উপাসনা

করিলেন। পরমকারুণিক পিতা! মানব কর্ত্তৃক যে কিছু পুণ্য কৃত হয় তাহার মূলাধার তুমি। অধর্ম্ম ও পাপ যাহা আমরা করি তাহা আমাদিগের মূঢ়তাবশাৎ—তাহার মূলাধার আমরা। যে পরিমিত স্বাধীনতা দিয়াছ সেই পরিমিত স্বাধীনতার ব্যতিক্রমেই আমাদিগের অধর্ম্ম ও পাপ উৎপন্ন হইতেছে। অধর্ম্মে ও পাপে পতিত হইয়া চিরকাল দুঃখ ভোগ না করি এজন্য উপাসনা উপায় কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছ। সাংসারিক সুখ ও দুঃখ যাহা যাহার বিধেয় তাহা প্রেরিত হইতেছে ও যাহার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা অবশ্যই হইবে। আত্মার উন্নতিই মূল লক্ষ্য। এক্ষণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে—যখন তোমার উপাসনা করি, তখন যেন একমনা হইয়া তোমাকে বাহিরে ও অন্তরে দৃষ্টি করি—তখন যেন আত্মা অকপট ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, নম্রতা, পবিত্রতা ও ত্যাগে প্লাবিত হয়—তখন যেন আমাদিগের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাধীন হয়—তখন যেন শত্রু মিত্রকে সমভাবে দেখি—তখন যাহারা আমাদিগের অমঙ্গলকারী তাহাদিগের মঙ্গল ইচ্ছুক হই ও এই ভাব সকল যেন নিরন্তর আমাদিগের সকল কার্য্যের উদ্বোধক, নিয়ামক ও সম্পাদক হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে!
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী॥
স্নান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থে সদা সুখী,
ধন মান চাহি না হে শান্তি অভিলাষী।

বারাণসী কি অপূর্ব্ব ধাম! কত কত মন্দির—কত কত দেবালয়! চতুর্দ্দিক থেকে হর হর বিশ্বেশ্বর শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শৈব ধর্ম্মের কি প্রাবল্য! বিশ্বাসে কি না হয়? বিশ্বাসই মূল।

রামানন্দ। মহাশয় ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে গেলে কি প্রতিমূর্ত্তির আবশ্যক?

জ্ঞানানন্দ। যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। তলবকার।

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং। অতত্ত্বার্থ বদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং। ভগবদ্গীতা।

আর প্রতিমা প্রভৃতি এক এক পদার্থে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর আছেন অতএব ইনিই পরমেশ্বর, এই রূপ নিশ্চয় যুক্ত অথচ অবাস্তবিক এবং অযৌক্তিক তুচ্ছ যে জ্ঞান সে তামস জ্ঞান।

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং দর্শনস্পর্শন প্রশ্ন প্রহ্ব পাদার্চ্চানাদিকং।
শ্রীমদ্ভাগবতঃ।

প্রতিমাদিতে দেব বুদ্ধি বিশিষ্ট অল্প তপঃ সম্পন্ন মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে যোগেশ্বর দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম ও পাদার্চ্চনাদি কি সম্ভাবিত হয়।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতঃ।

বাতপিত্তশ্লেষ্মময় শরীরে যাহার আত্ম জ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয় জ্ঞান, মৃত্তিকা-বিকারে যাহার দেবতা ও জলেতে যাহার তীর্থ জ্ঞান এবং সাধু জনেতে যাহার সেই সকল জ্ঞান নাই সে ব্যক্তি গোতৃণবাহি গর্দ্দভ স্বরূপ।

ত্ব'মাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেবচ,
আত্মা পুনর্ব্বহির্মৃগ্য অহোজ্ঞজনতাজ্ঞতা।

শ্রীমদ্ভাগবতঃ॥

প্রভো তুমি আত্মা তোমাকে পর (দেহাদি) জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ আত্মাতে দেহাদি. অধ্যাস করিয়া অজ্ঞ লোকেরা এই দেহের মধ্যে নষ্ট আত্মার অন্বেষণ বাহিরে করে,—একি চমৎকার!

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের নিকট শরণার্থে উপাসনা করে, সে অতি অজ্ঞ, যেহেতু কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া সাগর পার হইতে তাহার ইচ্ছা। শ্রীমদ্ভাগবত, ৭স্কন্ধ॥

এই প্রকার অনেক শ্লোক শাস্ত্রে আছে কিন্তু যাহা উপরে উক্ত হইল তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রতিমার দ্বারা উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে। উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব—অজ্ঞানতায় আবৃত থাকিলে, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বৃষ্টি, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ঈশ্বর জ্ঞান হইবে। যেমন অজ্ঞানতা যাইবে তেমনি ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে ও ঐ জ্ঞানবৃদ্ধি ক্রমশঃ উচ্চ উপাসনাতে প্রকাশ পাইবে। এই প্রকার সর্ব্ব দেশে হইয়া থাকে কিন্তু এ দেশে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান আলোচনা বিশেষরূপে হইয়াছিল। যদিও জাতিভেদ স্বভাবতঃ বিপরীত ও হানিজনক কিন্তু এই জাতিভেদ জন্যই ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই জ্ঞান ও ধর্ম্ম আলোচনা করিতেন কারণ এই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম ছিল। হোম, যজ্ঞ, উপবাস, হটযোগ, রাজযোগ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনঃসংযম সকলই পরকালে সুখার্থে—সকলই ঈশ্বর লাভার্থে কৃত হইত। যে স্থলে সাংসারিক সুখ ত্যাগ ও অসীম কঠোরতা অভ্যাস ও ঈশ্বর পাইবার জন্য এত মগ্নতা সে স্থলে আত্মা জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে অবশ্যই উন্নত হইবে। বেদাদি পাঠে বোধ হয় প্রথমে ঋষিরা যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তথাচ তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসক না হইয়া ভৌতিক পদার্থের উপাসনা করিতেন—বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, যাহা দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইত, তাহা ঈশ্বর গুণ স্বরূপে ঈশ্বর বোধ হইত। পরে যখন উপনিষদাদি প্রকাশ হইতে লাগিল তখন এ সংস্কার দূরীকৃত হয়।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতি মুপাসতে। ঈশ।

যাঁহারা পরমাত্মার শক্তিকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত যে লোক তাহাতে গমন করেন।

উপনিষদাদিতে ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক অনেক আশ্চর্য্য ও উচ্চ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একই ঈশ্বর ও তিনি কিরূপ ও কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায় এতদ্বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, বোধ হয় তৎসাময়িক অন্যান্য দেশের কোন গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য।

কতদিন পর্য্যন্ত প্রতিমা পূজার প্রথা ছিল না তাহা স্থির করা ভার। সুরথ রাজা বনে সমাধির আদেশে ভগবতী প্রতিমা বালুকায় নির্ম্মাণ করত পূজা করিয়াছিলেন। কোন কোন মতে রামচন্দ্রও ভগবতীর প্রতিমা করিয়া পূজা করেন। যুধিষ্ঠিরের সময়ে এ প্রথা ছিল, ও পাণ্ডবেরা ও ভীষ্ম প্রভৃতি কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণ কখন কখন শিবকে ঈশ্বর জ্ঞান ও শিব কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন কিন্তু শিব যোগী ও উপাসক রূপ বিখ্যাত ও বেদব্যাস

যিনি কৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবতে ঈশ্বর স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আবার কৃষ্ণকে পর ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া ঐ গ্রন্থে বর্ণন করেন—"পরে (শ্রীকৃষ্ণ) নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া শুষ্ক বাসদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়া কলাপ সমাপন করত অনুদয়ে অনলে আহুতি প্রদানান্তর বাগযত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলেন" ১০ স্কন্ধ।

ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানাভাবে প্রতিমা উপাসনার প্রথা প্রচলিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে ও যাহারা সরল চিত্তে এই উপাসনা করে তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের দ্বেষ করা অকর্ত্তব্য। এ দেশে সর্ব্ব প্রথমে প্রতিমা উপাসনা হয় নাই—তবে ইহা কেন হইল? অনুমান করি মন্ত্র উপনিষদের পর হয় কিন্তু পুরাণাদি যে উপনিষদের পরে লিখিত হয় তাহা রচনার দ্বারা ও রীতি নীতি বর্ণনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে। পুরাণ লেখকদিগের এই অভিপ্রায় ছিল যে, আপামর সাধারণ লোক নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে অক্ষম একারণ তাঁহাকে অবতাররূপে বর্ণন ও কর্ম্মকাণ্ডের বিধান না করিলে নাস্তিকতার বৃদ্ধির সম্ভব। যে ঘটনা ঘটে তাহাতে কেবল মন্দ কখনই হয় না—তাহার আনুসংগিক দোষ গুণ অবশ্যই আছে। পুরাণাদিতে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের প্রশস্ততা অনেক খর্ব্ব হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক লোক এখনও আছে যাহারা উপনিষদের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না কিন্তু পুরাণ শ্রবণে অশ্রুপাত করিবে। ঈশ্বরের কার্য্য যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাই উত্তম।

যদি প্রতিমা উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে, তবে ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য?

নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ

শ্বেতাশ্বতর।

তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ যশ।

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তৎ বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি। মণ্ডুক।

তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়।

অতএব হে প্রিয় শিষ্য? তোমার আত্মার দ্বারাও তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো

হর্ষশোকৌ জহাতি। কঠ।

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগে অধ্যাত্ম যোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়।

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোনেন চৈতদুপস্মরত্য ভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ। কেন।

অধ্যাত্ম বিষয়ক উপদেশ এই, মন যেন ব্রহ্মের নিকট গমন করেন, মনের দ্বারা উপাসক ব্যক্তি তাঁহাকে সমীপস্থ করিয়া স্মরণ করেন, উপাসকের ইহাই সংকল্প।

তামাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ

শাশ্বতী নেতরেষাং। কঠ।

তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের নিত্যশান্তি হয় অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য় আত্মনমেব প্রিয় মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি। বৃহদারণ্যক।

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখন মরণশীল হয় না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং। কঠ;

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। উপরোক্ত উপনিষদ্ পাঠে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা সকলেরই গ্রাহ্য হইবে। ঈশ্বর চক্ষুর অগোচর পৃথিবীতে যত শক্তি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে আছে তাহা একত্র করিলেও ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান ও ধর্ম্মের কণামাত্র হইতে পারে না। পৃথিবীতে যত জ্যোতি, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বিস্তীর্ণ তাহা একত্রিত হইলেও তাঁহার বিমল জ্যোতি, অসীম পবিত্রতা ও অনুপম সুন্দরতা রেণুর স্বরূপ পরিগণ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব ভাবে, সর্ব্ব গুণে সর্ব্ব কালে অসীম অনন্ত ও সম্পূর্ণ। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্যানেও পাওয়া যায় না—এমত অনুপমের প্রতিমা কে নির্ম্মাণ করিতে পারে? তিনি পরমাত্মা—আত্মার আত্মা, আত্মা তাঁহার রেণুস্বরূপ এ জন্য কেবল আত্মার দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। তিনি ওতপ্রোত ও দগ্ধ দারু নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্নরূপে সমস্ত সৃষ্টিতে আছেন অথচ স্বতন্ত্র এবং এক—তিনি আমাদিগের চেতন, শক্তি ও গতি, তাঁহা ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। মানবআত্মা অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম বস্তু—মানবআত্মা ঐশ্বরিক শক্তি ও ভাবের অঙ্কুর ধারণ করে, একারণ তাঁহার সহিত সংমিলিত হইতে পারে। আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে কি প্রকারে লাভ করা যাইবে? প্রিয় রূপে উপাসনা দ্বারা—পরমেশ্বরের অসীম শক্তি, জ্ঞান, কৃপা ও ক্ষমা পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া তাঁহাতে প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবেক—অধিক বচন বা মেধা দ্বারা প্রিয়রূপে উপাসনা হয় না। উপাসনা কালে যদি আত্মাতে প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা না উদয় হয় তবে সে উপাসনা শব্দাড়ম্বর। উপাসনার অন্য কোন প্রকরণ নাই—"যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে।

সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, ক্ষীণ দোষ যত্নশীলতা দ্বারা হৃদগত-সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা, শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা, শুদ্ধতার দ্বারা সেই "সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎকে" লাভ করা যায়*। অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য কামনা, শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ ভাব ও শুদ্ধাচারের আবশ্যক। কেবল জ্ঞান হইলেই হয় না।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ। কঠ।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই; সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

ঈশ্বর-উপাসক হইতে গেলে যে বনে গমন করিতে হয় এমত নহে।

মৌনান্ন স মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ। মনুঃ।

* সত্যেন লভ্য স্তু সা হেষা আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন —মণ্ডুক।
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তোয এনমেবম্বি দুরমৃতাস্তে ভবন্তি। কঠ।
যৎপশ্যন্তি:যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ। মণ্ডুক।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্তত স্তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। মণ্ডুক।

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য বাস প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না। সংসার বন অপেক্ষা আত্মোন্নতি সাধনের অধিক উপযোগী। বনেতে আত্মার সদ্ভাবের উদয় ও ধারণ হইতে পারে কিন্তু সংসারে সেই সকল ভাবের কার্য্য ও পরীক্ষা ও প্রগাঢ়তা জন্মে।

তপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় কিন্তু তপস্যা কি?

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্ কর্ম্ম বুদ্ধিভিঃ।
তে তপস্যন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং।

মনুঃ।

যাঁহার মন, বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধিদ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন; যাঁহারা শরীর শোষণ করেন তাঁহারা তপস্যা করেন না।

ন কায় ক্লেশ বৈধুর্য্যং ন তীর্থাযতনাশ্রয়ঃ।
কেবলং তন্মনো মাত্র জয়েন সাদ্যতেপদং॥

যোগবশিষ্ঠ।

কায় ক্লেশ কাতরতা এবং তীর্থ স্থানাশ্রয় এতদ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির কোন উপকার দর্শে না, কেবল মনোজয় দ্বারাই পর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

আত্মার দ্বারাই পরমাত্মার প্রকৃত উপাসনা। উপাসনায় বিশ্বাসই মূল—ভক্তিই মূল। যেমন বিশ্বাস ও ভক্তির বৃদ্ধি, তেমনি জ্ঞানের বৃদ্ধি, তেমনি আত্মপ্রসাদ লাভ—তেমনি আনন্দের বৃদ্ধি। "ভগবদ্বিষয়া ভক্তি অন্য ভক্তির তুল্য নহে, ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ বিহিত হইলে তাহা সম্যক্ প্রকারে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উৎপন্ন করে, সেই ভক্তিযোগ একান্ত দুর্লভ নহে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে তাহার সম্বন্ধে ভগবান অচ্যুতের কথা আশ্রয় করিয়া তাহা অচিরেই উৎপন্ন হয়।" শ্রীমদ্ভাগবত ৪ স্কন্ধ।

"অপর দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত, এ সকল ভগবানের প্রীতির কারণ নহে, কেবল নিষ্কাম ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ প্রীত হয়েন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল নাট্যমাত্র।" ৭ স্কন্ধ।

প্রেমানন্দ—হে কৃপাময় এই কৃপা কর যে আমাদিগের মানসিক ও দৈহিক বৃত্তি সকল তোমার কার্য্যে সদা নিযুক্ত থাকে। আমাদিগের বাক্য আপনকার গুণ কীর্ত্তনে রত থাকুক, আমাদিগের শ্রবণ আপনকার কথা শ্রবণে আসক্ত হউক, আমাদিগের হস্ত আপনকার কর্ম্মে ব্যাপৃত হউক, আমাদিগের মনঃ আপনকার চরণারবিন্দ স্মরণে নিবিষ্ট থাকুক, আমাদিগের মস্তক আপনকার নিবাসভূত জগতের প্রণামে নিযুক্ত হউক এবং আমাদিগের দৃষ্টি আপনকার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুজনের দর্শনে তৎপর হউক।" যে শান্ত সমাহিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া তোমাতে আত্মা সমাধানপূর্ব্বক প্রীতির সহিত উপাসনা করে সেই বিমল আনন্দ উপভোগ করে ও সে যে আনন্দ লাভ করে তাহাতে তাহার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় যে তুমি "আনন্দময়"—তুমি "শুভ্রঃ জ্যোতিসাং জ্যোতি," "তুমি—সত্যং শিবং সুন্দরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং" ও আত্মা ও পরমাত্মার ব্যবধান ও সংযোগের শৃঙ্খল কেবল প্রেমার্দ্র ভক্তি এবং নিরন্তর প্রেমার্দ্র ভক্তিতেই নিরন্তর অন্তঃশীতলতা*।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

কি দিব তোমারে বল না, হৃদয়ের ধন!
কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা॥
প্রদান কর চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত,
হলে তোমায় অর্পিত, পুরিবে বাসনা।

* অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধি স্থিতি কথ্যতে। যোগবাশিষ্ঠঃ।

যত স্নেহ প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি,
আর কোন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা ॥

অষ্টম অধ্যায়।

পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাঁপতাল।
মনতো দুর্ব্বল নহে যদি থাকে প্রকৃত।
পাপেতে দুর্ব্বল মতি পাপ করে বিকৃত ॥
পরিষ্কার সংস্কার আবিষ্কার হে কত!
নিরঞ্জন সযতন মনে হয় আবৃত ॥
সার জ্ঞান দূর জ্ঞান সদা মনে উদিত।
সৃষ্টি কার্য্য সব ধার্য্য বিনাচার্য্য গৃহীত ॥
ভব ভাব ব্যর্থ ভাব ক্রমে ক্রমে দূরিত।
সারভাব শুদ্ধভাব ভালেতে হয় ভাবিত ॥
ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ সদানন্দ অমৃত।
করি পান পায় ত্রাণ ভোগে সুখ অচ্যুত ॥

ওগো মোশায় মাথা মড়িয়ে যাও—মাথা ভুরূ গোঁপ সব বেশ করে কামিয়ে দেব, আমি বেণী ঘাটের সরদার নাপিত। এ মাই বাপ! তোমারা কোন পুরোহিত? হামকো পুরোহিত কর—হামারা বহুত যজমান।

রামানন্দ। যা যা বেটারা বিরক্ত করিস্‌নে।

জ্ঞানানন্দ। কটুবাক্য কহিও না—কেবল মস্তক মুণ্ডনে ও শ্রাদ্ধ করণের আবশ্যক নাই সম্মুখে বেণীঘাট—আকবরশা নির্ম্মিত দুর্গ এই, ইহার ভিতরে অক্ষয় বট, ভরদ্বাজের আশ্রম কিঞ্চিৎ দূর। প্রয়াগ স্থান উত্তম কূপের জল উপাদেয়। সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে, ঋতুরও পরিবর্ত্তন, পুনরায় সূর্য্য উদয় হইবে, পুনরায় বিগত ঋতু আসিবে। আত্মাও ইহলোকে অস্ত হইয়া পরলোকে উদয় হইবে ও বিগত ঋতুর ন্যায় সেখানে পুনঃ প্রকাশ হইবে। ঈশ্বরের এক এক কার্য্যে কত প্রকার উপদেশপ্রদ তাহা বলা যায় না। যাহার যেরূপ চিত্ত ও ভাব সে সেই রূপ গ্রহণ করে।

এই সকল কথা হইতেছে, ইতি মধ্যে এক জন ভদ্র লোক নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ করত বলিলেন—বোধ হয় আপনারা সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন, যদি অবস্থিতি করিবার স্থান স্থির না হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে আইলে আপ্যায়িত হইব।

জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া ঐ ভদ্রলোক সহিত চলিলেন ও কিছু কাল পরে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া সকলে একত্র বসিলেন। বাটী অতি সুনির্ম্মিত সম্মুখে প্রশস্ত ভূমি ও উদ্যান, দক্ষিণদিক্ মুক্ত, সুশীতল বায়ু বহিতেছে যাঁহাদিগের চিত্ত এক প্রকার তাহারা মিলিত হইলেই আনন্দ আপনা আপনি উদয় হয় ও যেমন বহু নদী একত্র হইলে ও বহু আলোক মিলিত হইলে একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ঐ প্রকার লোকের সমাগম হইলে একই চিত্ত প্রকাশ পায়। পরস্পর আলাপে সকলেই আহ্লাদিত সরল ও মুক্তমনা। যখন চিত্ত অকাপট্যে পূর্ণ তখন পরস্পর নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করা ও পরিচয় দেওয়া অনিবার্য্য।

জ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় পাইতে বড় ইচ্ছুক। অনুগ্রহ করিয়া আপনকার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলুন। ঐ ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম নিত্যানন্দ ও আমার নিকটে যিনি বসিয়াছেন তিনি আমার অনুজ, তাঁহার নাম সদানন্দ। কিন্তু এক্ষণে উপাসনার সময় অতএব যদি অনুমতি করেন তবে আমরা বাটীর ভিতর যাইয়া পরিবারের

সহিত উপাসনা করি, তৎপরে আপনাদিগের নিকট আসিয়া সকল কথা বলিব।

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—আপনারা সাধু।

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। শ্বেতাশ্বতর।

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য, তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

নিত্যানন্দ ও সদানন্দ অন্তঃপুরে গমন করিলে, জ্ঞানানন্দ বলিলেন, ভগবানের কি কৃপা। সাধু সঙ্গ অমূল্য ধন! যাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি ইনি প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ, ইহাঁর সহিত আলাপে বিস্তর সুধা প্রাপ্ত হইব।

রামানন্দ বলিলেন আমি আপনকারদিগের সহিত আসিয়া কি সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। মহাশয়! বল্‌বো কি? স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিতাম না—তাহাদিগকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, সেই সকল কথাগুলি এক এক বার স্মরণ হয় আর মন সন্তাপে জ্বলে উঠে।

জ্ঞানানন্দ। রামানন্দ। স্থির হও, ঈশ্বর ধ্যান ও উপাসনাতে অসদ্‌ভাব বিগত হইবে ও আত্মা অনুতাপ বারির সিঞ্চনে মনোহর পুণ্য-ভাবে প্রস্ফুটিত অবশ্যই হইবে। প্রেমানন্দ আইস আমরাও উপাসনা করি।

রাগিণী সুহিনী।—তাল মধ্যমান।

কত পাপ করিয়াছি তোমার নিকট,
তথাপি না ত্যাগ কর রেখেছ নিকট।
করে ধরি কুসন্তান, ক্রোড়ে মাতা দেন স্থান,
সান্ত্বনা সুধাতে দূর করেন সঙ্কট।
ততোধিক তব দয়া, দিয়া স্বীয় পদ ছায়া,
কালে নাশ কর তাপ পাপ বিকট॥

ধন্য তোমার ক্ষমা, ধন্য তোমার দয়া, ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা। পৃথিবীতে কি ভয়ানক অত্যাচার হইতেছে। কত অশ্রাব্য অকথ্য কার্য্য লোকে বারম্বার করিতেছে। এই সকল দেখিয়া, এই সকল জানিয়া, এই সকল সহিয়া যথাবিহিত উপায়ে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেছ। আমাদগের কি সাধ্য যে তোমার পতিতপাবন গুণের বর্ণন করি। কি সৃজনে, কি পালনে, কি রক্ষণে, কি তারণে, তোমার আনন্দ সম আনন্দ—কৃপাময়! ঐ আনন্দের কণা মাত্র প্রেরণ কর যে তাহা পাইয়া আমরা জীবনের সাফল্য লাভ করি।

নিত্যানন্দ অনুজ সহিত অন্তঃপুর হইতে আসিয়া বিশেষ আতিথ্যের পর আপন কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদিগের আদিম বাস মুরশিদাবাদ। নবাব সরকারের পিতা রায়রেঞে ছিলেন, তিনি ঘোর পৌত্তলিক ও দেবতাদিগের নিকট কেবল সাংসারিক সুখের প্রার্থনা করিতেন। আমরা দুই সহোদরে নিজামত স্কুলে পড়িতাম কিন্তু পিতার ঐশ্বর্য্যে সদা মত্ত থাকিতাম—সদা মনে ভাবিতাম পিতার বিয়োগ হইলে অসীম ধন পাইব, বিদ্যা শিক্ষা করা বড় আবশ্যক নাই। পিতা বহু ব্যয় করিয়া আমাদিগের লেখা পড়া শিক্ষা করান, তাহাতে কেবল "নেতি নেতি" জ্ঞান হইল অর্থাৎ এ কিছু নয় ও কিছু নয় এই জানিলাম কিন্তু কি ভাল কি কর্ত্তব্য তাহা যদিও কিছু জানিলাম সে জানা কেবল নাম মাত্র হইল। কখন মনে হইত ঈশ্বর আছেন, কখন মনে হইত ঈশ্বর নাই, কখন মনে হইত এ সকল চর্চ্চা করা মিথ্যা। যে সকল বিষয় জানিলে লোকের নিকট প্রশংসা পাওয়া যায় এবং অহংকারের ও অভিমানের তৃপ্তি হয়, সেই সকল জ্ঞানে মনোনিবেশ হইত। স্থানে স্থানে সভা স্থাপিত হইল, সেই সকল সভাতে যাইয়া বক্তৃতা করত

পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতাম। সত্যের প্রতি মন যাইত না, আপন জেদ যাহাতে রক্ষা হয় তাহাই করিতাম। আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত শুনিলে রাগেতে পরিপূর্ণ হইতাম ও মেজ আঘাত করিয়া এমনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতাম যে অনেকেই আমার মতে মত দিতেন। কি প্রকারে সকলে আমাকে বিদ্বান্ সর্ব্বজ্ঞানবেত্তা বলিবে এই আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, বাস্তবিক কোন বিষয়েই আমার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আপন অহংকার জন্য এটী কখনই স্বীকার করিতাম না। ধর্ম্মবিষয়ে অতি দুর্ব্বল ছিলাম—কেবল লোক ভয়, ঈশ্বর ভয় কিছুমাত্র ছিল না। গোপনে অনেক অধর্ম্ম করিতাম ও ধার্ম্মিক লোক অনুসন্ধান করিলে অস্বীকার করিতাম। পদে পদে মিথ্যা না বলিলে অধর্ম্ম রক্ষা হয় না। আমার যেরূপ মনের ভাব সেই রূপ অনেকেরই ছিল—আমরা সকলে একত্র হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলাম। অহংকার ও মত্ততায় এমনি পরিপূর্ণ হইলাম যে নিকটে কেহ ধর্ম্ম কথা কহিলে, মনে হইত এ ব্যক্তি বুঝি আমা-দিগের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে এজন্য তাহাকে বলিতাম—তুমি নিন্দক, তুমি পাজি, তুমি আমাদিগের গ্লানি কর, তোমাকে চাবুক মারবো, তোমাকে গুলি করবো। এই রূপে কিছু কাল যায়। এক দিবস পিতা ডাকাইয়া অনেক অনুযোগ করিলেন। পিতার কথা শুনিয়া প্রজ্জলিত ক্রোধে বলিলাম—মহাশয় যা শুনি-য়াছেন তাহা সকলই মিথ্যা, যাহারা বলিয়াছে তাহাদিগের নাম চাই—আপনাকে তাদের নাম দিতে হবে। পিতা বলিলেন বাবা, আমি কাহার নাম দিব? সমস্ত দেশ শুদ্ধই বলিতেছে, নাম দিতে গেলে দুই দিস্তে কাগজেও ধরিবে না।

পিতার কথা না শুনিয়া সে স্থান হইতে মশ মশ করিয়া চলিয়া গেলাম। বাটীতে দুই তিন দিবস আহার করিলাম না। পরে মাতা আমাকে আনয়ন পূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন, পুত্রকে আর অনুযোগ করিও না, ও যাহা হউক, আমার তাপহারক, যদি দোষ হইয়া থাকে ত কালেতে যাইবে। কিয়ৎ কাল পরে পিতা মাতার কাল হইল। বিষয় বিভব প্রচুর ছিল, কিন্তু অনবধনতা প্রযুক্ত কিছুই রক্ষা হইল না, ক্রমে ঋণ-পাশে বদ্ধ হইতে লাগিলাম। যে সকল বন্ধুর সহিত ধর্ম্মবন্ধন নাই, তাহারা দুঃখের সময় কখনই দৃষ্ট হয় না, হয়তো কেহ কেহ শত্রুতা সাধন করে। বিষয়চ্যুত হওয়াতে আমার চেতনা হইতে লাগিল; তখন স্ত্রী ও অনুজকে নিকটে আনাইয়া বলিলাম এত দিনের পর ঘোর বিপদে পড়িলাম—উপায় কি? ভদ্রাসন হস্তান্তর হইবে, কল্য কি আহার করি এমন সঙ্গতি নাই। স্ত্রী উত্তর করিলেন আমি লোক গঞ্জনায় ও মনের দুঃখে ম্রিয়মান ও যদিও তোমা কর্ত্তৃক অপমানিত ও তাড়িত হইয়াছি তথাচ সর্ব্বদাই সেই অনাশ্রয়ীর আশ্রয় নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যাহা সত্য ও ধর্ম্মতঃ তাহাই কর ও ক্লেশ ও দুঃখ যাহা হইবে তাহা ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক অপরাজিত চিত্তে বহন করিতে হইবে। অনুজ বলিলেন দাদা! পিতার অসীম বিভব যে বিভব যে তোমা কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়াছে তাহার জন্য আমার কিছু বক্তব্য—নাই—যদি এই ধন নাশে তোমার চিত্তের মঙ্গল হয় তাহাতেই আমার অনেক ধন লাভ। স্ত্রী ও অনুজের কথা শুনিয়া আমি নয়নের জল ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া বলিলাম—অরে! আমি কি নরাধম জন্মিয়াছিলাম। আমার জীবনে ধিক্, আমি পশু হইতে অধম—কীট

হইতে জঘন্য—আমার মত পাপী বুঝি আর নাই—যদি এখন মৃত্যু কৃপা করে, তবেই পরিত্রাণ পাই।

অনুজ বলিলেন—দাদা স্থির হও।

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ব-বেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো-জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর—মধি-গম্যতে। মুণ্ডক।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্ম নিরা-করোদনিরাকরণমস্তু।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। উপনিষদ।

এই দুইটী উপদেশ শুনিবামাত্রেই আমার মনে একেবারে সংলগ্ন হইল—আমি কিঞ্চিৎ ভাবিতে লাগিলাম ও যত ভাবিলাম তদই এই উপদেশের সত্য পরিষ্কার বোধ হইল। সকল ভাল কথা সকল সময়ে গ্রাহ্য হয় না কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ সময় অনুযায়িক হিত-বাক্য মন যেন দৌড়িয়া গ্রহণ করে। সকল বিদ্যা অপেক্ষা যে বিদ্যা দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ও ঈশ্বর আমাদিগকে কখন পরিত্যাগ করেন না, অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহাকে ত্যাগ না করা—তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা, ও তিনি যাহা করেন তাহাতে নির্ব্বৃত্ত হওয়া, কেবল এই ভাবেতে মগ্ন হইয়া সাতিশয় প্রেমেতে অনুজকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম—ভাই! তুমিই আমার গুরু, ইচ্ছা হয় তোমার পায়ের ধুলা লই।

মানব স্বভাব এই যে বয়সে সম্পর্কে অথবা পদে ছোট ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক ভাল কথা কথিত হইলেও অহঙ্কার বশাৎ কথা প্রায় গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু আমার তৎকালে এই জ্ঞান হইল যে

যুক্তিযুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্য মুপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥
যোগবাশিষ্ঠ।

বালক যদ্যপি যুক্তিমত বাক্য কহে তাহাও আদরপূর্ব্বক অবশ্য গ্রহণ করা উচিত কিন্তু অযুক্তিক কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা তৃণের ন্যায় ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের এই সকল কথা হইতেছে ইতি মধ্যে পল্লীস্থ এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে ভদ্রা-সন যাহার নিকট বন্ধক আছে সে আদালতের লোক সহিত কল্য দখল লইতে আসিবে। এই কথা শুনিয়া ক্ষণেক কাল অস্থির হইলাম পরে মনেতে আশু উদয় হইল যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কর,—তিনি কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। পত্নী ও অনুজের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম যে রাত্রির মধ্যেই ভদ্রাসন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোথায় যাই—পল্লীতে এমত কেহ আত্মীয় নাই যে স্থান দেয়। আমা-দিগের দুরবস্থা দেখিয়া কেহ নিকটে আইসে না—কেহ কিছু তত্ত্ব করে না। যা করেন ঈশ্বর, তিনি কখনই পরিত্যাগ করিবেন না—এই আমরা সকলে বলিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল, কৃষ্ণপক্ষের তিথি —রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘেতে আচ্ছন্ন। গৃহে কিছু নাই যে আহার করি, কেবল একটু জল পান করিয়া আমরা সকলে বাহির হইলাম। কিছুই দ্রব্যাদি ছিল না যে সঙ্গে লই, যাহার যে বস্ত্র গাত্রে কেবল সেই সম্বল। স্ত্রীর যাহা অলঙ্কার ছিল তাহা সকলই

বন্ধক বা বিক্রয় করিয়াছিলাম, কেবল দুই হস্তে দুই গাছি পিতলের বালা ছিল। সদর রাস্তা দিয়া না যাইয়া গলি ঘুজি দিয়া যাইতেছি, মুখেতে বস্ত্র ঢাকা যেন কাহার সহিত দেখা না হয়—কাহাকে কিছু পরিচয় না দি, দুই তিন ক্রোশ যাইয়া পত্নী শ্রান্ত হইলেন। একে ভদ্রকন্যা, এতাদৃশ ক্লেশ ভোগ কখন করেন নাই, তাতে পূর্ণগর্ভা অধিক পরিশ্রমে অসক্ত। চলিতে চলিতে একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া পড়িলেন, অনুজ আপন বস্ত্র দিয়া বায়ু ব্যাজন করিতে লাগিলেন। পত্নীর কাতরতা দেখিয়া আমার চক্ষের জল উথলিয়া পড়িতে লাগিল ও মনে করিলাম এই যন্ত্রণার মূল আমি—আমার মত পাপী আর নাই। হৃদয় তাপেতে ও দুঃখেতে বিদীর্ণ হইতে লাগিল ও উর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক বলিলাম—নাথ! আমি অতি নরাধম আমার আর কেহ নাই, কেবল তুমিই আছ, যা কর তুমি। অনুজ আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিলেন—দাদা স্থির হও, কোন ভয় নাই, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কর। কিছু কাল পরে পত্নীর শ্রান্তি দূর হইল। এদিকে প্রভাত হয় এমত সময়ে একটি ভগ্ন কুটিরের প্রান্ত ভাগে যাইয়া রহিলাম। পত্নী ও অনুজকে বলিলাম তোমরা এখানে থাক, আমি গ্রামের ভিতর যাইয়া যদি কিছু ভিক্ষা পাই তবে অদ্য আহার হইতে পারিবে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে হরিমোহন বাবু বড় জমিদার ও ধনাঢ্য। প্রত্যাশায় ধাবমান হইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিলাম বাবু উচ্চ গদির উপর বসিয়া গুড় গুড়ি ভড়র ভড়র করিয়া টানিতেছেন ও ক্রমাগত চীৎকার করিতেছেন—ওকে ধর, একে বাঁধ, ওকে মার, চতুর্দ্দিকে পাইক, গমস্তা, প্রজা, সকলই ত্রাহি ত্রাহি বলিতেছে, কাছারি যেন সাক্ষাৎ যমালয়। আমি নিকটে যাইলে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেরে তুই? আমি বলিলাম —ভিক্ষুক, বড় ক্লেশ পাইতেছি কিঞ্চিৎ ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি। দূর! দূর! নেকাল দেও, নেকাল দেও, বেটা আমি কি বাপ মার শ্রাদ্ধ কর্‌তে বসেছি যে তোকে ভিক্ষা দিব? অমনি দৌবারিকেরা আমার গলায় হাত দিয়া বাহির করিয়া দিল। অতিশয় অপমানিত হইয়া বলিলাম—ভগবান্! মান প্রাণ সকলই তোমার হাতে, যা কর তুমিই—এ অপমান ক্ষুদ্র অপমান কিন্তু পাপ করণের অপমান যেন আর না ভুগিতে হয়। এইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে উপায় চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে দুই জন পথিক পরস্পর বলাবলি করিয়া যাইতেছে—হরপ্রসাদ বাবু কি দয়ালু—দরিদ্রের মা বাপ। এই কথা শুনিবামাত্রে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই হে! হরপ্রসাদ বাবুর বাটী কোথায়? তাহারা বলিল ঐ যে মন্দির দেখিতেছ তাহার উত্তরে। অমনি আস্তে ব্যস্তে উক্ত বাবুর ভবনে উত্তীর্ণ হইয়া জানিলাম যে তিনি কার্য্যক্রমে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, দুই তিন দিবস আসিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া বিবেচনা করিলাম যে আমার জন্য দুঃখের রাশি সঞ্চিত আছে, আমার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল অবশ্যই হইবে, কিন্তু ঈশ্বর কখনই ত্যাগ করিবেন না। বেলা চারি পাঁচ দণ্ড হইল, রবির প্রখর উত্তাপ, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া সেই ভগ্ন কুটিরের প্রান্ত ভাগে আসিয়া স্ত্রী ও অনুজকে সকল কথা বলিলাম। পত্নী কাতর হইয়া বলিলেন—নাথ! তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইতেছি—আমার আহারের জন্য কিছু চিন্তা করিও না, স্ত্রীজাতি অধিক ক্লেশ বহন ও সহ্য করিতে পারে, এক্ষণে দেখ যে আমার দুই গাছা পিতলের বালা বিক্রয়

করিয়া কিছু পাইতে পার কি না। অনুজ বলিলেন যে কীট প্রস্তরমধ্যে, যে পক্ষী বায়ুস্থ, যে জীব গর্ত্তস্থ, সকলেরই ভরণ পোষণ হইতেছে—অনাহারে কাহারও দিন যায় না। যে অবস্থাতেই পতিত হই ঈশ্বর কখনই ত্যাগ করেন না। যেমন অনুজ সর্ব্বদাই ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন তেমনি পত্নীও তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক অনেক ধর্ম্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুই জনের সহিত কথা বার্ত্তাতে দুঃখ বিস্মরণপূর্ব্বক এক এক বার বোধ হইতে লাগিল যেন আনন্দের জ্যোতি চিত্তেতে প্রেরিত হইতেছে ও ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হইতেছে। সুরধনী সম্মুখে, উদক আনিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া সকলে পরমাত্মাতে চিত্ত সমাধান করিলাম। উপাসনা কালে সকলের অন্তরে যেন কেহ বলিতেছে—"ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কর, আনন্দ লাভ অবশ্যই হইবে।"

উপাসনানন্তর আমরা সকলে সুখাসীন হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রেমেতে পূর্ণ হইলাম ও বৈর ভাব যে কেমন তাহা দেখিলেও বিশ্বাস হইত না। চিত্তেতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, পত্নীর গলদেশে হাত দিয়া আমি বলিলাম—প্রিয়ে! বোধ হয় যে আমার ধন নিধন হওয়াতে আমি ধনী হইয়াছি। যদি সর্ব্বস্ব দানে এ ধন মেলে তবে দরিদ্রতা পূজ্য। হে নাথ! তুমি অকিঞ্চনের ধন—দুঃখে না পতিত হইলে তোমার ভাবে ভাবুক হওয়া যায় না। যদি দুঃখে পড়িলে তোমাকে পাই তবে যে দুঃখ প্রেরণ করিতেছ তাহার জন্য বার বার প্রণাম করি। অনুজ উত্তম গায়ক ছিলেন, ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া এই গান করিলেন।

রাগিণী ইমনকল্যাণ।—তাল আড়া।

তবে কেন নয়নের বারি নিবারি।
যদি এই বারিতে পাই সেই রূপের মাধুরী॥
রোদনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন,
নাশিবে শান্তি তপন. পাপ শর্ব্বরী।
পরে পাইবে যে হাস্য, সে হাস্য নয় উপহাস্য,
সদা আনন্দ প্রকাশ্য, সুধা সর্ব্বোপরি।

মধ্যাহ্ন সায়াহ্নের ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে, চতুর্দ্দিক ঝিল্লিরবে শব্দায়মান। নদীর তীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, ইতিমধ্যে এক জন ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? আমি আপন পরিচয় দিলে আমার প্রতি অতিশয় কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—ভাই! তুমি ভদ্র সন্তান বিপদে পড়িয়াছ, যদি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ কর তবে বাধিত হই। আমার নৌকা ঐ, আমি শীঘ্র যাইব—এই বলিয়া আমার হস্তে বিংশতি মুদ্রা দিয়া শীঘ্র নৌকায় আরূঢ় হইলেন। আমি কৃতজ্ঞতায় অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলাম—কেবল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দুই হস্ত উত্তোলন করিলাম। নৌকা দৃষ্টির অগোচর হইলে পত্নী ও অনুজের নিকট আসিয়া মুদ্রা দিয়া সকল কথা কহিলাম। তাহারা বলিলেন ঈশ্বর কাহাকেও কখন পরিত্যাগ করেন না, তাহার প্রতি বিশ্বাসই মূল। পরে নিকটস্থ এক দোকানে যাইয়া আহারাদি করিয়া সে রাত্রি সেই খানে যাপন করিলাম। দোকানি আমাদিগের পরিচয় লইয়া বলিল—আপনারা ব্রাহ্মণ, ভদ্র লোক, ক্লেশে পড়িয়াছেন। আমি নিঃসন্তান ও আমার কিঞ্চিৎ বিষয় আছে, মনে করিয়াছি দোকান পাট উঠাইয়া বৃন্দাবনে গমন করিব। এক্ষণে এ দুঃখীকে দয়া করুন—এই বলিয়া আমার পায়ে পঞ্চাশটি টাকা অর্পণ করিল। আপনাদের দুঃখ মোচন জন্য ঐ দান গ্রহণ করিতে হইল ও দোকানিকে ধন্যবাদ প্রকাশ পূর্ব্বক নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা প্রয়াগে আইলাম

টাকা যাহা ছিল তাহা সকলই ব্যয় হইল। ভরদ্বাজ আশ্রমের নিকট আসিয়া উপায়শূন্য হইয়া অনাহারে বসিয়া আছি, এমত সময়ে পত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত—বৃক্ষের কতকগুলি গলিত পত্র সংগ্রহ করিয়া শয্যা করিয়া দিয়া বলিলাম—আমার জন্য তোমার এত ক্লেশ, এমত স্বামীর জীবনে কি প্রয়োজন? পত্নী হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন—এমন কথা কহিও না—তোমার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হওয়াতে আমার যে বিভব, ইহার তুল্য ঐশ্বর্য্য আর নাই। এক্ষণে আমার যে আনন্দ সে আনন্দ পুঞ্জ পুঞ্জ দাস দাসী আবৃত ও মণি মাণিক্য ভূষিত হইয়াও জন্মে নাই। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিরুদ্বেগে আমার এক নবকুমার জন্মিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলাম ও করজোড়ে বলিলাম—হে দিনবন্ধু করুণাসিন্ধু! তোমার কার্য্য অদ্ভুত। বিষ পানে সুধা ও সুধা পানে বিষ। সম্পদে বিপদ ও বিপদে সম্পদ। এই ভিক্ষা দাও যেন পুত্রটী কুলপাবন পুত্র হয়—যে জ্ঞানে তোমাকে পাওয়া যায় সে জ্ঞান কৃপা করিয়া পুত্রকে প্রদান কর। শর্ব্বরী প্রভাত—পক্ষী সকল চিকুবু চিকুবু শব্দ করিতে আরম্ভ করিল—জয় হরে মুরারে গান করত ব্রাহ্মণ সকল স্নানার্থে যাইতেছেন। ভরদ্বাজ আশ্রম দর্শনে কতকগুলি প্রাচীন স্ত্রীলোকের সমাগম হইল। তাঁহারা দুর হইতে পত্নীকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আহা! এ কে গো? চল সকলে নিকটে গিয়া দেখি। পরদুঃখে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কাতর—ঐ প্রাচীনারা নিকটে যাইয়া বলিল—মা! তুমি কে গো! আহা কি রূপ লাবণ্য ও গর্ম্মের জ্যোতি! তুমি কি দেবকন্যা—না রাজকন্যা, তুমি কে? পত্নী বলিলেন—মা আমি চিরদুঃখিনী কিন্তু যে দুঃখ আমার স্বর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল, সে দুঃখ এই পর্ণশয্যায় শয়নে নাই। পরে সকল বৃত্তান্ত শুনিলে প্রাচীনারা অতি কাতর হইয়া ঐ খানে এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন ও আপন আপন বাটী হইতে শয্যা খাদ্য দ্রব্য ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরণ করিলেন ও সর্ব্বদাই তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। অনাথার দৈব সখা—অনাশ্রয়ীর আশ্রয় ঈশ্বর, কাহার হৃদয়ে কাহার জন্য দয়া প্রবল করান তাহা কে বলিতে পারে? তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না—এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। স্ত্রী সেই গৃহে থাকিতেন, আমরা নিকটে আর একটী কুটীরে বাস করিতাম—কেবল ভিক্ষাই উপজীবিকা। রাত্রে শয়ন করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিতেছি যেন এক জন নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, কল্য অমুক স্থানে অবশ্যই গমন করিবে। অনুজকে ও পত্নীকে এই কথা বলিয়া আমি সেই স্থানে গমন করিলাম—ক্লান্ত হইয়া এক তরুতলে বসিয়া আছি, এক এক বার মনে করিতেছি যে আমার ন্যায় ক্ষিপ্ত আর নাই—স্বপ্ন কখন কি সত্য হয়? ইত্যবসরে এক জন আমিরজাদা এক অশ্বের উপর বেগে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমার মলিন আকার দৃষ্টি করত ঘোড়াকে চাবুক মারিতে মারিতে কিছু দূর গমন করিলেন—পুনর্ব্বার আমার নিকট খাড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বড় গরিব? আমি বলিলাম হাঁ—এই কথা শুনিবা মাত্র আপনার জেব হইতে ৫০০ টাকার একখানি হুণ্ডি আমার হস্তে দিলেন। আমি তাহাকে বিস্তর সেলাম ও আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি আমাকে এত

টাকা কেন দান করেন? আমিরজাদা উত্তর করিলেন যে আমার এক বেগম ছিল তাঁহার স্মরণার্থে বৎসর বৎসর এক এক জন বড় গরিবকে এই টাকা দান করি। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে এই স্থানের গাছের নীচে যে লোক থাকিবে তাহাকে আমার দান করা কর্ত্তব্য—আমি তোমার নিকটে প্রথমে আসিয়া আর একটু দূরে যাইয়া দেখিলাম যে আর কেহ নাই কেবল তুমি আছ অতএব তুঁমই আমার দানের পাত্র। এই বলিয়া আমিরজাদা চলিয়া গেলেন, আমি অর্থ পাইয়া ঈশ্বরের কার্য্যে চমৎকৃত হইলাম. তিনি সকল অভাবই মোচন করেন ও বিপদ যাহা প্রেরণ করেন তাহাতে প্রকৃত সম্পদ হয়। পত্নী ও অনুজের নিকট আসিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। তাঁহারও আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার পরে অনেক ঘটনা ঘটে, তাহাতে আমাদিগের দৃঢ় সংস্কার এই হয় যে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই সুখের মূল। যে টাকা পাইলাম তাহার অধিকাংশে একখানি দোকান করিলাম। দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইল, পরে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলাম তাহাতে বিস্তর লাভ করিয়াছি। এক এক বার অধিক ক্ষতি হইত, তাহার জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সমাহিত থাকিতাম। অতি লাভে হৃষ্ট হইতাম না, অতি ক্ষতিতেও ম্রিয়মাণ হইতাম না—সুখ দুঃখেতে অবিচলিত থাকিবার জন্য সর্ব্বদাই বলিতাম, প্রভু। তোমার যাহা ইচ্ছা তাই হউক ও তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার মঙ্গল।

কালক্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এই ভদ্রাসন করিয়াছি ও ভূমি ইত্যাদি যাহা ক্রয় করিয়াছি তাহাতে গ্রাস আচ্ছাদন চলিতে পারে। অনুজের বিবাহ ও সন্তান হইয়াছে ও আমার এক্ষণে চারি পুত্র। পত্নী কতকগুলি দীন দরিদ্র লোকের কন্যাকে বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্ম উপদেশ দেন। অনুজ সদা পরহিতে রত ও আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের উপকার করেন। আমি বিষয় কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত—যাহাতে অন্তরদৃষ্টির দীপ্তি ও অন্তরশীতলতা হয় এই চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমি অকিঞ্চন ও অভাজন, বোধ করি এতদ্দিনে এ দীনের সুপ্রভাত যে আপনাদিগের এখানে আগমন হইয়াছে।

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ উঠিয়া নিত্যানন্দ ও সদানন্দের সহিত আলিঙ্গন করত—ধন্য! ধন্য! সাধু! সাধু! বাক্যপুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ও বলিলেন যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে কি না হইতে পারে।

প্রেমানন্দ করজোড়ে এই উপাসনা করিলেন।

মানব আত্মা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ তাহা রত্নের খনি—খনন ও পরিষ্কারে কি অমূল্য মণি মাণিক্য লব্ধ হয়! তোমার অস্তিত্বের সংশয় হইলে সে সংশয় আত্মাই ছেদন করে। আত্মা তৎক্ষণাৎ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তুমি আছ। পরকাল বিষয়ে সন্দেহ হইলে আত্মা বলে আমি অমর ও পরকাল অবশ্যই আছে তাহা না হইলে পরকাল সংক্রান্ত আমার আশা ও ভয় কেন? তোমার সহিত সংযুক্ত হইতে গেলে আত্মা উপদেশ দেয় যে ঈশ্বরের সহিত বন্ধন কেবল আমার দ্বারা হইতে পারে—বাহ্য কার্য্যেতে হইতে পারে না, ও যদি আমাকে বলীয়ান করিতে চাহ তবে উপাসনা আহারে আমাকে বলিষ্ঠ কর—উপাসনা পানে আমাকে শীতল কর ও উপাসনা যেরূপ ভক্তি ও প্রেমের

সহিত করিবে সেই রূপ ঈশ্বরের সহিত আমার নৈকট্য হইবে—সেই রূপ তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতি আমি লাভ করিব—সেই রূপ সেই আনন্দময়ের আনন্দ উপভোগ করিব ও যেমন আমার ইহলোকে অভ্যাস ও কর্ম্ম, তেমনি আমার পরলোকে গতি ও পুরস্কার। যদিও পরলোক চক্ষুর অগোচর কিন্তু আত্মার নেত্রের অগোচর নহে—আত্মাই আমাদের প্রকৃত উপদেষ্টা—আত্মশোধনেই জ্ঞানের আবিষ্কার, আত্মশোধনেই স্বর্গীয় ভাব, আত্মশোধনেই ব্রহ্মানন্দ। তুমি স্বয়ং সম্পূর্ণ—তোমার সকল কার্য্য সম্পূর্ণ। সকলের আত্মাতে তুমি বিরাজ করিতেছ, সকলকেই সমভাবে কৃপা করিতেছ। আমরা আপন দুর্ব্বলতা বশাৎ তোমাতে দুর্ব্বলতা প্রয়োগ করি। আমরা আত্মার প্রকৃত ভাব অনুসন্ধান ও উন্নতি সাধন না করিয়া মিথ্যা শাব্দিক সংস্কারে তোমাকে সামান্য দেবতা ও সামান্য পবিত্রতা রূপে বর্ণন করি। নাথ! এ অপরাধ ক্ষমা কর, যাহারা এমত করে, তাহারা আপন অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতা বশাৎ করে। এক্ষণে এই প্রার্থনা করি, তুমি যে অসীম অনন্ত অপরিমিত—সম্পূর্ণ এই জ্ঞান ও ভাব সর্ব্বদেশে বিস্তীর্ণ হউক ও সর্ব্ব জাতির এই দৃঢ় বিশ্বাস হউক যে, তুমিই সম্পূর্ণ স্রষ্টা, তুমিই সম্পূর্ণ পাতা, তুমিই সম্পূর্ণ নিয়ন্তা, তুমিই সম্পূর্ণ পরিত্রাতা, তুমিই সম্পূর্ণ চির মঙ্গলদাতা, এবং সকল জাতি যেন এক পিতার সন্তান স্বরূপে শ্রেণীগত সংস্কার ও দ্বেষরহিত হইয়া হস্তে হস্ত স্কন্ধে স্কন্ধ ধারণ পূর্ব্বক কেবল তোমার পূজা ও অর্চ্চনাতে নিযুক্ত থাকে।

নবম অধ্যায়।

আত্মোন্নতি।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ।—তাল মধ্যমান।

তব অধীন মোরে কর, ওহে বিশ্বধর।
তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ঙ্কর।
গতি শক্তি জীবন, সকলের তুমি জীবন,
ইচ্ছা মোর কর প্রভো যে ইচ্ছা তোমার।

বাঁচাও আর বাঁচাও এই রূপ শব্দে গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছে—উষ্ট্র সকল ভারাক্রান্ত হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেছে—ক্রয় বিক্রয়ের কোলাহল—দ্রব্যাদির আমদানি রফ্‌তানি ও লোকের গমনাগমনে রাজমার্গ পরিপূর্ণ। নিত্যানন্দ অনুজ ও তিন জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে বায়ু সেবনার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। বসন্তের আগমন—পুষ্পের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত—তরু সকল নব পল্লবে সুশোভিত—সমীরণ এমত সুমিষ্ট যে এক এক বার সঞ্চালনে স্ফুর্ত্তি ও নব জীবন প্রদান করিতেছে। ভ্রমণ করিতে করিতে সকলই এক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া শ্রান্তি দূর জন্য বসিলেন। নিত্যানন্দ জ্ঞানানন্দকে বলিলেন—আপনকার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমাকে আনুপূর্ব্বিক বলুন—আপনকার এ প্রকৃতি, এ জ্ঞান ও ধর্ম্ম কি রূপে হইয়াছে?

জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন—আমার জ্ঞান ও ধর্ম্ম অতি সামান্য, কিন্তু আমাকে যেমন সরল ভাবে আপনকার সকল কথা পরিচয় দিয়াছেন, আমি স্বীয় বৃত্তান্ত সকলই সেইরূপে বলিব। অজয়ের তীরে আমাদিগের বাস—জয়দেব আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন, এজন্য অনেক শিষ্য, সেবক ও যজমান ছিল। গীতগোবিন্দের গৌরবে আপামর সাধারণ লোকে আমাদিগের

বংশকে দেব বংশ গণ্য করিত। পিতার অসাধারণ মেধা ও জ্ঞান ছিল—তিনি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন—নানা ভাষা জানিতেন—নানা প্রকার লোকের সহিত সহবাস করিতেন—নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি শান্ত, সত্যানুরাগী ও মিতভাষী ছিলেন। যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহার সারভাগ গ্রহণ করিতেন ও সত্য পাইবার জন্য রাগ দ্বেষ ভয় ও লোভকে অভ্যাস দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। আমরা দুই ভ্রাতা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতাম ও সর্ব্বদাই তাঁহাকে শান্ত ও আনন্দিত দেখিতাম। বাটীর ভিতরে পিতা মাতা দুই জনেই প্রতিদিন উপাসনা করিতেন ও ঐ সময়ে দুই জনকে প্রেম ও ভক্তিতে বিগলিত দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। যেখানে প্রেমার্দ্র ভক্তি প্রবাহিত, সেখানে তাহার তরঙ্গ কাহার হৃদয়ে না লাগে? বোধ করি পশুরাও থাকিলে স্তব্ধ হয়। শৈশবাবস্থায় যে অভ্যাস হয় তাহা বিশেষরূপে চিত্তে সংলগ্ন হয়। মাতা অতি ধর্ম্মপরায়ণা—গৃহ কর্ম্ম সমাপনানন্তর আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করত আমাদিগের মনের সদ্ভাব বর্দ্ধন-উপযোগী উপদেশ এমনি স্নেহ ও আদরের সহিত প্রদান করিতেন যে আমরা সর্ব্বদা মনে করিতাম কখন্ মাতার অবকাশ হইবে,—কখন্ আবার তিনি আমাদিগকে ক্রোড়ে করিবেন। যাহাতে আমাদিগের ভ্রম নিবারণ, সত্যেতে অনুরাগ, জ্ঞানের অর্জ্জন ও প্রেমের বৃদ্ধি হয় ইহাই মাতার লক্ষ্য ছিল। প্রতিদিন বিকালে পিতা আমাদিগকে লইয়া উদ্যানে গমন করিতেন, সেখানে বীজ বপন কিরূপে করিতে হয়, কিরূপে বীজের অঙ্কুর হয়, কিরূপে পল্লব, কিরূপে ফুল ও কিরূপে ফল হয় তাহা দেখাইয়া পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেন। এক দিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—পিতা! একটি শুষ্ক বীজ হইতে এই বৃহৎ ব্যাপার, একি অদ্ভুত! অমনি প্রেম আমার গাত্রে হাত দিয়া বলিল—"দাদা, দেখ আকাশ নীল ছিল এখন সিন্দুর হইল—আবার দেখ,—দেখ ওদিকে নানা রং—বা! বা!"। যে বৃক্ষের নিকট আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার উপরে একটি পক্ষীর বাসা ছিল—শাবকগুলি নীরবে ছিল, মাতাকে দেখিবামাত্রই চিঁ চিঁ করিতে লাগিল। মাতা আপন গ্রীবার ভিতরে যে আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা শাবকদিগকে ভক্ষণ করাইয়া উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মেঘের আগমন হইল ও বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, অমনি ঐ পক্ষী অতিশয় বেগে আসিয়া শাবকদিগের উপরে আপন পক্ষ আচ্ছাদন করিয়া বসিল। আমার মনে হইল একি চমৎকার ব্যাপার! যদি ঈশ্বরের অবতার মানা কর্ত্তব্য হয় তবে তাঁহার প্রেম অবতার মানা শ্রেয়, কারণ তিনি প্রেম স্বরূপেই সপ্রকাশ। কিয়ৎকাল পরে বৃষ্টি বিগত হইলে আমরা উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম এক পার্শ্বে মধুমক্ষিকার চাক হইয়াছে—মক্ষিকা সকল ভন্ ভন্ করিতেছে। চাক একটুকু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহা লইয়া পিতা আমাদিগকে বলিলেন দেখ মধুমক্ষিকারা পুষ্প হইতে মধু আনয়ন করে ও ঐ মধু হইতে যে মোম নিঃসৃত হয় তাহাতে কি প্রয়োজন-উপযোগী ও অপূর্ব্ব চাক গঠন করিয়া শাবকদিগকে লালন পালন করে! এরূপ চাক মনুষ্য দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে না। চাকের রেখা ও কোণ কি পরিপাটী! ক্ষুদ্র কীটের কি শক্তি এবং শাবকের প্রতি কি যত্ন ও কি স্নেহ! ঐ যে প্রাচীরের উপরে চাক দেখিতেছ তাহাতে

তিন প্রকার মধুমক্ষিকা। যেটী দেখিতে উত্তম ঐটি রাণী; তাহার মহল দুই দিকের তিন তিনটি ঘর। যে সকল মক্ষিকা নিকটবর্ত্তী তাহারা রাণীর দাসী। রাণী প্রায় স্ব স্থানে থাকেন। ঐ দিকে যে সকল মধুমক্ষিকা তাহারা কর্ম্মকারী—নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কেহ মোম প্রস্তুত করে, কেহ কেহ চাক নির্ম্মাণ করে, কেহ কেহ শাবকদিগকে আহার দেয়. কেহ কেহ চাকে বায়ু ব্যজন করে, কেহ কেহ চাকের দ্বার রক্ষা করে এবং অনেকে বন উপবন ভ্রমণ করত মধু সংগ্রহ করে। আর চাকের নিম্নে যাহারা থাকে তাহারা অকর্ম্মণ্য—সকলই পুরুষ মক্ষিকা। তাহাদিগের মধ্যে এক মক্ষিকা রাণীর স্বামী; তাহার মরণ হইলে রাণী আর বিবাহ না করিয়া কেবল রাজ্যের কার্য্য দেখেন। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল বস্তুতেই যে আশ্চর্য্য দেখি সে আশ্চর্য্যের মূল আশ্চর্য্যময় পিতা। তিনি যাহাকে যাহা প্রদান করিয়াছেন সেই তাহা পাইয়াছে। কিন্তু যেমন চেতনের চেতন জীবন, তেমনি জীবনের জীবন প্রেম।

এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পিতাকে বলিলাম—বাবা! আশ্চর্য্যেতে স্তব্ধ হইতেছি, যিনি এই সকল করিয়াছেন তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই। পিতা উত্তর করিলেন—তিনি অতুল্য ও অনুপমেয় ও কত শ্রেষ্ঠ ও কত মহৎ তাহা বর্ণনাতীত। উপদেশ প্রদানে পিতার এইরূপ কৌশল ছিল যে আপনি অধিক বলিতেন না কিন্তু এমত সকল দৃশ্য দেখাইতেন ও এমত সকল কথা শুনাইতেন যে তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইত এবং জিজ্ঞাসা করিলে এমনি সুন্দর রূপে বলিয়া এমত স্থানে বিরাম করিতেন যে আমাদিগের জানিবার তৃপ্তি পরিশান্তি হইত না; এক প্রস্তাবের উত্তর অন্য প্রস্তাবের উদ্বোধক, শীঘ্র পর্য্যবসান হইত না সুতরাং আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা সদা জাগ্রৎ থাকিত ও যে উপদেশ পাইতাম তাহা লইয়া আমরা দুই ভ্রাতাতে তর্ক বিতর্ক করিয়া কি গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা পিতার নিকট বলিতাম। যে সকল অসার চিন্তা, অসার বাক্য, অসার কর্ম্ম, তাহা হইতে আমরা সর্ব্বদা বিরত থাকিতাম। উদ্যানে আমরা পিতার সহিত খনন, বপন, জলসেচন করিতাম, তাহাতে শরীর বলিষ্ঠ হইত ও মনেতে স্ফূর্ত্তি জন্মিত। পিতা সর্ব্বদা কহিতেন যে মানসিক বৃত্তি উত্তম রূপ পরিচালন জন্য শারীরিক বৃত্তির পরিচালন করা কর্ত্তব্য। তিনি সৃষ্টি প্রকরণ লইয়া উপদেশের প্রসঙ্গ করিতেন। পর্ব্বত হিম, তুষার ধারণ করে, ঝড় বৃষ্টি সহ্য করে ও নদ নদী প্রকাশ করে। সমুদ্র স্বীয় বক্ষঃস্থলে অবহনীয় বহন করে, অসংখ্য জীব ও লতা পালন করে ও নদ নদীকে ক্রোড়ে করে। যে বায়ু পশু ও মনুষ্যের জীবন উপযোগী, সে বায়ু উদ্ভিদের বর্দ্ধন-উপযোগী নহে, এজন্য পশু ও মনুষ্যের প্রশ্বাসিত বায়ু উদ্ভিদ গ্রহণ করিতেছে ও উদ্ভিদ-নিঃসৃত বায়ু মনুষ্য গ্রহণ করিতেছে। বায়ু দিবা রাত্রিতে এই প্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণের কি মঙ্গলজনক ও পশু ও উদ্ভিদ রাজ্যের পরস্পর কি উপকারক! যে সকল দ্রব্য পশু ও মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত তাহা উদ্ভিদের আহারীয় ও উদ্ভিদ রাজ্য হইতে যাহা আমরা প্রাপ্ত হই তাহা পশু ও মনুষ্যের আহারীয়, পানীয়, ঔষধীয় ও নানা কর্ম্ম-উপযোগী। লতা ও বৃক্ষ রসের দ্বারা পল্লবিত হয়, আবার ঐ রস শিকড় রক্ষার্থে ডাল পালা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। সকল

বস্তু হইতে রস ও বারি নিম্ন হইতে উপরে আকর্ষিত হইতেছে ও পুনর্ব্বার নিম্নে আসিতেছে। সমস্ত সৃষ্টিতেই আদান প্রদান সম্বন্ধ—সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম প্রকাশক ও প্রেমই সৃষ্টির জীবন ও প্রাণ এবং প্রেম অপেক্ষা আর বল নাই।

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাং।
উদারচরিতানন্তু বসুধৈব কুটুম্বকং। যোগবাশিষ্ঠ।

ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এই রূপ গণনা ক্ষুদ্র-চিত্ত অজ্ঞানী লোকের হয়, উদারচরিত্র জ্ঞানীর পক্ষে জগতের সকলেই কুটুম্ব।

পিতার এই সকল কথা শুনিয়া আমরা সময়ে সময়ে বিরলে ভাবিতাম। যদি পিতার চরিত্র ও ব্যবহার তাঁহার উপদেশের বিপরীত দেখিতাম তাহা হইলে তাঁহার উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা হইত না কিন্তু তাঁহার কার্য্য বাক্য হইতেও উচ্চ। তিনি সকলের নিকট অতি নম্রভাবে চলিতেন। অনেকে তাঁহাকে সামান্য ব্যক্তি জ্ঞান করিত। তাঁহারও ক্ষণমাত্র এমত বাসনা ছিল না যে লোকে তাঁহাকে জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক বোধ করে। তাঁহার এমনি কোমলতা ও শান্ত স্বভাব যে আমাদিগের মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হইত যেন আমরা মাতার নিকটে আছি। এ কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে পুরুষ স্ত্রীর ন্যায় কোমল না হইলে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী হইতে পারে না।

যখন আমার ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন পিতাকে বলিলাম—বাবা! পল্লীর বালকেরা পুস্তক হইতে অনেক কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছে ও কখন কখন দুই এক জনের সহিত দেখা হইলে তাহারা আমাদিগকে অবহেলা করে কিন্তু এরূপ করাতে আমরা অসুখী নহি। আপনি যে উপদেশ দেন—তাহাতে আমাদিগের মন বল পায়। আপনি যাহা দেখান, যাহা বলেন, যাহা বিবেচনা করান, তাহাতে এই স্থির করি যে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই—তিনি সকলেরই আধার—তাঁহাকে লাভ করিলেই সকল লাভ। যখন আপনি আমাদিগকে পর্ব্বত, নদ, নদী, চন্দ্র সূর্য্য, তারা প্রভৃতি দেখাইতেন, তখন আমরা আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইতাম। পরে যখন পশু পক্ষী ও পতঙ্গের জ্ঞান ও স্নেহ ও যে সকল অচেতন বস্তু তাহাদিগের মধ্যেও আদান প্রদান সম্বন্ধ ও সকলই প্রেমময় দেখি, তখন আমাদিগের আশ্চর্য্য ভাব প্রেম ভাবের সহিত মিলিত হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন আপনকার প্রতি প্রেম, তেমনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইত। এক্ষণে সে প্রেম অসীম ভক্তির সহিত প্রবাহিত হইতেছে, ও যেখানে চক্ষু উন্মিলন করি ও যাহা চিন্তা করি তাহাতেই প্রেমার্দ্র ভক্তির বৃদ্ধি হয়। এই কথা শুনিয়া পিতা আমার মস্তকে চুম্বন করত কহিলেন—বাবা! এই ভাবের উদ্দীপন করাই আমার লক্ষ্য। এই ভাবের বৃদ্ধিতেই সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম্ম, সকল বল, সকল আনন্দ সকল সুখ পাইবে। কোন কোন লোক মানব আকার ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে পারে না কিন্তু ঈশ্বর এক আত্মাতে নহেন, তিনি সর্ব্ব আত্মাতে বিরাজমান; যখন আমাদিগের আত্মা পরম আত্মার সহিত সংযুক্ত তখনই জীবনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন। পরমাত্মা দাতা, আমরা গৃহীতা, আমরা যতই পাইতে ইচ্ছা করি, ততই পাইতে পারি। তাঁহার সহিত সংযোগ না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যদি কেবল শরীর লক্ষ্য করিয়া কাল যাপন করা যায় তবে সে কাল যাপন পশুবৎ। যদি আত্মা লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইতে পারি। যখন

আত্মা ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার অসীম জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা ধ্যান করে—যখন আত্মার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বর আনন্দময় ও তাঁহার সকল কার্য্য মঙ্গলজনক—যখন আত্মা নিশ্চয় রূপ জানে যে তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না ও সকলেরই চিরমঙ্গলকারী ও তিনি আমাদিগের বিপদকে সম্পদ করেন ও দুঃখকে সুখ করেন, তখন কি শান্ত ও গভীর ভাবের উদয় ও ঐ ভাবেতেই ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সংযোগ। যে আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত, তাহার বল সামান্য নহে—আহ্লাদ সামান্য নহে এবং কি গৃহে কি সমাজে সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও পবিত্রতাস্বরূপ সকল কার্য্যেতে প্রকাশ পায়। সে আত্মা সময়ে সময়ে শুষ্ক রূপে উপাসনা করে না, সে আত্মা সকলেতেই, কি বাহিরে কি অন্তরে, ঈশ্বরকে দেখে ও যেমন স্বয়ং পবিত্র হয় তেমনি অন্যকে পবিত্র করে। সে আত্মা কেবল ধ্যানরুদ্ধ হয় না, সে আত্মা ঈশ্বরের ছায়া পাইয়া কার্য্যেতে ধাবমান হয় ও ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান প্রদানে, ধর্ম্ম প্রদানে, সান্ত্বনা প্রদানে, ক্ষমা প্রদানে, সুখ প্রদানে, সদা আনন্দিত থাকে। কালেতে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ও পৃথিবীর রূপান্তর হইতে পারে—কালেতে জল স্থল হইতে পারে ও স্থল জল হইতে পারে—কালেতে পর্ব্বত মৃত্তিকা হইতে পারে ও মৃত্তিকা পর্ব্বত হইতে পারে কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা বর্দ্ধনশীল—আত্মা পারমার্থিক সার পদাথ ও আপন শক্তি ক্রমশঃ অবশ্যই প্রকাশ করিবে। কি জ্ঞান, কি ধর্ম্ম, কি বল সকলই আত্মার অন্তর্গত। আত্মাই বেদ—আত্মাং উপনিষৎ—আত্মাই বাইবেল—আত্মাই কোরাণ ও যাহা বেদে নাই, উপনিষদে নাই বাইবেলে নাই, কোরানে নাই, তাহা আত্মাতে আছে। বাহ্য সৃষ্টি উদ্বোধক, আত্মা গ্রাহক, ধারক, পরিমার্জ্জক, উৎপাদক, উপদেশক, নিয়ামক। আত্ম-গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ নাই। আত্মাতে যে রত্ন আছে তাহা সমস্ত সমুদ্রের ভিতরে নাই—সমস্ত খনিতে নাই—সমস্ত জগতে নাই। বাবা! ঈশ্বরের প্রতি প্রেমার্দ্র ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া আত্ম-গ্রন্থ পাঠ কর ও আত্মার অপ্রকাশিত রত্ন প্রকাশ করিয়া লাভ কর। ঈশ্বরের ধ্বনি বায়ুতে প্রকাশ, জ্যোতি সূর্য্যেতে প্রকাশ, শুভ্রতা চন্দ্রেতে প্রকাশ, বাণী আত্মাতে প্রকাশ। সে বাণী শব্দায়মান নহে, কিন্তু গভীর, শান্ত, অভ্রান্ত ও বজ্র অপেক্ষা প্রবল। যাঁহারা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহার নিকট হইতে সকল জ্ঞান ও ধর্ম্ম পাইতে বাঞ্ছা করেন এবং সকল কার্য্যেতে আপনাদিগের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন করেন, তাঁহারাই ঐ বাণী শ্রবণ করেন—তাঁহারাই তখন যুক্তাত্মা হইয়া সার জ্ঞান, সার ধর্ম্ম,—সার আনন্দ লাভ করেন ও যাহা অপাঠ্য, অজ্ঞেয়, অপ্রকাশ্য, তাহা পাঠ্য জ্ঞেয় ও প্রকাশ্য হয়। আত্মার বাণী শ্রবণ জন্য বাহ্য বিজন স্থান হইলেই হয় না। আত্মাকে বিজন ও বিরল করিতে হইবেক। এ কেবল ঈশ্বর লাভ বাসনা —অভ্যাস ক্রমে ক্রমে প্রবল করাতে হইতে পারে। আত্মার বাণী যখন বক্ষ্যমান তখন সেই বাণী সকল প্রবৃত্তি সকল কার্য্যের নিয়ামক হয়। পিতার নিকট এই রূপ উপদেশ পাইয়া আমরা অতিশয় উপকৃত হইতাম। কিয়ৎকাল পরে এক দিবস উদ্যানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পিতা! ঈশ্বরের সহিত আত্মার সংযোগ করাই জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও বলের মূল ও প্রেমার্দ্র ভক্তিই সংযোগের উপায়। কিন্তু যাহারা এ সংযোগের উপায় বিহীন অথচ এ

সংযোগ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগের পক্ষে কি বিধি? পিতা উত্তর করিলেন, তাহাদিগের কর্ত্তব্য অল্প অল্প করিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করা—যদি ধ্যান করিতে অশক্ত তবে প্রথমে কোন স্তোত্রের কিয়দংশ প্রতিদিন পাঠ করা শ্রেয়ঃ। এরূপ করিতে করিতে ধ্যানাবস্থা ক্রমে ক্রমে হইবে ও ধ্যানাবস্থাতে ধ্যানাবস্থার বৃদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির উদ্দীপন ও অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধিতে আনন্দাবস্থা। আনন্দাবস্থাতে ধ্যানের ক্লেশ কিঞ্চিন্মাত্র থাকে না, আনন্দ আপনা আপনি প্রবাহিত হয়, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়াই আত্মার আনন্দ—তখন পরদুঃখ পরসুখ আত্মদুঃখ আত্মসুখ এই জ্ঞান ভাব ও ক্রিয়াই আনন্দ ও এই ভাবের যতই বৃদ্ধি হইবে ততই আত্মার স্বর্গীয় অবস্থা বৃদ্ধি হইবে, ততই ঈশ্বরের সহিত সন্মিলন হইবে। প্রথমে বাহ্য পরে অন্তর, প্রথমে শুষ্কতা পরে মিষ্টতা, প্রথমে কল্পিত পরে বাস্তবিক, প্রথমে অভ্যাস পরে লাভ। যেমন জ্ঞান সাধনে প্রথমে কষ্ট পরে লাভ, তেমনি ধর্ম্ম সাধনে প্রথমে ক্লেশ পরে আনন্দ। যতটুকু ধ্যান ভক্তির সহিত অভ্যাসিত হইতে পারে ততটুকুই ভাল, নতুবা ধ্যান শুষ্ক ধ্যান হইবে, ফলতঃ যে ব্যক্তি অকপট ভাবে ঈশ্বর উপাসক হইতে ইচ্ছুক হয় সে যদি অকপট ভাবে কেবল "জগৎ-পিতা" বলিয়া ডাকে, তাহার আত্মার উন্নতির উপায় ঈশ্বর তাহার আত্মাতেই ক্রমে প্রেরণ করেন। সারল্য ও নিষ্ঠাই ঈশ্বর লাভের মূল।

স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মান মনুবিদ্য বিজানাতি। ছান্দোগ্য।

যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

সংসারে যে সকল দুঃখ, সে কেবল ঐশ্বরিক বলবিহীন হইলে ঘটে। যখন আত্মা ঐ বল প্রাপ্ত হয় তখন সকল দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে ও পাপের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও ঈশ্বরের বলে জয়ী হয়। ঈশ্বরই আমাদিগের সকলের আধার ও তাঁহার সহিত সংযুক্ত না হইলে জ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল, বল বল, আনন্দ বল, সুখ বল কিছুই হইতে পারে না; অতএব প্রাণপণে ঈশ্বরেতেই সংযুক্ত থাকিবে।

পিতার এইরূপ উপদেশে আমাদিগের মন-নেত্র উন্মীলিত হইতে লাগিল ও জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া তদনুযায়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। কালেতে পিতার শিষ্য সেবক যজমান সকলই গেল, কারণ তাঁহার ধর্ম্ম উপদেশে সকলের মনঃপূত হইত না। পিতা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন না। আপনার যে অভিপ্রায় তাহাই অনাড়ম্বররূপে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, মনুষ্য যে অবস্থায় থাকুক সত্য ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি জন্য কায়মনো বাক্যের দ্বারা যত্নবান হইবে ও যেমন আপন আত্মোন্নতি জীবনের প্রধান লক্ষ্য তেমনি অন্যের পারলৌকিক মঙ্গলও আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কার্য্য কেবল সত্যকাম হইয়া প্রেমবলে সম্পন্ন হইতে পারে, সত্যকেই লক্ষ্য করিতে হইবেক, আত্ম-গৌরব ও অভিমানকে একেবারে বিসর্জ্জন দিবে। নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য হয় না। কিয়ৎকাল পরে মাতার কাল হইল—আমরা দুই ভ্রাতা অতিশয় শোকে মগ্ন হইলাম। পিতা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শান্ত ভাবে বলিলেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নো অনীশয়া শোচত মুহ্যমানঃ—জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্যমহিমান-মিতি বীতশোকঃ। শ্বেতাশ্বতর।

জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদা শোক করিতে থাকে কিন্তু যখন সর্ব্ব-সেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায় তখন তাহার আর শোক থাকে না।

পিতা আমাদিগকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গ এমনি করিতেন যে আমাদিগের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল যে, মাতা পরলোকে সুখে আছেন ও ঈশ্বরের কোন কার্য্যই অমঙ্গল নহে ও ঈশ্বরেতে সংযুক্ত থাকা দুঃখনিবারক, ও জ্ঞান ও সুখ বর্দ্ধক। পরে আমরা পিতার সহিত চারি পাঁচ বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণ করিলাম। এক এক পর্ব্বতের উপর উঠিতাম ও সেখান হইতে যাহা দেখিতাম তাহাতে চিত্ত প্রফুল্ল হইত ও ঐ প্রফুল্লতা প্রেমার্দ্র ভক্তিকে গান গাথা স্বরূপে প্রকাশ করিত। স্থানে স্থানে ঝর্ণা ও জলাকার—স্থানে স্থানে গিরিশিখর ঘন অভ্রের সহিত সম্মিলন—স্থানে স্থানে পুষ্প উদ্যান যেন পুষ্প-শয্যা—স্থানে স্থানে দৃষ্টিভেদী উচ্চ উচ্চ দারু—স্থানে স্থানে এমনি নিস্তব্ধতা যে আত্মার গভীর ভাব সকল উচ্ছলিত হইত—স্থানে স্থানে এমনি মনোহর শোভা যে তাহা দেখিয়া আমাদিগের ক্ষুধা পিপাসা থাকিত না ভ্রমণ ভ্রমনিবারক, মন-নেত্র-প্রকাশক ও শান্তি বর্দ্ধক—ভ্রমণেই সর্ব্ব-সেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক বার মনে হইত যে যদি পিতা শৈশবকালাবধি বিশেষ উপদেশ ও আপন পবিত্রতার দ্বারা আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযোগ না করাইতেন, তবে আমাদিগের কি দশা হইত? তবে কোথা হইতে জ্ঞান পাইতাম? কোথা হইতে ধর্ম্ম পাইতাম? কোথা হইতে বল পাইতাম? কোথা হইতে আনন্দ পাইতাম? পাণ্ডিতিক ভ্রমজনক জ্ঞানে কি হইত? কল্পিত ধর্ম্মশাস্ত্রে কি ধর্ম্ম হইত? ধন, জন ও পদ বলে কি বল হইত? ইন্দ্রিয় সুখ সাধনে কি আনন্দ হইত? যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের জ্ঞান অজ্ঞানতা বর্দ্ধক। যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের ধর্ম্ম স্থৈর্য্য ও মূলবিহীন। যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের বল বিশ্বাস বিহীন ও প্রলোভন দুঃখ শোক অতিক্রমে অসক্ত। যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের আনন্দ শরীর সম্বন্ধীয় ও পশুবৎ, তাহাদিগের আনন্দ আত্মা সম্বন্ধীয় হইতে পারে না ও যাহা আত্মা সম্বন্ধীয় নহে তাহাতে নিরানন্দ—তাহাতে দুঃখের উৎপত্তি. ফলতঃ আত্মোন্নতি ঈশ্বর ব্যতিরেকে হইতে পারে না। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ভিক্ষা করিয়া, তাঁহার চরণে পতিত ও সংযুক্ত হইয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবেক এবং এই উন্নতি সাধনে নির্ম্মল ভাব ও নির্ম্মল কার্য্যের উত্তর উত্তর বৃদ্ধির আবশ্যক।

একদিবস বৃষ্টি হইতেছে, পিতা আমাকে বলিলেন—জ্ঞান! দেখ বৃষ্টি উপরে নাই, পর্ব্বতের নিম্নে পড়িতেছে। মেঘ এখানে অতি উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। মেঘ আমাদিগের নিকট উচ্চ বটে কিন্তু পর্ব্বতের নিকট উচ্চ নহে। আর দেখ ঐ উচ্চ উচ্চ অভ্রভেদী বৃক্ষ সকল ছিন্নমূল হইয়া ভূমে নিপতিত। উচ্চতার গৌরব কেহই করিতে পারে না। উচ্চতা অপেক্ষা নম্রতা শ্রেষ্ঠ ও আদরণীয়। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদাই নম্রভাবে থাকিয়া শান্ততা ও সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ঈশ্বরকে স্মরণ করত তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়িক কার্য্য করি। আমি এই কথা শুনিয়া কটু

চিন্তা করিয়া চক্ষের জল নিক্ষেপ করিলাম। পিতা জিজ্ঞাসিলেন—জ্ঞান! কাঁদ কেন? পিতার নিকটে কিছুই গোপন রাখিতাম না। আমি তৎক্ষণাৎ সরল ভাবে বলিলাম—দুই তিন দিবসাবধি আমার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ তম জন্মিয়াছে। আমি ভাবিতেছি যে আমরা ধার্ম্মিক ও অন্যান্য লোক জঘন্য। মহাশয়ের এক্ষণকার উপদেশে মন মধ্যে ঘৃণা হওয়াতে সে ভাব বিগত হইল ও চিত্ত নম্র হওয়াতে সুখী হইয়াছি—বোধ করি আপনকার বাণী ঈশ্বরের বাণী—এই মূঢ়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। আমার কথা শুনিয়া পিতা আহ্লাদিত হইলেন ও বলিলেন যে পরসম্বন্ধীয় বিষয়ে আমাদিগের সর্ব্বদা শান্ত সাত্বিক ও ক্ষমাশীল ভাবে থাকা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর সকলকেই সমভাব দেখেন, সকলকেই ক্ষমা করেন ও কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। ধর্ম্ম পূজ্য, পাপ হেয়—সর্ব্বদাই এই চিন্তা কর ও তদনুসারে কার্য্য কর। যে সকল লোক ধর্ম্মপরায়ণ, তাহাদিগের সহবাসে আনন্দ জন্মে। যাহারা পাপাচরণ করে, তাহাদিগের জন্য আমাদিগের প্রেমাবৃত দুঃখ করা উচিত,—তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে। যেমন নির্দ্দোষ ব্যক্তি পাওয়া ভার তেমনি নির্গুণ ব্যক্তিও দুষ্প্রাপ্য। দোষ ছাড়া লোক নাই ও গুণ রহিতও ব্যক্তি নাই। হয়তো যে সকল লোকের প্রতি আমরা ঘৃণা করি তাহাদিগের এমত এমত গুণ থাকিতে পারে যাহা আমাদিগের নাই, অতএব জীবনের যে লক্ষ্য তাহাই লক্ষ্য করিয়া ও চিত্ত শান্ত, সমাহিত ও নম্র রাখিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
বাজসনেয়।

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্বা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

যাহা কর্ত্তব্য তাহাই কর, কালেতে সকলই সংশোধিত হইবে—কালেতে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, ও যাহা ভগবানের ইচ্ছা তাহাই হইবে—কালেতে পৃথিবী স্বর্গ হইবে ও যে সকল অত্যাচার ও পাপ এক্ষণে হইতেছে সে সকল অত্যাচার ও পাপ কেবল দৃষ্টান্তের স্থল থাকিয়া পরে অত্যাচার ও পাপ নিবারক ও ধর্ম্ম বর্দ্ধক হইবে। ঈশ্বরের কার্য্য অদ্ভুত—এক অন্যের সোপান ও যে সোপান সোপানমাত্র সে সোপান অস্থায়ী ও যে সোপান প্রকৃত সোপান সে সোপান চিরস্থায়ী। ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অদ্ভুত—কালেতে জঘন্য শ্রেষ্ঠ হইবে ও যাহা বিষ তাহা সুধা হইবে। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর কর। কেবল বিশ্বাস, কেবল সংযোগ, উপাসনা, কেবল অনুষ্ঠান এই অবলম্বন কর ও সেই প্রেমময়কে ভাবিয়া প্রেমময় হও।

পিতা উপাসনা কালে অধিক বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, কেবল সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে সংযুক্ত থাকিতেন—তাঁহার কিছুই মন্দ জ্ঞান ছিল না, তিনি কাহাকেও অনাত্মীয় জ্ঞান করিতেন না, সদা বিশ্বাসে, আশাতে ও আনন্দে আনন্দিত থাকিতেন। যদি কিছু আমাদিগের চিত্তের উৎকর্ষ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার উপদেশে, তাঁহার সহবাসে এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও কার্য্য দেখিয়া হইয়াছে। সময়ে সময়ে তাঁহার আত্মা স্বর্গীয় আনন্দ ধারণ করিত, তখন তাঁহার প্রেমান্বিত বদন পুণ্য জ্যোতিতে ভাসমান হইত ও তিনি বলিতেন যে পরলোকে পুণ্যবানদিগের জন্য যে আনন্দ সঞ্চিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আদর্শ কৃপাময়ের কৃপাতে

উপভোগ করিতেছি—আমার এই প্রার্থনা যেন ঐ আনন্দের অধিকারী হই।

এই রূপে কিছু কাল হিমালয়ে যাপন করিয়া আমরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। পরে বিশেষ অনুসন্ধান ও বিবেচনানন্তর আমাদিগের বিবাহ হইল। ভাগ্যক্রমে আমাদিগের বনিতারা স্বীয় স্বীয় পিতৃ-আলয়ে ধর্ম্ম উপদেশ পাইয়াছিলেন ও আমাদিগের সহবাসে তাঁহারা একমনা হইলেন। পরিবারের সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বর—সকল আনন্দই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়। যে সকল অনুশীলনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও আত্মোন্নতি হয় তাহাই হইতে লাগিল। কালেতে আমাদিগের পুত্র জন্মিল ও যেরূপ:পিতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলাম সেইরূপ পুত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল পরে পিতার সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইল। পুত্র ও পুত্রবধূ ও পৌত্র সকলেই তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মৃত্যু নিকট এই জানিয়া পিতা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ শরীরের প্রতি আত্মার কি স্নেহ, শীঘ্র ছাড়িতে চাহে না কিন্তু শরীরেরও নাশ নাই, আত্মারও নাই। এখানে সংযোগ চির কাল থাকে না, বিয়োগ অবশ্যই হইবে, কিন্তু বিয়োগের পরে যে সংযোগ তাহাই চির কাল রহিবে। এখানে রোগ দুঃখ ও শোক কে না ভোগ করে? সেখানে রোগ দুঃখ ও শোক কিছুই নাই। এখানে জ্ঞান ও ধর্ম্ম পাইতে অধিক ক্লেশ, সেখানে অতি সহজ। এখানে ইচ্ছা শরীরাধীন—সেখানে ইচ্ছা আত্মাধীন—ভ্রমণ, দর্শন, শ্রবণ, গ্রহণের পরিসীমা নাই। যদি ঐহিক সুখে মগ্ন থাকিতাম, তবে এক্ষণে মৃত্যু পীড়া ভয়ানক হইত—তবে তোমাদিগের মুখ দেখিয়া মোহেতে মুগ্ধ হইতাম—দণ্ডে দণ্ডে অস্থির হইতাম। যিনি রাজহংসকে শুক্ল করিয়াছেন, শুখপক্ষীকে হরিৎ করিয়াছেন ও ময়ূরকে চিত্র বিচিত্র করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগের ভর্ত্তা—তিনি তোমাদিগের রক্ষা করিবেন, তাঁহাতেই তোমরা সদা সংযুক্ত থাকিও। আমি দিব্যধামে গমন করিতেছি—মৃত বন্ধু বান্ধব আমার সম্মুখে উপস্থিত—আশাতে পরিপূর্ণ হইতেছি যে এ অবস্থা অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইব—দেবতাদিগের দর্শন পাইব ও সেই প্রেমময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারিব। কেবল একটি কথা স্মরণ রাখিও—আমার কিঞ্চিৎ ঋণ আছে তাহা যেন পরিশোধ হয়।" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—যদি বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া সে ঋণ পরিশোধ না করিতে পারি তবে আমরা আপনাদিগকে বিক্রয় করিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিব। পিতা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করত আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যে মুখ হইতে জ্ঞানসুধা ও ধর্ম্মসুধা অহরহ নিঃসৃত হইত, যে মুখের বিমল ভাব দর্শনে আমরা প্রেমেতে পুলকিত হইতাম, সে মুখ আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যে পদ্মপলাশ নয়নদ্বয় অশুভ কটাক্ষ কখনই করে নাই তাহা এক্ষণে নিমীলিত হইল। যে কর পরদুঃখ মোচনার্থে ও পরসুখ বর্দ্ধনার্থে সদা প্রসারিত হইত তাহা বক্ষের উপরি বিলগ্ন হইল। বাহ্য ব্যাপার সকলি স্থগিত হইল। তৎকালে অন্তর্দৃষ্টি যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা তাঁহার মধ্যে মধ্যে ভক্তিসংযুক্ত অশ্রুপাত ও মৃদু মৃদু হাস্য দ্বারা প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আমরা দুই ভ্রাতা কর-যোড়ে ভক্তি ও প্রেমে গদ গদ হইয়া পিতার কর্ণগোচর করিয়া এই উপাসনা করিলাম "নাথ! আমাদিগের

কি সাধ্য যে দুঃখ ও শোক সম্বরণ করি। তুমি যেমন বল প্রেরণ করিবে সেই রূপ বহন করিতে পারিব। এক্ষণে যাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য তাহার চেতন প্রদান কর। তোমার পদতলে পড়িয়া বার বার নমস্কার করি যে এমন পিতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলে। তোমার প্রতি শ্রদ্ধাতে সদা বিগলিত হইয়া যেন তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও শ্রাদ্ধ করিতে পারি—তিনি যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন তাহা যেন কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি। এক্ষণে তিনি যাহাতে আনন্দ-ধাম প্রাপ্ত হয়েন এই আমাদিগের প্রার্থনা—এই আমাদিগের ভিক্ষা"। প্রাণ বিয়োগের পর অনেকের বদন বিকট দর্শন হয় কিন্তু পিতার মুখমণ্ডল নিদ্রাবশে অলস, হাস্য প্রভায় সমুজ্জ্বল ও আন্তরিক শান্তি-রসে প্লাবিত বোধ হইতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুর পর বৈষয়িক কার্য্যে ও অন্যান্য বিষ্যাতে মন নিবেশ করিতে হইল। ভূম্যাদি যাহা ছিল তাহাতে পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না, এ জন্য কিঞ্চিৎ বাণিজ্য করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধানন্তর যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়াছি। এই অবকাশে ভ্রমণার্থে আসিয়াছি, ভাগ্যক্রমে আপনাদিগের সহিত পরিচয় হইল।

নিত্যানন্দ ও সদানন্দ এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন ও বলিলেন আপনাদিগের দর্শনে পাপ বিমোচন হয়,—আপনারা যেখানে গমন করেন সেই স্থান পবিত্র করেন।

প্রেমানন্দ—হে আনন্দময়! তোমার অপার মহিমা দর্শনে, ধ্যানে এবং প্রিয় কার্য্য সাধনে যে আনন্দ সে আনন্দে যেন আমরা চির আনন্দিত থাকি।

দশম অধ্যায়।

গল্পের শেষ।

রাগিণী বারোঁয়া।—তাল ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন।
জাননা কি কালান্তরে লোকান্তরে গমন।
কেন অলস বিলাস, কেন লালসা অভ্যাস,
কেন নিশ্বাস বিশ্বাস, প্রকাশ সার চিন্তন।
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদ গদ,
কেন ত্যজ সারস্বাদ, সর্ব্বশান্তি ব্রহ্মজ্ঞান।
কেন বাহ্য আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর,
কেন সেই পরাৎপর, না ক হৃদয় ধন।

গীতাঙ্কুর।

থরহরি কম্প ও ওলট পালটের দল আগ্রাতে উপস্থিত। ইহারা ভূমি হইতে কড়ি কাট পর্য্যন্ত লম্ফে উঠেন ও যখন পড়েন তখন পৃথিবী থরহরি শব্দে কম্পান্বিত, এ জন্য এই নামে ইহারা বিখ্যাত। ভবশঙ্কর বাবু জরির তাজ মস্তকে দিয়া প্রকৃত চন্দ্রশেখর হইয়া বসিয়াছেন। হরিবাবু নরিবাবু প্রাণবাবু প্রসাদ-বাবু মহামারী রব করিতেছেন। কখন উল্লম্ফন, কখন প্রলম্ফন, কখন ডিগবাজি, কখন চর্কি ঘোরণ। ভবশঙ্কর অতি ভদ্র মাতাল, একাসনে যোগারূঢ় হইয়া ঢাল্‌ছেন, ঢক ঢক করিয়া খাচ্ছেন ও বল্‌ছেন—"তোমরা ভদ্র হও,তোমরা ভদ্র হও'। সঙ্গী বাবুরা উত্তর করিতেছেন—আপনি একটু বিলম্ব করুন—আমরা শীঘ্র ভদ্র হইব, এই বলিয়া দুই এক বীর বীরভদ্রের লম্ফে ভবশঙ্কর বাবুর স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলেন। যেমন বিদুরের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের ভার বৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনি ভবশঙ্কর ভারাক্রান্ত হইয়া অচিরাৎ ভূমিসাৎ হইলেন ও স্কন্ধা বাবুরা পতিত হইয়া পতিত অপযশ নিবারণার্থে পরস্পর ধরা-

ধরি করিয়া টল টল ঢল ঢল ভাবে জড়াজড়ি হইয়া থাকিলেন। সকলেরই প্রতিজ্ঞা ছিল যে এই আমোদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া পর্য্যবসান হইবে, কিন্তু ঢালঢালির বৃদ্ধিতে সে প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞা রহিল না—তাঁহারা সকলে মেরোয়া হইয়া সরে রাস্তায় আসিয়া ভয়ানক গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুক্কুর ডাকিলে কুক্কুর ডাক ডাকেন—গাড়ি চলিতে দেখিলে গাড়ির গমনের শব্দ করেন—সপ্ত স্বরের তারতম্য নানা প্রকারে নিঃসৃত হইতেছে ও হস্তপদাদি যত দূর তাল মান রক্ষা করিতে পারে তাহার কিছুই ক্রুটী হইতেছে না। তাল বেতাল দুয়েরই অবলম্বন—কখন তাল কখন বেতাল ও পথিককে নিকটে পাইলে তাল বেতালের ন্যায় ভাদ্র মাসের পাকা তালের শব্দে তাহার ঘাড়ের উপর পড়েন। এইরূপ ভ্রান্ত অশান্ত ও নিতান্ত দুরন্ত ব্যবহার দেখিয়া সহর কোতয়াল কৃতান্ত-স্বরূপ আসিয়া বাবুদিগকে ধৃত করিলেন—বিস্তর হস্তাদস্তি, তেরি মেরির পরে বাবুরা থানাতে আনীত হইয়া এক পার্শ্বে পঞ্চপাণ্ডবের ন্যায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। যেমন কৃষ্ণ বিগত হইলে অর্জ্জুন গাণ্ডীব উত্তোলনে অসক্ত হয়েন, তেমনি বোতলাভাবে তাহাদিগের বীরত্ব আর প্রকাশ হইল না, উদরে যাহা ছিল তাহার গুণে সকলের চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত থাকিয়া পরস্পরের প্রতি ঝিমকিনি ভাবে পতিত হইতে লাগিল।

অরুণোদয়। ডিমিকি ডিমিকি শব্দে নহবত বাজিতেছে। মোল্লারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া "আল্লাহো, আকবর" বলিয়া নমাজ করিতেছে যে স্থানে ভগবানের নাম সেই স্থানই পবিত্র। তাজমহলের উদ্যান ও ফোয়ারার কিবা শোভা। বৃক্ষ সকল শ্রেণীপূর্ব্বক রোপিত, পল্লব ও পত্র যেন গুম্বজের ন্যায় ছেদিত, তদুপরে অরুণ আভা পতিত, ও চতুষ্পার্শ্বে সুগন্ধি লতা বিস্তৃত। শ্বেতপ্রস্তরে তাজমহল নির্ম্মিত, ভিতরে নানা বর্ণ পাথরের ফুলে ও নক্সায় সুসজ্জিত, চিত্রিত ও শোভিত—মধ্যস্থলে শাজাহান ও নুরজাহানের সমাধি স্থাপিত। মুসলমান রাজাদিগের লক্ষ্যই বহুমূল্য সমাধি, এজন্য তাহারা অকাতরে ব্যয় করিতেন; কিন্তু এখানে সমাধির জন্য অপূর্ব্ব অট্টালিকায় কি হইতে পারে? লোকান্তরের অপূর্ব্ব স্থানই জীবনের উদ্দেশ্য। তাজমহল নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞানানন্দ অনুজ ও আত্মীয়দিগের সহিত গমন করিতেছেন ব্রিগেডিয়র ট্রুপ অতি ভদ্র, মিষ্টভাষী ও ধর্ম্মপরায়ণ—তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া আলাপনান্তর কেল্লার ভিতরে লইয়া গেলেন ও সেখানে আকবরশাকৃত অপূর্ব্ব পুরী পদর্শন করাইলেন। ইতিমধ্যে একজন ইংরাজ আসিয়া সংবাদ দিল যে কল্য রাত্রে পঞ্চ জন বাবু মাতোয়ালা হইয়া থানায় আটক আছে। জ্ঞানানন্দ অনুরোধ করাতে সাহেব তাঁহাদিগের সহিত থানায় আসিয়া দেখিলেন যে পঞ্চ জন বাবু গলাগলি করিয়া বসিয়া আছেন, দুই এক জনের জ্ঞানশূন্য ও যাহারা শূন্যে গমন করেন না তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া ঘিন মিট করিয়া দেখিতেছেন এবং মৃদু স্বরে ভৈঁরো রাগ আলাপ করিতেছেন।

মহাশয়রা কে? মহাশয়রা কে? উত্তরই নাই। আমরা আপনাদিগের খালাস করিতে আসিয়াছি। অমনি ভবশঙ্কর কুণ্ঠিত হইয়া লুণ্ঠিত তাজ মস্তকে ধারণ করত গোঁফ, ভ্রূ ও নাসিকায় হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—আজ্ঞা আমরা সকলে ভদ্র সন্তান, দৈবযোগে এ বিপদ, পুরুষের দশ দশা!

রামানন্দ। দশ দশা হলে তো বাঁচতাম—

তোমাদের যে কত দশা তা বলিতে পারি না।

ভবশঙ্কর—আর গঞ্জনা কেন দেও, (চক্ষু মট্‌কিয়া) এক্ষণে শীঘ্র কর্ম্ম শেষ কর।

জ্ঞানানন্দের অনুরোধে ও সাহেবের আদেশে পঞ্চ জন মাতাল বাবুরা খালাস পাইয়া একত্র হইয়া যেন মরালদলের ন্যায় চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া চীৎকার করিয়া এক ঠুংরির টপ্পা ধরিলেন। জ্ঞানানন্দ বলিলেন ইহাদিগের অনুতাপের বিলম্ব অনেক, এক্ষণে রোগের যৌবনাবস্থা, হ্রী কিছুমাত্র উদয় হয় নাই।

পর দিন প্রভাতে সিকান্দ্রাবাদ সম্মুখে। চতুর্দ্দিকে উদ্যান—অট্টালিকার ভিতর আকবরশার সমাধি, কিন্তু বহুমূল্য সমাধি নির্ম্মিত হইলে কি ঐ স্থানে আত্মা আটক থাকিতে পারে? আত্মা স্ব স্থানে গমন করে। প্রস্তরে নির্ম্মিত সমাধিরও কালেতে সমাধি হইবে। যে পদার্থ উর্দ্ধে গমন করে তাহারই সমাধি নাই।

মথুরা দৃষ্টিগোচর হইতেছে—ঐ উচ্চ ভূমির উপরে কংশ বধ হইয়াছিল—ঐ বিশ্রাম ঘাটে কৃষ্ণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্রাম ঘাটে কচ্ছপের ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই, অহোরাত্র কিল্ কিল্ করিতেছে। মথুরায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদয় ও বৃন্দাবনের ঐ ধর্ম্মের মধ্যাহ্ন কাল। প্রথমেই গোবিন্দজির মন্দির—মন্দিরের চূড়া কোথায়? যবন রাজা কর্ত্তৃক ভগ্ন। মুসলমান রাজারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পারিতেন না, একারণ বলপূর্ব্বক উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিতেন। বল দ্বারা কোন ধর্ম্মই বিস্তৃত বা নির্ম্মূলিত হয় না। ছলও ধর্ম্ম বিস্তারক বা সংহারক হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা কেবল প্রেম বলে প্রাপ্য ও বল ছল লোভ বা ভয় দ্বারা আনীত ও বিস্তৃত হইলেও সে সত্য সত্যস্বরূপ গৃহীত হয় না।

এই বিখ্যাত বৃন্দাবন। জন্মাষ্টমী উদিত—আনন্দের পরিসীমা নাই। ব্রজবাসীদের বিলাসের অন্ত নাই—কাকবিলাসী—ভোগবিলাসী—সর্ব্বনাশীতে সর্ব্বনাশ করিয়া ও রক্ত নয়ন হইয়া মৃদঙ্গ ও বীণা ও নানা যন্ত্রের সহিত সংগীতে মগ্ন। রাজমার্গে মঙ্গললাজবর্ষিত। স্থানে স্থানে নিশান পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে—স্থানে স্থানে তুরী ভেরী ও ডঙ্কার শব্দে স্তব্ধ করিতেছে—স্থানে স্থানে গোপাঙ্গনারা হরিদ্রায় আরক্ত হইয়া সকল বিরক্তি বিসর্জ্জনার্থে যমুনায় গমন করিতেছে—স্থানে স্থানে ব্রজবালক কর্দ্দম ও দধিতে আবৃত হইয়া মসীযুক্ত বদন ও কল্পিত গোফ প্রদর্শনে উপযাচক হইতেছে—স্থানে স্থানে আম্র শাখা ও পুষ্পমালার বৃষ্টি—গায়ক গান করিতেছে, নর্ত্তক নাচিতেছে, বাদক বাজাইতেছে, ভট্ট স্তুতি পাঠ করিতেছে—স্থানে স্থানে কাঁসর, ঝাঁঝর, ঘণ্টা, করতাল ও জগঝম্প যেন মেদিনীকে লম্ফ করাইতেছে—স্থানে স্থানে এত বানরের সমাগম যে বোধ হয় পুনর্ব্বার রাম রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত। কি নগর কি গ্রাম কি বন কি উপবন সর্ব্ব স্থানেই আনন্দের স্রোত বহিতেছে। হর্ষের কোলাহলে পশু পক্ষীও হর্ষিত। প্রেম ও আনন্দ বিদ্যুতীয় পদার্থের ন্যায় উদয় হইবামাত্রেই প্রেরিত হয় এবং এক অন্যকে প্রেরণ করে।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক। দেখারে আমাকে
তোরা আলোকের আলোক॥
যদুপতি, ব্রজপতি, কভু নহে সে মুরতি,
দেখারে সে হৃদিপতি, ভুলোক, দ্যুলোক।

দিবাবসান। যমুনার পুলিনে কি অপূর্ব্ব প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা ও সোপানের লহরী। দিগ, ভরতপুর, জয়পুর, ও অন্যান্য দেশের

রাজারা বহু ব্যয়ে এই সকল কীর্ত্তি করিয়াছেন। জ্ঞানানন্দ অনুজ, শিষ্য ও বন্ধুদ্বয় লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন—ভ্রমণের শেষ নাই, ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভ্রমি যাইতে হয়, তথাচ নূতন নূতন দৃশ্য দর্শনোদ্ভব আহ্লাদ কে সহজে পরিত্যাগ করে? এক প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ গৃহে প্রবেশানন্তর তাঁহারা দেখিলেন সে গৃহের অনেক ঘর কিন্তু শূন্য। একতালা, দোতালা, তেতালায় উঠিয়া দেখেন অতি নির্জ্জন স্থান—কোলাহল কিছুমাত্র নাই, উর্দ্ধে নবাভ্র বেষ্টিত আকাশ, অস্তমিত দিনমণির চিত্র-বিচিত্র জ্যোতি নৃত্য করিতেছে। একটী শূন্য গৃহে একটি শ্বেতবসনা, অলঙ্কারশূন্যা, শান্তবদনা মহিলা ধ্যানাবস্থায় বসিয়াছেন ও এক এক বার রোদন করিতেছেন। ঐ স্ত্রীলোকের প্রকৃতি দেখিয়া তাহারা সকলে চমৎকৃত হইলেন। জ্ঞানানন্দ নিকটবর্ত্তী না হইয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন—ঈশ্বর কি রমণীয়। যে আত্মাতে বিশেষ রূপে সপ্রকাশ সে আত্মার কি সৌন্দর্য্য! দেখ এই নারীর বসন সামান্য—ভূষণ কিছু মাত্র নাই কিন্তু আত্মার জ্যোতিতে তাঁহার কি শ্রী! ইহাঁকে দেখিয়া আমার ভক্তি উদয় হইতেছে, আমি ইহার নিকটে যাই। এই বলিয়া জ্ঞানানন্দ সন্নিকট হইলেন ও নিরীক্ষণ করিয়া চেন চেন করেন কিন্তু চিনিতে পারেন না। ঐ পুণ্যবতীর পুণ্য তেজেতে অভিভূত হইয়া জ্ঞানানন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, এমত সময়ে ঐ নারী নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া একটু চমকিয়া বলিলেন—বাবা! তোমাকে পাইয়া অমূল্য রত্ন লাভ করিলাম আমার বাটী মুঙ্গেরে, আমি অমুকের মাতা, তোমার স্নেহ, উপদেশ ও সান্ত্বনা কখনই ভুলিব না। জ্ঞানানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে প য়া কাতর হইলেন ও বাললেন—মা! তোমার এমন বেশ কেন? বাবা! পুত্রহীনা হইতে দেখিয়াছিলে, তাহার পর পতিহীনা হই—নিকটে কেহই অভিভাবক নাই, সকল বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া এই স্থানে আসিয়া কেবল ঈশ্বরের উপাসনা ও মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। এক এক বার অতিশয় ব্যাকুল হই, তখন তোমাকে মনে পড়ে ও মনে মনে বলি কোথায় গেলে জ্ঞানানন্দকে পাইব? অদ্য তোমাকে পাইয়া আমার আশা হইল, আমার সকল দুঃখ তোমার মুখ দেখে গেল। জ্ঞানানন্দ বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া নয়নের বারি নিবারণ করিতে পারিলেন না ও বলিলেন পিতার বিয়োগ হইয়াছে, শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম কিন্তু ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই মঙ্গল—তোমার আত্মা ক্রমে তাঁহাতে সংযুক্ত হইতেছে ও লোকান্তরে যে স্থান পাইবে তাহার ছায়া আত্মাতেই প্রেরিত হইতেছে। প্রাণধনের মাতা বলিলেন—বাবা! আমার পাপের সীমা নাই, তাহা না হইলে আমার এমন দশা কেন হইবে! জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন—মা! এমন মনে মনে করিও না—শোক দুঃখ যে পাপীর হয় তাহা নহে। শোক দুঃখে পুণ্যবানেরাও ভোগ করে এবং শোক দুঃখ পুণ্যবানেরা আরো পুণ্যবান্ হয়। অনন্তর অনুজ শিষ্য ও দুই জন আত্মীয়কে নিকটে আনিয়া ও আত্মীয়দিগের পরিচয় দিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা! আমরা সকলে মাতৃহীন, তুমি আমাদিগের সঙ্গে আইস যে আমরা সকলে তোমার প্রতি পুত্রের কার্য্য করি। সংসারে ধ্যানও চাই, কার্য্যও চাই—কার্য্যেতে ধ্যানের পক্কতা ও আনন্দের উদ্ভব, অতএব এক্ষণে তোমার যে কর্ত্তব্য তাহা পরে বিধেয় হইবে। এই প্রস্তাবে প্রাণধনের তা সম্মত

হইলে, তাঁহারা সকলে প্রয়াগে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

কত গাইবে রতন। ওহে ধর্ম্ম পরায়ণ।
যখন হইবে মুক্ত শরীর-বন্ধন।
প্রজ্বলিত অনুতাপ, নাশিয়াছে তব পাপ,
এমন পুণ্যপ্রতাপ সুখেতে গমন।
দূরে যাবে রোগ শোক, সুখময় নানা লোক,
শোভিত সত্য আলোক হবে দরশন।
কেহ না করিবে রোধ, নবিবাদ বিরোধ,
পরহিত অনুরোধ, সদা বরিষণ।
কত দৃশ্য মনোহর, কত ধ্বনি সুখকর,
কত গন্ধ মত্তকর, পাবে অনুক্ষণ।
যেমন হয়েছ নত, হইবে হে উন্নত,
জ্ঞান প্রেমে ক্রমাগত, ক্রমশঃ বর্দ্ধন।
দয়াল্ দেবতা যত, মিলিবে প্রফুল্লচিত,
সংকীর্ত্তন প্রেমামৃত, থাকিবে গমন।
দেখিবে হে নিরঞ্জন, সর্ব্বতাপ বিমোচন,
দুর্লভ হৃদয় ধন, রতন রতন। গীতাঙ্কুর।

নিত্যানন্দ বাবুর সাংঘাতিক গ্রহণী রোগ উপস্থিত—চিকিৎসা নানাবিধ হইতেছে, কিছুতেই সমতা হইতেছে না—পীড়ার দিন দিন বৃদ্ধি। ধার্ম্মিকের মৃত্যুপীড়া নাই ও ধর্ম্ম বল এমনি প্রবল যে রোগের বলকে দুর্ব্বল করে। পরিবার ও আত্মীয় সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তান্বিত—রোগী রোগের যন্ত্রণাতে মধ্যে মধ্যে কাতর কিন্তু আত্মার শান্তি জন্য পীড়ার কাতরতার খর্ব্ব হইতেছে। কাল উপস্থিত এই জানিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—এত দিনের পর পক্ষী পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইবে—রোগ, দুঃখ, শোক আর ভোগ করিতে হইবে না। যে পদার্থ উচ্চ ভাব ধারণ করিলে কুৎসিৎ বদনকেও সুন্দর করে, সে পদার্থ নব কলেবর ধারণ করিয়া অমৃতধামে গমন করিবে—তবে বিয়োগ কোথায়? কোটি কোটি কীট ভূমিতে ও বৃক্ষেতে বিলগ্ন ও এক রাত্রির মধ্যেই তাহারা উর্দ্ধগতি পাইতেছে। মনুষ্যের মৃত্যুতে সেই রূপ উর্দ্ধগতি। বিশ্বাসে আশাতে ও আনন্দেতে আমি পরিপূর্ণ। মৃত্যুতে আমার লাভ ও আনন্দ। যাঁহার স্নেহ ও প্রেম পাশে আমি এখানে বদ্ধ ছিলাম তাঁহারই স্নেহ ও প্রেম পাশে চিরকাল বদ্ধ থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম ভালরূপ উপার্জ্জন করিব। অশরীর অবস্থা শরীর অবস্থা অপেক্ষা জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আনন্দ লাভের কি উপযোগী! এখানে এই লাভের প্রারম্ভ, লোকান্তরে ইহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি। আমা কর্ত্তৃক অনেক পাপ কৃত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি যথার্থ অনুতাপিত। যদি আমার আত্মাতে এক্ষণও মালিন্য থাকে তাহার জন্য যে উপদেশ, যে শাসন ও দণ্ড আবশ্যক তাহা অবশ্যই পাইব—তাহাতে আমার দুঃখ নাই—তাহাতে আমার সুখ। যখন আমার মঙ্গলময়ের ক্রোড়স্থ তখন কিছু ভাবনা নাই—কিছু ভয় নাই। যাহাই মঙ্গল তাহাই হইবে। এক্ষণে আমার পিতা ও মাতাকে সম্মুখে দেখিতেছি—মৃত্যুর বড় বিলম্ব নাই।

যেমন নদী তরঙ্গ বিহীন হইলে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, যেমন আকাশ মেঘশূন্য হইলে মনোরম হয়, তেমনি নিত্যানন্দের বদন প্রশান্ত হইতে লাগিল। কোন কোন পুষ্পের গন্ধ কেবল রাত্রিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বদন মৃত্যু কালে পুণ্য জ্যোতি প্রকাশক হয়। রোগের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই—কৃতান্তের বিকটতা কিছু মাত্র নাই—মোহের আকর্ষণ কিছু মাত্র নাই—সম্মুখে ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী—তাঁহার আত্মা যেন ঈশ্বরের চরণে বিলগ্ন—দুই কর সংযুক্ত হইয়া ভক্তি উপহার দিতেছে ও দুই

বাষ্পপ্লুত কুরঙ্গ নয়ন এই স্তোত্র প্রকাশক হইয়াছে—"নাথ! যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হউক, এই অনাথিনীকে দয়া করিয়া পদতলে রাখিও"।

এদিকে সদানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ মস্তক নত ও ধৈর্য্য অবলম্বন করত গম্ভীর ও গদগদ স্বরে এই গাঁথা পাঠ করিতেছেন।

"তমীশ্বরণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং
পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদম দৈবং
ভুবনেশমীড্যং॥"

নিত্যানন্দের আত্মা নিত্যানন্দ ধামে উড্ডীন হইল। আবাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি ঈশ্বর পরায়ণ ও পর দুঃখে দুঃখী, পর সুখে সুখী তাঁহার বিয়োগ জগতের খেদজনক ও তাঁহার গুণ কে না কীর্ত্তন করিবে?

স্থির হও গুণবতী পিতা পুত্র ভাই পতি,
ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাবহ তাঁহারে।
জগৎপতি করি পতি, হর স্বীয় দুর্গতি,
পুনর্ব্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে॥
গীতাঙ্কুর।

নিত্যানন্দ বাবুর মৃত্যুর পরে সদানন্দ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দাদা লোকান্তর গমনের পূর্ব্বে বলিলেন যে পিতা ও মাতা তাঁহার সম্মুখে—এমত কেন কহিলেন? ডাক্তার উত্তর করিলেন ওটা খেয়াল। সদানন্দ কহিলেন খেয়াল কি রূপে বলিব তাঁহার তো বিকার কিছু মাত্র হয় নাই—কিছুতেই জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। জ্ঞানানন্দ বলিলেন ডাক্তার যাহা অনুমান করেন তাহা নহে। মৃত্যুর প্রাক্কালে আত্মা পরলোক দৃষ্টি করে। যেমন ইহলোক অন্তর হয় তেমনি পরলোক সন্নিকর্ষ হয়। ডাক্তার একথা শুনিয়া পরিহাস করিলেন ও বলিলেন বায়ুর বিচিত্র গতি।

আত্মাতে জ্ঞান হইলেই বল হয় না। বল জন্য বিশ্বাসের আবশ্যক ও বিশ্বাসের জন্য পুনঃ পুনঃ ধ্যানের আবশ্যক এবং ধ্যানের সহিত ক্রিয়ারও আবশ্যক; এই সত্য জ্ঞানানন্দ বাক্যের কৌশলের দ্বারা ক্রমে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদা নিত্যানন্দ বাবুর বনিতা ও প্রাণধনের মাতা দুই জনে বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ করত স্বীয় স্বীয় শোক বিমোচন করিতেছেন, ইতি মধ্যে জ্ঞানানন্দ অনুজ ও সদানন্দকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাদ্বয় আপন আপন মস্তকের বসন টানিয়া তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। জ্ঞানানন্দ বলিলেন—তোমরা দুই জনেই আমার মাতা—তোমাদিগের দুঃখ জন্য আমি যে দুঃখিত তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য অদ্ভুত—একের সহিত অন্যের সংযোগ ও পরিণামে সকলই শুভ। আপনাদিগের দুই জনের একত্র হওয়া সামান্য ঘটনা নহে—আপনাদের পরস্পরের সংবাসে পরস্পরের দুঃখের খর্ব্বতা ও ধর্ম্ম আলোচনার বৃদ্ধি। আপনারা সামান্য স্ত্রীলোক নহেন যে শোক জন্য শয্যায় পড়িয়া ক্রমাগত চীৎকার করিবেন—আপনাদিগের যে জ্ঞানবল ও ধর্ম্মবল তাহাতে যে ঘটনাই ঘটুক তাহাকে আত্মার উন্নতি সাধক অবশ্যই করিবেন—শোক যে কার্য্য জন্য প্রেরিত তাহা যদি সে কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, তবে প্রেরকের অভিপ্রায়ের বিপরীত হইবে। মা! ঈশ্বরকে স্মরণ কর, আত্মার অবিনাশিত্ব স্মরণ কর, দিব্যধাম স্মরণ কর, জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ কর, ও আপন আপন শরীর ও আত্মা ভবতারকের পাদপদ্মে অর্পণ কর।

আত্মার বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাব ধ্যান দ্বারা অভ্যাস করা আত্মার উন্নতি সাধন বটে কিন্তু অনুষ্ঠান অবলম্বন না করিলে সেই ভাবের পক্কতা হয় না। জ্ঞান, ধ্যান, ভাব ও কার্য্য সকলের আবশ্যক। মহিলাদ্বয় বলিলেন কি কার্য্য করিলে আমাদিগের পারলৌকিক মঙ্গল তাহার উপদেশ দেও—আমাদিগের পরকালের সুখই সুখ। জ্ঞানানন্দ বলিলেন—পরদুঃখ বিমোচন ও পরসুখ বিবর্দ্ধন জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জন্মিলে সে প্রেম অন্যের প্রতি অবশ্যই বিস্তৃত হইবে, যদি কেবল আত্মাতে রুদ্ধ থাকে তবে প্রকৃতরূপ পরিচালিত হয় না। এক্ষণে এই বিবেচ্য যে অন্যের প্রতি প্রেম কি প্রকারে উত্তমরূপে বিস্তৃত হইতে পারে! অর্থ দান, বিদ্যা দান, ঔষধ দান, জল দান, আশ্রয় দান পরামর্শ দান সকলই উত্তম বটে কিন্তু অন্যের পাপ বিমোচনে অসীম পুণ্য ও আপন আত্মার সদ্ভাব বিশেষ রূপ প্রস্ফুটিত হয়। এই স্থানে যে সকল ব্যাভিচারিণী আছে তাহাদিগের বালিকাদিগের যদি আনয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্ম উপদেশ দিতে পারেন তবে ধর্ম্ম রাজ্যের বৃদ্ধি ও স্বর্গের ছায়া এখানে আকর্ষিত হইবে। কর্ম্মের সহিত ফল সংযুক্ত। যে অন্যের ধর্ম্ম বৃদ্ধি করে সে আপনার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করে। কার্য্যের ফল দেখিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানা যায়। যে কার্য্যে সন্তোষ ও নির্ম্মল আনন্দ সে কার্য্য করিতে ঈশ্বর আদেশ দেন—তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য।

জ্ঞানানন্দ যাহা উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাই ধার্য্য হইল ও তিনি স্বয়ং এই শুভ কর্ম্মের প্রণালী সকলই করিয়া দিলেন। নারী দ্বারা নারীগণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হয়। উক্ত দুই ধর্ম্মপরায়ণ নারীর নিষ্ঠা ও পবিত্র ভাব যাহা কার্য্য বিরহে আবদ্ধ ছিল তাহা এক্ষণে প্রকাশিত ও বিস্তৃত হইতে লাগিল। অভ্যাসেই ক্রমে উচ্চ অভ্যাস, দাতা গৃহীতা দুইয়ের উপকার। শরীর আবদ্ধ থাকিতে পারে না, আত্মাও আবদ্ধ থাকিতে পারে না। দুয়েরই জন্য রঙ্গভূমি চাই। যেমন আত্মা উচ্চ হইবে তেমনি ঐ রঙ্গভূমির সীমার বৃদ্ধি হইবে—যাহা স্বভাবত তাহাই করিতে হইবে নতুবা স্থান সংকীর্ণতায় যেমন বৃক্ষ শীর্ণ হয় সেই রূপ আত্মা পেশিত, ঘর্ষিত, মর্দ্দিত হইতে থাকে—বিকসিত —প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। বালিকাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদানে মহৎ ফল হইতে লাগিল। সৎঅনুশীলনের বৃদ্ধি বিজ্ঞান শক্তির বৃদ্ধি' জ্ঞেয় লাভের বৃদ্ধি আত্মবৎ ভাবের বৃদ্ধি ও স্নেহ ও প্রেম—অভ্যাস ক্ষেত্রের বৃদ্ধি; আত্মার বৃত্তির ক্রমশঃ পরিতৃপ্তিতে আত্মার আনন্দ। এই আনন্দ উপভোগে ঐ দুই ধর্ম্মপরায়ণা নারী কাল যাপন করেন—বালিকাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক আরাম ও মঙ্গল কি প্রকারে হইবে এই তাহাদিগের সর্ব্বদা চিন্তা ও সাধ্যানুসারে কি ব্যয় কি পরিশ্রমে কিছুতেই ত্রুটি করেন না। কালে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে লাগিল ও আপন আপন কন্যাদিগের পবিত্রতা শুনিয়া দুই একজন ব্যাভিচারিণীও অনুতাপিত হইল। কিন্তু কোন কোন ইন্দ্রিয়-সুখপরায়ণও পৌত্তলিক বাবুরা উপহাস করত বলাবলি করিতে লাগিলেন— ব্রহ্মজ্ঞানী বেটারা সর্ব্বনাশ করলে—ব্রত গেল নিয়ম গেল, তীর্থ গেল, উপবাস গেল, পুরাণ শুনা গেল, প্রতিমা পূজা গেল, এক্ষণে বেশ্যা কন্যাদের শিক্ষা দেওয়াতেই সব পুণ্য হইবে। যখন স্ত্রীলোকদিগেরও এই মত তখন আর হিন্দুধর্ম্ম থাকে না। আবার সময়ে সময়ে ঐ সকল ব্যক্তিরা বলিত—যাহা বলি কহি, পর

উপকার জন্য এত ব্যয়, এত পরিশ্রম, এত একাগ্রতা কম কথা নহে—এমন কয় জনে করে? বৈকালে বালিকাগণ বাটীর উদ্যানে ভ্রমণ করিত। এক জন বালিকা আপনার মাতাকে রাস্তায় দেখিয়া স্নেহ ও দুঃখে পূর্ণ হইয়া বলিল—মা! আমাকে চিনিতে পার? তাহার মাতা বলিল—বাছা! তোমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছি, কেন চিনিতে না পারিব? আহা তোমার মুখে কি নির্দ্দোষিতার আভা! তোমার বদন হেরিয়া আমি লজ্জা পাই। বালিকা বলিল—মা! জোড় হাতে একটি কথা বলি, মনেতে রাখিও। পবিত্র না হইলে পবিত্রতার আধারকে পাওয়া যায় না ও তাঁহাকে পাইলে যে সুখ সে সুখের তুল্য আর সুখ নাই। ঐ ব্যাভিচারিণী এই উপদেশে জাগ্রত হইয়া কন্যার নিকট মধ্যে মধ্যে রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখা করিত ও পরে পাপ হইতে ক্ষান্ত হইয়া শুদ্ধতা অবলম্বন করিল। একদা এক জন সুশিক্ষিতা বালিকা আপন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্মপরায়ণা নারীদ্বয়ের পদতলে পড়িয়া বলিল—আপনারা যাহা করিতেছেন তাহার ফল বিশেষরূপে পরে পাইবেন। যেমন ঈশ্বর পুরীসকে শর্করা করেন, জীর্ণ শীর্ণ বস্তুকে সতেজ করেন, দুর্গন্ধকে সুগন্ধ করেন, পাপীকে তাপী করেন, তেমনি আপনারা মলিন ও অপবিত্র বালিকাদিগকে পবিত্র করিতেছেন। দি আপনারা না থাকিতেন তবে কি ভয়ানক জঘন্যতা প্রাপ্ত হইতাম। ধর্ম্মপরায়ণা নারীদ্বয় বলিলেন—আমাদিগের সাধ্য কি আমরা অন্যকে পবিত্র করি—যিনি পবিত্রতায় অয়ন, যাঁহার নিকটে পবিত্রতার জন্য আমরা অহরহ প্রার্থনা করিতেছি, তিনিই সকলকেই পবিত্র করিতেছেন—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকল মঙ্গল সাধন কর। দেখ আমরা যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম তাহাতে উন্মাদিনী হইতে হয়। পতি-বিয়োগ ও পুত্রবিয়োগের ন্যায় আর যন্ত্রণা নাই ও যদিও এই শোকে কিয়ৎকাল দহ্যমান ছিলাম কিন্তু এই শোকেতেই আত্মা মন্থিত হয় ও ঐ মন্থনে এই চেতনা লাভ করিলাম যে কি করিলে ঈশ্বরকে লাভ করিব? যদি নিদারুণ শোকের এই ফল তবে ঈশ্বর কি মঙ্গলময়! অতএব প্রাণপণে তাঁহার পূজা কর ও তিনি যাহা প্রেরণ করেন তাহা মস্তক নত করিয়া গ্রহণ ও বহন কর। জ্ঞানানন্দ নিকটে ছিলেন, সদানন্দকে বলিলেন ঈশ্বরের কার্য্য কি চমৎকার! কি ঘটনায় কি ঘটনা উপস্থিত হয়! যখন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে ও বজ্র পতিত হয় তখন বোধ হয় সৃষ্টি গেল গেল, কিন্তু বিদ্যুৎ ও বজ্রেতে বায়ুর নির্ম্মলতার বৃদ্ধি ও নির্ম্মল বায়ু জীবনের জীবন পোষয়িতা। যখন দুঃখ ও শোক উপস্থিত তখন বোধ হয়, এইবার সমূলে উচ্ছিন্ন হইলাম কিন্তু দুঃখ ও শোক আত্মার কি প্রগাঢ় ও গম্ভীর ভাবের উত্থাপক ও প্রতিপালক! যেরূপ মিষ্ট বাণী শ্রুত হইল, তাহাতে আশা প্রবল হইতেছে যে, কালেতে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ জ্ঞানালোক ও প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইবেন এবং ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনাতে সর্ব্ব গৃহ পবিত্র করিবেন। আমরা ভ্রমণ করিয়া অনেক লাভ করিলাম—এক্ষণে বাটী যাইতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিদায় দিন, যদি জীবিত থাকি তবে পুনর্ব্বার আসিয়া সাক্ষাৎ করিব, আপনারা আমাদিগের পরম সুহৃদ। পরে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ যাত্রা করিলেন—নিকটস্থ যাবতীয় লোক পশ্চাতে ধাবমান হইল। সকলের সহিত আদর

ও স্নেহপূর্ব্বক আলাপ করিয়া তাঁহারা গমন করিলেন। যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইলেন সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিল। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের কৃতজ্ঞতা নেত্রবারিতে প্রকাশ হইল। ধর্ম্মপরায়ণা নারীদ্বয় শোকের আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সদানন্দের হৃদয় ভ্রাতার বিয়োগ শোকে জাগ্রত হইল। পরিবারস্থ ও পল্লীস্থ সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল—দুইটি ভাই কি চমৎকার! রূপ গুণে সম্পন্ন, বোধ হয় যে সত্য ও ধর্ম্মের পতাকা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করিতে করিতে চলিয়াছেন। এরূপ লোক দুষ্প্রাপ্য।

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দের গমনে অনেকের বিরহ দুঃখ ও তাপের উদ্দীপন হইল। যাহারা ভিন্ন মতাবলম্বী তাহারাও ঐ ভ্রাতাদ্বয়ের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সত্যেরই জয়—অসত্য ক্ষণিক স্থায়ী—সত্য চিরস্থায়ী। পথি মধ্যে রামানন্দ জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় যে ধর্ম্ম বিস্তারপূর্ব্বক বলিলেন, ইহার নাম কি? জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন নামেতে কিছু আইসে যায় না। জ্ঞানই মূল, ভাবই মূল, কার্য্যই মূল। আমি যে ধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছি ইহা আত্মা বিনির্গত ধর্ম্ম—যেমন আত্মা উচ্চ ও ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইবে তেমনি এ ধর্ম্মের উচ্চতা প্রকাশ পাইবে। এই আত্মা বিনির্গত ধর্ম্মের মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য আত্মাই স্বয়ং প্রদান করে—শাব্দিক প্রমাণ, পাণ্ডিতিক টীকা বা কল্পিত প্রণালীর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ ধর্ম্ম বারি বায়ু ও রশ্মির ন্যায় প্রকৃত ও সকলের সেব্য ও প্রাপ্য। এই ধর্ম্ম বিশ্বব্যাপক—স্বাভাবিক—শ্রেণী বদ্ধ হইতে পারে না। যদি কোন কারণবশাৎ ইহা শ্রেণীবদ্ধ হয় তবে পরে স্বীয় স্বভাব জন্য ঐশ্বরিক ভাব ধারণ পূর্ব্বক শ্রেণী নাশক ও সর্ব্বব্যাপক অবশ্যই হইবে। দিবাকর পর্ব্বতের পার্শ্বে উদিত হইলে সকলের দৃষ্টি গোচর হয় না কিন্তু পরে কে না দেখিতে পায়? আত্মার প্রকৃত ভাবেতেই এই ধর্ম্মের প্রকাশ—ইহার গতি অদ্রুত অথচ নিশ্চয়। প্রস্তরভেদী বারির ন্যায় ইহার কার্য্য—আপনার আনুকূল্য আপনিই করে ও যে ধর্ম্ম যিনিই অবলম্বন করুন, তাহা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, ইহকালে বা পরকালে হউক ইহার সোপান অবশ্যই হইবে। এ ধর্ম্ম সমুদ্র স্বরূপ—অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদ নদী স্বরূপ যত ধর্ম্ম আছে তাহা কালেতে এই ধর্ম্মেতে বিলীন হইবে। এই ধর্ম্মই নিত্য ধর্ম্ম—এইই সত্য ধর্ম্ম—এইই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

শ্রীরাগ।—তাল কাওয়ালী।

প্রেম নগরে চল যাই।
সেই প্রেমময় প্রেমেশ্বরের দিব হে দোহাই॥
প্রেমেতে মগন হব, প্রেমামৃত পান করিব,
প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই।

সমাপ্তোয়ং

অভেদী।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত

তৃতীয় সংস্করণ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত
কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন দত্ত

মহাশয়েষু।

আর্য্য

আপনকার উদার ও অভেদী প্রকৃতি জন্য স্বীয় শ্রদ্ধা চিহ্ন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনাকে উৎসর্গ করিতেছি।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর।

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

অভেদী।

১।—অন্বেষণচন্দ্রের বনে শিকার দর্শন, বন্য লোকদিগের সহিত আলাপ ও ধর্ম্ম লক্ষণ চিন্তন।

অন্বেষণচন্দ্র, ভদ্র কুলোদ্ভব, তরুণ বয়সী, অতার্কিক মিতবাকী, শান্ত, জ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগী, অন্বেষণার্থে ভ্রমণ করিতেছেন। অনতিদূরে নিবিড় বন—বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে অরণ্যাবেষ্টিত, বন-ফুলের শোভা মনোহর—শ্বেত, পীত, নীল, হিঙ্গুল নানাবর্ণ ও নানাত্ব একত্রিত হইয়া বায়ুর সহিত আশ্লেষ করিতেছে। বন দৃশ্য কি চমৎকার, ও সাধুচিত্তে কি সদ্ভাব উৎপাদক! কি মধুর গাম্ভীর্য্য ও বৈকালিক কোমলতা! কিন্তু স্থৈর্য্য লক্ষ্মীর ন্যায় চঞ্চলা। অল্প সময়ের মধ্যেই গজের গমনের গাঢ় শব্দ হইতে লাগিল। গজোপরি দুই জন নব্য মিলেটরি ও এক জন প্রাচীন পাদরি বসিয়াছেন। দুই জন মিলেটরি শার্দ্দুল ও বরাহ শিকার জন্য দূরবীক্ষণ দ্বারা দূরদৃষ্টি করিতেছেন—নিকটে বন্দুক, ছোরা, বর্শা, বদনে চুরট—তাহার ধূম্রেতে ক্ষুদ্র মেঘোৎপত্তি, কিন্তু শৈশবাবস্থাতেই বিয়োগ! প্রাচীন পাদরি আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়, যজন যাজন ও অধ্যাপনে নিপুণ, এক এক বার ভয়েতে ঈষৎ কম্পবান ও ভাবিতেছেন ব্যাঘ্র দেখিলে পাছে ভূমিসাৎ হই, শিকার কখন দেখি নাই এজন্য আসিয়াছি—দেখিয়া স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প করিব, ও ইহার বর্ণনা পুস্তকে লিখিব, কিন্তু বুঝি অপঘাত মৃত্যু উপস্থিত। দুই জন মিলেটরি পাদরির রকম সকম দেখিয়া চোখ টেপাটেপি করিতেছেন, পাদরি তাহা বুঝিয়া বীর বদন ধারণার্থে নিমগ্ন। সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হয় না—মনের অনেক তরঙ্গ মুহ্যমান, তাহাদিগের জন্ম ও লয়ের ব্যবধান মাত্র ও যাহা প্রকাশ তাহা বাহ্য কারণ হিল্লোলেই প্রকাশ। এজন্য সকলের সকল ভাব সকলে অনবগত। হস্তী মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে, শুণ্ড অর্দ্ধ উত্থিত—সাময়িক নিনাদ বন-শান্তি বিঘ্নকর! ইত্যবসরে দূর হইতে আলম্—আলম্ শব্দ উঠিল,

"ঐ এলোরে" ঐ এলোরে তাহার পর কর্ণগোচর হইল। অমনি কতকগুলি বন্যলোক টিকারা ও কাড়ানাগড়া বাজাইয়া গান করিতে লাগিল, "দাদা বাঘ মার্‌তে চল, দাদা বনচাল্‌তের ফল"। বন্যদিগের হস্তী নাই, অশ্ব নাই, বন্দুক নাই বর্চ্চা নাই, কেবল খড়্গ ও তীর লইয়া অকুতোভয়ে শার্দ্দুলের প্রতি ধাবমান হইল। দেখিবামাত্রেই ব্যাঘ্র লাঙ্গুল ল্যাগ ব্যাগ করিতে লাগিল ও চক্ষুপরি চক্ষু রাখিয়া বন্য লোকদিগের উপর লম্ফ দেয় এমত সময়ে তাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ তীর মারিয়া ব্যাঘ্রকে ভেদ করিয়া খড়্গ দিয়া তাহার মুণ্ড ছেদন করিল, সাহেবেরা বন্যলোকদিগের পরাক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও শিকারার্থে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন।

অন্বেষণচন্দ্র দূর হইতে এই সকল দৃষ্টি করিয়া বন্য লোকদিগের নিকট উপনীত হইলেন।

তাহারা বলিল তুমি কে?

অন্বেষণচন্দ্র উত্তর করিলেন আমি ভ্রমণকারী, তোমাদিগের সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

বন্য লোকেরা বলিল মহাশয়! আমরা এরূপ কর্ম্ম নিত্য করিয়া থাকি—মনের বাঘই ভয়ানক—বনের বাঘ ভয়ানক নয়, সহজেই মারা যায়। রাত্রি হইল, আমাদিগের বাটী পর্ব্বতের উপর, সেখানে আসিয়া অবস্থিতি করুন, কল্য প্রাতে যাইবেন।

অন্বেষণচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সহিত পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া কয়েকখানি সুনির্ম্মিত কুটীর দেখিলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্রেই অন্যান্য পার্ব্বতিয়েরা ও তাহাদিগের অঙ্গনাগণ নিকটে আসিয়া যথেষ্ট সমাদর ও আতিথ্যপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা ফল ও সুস্নিগ্ধ বারি প্রদান করিল। তিনি তাহা ভক্ষণ ও পান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে অনেক পরিবার দেখিতেছি—তোমাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে নিষ্পত্তি হয়? এক জন প্রাচীন বলিল—আমরা সকলেই চাষ করি ও আপন আপন পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করি তাহাতেই জিবিকা নির্ব্বাহ হয়, পরস্পর কাহার সহিত বিরোধ হয় না, সত্য ব্যতিরেকে অন্য বাক্য কহি না ও কি পুরুষ কি স্ত্রী ভ্রষ্টাচার যে কি তাহা জানে না, এজন্য সকলে পরম সুখী আছি ও আমরা সকলেই ঈশ্বর উপাসক, তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে মনে ভাবিয়া বলি যে লোভ ও পাপে পতিত না হই।

অন্বেষণচন্দ্র বন্য লোকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন ও ভাবিলেন যে ইহারা বন্য বটে এবং অসভ্য বলিয়া গণ্য, কিন্তু সভ্যদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—যাহারা যত জিতেন্দ্রিয় তাহারাই তো তত প্রকৃত ধার্ম্মিক, এক্ষণে অন্বেষণ করিয়া সার উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবেক। পুস্তক পাঠ উদ্বোধক কিন্তু সকল সদ্ভাব স্থায়ী নহে, মানব স্বভাব দর্শনে নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায়। নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া ধ্যান ও ধারণা আত্মার উন্নতির কারণ বটে, কিন্তু অভ্যাসের অগ্রে জীবনের সার লক্ষ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। নানা গ্রন্থ পাঠে ও নানারূপ উপদেশে আত্মা পরিপূরিত—কি গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য—কি সাধ্য কি অসাধ্য—তাহা নিগূঢ় চিন্তা ও আত্মপরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক। পর দিবস অভ্যুদয়ে তিনি বিদায় লইয়া পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া মন্দ মন্দ সমীরণ সেবন করতঃ চলিলেন।

২।—সহমরণ—আত্মবিষয় চিন্তন।

নদীর নিকটে কি কোলাহল! অনেক লোকের আগমন। আবাল, বৃদ্ধ সকলেই বিমোহিত ও রোরুদ্যমান। একটি বহু শাখাযুক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে খট্টোপরি শব রহিয়াছে, তাহার পদতলে রূপলাবণ্যযুক্তা, ঊর্দ্ধনয়নী, পট্টবস্ত্র পরিধায়িনী, সিন্দুর জ্যোতিরলঙ্কৃত ও বটশাখা কর-গ্রাহিণী এক রমণী বসিয়াছেন। নিকটে দুইটি শিশু রোদন পূর্ব্বক বলিতেছে—মা! পিতার শোকে আমাদের প্রাণ যায়, তুমি সহমরণ গেলে আমরা কোথা যাব? মাতা এই হৃদয়ভেদী বিলাপে মুগ্ধ না হইয়া সন্তানদিগের মুখ চুম্বন করত বলিলেন, পরমেশ্বরের অসীম কৃপাতে তোমরা অনেকের নিকট পিতা মাতার স্নেহ পাইবে—স্থির হও, রোদন করিও না। পরে অনেকে নিকটে আসিয়া ঐ স্ত্রীলোককে নানা প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুই উত্তর না দিয়া করযোড়ে উর্দ্ধ দৃষ্টে থাকিলেন। নিকটস্থ লোকদিগের বোধ হইল যে তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব বলে শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে—আত্মাতে বাহ্য ভাব কিছুই প্রেরিত হইতেছে না। অল্প কাল পরে শব স্নাত হইলে তিনি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনামের ধ্বনি করত মৃত ভর্ত্তার চিতায় আরূঢ় হইয়া যেন স্বর্গলাভ করিলেন। রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামির শরীরের সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল—দেহ স্থৈর্য্যে সম্পূর্ণ—দুই হস্ত সংযুক্ত—বদন ঈষদ্ধাস্যান্বিত—নয়ন সমাধিতে আবৃত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল তদবধি তাঁহার পবিত্র রসনায় হরিনাম সকলের শান্তিদায়ক হইয়াছিল।

অন্বেষণচন্দ্র এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আত্ম বিচার করিতে লাগিলেন। সক্রেটিস মৃত্যু কালীন মৃত্যুঞ্জয় হইয়া শান্তচিত্তে বিষপান করিয়া ছিলেন। ক্রাইষ্টও অন্তিম কালে বৈরিভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ করেন, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে তিনিও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না রক্ষা করিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—পিতঃ! আমাকে তুমি কি ত্যাগ করিলে? রণস্থলে বীরেরাও মৃত্যুকে ঘৃণা করিয়া প্রাণদান করিয়া থাকে ও অনেক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও ধর্ম্মবলে মৃত্যুপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, কিন্তু এ রমণীর ন্যায় আধ্যাত্মিক বল অসাধারণ। মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করা ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া শান্তভাবে দেহ বিনাশ করা ভিন্ন ব্যাপার। সকল বীরত্ব অপেক্ষা এ বীরত্ব শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এ কিরূপে জন্মে? অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, অনেক বিদ্যা বিশারদ লোক বলেন আত্মা নাই—মরণেতেই জীবনের বিনাশ, জীবন কেবল শারীরিক কার্য্যের নিয়ামক। আত্মা কখন কাহারো সমীপে দৃষ্ট হয় নাই ও যাহা চাক্ষুষ নহে তাহা অবিশ্বাস্য। সকল শাস্ত্রে আত্মার অমরত্ব উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে কেবল লোক যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য। আত্মার অবিনাশত্ব স্বীকার না করিলে অত্যাচারের বৃদ্ধি, বাস্তবিক এ বিষয় কেহই সংস্থাপন করিতে পারে না, এবং আচার্য্যেরাও শাব্দিক অনুমেয় ও উপমেয় প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার বুঝাইয়া দিতে পারেন না। শিষ্যও পাছে নাস্তিক বলিয়া গণ্য হয় এই ভয় প্রযুক্ত অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কিন্তু এ বিষয়টি নির্ণয় করা অতিশয় আবশ্যক। যদি এই অনুসন্ধানে বিশেষ আলোক পাওয়া যায় তবে ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় নিশ্চয় হইবে, তাহা না হইলে সকল উপদেশই যাহা সত্য ও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে তাহা দুর্ব্বল সংস্কারাধীন

ও এই কারণেই এত মতান্তর, বিবাদ, কলহ ও দলাদলি হইতেছে। অনেক পড়িয়াছি, কিন্তু কিছুই অন্ত পাই না। যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি তিনি আপন মত প্রকাশ করেন। তন্ন তন্ন করিতে গেলেই ঐ মত ধূমবৎ বোধ হয়। দেখি ঈশ্বর যা করেন অন্বেষণ করিতে ক্রটী করিব না।

৩।—পিঙ্গলা গ্রামে লালবুঝ্‌কড়ের স্বভাব বর্ণন; ধর্ম্ম বিষয়ে দলাদলি।

পিঙ্গলা গ্রামে লালবুঝ্‌কড় নামে এক জন ধড়িবাজ লোক ছিলেন। তাঁহার পশ্চিম দেশে জন্ম ও সৌদাবাদে অনেক দিবস অবস্থিতি এজন্য তাঁহার কথা জারজত্ব: প্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহা কহিতেন তাহা অর্দ্ধেক হিন্দি ও অর্দ্ধেক সৌদাবাদি। লোকটী সাম্প্রদায়িক কিন্তু আপন অভিপ্রায় কি তাহা ডুবুরি ডুবিলেও অন্দি সন্দি পাইত না। সর্ব্বদাই ইজের ও চাপকান পরা ও লাট্যুদার পাগ্‌ড়ি মাথায়, হাতে হরিনামের মালা, সকল কথাতেই রাজা উজির মার্‌তেন, সকল কর্ম্মেতেই ডিক্‌রি ডিস্‌মিস্‌ কর্‌তেন, আর সর্ব্বদাই পূর্ব্ব কালের মাহাত্ম্য বর্ণন করত বলিতেন, "আরে আখোন কি আছে—আগে তবলার চাটি, ঘোড়ার চিঁহি, লুচি পুরির খচাখচ আখোন এ গলিতে ছুঁছার ডাক ও গলিতে পুছার ডাক"। নিকটস্থ কেহই সম্পূর্ণরূপে কোন কথা সাঙ্গ করিতে পারিত না। কথা আরম্ভ করিলেই, তিনি বলিতেন আরে রহ মশাই, তুমি ঝান কি? বিদ্যা সম্বন্ধীয় অথবা ধর্ম্ম বিষয়ক কি আদালত সংক্রান্ত প্রস্তাব হইলে, তিনি অমনি হুমড়িখেয়ে পড়ে বেহুদা বকৃতেন ও সকলেই নিরস্ত হইয়া সুপারি ধরিয়া থাকিত। তাঁহার নাম পরমানন্দ, কিন্তু তাঁহার বাকচতুরতা ও সব বিষয়েতে ঠোকরমারা জন্য গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে লাল বুঝ্‌কড়্‌ বলিয়া ডাকিত ও তিনিও আত্মগৌরব সংস্কার বশতঃ তাহাতে তুষ্ট হইতেন যেখানেই কোন কঠিন প্রশ্ন হইত সেখানেই লোকে উপেক্ষা করিয়া বলিত এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লালবুঝ্‌কড়্‌ বই আর কে করিবে? লালবুঝ্‌কড়্‌ কোন বিষয়েই পিচপা হইতেন না। জ্যোতিষ, হাত দেখা, কোষ্ঠির ফলাফল বলা, দৈবকার্য্য করা, রোজাগিরি কর্ম্ম, ভূতনাবান, বন্ধ্যাদিগের ঔষধি দেওয়া এ সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ, সর্ব্বদাই এক রকম না এক রকমে ব্যস্ত যেন অহরহ লাঠিমের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত—সংসারে বাহ্য চটকে কি না হয়? যাহার হুপ আর বুক তাহারি জয়। এইরূপে কিছুকাল যায়। এক দিবস দুই জন ইতর লোক প্রচুর সুরাপান করিয়া বিবাদ করিতেছে। একজন বলিতেছে বৃক্ষ বড়, এক জন বলিতেছে পাতা বড় হাতাহাতি হইবার উপক্রম—এমত সময় অন্য এক জন পড়িয়া বলিল তোমাদের বিবাদ ভঞ্জনার্থে লালবুঝকড়ের নিকট যাও। অমনি তাহারা টলতে টলতে আসিয়া বলিল ওগো বোঝাকড়ি মশাই! ঘরে আছ গো? এরূপ সম্ভাষে লালবুঝকড় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল হারে তোরা কি মাংছিস? তাহারা মদ ভরে অঙ্গ কাঁপাইয়া বলিল—মোর বাপের ঠাকুর বলতো বিক্ষ বড় না পাতা বড়? লালবুঝকড় বলিল ঝা বেটারা, ঝা বৃক্ষ বড়। ঐ দুই জনের মধ্যে একজন বলিল তবে বাবা তোমার মুখে ছাই দি। মানপাতা কি মোর বাপ? তার যে পাতা বড়। তোমার এই মোড়লি? ছি !

ছি! লালবুঝকড় পাছে আপনার অপাংক্তিত্য লেশ মাত্র প্রকাশ পায়, এজন্য অমনি হুমকে উঠে ঝা বেটারা ঝা বেটারা, বলিয়া তাঁহাদিগের বাহির করিয়া দিলেন। গ্রামে নানা প্রকার লোক নানা মতাবলম্বী। স্থানে স্থানে দলে বিভক্ত ও যেখানে দল সেই খানেই দলীয় ভাব সম্পূর্ণ ও দল ভাবই ঈশ্বর জ্ঞান। যাহারা যে দলস্থ তাহারা আপন মত ও বিশ্বাস প্রকৃত সত্য জ্ঞান করে ও ঐ মত ও বিশ্বাস রক্ষা ও বিস্তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এই কারণ একদল অন্য দলের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকার করে ও মনে করে যে সত্য ও ধর্ম্ম কেবল তাহাদিগের হস্তে। গ্রামেতে পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম ও উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে, মোসলমানদিগের মস্‌জিদ প্রান্ত ভাগে দেদীপ্যমান ও পাদরিদিগেরও গির্জা স্থাপিত হইয়াছে। যাহার যে অভিপ্রায় ও অভিরুচি সে তাহা করিতেছে ও তাহাতে মনের চাঞ্চল্য, মতের ভিন্নতা, বিশ্বাসের নানা কলা প্রকাশ ও দলাদলির আক্রোসের বৃদ্ধি। সকলেই সকলকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে ও নূতন নূতন লোক জোয়ারের জলের ন্যায় এক দল হইতে অন্য দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মানুরাগী হইলে ব্রাহ্মেরা তাহার উপর ধাবমান হইতেছে ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হইলে খ্রীষ্টীয়ানরা তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। পৌত্তলিক আক্রমণ না করিয়া কেবল বলিতেছে সব গেল এতো জানাই আছে, সব একাকার হইবে, এক্ষণে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মরিতে পারিলেই হয়। মোসলমানেরা বিষহত সর্পের ন্যায় দংশন করনে অসক্ত—কোন জবরান করিলে সাজা পাইতে হইবে—অল্প অল্প ছলের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহাতেই চেষ্টান্বিত। উন্নত ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন প্রকৃত কার্য্য কিছুই হইতেছে না—সেকেলে ব্রাহ্মেরা প্রকৃত জড়ভরত। কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়া ও কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করায় কি হইতে পারে? ব্রহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করিতে গেলে কেবল বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। বাইবেল, কোরন, জেন্দবেস্তা প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সার অংশ দেওয়া কর্ত্তব্য। অনুষ্ঠান কি জাতকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির প্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেই হইতে পারে? জাতিভেদের বিনাশ—বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণে বিবাহ প্রচলন, বালবিবাহ নিবারণ ও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও অন্তঃপুর হইতে বন্ধন মোচন ইত্যাদি না হইলে কি উন্নতি হইবে? সেকেলে ব্রাহ্মেরা বলেন এসকল কালেতে হইবে, কিন্তু সে কালকে কার্য্য দ্বারা না আনিলে সকলই কাল স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ পৈতা ধারণ কি ভয়ানক! ইহাতে ঘোর পৌত্তলিকতা প্রকাশ পাইতেছে, তবে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথায়? এইরূপে জল্পনা, কল্পনা, অনুশীলন ও মতান্তরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গ্রাম কম্পবান—মুহু মুহুর নানা তরঙ্গ উঠিতেছে, এক এক তরঙ্গের বেগ কে ধারণ করে? আর এদিকে জাতিমারা, ধোপা নাপিত বন্ধ করা, নিমন্ত্রণের কলহ, দলোদিগের ঘোঁট সাতিশয় হইতেছে। দুই এক জন আমুদে লোক যাহারা কোন দলে লিপ্ত নয় তাহারা মধ্যে মধ্যে লালবুঝ্‌কড়ের নিকট আসিয়া বলে, কেমন গো মহাশয়! তুমি তো সকলের আক্কেল বরদার—এসব গোলা মেটাওনা কেন?

লালবুঝকড় তাহাদিগের ব্যঙ্গোক্তি কথা শুনেন ও বলেন—আমি যেমন যেমন বুঝব তেমন তেমন কাম কর্‌ব—বখেড়া বহুৎ ওখ্‌ত বহুৎ চাই

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র বোঝ সোঝ? তোমার তো বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড আমরা জ্ঞাত আছি। তুলসী দাসী, রামায়ণ, সতসইয়া, প্রেমসাগর প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়াছ—ধর্ম্মবিষয়ক চর্চ্চা কবে কর্‌লে?

লালবুঝক্কড় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—ঝা বাবু। আপন আপন কামে ঝা—হামার সাত টিটকারি কর্‌না, কি কাম? হামি কি না ঝানি? ওখ্‌ত হলেই নিকাস করব। এখোন ঝকড়া বাড়িতে দেও যদি আপনা আপনি না কমে তো হামি কমাব।

৪।—বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবুর পরিচয় ও আত্মবিষয়ে তাহাদিগের মত, অন্বেষণচন্দ্রের পিঙ্গলা গ্রামে প্রবেশ ও সমাজাদি দর্শন।

গ্রামের দক্ষিণস্থ মাঠের নিকট একটি সুনির্ম্মিত অট্টালিকা সন্মুখে উদ্যান। বায়ুর স্রোত নিরন্তর বহিতেছে। লোকের গমনাগমন অল্প—সময়ে সময়ে এক এক খানা গরুর গাড়ি কলুর ঘানির শব্দ করত চলিয়াছে। ভারাক্রান্ত গরু অচল কিন্তু বেত্রাঘাতে সচল—দুই এক জন হেটো মস্তকে তরকারির বোঝা ও শরীর ঘর্ম্মে স্নাত—বেগে চলিয়াছে। মন্দ মন্দ গতিতে মধ্যে মধ্যে দাসো জলের কলসি স্কন্ধে—"হাগো সে জানে সব মথুরা" গান করিতেছে। উক্ত অট্টালিকায় বাবু সাহেব বাস করেন। তাঁহার আদিম নাম কি তাহা সকলে অবগত নহে কিন্তু তিনি বহুকাল ফিরিঙ্গি, ট্যাশ ও মেটেফোসের সহিত সহবাস করাতে তাঁহার চালচুল তাহাদিগের ন্যায়—ইংরাজি রকমে আহার করেন—ইংরাজি রকমে পোষাক পরেন—ইংরাজি রকমে কথা কহেন—ইংরাজি রকম চাল চলেন। নির্জ্জন হইলে হয়তো মেজের উপর দুই পা তুলিয়া ভাবেন—হয়তো দুপা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া শিস দেন ও স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি এমনি বিদ্বেষ—স্বদেশীয় আচার ও ব্যবহারে এমনি বিরক্ত যে কেহ এতদ্দেশীয় কাহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি অমনি বলিয়া উঠেন "ড্যাম বেঙ্গালী—ড্যাম বেঙ্গালী"। বাবু সাহেবের নিকট অনেকেই আইসে কিন্তু কাহার সহিত মিল হয় না কেবল গ্রামস্থ এক জন জেকো বাবু নামে বিখ্যাত তাঁহারই সহিত বন্ধুতা ছিল। জেকো বাবু বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া কেবল অবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মবিদ্যার কিছুই মনোনিবেশ করেন নাই, কেবল পদার্থ বিদ্যা, অর্থাৎ বাহ্য বিদ্যা, খগোল ভূগোল, অঙ্ক বীজগণিত পুরাবৃত্ত, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি বিদ্যায় কিছু কিছু ঠোকর মারিয়া সর্ব্বদাই জন সমাজে আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন। যাহারা আত্মবিদ্যা অবহেলা করে ও কেবল বাহ্য বিদ্যানুশীলনে কাল যাপন করে তাহাদিগের ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল জ্ঞান অল্প। তাহারা সারজ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যা ত্যাগ করিয়া অসার অর্থাৎ অবিদ্যা জ্ঞানে জ্ঞানী হয়। বাবুসাহেব ও জেকো বাবু বাহ্য আড়ম্বরীয় বিদ্যার চর্চ্চায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। আত্মবিদ্যার আলোক তাঁহাদিগের আত্মাতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করে নাই, এজন্য তাঁহারা এক প্রকার নাস্তিক ছিলেন। আত্মার অমরত্ব প্রস্তাবিত হইলে, কৌতুক করিয়া বলিতেন—যাহা অপ্রমাণ তাহা অগ্রাহ্য—আত্মা প্রদীপের ন্যায়, প্রদীপ তৈল থাকিলে ও বাতাস না পাইলেই জ্বলে ও

নির্ব্বাণ হইলে আলোক আর প্রকাশ হয় না, তবে যে কেহ কেহ কহেন অমুকের আত্মা দৃষ্ট হইয়াছে, সে শাব্দিক ও মস্তিষ্কের দোষ ঘটিত। যদি আত্মার অবিনাশত্ব সংস্থাপিত না হয়, তবে আর পরলোক কোথায়? কেহ বলেন চন্দ্রলোকে, কেহ বলেন ছায়াপথে, কেহ বলেন ইহা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন আত্মা প্রেমে ও জ্ঞানে উন্নত, তেমনি উর্দ্ধগামী—এ সব বাক্যমাত্র—প্রমাণ কোথায়? যাহারা পদার্থ-বিদ্যা ভাল করিয়া না শিখে, ও কি প্রণালীতে সত্য শিক্ষা করিতে হয় তাহা না অভ্যাস করে, তাহারা ভ্রমের অন্ধকূপে সর্ব্বদা পতিত। বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির এ সমস্ত গড্ডলিকা প্রবাহের অদ্ভুত অনুরাগযুক্ত ভ্রম সূক্ষ্মজ্ঞান আলোক দ্বারা নিবারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু: ইহা হইতেছে না, এই কারণে গ্রামটা একেবারে ছারখার হইয়া গেল। গলা টিপ্লে দুধ বেরোয় এমন সব ছোঁড়া আসল লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া হয় তো বাইবেল নয়তো ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়িতেছে, আবার গির্জ্জায় অথবা সমাজ মন্দিরে গিয়া চোক বুজাইয়া উপাসনা করে ও কি ঘরে, কি বাহিরে ধর্ম্ম লইয়া ঝকড়া করিয়া বেড়ায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে? ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তক লেখা হইতেছে, কিন্তু কেবল কার্য্য ও কারণের উপর নির্ভর। মিথ্যা ঢেঁকির কচকচি করা কি উপকার!

পিঙ্গলা গ্রামে অন্বেষণচন্দ্র উপনীত। একে বসন্তকাল তাহাতে পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ। বনে উপবনে অসংখ্য বৃক্ষ ও লতা, মুকুলে, পুষ্পে ও ফলে পরিপূর্ণ, শশাঙ্কের অভায় পর্ব্বাদির মরকত শোভা মার্জ্জিত—মলয়ার চুম্বনে মুকুল ও পুষ্পের নানা আমোদীয় গন্ধ একত্রিত ও বিস্তৃত—দেবালয় সকল আলোকে প্রজ্জ্বলিত—ধূপ ধুনার গন্ধে ব্যাপিত—শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, তুরি, ভেরীর ধ্বনিতে অর্চ্চিত ও মধ্যে মধ্যে এক এক শিবালয় হইতে "হর পঞ্চানন পিনাক পানে হে" সঙ্গীত হইতেছে। সময় স্থান ও অবস্থায় আত্মার গভীর ভাব উদ্দীপন করে। অন্বেষণচন্দ্র সদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া এক অপূর্ব্ব ব্রাহ্ম সমাজ দেখিলেন। ব্রাহ্মরা ভক্তিপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতেছেন। আচার্য্য উপদেশ দিতে-ছেন—প্রস্তাব আত্মার অমরত্ব। শাস্ত্রীয়, সম্ভাব্য ও উপমেয় প্রমাণে যদ্দূর পাওয়া যায় তদ্দূর ব্যক্ত হইল, অবশেষে আত্মার অবিনাশত্ব বিশ্বাস না করিলে কি অসুখ ও ভয়ানক তাহাও বর্ণিত হইল। শ্রোতাদিগের বদনাভাসে বোধ হইল যে সকল উপদেশ তাহাদিগের দ্বারা গৃহীত হয় নাই ও অনেকেরই নয়নভঙ্গি দ্বারা বুঝা গেল যে ঐ উপদেশ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। উপাসনা সমাপ্ত হইলে অন্বেষণচন্দ্র দুই এক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কোন ব্রাহ্ম সমাজ? তাঁহারা বলিলেন এ প্রাচীন সমাজ, একটু আগে গেলে উন্নত সমাজ দেখিতে পাই-বেন। কিছু দুর যাইবা মাত্রেই রক্ত পতাকা উড্ডীয়মান—বাদ্যের গগনভেদী ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন লহরী যেন এক এক তরঙ্গের ন্যায় কর্ণ কুহরে প্রবেশ করত হৃদয়কে নৃত্য করাইতেছে। নয়ন নিমীলিত পট্টবস্ত্র-পরিহিত, চর্ম্মপাদুকা-রহিত ব্রাহ্মরা সমাজমন্দিরে উপনীত হইয়া উপাসনা করিতে বসিলেন। প্রথমে অনুতাপের উপা-সনা হইল, পরে আচার্য্য মহাত্মা ব্যক্তিদিগের ঐশ্বরীক শক্তি বর্ণন করিলেন। মহাত্মা চৈতন্য, নানক ও ক্রাইষ্ট—কিন্তু সকল অপেক্ষা ক্রাইষ্টের অসীম প্রেম ও অনুপমেয় গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। সভা ভঙ্গ হইলে অন্বেষণচন্দ্র

যাইতেছেন। কোথায় অবস্থিতি করিবেন এই ভাবিতেছেন এমত সময়ে বৈষ্ণবদাস বাওয়াজী নামে এক জন ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার সহিত আলাপ করত আপন নিকেতনে আসিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করাতে তিনি সম্মত হইয়া তথায় যাইয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

৫।—বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাটী ও আত্মবিষয়ে তাহার উপদেশ।

বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাটী বড় প্রশস্ত নহে। বাহিরে একটী দালান, পার্শ্বে দুইটী ঘর ও উঠানের উপর একটী পর্ণ আচ্ছাদিত গোশালা। প্রাতে উঠিয়া স্নান আহ্নিক সমাপনানন্তর শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করাইতেছেন। কেহ শ্রীমদ্ভাগবত, কেহ গীতা, কেহ কুসমাঞ্জলী, কেহ শঙ্করভাষ্য পাঠ করিতেছেন। অন্বেষণচন্দ্র নিকটে যাইয়া বসিয়া বলিলেন—মহাশয়! আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি। আত্মতত্ত্ব বিষয়ক আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন তাহা কিঞ্চিৎ বলিতে আজ্ঞা হউক। আমার এ বিষয়ে অধিক পিপাসা।

বৈষ্ণবদাস বলিলেন এ প্রকার প্রশ্ন প্রায় শোনা যায় না। আমি যাহা জানি তাহা অবশ্যই বলিব, কিন্তু আমি চিনির বলদের ন্যায়। যাহা জানি তাহা অধ্যয়ন দ্বারা জানি—বিতণ্ডা করিতে পারি—কার্য্য অথবা অভ্যাসের দ্বারা জানি না। সে উপদেশ যোগী অথবা মুক্ত ব্যক্তিরা দিতে পারেন। সাধারণ সন্দেহ এই আত্মা শরীরের সহিত বিলীন হয় এটি ভ্রম। গীতা আপনি অবশ্যই দেখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসের শেষ গ্রন্থ, বড় কঠিন ও জ্ঞানের খনি। প্রস্তাব সংক্রান্ত ঐ পুস্তকেতে যে শাসন আছে তাহার সারাংশ বলিতেছি।

'জীবের উপাধি লিঙ্গ দেহ এবং আত্মার অনুবর্ত্তী স্থূল ভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন, এই স্থূল দেহ। এই দুইয়ের যে নিরোধ অর্থাৎ কার্য্যে অযোগ্যতা হওয়া তাহাই জীবের মরণ।' ৩ স্কং।

'এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইনি এক শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্গুণ, কারণভুত, গুণের আধার, সর্ব্বগত ও সর্ব্বত্র অনাবৃত এবং সাক্ষীস্বরূপ, দেহ এরূপ নহে। এই প্রকারে দেহস্থিত আত্মাকে যে পুরুষ জানিতে পারে, তিনি দেহধারী হইলেও দেহের বিকার দ্বারা লিপ্ত হন না'। ৪ স্কং

অপিচ—'আত্মা অবিনাশী, অপক্ষয়শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাতা, সর্ব্বাশ্রয়, বিকারবর্জ্জিত, আত্ম জ্যোতি, সকলের হেতু, অসঙ্গ এবং অনাবৃত্ত'। ৭ স্কং।

'যেমন কালেতে চন্দ্রের কলা সকলের হ্রাস বৃদ্ধি হয় স্বরূপত তাহা চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ সৃষ্টি অবধি মরণ পর্য্যন্ত ভাব বিকার সকল দেহেরই জানিবে আত্মার নহে'। ১১ স্কং।

'সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, যে ব্যক্তি আত্মাকে ঐ গুণত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ জানেন তিনি হর্ষাদির দ্বারা কখন বদ্ধ হন না'। ৬ স্কং।

'ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম সকলের সৃষ্টি করে, আত্মা করেন না, সত্ত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, আত্মা নহেন, জীব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া উপাধি সহকারে কর্ম্মফল ভোগ করেন, নিরুপাধিক আত্মা ভোগ করেন না। যত দিন গুণবৈষম্য থাকে, তত দিন আত্মার নানাত্ব হয়, যত দিন আত্মার নানাত্ব থাকে, তত দিন তাঁহার পরাধীনত্ব হয়, যতদিন পরাধীন থাকে, তত দিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয়'। ১ স্কং

'সত্ত্ব গুণের উদয়ের নাম স্বর্গ ও তমোগুণের উদ্রেকের নাম নরক'। ১১ স্কং।

'শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম এবং মৃত্যু এ সমুদায় অহংকারের জানিবে আত্মা'র নহে। ১১ স্কং।

এই উপদেশ পাইয়া অন্বেষণচন্দ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

৬।—অন্বেষণচন্দ্রের আত্মবিষয়ক চিন্তন ও নূতন ভাবের উদ্রেক ও মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। রবির প্রখর উত্তাপ। মাঠে গোপালেরা গোরু চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে। গো সকল তৃষ্ণাতে আতুর। গোপাল লাঙ্গুল মুচড়াইয়া লাঙ্গল চালাইতেছে। আপন লাভ জন্য পশুদিগের প্রতি মনুষ্য সর্ব্বদা দয়াহীন হইয়া থাকে। মাঠে ছায়া নাই, স্থানে স্থানে এক একটি বন্য বৃক্ষ। একদিকে একজন মেষপালক কতকগুলি মেষ লইয়া যাইতেছে। একদিকে মহিষের পাল বেগে চলিয়াছে। নিকটস্থ দুই একটা ভগ্ন বৃক্ষ হইতে কীট অথবা শস্য অন্বেষণার্থে পক্ষিগণ এক একবার চুকবু চুকবু করিয়া ডাকিতেছে ও রাখাল বিশ্রাম জন্য মেঠো সুরে গান গাইতেছে। মাঠের উত্তরে একটী সরোবর—পার্শ্বে বকুল ও কদম্ব বৃক্ষ, তাহার ছায়ায় বসিয়া অন্বেষণচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন।

স্বগণ, বন্ধু বান্ধব অনেকেই লোকান্তর গিয়াছেন, কিন্তু লোকান্তর কোথায়? মৃত্যুর পরে কি অবস্থা হয়? এ উপদেশ না সকরেটিস, না প্লেটো, না ক্রাইষ্ট, না পাল, না ব্যাস, না উপনিষদ কিছুই দিতে পারেন। পাল বলেন রক্ত, মাংস যুক্ত শরীর গেলে আধ্যাত্মিক শরীর হয়। হিন্দু শাস্ত্রের প্রেরণা এই যে স্থূল শরীর বিগত হইলে লিঙ্গ শরীর হয়। কিন্তু ইহা কি প্রকারে নির্ণীত হইবে? সহমরণ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আত্মা যে স্বতন্ত্র তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান, কারণ ঐ রমণীর শারীরিক ভাব কিছুই দৃষ্ট হইল না। অনেক অনেক যোগীরও এই ভাব দেখা যায়। তাহাদিগের শরীরে অস্ত্রাঘাত হইলেও ক্লেশ কিছুমাত্র প্রকাশ হয় না। মেসমেরিজম এবং ক্লেরবয়েন্সতে শরীর মৃতবৎ হয়, অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র বেদনা হয় না ও ঐ অবস্থায় আত্মা পরিষ্কার হইয়া নানা প্রকার অদ্ভুত কথা ব্যক্ত করে। বৈষ্ণবদাসের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতেও এই গূঢ় ভাব। আত্মার অদ্ভুত শক্তি! যদি আত্মাকে জানা যায় তবে জীবনের সাফল্য—তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় দেদীপ্যমান—তবে পরকালে কি হইবে তাহাও জানা যায় ও ইহকালে কি কর্ত্তব্য তাহাও প্রাণপণে সাধন করা যায়, কিন্তু এ দৃঢ় ব্রত ঈশ্বরকে বিশেষরূপে চিন্তা না করিলে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। উপাসনা নানা প্রকার করিয়াছি, বাক্য দ্বারা উপাসনাতে অত্যল্প ফল। আত্মার দ্বারা উপাসনাতেই বিশেষ ফল, কিন্তু এরূপ উপাসনা বড় কঠিন। যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি সে কেবল বক্তৃতাস্বরূপ। আত্মা বাহ্য বিষয়ে সংলগ্ন, উপাসনাতে বাহ্য ভাব আইসে। বাহ্য অতীত না হইলে আত্মার প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে না। যাহা যাহা নানা স্থানেতে হইতেছে তাহাতে অবশ্য কিছু না কিছু ফল হইবে। যে সম্প্রদায়ই হউক কেহই নিন্দনীয় নহে। আপাততঃ অথবা কালেতে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই হইবে, কিন্তু কি গৌণ কর্ম্ম ও কি মুখ্য কর্ম্ম,

তাহা ধার্য্য করা অত্যাবশ্যক। এক ঈশ্বরকে উপাসনা করা এ দেশের সনাতন ধর্ম্ম। মহাত্মা রামমোহন রায় এ দেশে এই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য অসীম পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য তদ্বিষয়ে আপন মত ব্যক্ত করেন,—"ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতে কদাপি ভয় রাখিবেন না" *। পরলোক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অল্প। চতুর্দ্দশ ব্যাখানের শেষে বলেন—"পরলোক নাই এরূপ নিশ্চয় হইলে লোক নির্ব্বাহের উচ্ছন্নতা হইবেক।" মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যাঁহারা তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন, তাঁহারা অসীম আয়াস ও ঈশ্বরপরায়ণত্ব দ্বারা দেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উপাসনা, উপদেশ ও সংগীতের দ্বারা আত্মদর্শিত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না। তাঁহাদিগের আপন আপন আত্মা অবশ্যই উন্নত, কিন্তু তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভয় অথবা আশার অধীন হইয়া আত্মার পার্থিব ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক নানা প্রকার স্বর্গ ও নরক সংস্থাপন করিতেছেন। এ ভাব প্রাথমিক ভাব বটে, পরে বিলীন হইবে, কিন্তু ঈশ্বর ভাবাতীত—ভাবাতীত না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। [হে জগদীশ্বর! ভবভার হইতে পরিত্রাণ কর।

এরূপ চিন্তা করাতে অন্বেষণচন্দ্রের আত্মা হঠাৎ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মানব কার্য্য সকল যেন ঐশ্বরিক নিয়মের অন্তর্গত দেখিতে লাগিলেন, যাহা হইতেছে তাহাতেই মঙ্গল, কিয়ৎকাল পরে পাপ পুণ্যও সমজ্ঞান বোধ হইল। দুইই আত্মার বিশেষ বিশেষ অবস্থা—দুইই অস্থায়ী—দুইই আত্মা পরিচালনকারী। নয়নে হস্ত দিয়া চমকিয়া উঠিয়া মনে করিলেন—একি খেয়াল দেখ্‌ছি না কি? যদি এরূপ সংস্কার হয় তবে ভয়ানক প্রবৃত্তি হইতে পারে। বোধ করি স্নান করিলে মস্তিষ্ক শান্ত হইবে।

স্নানানন্তর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আত্মা বাহ্য বিষয়ে পরিপূরিত—ঈশ্বরে সমাহিত হইল না। বহু চেষ্টায় এক এক বার স্থির হয় ও অবিলম্বেই স্বতন্ত্র না থাকিয়া অন্য ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়ে—ইহাতে মনে নৈরাশ উপস্থিত হইতে লাগিল, এ কার্য্য অসাধ্য—বুঝি আমার কপালে নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, কপীল, ও জড়ভরত মহাত্মারা একমনা ছিলেন—কি প্রকারে তাঁহাদিগের অনুকরণ করি? এইরূপ চিন্তায় মগ্ন—আত্মায় হতাশার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ইতিমধ্যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সস্নেহ বাণী শ্রুত হইল। লোমাঞ্চিত হইয়া এই কথা শুনিলেন—

"অনু! হতাশ হইও না—তোমার ব্রত অসামান্য—বহু আয়াসে সিদ্ধ হইবেক—ক্ষান্ত হইও না—অহরহ প্রার্থনা কর।"

অন্বেষণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পিতার জন্য শোক উপস্থিত হইলে পিতার গুণ সকল হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতে লাগিল। শোক হউক, দুঃখ হউক, হর্ষ হউক, সকলই অস্থায়ী। শোক শীঘ্র বিগত হইলে আত্মার প্রকৃত অবস্থা উদ্দীপন হইল ও ঐ অবস্থায় আরূঢ় হইয়া নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

৭।—ভদ্রপুরে ভবানী বাবুর বাটীতে পতিভাবিনীর আগমন এবং তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন।

ভদ্রপুরের ভবানী বাবুর অন্তঃপুর কমনীয়। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ সর্ব্বদা সৎ অনুষ্ঠানে

* বাজসনের। সংহিতোপনিষদেয় ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক।

নিযুক্ত, সদালাপ, সৎ চর্চ্চা, সদনুশীলন, সৎ কর্ম্মই তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। মধ্যাহ্ন ভোজনানন্তর সকলে একত্রে বসিয়া আছেন। কোন না কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন, এমত সময়ে একটি যুবতী স্ত্রী—মলিন বসনা ও দুঃখ-অঞ্জন-নয়নী আস্তে আস্তে আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাটীর গেহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে গা—কি নিমিত্তে এখানে আগমন? ঐ রমণী শীঘ্র উত্তর না দিতে পারিয়া কহিল—মা! আমার অনেক কথা—একটু বসিতে দিলে বলিতে পারি। গেহিনী তাহার মুখঃজ্যোতি দেখিয়া হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। ঐ মহিলা এই উৎসাহ পাইয়া কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া আপন উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখ মা! আমি ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতার প্রচুর বিষয় ছিল। আমাকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা বিশেষরূপে দিয়াছিলেন। যখন আমার পোনের বৎসর বয়ঃক্রম তখন এক সুপাত্রকে আমায় দান করেন। স্বামী পরম ধার্ম্মিক। যদিও তাঁহার পিতা বিষয়াপন্ন ছিলেন, কিন্তু পতির সাধু চরিত্র বিশেষ বৈভব জ্ঞান করিতাম ও হৃদয়ের স্নেহ ও প্রেম তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছিলাম। নাথ সর্ব্বদা কহিতেন তুমি আমাকে বড় ভালবাস তাহা আমি ভাল জানি, কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের প্রেমের পক্কতা জন্য উভয়ের আত্মা ঈশ্বরেতে অর্পণ করিতে হইবেক। স্ত্রী ও পুরুষ এ কেবল পার্থিব সম্বন্ধ—এসম্বন্ধীয় প্রেম নশ্বর, কিন্তু এ সম্বন্ধের তাৎপর্য্য এই যে ইহার দ্বারা পরস্পরের আত্মা উন্নত হইবে। যদি এ অভিপ্রায় সম্পন্ন না হয় তবে স্ত্রী পুরুষের প্রেম পশুবৎ হইয়া পড়ে। ভর্ত্তার এই হিতজনক কথা পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া মনে করিতাম যে তিনি আমার নেতা—আমার সন্তাপহারক। এক এক বার প্রেমে ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতাম ও যখন নয়নবারি ধারণ না করিতে পারিয়া তাঁহার পাদপদ্ম অভিষেক করিতাম, তিনি অমনি উঠিয়া মুদিত নয়নে ও করজোড়ে বলিতেন তোমার যে প্রেম ও ভক্তি ইহা তোমার আত্মার দ্বার খুলিয়া তোমাকে মুক্তি প্রদান করুক। অনেক স্বামী আপন সুখজন্য স্ত্রীকে স্বার্থ ভাবে দেখেন, আর হিন্দু শাস্ত্রে লেখে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িত হইলেও স্বামীকে কোন ক্রমেই অবজ্ঞা করিবে না ও কেবল স্বামীর সুখজন্য স্ত্রীজীবন ধারণ করিবে। যদিও এরূপ অভ্যাসে স্ত্রী নিষ্ফলা হয় না ও স্বার্থরাহিত্য ধর্ম্ম যে প্রকারই হউক আত্মাকে উন্নত করে, তথাপি আমার স্বামী এক দণ্ডও আপন সুখের অথবা আপন প্রভুত্ব তৃপ্তিজন্য আমাকে হৃদয়ে ধারণ করেন নাই। স্বামীর অনুপম প্রকৃতি দেখিয়া আমার কিছুমাত্র কামনা ছিল না—কেবল তাঁহার সহিত বসিয়া আধ্যাত্মিক আলাপ, ও তাঁহার সৎ স্বভাবের অনুকরণ করিতাম। কালক্রমে আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলেই লোকান্তর গেলেন। জ্ঞাতি বিরোধ বিজাতীয় হইয়া উঠিল—ভর্ত্তা কলহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিষয় আশয় রক্ষা করিতে অক্ষম হইলেন। অনেক জাল, মিথ্যাসাক্ষী ও উৎকোচের বলে তিনি বিষয়চ্যুত হইলেন। দরিদ্রতায় আত্মার পরীক্ষা—তিনি এক এক বার উন্মনা হইতেন বটে, কিন্তু প্রায় সর্ব্বদাই শান্ত থাকিতেন। যেখানে ভদ্রাসন ছিল সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একটি কুটীর ভাড়া করিয়া থাকিলাম। আমার এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল—অর্থাভাবে তাহাদিগের লালন পালন করা অতিশয় কঠিন বোধ হইতে লাগিল।

যে পল্লীতে থাকিতাম সে দরিদ্রের পল্লী, ভিক্ষাও সব দিন পাওয়া যাইত না, কিন্তু আমাদিগের অভাব এক প্রকার না এক প্রকারে মোচন হইত। কোন উপায় না থাকিলে কখন কখন কোন দীনদয়াল ব্যক্তি খাদ্য কি অর্থ আমাদিগের কুটীরে আসিয়া প্রদান করিত। ঈশ্বরের রাজ্য কিরূপ নির্ব্বাহ হয় তাহা কে বুঝিবে। ভর্ত্তার গভীর ভাবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। পূর্ব্বে ভক্তিপূর্ব্বক বাক্য দ্বারা উপাসনা করিতেন, এক্ষণে কেবল আত্মার প্রতি দৃষ্টি ও মধ্যে মধ্যে বলিতেন, আমাকে ধিক! আমি অদ্যাপিও প্রকৃত উপাসক হইতে পারিলাম না। এক দিবস সন্ধ্যার পর তিনি বাহিরে গিয়াছেন ইতি মধ্যে কুটীরে অগ্নি লাগিল; আমার পুত্র ও কন্যা শয়ন করিয়াছিল। তাহাদিগকে কেহও রক্ষা করিতে পারিল না—তাহারা ও কুটীরে যাহা ছিল সকলই অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইল। আমি দূরে পুষ্করিণীর নিকট গিয়াছিলাম, সংবাদ পাইয়া বেগে আসিয়া দেখিলাম যে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শোকে নিমগ্ন হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম—যাহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম ও যাহাদিগের মুখাবলোকনে হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইত—তাহাদিগেরই দগ্ধ দেহের সৎকার করিতে হইল। পতির জন্য অনেক তত্ত্ব করিলাম—পাগলিনীর ন্যায় পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিলাম। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তিনি এই সংবাদ শুনিয়াছিলেন যে, আমরা সকল দগ্ধ হইয়াছি, অমনি বিবেক ও বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকের নিকট তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু কেহই কিছু বার্ত্তা বলিতে পারে না। হতাশ হইয়া মনে করিলাম আমার জীবনে কি প্রয়োজন? যদি পতিকে পাই তবে জীবন ধারণ করিব নতুবা জীবনেঅগ্নিতে অথবা জীবন অর্পণ করিব। অনেক স্থান ভ্রমণ করিলাম—স্ত্রীলোক বা পুরুষ হউক আপন ধর্ম্ম রক্ষা আপনিই করে। আমি সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর ও পতি ভিন্ন কিছুই জানি না—আর কিছুতেই আমার আরাম ও সুখ নাই। যদিও যুবতী ও ভদ্রকুলোদ্ভব কন্যা ও একাকিনী ভ্রমণ করা আমার বিধেয় নহে কিন্তু আমার আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। অধৈর্য্য ও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ ও যাহা করিতেছি তাহা ব্যাকুলতা বশাৎ করিতেছি—পথশ্রান্তিতে বড় ক্লান্ত হইয়াছি এজন্য আপনার আশ্রয়ে আইলাম।

গেহিনী এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক বলিলেন, মা! তুমি ধন্য, স্ত্রীজাতিকে উজ্জ্বল করিয়াছ—ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করুন। কিন্তু স্থির হও। স্বামীর স্বভাব ভাবিয়া এমত ২ স্থানে তত্ত্ব কর—যথায় ধর্ম্মের অনুশীলন হইয়া থাকে। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে তিনি আপন শান্তি জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। মা! আমার স্বামীর নামই অন্বেষণ ও আমার নাম পতিভাবিনী। এই কথা শুনিয়া কন্যা ও পুত্রবধূরা পরস্পর নয়ন মিলন করত তাম্বুল শোভিত ওষ্ঠে একটু মৃদু হাস্য প্রকাশ করিলেন। গেহিনী তাহা গোপন জন্য বলিলেন, মা! তোমার নাম তোমার প্রকৃতি অনুসারে রাখা হইয়াছিল। অদ্য এখানে স্নান ভোজন কর, কল্য ইচ্ছা হয় গমন করিও। কিন্তু কিছু দিবস অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে থাকিলে আমরা তোমার সহবাসে উন্নত হইবে।

রমণী বলিলেন—মা! এ সব আপনার গুণে বল—আমি অভাগিনী—কাঙ্গালিনী—

শোকেতে দুঃখতে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। গেহিনী বলিলেন—আশ্চর্য্য অস্থিরতা স্থৈর্য্যের পূর্ব্ব লক্ষণ। ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে শান্ত কর—তিনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

৮।—জেঁকো বাবুর বাটীতে বাবু সাহেবের গমন ও তাঁহার পত্নীর সহিত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক কথোপকথন।

জেঁকো বাবুর বাটীর দালানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে—"অরে দই নিয়ে আয় রে—সন্দেশ নিয়ে আয় রে" এই শব্দ হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর ভোজন করিয়াছেন ও সরায় প্রচুর তুলিয়াছেন, এক্ষণে দই ও সন্দেশ মাখিয়া খাইবার হাপস্ হুপুস্ শব্দে বাটী কম্পবান্ হইতেছে। জেঁকো বাবুর পত্নী সরলা ব্রত উদ্যাপন করণানন্তর উপবাসী রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে আহার করিবেন, ইত্যবসরে জেঁকোবাবু ও বাবুসাহেব মস্ মস্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ড্যাম বেঙ্গালি ড্যাম বেঙ্গালি বলিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন। জেঁকো বাবুর সর্ব্ববিষয় জাঁক—বিদ্যা বিষয়ে জাঁক—বংশ বিষয়ে জাঁক—ধন বিষয়ে জাঁক—মান বিষয়ে জাঁক সম্প্রতি বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন দেখিয়া বাবু সাহেবকে বলিলেন—দেখ বন্ধু! এ সব কিছুই মানি না কিন্তু মান রক্ষার্থে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বাবু সাহেব বলিলেন, তা বটে কিন্তু বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য হইতেছে—ইংরাজেরা এমন রকমে চলে না, আর এক্ষণেও যদি তোমার স্ত্রী ব্রত নিয়ম হইতে ক্ষান্ত না হয়েন তবে আর তোমা হইতে কি হইল? জেঁকো বাবু কৃপণ—যে প্রকারে ব্যয় অল্প হয় তাহাতেই তুষ্ট, কিন্তু বাহ্য আড়ম্বর রাখা প্রয়োজনীয় এজন্য বলিলেন—ভাই। আমি অনেক বুঝাইয়াছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই—তুমি কিছু বুঝাও। বাবু সাহেব বলিলেন আমি প্রস্তুত আছি। সরলা আহার করিয়া তাম্বুল খাইতে ছিলেন। স্বামীর নিকট হইতে সংবাদ গেলে বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ ঘরের চিকের আড়ালে দাঁড়াইলেন। জেঁকো বাবু বলিলেন বন্ধু তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবেন—মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া উত্তর দেও।

সরলা বলিলেন—আমরা অবলা জাতি—আপনাদিগের ন্যায় শিক্ষিত নই—উপদেশ পাইলে অবশ্যই উপকৃত হইব।

বাবু সাহেব যিনি বঙ্গভাষায় বড় পটু নহেন ও ইংরাজি উচ্চারণ কথায় মিশাইয়া যায়—বলিতেছেন, ভাল আপনারা এসব কাজ কেন করেন? ইংরাজদিগের বিবিরা কেমন দেখ দেখি—তাহাদিগের ন্যায় কেন হও না?

সরলা। আমরা কি বিষয়ে তাহাদিগের ন্যায় হইব? তাহারা খ্রীষ্টিয়ান—আপন ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করে। আমরা হিন্দু—হিন্দু ধর্ম্মানুসারে চলি। ব্রত নিয়মাদি যাহা করি তাহা পারলৌকিক মঙ্গলার্থে করি ও এ সব করণে আত্মার আরাম পাই। কেবল শরীর সেবা ও বাহ্য সুখ ভোগ পশুবৎ কিন্তু আপনারা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল কিছুই মানেন না। আমরা স্ত্রী জাতি এই সবেতেই অধিক মনোযোগ। যে প্রকারেই হউক অন্তরের শ্রেষ্ঠতা সাধনা করিতে চাহি। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, পূজা, দান, ধ্যান ইত্যাদি সদভ্যাসের হেতুমাত্র—এ সকল কেন পরিত্যাগ করিব?

সকলেরই স্বর্গ লক্ষ্য। সে লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কেন না হইবে? তবে যদি বল এ সব পৌত্তলিক—ব্রাহ্মিকারা এ সব করেন না, তাঁহারা যাহা করেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যাহাতে আত্মার সংযম হয় তাহাই হউক।

বাবুসাহেব। কিন্তু ইংরাজের বিবিরাও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে ও তাঁহারা আহার ব্যবহার, রীতি নীতিতে সম্পূর্ণ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরলা। সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা বুঝি না। তাহাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ—আমাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ, কিন্তু আহার ও পরিচ্ছদতেই সুশীলতা ও উচ্চতা হয় না। যে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে যদিও এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ পৌত্তলিক, তাহারা পৌত্তলিক হইয়াও অধিক আধ্যাত্মিক—যাহারা বেশ্যা তাহারাও ঈশ্বর ও পরকাল ভাবে ও আত্মোন্নতি সাধন করে। ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইতে পারেন ও তাহাদিগের আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব না থাকিতে পারে কিন্তু বাহ্য বিষয়ে তাহাদিগের অধিক মন। এক ২ জন ইংরাজি বিবি অতি প্রশংসীয়—সকল পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জগতের মঙ্গল জন্য সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগেরও আধ্যাত্মিক বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পতির আত্মার সহিত সংমিলন জন্য সহমরণ যায়? কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পতিবিয়োগ জন্য ইন্দ্রিয় সুখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যা অনুষ্ঠান করে? আধ্যাত্মিক নীতি বিশেষ দেশ ও জাতিতে বদ্ধ নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতি আধ্যাত্মিক অভ্যাসেই লব্ধ হইয়া থাকে। তবে দুঃখের বিষয় এই এ দেশের সুশিক্ষিত বাবুরা হিন্দু মহিলাগণকে অতিশয় জঘন্যরূপে বর্ণন করেন। ইহারা অধিক বিদ্যাবতী না হইতে পারেন কিন্তু ধর্ম্মভাবে অশ্রেষ্ঠ নহেন।

আর একটী কথা যে গৃহ রুদ্ধ থাকাতে ইহারা কিছুই জানিতে পারে না, ইটিও ভ্রম। হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকেরা গৃহে রুদ্ধ নহে। তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্থানে গমন করেন এবং পূর্ব্বকালে তীর্থে, সভায়, মৃগয়ায়, বনে ও নাট্যশালায় গমন করিতেন। যদিও হিন্দু মহিলাগণ অন্তঃপুরে থাকেন তথাচ এক প্রকার না এক প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা রত ও কি পৌত্তলিক কি অপৌত্তলিক সাধনা যাহাই করেন তাহাতেই তাঁহাদিগের আত্মার উন্নতি অবশ্যই হইয়া থাকে। যাঁহার ঈশ্বর উদ্দেশ্য, তাহার কার্য্য ঈশ্বরের ভাব অবশ্যই ধারণ করিবে।

জেঁকো বাবু। আমিতো এসব শিক্ষা করাইনে—কেমন করে জানলে?

সরলা। এসব পিতা কর্ত্তৃক, ঘটনা কর্ত্তৃক ও আত্মজ্ঞান সাধনে সংগ্রহ করিয়াছি। আপনকার নিকট হইতে কেবল পদার্থ বিদ্যার অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছি। যদিও ঐ সকল সত্য নাস্তিক ভাবে প্রদত্ত কিন্তু আস্তিক ভাবে গৃহীত ও ঐ সকল উপদেশ জন্য আমি সাতিশয় উপকৃত। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আত্ম-প্রসাদ আপনাদিগের আত্মাতে প্রেরিত হউক, যদ্দ্বারা আপনাদিগের আত্মা অপার্থিব ভাবে পূর্ণ হইতে পারে।

বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবু নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। সরলা বিদায় লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

৯।—অন্বেষণচন্দ্রের আত্মচিন্তা, স্ত্রীকে স্মরণ ও পুনরায় মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ।

এখন সামলাতে পারি না—এখন মন ধড় ফড় কর্‌ছে—একটু অন্তর শীতলতা যাহা হইয়াছিল তাহা বিগত। পিতার পবিত্র বাণী শ্রবণ করিলাম তচ্ছ্রবণে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ। যদি এ বাণী সত্য হয় তবে তো আত্মার অবিনাশিত্ব অকাট্য। পিতাকে স্মরণ করাতে আপন পত্নী ও পুত্র কন্যা স্মরণ হইতে লাগিল। দেহ ধারণ করিলে শোকাতীত হওয়া বড় কঠিন। নানা প্রকার প্রবোধ চিন্তিত হইল কিন্তু যখনই আত্মা পার্থিব ভাবের অধীন হয় তখনই নয়ন দিয়া শ্রাবণের ধারা বহে—বিশেষতঃ স্ত্রীর অনুপমেয় গুণ সকল হৃদয়ে জাগ্রত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি মুহ্যমান হইয়া বৃক্ষের গুঁড়ির উপর ঠেসান দিয়া থাকিলেন। কিছুই আহার হয় নাই—দিনমণি অস্তমিত হইতেছে—আকাশের পশ্চিম পার্শ্ব অপূর্ব্ব শোভাতে বিচিত্রিত—বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে—যেমন আশা অধিক হইল নৈরাশ তেমনি পরিশ্রম অধিক হইলে বিশ্রাম। নিদ্রার আগমন হইল কিন্তু হইবামাত্রেই যেন কেহ তাঁহাকে উঠাইয়া দিল—নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন—পিতার আলোকময় শান্ত বদন সম্মুখে—দুই চক্ষু প্রেমে গদগদ—পুত্রের দুই চক্ষু উপরিস্থিত। অন্বেষণ এই দৃশ্য দেখিয়া প্রেমে পূর্ণ হইলেন। পরে তাঁহার ভক্তিভাব হইল—পরে শোক উপস্থিত হইল—পরে ভীত হইলেন, তখন ঐ আলোকময় বদন অদৃষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া অন্বেষণ বিচার করিতে লাগিলেন—বহু চিন্তা করিলে মস্তিকের দোষ জন্মে—যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম তাহা অদ্ভুত। এই কি লিঙ্গ শরীর? যদি উনি আমার পিতা হয়েন তবে অনুমান করি স্ত্রীকে অবশ্যই দেখিব, কারণ তাহার বিমল ভাব আমার আত্মাতে অহরহ প্রেরিত হইত। "যাহাকে চিন্তা করিতেছ তিনি জীবিত আছেন"—এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহা শ্রবণ মাত্রেই শিহরিয়া উঠিলেন ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া আত্মার ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। ক্ষণেককাল পরে মনে হইল যদি পত্নী জীবিত—তবে কোথায়? নিশ্চয় শুনিয়া'ছলাম যে পুত্র ও কন্যার সহিত দগ্ধ হইয়াছেন। বোধ হয় যেখানে থাকিতাম সেখানে নাই। যাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাই হইবে। ব্যাকুল হইলে কেবল চাঞ্চল্যের বৃদ্ধি।

১০।—লালবুঝ্‌কড়, জেঁকোবাবু ও ও বাবুসাহেবের মাঠে ভ্রমণ—সেখানে অন্বেষণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও আত্মবিষয়ক কথোপকথন।

বৈকালে মাঠেতে লালবুঝ্‌কড় বেড়াইতে-ছেন। গ্রামের বেলেল্লা ছোঁড়ারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। কেহ বলিতেছে—ও গো মহাশয় তুমি না কি ভূত নাবাতে পার? কেহ বলিতেছে আমার হাতটা দেখে বল্‌তে পার আমি কত দিন বাঁচব? কেহ বলিতেছে আমার সহিত অমুকের আড়ি—ঔষধ দিয়া মিল করিয়া দিতে পার? লালবুঝকড় এক এক বার হুমকিয়া আসিতেছেন ও বলিতেছেন—যা, বেটারা যা, হামার সাতে টিট্‌কারি। বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবু মস্‌ মস করিয়া চলিতেছেন ও

যাবতীয় বিদ্যার আস্বল চাকা রকম উল্লেখ করিতেছেন। অন্বেষণচন্দ্র সম্মুখে—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—বায়ুর বিচিত্র গতি—ইনি এক জন আত্মাওয়ালা—খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ও ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা কিছু উঁচু চালে চলেন, মস্তিষ্ক ঠিক না রাখলে প্রমাদ ঘটে।

জেঁকোবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে গা?

অন্বেষণচন্দ্র। আজ্ঞা আমি ভ্রমণকারী—অতি অভাজন ও অকিঞ্চন—মহাশয়দিগের নাম শ্রুত আছি কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যক্তি এজন্য নিকট পৌঁছিতে পারি না।

জেঁকোবাবু। আপনি নাকি আত্মবিদ্যা ভাল জানেন ও ভূতপ্রেত আহ্বান করিতে পারেন?

অন্বেষণ। আত্মবিদ্যা অত্যল্প জানি ও ভূতপ্রেত কি তাহা জানি না।

জেঁকো বাবু। তবে আত্মা মানেন—পরকাল মানেন? আমরা এসব কিছুই মানি না। কই?—আত্মা যে আছে তাহা দেখাও দেখি?

অন্বেষণচন্দ্র। আজ্ঞা, আত্মা অবশ্যই মানি। যিনি আত্মা স্বতন্ত্র রূপে দেখিতে চান তাহাকে স্বয়ং যত্ন করিতে হয়। প্রমাণের কর্ম্ম নহে—আত্মময় না হইলে আত্মা দৃষ্ট হয় না।

জেঁকোবাবু। সে আত্মময় তুমি নাকি? মস্তিষ্ক ডাক্তার দ্বারা এক্জামিন হইয়াছে?

বাবুসাহেব। (স্বগত), "ড্যাম বেঙ্গলি ড্যাম বেঙ্গালি!"

(প্রকাশ্যে) চল, মিছে কাল হরণ কেন? এদেশের লোকেরা যাহা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক তাহাতেই অনুরাগী। ইহারা কেবল আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান। আপনি ঈশ্বর মানেন? আপনি কোন দলস্থ? অন্বেষণচন্দ্র শান্তভাবে তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন।

বাবুসাহেব। মুখ মেয়েমানুষের মতন করা অনেক দেখিয়াছি। জবাব দেও।

অন্বেষণ। আত্মার অস্তিত্ব সংস্থাপিত না হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হওয়া ভার। কার্য্যকারণ বিবেচনায় কতক দূর ধার্য্য হইতে পারে কিন্তু যিনি আত্মার আত্মা তাঁহাকে আত্মার দ্বারাই বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে। যদি আত্মা জানিতে চান তবে যে প্রকারেই হউক ঈশ্বর ধ্যান করুন। সেই ধ্যানেই আত্মা ক্রমে বিকশিত হইয়া পরমাত্মাজ্ঞ হইবে।

লালবুঝক্কড়। হামি বি এই বাত হামেসা বলি, লেকেন এ বাবুরা বড় ফাজেল। এন লোক্‌কো দোরস্ত করনা হামার কাম নেহি। "কো সুখ কো দুঃখ দেতা হ্যায় দেতা কর্ম্ম ঝকোঝোর।"

বাবুসাহেব! লাল্‌বুঝকড় যে কি তাহা বুঝে উঠা ভার। আজ আমরা অনেক উপদেশ পাইলাম কিন্তু আমরা পাপী—আগে তাপী হই আবার আর একটা কথা কি? আত্ম-প্রসাদ, আত্ম প্রসাদ না জগন্নাথের প্রসাদ? দেখ আট্‌কে তো বাঁধতে হবে না? আমাদের টাকা নাই।

অন্বেষণচন্দ্র বিনয়পূর্ব্বক উন্মার্গগামীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্য মার্গে চলিলেন। বাবুসাহেব ও জেঁকো বাবু ড্যাম বেঙ্গালি, ড্যাম বেঙ্গালি ও ফজ্‌ ফজ্‌ বলিতে বলিতে ইংরাজি রকমে গান করিতে লাগিলেন। লালবুঝকড়ও প্রত্যাগমন করিলেন। ছোঁড়ারা পশ্চাতে হো হো করিতে আরম্ভ করিল। "ঝা বেটারা ঝা ঝা বেটারা ঝা"—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

।—পতিভাবিনীর চিন্তা—ভ্রমণ ও অন্তর আলোক প্রাপ্ত।

আত্মার কি শক্তি! যত প্রকাশিত ততই হিতসাধক। পতিভাবিনী পতিবিরহিণী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। যদিও রূপ, যৌবন, লাবণ্যে পূর্ণ, কিন্তু তাঁহার মুখাবলোকনে আপামর সাধারণের সংস্কার যে এ রমণী কোন দেবকন্যা হইবে কারণ দেবজ্যোতিতে তাঁহার বদন ভাসমান। যাহাদিগের হৃদয় মলিন তাহারাও তাঁহাকে অশুদ্ধ ভাবে দেখে না! শুদ্ধতা অশুদ্ধাকে অবশ্যই পরাজয় করিবে। পথি মধ্যে পুরুষেরা তাঁহার প্রতি কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্যে মগ্ন থাক। স্ত্রীলোকেরা কখন কখন জিজ্ঞাসা করে ও তিনি যথাবিহিত উত্তর দেন। শরীর অনাহারে ক্ষীণা—পদতল মৃত্তিকা ও বালুকায় আচ্ছাদিত—কেশ এলো—মুখচন্দ্রিমায় ঘনমেঘের ন্যায় পতিত—ওষ্ঠ শুষ্ক, জবাফুলের বর্ণ—অন্তরের সাময়িক ভাব মুখ-দর্পণে দেদীপ্যমান। যেপাতে তিনি গমন করিতেছেন, সে বেশ্যা পল্লি। একজন সালঙ্কৃতা রসোল্লাসিনী অঙ্গনা এই গাইতেছে—

রাগিণী সোহানি বাহার।—তাল আড়া।

হৃদি মোর জ্বলে পতি বিরহে। সব সুখ শেষ হল কাজ কি এ দেহে॥
ধিক্ ধিক্ এ জীবন, কেন না হয় নিধন, দারুণ যন্ত্রণা মোর আর কে সহে।

এই সংগীত শ্রবণে পতিভাবিনীর বদন একটু হাস্যের মাধুর্য্যে বর্ণান্তর হইল ও তিনি মনে করিলেন যে বেশ্যার এ বিলাপ যদি কেবল পতি জন্য হয়, তবে এভাব প্রসংশনীয়। বেশ্যা যাহা গান করিতেছিল তাহা ভাব বর্দ্ধন জন্য নহে কেবল চটক ও বাহ্য আমোদ জন্য সুতরাং ক্রমশঃ সংগীতের কপট সাধুভাব তিরোহিত হইতে লাগিল। পতিভাবিনী তাহাতে মন আর না দিয়া পতিভাবিনী হইয়া চলিলেন। রাত্রি অন্ধকার—ঝিল্লিরব হইতেছে—বনরাজী উপরি পক্ষিরা খট্‌খট্ করিয়া পাখা নাড়িতেছে—শিবা সকল হুয়া হুয়া শব্দ করিতেছে—রাখাল হুঁকা হাতে চীৎকার করিয়া গান করিতে—"যদি শ্যাম না আলো আজু বিপিনে তবে কি করি সজনি"। পথিকের স্রোত ভাঁটা পড়িয়াছে—ক্বচিৎ এখানে এক আধ জন লোক দেখা যায়—তিমিরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। পতিভাবিনী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভীতা হইলেন না, আত্মবলের মূল বল জগদীশ্বর। বাহ্যে হতাশ হইয়া অন্তর অবলম্বনে অধিক ইচ্ছা হইল ও যখন বাহ্য শূন্য ও অন্তর পূর্ণ তখন আন্তরিক উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। পতিভাবিনী গমনে ক্লান্ত হইয়া একটী ভগ্ন প্রাচিরের পার্শ্বে বসিয়া সমাধান করিবা মাত্রই প্রচুর অন্তর আলোক পাইলেন ও ধ্যান যোগের দ্বারা পতি কোথায়—কি করিতেছেন ও ভবিষ্যতে তাঁহার যে অসীম লাভ হইবে তাহা সমুদায় চিত্রপটের ন্যায় দেখিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রা কিছুই নাই—আত্মা শীতল—মনে হইল নাথ এই জন্য আত্মবিদ্যা এত অনুশীলন করিতেন। এক্ষণে ব্যাকুল হইব না—কোন স্থানে যাইতে হইবে ও কখন তাঁহাকে দর্শন করিব তাহা সর্ব্বই জানিলাম। কর্ত্তব্য এই যে, কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া আত্মাকে উন্নত করি যে পরে নাথের প্রকৃত পত্নী হইব। আমাদিগের সম্বন্ধ শারীরিক সম্বন্ধ নহে—আমাদিগের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক।

২৭।—অণ্বেষণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও খ্রীষ্টিয়ান, প্রাচীন ও উন্নত ব্রাহ্মের বিতণ্ডা শ্রবণ।

অন্বেষণচন্দ্র সেই সরোবরের নিকট আসীন,—আধ্যাত্মিক অভ্যাস করিতেছেন। স্থানটি নির্জ্জন তথাচ অভ্যাসে মনঃ পূত হইতেছে না। আত্মাকে এক ভাবে রাখেন আবার ভাবান্তর হইয়া পড়ে। মনঃসংযম দীর্ঘ-কাল হওয়া কঠিন। যে পর্য্যন্ত আত্মার প্রকৃতি বিকশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নানা তরঙ্গের আবির্ভাব ও ঐ সকল তরঙ্গ বাহ্য অথবা অন্তরের কারণে উদিত। যাহা যখন উদয় হয় তাহাতেই আত্মা আকৃষ্ট ও যে তরঙ্গের দীর্ঘ ভোগ তাহারি প্রাধান্য ঐ কাল পর্য্যন্ত থাকে। সম, যম, তিতীক্ষা অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দমন ও সহিষ্ণুতা এই তিনেরই অভ্যাস প্রয়োজনীয় কিন্তু এক কালীন অভ্যাসিত হইতে পারে না, ও কার্য্য-ক্ষেত্রে না পড়িলে এ অভ্যাস কিরূপে হইতে পারে? যাহাই ঈশ্বর উদ্দেশ্যে করা যায় তাহাই আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু অভ্যাসের তারতম্য আছে। যদি অন্তরভেদী অভ্যাস কার্য্য বা ঘটনা দ্বারা না হয় তবে আত্মার আশু উন্নতি হয় না, এবং ঈশ্বর জ্ঞান সামান্য ও সঙ্কীর্ণরূপে সাধনা হয়। যদি ঈশ্বর জ্ঞান বিশেষরূপে না হইল তবে জীবনই বৃথা। জগতে বাহ্য বিষয় লইয়া অনেক নীতি ও ধর্ম্ম নির্ম্মিত ও প্রচারিত হইতেছে ও তাহাতে যদিও আত্মার কিছু না কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্তু বিবাদ ও বিদ্বেষ প্রচুররূপে হইয়া থাকে ও হইবে। আত্মা নানাভাবে ভ্রাম্যমান। কখন সত্ত্ব, কখন রজঃ, কখন তমঃ ও কখন দুয়ের অথবা তিনের মিশ্রিত ভাব ধারণ করে। কারণ উপস্থিত হইলে ভাবের ব্যতিক্রম। এরূপ পর্য্যালোচনায় ব্যস্ত—কিছুই স্থির হইতেছে না, ইতিমধ্যে পুষ্করিণীর নিকটে তিন জন ব্যক্তি আগমন করিলেন। এক জন প্রাচীন ব্রাহ্ম, একজন উন্নত ব্রাহ্ম, একজন খ্রীষ্টিয়ান মতাবলম্বী। তাঁহারা তর্কবিতর্কে উত্তপ্ত হইয়াছেন —স্ব স্ব মত ও বিশ্বাস রক্ষা করণে ব্যস্ত।

খ্রীষ্টিয়ান বলিতেছেন—ব্রাহ্মরা যাহা করিতেছেন তাহা আমাদিগের অনুকরণ। তাহা-দিগের সমাজ আমাদিগের গির্জার নকল। তাহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের বাইবেলের নকল। পূর্ব্বে তাঁহারা বেদ ঈশ্বর দত্ত বলিয়া মানিতেন, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যাহা প্রকাশিত তাহা উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বাইবেলের তুল্য গণ্য হইতে পারে না। বাইবেল ঈশ্বর দত্ত—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মনুষ্যের লিখিত।

উন্নত ব্রাহ্ম। আমরা সাবেক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ জ্ঞান করিয়া বাহুল্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম করিতেছি। আমরা অনুষ্ঠান বিষয়ে শিথিল নহি, যাহা আমাদিগের বিশ্বাস সেই অনুযায়ী কার্য্য করি।

খ্রীষ্টিয়ান। এটি বড় ভাল বলি কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কি? আপনারা স্বর্গ, নরক, পুরস্কার ও দণ্ড মানেন, আত্মাকেও অমর বলিয়া জানেন—খ্রীষ্টের শরণাগত না হইলে কিরূপে পরিত্রাণ হইবে? প্রভু জগতের হিতার্থে আপ-নার জীবন অর্পণ করিয়াছেন। তিনি দয়ার সাগর—ঈশ্বরের অংশ

উন্নত ব্রাহ্ম। আমরা খ্রীষ্টকে অতি উচ্চ জ্ঞান করি। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু দিবসে আমরা বিশেষ উপাসনা করিয়া থাকি।

খ্রীষ্টিয়ান। প্রভুর প্রতি যে তোমাদিগের এত ভক্তি তাহা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি তোমাদিগের প্রতি কৃপা করুন।

প্রাচীন ব্রাহ্ম। আমরা কেবল ঈশ্বরকে ধ্যান করি ও যতদূর তাঁহাকে বুঝি ততদূর তাঁহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি। আপন শক্তি রক্ষা করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করিতে পারি তাহা করি কিন্তু আমাদিগের প্রধান অনুষ্ঠান উপাসনা।

উন্নত ব্রাহ্ম। তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু গোঁপ খেজুর হয়ে থাকা কি যায়। খেজুরটী গোঁপে আছে—আছেই—কেহ না মুখের ভিতর দিলে খাওয়া হইবে না। একি ভাল? এইরূপ নানা প্রকার বিতণ্ডা করিতে করিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। অন্বেষণচন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া আত্মার শান্ত ও অশান্ত ভাব চিন্তনে নিমগ্ন রহিলেন।

১৩—বাবুসাহেব ও জেঁকো বাবুর ছোটলোকদিগের শিক্ষা-বিষয়ক কথোপকথন।

বাবু সাহেবের বাটীতে জেঁকো বাবুর আগমন। দুই জনে মেজের উপর পা দিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। এক গ্লাস—দুই গ্লাস হইতে হইতে বোতল সাঙ্গ হইল।

বাবুসাহেব। শুনছি ইতর লোকের শিক্ষা জন্য পাদ্রিরা বড় গোল করিতেছে। তাহা হইলে চাকর বাকর পাওয়া ভার।

জেঁকো বাবু। ব্রাহ্মদিগের প্রচারের জন্য খ্রীষ্টিয়ান হওয়া প্রায় বন্ধ। পাদ্রিরা ভদ্রলোক না পাইয়া ছোট লোকদিগকে লক্ষ্য করিতেছে—তাহারা অল্প শিখিবে ও শীঘ্র ফাঁদে পড়িবে।

বাবু সাহেব। তা যা হউক—ছোট লোকদের লেখাপড়া শেখান কি উচিত?

জেঁকো বাবু। কি লাভ? একেই রেল হইয়া লোক জন পাওয়া ভার ও সকলের বেতন অধিক হইয়াছে, তাতে ছোট লোককে লেখা পড়া শিক্ষা দিলে তাহারা গুমরে ফেটে মরবে। দেশ উন্নতি করিতে গেলে অগ্রে উচ্চ শ্রেণী ও মধ্য শ্রেণীতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। নিম্ন শ্রেণী আপনি আপনি বিদ্যার জল সেচন পাইবে। দেখ বিলাতে এ প্রথা বড় নাই—প্রুশিয়া প্রভৃতি দেশে আছে।

বাবু সাহেব। আমারও এই মত ছিল কিন্তু দুই এক বিজ্ঞ লোকের সহিত বিবেচনা করাতে মতের ভিন্নতা হইয়াছে। আমরা যাহা বলি তাহা আপনাদিগের গরজে বলি। বিদ্যা শিক্ষা দিলে যে ছোট লোকদিগের অবস্থা উন্নত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল হইলে দেশের অবস্থা ভাল হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিতে হানি হইতে পারে না—মঙ্গল হইয়া থাকে। ইয়োরপীয় যে যে দেশে সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে সে সব দেশের সাধারণ উন্নতি হইয়াছে। তবে আমরা মিছে কেন আপত্তি করি? ছোট লোক হইলেই দাসস্বরূপ গণ্য হইবে তাহা ভদ্র বিচার হয় না। ছোট লোকও বিদ্যা বলে উচ্চ হইতে পারে। উচ্চতা জ্ঞানে হয়—অবস্থায় হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয় অন্য কথা। যাহার যে স্বেচ্ছা সে সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

জেঁকো বাবু। দশ একটু জারি অবাধ প্রজা ডাক্‌লে আইসে না। লেখা পড়া শিখ্‌লে কি নিস্তার আছে?

বাবু সাহেব। এটিও আপনাদিগের গরজের কথা। যে প্রজা আপন দেনা না পরিশোধ করে তাহার জন্য আদালতে নালিশ হইতে পারে। আর এ আপত্তি অল্প লোকের উপর বর্ত্তে—অধিকাংশ প্রজার উপরে খাটে না।

আমাদিগের সকলের অবস্থা যাহাতে ভাল হয় তাহা পরস্পরের চেষ্টা করা উচিত।

ঝেঁকো বাবু। আমার মতে পাঁচ জন পণ্ডিত হওয়া ভাল—একশত জনের অল্প শিক্ষা কিছু নহে।

বাবু সাহেব। দুইই চাই, পাঁচ জন পণ্ডিত এক প্রকার মঙ্গল সাধন করিতে পারে ও একশত জন অল্প শিক্ষিত লোকেও এক রকম না এক রকম উপকার করিবে।

ঝেঁকো বাবু। তবে এ বিষয়ে তোমার সহিত ঐক্য হলো না—আর একটা বোতল খোল।

১৪। পতিভাবিনীর ভ্রমণ—দুর্গোৎসব দর্শন ও ব্রাহ্মণীকে স্বামী বশীভূত করণের উপদেশ দেওন।

পতিভাবিনী অন্তরের আলোক পাইয়া শীতল হইলেন—প্রভাতে উঠিয়া চলিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে স্নান আহ্নিক ও যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। বাগানে কাহাকেও দেখিতে পান না—কেবল চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় পুষ্প—নানা প্রকার রসাল ফল। যদিও তদ্দর্শনে চক্ষু কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইল কিন্তু তাহা শীঘ্র তিরোহিত হইল কারণ ভর্ত্তার ন্যায় তাঁহার একই প্রকার অভ্যাস —বাহ্য ও অন্তর সদা স্বতন্ত্র থাকিবে তাহা না হইলে আত্মা প্রকৃতরূপে বর্দ্ধিত হয় না। দুর্ব্বলাধিকারীরা বাহ্য লইয়া অন্তর বর্দ্ধন করে। সবলাধিকারীরা অন্তর লইয়া অন্তর বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকেন। উদ্যান হইতে আসিয়া পরদিবস এক গ্রামে উপনীত হইলেন। দুর্গোৎসবের কোলাহল। ব্রাহ্মণদিগের বাটীর মহিলারা প্রাতঃস্নান করিয়া পাকশালায় নিযুক্ত আছেন—অন্ন ব্যঞ্জন দুঃখী ও দরিদ্র লোকদিগকে খাওয়াইতেছেন, ইহাতেই তাঁহাদিগের আমোদ—পরিশ্রম পরিশ্রম বোধ হয় না, এবং সকলে মিলিয়া দেবীর নিকটে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। পতিভাবিনী পৌত্তলিক উপাসনা বড় দেখেন নাই ও যদিও বাহ্যের প্রতি অল্প মনোযোগ ও অন্তরের প্রতি অধিক লক্ষ্য কিন্তু এক্ষণে বাহ্য কারণ বশাৎ স্ত্রীলোকদিগের দয়া ও ভক্তি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। সেখান হইতে গমন করিয়া এক আচার্য্যের টোলে উত্তীর্ণ হইলেন। আচার্য্যজ্যোতিষ বেত্তা—অনেকের নক্ষত্র ঘটিত ফলাফল বলিতেছেন—অনেকের কোষ্ঠি করিয়া দিতেছেন—অনেকের মুখে কোন ফুলের অথবা নদীর নাম শুনিয়া তাহাদিগের অব্যক্ত মানস ব্যক্ত করিতেছেন। পতি ভাবিনী নিকটে যাইয়া প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কি মানস তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক। আচার্য্য তাঁহার মুখোচ্চারিত একটী নদীর নাম লইয়া গণনা করিয়া বলিলেন—মা। তোমার মানস পতি—তুমি সাধ্বী স্ত্রী। যাহা বাঞ্ছা করিতেছ তাহা সিদ্ধ হইবেক। পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ক্লান্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বাটীতে নাই। ব্রাহ্মণী পাক করিতেছেন। তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া সেখানে বসিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন আমার পরম ভাগ্য যে আপনি এখানে আসিয়াছেন। খিড়কির পুষ্করিণীর জল ভাল আপনি স্নান করুন ও আমার হস্তে যদি খাইতে অভিরুচি না হয় তবে স্বয়ং পাক অথবা জলযোগ করুন। ঘরের গাইয়ের নির্জ্জল দুগ্ধ আছে—ভাল মুড়ি ভেজে

রাখিয়াছি, কামিনী ধানের চিড়াও আছে—বাগানে আক হইয়াছিল তাহার টাটকা গুড় ঠাকুরদের দিয়া রাখিয়াছি—গাছে রম্ভাও আছে, কর্ত্তা বড় যত্নে এ রম্ভার গাছ আনিয়া পুতিয়াছেন।

পতিভাবিনী বলিলেন—মা! তোমার মিষ্ট বাক্যেতেই আমার ভোজন হইল। আমি তোমার কন্যার স্বরূপ—তোমার পাতে খাইতে পারি, হাতে তো অবশ্যই খাইব।

ব্রাহ্মণী। আমার পোড়া কপালের দশা! পাতে কেন খেতে যাবে? মা! অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমার ভাল স্বভাব দেখিয়া বড় তুষ্ট হইয়াছি—ভোজনের পর কিছু মনের কথা বল্‌ব। তেপান্তর মাঠে পড়িয়া রহিয়াছি—মন্‌টা গুম্‌রে গুম্‌রে উঠে। এমন ব্যথার ব্যথী পাই না যে তার কাছে মন খালাস করি।

ভোজনের আয়োজন বিলক্ষণ হইয়াছিল। রাঁধুনি পাগল ধানের অন্ন—উচ্ছে ভাতে, পটল ভাতে, বেগুণ পোড়া, নটে খাড়া, বড়ি, থোড়, চুনটিংড়ি দিয়া চচ্চড়ি, কৈমাছ ভাজা, পোনামাছের ঝোল, বাটামাছের আম্বল, ঘন দুগ্ধ, চাঁপাকলা ও জমাট একোগুড়।

আহারের পর দুইজনে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া শীতল পাটিতে শয়ন করিলেন। পতিভাবিনী ক্রমশঃ আপন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। ব্রাহ্মণী শুনিয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বলিলেন—মা! তুমিতো সামান্য মেয়ে নও—তোমাকে দেখ্‌লে পুণ্য হয়। আমার যেমন পোড়া কপাল তা কি বলব? স্বামী আছেন—এইমাত্র। লম্পট, জোয়ারী ও মদোমাতাল। হাতে ধরেছি—পায় ধরেছি—ঝাড়ন, মন্ত্র, ঔষধ কিছুই বাকি করি নাই কিন্তু কিছুতেই বশাকরিতে পারি নাই। ঘরে এলে যেন পোষা পাখী—বার পার হলে শিক্‌লি কাটা টিয়ে।

পতিভাবিনী। আপনার দুঃখের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। বাহ্য সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণে পতি বশীভূত থাকে না। অন্তরের মিলন না হইলে পরস্পর আবদ্ধ হয় না। অন্তরের নানা ভাব কিন্তু মূলভাবের বর্দ্ধন হইলে অন্যান্য ভাবের মিলন আপনা আপনি হইয়া পড়ে। অন্তরের মূলভাব ঈশ্বর চিন্তা ও তাহাতে আত্মা সমাধান করা। আপনারা পূজা আহ্নিক করিয়া থাকেন?

ব্রাহ্মণী। বাটীতে বিগ্রহ আছেন ও আমরা কোশাকুশী ও হরিনামের মালা লইয়া গুরুমন্ত্র জপি—কর্ত্তা সব দিন সমভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না—সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

পতিভাবিনী। আপনার কৌশলের দ্বারা ধর্ম্মপথে তাঁহার মন আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। এ কার্য্য বহু পরিশ্রমে হইবে। প্রথম প্রথম বড় কঠিন বোধ হইবে কিন্তু এই লক্ষ্য সর্ব্বদা মনে রাখিলে নানা প্রকার উপায় আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে। যে উদ্দেশ্যেই আমরা মগ্ন থাকি সে উদ্দেশ্য অল্প বা অধিক ভাগেই হউক অবশ্যই সিদ্ধ হয়। প্রথম কার্য্য এই যে প্রকারেই হউক দুইজনে একত্র হইয়া আহ্নিক ও সন্ধ্যা করিবেন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি যত উচ্চভাব প্রকাশ করিবেন তাঁহাকে তত আকর্ষণ করিবেন ও তিনি তত শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবেন।

১৫।—অন্বেষণচন্দ্রের নানা প্রকার উপাসনা শ্রবণ; আত্মবিচার ও মৃত পিতার বাণী শ্রবণ।

রবিবারে গির্জ্জা খুলল—পাদরি পুল্পিটে গৌন পরিয়া বাইবেল লইয়া উপাসনা আরম্ভ

করিলেন। নর নারী একত্র বসিয়া ভজনা করিতেছেন—সকলেরই হাতে বাইবেল, সকলই ভক্তিভাবে বসিয়াছেন। উপাসনার যে প্রণালী আছে তাহা সাঙ্গ হইলে, পাদরি এক সরমন অর্থাৎ বক্তৃতা করিলেন ও অবশেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম বিস্তীর্ণ হওন জন্য প্রার্থনা করিলেন। উপাসনা যাহা হইল তাহাতেই ক্ষণেক কাল জন্য সকলের আত্মার আরাম অবশ্যই হইয়া থাকিবে।

পরাদবস প্রাচীন ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা হইল। আচার্য্য ও উপাচার্য্যেরা প্রণালীপূর্ব্বক ভজনা করিলেন ও আচার্য্য প্রার্থনা করিলেন যে সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দেশে, প্রদেশে প্রচারিত ও গৃহীত হউক। সকল উপাসক ভক্তিভাবে কিছু কাল যাপন করিলেন।

পরদিবস উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে ঐ প্রকার উপাসনা ও প্রার্থনা হইল ও তার পর দিবস মসজিদেও ঐ রূপ উপাসনা ও প্রার্থনা হইল।

অন্বেষণচন্দ্র সকল উপাসনা ও প্রার্থনা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে কোন সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে, সকলেই আপন মত ও বিশ্বাস অনুসারে উপাসনা ও প্রার্থনা করে কিন্তু মত বিশ্বাসের সত্যাসত্য কিরূপে ধার্য্য হইবে? মত বিশ্বাস সংস্কার সম্বন্ধীয়—আত্ম সম্বন্ধীয় নহে। মনেতে নানা সন্দেহ—সিদ্ধান্ত এক একবার উপস্থিত হইতেছে কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারি না। একটা বিষয় স্থির করিতে গেলে অন্য বিষয় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সকলের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করা সুকঠিন। আরো ভ্রমণ, দর্শন, চিন্তন ও নিদিধ্যাসনের আবশ্যক. যাহাতে মন একাগ্রভাবে থাকে তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক অবশ্যই লব্ধ হইবে। আত্মা এখনও বড় দুর্ব্বল—আত্মা আত্মাতে রমণ করে না—আত্মাতে পতিভাবিনী সর্ব্বদা উদয় হইতেছে। যদি ও তিনি অতুল্য বনিতা কিন্তু তাঁহার নিমিত্তে আমার মুগ্ধ হওয়া দুর্ব্বলতা।

এই বলিতে বলিতে পিতার জ্যোতির্ম্ময় সহাস্য বদন সম্মুখে দেখিয়া এই বাণী শুনিলেন "অভেদী রম্মা পর্ব্বতোপরি আছেন—তাহার নিকট যাইয়া সার জ্ঞান লাভ কর।"

নিমিষ মাত্রে ঐ শান্ত মূর্ত্তি অপ্রকাশ হইল। হা পিতঃ যো পিতঃ বলিয়া অন্বেষণ মোহেতে মুগ্ধ হইলেন ও বার বার প্রণাম করত বলিলেন—পিতঃ কৃপা করিয়া আর একবার দেখা দেও কিন্তু আর কিছুই প্রকাশ হইল না। অনেকক্ষণ চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করত বসিয়া রহিলেন অবশেষে তাঁহার মনে পিতার ও স্ত্রীর শোক প্রবাহিত হইতে লাগিল ও তিনি রোরুদ্যমান ও মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিলেন।

১৬।—জেঁকো বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ—বাবু সাহেবের বিবাহের উদেযাগ ও ভঙ্গ ও ভ্রাতার মৃত্যু শ্রবণে আত্মবিদ্যাচিন্তন—মনের পরিবর্ত্তন ও অণ্বেষণ চন্দ্রের উপদেশ।

জেঁকো বাবুর বাটীতে বড় বিপদ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্বর বিকারে মুমূর্ষু। শরীর হিম—নাড়ি ক্ষীণ—স্পন্দরহিত ও জ্ঞান অল্পই আছে। সরলা ঈশ্বর ধ্যানে যে পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন তাহা করিতেছেন কিন্তু পুত্রের আত্মা অস্তমিত দেখিয়া মোহের প্রবল তরঙ্গে মুহ্যমান হইতেছেন। যখন অস্থিরতা জীবনের

জীবন তখন সজীব থাকা সুকঠিন—তখন আত্মা প্রপীড়িত, মুহুর্মুহুঃ ভাবান্তর—কখন আশা, কখন হতাশা, কখন ক্ষোভ, কখন শোক, নানা প্রকার ভাবে আন্দোলিত হয়। স্বামী ও বাবু সাহেব নিকটে আছেন—বিধি করিতেছেন ইংরাজি চিকিৎসাই করিতে হইবে—বৈদ্যরা হাতুড়ে। দুই একজন আত্মীয় বলিল—ইংরাজি চিকিৎসা অনেক হইয়াছে—কিছুই বিশেষ হয় নাই। এক্ষণে এক জন জ্ঞানাপন্ন কবিরাজ আনাইয়া দেখান। এই বিচার হইতে হইতে বালকের দুই চক্ষু স্থির হইল ও সকলের বোধ হইল নয়ন দিয়া আত্মা বিগত হইল। জননী পুত্রের মুখ চুম্বন করত রোদনে অস্থির হইলেন। পিতাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাবু সাহেব তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। পর দিবস প্রাতে বাবু সাহেব আইলে জেঁকো বাবু বলিলেন—পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া আত্মার অস্তিত্ব কিঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয়। সমস্ত রাত্রি বিছানায় ছট্‌ফট্ করিয়াছি—শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমত সময় পুত্রের শান্ত বদন দেখিলাম—আমাকে বলিতেছে—"পিতঃ! দেহ ত্যাগ করিয়া সুখে আছি।" এ কি চমৎকার!

বাবু সাহেব একটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন এ স্বপ্ন, নতুবা মস্তিষ্ক পরিষ্কার ছিল না। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এ সব গ্রহণ করিতে পারি না। এক্ষণে এই গোলযোগ সর্ব্বদেশে হইতেছে—কিন্তু এ সকলই অলীক ও কেবল ভ্রম ও প্রতারণাজনক।

জেঁকো বাবু। যদিও ঈশ্বর মানি না তথাচ তাঁহাকে একটু ধ্যান করিলে শোক অল্প বোধ হয়।

বাবু সাহেব। সুতরাং এক চিন্তা কি ভাব ত্যাগ করিয়া অন্য চিন্তা কিম্বা অন্য ভাব আনিলে পূর্ব্ব চিন্তা কি পূর্ব্ব ভাব অবশ্যই বিগত হইবে।

জেঁকো বাবু। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা মিষ্ট বোধ হয়।

বাবু সাহেব। তা আমি জানি না—নিকটে সেই আত্মাওয়ালা আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

বাবু সাহেব অন্যান্য আলাপ করিয়া গমন করিলেন। তাঁহার পর অন্বেষণ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত। যদিও জেঁকো বাবু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন তথাচ শোকেতে ম্রিয়মাণ হইয়া সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।

অন্বেষণ নিকটে বসিয়া বলিলেন আপনকার পুত্রের বিয়োগ সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইয়া আসিতেছি। মহাশয় জ্ঞানী, বিবেচনা করিলে আত্মার বিনাশ নাই—জীবনে মরণ ও মরণে জীবন এই আত্মার শিক্ষা। শোক, দুঃখ যাহা ঘটে তাহাতে আত্মা বলীয়ান হয় ও আত্মা বলীয়ান হইলে শোক, দুঃখ হইতে অতীত হয়। এক্ষণে ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে উন্নত করুন।

জেঁকো বাবু। আত্মার অস্তিত্বের প্রতি আমার একটু বিশ্বাস হইতেছে।

অন্বেষণ। আপনার আত্মা দ্বারা যাহা লাভ করিবেন তাহাই সত্য। প্রথম প্রথম আত্মা দ্বারা অল্পই লব্ধ হইবে। জ্ঞাতা না যোগ্য হইলে জ্ঞেয় প্রাপ্ত হয় না। আপনি শান্ত হইয়া বিবেচনা করিবেন।

লোকের বিপদ ঘটিলে আত্মীয়েরা সামাজিক প্রথানুসারে দুই একবার আসিয়া সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া থাকে ও যাঁহারা দুঃখিত হইয়া আইসে তাঁহারাও কালেতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। লাভ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এক জনের দুঃখ মোচন জন্য অন্য এক জনের নিরন্তর বাসনা ও শ্রম

অতি অসাধারণ। জেঁকো বাবু বড় শোক পাইতেছেন—হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়াছে—সকল বন্ধু বান্ধবের গমনাগমন স্থগিত—বাবু সাহেবেরও আসা যাওয়া অল্প ও বহু ব্যবধান-পর কিন্তু অন্বেষণচন্দ্র প্রতিদিন অন্বেষণ করিতে-ছেন ও তিনি যাহা কহেন তাহা জেঁকো বাবুর উদ্বোধক ও হৃদয়ভেদী। জেঁকো বাবুর আত্মার জড়তা বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি অন্বেষণের ঔদার্য্য ও নম্রতা দেখিয়া আপন মালিন্য ও অল্প জ্ঞান বুঝিতে পারিতেছেন।

কিছু দিনের পর অন্বেষণ কিছু কৃতকার্য্য হইয়া সেখান হইতে বিদায় লইলেন।

পথিমধ্যে বাবু সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আমার বন্ধু কি আত্মাওয়ালা হইয়াছেন ?—আমি খাতিরে কোন কর্ম করি না—কি জান—পুরুষের মেয়ে মানুষের ন্যায় শোক করা ভাল নয় ও শোকে পড়িলে ভ্রমে পড়্‌তে হয়।

এই কথা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন চাকর এক চিটী ও ফুলের তোড়া লইয়া তাঁহার হস্তে দিল।

বাবু সাহেব চিটী পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার বদনে রক্তের ছোব দেখা দিল ও তিনি আপন সরল স্বভাব হেতু আহ্লাদেতে বলিলেন—বুঝি এত দিনের পর এক ইংরাজী বিবির সহিত আমার বিবাহ হইল।

অন্বেষণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বিবাহের ঘটক কে ?

বাবু সাহেব। (স্বগত ডেম বেঙ্গালি। ডেম বেঙ্গালি।) (প্রকাশ্য)—তোমরা এ সব বুঝ না—তোমরা আপনারা বিবাহ কর না—বাপ মায়ে দেওয়ায়। ইংরাজেরা দেখে শুনে বিবাহ করে। এক্ষণে মন অস্থির—কথা কহিবার অবকাশ নাই—"গুড বায়"—সেলাম।

সংসারের বিচিত্র গতি—কাহার শোক—কাহার হর্ষ—কাহার উন্মত্ততা—কাহার শান্তি—কাহার উন্নতি—কাহার দুঃখ—কাহার সুখ।

গ্রামে একেবারে ঢিঢিকার হইল যে বাবু সাহেব এক টেঁসের মেয়েকে বিবাহ করিবেন হাত টেপাটিপি—মধু বাক্যের লিপি লিখন—উপঢৌকন—পরিবর্ত্তন—আত্ম অর্পণ—সবই হইয়া গিয়াছে। বর কনে দুই জনেই অস্থির—দুই জনে সদা একত্রিত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করত ভাবী সুখ জন্য প্রেম নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে কনের পিতা এই সংবাদ শুনিয়া বিদেশ হইতে শীঘ্র আসিয়া কন্যাকে বলিল তুমি যদি বাঙ্গালিকে বিবাহ কর তবে তোমার মুখ দেখিব না। বর ভগ্নাশ হইয়া প্রেমজ্বরে আক্রান্ত হইলেন—চিটী পত্র লেখা বন্ধ—বৈকারিক অবস্থার বৃদ্ধি—কাহার সহিত আলাপ করেন না, কাহার নিকটে যান না—কেবল স্তব্ধ হইয়া গুম অবতারের ন্যায় বিছানায় পড়িয়া থাকেন। এ রোগের ঔষধ কি—কেবল এই ভাবেন। এক দিবস প্রাতে এক খানা ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন ডাকের পেয়াদা এক খামি পত্র আনিয়া হস্তে দিল—পত্র পড়িবা মাত্রেই রোদন করিয়া উঠিলেন—তাঁহার অনুজ লাহোরে ছিলেন হঠাৎ ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—এই সংবাদ সেখানকার কোন বন্ধু লিখিয়াছেন। চিত্তের পূর্ব্বভাব বিগত হইয়া এক্ষণে ভ্রাতৃশোকে সাতিশয় কাতর হইলেন—আর কি ভায়াকে দেখিতে পাইব না। এই আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন ও গ্রন্থকর্ত্তারা আত্মার আনন্দ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিয়ত পাঠ করাতারম্ভ

পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া কেঁকোবাবু নিকটে আইলেন। পূর্ব্বে দুই জনে একত্র হইলে তাঁহারা দম্ভে ও স্পর্দ্ধাতে কথাবার্ত্তা কহিতেন, এক্ষণে দুই জনেরই আন্তরিক বিকার অনেক খর্ব্ব হইয়াছে—আত্মার উগ্রতা শোক ও দুঃখে হ্রাস হয় ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সাত্বিক ভাবের । বাহ্য রাজ্য ও অন্তর রাজ্য এক নিয়মেই নির্ব্বাহিত হয়। এক ভাবের আধিক্য হইলে অন্যের আগমন। সকল ভাবেরই সীমা আছে। যাহা সীমাতীত তাহারই বিনাশ। কখন আধ্যাত্মিক বলে ভাবের বিনাশ, কখন প্রবলতর অন্য কোন বাহ্য ভাবের উদয়ে পূর্ব্ব ভাবের হ্রাসতা কিম্বা সম্পূর্ণ অদর্শন। দুই বাবুই শোকে মগ্ন—এক জন পুত্র শোকে, এক জন ভ্রাতৃ শোকে চঞ্চলিত। বাহ্য বিষয়ক কথা অবশ্যই অল্প হইতেছে। এক জন বলিতেছেন—যদি বিয়োগের পর আত্মা থাকে, তবে সে আত্মা কি করে? অন্য এক জন বলিতেছেন যদি থাকে, তবে অবশ্যই প্রকৃত উপযোগী কার্য্য করে। শুনিয়াছি কেহ কেহ কোন কোন আত্মীয়ের আত্মার সহিত কথোপকথন করিয়াছে—এ যদি সত্য হয় তবে বড় ভাল, তা হইলে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায় ও মৃত্যুভয় বিগত হয় কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হয় না—অনুসন্ধান করণে হানি নাই—উপকার আছে।

১৭।—উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারকের উপদেশ ও বিচার।

উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক—বাগ্মর বিশারদ—সমাজ মন্দিরে উপনীত। শ্রোতা ও শিষ্যেরা আস্তে আজ্ঞা হউক আস্তে আজ্ঞা হউক বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রচারক সমাজ পার্শ্বস্থ গৃহে যাইয়া বসিলেন। কয়েক জন উন্নত ব্রাহ্ম ঐ গৃহে আসিয়া গুরুর পদতলে পড়িয়া আপন আপন ভক্তি প্রকাশ করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন—মহাশয়! শান্তিরাম গড়গড়ি অদ্যাপি পৈতা ত্যাগ করেন নাই। তিনি উপাচার্য্য হইয়া বেদীতে বসিলে বেদী কলঙ্কিত হইবে। আর এক জন বলিলেন প্রাণ থাকুক আর যাউক বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য কখনই করা হইবে না। আর এক জন বলিলেন যদি পৈতা পরিত্যক্ত না হইল তবে পৌত্তলিকতায় কি দোষ? আর এক জন বলিলেন গড়গড়ী মহাশয় বড় ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু। পৈতা ধারণ করিলে কি ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু হয় না? পৈতার সঙ্গে আত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? অন্য এক জন পৈতাত্যাগী উপাচার্য্য তাহার তুল্য পবিত্র না হইতে পারেন। আর এক জন বলিলেন তাহা হইতে পারে কিন্তু পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ দিতে পারি না। আমাদিগের প্রতিজ্ঞা—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—যদি তাহা ভঙ্গ হয় তবে নরকে গমন করিতে হইবে ও ইংরাজেরা আমাদিগকে কি বলিবে? প্রচারক বলিলেন এইতো উন্নত ভাব—ইহা যদি না হয় তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করা কি ফল? বিস্তর বিচার ও বিতণ্ডা হইয়া গড়গড়ীকে গড়গড় করিয়া চলিয়া আসিতে হইল প্রচারক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বেদীতে উপবেশন করিয়া ঈশ্বর, আত্ম ও পর সম্বন্ধীয় এবং পাপ, অনুতাপ, পরিত্রাণ ও মোক্ষ বিষয়ে অনেক বলিলেন। অবশেষে দয়া বিষয়ে দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতারা শান্ত হইয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন ও অনেকের মনে হইল প্রচারক মহাশয় এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়া

আমাদিগকে দয়া করিলে আমরা দয়া উপদেশ ভালরূপ গ্রহণ করিতে পারি।

অন্বেষণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা সাঙ্গ হইলে একজন মার্জ্জিত জ্ঞানী ও স্পষ্ট-বক্তা তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —মহাশয় কেমন শুন্‌লেন?

অন্বেষণচন্দ্র। উত্তম—যাহা শুনা য'য় তাহাতে কিছু না কিছু কার্য্য হইতে পারে।

কিন্তু যাহা শুনা গেল তাহা কি শ্রেষ্ঠ উপদেশ?

অন্বেষণচন্দ্র। সকল উপদেশ সকলের মনে সমানরূপে গৃহীত হয় না। যাহাদিগের সামান্য মন তাহারা ক্ষুদ্র উপদেশ গ্রহণ করে উচ্চ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহাদিগের উচ্চ মন তাহাদিগের পক্ষে উচ্চ উপদেশের আবশ্যক—সামান্য উপদেশ তাহাদিগের মনে প্রবেশ করে না, কিন্তু প্রচারক উচ্চতা প্রাপ্ত না হইলে স্বকার্য্যে অক্ষম হয়েন। অস্থায়ী প্রকরণ লইয়া ধর্ম্ম উপদেশ চিরদিন সমভাবে চলে না। শ্রোতার মধ্যেই শীঘ্র বা বিলম্বে হউক কেহ না কেহ প্রচারকের গ্রাম্য ভাব জানিতে পারে। প্রকৃত প্রচারক হইতে গেলে তাঁহাকে আত্মজ্ঞ হইতে হয় নতুবা শ্রোতাদিগের আত্মার গতি অনুসারে উপদেশ হয় না। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠ-কল্প—যাহা হইতেছে তাহাই হউক—হানি নাই। কালেতে উপকার হইতে পারে।

তা বটে, কিন্তু যেরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন হয় তদনুসারে বরিষণ হয় না।

অন্বেষণচন্দ্র। এইই মানব জাতির ধর্ম্ম। যদবধি আত্মদর্শিত্ব না জন্মে তবধি বাহ্য ব্যর্থ বিষয় লইয়া জীবন যাপন করিতে হয় কিন্তু তাহাতেও আত্মোন্নতির কিছু না কিছু উপকার হইবে।

পেঁচেকেলা—পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ইংরাজি বহি পড়ার দরুণ—আপনি কি বলেন?

অন্বেষণচন্দ্র। তাহা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে বাহ্য প্রবল—অন্তর দুর্ব্বল —এজন্য আত্মা দণ্ডে দণ্ডে নব সংস্কারাধীন। যেমন তরকারি সন্তলন কালীন হাঁড়িতে তপ্ত ঘৃত উপরে ফোড়ন দিলে ফড়্ ফড়্ শব্দ হয় তেম্‌নি প্রবল বাহ্য কারণ বশাৎ নব নব মত ও বিশ্বাসের সৃষ্টি—তাহার কি তর্জ্জন গর্জ্জন হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। এই উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয় উচ্চতা প্রাপ্ত হইলে গ্রাম্য ভাব ত্যাগ করিবেন। তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ক পিপাসা প্রসংশনীয়— তিনি অনেক পড়িয়াছেন, কিন্তু নিগূঢ় চিন্তা করেন নাই—ঈশ্বর লক্ষ্য সর্ব্বদা মনে ধারণ করিতে পারেন না—অনেক পার্থিব লক্ষ্যে প্রপীড়িত—যখন যে লক্ষ্য প্রবল তাহাকেই ঈশ্বর লক্ষ্য বোধ করেন, এজন্য ভ্রাম্যমান হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে খিচুড়ি করিতেছেন—কিন্তু যদি প্রাণপণে ঈশ্বর লক্ষ্য সর্ব্বদা ধারণ করিতে পারেন, তবে তিনি অবশ্যই উচ্চতা প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার ক্ষুদ্র দৃষ্টি থাকিবে না।

যুক্তাত্মা ধীরেরা কি ব্যর্থ, অলীক, অস্থায়ী সামাজিক, বা গার্হস্থ্য বিষয় লইয়া সাধনা করিতেন?—তাঁহাদিগের লক্ষ্য কেবল আত্মা ও ঈশ্বর।

১৮—বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবুর ক্ষতি, জেঁকো বাবুর মৃত্যু, সরলার বিধবাবিবাহবিষয়ক উপদেশ, বাবু সাহেবের তাঁহাকে হস্তগত করণার্থে নাপ্তিনীর নিকট গমন ও তাহার সহিত কথোপকথন, তাঁহার মৃত্যু, ও লালবুঝ্‌কড়ের কারারুদ্ধ হওন।

বাবু সাহেবের ও জেঁকো বাবুর যাহা ধন ছিল, তাহা বঞ্চক লোকের ইন্দ্রজালেতে সকলি ক্ষতি হইল। ধনহারা হইয়া তাঁহারা যেন মণিহারা ফণির ন্যায় বসিয়া থাকেন—অন্তরের কিছু মাত্র জ্যোতি নাই, সর্ব্বদাই ভাবেন ধনের সঙ্গে মানও গেল—এখন কি করি? কেবল মদই ভর্সা অতএব মদে মত্ত যদবধি থাকেন তদবধি পৃথিবীকে সরা দেখেন। মদ আমোদ না হইলে একেবারে কয়লার নৌকা ডুবাইয়া বসেন। দুই এক সার জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন—আপনাদিগের ধর্ম্ম চর্চ্চা বেশ হইতেছিল, তাহা কেন বন্ধ করিলেন?—তাহা করিলে মদের প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা উত্তর দেন আমাদিগের পুত্র ও ভ্রাতৃ শোক হইতে ধন শোক অধিক হইয়াছে—এ শোক সম্বরণ কিরূপে করিতে পারি? বাল্যকালাবধি ঈশ্বর চিন্তা না করিলে বিষম প্রমাদ, একটা বিপদের ঝড়েতেই হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। যাহাদিগের ঈশ্বর পরাকষ্ঠা তাহারাই কেবল বিপদ সম্পদ সমভাবে দেখেন ও যে অবস্থাতেই পতিত হয়েন সেই অবস্থাকে আত্মোন্নতি সাধনের মূলক করেন। কিছু দিন পরে জেঁকো বাবু বিপদের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া দিন দিন তনু ক্ষীণ হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। সরলা পতিব্রতা, ইচ্ছা করিলেন যে সহমরণ গমন করিবেন কিন্তু ঐ প্রথানিষেধক আইন জারি হওয়াতে ক্ষান্ত হইলেন। দুই তিন বৎসর পরে বাবু সাহেব সরলার প্রতি অনুরাগী হইয়া তাঁহার সহিত বৈবাহিক বন্ধন জন্য সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। সরলা বড় গুণবতী ও যখন তাঁহার মুখশ্রী বাবু সাহেবের মনেতে উদিত হইত তখনি আপনা আপনি বলিতেন—বাঙ্গালির মেয়ে তো ভাল পাওয়া যায় না এজন্য ফিরিঙ্গির মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়িল। এক্ষণে যদি সরলা দয়া করেন তবে বাঁচি নতুবা একলা ভেবে ভেবে সারা হইলাম। নানা প্রকার উপায় ভাবিয়া বাবু সাহেব উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উন্নত ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে দলস্থ দেখিয়া উন্নত হইলেন ও পরে তাঁহার বৈবাহিক প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহারা অতি আহ্লাদিত হইলেন, কারণ স্বরর্ণে বিবাহ হইবেক না—বর ব্রাহ্মণ ও কন্যা ক্ষত্রিয়। অবশেষে এ প্রস্তাব সরলার কর্ণগোচর হইলে তিনি বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন—স্ত্রীলোকের পুনঃ বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা নারী তাঁহারা শারীরিক সুখার্থে জীবন ধারণ করেন না—তাঁহারা আত্মসংযম ও আত্মোন্নতি জন্য জীবিত থাকেন অতএব ব্রহ্মচর্য্যা ব্যতিরেকে অন্য কি উপায়ে ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? আমার লোভ নাই—পার্থিব সুখ অথবা গৌরব কিছু মাত্র বাসনা করি না। যাহাতে ঐকান্তিক ভাবে ঈশ্বরেতে আত্মা অর্পণ করিতে পারি এইই আমার অহরহ প্রার্থনা। শুনিতে পাই বিধবা বিবাহ জন্য

প্রচুর ধন ব্যয় হইয়াছে ও যাঁহারা ব্যয় ও শ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সৎ অভিপ্রায়ে করিয়াছেন কিন্তু যদি ঐ সকল মহাশয়রা ব্রহ্মচর্য্যা অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতেন তাহা হইলে অনেকের অধিক আধ্যাত্মিক বল হইত। যে স্ত্রীলোক পতিপরায়ণা সে কি অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে? যে কালেতে পতিকে ভুলে যায় সে কি পতিপরায়ণা? স্ত্রীলোক বা পুরুষের প্রকৃত বীরত্ব কি? ইন্দ্রিয় দমন ও আত্মার শক্তি বর্দ্ধন। মনুষ্য উর্দ্ধদৃষ্টিহীন হইয়া সর্ব্বদাই পশুবৎ ভাবে থাকে ও কার্য্য করে—আত্মা আছে কি না—ও কি প্রকারে উন্নত হইবে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা নাই। সভ্যদেশের রীতি নীতির অনুকরণ হইতেছে কিন্তু সভ্যতা কি? সভ্যতা বাহ্য উন্নতি, আত্মোন্নতিকে সভ্যতা অল্প লোকে বলেন।

সরলার এ সকল বাক্য গরলস্বরূপ গৃহীত হইল। উন্নত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন নারীর কথা গুলি নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, আবার কেহ কেহ বলিলেন মেয়েমানুষ প্রথমে এইরূপ কহিয়া থাকে, পরে দোরস্ত হয়। বাবু সাহেব স্বাভাবিক অস্থির, তাহাতে আশা পিচাশের খেচুনিতে ধড় ফড়াতে লাগিলেন। ভ্রাতৃশোক ধনশোক ও বন্ধু জেঁকো বাবুর শোক সকলই বিগত—এক্ষণে যাহাতে তাঁহার বনিতা হস্তগত হয়েন এই জ্ঞান—এই ধ্যান। খেয়ে সুখ নাই—বসে সুখ নাই—শুয়ে সুখ নাই—কিছুতেই সুখ নাই। এক একবার দু পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া সিস্ দেন ও নিশ্বাস ত্যাগ করণান্তর "ডিয়ের সরলা" বলিয়া ডাকেন। বাবু সাহেব বড় বিবেচক—বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন—ব্রাহ্মদের এ কথা বলা ভাল হয় নাই —তাহারা কর্ম্ম খারাপ করিয়াছে। মেয়েমানুষের মন মেয়ে মানুষ শীঘ্র হরণ করিতে পারে, অতএব বাটীর নিকটে শ্যামা নাপ্তিনী থাকে তাহাকেই ঘটকী করা শ্রেয়ঃ। সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাবু সাহেব শ্যামার কুটীরে উপনীত। শ্যামা বলিল—এ কি ভাগ্য—রাজা বিক্রমাদিত্য ভিকে হাড়িনীর কুটীরে! শ্যামা গোরুর জাব্ না কাট্‌তেছিল—মাথায় কাপড় নাই—কেশ কতক কাল কতক সাদা—লুটিয়া পড়িয়াছে, আস্তে ব্যস্তে একখানি পিড়া আনিয়া দিল। বাবু সাহেবের টাইট পেন্‌টুলুন—বসিতে অশক্ত। বাবু সাহেব লম্বা, শ্যামা বেঁটে—একটু কোঁয়া হইয়া বল্‌ছেন—একটা কথা বলি কাহাকেও বলিস্ না—সরলাকে আমার কনে করে দিতে পারিস্? আমার বিষয় আশয় সব দিব। নাপ্তিনী এই কথা শুনিবামাত্রে দুই কাণে হাত দিয়া জিহ্বা দাঁতে কাটিয়া বলিল—সে সাক্ষাৎ সতী লক্ষ্মী, দুদণ্ড তাঁহার কাছে বস্‌লে অনেক ধর্ম্ম কথা শুনিয়া আসি। আর আর অনেক বিধবা আছে তাহাদের এক জন না এক জনের সহিত বিবাহ দেওয়াইতে পারি। সরলা সাবিত্রী স্বরূপ—এমনি রাশ ভারি যে একটী মন্দ কথা তাহার নিকট কেহ বলিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই আহ্নিক, পূজা, দান, ধ্যান ও সন্ধ্যার পরে এক মুটা আহার করেন। রামপ্রসাদ ঠাকুরের এক বিধবা মেয়ে আছে—তাহাকে বিয়ে কর না কেন? সে ন'টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে তোফা ফিট্‌ফাট হইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে—তাস খেলে ও গল্প গুজব, হাসি তামাসা, ঠাট্টা বট্‌কেরায় কাল কাটায়—পূজা আহ্নিকের সহিত কিছু এলাকা নাই। এ রকমের মেয়ে মানুষ কিছু পেলেই ফের বিয়ে করে।

বাবু সাহেব। যে সব মেয়ে মানুষ খুব ধর্ম্ম কর্ম্ম করে তাহাদের বিয়ে করা ভাল—কোন ভয় নাই।

নাপ্তিনী। আরে আবেগের বেটা! তারা তোকে কেন বিয়ে করবে? পতির শরীরটাই যায়—প্রাণটা তো থাকে? সেই প্রাণটা ভেবেও ঐ সব মেয়েমানুষ আরাম পায়। সুখ তো শরীরে নাই—মনে সুখ—মন যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করলে সুখী হয়, তো আর বিয়ে কাজ কি? আর বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামীকে ভুলে না—স্বামীর জন্য প্রাণ দেয়। যাহারা স্বামীকে কখন দেখে নাই ও যাহাদিগের বয়েস অল্প তাহারা বিবাহ করিতে পারে। নাপ্তিনীর কথা শুনিয়া বাবু সাহেব হতাশ হইয়া ভাবিলেন যে বিবাহ বুঝি কপালে নাই; বাটী ফিরিয়া আসিয়া নানা প্রকার অস্থির ভাবনায় মগ্ন। ঈশ্বর অথবা পরলোক চিন্তা তড়িৎবৎ। আপনার যেমন মনের বল তেমনি সকলের বল দেখেন। কাহার মনের উচ্চতার কথা শুনিলে বিশ্বাস করিতেন না—কেবল ড্যাম বেঙ্গালী!—ড্যাম বেঙ্গালি বলিতেন। কালেতে তাঁহাকে সকলই পরিত্যাগ করিল ও তিনিও কোথায় যাইতেন না! মনের অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি ও অবশেষে রোগ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া যম মন্দিরে গমন করিলেন।

রাহু আনন্দে আনন্দিত থাকিলে শোক দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন। কেবল আত্মার বলেতেই হর্ষ ও শোক হইতে মুক্তি হয়।

লালবুঝকড় সর্ব্বদাই উপর চাল চালিতেন। তাহার নিজের কি মত তাহা তিনি জানিতেন না। উপস্থিত মতে কার্য্য—উপস্থিত মত মত ও কার্য্যের পরিবর্ত্তন। কি প্রকারে বাহ্য রক্ষিত হইবে এই তাহার লক্ষ্য। বাহিরে বাহ্য অনুরাগ জন্য সব দলেরই অনুকরণ করিতেন। বিরলে অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিতেন। এক মকদ্দমায় লোভ প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষী দেন। বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। গ্রামের ছোঁড়ারা কারাগারের জানালার নিকট যাইয়া এক এক বার হো হো করিত ও তৎক্ষণাৎ "ঝা বেটারা ঝা" শ্রুত হইত।

পিঙ্গলা গ্রাম ধর্ম্ম ক্ষেত্র হইল—কিন্তু ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। মস্‌জিদ, গির্জা, দুই ব্রাহ্ম সমাজ ও নানা দেবালয় হইতে মহারথী, রথী, অর্দ্ধরথী ও নানা প্রকার যোদ্ধা সৃষ্ট হইতে লাগিল। এক দল মার্ মার্ শব্দ করে—অন্য দল মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া চীৎকার করে—সব দল স্ব স্ব প্রধান—কে কাহাকে নিবারণ করে? সকলেই আপন মতানুসারে চলে। জগতে এইরূপেই কার্য্য হইয়া থাকে। যাহা ইন্দ্রিয় সংযুক্ত তাহার ছবি এই। ক্ষণিক মিলন, ক্ষণিক বিচ্ছেদ, ক্ষণিক বিদ্বেষ, ক্ষণিক প্রেম।

১৯।—অন্বেষণচন্দ্রের গোদাবরী তীরস্থ যোগীদিগের নিকট যাইয়া যোগ শিক্ষা—পতিভাবিনীর সহিত মিলন।

পিঙ্গলা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ, গিরি গুহা, বন উপবন, নদ নদী, খেটক খর্ব্বট, হাট মাঠ, দেবালয়, অতিথিশালা দেখিয়া ও নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপে অনেক অর্জ্জন করত অন্বেষণচন্দ্র অবশেষে গোদাবরী তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সম্মুখে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ—শাখা প্রশাখা অসংখ্য, নিম্নে কতকগুলি

উদাসীন ও যোগী বসিয়া রহিয়াছেন। গাত্র ভস্ম বিভূতি বিলেপিত—মস্তক জটা জুটে আবৃত—নয়ন মুদ্রিত। কেহ রেচক পূরক—কেহ কেবল কুম্ভক করিতেছেন—কেহ দীর্ঘকাল প্রাণ বায়ু সহস্রারে ধারণ করিতেছেন—কেহ বন্ধত্রয়ে আসীন হইয়া খেচরী মুদ্রায় আরূঢ় হইয়াছেন। অন্বেষণ নিকটে যাইয়া তাহাদিগের আশ্চর্য্য অভ্যাস দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক কাল পরে যোগ ভঙ্গ হইলে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় তুষ্ট হইলেন ও নিকটে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে যোগ শিক্ষা করাইলেন। কি হঠ যোগ—কি রাজ যোগ—কি আসন বিধেয়—কি ধ্যান ও ধারণা শুভকরী তাহা ক্রমশঃ লব্ধ হইল। রাত্রি যখন অল্প থাকিত তখন তাহাদিগের সহিত আত্মতত্ত্ব আলাপ হইত—তাঁহারা যাহা বাহ্য তাহা তাচ্ছল্য করিতেন ও কেবল আত্মা লক্ষ্য করত আত্মবল লাভেই মগ্ন থাকিতেন। এই তাঁহাদিগের আলাপ, ধ্যান ও অভ্যাস। যোগীদিগের সহিষ্ণুতা ও অপার্থিব ভাব দেখিয়া অন্বেষণ উচ্চতা প্রাপ্ত হইলেন। এক দিবস এক জন যোগী বলিলেন একটী স্ত্রীলোক কিছু কাল এখানে ছিলেন. তিনি আমাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া অনেক অভ্যাস করিয়াছেন। সম্প্রতি এখান হইতে যাইয়া রম্য পর্ব্বতের নিকট এক আশ্রমে কতকগুলি যোগীনীর সহিত বাস করিতেছেন। তাহাকে তুমি জান? তিনি এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা কিন্তু হিন্দী বুলী বেশ বলেন। অন্বেষণচন্দ্র বলিলেন—না, আমি তাঁহাকে জানি না—ঈশ্বরের জন্য অনেকেই লালাইত। অবশ্য তিনি কোন অসাধারণ স্ত্রীলোক হইবেন। পরে রম্য পার্ব্বতীয় অভেদীর নিকট যাইতে হইবে এই কথা মনে জাগ্রত হইলে তিনি সকল যোগীদিগকে অভিবাদন পুরঃসর বিদায় লইলেন। বিদায় কালীন তাঁহারা দীর্ঘ নখাচ্ছাদিত হস্তোত্তলন করত তাঁহাকে প্রাণগত আশীর্ব্বাদ করিলেন। বারম্বার ভক্তি স্নাত প্রণাম করত অন্বেষণ সেই অপূর্ব্ব আবাস হইতে বহির্গত হইলেন। দুই দিবস পরে এক আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইল ও অতি দূরে এক পর্ব্বতের ধূমবৎ নীল চূড়া প্রকাশ পাইল। আশ্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া যান এমত সময়ে এই বিচার করিলেন—শুনিয়াছি এক ধর্ম্মপরায়ণা নারী এখানে আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে কিছু না কিছু সংগৃহীত হইতে পারে। আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন অনেক হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, মগধস্থ নারীরা ঘাগরা কাঁচলি, ওড়নায় আবৃত—বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যেমন চন্দ্র তারাগণ বেষ্টিত তদ্রূপ একজন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা কেবল একখানি রক্ত বর্ণ বস্ত্র পরিহিত, হস্তে দুই গাছি বালা, সমাধিতে মগ্ন। নিরশনে শরীর ক্ষীণা—আন্তরিক লাবণ্যে পূর্ণা—কেশ মুক্ত—অঞ্চল গলদেশে—বদন মনোহর—মধুর হাস্য সংযুক্ত ও শুভ্রতায় ভাসমান। অন্যান্য যোগীনীরা যোগ সমাপনান্তর ধীরে ধীরে আপন আপন কুঞ্জে গমন করিলেন। ইত্যবসরে অন্বেষণচন্দ্র নিষ্কামচিত্তে ও অকুতোভয়ে ঐ রমণীর সম্মুখে বসিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবা অবসান—অস্তমিত দিনমণি গবাক্ষের দ্বার দিয়া স্বীয় নানা বর্ণীয় মণিতে ঐ মহিলার মুখমণিকে যেন উজ্জ্বল মণির খনি করিতেছেন—কিন্তু তাঁহার অন্তরের অমুল্য মণির অবিনাশী ও অক্ষর সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জা পাইতেছেন। এ নারী কে? সুনিস্মিত চাঁপা ফুলের ন্যায় গৌরাঙ্গী যুবতী—রূপের ছবি—কিন্তু পার্থিব ভাব শূন্যা! যাহার ধ্যানেতে আহ্লাদ তাহার মন অন্যের ধ্যান দেখিলে ধ্যানে আকৃষ্ট হয়। এক ঘণ্টার

পর রমণী নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে একজন শান্ত মূর্ত্তি পুরুষ, চিবুক ও মস্তকে দীর্ঘ কেশ, পদ্মাসনে বসিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নয়ন আত্মার ভাব প্রকাশক কিন্তু ঐ ব্যক্তির চক্ষু কেবল শান্তির জ্যোৎস্না স্বরূপ বোধ হইতেছে। দুই জনেই পরস্পর অবলোকন করিতেছেন। যদিও স্মরণ, উপমা ও মনঃ সংযুক্ত চিন্তার ত্রুটি হইতেছে না কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। ক্ষণেক কাল পরে রমণী ঈষৎ হাস্য করত মস্তকের বস্ত্র টানিয়া নিম্ননয়নী হইলেন ও তাঁহার চক্ষু হইতে অনিবার্য্য অশ্রু ধারা পতিত হইতে লাগিল।

অন্বেষণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে —আপনার বাটী কোথায় ?

রমণী অমনি তাঁহার ক্রোড়স্থ হইয়া নয়নের উপর নয়ন দিয়া বলিলেন— আমার নাম পতিভাবিনী—আমার প্রকৃত নিকেতন আপনার ক্রোড়। অন্বেষণচন্দ্র তাঁহার গলদেশে হাত দিয়া বলিলেন, চাঞ্চল্য ত্যাগ কর, এমন উচ্চ যোগিনী হইয়া রোদন করিলে ? পতিভাবিনী উত্তর করিলেন এটি দুর্ব্বলতা বটে কিন্তু তোমার জন্য ব্যাকুলতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারি না। তুমি এমনি আকর্ষণ কর যে তোমাকে দেখিলেই আমি তোমাতে মগ্ন হই। অদ্য তোমাকে পাইয়া মনে দৃঢ় সংস্কার হইতেছে যে আত্ম সাধনে অনেক লাভ করিব। পরে দুই জনের বাক্য স্থগিত হইয়া পরস্পরের আত্মা দ্বারা আপন আপন অবক্তব্য যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে লাগিল ও পরস্পরের আত্মা সংযুক্ত হইয়া নানা অপার্থিব বিমল আনন্দে রাত্রি যাপন করিলেন। এই মিলনে দুইজনের শারীরিক সুখ জন্য কিছু স্পৃহা নাই—মনও ভাবান্তর হইল না—কোন বিলাপ নাই, হর্ষ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ নাই—এ সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আত্মার গভীর ভাব ধারণ করিয়া থাকিলেন। দুই জনের আত্মা এমনি বলীয়ান যে কেবল পরস্পরের আত্মায়ই প্রতি পরস্পরের আন্তরিক দৃষ্টি ও দুই জনে আত্মাকে যাহাতে সম উচ্চতায় রাখিতে পায়েন এই তাহাদিগের মিলনের উদ্দেশ্য হইল। আশ্রমের সম্মুখে একটী মনোহর সরোবর—চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর—তদুপরি তরুলতা, ঝুমকলতা, কুঞ্জলতা, মাধবিলতা, ও নানা লতা দোদুল্যমান। মধু মক্ষিকা ও ভ্রমর গুণ গুণ শব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। চক্রবাক্ চক্রবাকী, শারি শুক ও নানা চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গম যেন বীণা যন্ত্র লইয়া সঙ্গীতে মগ্ন। অরুণোদয়ে যোগিনীরা সরোবরের পুলিনে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্নান করিতেছেন ইতি মধ্যে অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী বাহিরে আসিয়া তাহাদিগের সম্মুখে প্রকাশ হইলেন। নগ্না যোগিনীরা বলিল— মা! এখানে পুরুষ কেন ? তাঁহাকে যাইতে বল। আমরা লজ্জা পাইতেছি। পতিভাবিনী বলিলেন—বৎস্য! ইনি আমার পতি— আমার প্রাণবল্লভ—ইঁহারই কৃপা বলে আমার ঈশ্বর জ্ঞান। ইনি সম্পূর্ণ যোগী—ইঁহার স্ত্রী পুরুষ সম জ্ঞান। কেবল আত্মার সুখেই সুখী—শারীরিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তোমরা নগ্না থাক আর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হও ইঁহার আত্মা সমভাবে থাকিবে। কিন্তু তোমরা স্ত্রীলোক—যোগেতে পক হও নাই এজন্য আমরা উদ্যানে গমন করিতেছি। পরে যোগিনীরা বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্বেষণচন্দ্রের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাতে চমৎকৃত হইলেন। পতিভাবিনী বলিলেন—কল্য প্রাতে

আমরা এখান হইতে যাইব। আমাদিগের বিশেষ আবশ্যক কার্য্য আছে। যদি পারি তোমাদিগের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিব। এই কথা শুনিয়া যোগিনীরা সকলেই রোরুদ্যমান হইলেনও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক বিলাপ করিয়া বলিলেন তবে আমরা মাতৃস্নেহ ও মধুময় উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

পতিভাবিনী বলিলেন তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে এরূপ সম্ভাষ কর। তোমাদিগের ইন্দ্রিয় শূন্য ও পবিত্র ভাব দেখিয়া আমার আত্মা তোমাদিগের আত্মার সহিত সংযুক্ত। আমি পার্থিব স্নেহ বাক্যে কি প্রকাশ করিব? তোমরা কায়মনোচিত্তে অহরহঃ ঈশ্বরেতে মগ্ন থাক। একমনা ধ্যানেতে ধারণার বৃদ্ধি ও যত ধারণার বৃদ্ধি ততই আত্মা প্রকৃতিকে গ্রাস করিয়া আপন জ্যোতি বিস্তার করিবে। আত্মা স্বপ্রকাশ হইলে পার্থিব সম্বন্ধ ও ভাব বিলীন হইবে। দেখ আমরা দুই জনে স্ত্রী পুরুষ বটে কিন্তু এ সম্বন্ধীয় সুখ নশ্বর, কারণ তাহা শরীর সম্বন্ধীয়—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। "যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং"—যাহাতে অমৃত না হই তা লইয়া কি করিব, অতএব যাহা নশ্বর নহে—যাহা চিরকাল থাকিবে—যাহা অনন্তকাল—অনন্ত কার্য্য দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মানন্দে আপনাতে অনন্ত স্বর্গ লাভ করিবে—তাহারই অনুশীলন—তাহারই উদ্দীপন—তাহারই বিবর্দ্ধনে আমরা প্রাণপণে নিযুক্ত আছি ও থাকিব।

যোগিনীরা বলিলেন পিতাকে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। সকলে মিলিয়া অদ্য ধ্যান ও উপাসনা করিব। পরে দম্পতি স্নাত হইয়া একাসনে বসিলেন—যোগিনীরা চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। ধ্যান আরম্ভ হইলেই দম্পতি একমনা হইয়া থাকিলেন—বাহিরে নানা শব্দ হইতেছে—রাস্তা দিয়া লোকে গান করিয়া যাইতেছে—একজন উন্মাদ নিকটে আসিয়া বিস্তর গোল ও ব্যঙ্গ করিতে লাগিল ও ত্রাসোৎপাদনার্থে এক একবার চীৎকার করিয়া বলিতেছে ঐ সাপ এল, ঐ বাঘ এল কিন্তু কিছুতেই দম্পতির ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তাঁহাদিগের আত্মা বাহ্য হইতে এত অতীত যে কিছুতেই চাঞ্চল্য জন্মে না—এত শুভ্র ও জ্যোতির জ্যোতিতে সংলগ্ন যে তাঁহারা কেবল অন্তর দৃষ্টি ও অন্তর শীতলতা উপভোগ করিতেছেন। শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এই মাত্র, আত্মা স্বতন্ত্র হইয়া আপনাতে রমণ করিতেছে। যোগিনীরা তাঁহাদিগের ধ্যান দেখিয়া স্বীয় হীনতা ধ্যান করিতে লাগিলেন ও এক ধারণায় আরূঢ় থাকিতে সক্ষম হইলেন না।

ধ্যান সমাপনানন্তর তাঁহারা বলিলেন আপনারা আমাদিগের অপেক্ষা অতি উচ্চ। অন্বেষণচন্দ্র বলিলেন ঈশ্বর সকলকেই সমান করেন—উচ্চতা কার্য্য ও ঘটনা দ্বারা জন্মে।

পতিভাবিনী স্বভর্ত্তার গুণ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত ভাবান্তর হইলেন আধ্যাত্মিক ভাবের স্বল্পতা হইলে পার্থিব ভাবের উদয় হইল, তখন স্বামীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া অশ্রু দ্বারা গদ্ গদ্ ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ করিলেন। ভর্ত্তা তাঁহাকে নিষ্কাম চিত্তে চুম্বন করত বলিলেন—এ ভাব প্রসংশনীয় নহে—এ সামান্য ভাব—আত্মাকে উচ্চ কর। যদি আমি নিকটে থাকিলে চঞ্চল হইয়া পড় তবে আমাদিগের বিচ্ছেদই শ্রেয়ঃ। আমার প্রতি স্নেহ ও প্রেম শূন্য হইয়া আমার আত্মা দৃষ্টি করিয়া আত্মার দ্বারা আমার সহিত যোগ দেও, তাহা হইলেই আমাদিগের সম্বন্ধ সার্থক হইবে।

পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া স্বামীর পায়েতে মস্তক দিয়া থাকিলেন। ভর্ত্তা তাঁহাকে

আপন ক্রোড়ে লইয়া মুখোপরি মুখ রাখিলেন, তখন তিনি অপার্থিব ভাব ধারণ করিলেন ও বলিলেন—দেখ তুমি আমার পরেশ পাথর, তোমাকে স্পর্শ করিলেই পার্থিব ভাব বিগত হয়।

দিবা অবসান। পতিভাবিনী বলিলেন তোমাকে দেখিয়া আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে যে পাক করিয়া তোমাকে ভোজন করাই। সকল যোগিনীরা এই প্রস্তাবে আনুকূল্য করাতে অন্ন ব্যঞ্জন শীঘ্র প্রস্তুত হইল ও সকলে একত্র বসিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। রাত্রে এক ঘরে সকলেই থাকিলেন। যে পুরুষ আধ্যাত্মিক, তাহার দৃষ্টি, বাক্য ও কার্য্য পরিশুদ্ধ, স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট স্ত্রীলোক নহে এই কারণে যোগিনীগণ কিছুতেই কুণ্ঠিত হইলেন না—উদার চিত্তে আপন আপন বক্তব্য ও জিজ্ঞাস্য বলিতে ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে রজনী সুখেতে যাপিত হইল।

২০।—অন্বেষণ ও পতিভাবিনীর অভেদীকে দর্শন—তাঁহার নিকট আত্মজ্ঞান লাভ ও তাঁহার পরিচয়।

রম্য পর্ব্বত বড় উচ্চ, রাস্তা সঙ্কীর্ণ ও প্রস্তরে পূর্ণ—অনেক কষ্টে উঠিতে হয়। স্বামী পত্নির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। এক একবার ক্লান্ত হইতেছেন। ঝর্ণার জল ও বন ফল খাইয়া আবার গমনোদ্যত। তিন দিবসের পর মনুষ্যের মুখ দেখিলেন। এক জন পার্ব্বতীয় চাষ করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, অভেদীর বাটী একটু উত্তরে গেলেই দেখিবে। সেখানে তিন চারটী বাটী আছে—যে বাটী তিন তোলা তাঁহার বাটী সেই। সেই বাটীতে উত্তীর্ণ হইয়া অভেদীকে দর্শন করত দুই জনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অভেদী তাহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক বসাইয়া কিঞ্চিৎ আতিথ্য করত বলিলেন—আপনারা যে জন্য এখানে আসিলেন তাহা আমি অবগত আছি। আত্মজ্ঞান ও আত্ম সাধনা যাহা আমি জানি তাহা সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ করুন।

আত্মার অস্তিত্ব, স্বতন্ত্রত্ব ও অমরত্ব আধ্যাত্মিক অভ্যাসে প্রতীয়মান। আত্মা বদ্ধ অথবা মুক্ত। বদ্ধভাবই সাধারণ ভাব। যে পর্য্যন্ত প্রকৃতি অথবা বাহ্য বিষয়ের অধীন সে পর্য্যন্ত আত্মা বদ্ধ বদ্ধ আত্মা আবস্থিক—অবস্থাধীন হইয়া প্রকাশ পায়। সাময়িক সত্ত্ব, রজ, তম অথবা ইহাদিগের মিশ্রিত গুণ বদ্ধ আত্মার লক্ষণ। বদ্ধ আত্মার বিবেকতা পরিমিত—বিশেষ বিশেষ মত—বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস—বিশেষ বিশেষ মঙ্গল অমঙ্গল—বিশেষ বিশেষ পাপ পুণ্য—বিশেষ বিশেষ উপাসনা—বিশেষ বিশেষ পারলৌকিক গতি,—বিশেষ বিশেষ নরক স্বর্গ,—বিশেষ বিশেষ সগুণ ঈশ্বর—বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় সৃজন ও প্রচার করে। বদ্ধ আত্মা কর্ত্তৃক যে ঈশ্বর জ্ঞান লব্ধ হয় সে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান কারণ তাহাতে পার্থিব ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হয়। এই কারণে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঈশ্বর জ্ঞান জগতে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে জগতে অসীম মতান্তর। যেখানে সাত্বিক গুণের প্রাবল্য সেখানে ঈশ্বর জ্ঞান অবশ্যই উচ্চ হইবে কিন্তু সাত্বিকতায় প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান হইতে পারে না। সাত্বিকতা রজঃ ও তমঃ হইতে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আবস্থিক ও যাহা আবস্থিক তাহা নশ্বর—কেবল আত্মার পূর্ণ শক্তি ক্রমশঃ উদ্দীপন জন্য উদিত ও পালিত হইয়া থাকে। আত্মা মুক্ত না হইলে বাহ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে

পারে না—মুক্ত না হইলে ভাবাতীত হইতে পারে না—ভাবাতীত না হইলে ভাবাতীত ও নির্গুণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না—ভাবাতীত ও নির্গুণ ঈশ্বর জ্ঞান না হইলে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় ও জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে বাহ্য বা প্রকৃতি অথবা আবস্থিক জ্ঞান অথবা ভাবে লিপ্ত হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে পার্থিব সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, মঙ্গল, অমঙ্গল বা পারলৌকিক ভয় ও আশা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও ক্রমশঃ স্বশক্তিতে উন্নত হইয়া অপার্থিব, শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক বলে আপনাতেই বর্ণনাতীত অনন্ত স্বর্গের স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—আপনাতেই রমণ করে। শরীর ধারণ করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা বড় কঠিন—বিস্তর আয়াসে ও যত্নে আমি কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছি ও যাহা লব্ধ হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত প্রকারে দৃষ্টি হইতেছে এবং এক্ষণে যাহা জানি তাহা ইন্দ্রিয়, অথবা আত্মার কোন আবস্থিক শক্তি ও ভাবের দ্বারা জানি না—অনাবস্থিক ও পূর্ণ আত্মা দ্বারা জানি।

অন্বেষণচন্দ্র ও তাঁহার বনিতা স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন ও বলিলেন আপনকার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিতে প্রার্থনা করি। সে দিবস অন্যান্য আনুসঙ্গিক কথায় বিগত হইল। পর দিবস অনুদয়ে অভেদী আধ্যাত্মিক আহ্নিক সমাপনানন্তর আপন বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ভদ্রগ্রামে আমাদিগের বাস। পাঠশালাতে লিখিতাম। গুরু মহাশয়ের নিকট ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করিয়া ভক্তি ভাবে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতাম। আমি ভাবিতাম আমরা চঞ্চল শিশু সর্ব্বদা অস্থির—ধ্রুব ও প্রহ্লাদ কিরূপে এত একমনাঃ হইয়াছিলেন? পিতার বিলক্ষণ বৈভব ছিল—বাটীতে নানা প্রকার পূজা হইত—প্রতিমার নিকট পুষ্পাঞ্জলি দেওনকালীন আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতাম—হে দেবি! আমাকে ধ্রুব প্রহ্লাদের মত কর। এই ভক্তি ভাব সর্ব্বদা স্থায়ী হইত না—উৎসব কালে তামসিক ও রাজসিক ভাবের উদয় হইত। দরিদ্র লোকদিগকে দান করিবার সময়ে কখন দয়া—কখন অহঙ্কারের আবির্ভাব হইত। বাটীতে মাঘ মাসে কথকতা শুনিতাম—শুনিয়া কখন কাঁদিতাম—কখন হাসিতাম—কখন ভাবিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতাম। গ্রামে এক পাদ্‌রির স্কুল ছিল সেখানে ইংরাজি শিক্ষার্থে প্রেরিত হইলাম। অনেক ইংরাজি গ্রন্থ ও বাইবেল পাঠ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত হইলাম। কথকের মুখে যমালয়ের বর্ণন শুনিয়া মধ্যে মধ্যে ত্রাস হইত এক্ষণে পাদ্‌রি ঐ ভয়কে জ্বলন্ত করিলেন। তিনি বলিতেন মনুষ্য স্বাভাবিক পাপী, যদি পরিত্রাণ চাহ তবে খ্রীষ্টকে ভজনা কর নতুবা নরকে চিরকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক—খ্রীষ্ট অনুরোধ না করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন না। শয়নকালে ভয়েতে মৃতবৎ হইতাম—এক এক বার মনে হইত আর ভাবিতে পারি না—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করি, আবার ভয় কমিয়া গেলে বিবেকতার উদয় হইত ও চিন্তা করিয়া অনুসন্ধান করিতাম। রাত্রিতে সংস্কৃত পড়িতাম—দুই তিন বৎসরের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদ অনেক পড়িলাম। উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন অংশ বাইবেল অপেক্ষা উত্তম বোধ হইতে লাগিল। এ সময়ে আমার বিবাহ হইল। ভার্য্যা পিতা কর্ত্তৃক সুশিক্ষিতা। আমার সহিত অধ্যয়নে ও ঈশ্বর উপাসনাতে যোগ দিলেন। আমি যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলাম ও আমার মনের

যে ভাব তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাত করিলাম। নির্জ্জনে দুই জনে বসিয়া অনেক ভাবিতাম ও তর্ক বিতর্ক করিতাম, কিন্তু কিছুই মনঃপূত হইত না। দৈবাৎ পিতার মৃত্যু হইল। সংসার গলায় পড়িলে, তাঁহার বিষয়ের অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম অনেক টাকা আত্মীয় বর্গকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা পরিশোধ করণে অশক্ত। কেবল এক খানা আবাদ ছিল তাহাতেই সংসার নির্ব্বাহ হইত। ঐ বিষয়টী ভাল দেখিয়া এক জন প্রবল জমীদার আমাকে বেদখল করিল। আদালতে অভিযোগ করিলে দলিল দাখিল করিতে আমার উপর আদেশ হইল। আমি সকল বাক্স, আলমারি, তল্লাস করিলাম, কিন্তু দলিল পাওয়া গেল না। মাতা ও পত্নীকে এই কথা বলিয়া রাত্রে শয়ন করিয়াছি স্বপ্নে পিতা সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন—দলিল অমুকের জামিনের জন্য আদালতে দাখিল আছে—জামিনের মিয়াদ গিয়াছে, দরখাস্ত করিলেই দলিল ফেরত পাইবে। অমনি ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিক দেখি—কিছুই দৃষ্ট হইল না। দলিল জন্য একটু হর্ষ হইল, কিন্তু পিতার জন্য শোক জলন্ত হইয়া উঠিল। এই স্বপ্ন মাতা ও পত্নীকে বলিলাম। পরে দলিল পাইলে আবাদ হস্তগত হইল। এক ঘটনার নানা ফল। এই স্বপ্ন পুনঃপুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলাম ও ক্রমে আত্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক পাঠ করিলাম—অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মানস অসিদ্ধ রহিল, মুখে পণ্ডিত হইলাম। অন্যান্য লোক যাহা লিখিয়াছে তাহা ওলটপালট করিয়া বলিতে পারিতাম, কিন্তু কিরূপে আত্মজ্ঞান লব্ধ হইতে পারে তাহা কিছু স্থির হইল না। অশরীর আত্মাদিগের সহিত আলাপ জন্য অনেক সর্কেলে অর্থাৎ চক্রে যাইতাম—মেজ, চৌকি উৎপতন দেখিলাম—অনেক প্রকার মিডিয়মও প্রকাশ হইল—কালি, কলম, কাগজ সম্মুখে থাকিলে কেহ কেহ অনিচ্ছাপূর্ব্বক হাতচালার ন্যায় লিখিয়া দেখায় ও কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরও পাওয়া যায়। এই প্রকার অনেক ভৌতিক বিজ্ঞান প্রমাণ দেখিয়া ভাবিতাম ইহা সত্য হইতে পারে, অথবা কিয়দংশ সত্য কিয়দংশ মিথ্যা, কিন্তু এ সকল ইন্দ্রিয় সংযুক্ত জ্ঞান অবশ্যই কিছু না কিছু ভ্রমজনক; অতএব কি প্রকারে আত্মজ্ঞ হইতে পারি, কি প্রকারে অকর্ত্তা না থাকিয়া আপন কর্ত্তা অবস্থা পাই—কি প্রকারে অজ্ঞত্ব হইতে উদ্ধার হইয়া আমিত্ব লাভ করি, এই অহরহঃ চিন্তা করিতাম। কার্য্য অনুরোধে ঢাকায় গমন করিলাম—নানা মতাবলম্বী লোকের সহিত আলাপ হইল। সাকার ও নিরাকার উপাসকদিগের সহিত অধিক সহবাস করিলাম। তাহাদিগের উভয়ের উপাসনা শুনিয়া ভাবিতাম—প্রথম প্রথম নিরাকার উপাসকদিগের উপাসনা ভাল জ্ঞান হইত, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে দুই উপাসনা প্রায় সমতুল্য। সাকার উপাসকেরা হস্ত নির্ম্মিত দেবতা অর্চ্চনা করে। নিরাকার উপাসকেরা মনগড়া দেবতা পূজা করে, উভয়ের ঈশ্বর ফলতঃ সগুণ ঈশ্বর—পৌত্তলিক এবং অপৌত্তলিক উপাসনা সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আত্মার উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অভ্যাসে সাকার উপাসক অধিক অপৌত্তলিক, ও নিরাকার উপাসক অধিক পৌত্তলিক হইতে পারে। উপনিষদে ঈশ্বর উচ্চরূপে বর্ণিত—স্থানে স্থানে উপমেয় —স্থানে স্থানে অনুপমেয় ভাবে প্রচারিত, কিন্তু পৌত্তলিকতা কিম্বা অপৌত্তলিকতা বাহ্য সম্বন্ধীয় নহে—অন্তর সম্বন্ধীয়। নিরাকার

উপাসক হইলেই অপৌত্তলিক হয় না। তথাচ নিরাকার উপাসকদিগের সহিত যোগ দিয়া অনেক কাল যাপন করিলাম। উপাসনা কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইত। পাপ জন্য ভয় ও অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা,—পরিত্রাণ জন্য করুণা—ঈশ্বর মাহাত্ম্য ও অসীম শক্তি, জ্ঞান ও কৃপা জন্য নম্রতা ও ভক্তি আত্মাতে উদয় হইত, কিন্তু কোন ভাবকেই অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারিতাম না ও কখন কখন ঈশ্বরের গুণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার গুণ প্রতিপাদক শান্ত মূর্ত্তি হৃদি দর্পণে দেখিতাম। এই প্রকার উপাসনাতে আত্মার কিঞ্চিৎ বিমলতা জন্মিল, কিন্তু উপাসনার পর শান্ত ধ্যানে স্থির করিলাম যে ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানা জীবনের লক্ষ্য। যে অভ্যাস করিতেছি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অভ্যাস প্রয়োজনীয়। এরূপ উপসনাতে যে সকল ভাব উদ্দীপ্ত হয় তাহা অল্প বা অধিক ভাগেই হউক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে ও নাট্যশালায়, অথবা সঙ্কীর্ত্তন কালীন ঐ সকল ভাবের অভাব হয় না। আর এ কথাও বিবেচ্য যে উপাসনা কি? ঈশ্বর এমত মহৎ, অসীম, অনন্ত যে আমাদিগের উপসনাতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে না ও তাঁহার বিরক্তি ও তুষ্টিও নাই, তবে উপাসনা কি প্রকার হইবে?

বাহ্য ও অন্তর রাজ্যের সম্বন্ধ নিকট—স্ত্রী-পুরুষের ন্যায়। বাহ্য স্ত্রী—অন্তর পুরুষ। পরমেশ্বর যাহাই করিয়াছেন তাহাই বর্ণনাতীত। বাহ্য রাজ্য লইয়া নানাশক্তি ও ভাবের উদ্দীপন ও এই পরিচালনায় আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি। অতএব আমরা যে প্রকারেই উপাসনা করি আমাদিগের আত্মা অবশ্যই উন্নত হইবে—আমাদিগের উপাসনাতে আমাদিগেরই উপকার—ঈশ্বরের ক্ষতি, বৃদ্ধি কিছুমাত্র নাই। যদি আমাদিগের উপাসনা বশাৎ ঈশ্বর কাতরতাযুক্ত বা আকৃষ্ট হয়েন তবে তাঁহার শক্তি ও নিয়ন্তৃত্ব পরিমিত। এ কখনই হইতে পারে না। তবে উপাসনা কিরূপে হইবে—এই অহরহঃ ভাবিতেছি। ইত্যবসরে গেহিনীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম যে মাতার কাল হইয়াছে ও পরদিবসে জ্যেষ্ঠ পুত্রও লোকান্তর গমন করিয়াছেন। যেমন প্রবল বায়ুতে দেশ ছিন্ন ভিন্ন করে তেমনি শোকেতে আত্মার গ্রন্থি ভেদ করে ও এই গ্রন্থি ভেদেতেই আত্মার মুক্তি লাভে মগ্ন হইলাম। শোকেতে আত্মার মালিন্য বিগত হয়। যে ঘটনা ঘটে তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে গৃহীত হইতে অসীম মঙ্গলজনক। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি জগতে কিছুই অমঙ্গল দেখেন না। ঢাকা হইতে বাটীতে আসিয়া গেহিনীকে ঔদার্য্যে পূর্ণ দেখিলাম ও অনেক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পর এই স্থির হইল যে বাহ্যকে আত্মার অধীন করাই প্রকৃত উপাসনা—আত্মাই ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শক্তি—আত্মজ্ঞ না হইলে অর্থাৎ যাহা জানিব তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা হইবে না, আত্মা দ্বারা জানা হইবে, তাহা না হইলে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি সে জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। এই উপাসনাতে আমরা দুই জনে প্রবৃত্ত হইলাম। মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা, বিদ্বেষ, প্রেম যাবদীয় বৈকারিক, পার্থিব ও আবস্থিক ভাব আছে তাহা আত্মাতে যাহাতে সমভাবে লাগে, এই আমাদের অহরহঃ চেষ্টা ও উপাসনা হইল। কায়মনোচিত্তে অভ্যাসে নিযুক্ত থাকিয়া আমরা এতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইলাম যে, আপন আপন আত্মস্থ হইয়া শিরা, পেশী ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য স্বতন্ত্র দেখিয়া ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব ধারণ করিলাম। আত্মার সহিত মস্তিষ্কের

নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু আত্মা মুক্ত হইলে মস্তিষ্কতে যাহা প্রেরিত হয় তাহা আত্মায় লাগে না—আত্মা তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রীড়া করে না, ইন্দ্রিয় সীমাতে বদ্ধ থাকে না, আপন স্বাধীনতা পাইয়া আপন অনন্ত শুদ্ধ অভিপ্রায়ে নিযুক্ত থাকে। আত্মা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত থাকিলে বদ্ধ ও পরিমিত রূপে প্রকাশ পায়—মুক্ত হইলে অনন্তরূপ ধারণ করে। ঈশ্বরের কৃপাতে এক্ষণে পাপ, পুণ্য, নরক, স্বর্গ হইতে আত্মা অতীত—ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক অভ্যাসে আত্মার মুক্ত শক্তি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি। শরীর বিগত হইলে আত্মার কি কার্য্য হইবে তাহাও বুঝিতেছি। ঈশ্বর জ্ঞান এক্ষণে যে কি মধুময় তাহা আত্মাতে প্রচুররূপে জানিতেছি, বাক্যেতে বলিতে পারি না।

"যতোবাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান, ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

অভেদীর অভেদী জ্ঞান শুনিয়া অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত বলিলেন আপনি আমাদিগের যথার্থ গুরু। অভেদী বলিলেন, ঈশ্বর জগতে কাহাকেই গুরু করেন নাই, তিনিই অনন্ত সত্যজ্ঞান ও জগদ্‌গুরু এবং অবিনাশী আত্মা তাঁহার প্রতিবিম্ব। এই আত্মা ভাবাতীত অনন্ত শক্তি ধারণ করে। প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকিলে মনুষ্য পরিমিত ও অস্থায়ী—নানাত্ব অবলম্বন করে, কিন্তু মুক্ত হইলে নানাত্ব, অপরিমিত ও চিরস্থায়ী—একত্ব আত্মাতে বিলীন হয়।

অন্বেষণচন্দ্র ও তাঁহার বণিতা অভেদীর নিকট থাকিয়া ঈশ্বরের অনন্ত আধ্যাত্মিক রাজ্যে অভেদী জ্ঞান অর্জ্জনে আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ প্রচুর পীযুষ পান করিতে লাগিলেন।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তেওট।

মনজেল মনজেল চলে চল ভাই।
মনে করোনা আগে মনজেল নাই॥
যত মনজেল যাবে, দুঃখ বিগত হইবে,
সুখাকাশ প্রকাশিবে দিবা রাত্রি নাই!
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব,
ভব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে সদাই॥

রাগিণী সুরট—তাল আড়া।

কেন বাহিরে ভ্রমণ?
ইদং তীর্থ মিদং কার্য্যং নানা ধর্ম্ম সৃজন।
অন্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন।
মত বিশ্বাসের শেষ, কে করিতে পারে শেষ,
বাহ্য গুরু আচার্য্যের নানামত বরিষণ।
নানাত্ব একত্ব হবে, আত্মময় হবে যবে,
আত্মারি স্বর্গেতে হবে তর্ক নরক বিলীন।
অনন্তং সত্যং ধ্যানং, অনন্তং সত্যং জ্ঞানং,
অনন্তং আত্মার শক্তি স্ব শক্তিতে বর্দ্ধন।
হইলে হে জীব শীব, দেখিবে হে সব শিব,
পরম শিবত্ব তত্ত্ব নিয়ত নিধিধ্যাসন।

শ্রীঠাকুর।

সমাপ্তোয়ংগ্রন্থঃ

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা।

শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত!

তৃতীয় সংস্করণ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত
কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

ভূমিকা।

আর্য্যবংশীয় মহিলাগণ! আপনাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইল। ইহা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সর্ব্বপ্রকারে সম্মানিত ও পূজিত হইতেন, এজন্য অদ্যাবধিও এই সংস্কার যে স্ত্রীলোক দেবীস্বরূপ—স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ ভগবতী। পূর্ব্বকালে অঙ্গনাগণের শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা হইত না—প্রকৃত অন্তর শিক্ষা হইত, এই কারণ তাঁহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান ছিল। তাঁহারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক অনেক প্রণালী বিবেচিত হইতেছে কিন্তু আসল শিক্ষা ঈশ্বরকে আদর্শ না করিয়া হইতে পারে না। স্ত্রীলোক যে অবস্থাতেই থাকুন—বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা, সধবা কিম্বা বিধবা, সম্পদে কিম্বা বিপদে, আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে ঐহিক কিম্বা পারত্রিক মঙ্গল বা উন্নতি সাধন কথনই হইতে পারে না। এই সত্যের প্রতি মন নিবেশ করিবার জন্য, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিলাম। আমার প্রাণগত প্রার্থনা এই যে, আপনাদিগের চিত্ত যেন নিরন্তর ঈশ্বরেতে মগ্ন থাকে।

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা।

আর্য্য রাজ্য

আর্য্যেরা উত্তরপশ্চিম হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া বাস করিলেন। বিন্ধ্যাচল ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া বিখ্যাত হইল। ক্রমশঃ দেশ, গ্রাম ও নগরে বিভক্ত হইল ও রাজ্য রক্ষার্থে গ্রাম ও দেশ অধিকার নিযুক্ত হইল। রাজা কতিপয় মন্ত্রী লইয়া প্রত্যেক গ্রামের ও রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। যেরূপ রাজ্য বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, সেইরূপ কৃষি ও বাণিজ্য সর্ব্বস্থানে প্রকাশিত হইল। রাস্তা ঘাট নির্ম্মিত হইল ও শকট, নৌকা ও জাহাজের দ্বারা এক স্থানের বিক্রেয় দ্রব্যাদি অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক পার্থিব কার্য্যে কালযাপন করিত। যে সকল আর্য্য সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন, তাঁহারাই জ্ঞানপ্রকাশক হইলেন, তাঁহারা কেবল ঈশ্বর ও আত্মা চিন্তা করিতেন। সকলের গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। তাঁহারা পরিবার লইয়া প্রতিদিন তিন বার সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা করিতেন। এই সকল উপাসনা একত্রিত হইয়া ঋগ্বেদ নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ বিরচিত হয়। বেদ ছন্দস্ মন্ত্র অথবা সংহিতা ব্রাহ্মণ্যে ও সূত্রে বেদাঙ্গতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণের শেষাংশ আরণ্যক বলে, কারণ তাহা অরণ্যে পঠিত হইত। যাহা বেদের শেষাংশ তাহাকে উপনিষদ বলে, কারণ আচার্য্যের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে হইত। যদিও বেদে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সংস্থাপিত, কিন্তু উপনিষদে ঈশ্বর ও আত্মা যে অশেষ যত্নপূর্ব্বক চিন্তিত ও নিদিধ্যাসিত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের উপদেশ এই—একই ঈশ্বর, তাঁহাকে জান, তাঁহারি উপাসনা কর। আত্মার অমরত্ব লক্ষণ সংস্থাপিত; কিন্তু জীবের পুনর্জন্ম-জন্মান্তরে কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে জাতি ছিল না—পুরোহিত ছিল না—প্রকাশ্য উপাসনার স্থান ছিল না—মন্দির ছিল না—প্রতিমা ছিল না। গৃহস্থ স্বয়ং পরিবারকে লইয়া উপাসনা করিতেন। যে

সকল স্তোত্র উপাসনাকালে পঠিত হইত, তাহা হয়তো পূর্ব্বে রচিত হইত অথবা তৎকালে বিনা চিন্তনে সঙ্গীত হইত। যদি কোন বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের ও পরিবারদের সকলের মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের বৃদ্ধি হয়, সে বন্ধন একত্র ঈশ্বর উপাসনা ক া, তখন সকলের আত্মা আধ্যাত্মিক শৃখলে বদ্ধ হইতে থাকে। অসভ্য দেশে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমতুল্য জ্ঞান করে না—হয় তো কিঙ্করী, নয় তো গৃহবস্তুর স্বরূপ বোধ করে এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিনী না হইলে প্রহারিত অথবা দূরীকৃত হয়। আর্য্যেরা স্ত্রীকে সমতুল্য অর্দ্ধশরীর ও অর্দ্ধ জীবন জ্ঞান করিতেন। স্ত্রী ভিন্ন ঈশ্বর উপাসনা, ধর্ম্ম কার্য্য ও পারলৌকিক ধন সঞ্চয় উত্তমরূপে হইত না। ঋগ্বেদের এক শ্লোকে লেখে, স্ত্রীই পুরুষের গৃহ—স্ত্রীই পুরুষের বাটী। মনুও বলেন স্ত্রী গৃহ উজ্জ্বল করেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। উহাদিগের উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা পতিগ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বেদ পড়িতেন ও পড়াইতেন, জ্ঞানানুশীলনার্থে তাঁহারা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতেন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে যে, মিনা ও বৈতরণী নামে দুই জন ব্রহ্মবাদিনী নারী ছিলেন। হরিবংশে লেখে যে, বরুণার এক তপঃশালিনী কন্যা ছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, মহাত্মা আসুরি আত্ম-জ্ঞানার্থে কপিলের শিষ্য হইয়া শারীরীয় বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। প্রিয় শিষ্য পঞ্চশিখ ঐ কপিলার নিকট ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনার্থে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। গার্গী নাম্নী এক তত্ত্বজ্ঞা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন। মহাভারতে লেখে যে সলভা নামে একটী স্ত্রীলোক দর্শন শাস্ত্র ভাল জানিতেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনীরা জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃত হইতেন। ধ্যানকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের চরমাবস্থা। রঘুবংশে এক ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে। "এই সুতীক্ষ্ণনামা শান্তচরিত্র আর এক তপস্বী ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত হুতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী ও সূর্য্যাভিমুখী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।" আরণ্যকাণ্ডে লেখে "চীরধারিণী জটিলা তাপসী শবরী" রাম দর্শনে অগ্নিতে প্রবেশ করত "আপন বিদ্যুতের * ন্যায় দেহপ্রভায় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে স্থানে সেই সুকৃতাত্মা মুনিগণ বাস করিতেছিলেন, তিনি সেই পুণ্য স্থানে গমন করিলেন।"

যদিও ব্রহ্মবাদিনীরা ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞানানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তথাচ সদ্যোবধূরা পতিগ্রহণ করিয়াও উক্ত জ্ঞানে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অত্রিবংশীয় দুই নারী ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন। উত্তররামচরিতেও লেখে যে অত্রিমুনির বনিতা আত্রেয়ী পথে আসিতেছিলেন, একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? মুনিপত্নী বলিলেন, আমি বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম, সেখানে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা বাস করেন।

---

* বিদ্যুতের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর যাহা উপনিষদ্ ও দর্শন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী অতি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ পান। ঈশ্বরবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদে প্রকাশিত আছে।

সদ্যোবধূরা উত্তম রূপে শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদিগের ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার শিক্ষিত কতিপয় আধ্যাত্মিক সদ্যোবধূর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

উচ্চ সদ্যোবধূ।

দেবহূতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দ্দম মুনির স্ত্রী দেবহূতি স্বামীর বনে গমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "আপনি প্রব্রজ্যার্থে গমন করিতেছেন। আমি কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিব? আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্তে কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক।"

পরে দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল তপোবল দ্বারা "নিরহংকার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিশূন্য ও অব্যাভিচারিণী ভক্তির দ্বারা" ব্রহ্ম লাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি পুত্রের নিকট আসিয়া তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন করেন। কপিল বলেন "আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগ পুরুষের নিঃশ্রেয়সের কারণ, কেননা তাহাতেই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়।" কপিলের উপদেশ জ্ঞানপ্রদ। তৃতীয় স্কন্ধে এই উপদেশ বাহুল্যরূপে লিখিত আছে।

শান্তা।

শান্তার বিবাহ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত হয়। অন্তরউচ্চতা ও সৌন্দর্য্যে তিনি অতুল্য ছিলেন।

কেশিনী।

কেশিনী সাগরকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সত্যানুরাগে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সতী।

সতী শৈশবকালাবধি যোগাভ্যাস ও তপস্যা করিতেন। পতিনিন্দা শুনিয়া যোগবলে আপন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অত্রিমুনির বনিতা অনসূয়া অনেক শাস্ত্র জানিতেন ও অন্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তাহা অরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

কৌশল্যা।

কৌশল্যা দশরথের দ্বারা রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত। "সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, সৎপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায়, ভোজনকালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

সীতা।

সীতা কেবল শরীর ধারণ করিতেন—তিনি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক

চিন্তা পিতৃ আলয়ে হইয়াছিল। তিনি কহেন "সংযতচিত্ত মুনিগণ যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাও আমি কৌমার কালে পিতৃভবনে এক সাধুশীল ভিক্ষুকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহেন পতিই নারীদিগের দেবতা। যে নারী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা ভর্ত্তার অনুসরণ করে, সে ইহ ও পরলোকে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া সুখে সময় যাপন করে। আমি বিবাহকালে স্বামীর করে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার হিতের নিমিত্তে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" বনবাসকালে রামচন্দ্র সীতাকে গৃহে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতা বলিলেন "তোমা ছাড়া হইলে আমি স্বর্গ ছাড়া হইব।" দণ্ডকারণ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে কে না চমৎকৃত হইবে? যে সকল জীব সমাহিত ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা তাড়িত ও অপমানিত হইলেও অন্তর শীতলতা হইতে চ্যুত হন না! ব্রহ্মবাদিনীদিগের ব্রহ্মই লক্ষ্য ও ব্রহ্মলাভের জন্য তপোবলের দ্বারা তমস জীবনকে নির্ব্বাণ করাই সাধনা ছিল, সদ্যোবধূগণ পতিগ্রহণপূর্ব্বক আপন শুদ্ধ প্রেম পতিকে অর্পণ করিয়া পরলোকউন্নতি সাধন করিতেন।

সীতা অসতী হইয়াছেন, এই জনরব যখন ঘোষণা হইতে লাগিল, তখন রামচন্দ্র আপন রাজ্যের কুশলার্থে সীতার সহিত আর সহবাস না করিতে পারিয়া তাঁহাকে বনবাসে দিলেন। এই মর্ম্মবেদনা পাইয়াও সীতার ভাব রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

সাবিত্রী।

সাবিত্রীর আধ্যাত্মিক ভাব অল্প ছিল না। সত্যবানকে বনে দেখিয়া মনেতে বরণ করিলেন, তিনি এক বৎসরের মধ্যে মরিবেন এই সংবাদ নারদমুখে শুনিয়া ও পিতা মাতা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। যখন শ্বশুরগৃহে গমন করিলেন, তখন তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আপন অলঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক, শ্বশুর ও শাশুড়ীর ন্যায় বল্কল ধারণ করিলেন। এই সকল কার্য্যেতে দেদীপ্যমান হয় যে, যাঁহারা আত্মজ্ঞ হয়েন, তাঁহারা নশ্বর বস্তু ও ভাব হইতে অতীত —তাঁহারা মনন্ময়ী অবস্থার উপরতিতে পূর্ণ হয়েন।

দময়ন্তী।

দময়ন্তীও পতিপরায়ণা ছিলেন। সকল কামনা পতিতে পর্য্যবসান করত পতিতে মগ্ন হইয়া আত্মলাভ সাধন করিতেন।

পতি সত্বেই হউক আর পতি বিয়োগেই হউক, সাকার কিম্বা নিরাকার পতি অবলম্বনে পূর্ব্বকালীন অঙ্গনারা আত্মার উদ্দীপন করিতেন। দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছেন, —অরণ্যে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা—অর্দ্ধবস্ত্রপরিধানা, তথাচ নিমেষমাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে পর্য্যটন পূর্ব্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।

শকুন্তলা।

শকুন্তলার উচ্চ শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার পালক পিতা কহেন—"কন্যা ঋণ স্বরূপ—উৎকৃষ্ট দুর্ম্মূল্য রত্ন—পিতারই গচ্ছিদ্ধন।" রাজা দুষ্মন্ত

কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর শকুন্তলার এক পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন—রাজন্! আমি তোমার ভার্য্যা ও এই বালকটী তোমার পুত্র। রাজা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন রাজন্! ভার্য্যাকে অবহেলা করিও না—"ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পিতার স্বরূপ—আর্ত্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রামস্থান স্বরূপ—আর সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না।"

গান্ধারী।

গান্ধারী আপনার স্বামীর অন্ধতা জন্য আপন চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে আপনার স্বামীর নিকট পুত্রদিগের অধর্ম্ম আচরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের কথনই জয় হয় না।"

কুন্তীর মনের ভাব কিরূপ ছিল তাহা তাঁহার উপদেশেতে প্রতীয়মান। দ্রৌপদী যখন বনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলেন —"দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না। তুমি স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারবতী, তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে। অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তোমাকে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে। কৌরবেরা পরম ভাগ্যবান, যেহেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি সর্ব্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গমন কর।"

উদেযাগ পর্ব্বে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "লোকে সৎস্বভাব দ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন বা বিদ্যার দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না।"

বীরের কন্যাই বীর-ভাব প্রকাশ করেন। কুন্তী বলিলেন—"হে কেশব। তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয়কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি তোমরা এই সময়ে বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে; তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব; সময়ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়।" তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব এই উপদেশে প্রকাশ হইতেছে—"আমি পুত্রগণের নির্ব্বাসন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্য্যোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর অপমান করিতেছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্য ফলে সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ সুখ সম্ভোগ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।"

দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী শৈশবাবস্থায় পিতার ক্রোড় হইতে আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষাবিষয়ে মহাভারতে এইরূপ বর্ণন

—"অনন্তর দ্রুপদ রাজা আলেখ্য রচনা ও ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণ সন্নিধানে অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদ মহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয় কার্য্য সমাধান করিবার নিমিত্ত দ্রুপদ রাজাকে অনুরোধ করিলেন।" পাণ্ডবদিগকে বিবাহ করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া অনেক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন—অভ্যাগত অতিথি এবং দাস দাসীদের ভোজন পরিচ্ছদ বিষয়ে তত্ত্ব করিতেন। গোশালা ও মেষশালা আপনি দেখিতেন। কোষ তাঁহার অধীনে ছিল, ও আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতেন। যে সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি বিনীত ও শান্তভাবে করিতেন। তিনি কহিতেন যে, জীব নিষ্কাম না হইলে মুক্তি পায় না। যখন তিনি বনে ছিলেন, তখন তাঁহার সত্যভামার সহিত পতি বশকরণ বিষয়ক কথোপকথন হয়। তিনি কহেন, "আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করিয়া অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া এক মুহূর্ত্ত অসুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্তে প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।"

সুভদ্রা।

সুভদ্রা অর্জ্জুনকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু সমরে প্রাণত্যাগ করিলে তিনি যে বিলাপ করেন, তাহাতে তাঁহার পারলৌকিক উচ্চ ভাব প্রকাশ হয়। "সংশিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারিবর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য, ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সত্য সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত যজ্ঞানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদিগের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট বিপন্ন পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা মাতা পিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যাঁহারা গত মৎসর হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, নিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমার সেই গতি হউক।"

রুক্মিণী।

ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। "হে নরশ্রেষ্ঠ! কুল

শীল রূপ বিদ্যা বয়ঃ ধন সম্পত্তি ও প্রভাব দ্বারা উপমা রহিত এবং নরলোকের মনোভিরাম যে তুমি, তোমাকে কেন কুলবতী বুদ্ধিমতী কন্যা বিবাহবাসরে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ না করিবে ? অতএব আমাতে দোষের শঙ্কা কি ? হে বিভো! সেই হেতু আমি তোমাকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং আমায় তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি, অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নী স্বীকার কর। হে অম্বুজাক্ষ! তুমি বীর, আমি তোমার বস্তু; চেদিরাজ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, শীঘ্র আসিয়া তাহা কর। আমি যদি পূর্ব্বজন্মে পূর্ত্তকর্ম্ম বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বা পর্ব্বাদি দান বা তীর্থপর্য্যটনাদি বা নিয়ম ব্রতাদি কিম্বা দেব বিপ্র গুরু অর্চ্চনাদি দ্বারা নিয়ত ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন, দমঘোষ পুত্র প্রভৃতি অন্য ব্যক্তি না করুক। হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি গোপনে বিদর্ভে আগমন পূর্ব্বক সেনাগণে পরিবৃত হইয়া চেদিরাজ ও মগধ রাজের বল সমুদয় নির্ম্মন্থন কর; হঠাৎ বীর্য্য স্বরূপ শুল্ক দ্বারা ব্রাহ্ম বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। যদি বল তুমি অন্তঃপুরমধ্যচারিণী, অতএব তোমার বন্ধুগণকে নিহত না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব ? তাহার উত্তর বলি। বিবাহ পূর্ব্বদিনে মহতী কুলদেব যাত্রা হইয়া থাকে, যে যাত্রায় নববধূ পুরীর বাহিরে অম্বিকার মন্দিরে গমন করিতে হয়, অতএব অম্বিকার মন্দির হইতে আমাকে হরণ করা অতি সুকর।"

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, চিন্তা প্রভৃতি বিখ্যাত পতিব্রতা। পতিব্রতা ধর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগের এত আদরণীয় যে নীচ জাতীয় নারীরা এ ধর্ম্ম অভ্যাস করে। ফুল্লরা, খুল্লনা প্রভৃতি নারীরা পতিপরায়ণা ছিলেন, ঈশ্বরেতেই আত্মা অর্পণ করিলে জীবন নানা শুদ্ধভাবে পূর্ণ হয়। কেহ নিরাকার ব্রহ্ম কেহ সাকার ব্রহ্ম অবলম্বন করে। কিন্তু নিরাকার হউক অথবা সাকার হউক, অন্তরে অভ্যাসের বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে থাকে। যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের অনেক কার্য্য স্বভাব বশতঃ বা সংস্কারাধীন হইতে পারে, অথবা এমন হইতে পারে যে সাকার উপাসনা নিরাকার ভাবের সোপান।

অহল্যাবাই।

অহল্যাবাই মহারাষ্ট্র দেশে মালহর রায়ের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও কন্যা ছিল। পুত্রের বিয়োগ হইল, ও কন্যার স্বামীর কাল হওয়াতে তিনি সহমরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যাবাই কন্যাকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কথা শুনিলেন না। মাতা তখন শান্ত হইয়া কন্যার সহমরণ বসিয়া দেখিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে অহল্যাবাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া রাজকার্য্য করিতেন। প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করণানন্তর গ্রন্থাদি পাঠ শুনিতেন, পরে ব্রত নিয়মাদি সাঙ্গ করিয়া দান করিতেন। মৎস্য মাংস খাইতেন না। আহারের পরে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া কেবল গলায় এক ছড়া হীরকের চিক দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন। বেলা

২টা অবধি ৬টা পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রজাদিগের প্রাণ ও বিষয় রক্ষা করা ও তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প কর লওয়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী ছিলেন; এজন্য তাহাদিগের সকলের কথা আপন কর্ণে শুনিয়া হুকুম দিতেন। ৬ টার পর তিনি আত্মোন্নতিতে নযুক্ত থাকিতেন। পুরাণ শ্রবণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বলিতেন ঈশ্বরের নিকট আমার সর্ব্ব কার্য্যের জবাব দিতে হইবে, এজন্য তাঁহার অভিপ্রায়ের কিছু যেন অন্যথা করা না হয়।

তিনি সত্যকে আদর করিতেন ও তোষামদকে ঘৃণা করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া এক পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি ঐ পুস্তক নর্ম্মদা নদীতে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন ঈশ্বরপরায়ণা নারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার বিষয় কার্য্যে পরিষ্কার বুদ্ধি ছিল। তিনি উত্তম উত্তম কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য ৩০ বৎসর নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল—কাহার সহিত বিবাদ কলহ ও যুদ্ধ হয় নাই। অহল্যাবাই অনেক মন্দির, ধর্ম্মশালা, দুর্গ, কূপ ও রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া কেবল মানব জাতিতে ছিল না। পশু পক্ষীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা ছিল। পশু পক্ষী ও মৎস্যের আরাম জন্য তিনি অনেক যত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সংযুক্তা।

সংযুক্তা রাজপুত্রবংশীয় জয়চাঁদ রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি পৃথুরাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথু হস্তিনার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন ও অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা দিল্লী আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পৃথুপত্নী স্বামীকে বলিলেন—"উত্তমরূপে মরিলে চির জীবন লাভ হয়। আপনার বিষয় চিন্তা করিও না—অমরত্ব চিন্তা কর। তুমি শত্রুর মস্তক ছেদন কর। পরকালে আমি অর্দ্ধ অঙ্গ হইব।" পৃথু যুদ্ধে গমন করিলেন। যুদ্ধের ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার নারী বলিলেন, পতিকে আর আমি এখানে দেখিতে পাইব না—তাঁহাকে স্বর্গে দেখিব। এই বলিয়া আপনি অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন।

ক্ষত্রিয় নারীদিগের বীরভাব।

ক্ষত্রিয় নারীরা বীরভাবে অনুরাগিনী ছিলেন। স্পার্টা দেশে মাতা পুত্রকে যুদ্ধে গমনকালীন বলিতেন, দেখিও পুত্র! রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিও না। হয় তো জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিও, নতুবা তোমার মস্তক যেন চর্ম্মোপরি আনীত হয়। রাজপুত্র যদুবংশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বংশীয় অঙ্গনারা বীরভাব প্রকাশ করিতেন। উদয়পুরের রাণার কন্যা স্বামীকে যুদ্ধে পলায়ন করিয়া আসিতে দেখিয়া দ্বাররক্ষককে বলিলেন, দ্বার বন্ধ কর ও স্বামীকে বলিলেন আপনার কর্ত্তব্য এই ছিল, হয় যুদ্ধে জয়ী হওয়া নয় যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা—পলায়ন করা কাপুরুষের কার্য্য। বুন্দি রাণী যুদ্ধে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

দ্রোণপর্ব্বে ভীম অর্জ্জুনকে এই বলিয়াছিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় কামিনীরা যে কার্য্য সাধনের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করেন, এক্ষণে সেই কার্য্য সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের অন্য প্রকার শিক্ষা।

কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকেরা ভূর্জ্জপত্রে লিখিতেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা নানা বিষয়ে হইত। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী, পাটী-গণিত ও লীলাবতী গ্রন্থ লেখেন। মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী তত্বজ্ঞানী ছিলেন, কারণ যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিতণ্ডা হয়, তখন তিনি মধ্যস্থ হয়েন। বিদ্যতমা কালি-দাসের স্ত্রী ছিলেন, তিনিও বিদ্যাবতী ছিলেন। মিহিরের স্ত্রী খনা জ্যোতিষ বিদ্যা ও তাঁহার বচনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মিরা বাই চিতোরের রাণী বড় কবি ছিলেন। তিনি জয়-দেবের ন্যায় মিষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজার স্ত্রী পদ্মাবতী, চৌষট্টি শিল্প ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা জানিতেন।

মালাবারে চারি জন সহোদরা স্ত্রীলোক বিখ্যাত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে আভির সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি নীতি কাব্য ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক লেখেন। ঐ সকল পুস্তক পাঠশালাতে পাঠ্য পুস্তক হইয়াছিল। তিনি ভূগোল, চিকিৎসা, কিমিয়া ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য ভগিনীরা নীতি ও অন্যান্য বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কাশীতে হটি বিদ্যালঙ্কার নামে এক জন বিখ্যাত স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি স্মৃতি ও ন্যায়জ্ঞ ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূদিগের যেরূপ শিক্ষা হইত, তাহা উল্লিখিত হইল। ঈশ্বর তাঁহা-দিগের জীবনের উদ্দেশ্য;—ব্রহ্মানন্দের জন্য তাঁহাদিগের ধ্যান, জপ ও সর্ব্ব প্রকার অন্তর অভ্যাস হইত। আয়, ব্যয়, শান্তিরক্ষা, পাক করা, আতিথ্য করণ ইত্যাদি গৃহকার্য্য যাহা দ্রৌপদী সত্যভামাকে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছিলেন, সদ্যোবধূরা সেই সমস্ত গৃহকার্য্য বিশেষরূপে জানিতেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকেরাও নানা প্রকার বিদ্যা শিখি-তেন। দশকুমারে লেখে যে স্ত্রীলোকেরা বিদেশীয় ভাষা, চিত্রকরা, নৃত্য বিদ্যা, সঙ্গীত, নাট্যশালায় অভিনয়করণ, আয় ব্যয় বিষয়ক, তর্কবিদ্যা, গণনা বাক্য-বিন্যাস, পুষ্পবিদ্যা, সৌগন্ধ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণ, জীবিকা নির্ব্বাহক —অর্থকরী বিদ্যা ইত্যাদি শিখিতেন। কাব্য গ্রন্থতে চিত্রশালা, নৃত্যশালা ও সঙ্গীতশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্জ্জুন বিরাটের কন্যা-দিগকে নৃত্য ও সঙ্গীত শিখাইয়া ছিলেন। নৃত্য গান ও সমাজে গমন জন্য স্ত্রীলোকেরা মিষ্টরূপে আলাপ করিতেন। বিষ্ণু পুরাণে লেখে যে, অঙ্গনাগণের কথা সুমধুর ও সঙ্গীত স্বরূপ।

কালেতে স্ত্রীলোকদিগের উপনয়ন ও বেদ অধ্যয়ন বিলুপ্ত হইল। পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তক হইল। কালেতে স্ত্রীলোকদিগের নিরাকার ব্রহ্ম লোপ হইলেও ব্রহ্মধ্যান, অনন্ত ও বিস্তীর্ণরূপে না হইয়া পরি-মিত ও সাকার ব্রহ্মেতে চিত্ত অর্পিত হইল। তথাচ স্ত্রীলোকদিগের আত্মার অমরত্ব ও পর-লোকে ব্রহ্মানন্দ ভোগ, এ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে হৃদয়ে বদ্ধ থাকিল। এই কারণ বশতঃ তাঁহা-দিগের অন্তরে যে নির্ম্মল স্রোত বহিতে ছিল, তাহা বহিতে লাগিল। উপনিষদের জ্ঞান-সুধা, পুরাণের ভক্তি-সুধার সহিত মিলিত হইয়া ভক্তির প্রবলতায় আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি হইতে অতীত হয় নাই, সুতরাং ভক্তির প্রাবল্য ও আত্মার অনন্ত জ্ঞানের খর্ব্বতা হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকদিগের সম্মান।

এদেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একভাবে ছিল। বেদেতে, মনুতে ও পুরাণে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনু বলেন স্ত্রীলোক যথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী সমান। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত. সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্বদাই শুদ্ধ। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেখানে দেবতারা তুষ্ট। যে স্থানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত, সেখানে সকল ধর্ম্মের ভ্রষ্টতা।

বিবাহিতা স্ত্রীলোক পিতা কর্ত্তৃক, স্বামী কর্ত্তৃক, ও দেবর, ভাসুর কর্ত্তৃক, সম্মানিত ও পুজিত হওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক "ভবতি ও প্রিয় ভগ্নি বা মাতা" বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্রে পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অগ্রে যাইতে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিঙ্করীকে "ভদ্রে" বলিয়া ডাকিতেন। অন্তঃসত্বা স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত; অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক নিষেধিত না হইলে, কথোপকথন করিতে পারিত। কিন্তু স্বামী বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী অন্যের বাটীতে উৎসব ও যেখানে বহুলোকের সমাগম, সেই সকল স্থানে না যাইয়া আপন গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজারা স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ভারত, রামচন্দ্রের নিকট বনে গমন করিলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মানপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাক তো?" যখন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজ্যেতে দুঃখিনী অঙ্গনারা তো উত্তমরূপে রক্ষিত হয় ও রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরা তো সম্মান পূর্ব্বক গৃহীত হয়?" স্ত্রীলোক, রক্ষকবিহীনা হইলে রাজা দ্বারা রক্ষিত হইতেন। মনু কহেন "কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী।" ভীষ্ম কহেন—মাতা ইহ ও পরলোকের মঙ্গলকারিণী। পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধি; আধ্যাত্মিকতা অর্জ্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী নাই। মনু ও রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক আপন শুদ্ধমতিতেই রক্ষিত হয়, বদ্ধ থাকিলে রক্ষিত হয় না কথাসরিতসাগরে এক গল্পে লেখে যে, যখন এক বর কন্যা বিবাহ করিয়া আসিলেন, কন্যা কহিলেন—দ্বার উদ্ঘাটন কর, বন্ধুবান্ধবের সমাগম হউক। স্ত্রীলোক অন্তর বলেতেই রক্ষিত হয়। বন্ধনের আবশ্যক নাই। ডাক্তার উইলসন আমাদিগের ভাষা ও শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুজাতীয় মহিলাগণ যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এরূপ আর কোন প্রাচীন জাতিতে হয় নাই। স্ত্রীলোক সকল নাটকে কবিতাতে উৎকৃষ্ট ও উচ্চরূপে বর্ণিত। তাহারা পুরুষদিগের নিয়ামক ও পুরুষেরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিত।

পুনর্ব্বিবাহ, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য।

ঋগ্বেদের সময় সহমরণ ছিল না; যিনি বিধবা হইতেন, তিনি স্বামীর মৃতদেহের সহিত কিয়ৎকালের জন্য স্থাপিত হইয়া উঠিয়া আসিতেন। পরে তিনি অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ঋষিরা বিধবা বিবাহ করিতেন। অনন্তর বিধবার পুনর্ব্বিবাহ পতিপরায়ণা নারীদিগের বিষতুল্য জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন বৈবাহিক বন্ধন কেবল ঐহিক বন্ধন নহে—ইহা ঐহিক ও পারলৌকিক বন্ধন। পতি সাকার হউক বা নিরাকার হউক, সেই

পতির সহিত মিলিত হইয়া, লোকান্তরে দুই জনে উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অতএব এই বিশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া পশুবৎ ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক, পশুবৎ হইয়া অধোগতি প্রাপ্তির কি আবশ্যক? বৈবাহিক বন্ধনে স্ত্রী ও স্বামী, পরস্পরের অর্দ্ধেক শরীর, অর্দ্ধেক জীবন, অর্দ্ধেক হৃদয়। এইরূপ চিন্তা সতীর হৃদয়ে মস্থিত হইলে, সহমরণের প্রথা প্রচলিত হইল। বিধবার এই বাসনা যে, স্বর্গে স্বামীর সহিত বাস করাই শ্রেষ্ঠ কল্প ও তাঁহার সহযোগে, তাঁহার পিতৃ মাতৃ-কুল:পবিত্র করা, উচ্চ কার্য্য। বিধবারা শারীরিক ও মানসিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আত্মবলে বলীয়ান হইয়া, আত্মার চক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মাহাত্ম্য দৃষ্টি করত—চিতারূঢ় হইয়া, দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পট্টবস্ত্রপরিধানা—কপালে সিন্দুর, হস্তে বটশাখা, রসনা ধ্বনি করিতেছে—"হরে-র্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্—এ জগৎ মিথ্যা—আমার পতিই আমার সর্ব্বস্ব—যে রাজ্যে তিনি আছেন, আমি সেই রাজ্যে যাই। সত্যং সত্যং সত্যং।" এই ধ্যান ও এই গভীর ভাব :প্রকাশে, সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন হইত ও দগ্ধ হইবার অগ্রে নারীর আপন আত্মা ইচ্ছাবলে, শরীর ও মন হইতে বিভিন্ন হইত।

কিয়ৎকাল পরে মনু এই বিধি দিলেন যে, বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য উত্তম কল্প, কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয়, সহিষ্ণুতা অভ্যাসিত হইতে হইতে আত্মার উন্নতি সাধন হয়। যদবধি পতি ছিল, তদবধি পতির সহিত এক মন, এক প্রাণ, এক শরীর হইয়া থাকাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পতির প্রীত্যর্থে, ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে নিরাকার পতিকে হৃদয়ে আনয়ন করা হয় ও অভ্যাস নিষ্কাম ভাবে পরিচালিত হইলে আত্মার বল ও শক্তির বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

বিবাহ।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা পতিমর্য্যাদা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইলে বিবাহ করিতেন না। শাস্ত্রে লেখে "কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্ম শাসনে অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।" যে সকল সন্তোবধুর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা যৌবনাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবক ও যুবতী পরস্পর সন্দর্শন করিয়া ও পরস্পরের স্বভাব,চরিত্র, গুণ ইত্যাদি জানিয়া, পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে বিবাহ করিতেন। রামচন্দ্রের বনবাস কালীন অযোধ্যা সর্ব্বপ্রকারে নিরানন্দে মগ্ন ছিল। বাল্মীকি লেখেন, যে সকল উদ্যানে যুবক ও যুবতী আমোদার্থে ও পরস্পর সন্দর্শনার্থে গমন করিতেন, তাহা এক্ষণে শূন্য রহিল।

ক্ষত্রিয়েরা বীরত্ব সম্মানার্থে কন্যাকে স্বয়ম্বরা করিয়া বিশেষ বিশেষ পণ করিতেন। রাম, ধনু-র্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। অর্জ্জুন, লক্ষ্য ভেদ করত দ্রৌপদী লাভ করেন। স্বয়ম্বর সভায় কন্যা, ধাত্রীর নিকট সকলের পরিচয় পাইয়া ও রূপ দেখিয়া, যাঁহার প্রতি মনন করিতেন, তাঁহার গলায় বরমাল্য দান করিতেন।

রঘুবংশে ৬ষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর ও নৈষধের ২১ সর্গে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বিবরণ লিখিত আছে।

পূর্ব্বে কন্যা, স্বয়ম্বরা না হইয়াও ইচ্ছামত পাত্রে পাণি প্রদান করিতেন যথা—সাবিত্রী, দেবযানি, রুক্মিণী, সুভদ্রা ইত্যাদি। দশকুমারে লেখে যে, কন্যা সুশিক্ষিত হইয়া আপন স্বেচ্ছা-ক্রমে বর গ্রহণ করিতেন।

বিবাহ অষ্ট প্রকার ছিল।

১। ব্রাহ্ম—সুপাত্রে কন্যা দান।

২। দৈব—পুরোহিতকে কন্যা দান।

৩। ঋষি—দুইটা গরু পাইয়া কন্যা দান।

৪। প্রাজাপত্য—সম্মান পূর্ব্বক কন্যা দান। পিতা এই আশীর্ব্বাদ করিতেন—বর কন্যা তোমরা দুইজনে মিলিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্ম করিবে।

৫। আসুর—ধন পাইয়া কন্যা দান।

৬। গান্ধর্ব্ব—বর ও কন্যার স্বেচ্ছামতে বিবাহ।

৭। রাক্ষস—কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ;

৮। পৈশাচ—কন্যা নিদ্রিত, উন্মত্ত অথবা ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে, তাহার সহিত বিবাহ।

প্রথম ছয় ব্রাহ্মণদিগের, শেষ চারি ক্ষত্রিয়দিগের, ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রকার বিবাহ অন্যান্য শ্রেণীর জন্য বিধিত হইয়াছিল।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা নিম্ন জাতিকে বিবাহ করিতে পারিত। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিত।

ব্রাহ্মণের কন্যা, নীচ জাতিকে বিবাহ করিলে তাহাকে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। তিনি স্বামীর সহিত সকল বৈদিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী ভার্য্যা হইলে, তিনি সকল বৈদিক কার্য্যে গৃহীত হইতেন না। ব্রাহ্মণের নানা বর্ণীয় স্ত্রী থাকিলে, উপাসনা প্রভৃতি তাহাদিগের বর্ণানুসারে হইত। যদি কোন স্ত্রী, উচ্চ জাতীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিত তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইত আর নীচ জাতীয় লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বাটীতে রুদ্ধ থাকিতে হইত। এই নিয়ম কতদূর প্রবল ছিল, তাহা বলা কঠিন, কারণ অসবর্ণ বিবাহ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

উত্তম স্ত্রীর লক্ষণ, মনু বলেন—জ্ঞান, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, মৃদুবাক্য, ও নানা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা। এবম্প্রকার অঙ্গনা, রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েন। মনু ও ভীষ্ম বলেন যে, নীচ জাতিতে উত্তম স্ত্রীলোক থাকিলে, তিনিও উচ্চ জাতি দ্বারা গ্রহণীয়। বিবাহে কন্যার সম্মতির আবশ্যক হইত। বিবাহ কালীন, বর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তোমাকে কে দিতেছেন—প্রেম অথবা আপন ইচ্ছা? উত্তর-প্রেম দাতা প্রেম গৃহীতা। তাহার পর, বর বলিতেন—তোমার চিত্ত আমার চিত্ত হউক। বিবাহের এক নিয়ম এই যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি শুদ্ধাচার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বৈবাহিক শপথ রক্ষা করিবেক। রণে, যদ্যপি রাজা শত্রুর কন্যাকে জয় লাভ করিয়া আনিতেন, তথাপিও তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে কোন কোন বিদুষী এই পণ করিতেন, যাঁহারা তাহাদিগকে পাণ্ডিত্যে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের গলায় তাহারা বরমাল্য অর্পণ করিবেন। এ কারণ স্ত্রী লাভ করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইত। ক্রমে বিদ্যার অনুশীলন এতদূর হইয়াছিল যে, কোন কোন রাণী পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিতেন। কর্ণাটের রাণী এইরূপ বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন ও কাশ্মীরের রাণী সামদেবকে কথাসরিৎসাগর লিখিতে আদেশ করেন। এক বিবাহ শ্রেয়ঃকল্প ও বহুবিবাহ করা শ্রেয়ঃকল্প নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে লেখে, এক পত্নী গ্রহণই উৎকৃষ্ট প্রথা ও উচ্চগতিপ্রদ—স্ত্রীর নামই ধর্ম্মপত্নী, কারণ স্ত্রীর সহিত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনে পুরুষ নিযুক্ত থাকিবে। এক পত্নী হইলে, পুরুষ তাহাকে আপন হৃদয় সম্পূর্ণরূপে

অর্পণ করিয়া তাহার সহিত বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়ী-ভূত করিবেক। অবশেষে, স্মৃতিকারকেরা এই ধার্য্য করিলেন যে, স্ত্রী সুরাপায়ী, অধার্ম্মিক, মন্দকারিণী, অপ্রিয়া, বন্ধ্যা, চিররোগী অথবা অপব্যয়ী হইলে, অন্য স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী ধার্ম্মিকা ও পীড়িতা হয়েন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় বিবাহ হইত।

স্ত্রীলোকের বাহিরে গমন।

ঋগ্বেদে প্রকাশ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা সালঙ্কৃতা হইয়া উৎসব ও বিত্তানুরঞ্জন সভাতে গমন করিতেন। মহাবীর চরিতে লিখিত আছে যে, ঋষি কন্যা ও পত্নী সকল, পিতা ও স্বামীর সহিত ভোজে ও যজ্ঞে গমন করিতেন। মনু-সংহিতা পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালায় ও উৎসবে গমন করিতেন। প্রকাশ্য স্থানে মঞ্চোপরি স্ত্রীলোক বসিয়া মল্লযুদ্ধ ও বাণ শিক্ষা ইত্যাদি দেখিতেন। কি মৃগয়ায়, কি, যুদ্ধস্থানে, কি শব-সংকারে, কি যজ্ঞস্থানে, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-কালীন দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা পাণ্ডবদিগের শিবিরে ছিলেন। দ্রৌপদীর বিবাহ বিবেচনার্থে দ্রুপদের সভায় কুন্তী উপস্থিত থাকিয়া, আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজসূয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ে নারীরা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল ও যুবতীরা সভার মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইয়াছিলেন।

রাণীদিগের রাজ্য:গ্রহণ।

প্রকাশ্য সভাতে, রাণী রাজার বামদিকে সিংহাসনে বসিতেন। রাজপুত্র না থাকিলে রাজকন্যা সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন। প্রেমদেবী নামে একজন রাজবংশীয় নারী দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নেপালে, তিন জন অঙ্গনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজকার্য্য করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রলক্ষ্মী অতি উচ্চ ছিলেন। সিংহলেও কয়েকজন রাণী রাজকার্য্য করিয়াছিলেন, এবং মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাই রাজকার্য্য করেন। তাঁহার সংক্ষেপ বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

পুরাণে, স্ত্রীরাজ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। হিথথোফ নামে একজন চীন ভ্রমণকারী এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি কহেন—যেখান হইতে গঙ্গা ও যমুনা নামিতেছে, তাহার নিকট স্ত্রীরাজ্য, ঐ রাজ্য স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত হইত। মালদ্বীপ, একজন রাণীর দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল।

পরিচ্ছদ ও গমনাগমন।

এখানকার রাজস্থানের নারীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ বৈদিক সময়ে অঙ্গনাদিগের ছিল। ঘাগরা, কাঞ্চুলি ও চাদর। চাদরে মস্তক অবধি ঢাকা থাকিত। সীতা যখন রাবণ কর্তৃক হৃত হন, তখন তাঁহার মস্তকের আবরণ, চিহ্ন রাখিবার জন্য ভূমিতে ফেলিয়া দেন। যখন জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তখন তিনি তাঁহার ঘাগরা ধারয়া ছিলেন। মনু বলেন—স্ত্রীলোক বাহিরে গমন করিতে গেলে, শরীরের উপরে পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া যাইবেক না। ঋগ্বেদে এক সূত্রেতে প্রকাশ হইতেছে যে, অঙ্গনাগণের মস্তকের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত। মহারাষ্ট্র, কাশী প্রভৃতি দেশে অঙ্গনা-গণের পরিচ্ছদ পূর্ব্ববৎ আছে। পূর্ব্বে কেবল এক সাড়ি পরা প্রথা ছিল না।

পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা রথে, অশ্বে ও গজে আরোহণ করিতেন। অশ্বে আরোহণ করা, বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে।

মাঘ কাব্যে লেখে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজারা আপন আপন অশ্বারূঢ়া মহিষী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

কল্কিপুরাণে লেখে, স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধ করিতেন।

বেদের অনুশীলন কালীন পুরোহিতের সৃষ্টি হইল। ক্রমে, পুরোহিতেরা আপন আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত গুরুর স্বরূপ ; কিন্তু—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভা গুরবো দেবী শিষ্যসন্তাপহারকাঃ॥"

অনেক গুরু আছেন যাঁহারা শিষ্যের বিত্ত অপহরণ করেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণ করিবার জন্য গুরু দুর্লভ।

সকল ধর্ম্মশিক্ষক নিষ্কামরূপে শিক্ষা দেন না অথবা সকল ধর্ম্মশিক্ষকও শিষ্যের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন না ; কিন্তু অনেকেই আপন ক্ষমতাতে উন্মত্ত হয়েন। সেইরূপ বৈদিক পুরোহিত প্রতাপান্বিত হওয়ায় সাধারণ সমাজের ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র ও জনক বেদের দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি তিনি বেদের লেখকদিগকে ভাঁড়, বঞ্চক ও ভূত বলিলেন ও ব্রাহ্মণেরাও অন্ত্যজ রূপে বর্ণিত হইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ মতের সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগকে মাংশাসী, মদ্যপায়ী ও জাতি অনুরাগী দেখিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত অহিংসা পরমঃধর্ম্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক—যাহা আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তাহা তাহাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র সংলগ্ন হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বলিল যে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ—যোগ ও ধ্যান ইহার পথ। এই উপদেশ শুনিয়া বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন হইতে গৃহীত। সাংখ্যদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরা প্রথমে নিরীশ্বর ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য একই। যাহাকে হিন্দুরা জীবন্মুক্তি বলেন তাহাকেই বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ কহেন। এই অবস্থাতেই ভবনদী পার—এই অবস্থাতেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও অন্তর জ্ঞান পূর্ণ—এই অবস্থাতেই স্থূল শরীর বিগত ও সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন। পূর্ব্বে ভারতভূমি ব্রহ্মবাদিনীও সদ্যোবধুর দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়াছিল ; এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা দেখিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হিংসা ও দ্বেষ শূন্য, এবং অনেকেই ঐ ধর্ম্ম মতাবলম্বী হইলেন। মহা প্রজাপতি অশোক রাজার কন্যা, ও অনেক স্ত্রীলোক এই ধর্ম্মের অনুগামিনী হইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় পুরুষের সহিত বিচার করিতেন। যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন, তখন স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত বাহিরে যাইতেন।

মুদ্রারাক্ষসে, চন্দ্রগুপ্তের এই কথা লেখে—"নগরীয় লোকেরা আপন আপন বনিতা সঙ্গে লইয়া, আমোদার্থে বাহিরে আইসে না কেন?"

বৌদ্ধ নীতি গ্রন্থে লিখিত আছে—উত্তম স্ত্রী মাতা, ভগিনীও সখী স্বরূপ। লঙ্কাদ্বীপ হইতে, বৌদ্ধ নারীরা বিবাহার্থে ভারতবর্ষে জাহাজে আসিতেন।

রাণীদিগের গৃহ।

যে প্রকার গৃহে রাণীরা থাকিতেন; তাহার সবিশেষ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়।

"কোন স্থানে শুক ও ময়ূরগণ ক্রীড়া করিতেছে, কোন স্থানে বক ও হংসগণ শব্দ করিতেছে, কোন স্থান নানাপ্রকার লতা দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে, কোন স্থান চম্পক ও অশোক প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোন স্থান বা নানা বর্ণরঞ্জিত চিত্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে, কোন স্থান বা উৎকৃষ্ট গজদন্ত রজত ও সুবর্ণময় বেদি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে কোন স্থানে বা সতত বিরাজমান পুষ্পফল পরিশোভিত বৃক্ষ সকল ও মনোহর সরোবর সকল শোভা পাইতেছে, কোন স্থান বা পরমোৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত রজত ও স্বর্ণময় আসনে এবং উত্তম উত্তম উপাদেয় অন্ন পানীয়ে সুশোভিত হইয়াছে।"

দায়াদি।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে দায়াদি নিয়মাবলী হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাহাদিগের সম্পত্তি বিভাগের অংশ বড় অল্প হয় নাই। অবিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। তুল্যাতুল্য মাতৃধনের বিভাগ হইবে। বিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। মাতা, স্বামীর বিষয় তাঁহার পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। এইরূপ কন্যা, ভগিনি, স্ত্রী, মাতা, পিতামহীদিগের মধ্যে দায়াদি সম্পত্তি বিভক্ত হইত।

স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্পত্তি স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইত। স্ত্রীলোকের ধন কেহ হরণ করিলে ঘৃণাস্পদ হইত। যদি স্ত্রীলোকের দ্রব্য অপহরণ অথবা তাহার প্রাণ নাশ করিতেন, তাহার প্রাণ দণ্ড হইত। অবিবাহিতা স্ত্রী অথবা বিবাহিতা স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি, কেহ দোষারোপ করিলে দণ্ডনীয় হইত। স্ত্রীলোকের রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত।

চৈতন্য।

চৈতন্যের অনেক স্ত্রীশিষ্য ছিল। স্ত্রী-পুরুষেরা এক বাটীতে থাকিয়া, তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চৈতন্যের শিক্ষা—ভক্তিভাবক, স্ত্রীলোকেরা ঐ শিক্ষা পাওয়াতে অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের মাতা উচ্চ স্ত্রীলোক ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার এইরূপ বর্ণন আছে।

"জগন্নাথের ব্রাহ্মণী তেঁহ, মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ, যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা তা সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্র সম স্নেহ করে সন্ন্যাসী ভোজনে॥"

উপসংহার।

আর্য্য জাতীয় মহিলাগণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাহাদিগের শিক্ষা, আচার ও ব্যবহার আধ্যাত্মিক—যাহা কিছু শিখিতেন ও করিতেন তাহা ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেন—ইহা পৌত্তলিক অথবা অপৌত্তলিক ভাবে হইতে পারে কিন্তু অন্তর অভ্যাসের ফললাভ অবশ্যই হইত। এইরূপ অভ্যাস বহুকালাবধি হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্য সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়মাদি ও পতিপরায়ণত্ব অনুষ্ঠিত হইত। [illegible]ভাবই আত্মার প্রকৃত বল।

"ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা অবিনাশী পরম-ব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।" গার্গীর এই উপদেশ "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং'—যাহার দ্বারা অমৃত তত্ত্ব না পাইব, তাহা লইয়া কি করিব? উক্ত বেদ প্রেরণা ও উপদেশ হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে যেন মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, বাহ্য আড়ম্বরীয় বা অনু-করণীয় শিক্ষা তাহাদিগের চিত্তে বিতৃষ্ণারূপ প্রবেশ করে ও অনাদর পূর্ব্বক গৃহীত হয়। যে উপদেশ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলজনক না হয়, যে উপদেশে ও অভ্যাসে আত্মার শান্তপ্রকৃতি উদ্দীপন করে না—সে উপদেশ ও অভ্যাস হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে স্থায়ী হয় না। যেরূপ স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ও অন্তর যেরূপ আধ্যাত্মিক সলিলে ধৌত হইতেছে, সেইরূপ উপদেশ না পাইলে কখনই গৃহীত হইবেক না।

বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরঃপরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশ্বর পরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্য এদেশের মহিলাগণ পূর্ব্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে? ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্য্য জাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বর পরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্ব্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় সম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর, ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। বিষয়ানন্দ, বাসনানন্দ ত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ কর। ধ্যানাৎ পরতরং নহি—ধ্যানের অপেক্ষা কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। ধ্যানই অন্তর যোগ। ধ্যানেতে শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, ও মালিন্যের বিনাশ, আত্মার উদ্দীপন ও ঈশ্বরের সহিত সংযোগ।

ভব-ভাবনা ভেবনা, ভৌতিক ভাবনা,
ভাব ভাব ভাবাতীত, যিনি নাশেন ভাবনা।

সম্পূর্ণ।

আধ্যাত্মিকা।

শ্রীপ্যারাচাঁদ মিত্র প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত

কলিকাতা।

PREFACE.

I was born in the year 1814 (12th July) corresponding with the Bengali era 1221 (8th Sravan). While a pupil of the Patshala at home, I found my grandmother, mother, and aunts reading Bengali books. They could write in the Bengali and keep accounts. There were no female schools then. Nor were there suitable books for the females. My wife was very fond of reading, and I could scarcely supply her with instructive books. I was thus forced to think how female education could be promoted in a substantial way. The conclusion I came to, was that unless female education were placed on a spiritual basis, it would not be productive of real good. In view to the furtherance of this end, I have been humbly working. In 1860 I wrote the Ramaranjika in Bengali, the contents of which publication are as follow: (I) On Female Education in an intellectual, moral, and industrial point of view, (2) Efficacy of maternal instruction, with notices of the mothers of Sir William Jones, Poet Gray, Bishop Hall George Herbert, and of the influence of Queen Victoria as a mother, (3) Exemplary female benefactresses, with notices of Mrs. Fry, Margaret, Mercer, Hanna More, Florence Nightingale, Mrs. Rowe and Rosa Govana, (4) Female fortitude, with notices of Spartan mothers Cornelia, the mother of the Grachii, Kausalya, Kunti, Sita, Draupadi, &c., (5) Spiritual Culture, (6) Government of the passions (7) Self-examination, with notices of the modes followed by Benjamin Franklin, John Gurney and Pythagoras, (8) On truth and the Shastrical authority strongly inculcating it, (9) On the efficacy of Prayer, on Repentance, &c., (10 Duties of a faithful wife as laid down in the Shastra, (11) Biographica Sketches of distinguished Hindu faithful wives, (12) Duties of the husband, (13) On the former state of the Hindu females considered with reference to education, marriage, &c. (14) On the Japanese women, with notice of a Japanese Lucretia, (15) A Tale showing the excellencies of a good wife, (16) On the paths of Virtue and Vice (Choice of Hercules), (17) A Tale descriptive of the holy life of a holy Hindu woman in adverse circumstances. The favorable review of this work by the Revd. Dr. K. M. Banerjea has been given in the "Spiritual Stray Leaves."

In 1871, I wrote the "Avedi," a spiritual novel in Bengali, in which the hero and the heroine have been described as earnest seekers after the knowledge of the soul, and how by the education of pain they obtained spiritual light. This was followed by an article in the Calcutta Review, Vol. LV, entitled "The Development of the Female Mind in India," in which I described the condition of Hindu females during the Vedic and post-Vedic periods, and shewed that their education was thoroughly moral and ! spiritual, although the classes of females, except

the Brahmabadinis, who never married but devoted themselves to the study of the Soul and God, acquired a knowledge of different sciences and arts; that our females were treated with the highest respect, and that they moved in society. This article was considerably revised, and published in the "Spiritual Stray Leaves," entitled "Culture of Hindu Females in Ancient Times," in which it has been shewn, among other things, that they selected their husbands when they arrived at the marriageable state, and their marriage was more the marriage of souls than the marriage of flesh. I then published a work in Bengali entitled "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" (Condition of Females in ancient times), in which I have given biographical sketches of exemplary Hindu females, and how they attained a holy and pure life, drawing the attention of the present generation to the promotion of spiritual culture.

I beg now to present another work intended specially for the Hindu fair sex, entitled "Adhyatmika," in the form of a novel, the contents of which are as follow; (1) The excellence of female education consisting in the development of the soul, (2) Directions for the development of the soul by pure meditation and Yoga culture, (3) Life of purity and communion with God can only be the result of the soul-state, (4) Power of the soul, internal lucidity, clairvoyance and magnetism as being curative of diseases, (5 Conversation of females on female education social and spiritual, (6) Study of Astronomy calculated to elevate the mind. (7) Directions for the Yoga culture, (8) Humanity to the Brute creation, (9) The death of the Heroine's mother, Her father's adverse circumstances, His death and what she did while in poverty. Her uncommon self-abnegation, serenity and death, (10) On educated natives, Hindu Music, Panchayet and other mundane subjects, (11) The conversation and manners of different classes of people in different circumstances, which may perhaps be useful to foreigners, wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali language.

1919 PEARY CHAND MITTRA.

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

আধ্যাত্মিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার জন্ম।

হরদেব তর্কালঙ্কার ও তাঁহার পত্নী বারাণসীতে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা অনুরাগ, শাস্ত্র আলোচনা, পণ্ডিতদিগের সহিত সংবাস, দুঃখী দরিদ্র লোকের দুঃখ বিমোচন ও পূজা আহ্নিক জপতপে দিবারাত্রি কাল অতিবাহিত হইত। তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। বিষয়বাসনাশূন্য। বাটীর সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে প্রশস্ত ভূমি ছিল তাহাতে অনেক গোপাল, ছাগপাল, মেষপাল ও মহিষপাল থাকিত। মাঠে গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ চরিত। সম্মুখে সরোবর, তাহার স্নিগ্ধবারি মনুষ্য ও পশু সকল পান করিত এতদ্ব্যতীত তর্কালঙ্কারের অন্যান্য স্থানে জমিদারী ছিল। তাহার আয় অল্প নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মনঃপীড়া এই যে সন্তান নাই, বিষয়াদি কে ভোগ করিবে। আচার্য্য, দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষবেত্তাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাগযজ্ঞ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। তর্কালঙ্কার পত্নীর সহিত সর্ব্বদা সহবাস করেন, তাঁহাকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন। মনুষ্যজন্মে নিরন্তর সুখ নাই, সকলই উপর্য্যুপরি, ক্ষণিক, তরঙ্গবৎ। তর্কালঙ্কার ভাবিতে লাগিলেন— এই সাধ্বী স্ত্রী, যাহার হৃদয় ও আমার হৃদয় এক, ইনি যদি প্রসবকালে লোকান্তর যান তবে এই সম্পদে বিপদ ঘটিবে। অথবা যদি পুত্র প্রসব না করেন তবে বংশের নাম কিরূপে রক্ষিত হইবে; এইরূপে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবেন। তাঁহার বনিতা তাঁহার বদন ম্লান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিন্! আপনাকে চিন্তিত দেখিতেছি কেন?" তর্কালঙ্কার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন

—"এ জীবনের এইরূপই অবস্থা. কিন্তু আপনি বিজ্ঞ ও সারজ্ঞানী. আপনার কর্ত্তব্য যে বাহ্য ঘটনা হইতে আপন আত্মাকে অতীত করা ; আর দেখুন যদি আপনাকে রাখিয়া আমি লোকান্তরে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার স্বর্গীয় মৃত্যু হইবে ; পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে দেখিবেন, হয়তো এক কন্যার সম সাত পুত্র হয় না। যে সন্তান সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরপরায়ণ, সেই কুলপাবন সন্তান ও সেই সন্তান বংশ উজ্জ্বল, দেশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী উজ্জ্বল করে।"

স্ত্রীর প্রবোধবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণের যেন আভাষ চৈতন্য কূটস্থ চৈতন্যতে বিলীন হইল।

পল্লিতে অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহাদিগের বনিতা, কন্যা ও পুত্রবধুরা সকলেই ব্রাহ্মণীর নিকট সর্ব্বদা আসিতেছেন। ব্রাহ্মণীকে পূর্ণগর্ভা দেখিয়া তাঁহারা উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য আনিয়া বলিতেন, "আমরা সকলে তোমার গুণে বশীভূত, স্নেহ-উপহার স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছি, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। তোমার চরিত্র আমরা স্ব স্ব গৃহে ভাবিয়া পুলকিত হই. তুমি ধনাঢ্য ব্যক্তির গেহিনী বলিয়া তোমার নিকট আসি নাই, তুমি যে নিষ্কামচিত্তে পরদুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী এজন্য তুমি জগৎকে আকর্ষণ কর।" ব্রাহ্মণী নম্রতা-ভাসমান মুখ অধঃ করিয়া থাকিলেন। বাটীর নিকটস্থ ভূমিতে যে সকল প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলে উল্লাসিত হইল, এত দিনের পর জমিদারের এক পুত্র হইবে—কি আনন্দ !

ক্রমে দশ মাস উপস্থিত, প্রসববেদনা আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণী সূতিকাগৃহে গমন করিলেন। দৌবারিকেরা বন্দুকে বারুদ পুরিয়া খাড়া হইল, নাগরা ও দামামা বাজিতে লাগিল, তুরি ভেরী হস্তে করিয়া বাদকেরা উপস্থিত। জগঝম্প লম্ফ দ্বারা ভূমিকম্প করাইতে লাগিল। বিভাষ রাগিণী দ্বারা রোসনচৌকী প্রকাশ হইল। ঢুলি ঢোলের চাটীতে কর্ণকুহর বধির করিল। হিজড়ারা নৃত্য গানে মত্ত হইল। এদিকে ভাট, বন্দী, রেও, ভিখারিতে বাটী পূর্ণ হইল। আনন্দের ও উল্লাসের স্রোত বহিতেছে। তর্কালঙ্কার সব দেখিতেছেন, যাঁহাকে সর্ব্বাবস্থায় ভাবিতে হয়, তাঁহাকেই ভাবিতেছেন। এমন সময়ে "ওগো মেয়ে হয়েছে, মেয়ে হয়েছে," কিঙ্করীরা এই শব্দ করিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার সমভাবে থাকিলেন ও সকল লোককে বিদায় করিয়া দিয়া, কন্যাকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন ও বলিলেন, 'গেহিনি! জগদীশ্বর যে রত্ন আমাদিগকে দিলেন, ইহা হইতে অসীম সুখ লাভ করিব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঢুলিদিগের উল্লাস।

তর্কালঙ্কারের অনেক ঢুলি প্রজা। পরদিন তাহারা বৈকালে তাড়ি খাইয়া জমিদারের বাটীতে আসিল। কার্য্য কারণে হয়, কারণ বশতঃই উল্লাস।

একজন ঢুলি। (বাজাচ্চে)—"বিড়াল বাহিনী ষষ্ঠিরূপিণী আপনি মনসা। প্রতি ঘরে ঘরে ছেলে খাবার ডাইনী তুমি ষষ্ঠিরূপিণী।"

দ্বিতীয় ঢুলি। "ময়রাদের মুকুন্দমোয়া হালুয়ের সকের পুয়া, খোট্টাদের খাস্তার কচুরি। যত ফকির ফোকরা মক্কা যারা যায় মারে ফক্কা ফুলরি !"

তৃতীয় ঢুলি। "বেগুণে সাতগেছে, সাতগেছে বেগুণে।"

চতুর্থ ঢুলি। "টেংরা মাছের তিন খানি কাঁটা, টেংরা মাছের তিনখানি কাঁটা, ভেটকি মাছের পোঁটা, দাদা ভেটকি মাছের পোঁটা।"

পঞ্চম ঢুলি। "কলাচড়া চণ্ডীতলা, কলাছড়া চণ্ডীতলা সকল ঢুলি আমার ডালপালা" এই বলিবামাত্রেই সকলে বিবাদ করতঃ মারামারি করিতে লাগিল।

উল্লাস অবস্থার এইরূপ গতি, অনেকেই অতিশয় আত্মীয়ভাবে ও গদ্গদ প্রেমে গান করিতে আরম্ভ করে কিন্তু অহংকারের উপর ঘা পড়িলে অথবা বাহ্য বিষয়ক কোন গোলযোগ হইলে, মহামারী উপস্থিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈঠকী আলাপ—হরদেবের কন্যার জন্ম।

বরুণার নিকটে একটী রম্যস্থান। চতুর্দ্দিকে কদম্ব, বট, সেফালিকা, চাঁপা ও ইংরাজী নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ ও লতাতে সুশোভিত। মধ্যে মধ্যে দয়েল, শ্যামা, বুলবুল, পাপিয়া ও বৌকথাকয়ের ধ্বনি হইতেছে। সেকালে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ স্থানে আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক নানাপ্রকার গাল গল্প, খোষ গল্প ও দেশ সম্বন্ধীয় ও রাজ্য সম্বন্ধীয় আলাপ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বড় আমুদে লোক। তাঁহার পেট গণেশের ন্যায়, বদন কার্ত্তিকের ন্যায়। ব্যঙ্গচ্ছলে সকলে তাঁহাকে "আস্তে আজ্ঞা হউক গতিম্মম" বলিয়া সম্বোধন করিত, ও এইরূপ সম্ভাষিত হইলে তাঁহার হাসি মুখে না ধরিয়া ভুঁড়িতে গড়াইয়া পড়িত। এই কৌতুক দেখিবার জন্য প্রত্যেকে তাঁহাকে "আস্তে আজ্ঞা হউক গতিম্মম" বলিত। এই রহস্য তেজোহীন হইয়া পড়িলে অন্যান্য আলাপ আরম্ভ হইত।

ক। "হরদেব শর্ম্মার একটী কন্যা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ধনাঢ্য বটে, কিন্তু কাহারও মন্দকারী নহেন, অনেকের উপকার করেন। অনেকেই অর্থবলে অন্যের পীড়াদায়ক হয়েন।"

খ। "কন্যা সন্তান কি সন্তান! এর পরে এক ছোঁড়াকে এনে ঘরজামাই ক'রতে হবে। কোন তেজীয়ান লোকের ছেলে ঘরজামাই হবে না। সুতরাং কোন না কোন হাঁদিবাচ্ছাকে ধনলোভ দেখাইয়া কিনিয়া আনিতে হইবে। তার ছেলেপুলে পিতৃবংশ দোষে অন্তরে বীর্য্যবান হইবে না। বাঘের বাচ্ছাই বাঘ হয়।"

গ। "কন্যার কিরূপ বিবাহ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? কন্যা ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় বিবাহ না করিতে পারেন। ধর্ম্ম ও জ্ঞানসুধা পান করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন।"

ঘ। "ওমা আইবড় বামণী! জন্মালেই বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ না করিলে সন্তান উৎপন্ন কিরূপে হইবে? কি বলেন গতিম্মম?"

গতিম্মম বদনের হাস্য ভুঁড়িতে গড়াইয়া দিয়া শরীর কম্পমান করতঃ বলিলেন—"তা বটে তো।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন আসিয়া বলিল, "গোটা চারি মহিষ এই দিকে দৌড়ে আসিতেছে, আপনারা সাবধান হউন।" এই শুনিয়া সকলে উঠিয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক গতিম্মম এখন তোমার গতি করি আইস" বলিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যোগিনীর অদ্ভুত কথা।

বসন্তকাল, মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে,

বৃক্ষলতা ও গুল্ম যেন নব যৌবন পাইয়া কুসুমকলির সৌন্দর্য্যের নব অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। সদ্‌গুণ অনেক দূর ব্যাপক, সদ্‌গন্ধও সেইরূপ। বসন্ত প্রকৃত ঋতুরাজ! কিবা প্রাতঃসমীরণ—কিবা মধ্যাহ্ন-মাধুর্য্য—কিবা বৈকালিকবিহার-দায়িনী জগদানন্দ ও দুর্গানন্দ দুই ভ্রাতা অশ্বারূঢ় হইয়া হিমালয়স্থ এক দেশে গমন করিতেছেন। ঘোড়ার পায়ের টপটপ শব্দ—পৃষ্ঠে চাবুকের চটাপট, চাল কখন ছারতক, কখন দুল্‌কি। ভ্রাতাদ্বয় যত যান তত আরও যাওনের ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়। দুই দিক্ দৃষ্টি করেন, কেবল মাঠ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরু, স্থানে স্থানে কুটীর। স্থানে স্থানে কৃষক ভূমিকর্ষণ করিতেছে স্থানে স্থানে যাবতীয় অঙ্গনারা ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রপরিধানা এলোকেশী, কক্ষে শিশু, মস্তকে বোঝা লইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থাতে ইচ্ছা ও সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি। এরূপ অবস্থাতেও সহিষ্ণুতার তারতম্য। যাহার যত ধৈর্য্য; তাহার তত সহিষ্ণুতা ও যাহার যত সহিষ্ণুতা তাহার তত জয়।

দেখিতে দেখিতে আকাশের নীল মুখাবরণ ঘনমেঘে আচ্ছাদিত হইল। মন্দ মন্দ বায়ু যেন উল্বন প্রাপ্ত হইল। পবনসহকারে ধুলি উৎপাতিত হইয়া নিরন্তর স্রোতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বর্ষিতে লাগিল। বৃষ্টি ও শিল বেগে পড়িতে আরম্ভ হইল। ছোট ভ্রাতা বলিলেন—"দাদা আর এগনো ভার, এখানে বসতি নাই কি করা যায়?" দুই ভ্রাতা ঘোড়া থামাইয়া চক্ষুর ধুলি পুঁছিতেছেন ও উপায় ভাবিতেছেন। ইত্যবসরে এক ফকির অতি ক্লেশে গমন করিতেছে—হাসিয়া বলিল, "কেও বাবু সাহেব এ দুনাই এস্‌মাফিক—এই আরাম—এই ব্যারাম এই সুখ—এই দুঃখ, এই আলো এই আঁধার। এস্ দুনিয়ামে বহুত টণ্টা, বখেড়া, ঝগড়া ও ঝমেলা। এই বুঁন্দো জেস দরিয়া কি সব মোজসে ওহ্ মেল যায়েঙ্গে। হাম দেখতা তোম লোক্‌কো যানা বড় মুস্কিল। আগু এক সুড়ঙ্গ হেও ওহি যাকরকে রহ।" এই বলিয়া ফকির মিয়া মল্লার গাইতে গাইতে চলিল। অজস্র ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, দুই ভ্রাতা বৃষ্টিতে সিক্ত, মন্দগতিতে গমন করতঃ কিঞ্চিদ্দূরে দেখিলেন, এক গহ্বর তথা দিয়া নিম্নে যাওয়া যায়। দুই বৃক্ষে দুই অশ্ব বাঁধিয়া দুই ভ্রাতা ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন, একটী প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে এক যোগিনী বসিয়া ধ্যান করিতেছে, সম্মুখে একটী প্রদীপ। দুই ভ্রাতা কিয়ৎকাল বসিলে যোগিনী নয়ন উন্মীলন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে?" ভ্রাতাদ্বয় পরিচয় দিলে যোগিনী অগ্নি সম্মুখে দিয়া নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। পরে ফলমূল ও স্নিগ্ধ বারি দিয়া তাহাদিগের স্বচ্ছন্দ করিলেন। ভ্রাতাদ্বয় শ্রান্তি দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কে?" যোগিনী বলিলেন, "আমি এক ক্ষত্রিয়ের কন্যা, বাটী বিরামপুর।" কিশোরকাল অবধি শাস্ত্র জানিবার পিপাসা, আমার সহিত একজন ক্ষত্রিয়পুত্র অধ্যয়ন করিতেন, আমাদিগের দুই জনের চিত্ত একরূপ ছিল। কিরূপে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে পারি এই বাসনায় আমরা দুই জনেই মগ্ন থাকিতাম। সমভাব, সমপ্রবৃত্তি, সমপিপাসা হেতু আমাদিগের পরস্পর প্রণয় জন্মিল। কিছুদিন পরে আমরা বলাবলি করিলাম যে স্থলে আমাদিগের সম উপরতি, সে স্থলে বৈবাহিক বন্ধনে সে উপরতির বৃদ্ধি হইবে। পরে পিতামাতার অনুমতি প্রদত্ত হইলে আমাদিগের বিবাহ ধার্য্য হইল। যে রাত্রে বিবাহ হইবে

সেই রাত্রে বরের সর্পাঘাতে প্রাণবিয়োগ হয়। পিতামাতা আমার জন্য শোকান্বিত হইলেন, আমি ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলাম, কিয়ৎকাল পরে পিতামাতার কাল হইল। আমি বিবেচনা করিলাম যে, এ সংসার হলাহলসমুদ্র, কেবল নির্ব্বাণমুক্তি দ্বারা পরিত্রাণ; অতএব গৃহাশ্রম আমার উপযোগী নহে। অনেক অন্বেষণ করতঃ এই স্থানটুকু পাইয়াছি। সমস্ত দিবারাত্রি পূর্ণব্রহ্মকে ধ্যানে আন্তরিক ধ্যানানন্দসুধা পান করি। আহারীয়, পানীয় ও প্রয়োজনীয় বস্তুর আবশ্যক হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাবা। বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে অন্তরজ্ঞান লাভ হয় না। বাহ্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়সংযুক্ত জ্ঞান। অন্তরজ্ঞান আত্মজ্ঞান। আমি দেখিতেছি—কাশীতে এক ব্রাহ্মণের একটী কন্যা হইয়াছে—সেই কন্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিখ্যাত হইবে।"

ভ্রাতাদ্বয় যোগিনীকে অভিবাদন ও ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন। পরদিন সূর্য্য উদয় হইয়া জগৎকে আলোকিত করিল—অন্ধকার নাই, বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, শীলা নাই। এই বাহ্য রাজ্যে নানাত্ব—অন্তর রাজ্যে একত্ব—ন দিবা ন রাত্র—একই অশেষ কাল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার শৈশবাবস্থা ও নামকরণ।

কন্যাটীর জন্মের পর আত্মীয়বর্গ ক্রমে তর্কালঙ্কারের বাটীতে আসিয়া তাঁহার দুহিতাকে দেখিয়া সাতিশয় তুষ্ট হইলেন। কন্যাটী শান্তমূর্ত্তি, অন্যান্য বালিকার ন্যায় রোদন করে না, ওষ্ঠে মৃদু হাস্য সর্ব্বদাই ভাসমান। জোতির্ব্বেত্তারা গণনা করিয়া কহিলেন, "তর্কালঙ্কারের এই কন্যাটী ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন, ইনি ঈশ্বর-ধ্যানেতে ও নিষ্কাম কার্য্যেতে নিমগ্ন থাকিবেন।" সভাস্থ একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল দেখিতেছি সকল বালক বালিকার সমান প্রকৃতি হয় না, সমান বুদ্ধি হয় না, সমান প্রবৃত্তি হয় না। ইহার কারণ কি? আত্মার কি পুনর্জন্ম হয়? জীব মরিলে তাহার আত্মা সংশোধনার্থে পুনরায় কি জন্মগ্রহণ করে? নতুবা চরিত্রের এত বিভিন্নতা কেন?" একজন পণ্ডিত বলেন, "আমাদের শাস্ত্রে পুনর্জন্ম লেখে; তবে এখানে যাহারা যোগবলের দ্বারা প্রকৃতশূন্য হইতে পারে তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহাদিগের জন্ম আর হয় না; দর্শনশাস্ত্রে, পুরাণে ও অন্যান্য গ্রন্থে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।" একজন গণককার বলিল, "কন্যাটীর গালের উপর একটী তিল আছে, ঐ তিলটী শুভ লক্ষণ"। সকলে কন্যাটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল। এদিকে তর্কালঙ্কার ও তাহার পত্নী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই কন্যাটীকে পাইয়া যেন পরম ধন লাভ করিয়াছি, ইহার মুখ কোমল হেরিলে সর্ব্বচিন্তা দূরে যায়।" কন্যাটী উত্তম লালনপালনের দ্বারা সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিতা-মাতা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেছেন কি নাম রাখিবেন। ভগবতীর যত নাম আছে তাহা উল্লিখিত হইল; ধূমাবতী ও ছিন্ন মস্তা শুনিয়া ব্রাহ্মণী শিহরিয়া উঠিলেন। পরে লক্ষ্মীর যত নাম আছে তাহাও উল্লিখিত হইল, রাধিকার সকল সখীর নাম বলিতে বলিতে তুঙ্গবিদ্যাধরীর নামে ব্রাহ্মণী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি হার মানিলাম এক্ষণে তুমি বল।" ব্রাহ্মণী চিন্তা করিতে লাগিলেন ও কেহ যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল, "ইহার নাম

আধ্যাত্মিকা রাখ।” ব্রাহ্মণী বলিলেন, “আমি ভাবিতেছিলাম অন্তরে দৈববাণী স্বরূপ শুনিলাম, ইহার নাম আধ্যাত্মিকা রাখ।” ব্রাহ্মণ শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন।

স্ত্রীপুরুষে কন্যাটির মুখ অবলোকন করিয়া দেখেন যে চক্ষু ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক’রে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, উড্ডীয়মান পক্ষী প্রজাপতি এই সকল দেখিতে ভালবাসে। হাতে চুসি কিম্বা খেলনা দিলে ফেলিয়া দেয়। কান্না প্রায় নাই, হাস্যই সর্ব্বদা। তর্কালঙ্কার বলিলেন, “মুখখানি মানব মুখ নহে —দেবমুখস্বরূপ, অনেক স্ত্রীলোকের বদন হাব-ভাবে পূর্ণ থাকে, কিন্তু শান্তির ছবি পাওয়া দুর্লভ। কি কারণে স্বভাবের তারতম্য— উগ্রতা ও কোমলতা তাহা বলা বড় কঠিন। কোন কোন দুরাচারের কন্যাও নির্ম্মলা হয় ও কোন কোন ধার্ম্মিকের কন্যা তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে। এজন্য পূর্ব্বজন্ম মানিতে হয়, অথবা জন্মকালীন পিতামাতার সাত্ত্বিক অবস্থা।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৈঠকী কথা—ধর্ম্মভাব ও পতিব্রতা।

বাবুরা বৃক্ষের ছায়াতলে সকলে উপবেশন করিয়াছেন ও সকলেই প্রণাম পুরঃসর বলিতেছেন “আস্তে আজ্ঞা হউক গতিমর্ম্ম!” ও গতিমর্ম্মর হাসি দস্তর মোতবেক নিম্নগামী হইয়া ভুঁড়ির উপরি ঢেউ খেলিতে লাগিল। গোধূলি সময়ে এক কৃষক গরু লইয়া গৃহে যাইতেছে, শ্রান্তি হ্রাস করিবার জন্য গান করিতেছে—“বাঁচিত বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়। যৌবন জনমের মত যায়, সে তো আশাপথ নাহি চায়।” আর একজন কৃষক গান করিতে করিতে যাইতেছে,—“ওরে প্রেম কি যাচলে মেলে, খুজলে মেলে, সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।”

ক। প্রথম গানটি বলিয়ে বুঝ—“যৌবন জনমের মত যায়” ইহার অর্থ “গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।” সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ কাযে কাটাই—মরিবারি সময়ে পাপভয়ে অথবা স্বর্গলোভার্থে যৎকিঞ্চিৎ দানধ্যান করিয়া থাকি।

খ। আরে ভাই! পেটের ভাবনা ভাবতে ভাবতে প্রাণটা গেল। খাদ্যদ্রব্যাদি কি দুর্মূল্য! দুবেলা দুমুটা কেমন করে খাই— অমূল্য ঈশ্বরকে কেবল একবার নাম মাত্র জপি।

গ। তা নয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর রস জানিয়াছে, সে ঈশ্বর ভিন্ন সকলই নীরস দেখে। অন্তর অভ্যাস যেরূপ কর সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঘ। প্রেম আপনি উদয় হয়, শুভযোগ পেলে—ইহার সিদ্ধান্ত ‘ক ক’?

ক। প্রেমটি আত্মপ্রসাদ। কোন কোন স্থলে আত্মার আনন্দ হঠাৎ প্রকাশিত হয়—সে প্রেম অতি দুর্লভ সামান্য প্রেম তানপুরার তারের ন্যায় বেঁধে দিলে মেও মেও করে, তারের জোর কম হইলে প্রেমের জোর কম হইয়া আইসে। গতিমর্ম্ম কি বলেন?

গতিমর্ম্ম। সামান্য প্রেম, বিদ্যুতীয় প্রেম, ক্ষণিক প্রেম, তাসা তাতানোর ন্যায়।

এক মাগি পেয়ারাওয়ালী গানকরিয়া যাইতেছে,—

“আর মনের মন যদি পাও প্রাণ স’প ধন
তারে।
এক শঠের সঙ্গে করে প্রীতি মজবে ধনী ফেরে।

ও পেয়ারাওয়ালি, তোমার ক’পয়সার পেয়ারা আছে? এদিকে এস, বাবুরা পেয়ারাওয়ালীর নিকট হইতে সকল পেয়ারা

খরিদ করিয়া লইয়া বলিলেন, "ঐ গানটি আবার গাও।" গান গাওয়া সাঙ্গ হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রকম লোকে মন প্রাণ স'পেছ?" ঐ স্ত্রীলোক বলিল, "আমি তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ জানি না, ও তিনি আমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক জানেন না। তিনি বুড়া হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে কাজ কর্‌তে দিই না, আমি বলি. আমার তো গতর আছে, আমি গতর খাটিয়ে তোমাকে এক মুট খাওয়াব। এখন বাড়ী গিয়া একমুট রেঁদে আমরা দুই জনে খাব।" বাবুরা তাঁহার কথা শুনিয়া চারি আনা ভিক্ষা দিলেন, ও বলাবলি করিতে লাগিলেন ছোট জেতের মধ্যে এরূপ দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়।

গ। এই ভারত-ভূমিতে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যেরূপ বদ্ধমূল এমত আর কোন দেশে নাই। এদেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসে সেই পতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করা ও নিরাকার রাজ্য ও নির্ব্বিকার রাজ্যেশ্বরকে ধ্যান করাই ব্রহ্মচর্য্য,—

এক জন মিশীওয়ালি গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে,—

"ঘনরা মোরাবা সিহরে ছা।"

ক। ও ঘনরা মোরাবা এখানে এস। তুমি কি মুসলমানী? মিশীওয়ালি বলিল, "হুঁ বাবা! প্যাটের জ্বালায় মিশী বেচে খাই।"

খ। তোমার কি খসম আছে? মিসিওয়ালি বলিল,—"মোকে তেনা যে সাদি করে তেনার ফৌত হয়েছে এখন যে আমার খামিদ তেনা মোকে নিকা করেছে।"

ক। তোমার সাবেক খসমের জন্য দুঃখ হয় না?

মিসিওয়ালি। দুঃখ করে কি কর্‌ব?— প্যাট আছে, দুনিয়াদারী আছে।

খ। মর্‌লে যে পরে কোথা যাবে তা বড় তোমরা ভাব না? "তা ভেবে কি কর্‌ব? প্যাট ভেবে ভেবে সারা হই," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ক। মুসলমানদিগের ইন্দ্রিয়-সুখ অধিক, তাহাদিগের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ভিন্ন প্রকার, পারলৌকিক ভাব অল্প। উঁহারা রোজাতে উপবাস করে, কিন্তু উঁহাদিগের স্বর্গ ইন্দ্রিয়-সুখ-সংযুক্ত। আমাদিগের স্বর্গ বিমল-আনন্দ-ব্যাপক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার বাল্যশিক্ষা।

আধ্যাত্মিকার পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহার শিক্ষার্থে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ভট্টি প্রভৃতি পঠিত হইল। অধ্যাপক নানা শাস্ত্র-দর্শী এবং শিক্ষার প্রণালী ও কৌশলে নিপুণ। তিনি দেখিলেন বালিকার মেধা ও বুদ্ধি বিজাতীয়। যাহা পাঠ করে তাহার শব্দে মনোনিবেশ না করিয়া তাৎপর্য্য যেন লুপে লয়। অধ্যাপক ব্যাখ্যা করেন তাহা সাঙ্গ হইতে না হইতে বালিকা দুই একটী কথায় সুন্দররূপে সার অর্থ প্রকাশ করে। অধ্যাপক মনে করেন, এ মেয়েটি অসামান্য, অসার ত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করে এবং কখন কখন এমনি ভাব প্রকাশ করে যে, পণ্ডিতের চেয়েও উচ্চ ও নূতন ভাবে ভাবিত হয়। পঠিত বিদ্যা এক প্রকার ও অন্তরের আলোক উদ্ভাবিত জ্ঞান আর এক প্রকার। বাসায় যাইয়া অধ্যাপক ভাবেন, আমরা বড়ি-পোড়া ভাত খাইয়া টোলে পড়িয়া অনেক

ক্লেশে বিদ্যা শিখিয়াছি, হয় ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া স্মরণ রাখিবার জন্য এক পাঠ সহস্রবার আওড়েছি, কিন্তু এ মেয়েটির একবার পড়িলেই স্মরণ থাকে। কোন কোন গ্রন্থে প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য দুই চারি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যাহা উৎকৃষ্ট বোধ হইত তাহা গ্রহণ করিতাম। সেই সকল অর্থ আমি বলিতে না বলিতে এই মেয়েটি আপনি ব্যক্ত করে। ইনি যাহা পাঠ করেন তাহা মস্তিষ্কে না রাখিয়া বিবেকশক্তির অধীন করিয়া কার্য্য কারণ চিন্তা করেন—বাহ্য মনোহর বিষয়ে আক্রান্ত হয়েন না। শান্ত হইয়া অন্তর ভাবনায় ভাবিত। আমরা যাহা পড়িতাম তাহা প্রায় মুখস্থ করিতাম, কেবল স্মরণশক্তিরই চালনা করিতাম। কি আশ্চর্য্য! ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে হইবে। কিছুদিন গত হইলে অধ্যাপক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি আমার নিকট শিক্ষা করিতেছ, কিন্তু সারজ্ঞান তুমি আমা হইতে জান নাই—আমি যাহা বলি তাহা হইতে তুমি উৎকৃষ্ট রূপে বল, এ শিক্ষা ত আমার নিকট হইতে হয় নাই।" আধ্যাত্মিকার বদন নম্রতার মধুরতায় পূর্ণ হইল, জোড়হাতে বলিলেন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

"আমি আপনার কন্যা, শিষ্য, কিঙ্করী; আমি আপনার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছি। আপনা অপেক্ষা অধিক কি জানিব?" অধ্যাপকের অশ্রুপাত হইতে লাগিল ও কন্যাটির মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকা কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।

প্রত্যূষে উঠিয়া পিতামাতার চরণ বন্দন করতঃ স্থানান্তরে যাইয়া পিতা কর্তৃক দীক্ষিত গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক ধ্যান করিতেন। "সবিতুর্ব্বরেণ্যং।" এই ধ্যানই অনেকক্ষণ করিতেন, জ্যোতির্ম্ময়ের শিব জ্যোতি শুদ্ধ স্ফটিক ধ্যান অগ্নিতে শারীরিক ও মানসিক বন্ধন দাহন করিতেন। ধ্যান করিতে করিতে দেখিতেন, সূক্ষ্ম শরীরের আনন্দ স্থূল শরীরের আনন্দ অপেক্ষা স্থায়ী ও অন্তরভেদী।

আরাধনা সমাপনানন্তর কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া যে সকল দরিদ্র লোক নিকটে বসতি করিত, তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। যাহারা অনাহারী তাহাদিগের আহার দিতেন, যাহারা বস্ত্রহীন তাহাদিগকে বস্ত্র দান করিতেন যাহাদিগের শিশু পীড়িত তাহাদিগকে আপনি শুশ্রূষা করিতেন ও চিকিৎসকের ব্যয় আপনি দিতেন। যদি কোন স্ত্রীলোক অর্থাভাবে আপন শিশুকে লালন করিতে অক্ষম, তাহা হইলে তিনি আপনি ক্রোড়ে করিয়া পিতার বাটীতে লইয়া তাহাকে লালন করিতেন। কাহার ভয়ানক পীড়া হইলে তিনি তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেন। যে দরিদ্র শয্যাহীন ও শীতের কন্‌কনে বায়ুতে কম্পান্বিত, তাহাকে গরম বস্ত্র দিতেন! অনাশ্রয়ী লোকের অভাব বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেন ও যতদূর বিমোচন করিতে পারিতেন ততদূর করিতেন। যাহার রোগ হইত তাহাকে ঔষধি দিতেন। যে রোগ হইতে আরোগ্য হইত ও পথ্য পাইত না, তাহাকে পথ্যের জন্য অর্থ প্রদান করিতেন। পিতার ঐশ্বর্য্য প্রচুর ও তাঁহার ও তাঁহার বনিতার হৃদয় বদান্যতায় পূর্ণ, অতএব কন্যার

পরদুঃখ নিবারণার্থে ব্যয়ে তাঁহারা আহ্লাদিত হইতেন।

যেরূপ মনুষ্যের প্রতি নিরুপাধিক প্রেম সেইরূপ পশুপক্ষির প্রতি তাঁহার যত্ন ও স্নেহ ছিল। এরূপ নিষ্কাম কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, আহার নাম মাত্র করিতেন। আপন শরীরের জন্য যত্ন ছিল না ও যে কিছু বলিতেন ও করিতেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অহংভাব ছিল না, বোধ হইত যেন ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন।

এক দিবস একজন প্রতিবাসিনীর কন্যা বিমলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! যখন সব হাঁড়িকুঁড়ি উঠে যায় ও ভাত কড়কড়ে হয়, তখন তুমি খাও কেন? আর পূজা আহ্নিক করে মুখে এক ফোঁটা জল না দিয়া ইতর জেতের বাটীতে টো টো ক'রে ফের কেন? মাগো! ওদের বাটী গেলে আমাদিগের আবার স্নান করতে হয়।" আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "ভগিনি! যা করি তাহাতে অন্তরে আনন্দ হয়, খাওয়াদাওয়া মনে থাকে না।"

মধ্যাহ্ন সময়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। যদ্যপি ভোজনের অগ্রে হাঁড়িকুঁড়ি উঠিয়া যাইত ও ঐ সময়ে কোন অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইত, তিনি আপন বাড়া ভাতব্যঞ্জন তাঁহার সমীপে আনিয়া দিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। মাতা দুহিতার উচ্চ মতি ও কার্য্য জানিতেন, কেবল জিজ্ঞাসা করিতেন, আমি আবার কি পাক করিয়া আনিব? মাতাকে তুষ্ট করিবার জন্য কন্যা বলিলেন "মা! এখন কিছু জল খাইয়া থাকি, রাত্রে অন্ন খাইব।"

আহারের পর আধ্যাত্মিকা শিল্পকার্য্য করিয়া প্রতিবাসীদিগের স্ত্রী ও কন্যা সকলকে দিতেন। তিনি অল্পক্ষণ নিদ্রিত থাকিতেন, আলস্য ক্ষণমাত্রও ছিল না, সর্ব্বদাই অজড় ও চিন্ময় অবস্থাতে থাকিতেন।

এক দিবস ঐ দরিদ্র অঞ্চল হইতে মহা রোদন উঠিল। অনুসন্ধান করাতে জানা গেল যে একজন যুবতী স্ত্রীলোকের ভর্ত্তার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীলোক শিক্ষিত হউক বা না হউক, উচ্চ জাতীয় হউক বা নীচ জাতীয় হউক, যথার্থ স্বামীপরায়ণা হইলে যাবজ্জীবন স্বামীকে স্মরণ করে ও স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসিনী হয়। আধ্যাত্মিকা নিকটে আসিয়া ঐ রমণীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া আপন ক্রোড়ে তাহার মস্তক রাখিয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইতে ও মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই দেখিয়া দুই চারি জন তেওর, পোদ ও বাগ্দি বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি চমৎকার! রাজকন্যা—ব্রাহ্মণের কন্যা, এখানে কি করিতেছেন! হরি হে! তোমার লীলা অপার, কাহাতে কখন কিরূপে তুমি প্রকাশ হও তাহা কে জানিতে পারে?" কিয়ৎকাল পরে বিধবার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আধ্যাত্মিকা আপনার গৃহে লইয়া যাইয়া পারমার্থিক সান্ত্বনা-সুধাতে তাহার আঘাতিত চিত্তকে শান্ত করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরই ধন্য! তিনি সর্ব্ব রোগের শান্তি, সকল বিকারের ঔষধি। শোক দুঃখ তাঁহাকে ভাবিলে থাকে না। তিনি সর্ব্বপাপ সর্ব্বতাপ হরণ করেন।

বৈকালে পিতামাতার সহিত কন্যা উদ্যানে বসিতেন, নানাজাতীয় লোকের আচার ও ব্যবহার, নানা দেশের নানাপ্রকার রাজ্যশাসন, নানাদেশের নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপত্তি, নানাপ্রকার বাণিজ্য ও তদ্দ্বারা পরস্পর সংঘটন ও উপকার, নানাপ্রকার ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্ম,

নানাপ্রকার উপাসক ও কোন শ্রেণীস্থ সগুণ ঈশ্বর ও কোন শ্রেণীস্থ নির্গুণ ঈশ্বর উপাসক, কাহারা শব্দ-ব্রাহ্ম, কাহারা ভাব-ব্রাহ্ম, কাহারা আধ্যাত্মিক-ব্রাহ্ম—এই সকল প্রশ্ন অনুশীলন ও নানা বিদ্যা—পদার্থ, খগোল, ভূগোল, জ্যামিতি রেখাগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, কিমিয়া, উদ্ভিদ্ ইত্যাদির চর্চ্চা করিতেন।

এ জগতে সময় স্থায়ী নহে। বৈকাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোমল আচ্ছন্নতা পাইয়া মনোহর বেশ ধারণ করিত; ঐ সময়ে সকলি নিস্তব্ধ। পিতামাতা ও কন্যা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করতঃ হিরণ্ময় কোষে অন্তর সাবিত্রিকে ধ্যান করিতেন। পিতা বৈদিক স্বরে "এষাস্য পরমাগতি" পাঠানন্তর স্ত্রী, কন্যা লইয়া গৃহে গমন করিতেন। বাটীতে সন্ধ্যা করণানন্তর কন্যা, পিতামাতার পদ সেবা করিতেন ও ঐ সময়ে আপনি দিবসে যাহা করিতেন তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিশ্বাস যে নিষ্কাম কার্য্য না করিলে জীবন পশুবৎ ও ঈশ্বর লাভ হয় না। নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থে পিতা যে উপদেশ দিতে পারিতেন তাহা দিতেন। এক রাত্রে কন্যা পিতামাতার নিকট বলিলেন, "আমি আপনাদিগের নিকট কিছু গোপন রাখি না, এক্ষণে এক অদ্ভুত কথা কহি, শ্রবণ করুন।"

পিতা। বল মা।

কন্যা। আমি আহারান্তে শয়ন করি, পরিশ্রম জন্য শুভ নিদ্রা হয়। সম্প্রতি উষা আগমনের প্রাক্কালীন আমার শিয়রে এক শ্বেতবসনা জ্যোতির্ব্বদনা অঙ্গনা আপন হস্ত আমার মস্তকের উপরি রাখেন। আমি নিদ্রিত থাকি বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষু দিয়া তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাই, চমৎকার মূর্ত্তি, ও যদবধি তাঁহার হাত আমার শির উপরি থাকে, তদবধি বোধ হয়, যে আমি পৃথিবীতে নাই, আমার অবস্থা আনন্দাবস্থা, আমি আনন্দধামে বাস করিতেছি। গত কল্য রাত্রে তিনি আমাকে বলিয়া যান,—"বৎস্য! তোমার পিতার নিকট যোগ শিক্ষা করিও। তোমার যাহাতে আত্মা উদ্দীপ্ত হয় ও যাহাতে অন্তর আলোক লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে আমি আনুকূল্য করিব।" পিতামাতা এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকদিগের ভোজ ও পার্থিব কথোপকথন।

কলহরি বাবুর বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের ভোজ। ভেয়ান ঘর ধূমেতে পরিপূর্ণ। লুচি, পুরি, কচুরি, তরকারি খোলাতে প্রস্তুত হইতেছে। মিষ্টান্ন রাশি রাশি ভাণ্ডারে মজুত। এদিকে স্ত্রীলোকদিগের সমাগম হইতে লাগিল। পা অবধি মস্তক পর্য্যন্ত সালঙ্কৃতা, বস্ত্র নানাবর্ণীয়, সৌগন্ধে বিলেপিত, নাসিকা ও কপাল টিপ ও ফোঁটায় চিত্রিত। সকলে শতরঞ্চতে উপবেশন করিলেন। অলঙ্কার সম্বন্ধীয়, বস্ত্র সম্বন্ধীয়, ও পরিবার সম্বন্ধীয় যাহা পরস্পর জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত হইলে একজন রমণী বলিল, "শুনতে পাই আধ্যাত্মিকার বয়ঃক্রম পনের বৎসর হইল, বিবাহ করে নাই। তিনি কেবল পূজা আহ্নিক ও পরোপকার করিতেছেন। একখানি সামান্য বস্ত্র পরেন, হাতে দুই গাছি বালা ও আহার যাহা করেন তাহা স্বল্প ও সামান্য। অতিথ পতিত এলে আপনার ভাত তাহাকে দেন। খুব ভাই পুণ্য করছে। আমাদের বেশভূষা সংচং না হলে চলে না, মনুষ্য জন্মে কি সাধ নাই?"

অন্য আর একজন—"আহা! তা বই কি! না ভাল করে খেলে, না ভাল করে পরলে'

কেবল শুথিয়ে শুথিয়ে মরছেন? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আর শরীরটা কি মিথ্যা! দেখ আমরা কত অঙ্গরাগ করিয়া থাকি। একদিন খোপা বাঁধা ভাল হয় নাই এজন্য ভর্ত্তা কত বট্‌কেরা করলেন, বল্‌লেন তুমি কি আধ্যাত্মিকা হয়েছ নাকি?"

অন্য একজন মহিলা,—"ওগো আমরা কেবল শরীর ও সংসার লইয়া আছি, যার কথা বল্‌ছ তার লক্ষ্য উচ্চ। শুনিলাম একজন পোদের মেয়ে বিধবা হইয়াছে, তাহাকে নিকটে রাখিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া শান্ত করিয়াছেন। তাহাকে কাছে করে নিয়ে শোয়া, আহা! এমন কে করে গা?"

অন্য একজন মহিলা,—"আমি ভাই স্পষ্ট-বক্তা। আমি এত উচ্চ হতে চাইনে, সংসারে থাকিতে গেলে সাংসারিক হতে হবে, স্বামী চাই, ছেলে চাই, লোকলৌকতা চাই, দানধ্যানও চাই। একেবারে উড়ু উড়ু—সর্ব্বত্যাগী ও নিষ্কাম—এতে কি শরীর থাকে? বল্‌তে কি, আমি আহ্নিক কর্‌তে করতে ভাবি যে, কর্ত্তা কখন বাটীর ভিতর আসবেন। কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমার স্বর্গলাভ। পোদের মেয়ে কাছে রেখে কি হবে ভাই অ্যাঁ—?"

আর এক বামা, পান চিবুচ্ছেন ও দুইখানি ঠোঁট মাকাল ফলের বর্ণ করিয়াছেন, বলিতেছেন —"গৃহী উদাসীন কেন হবে? গৃহীর এক ধর্ম্ম ও উদাসীনের আর এক ধর্ম্ম। পতিপুত্র সকলকে ত্যাগ করিয়া আমরা ত্যাগী কেন হইব? দেখ ভাই কর্ত্তা এই বিশ ভরির এক-খানা গহনা দিয়াছেন এর নাম পারিজাত-কঙ্কণ। আহা! এমন স্বামী যেন জন্মে জন্মে পাই।"

একজন বুদ্ধিমতী বামা আধ্যাত্মিকার নিকট উপদেশ পাইয়া উন্নত হইয়াছেন, বলিলেন— "গার্হস্থ্যাশ্রম ও যোগ আশ্রম পৃথক্। যাহারা চরম আশ্রম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতে চাহে, তাহারা অবশ্যই সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গ করিবে ও ঐ লাভার্থে গৃহ ও সামাজিক বন্ধন হইতে ক্রমশঃ অবশ্য মুক্ত হইবে। স্ত্রীলোক নানা শ্রেণীর, কেহ কেহ কেবল গৃহ ও সমাজ লইয়া রহিয়াছেন ও পরিমিতরূপে ঈশ্বর-উপাসনা ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছেন। কেহ কেহ যেরূপ উন্নত হইতেছেন ভবভাব হইতে মুক্ত হইতেছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্ম-বাদিনীরা ছিলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ কেবল ধ্যানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ।—তাঁহারা পাণিগ্রহণ করিতেন না। জীবনের লক্ষ্য অনুসারে কার্য্য। যে যে আশ্রম অবলম্বন করণে শুদ্ধ আনন্দ পাইবে, সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিবে। ঈশ্বর অনন্ত, অসীম, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে গেলে অন্তর যোগ চাই।"

কতিপয় স্ত্রীলোক এককালীন বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর আরাধনা ত্যাগ করিব কেন? কোন্ পূজা আমাদিগের বাটীতে না হয়? কাহার বাটীতে শালগ্রাম না আছে?" কেহ কেহ বলিল—"আমরা ব্রাহ্মিকা, আমরা ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া থাকি।" উপরোক্ত বামা বলিলেন—"ঈশ্বর উপাসনা সাকার বা নিরা-কাররূপে হউক অবশ্য শুভদায়িনী, কিন্তু নিরাকার উপাসনা দুই প্রকার, এক বাক্যের দ্বারা বা ভক্তিদ্বারা, আর এক আত্মাদ্বারা।"

দশম পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার লোকশিক্ষা।

পিতামাতা ও দুহিতা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া বসিলেন। দুহিতা ঈশ্বরধ্যানানন্তর পিতামাতার

চরণ বন্দন করতঃ বলিলেন,—"পিতঃ এই অন্তর-অন্ধ বালিকাকে যোগ শিক্ষা দিতে আজ্ঞা হউক। মহাত্মা ঋষিগণ, মহাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, পবিত্র ব্রহ্মবাদিনীরা ও উচ্চ সন্তোবধুরা যোগ অভ্যাসের দ্বারা আত্মাকে পৃথক করিয়া আত্মাদ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি হিরণ্ময়কোষে দর্শন পূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময় দেহে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। পিতঃ আমার সেই গতি কিরূপে হইবে? কিরূপে অন্তর আকাশে সেই উদয়-অস্তরহিত সেই নবীন দিনমণিকে নিরন্তর দর্শন করিব?" কন্যার এই কথা শুনিয়া পিতা মুগ্ধ হইলেন এবং স্নেহের সহিত চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"মা! আমি যোগ অনেক দিন অবধি অভ্যাস করিতেছি বটে, কিন্তু অধিক উন্নত হই নাই। তোমার স্বভাব নিষ্কাম—তোমার আত্মা শীঘ্র অভ্যাসে উদ্দীপ্ত হইবে। যোগ দুই প্রকার, অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ। সকল প্রাণীতে আত্মা ঐন্দ্রিক বন্ধনে বদ্ধ—এ অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি যাহা আত্মার প্রতিনিধি সেও বদ্ধ। এই বদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিবা অন্য ইচ্ছাশক্তিকে মস্তিষ্ক উপরি যে ব্রহ্মধাম ও নিরাকার রাজ্য সেই স্থানে স্থাপন করতঃ উর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক শান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়কে ধ্যান করিবে। মতান্তরে ভ্রূর মধ্যে ব্রহ্মধাম, সে স্থানে ইচ্ছাশক্তিকে রাখিবে। ইহাকে মা! অন্তর্যোগ বলে। আত্মা মুক্ত হইলে 'স্বাত্মাবগম্যঃ স্বয়মেব বোধঃ' অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত ও অন্তর্জ্ঞান উদ্দীপ্ত। বদ্ধ ও মুক্ত আত্মার লক্ষণ অষ্টাবক্র বলেন—

'তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্নাতি কিঞ্চিৎ কুপ্যতি হৃষ্যতি।
তদা মুক্তি যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু।
ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ন মুঞ্চতি ন গৃহ্নাতি ন
হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।
'তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং মাশক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু।
'সর্ব্বাবস্থাবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ।
মৃতবত্তিষ্ঠতো যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।—

হঠপ্রদীপিকা।

'নির্ব্বাত স্থাপিতো দীপোভাসতে নিশ্চলো যথা।
জগদ্ব্যাপারনির্মুক্তো নিশ্চলো নির্ম্মলঃ পরঃ।'—

অমনস্ক।

বহির্যোগ অন্তর্যোগের আশ্রয়ী। যোগতারাবলীতে লেখে 'নাদানুসন্ধান সমাধিমেকম্। বায়ুবন্ধনই আত্মা উদ্দীপনের প্রধান বন্ধন।

'ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথং মনোনাথশ্চ মারুতঃ।
মারুতস্য লয়োনাথঃ স লয়ঃ নাদমাশ্রিতঃ॥'—

অমনস্ক।

"প্রথমে বায়ুকে এক নাসিকার দ্বারা পূরিবে, যতক্ষণ ধারণ করিতে পার ধারণ করিবে' পরে অন্য নাসিকার দ্বারা ত্যাগ করিবে। পূরণকে পূরক, ধারণকে কুম্ভক ও ত্যাগকে রেচক বলে। কেহ কেহ পূরক ও রেচক না করিয়া কেবল কুম্ভক অভ্যাস করে। বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে যায় না। মস্তিষ্ক সীমাকে উড্ডীয়ানক বলে, কণ্ঠ বন্ধনকে জালান্ধর বলে, নাভি বন্ধনকে মণিপুর বলে। এই সকল বন্ধন মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে অর্থাৎ বায়ুর গমনাগমন ঐ সকল স্থানে ও অন্যান্য দ্বারে না হয়। ইচ্ছা শক্তিই মুলশক্তি। ইচ্ছাশক্তির চালনায় সাকারত্বের হ্রাস ও নিরাকারত্বের বৃদ্ধি অর্থাৎ বদ্ধ আত্মা ক্রমশঃ মুক্ত হয়। অতএব—

'মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধনমক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৌ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতং।'—

অমনস্ক।

"মনের চতুর্ব্বিধ অবস্থা। বিক্ষিপ্ত তামস, গতায়াত রাজস, সুশ্লিষ্ট সাত্ত্বিক, সুলীন গুণ-

বৰ্জ্জিত। এই অবস্থার নাম মনন্মনী, এই অবস্থাতে নিরাকার রাজ্য প্রবেশ।"

কন্যা ঐকান্তিক চিত্তে পিতার উপদেশ শ্রবণ করতঃ পিতামাতার চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া আপনার গৃহে গমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "স্বয়মেব বোধঃ"। বাহ্যজ্ঞান বিনাশ ও অন্তরজ্ঞানই জ্ঞান। এই প্রতিদিন ভাবিতেন, এই ভাবনায় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান পরিহার হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দোকানিদের কথাবার্ত্তা।

কলিকাতা হইতে দুই চারিজন দোকানি কাতেশী যাইয়া সদর রাস্তার উপর মুদিখানার দোকান করিয়াছে। এক জন দোকানি চিনির পাক চড়াইয়াছে। বারকোষে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, গুড়; চাঁপাকলা দড়িতে ঝুলচে, দোকানে বোলতা, মাছি, ভোমরা ভন্ ভন্ করছে। দোকানি খুলির উপর নজর রাখিয়া গান করিতেছে—

"দ্বন্দ করে ছিদাম মন্দ করিলি আমার।
তুই রাইকে দিলি সাপ, তাইতে মনস্তাপ,
আর কি দেখা পাব শ্রীরাধার।
অন্ধ হলেম কেঁদে কেঁদে নিরানন্দের নাহি
পারাবার।"

রাস্তার লোক বলিতেছে, "দোকানি দাদা ভাল মোর ভাই!" পেছন দিক্ থেকে দোকানিনী এসে বোলছে—ওরে মিন্সে! ভাত যে কড়কড়া হল, আঁটকুড়ির বেড়াল পাৎ থেকে মাছটা নিয়ে চলে গেল এখন কি দিয়ে গিলবি? কেবল দুগাছা সজনের ডাটা সিদ্ধ আছে।"

দোকানি। "আবরু সরম রেখেছে সজনের ডাটা।
টাকায় চাল হলো যোল কাটা।"

এই গান গাইতে গাইতে দোকানি খোলা নামাইয়া ভাত খেতে বসিল। তাহার স্ত্রী বলিল —দেখো। তর্কলঙ্কারের বাটীতে মুড়ি মুড়কি বেচিতে গিয়াছিলাম—তাহার মেয়েটীকে দেখিয়া চারদণ্ড চেয়ে রইলাম। আহা কিবা মুখ, কিবা দৃষ্টি, কিবা কথা, আর যার দিকে চান তার মুখ যেন উজ্জ্বল হয়! আমার যে পোড়ার মুখ!"

দোকানি। "তোমার আবার পোড়ার মুখ তোমার আবার পোড়ার মুখ। আমার চোখে সোণার মুখ।"

দোকানিনী। "আ রেখে দাও ঠাটের কথা! এ মেয়েমানুষটী স্বর্গ হতে এসেছে, একে দেখিলে আমার যত ভক্তি হয় এমন দুর্গা-প্রতিমা দেখিলে হয় না। হে হরি! এই দয়া কর, মরে যেন ঐ মেয়েমানুষটীর গুণ পাই।"

দোকানি। "আমার বোধ হয় তার চেয়ে তোমার গুণ অধিক।"

দোকানিনী। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল, দোকানি সদাসর্ব্বদা সখিসংবাদ গাইত—গাইতে আরম্ভ করিল—

"আজ কৃষ্ণ চলহে নিকুঞ্জ বন।
প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ।"

আর একজন দোকানি হুকা হাতে, তাহার নিকটে আসিয়া বলিল আমি একটা বিরহ গাই—

"তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে করে প্রাণ জুড়াব
প্রাণ।
তোমার রুষ্টবাক্যে তুষ্ট হয়ে তপ্ত জল করে যেন
অনল নির্ব্বাণ।"

"ওহে প্রেম যদি পাকা ও অটুট হয় সে প্রেম বিচ্ছেদ জ্বালা ভোগ করে না—সে প্রেম সকল অবস্থাতে সমান থাকে ও দুঃখকালে জল্ জল্ করে জ্বলে।"

একজন কলা কিনিতে এসেছিল—বলিল আরে ভাই, প্রেম দুই প্রকার, এক পয়সার প্রেম, আর এক দেলের প্রেম। দেলের প্রেম কোথায়?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার অন্তর আলোক ও অন্তরশক্তি লাভ।

আধ্যাত্মিকা কিছুকাল বিলক্ষণ যোগ অভ্যাস করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার—

ন দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চিত্তবন্ধো ন দেশকালৌ ন

ম্বুরোধঃ।

যেমন তাহার এই জ্ঞান হইতে লাগিল যে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছি—আমি স্বাধীনতা পাইতেছি তেমনি তাঁহার অন্তর আলোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভুত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা জানিতে পারেন। যে জ্ঞান মনের দ্বারা লব্ধ তাহা অবিদ্যায় মিশ্রিত—রজ্জুবৎ। আত্মার দ্বারা জ্ঞান বাস্তবিক ও পরাজ্ঞান ও ঐ জ্ঞান মনের দ্বারা কখনই পাওয়া যায় না, তাহা কেবল আত্মার দ্বারা লব্ধ হওয়া যায়। এক্ষণে যাহাকে মেগনিটিসম (Magnetism) বলে তাহা পূর্ব্বে তন্মাত্র বলা হইত। ইহা সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধীয়। যাহার আত্মা যত উন্নতি, সে (Magnetic) মেগনিটিক অথবা (Psychic) সাইকিক শক্তি দ্বারা অনেক রোগ আরাম করিতে পারে। সাকার নিরাকারের অধীন। আধ্যাত্মিকার আধ্যাত্মিকশক্তি উদ্দীপ্ত হইলে তিনি ঝাড়িয়া দিয়া অনেককে আরাম করিতে লাগিলেন। আপামর সাধারণ লোক বলিল—"বাবা! এ মেয়ে কি জাদু জানে! রোগীকে দুই এক বার ঝেড়ে দিলে সে অরোগী হয়।"

রোগের নির্ণয় বিনা পরিচয় না পাইয়া স্থির করিতেন ও রোগের বিবরণ তিনি যাহা কহিতেন, রোগী তাহাতে আশ্চর্য্য হইত। লাভালাভ, ফলাফল, আরোগ্য, মৃত্যুর কাল কহিতে পারিতেন কিন্তু কহিতেন না। তথাচ দুই এক অবলা জেদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—হ্যাঁগা মাঠাকুরুন—আমার স্বামী প্রায় দুই বৎসর বিদেশে গিয়াছে, বেঁচে আছে কি? এমত স্থলে উত্তর করিয়া মনোবেদনা দূর করাতে তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত হইতেন।

অনন্তর আলোকের বর্দ্ধন প্রযুক্ত আধ্যাত্মিক জগৎ ঐ মহিলার আত্মার দৃষ্টিগোচর হইত ও যত হইত ততই এই জগতের প্রতি তিনি নির্ম্মম হইতেন। অনন্তদেবের কার্য্য অনন্তরূপে দৃষ্ট কেবল আত্মার দ্বারা হয়। মানব মনের দ্বারা কি অনুভব বা আরাধনা করিবে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার বিবাহের প্রস্তাব।

অনঙ্গমোহন বাবু ডাহা ব্রাহ্ম! অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। বন্ধু বান্ধবের নিকট আদরণীয়—উচ্চ চরিত্র। অবিবাহিত, বিবাহ করিবার বাসনা তাহার মনে ঢেউ খেলাচ্ছে। সকলকে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন, উত্তমা সুশিক্ষিতা কন্যা তোমার সন্ধানে আছে? কেহ বলে, হাঁ আছে কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিতে চাহে না। এই অনুসন্ধান হইতেছে, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, কাশীতে হরদেব তর্কালঙ্কারের এক অদ্বিতীয় চমৎকার রূপ ও গুণসংযুক্তা কন্যা আছে। যদি

তাহাকে বিবাহ করিতে পার তবে প্রকৃত সুখী হইবে? সে মেয়েটি কি ব্রাহ্মিকা? তাঁহার যা নাম তাহাই তিনি—আধ্যাত্মিকা। অনঙ্গ শুনিয়া অভিভূত ও অস্থির হইলেন। তাড়াতাড়ি এক মুটা ভাত গিলিয়া একটা ব্যাগ বগলে করিয়া লইয়া রেলে উঠিয়া তাহার পরদিবস কাশীধামে উত্তীর্ণ হইলেন। এক দোকানে কিছু জলপান করিয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। রাস্তায় দুই একজন চেনা লোকের সহিত দেখা হল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, একি অনঙ্গবাবু যে? তাহাদিগের বলিলেন, "ভাই মাফ কর অতিশয় ব্যস্ত আছি।" তাহারা বলিল, "আরে অনেক দিনের পর দেখা একটা কথাই কও।" তাহাদিগের নিকট হইতে পাস কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিলেন। পথে ভাবিতেছেন, এ মেয়েটিকে হস্তগত করিতে পারিলে চিরসুখী হইব। গৃহ এক্ষণে চিন্তাতে পূর্ণ, সেই চিন্তা তিরোহিত হইবে, গেহিনীর মুখজ্যোতিতে হৃদি-আকাশ চির জ্যোৎস্নায় পূর্ণ থাকিবে। আমি যে চিন্তা বা কার্য্য করি তাহাতে সুখ পাই না, গৃহশূন্য চিন্তাতে সর্ব্বদা প্রপীড়িত। গেহিনীর বেশ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক ও তাহাকে সমাজে লইয়া যাইতে হইবেক। একজন গায়ক পথে ইমন কল্যাণ রাগিণীতে গাইতেছে—

"জীয়ারা না রহে পিয়াকো না দেখ ওয়া।"

"পিয়াকে না দেখ ওয়া" শব্দ অনঙ্গের হৃদয়ে অনঙ্গ বাণস্বরূপ লাগিতে লাগিল। বলিলেন, "অরে প্রেম বড় বস্তু প্রেমেই লোকে পাগল হয়।" বৈকালে পিতামাতা ও কন্যা উদ্যানে বসিয়াছেন। নানা পুষ্পের নিঃসৃত সৌগন্ধ আসিতেছে। ইতিমধ্যে অনঙ্গমোহন যাইয়া তর্কালঙ্কারকে প্রণাম করিলেন। তর্কালঙ্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, ও কি জন্য এখানে আসা?"

অনঙ্গ বিহ্বল হইয়া,কন্যাটির প্রতি দৃষ্টি করিতে-ছেন, আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইয়া ভূমে পতিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তর্কালঙ্কার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপারটা কি? আপনি কে?"

অনঙ্গ দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া,—আজ্ঞা আপনার কন্যা, কন্যা—"

তর্কালঙ্কার। "আরে বাবু খুলে বল?"

অনঙ্গ। "আপনকার কন্যা—কন্যা কি অবিবাহিতা।"

তর্কালঙ্কার। "হাঁ।"

অনঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

আধ্যাত্মিকা তাহার মনের ভাব দেখিতেছেন।

অনঙ্গ বাষ্পপূর্ণস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আমি ব্রাহ্ম পরিব্রাজক আপনকার কন্যার অসামান্য গুণ ও ধর্ম্মভাব শুনিয়া আপনকার চরণ দর্শন করিতে আসিলাম। যদি আমাকে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে দেন তবে আপনকার চিরকিঙ্কর হইয়া থাকিব।"

তর্কালঙ্কার,—"বাবা স্থির হও, তুমি অনা-হারে আছ, ভোজন কর। আমার প্রতি যে এত উচ্চ ভাব প্রকাশ করিলে, তাহার জন্য আমি আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমার কন্যা ভগবানে মগ্ন, আত্মতত্ত্ব লাভার্থে নিষ্কাম ও নিরূপাধিক কার্য্য করেন ও ধ্যানানন্দে সদানন্দ। আমি যে পর্য্যন্ত তাঁহার অভিপ্রায় জানি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি পতি গ্রহণ করিবেন না। তিনি ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় ধ্যানবলের দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিতেছেন, যাহা ভৌতিক ও প্রকৃতিসংযুক্ত তাহা হইতে অতীত হইবার অভ্যাস করিতেছেন। যে সকল স্ত্রী-

লোক আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন তাহাদিগের পতি প্রয়োজন, কারণ পতিগ্রহণে স্ত্রীপুরুষের শুদ্ধ প্রেম পরস্পরে সর্ব্বদা অর্পিত হইলে নিষ্কাম-ভাবের উদ্দীপন, নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপনে আত্মার উদ্দীপন। এই নিষ্কাম ভাব বর্দ্ধনার্থে মৃতপতির জন্য এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়া থাকে। অতএব জীবন উন্নত করিবার লক্ষ্য অনুসারে কার্য্য। যাহারা ঊর্দ্ধ শ্রেয়ঃ পথে গমন করে তাহারা আর প্রেমপথে ফিরিয়া আসে না।"

অনঙ্গ ছল ছল চক্ষে আধ্যাত্মিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "আমি একভাবে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনকার বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছি, আপনি মনুষ্য নহেন—শারীরিক ও মানসিক ভাবশূন্য। আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি।"

দুই তিন দিবস তথায় থাকিয়া অনেক সদালাপ ও আতিথ্যের পর অনঙ্গ স্ফীতচিত্তে পিতামাতা ও কন্যার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বৈঠকী কথা—সঙ্গীত।

দিনমণির হিঙ্গুলবর্ণে আকাশ ও বৃক্ষাদি সুশোভিত। যে স্থানে বাবুদিগের বৈঠক হয়, সে স্থানে কদম্ব বৃক্ষের পত্রেতে সূর্য্য অস্তমিত-আভা চাকচিক্য করিতেছে। বনওয়ারীলাল বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন ও কানেড়ার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গাইতেছেন,—

"খরজরি খবগান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ এ এ।"

কতিপয় রাস্তার ছোঁড়া জমিল। ও বাবুর হেঁড়ে গলা-নির্গত স্বর শুনিয়া মুখ মুচকিয়া হাসিতে লাগিল। এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া বনওয়ারীলাল ধ্রুপদ রাখিয়া দ্বিপদ অবলম্বন করতঃ তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে তাহারা দৌড়িয়া পিট্টান দিল। ক্রমে ক্রমে সকল সঙ্গিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্ম্মম।" স্তুতিবাক্যের শ্রোতে বনওয়ারীর বদন হইতে হাসি ও জিহ্বার রস উদরোপরি লীলা করিতে লাগিল।

ক। "ভাল মহাশয়! আপনিতো সঙ্গীত শিখিয়াছেন, ঈশ্বর আদি কি?"

বন। "ঋষিরা ও গন্ধর্ব্বেরা সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। বেদ সঙ্গীতের স্বরে পঠিত হইত। গন্ধর্ব্ববিদ্যা সামবেদের অন্তর্গত। সঙ্গীতের নাম নাদবিদ্যা। নাদ সপ্ত প্রকার স্বরে বিভক্ত; খরজ, রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ। এই সপ্তস্বরের তিন গ্রাম। উদারা নাভি হইতে, মুদারা গলা হইতে ও তারা মস্তক হইতে। বেদান্তে এই তিনের নাম উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত বলে।"

"দুই স্বরের ব্যবধানে স্রুতি, মূর্চ্ছনা ও গমক। কোন গান এক সুরে হয় না। এক এক স্বরের আরোহি ও অবরোহি অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও নিম্ন গমন আছে। এজন্য দুই তিন ও চারি ভাগের সীমা পর্য্যন্ত এক এক স্বর যাইতে পারে ও ঐ সীমা অতীত হইলে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। স্বরের কম্পনের নাম গমক ও এক স্বর হইতে অন্য স্বরে গমনের নাম মূর্চ্ছনা। তাল একটী আঘাত ও একটী বিরাম। নানা তাল লঘু গুরু নিয়মের দ্বারা ধার্য্য হয়। মূর্দ্ধণি হইতে স্বর ও আঘাতের উৎপত্তি। নাদ মূর্দ্ধণি অতীত হইলে আত্মাতে লয় হয়। লয় অবস্থাতে নাদ নির্ব্বাণ এবং রাগ ও তাল নাদের সঙ্গে সঙ্গে

বিলুপ্ত হয়। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারকদিগের নাম নারদ, তুম্বুরু, হুহু ও ভারত। প্রাচীন-মতে ছয় রাগ ;—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ নটনারায়ণ। মতান্তরে রাগের নাম—ভৈঁরো, মালকোষ, হিন্দল, দীপক, শ্রী ও মেঘ। এক এক রাগের ছয়টী স্ত্রী। মুসলমান রাজাদিগের সময় সঙ্গীত আলোচনা হয়। স্বর যাহা ধার্য্য হইয়াছিল অর্থাৎ সারগম তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক জন্মিয়াছিল—হরিদাস, তানসন, গোপালনায়েক, বওজুবাওবা, সদারং, আদারং। সেই সময়ে অনেক নূতন রাগিণী, নূতন প্রকার গান ও নূতন বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।"

ক। "আপনি কত রকম গান জানেন ?"

বন। "ধরু ধ্রুপদ, খেয়াল, সোরবন্দ, তেরাণা, চতুরঙ্গ, পাঁচরং, সসরং, নক্সগুল, টপ্পা, লাওনি, চিসতন, গজল, রেক্তা, রোবাই। ভারি ভারি তালও জানি ও সঙ্গত করিতে পারি। ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল লক্ষীতাল, পটতাল, সুরফক্তা, চৌতাল, ছোট চৌতাল, ঝাঁপতাল, ও অন্যান্য নীচেকার তাল বাজাতে পারি।"

খ। "মহাশয় একটী গান।"

বন। (মুলতান—মধ্যমান।) 'গোকুল গাঁওকো কোশবারে"—এমন সময়ে দুই জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল, —"মহাশয় গো! রামহরিবাবুকে তীরস্থ করা গেল।" অঁ্যা—বলিস্ কি? বলিয়া সকলে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া বেগে চলিলেন।

জগৎ অদ্ভুত। এই পূর্ণিমা—এই আমাবস্যা—এই আহ্লাদ, এই অনাহ্লাদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার এক বিবির সহিত আলাপ ও ক্লেরভোয়েন্টশক্তি প্রকাশ।

কাশীর প্রান্তভাগে এক রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া জোয়ানপুরে যাওয়া যায়। একার ঘর্‌ঘরাণি শব্দ নিরন্তর হইতেছে। সে স্থানের অনতিদূরে একখানি সুনির্ম্মিত আটচালা, চতুর্দ্দিকে আম্র ও সুপারি গাছ। সম্মুখে একটী ঝিল, আটচালাতে এক বিবি থাকেন। তিনি পল্লীস্থ বালিকা-ধর্ম্মার্থে বালিকাদিগের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। যে সকল বালিকা দরিদ্র, তাহাদিগকে পড়ান ও বিশেষতঃ শিল্পকার্য্য শিখান, কারণ তাহারা নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। যে সকল বালিকা মধ্যবর্ত্তী লোকের কন্যা, তাহাদিগকে পুস্তক পড়াইতেন; ও তাহাদিগের মন নীতি-গল্পে যাহাতে অভিনিবেশ হয় এমত যত্ন করিতেন। অন্যান্য পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা আধ্যাত্মিকার কার্য্য তাঁহাকে শুনাইলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাতিশয় ব্যস্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ সময়ে গেলে ভালরূপে সাক্ষাৎ হয়?" সকলে বলিল—"বৈকালে।" বিবি আসিতে আসিতে মনে করিতেছেন—কি অদ্ভুত! বাঙ্গালির মেয়ে পৌত্তলিক ধর্ম্মে শিক্ষিত, পরোপকারে এত রত যে অসীম আয়াসে ও ব্যয়ে পরদুঃখ বিমোচন করিতেছে। বৈকালে পিতামাতা ও কন্যা উদ্যানে বসিয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে বিবি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিবিকে সম্মান ও সমাদর করিলেন। অন্যান্য বিষয় আলাপনান্তরে বিবি আধ্যাত্মিকার মুখ দৃষ্টি করতঃ দেখিলেন, যে

যদিও বদন সুন্দর কিন্তু মানবভাবশূন্য—মনে করিতেছেন ইহাঁর আত্মার আদর্শ ইহাঁর বদন; দৃশ্যও শান্ত ও বাণীও শান্ত। যেথানে এত দেবচিহ্ন সেখানে এ সামান্য পৌত্তলিক মেয়ে হইতে পারে না। বিবি বাঙ্গলা ভাষা ভাল জানিতেন ও দর্শনাদি শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগিনি! আপনার শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে।" আধ্যাত্মিকা আত্মপরিচয় দিলেন—"আমার আসল শিক্ষা অন্তর হইতে—বাহ্য জ্ঞানকে ধ্যানের দ্বারা শূন্য করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি ও এখনও পাইতেছি। পুস্তকাদি পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম, এক্ষণে কিছুই পড়ি নাই। আপনার পরিচয় পাইতে বাসনা করি। আমি ইচ্ছা করিলে আপনার বৃত্তান্ত সকল বলিতে পারি; কিন্তু আপন মুখে শুনিলে সুখী হইব।" বিবি বলিলেন, "আপনি অগ্রে বলুন, যেটা যথার্থ না হইবে, আমি তাহা সংশোধন করিব।"

আধ্যাত্মিকা বলিলেন—"স্কটলণ্ড দেশে হাল সাহেব নামক সদাগর ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে এক শাঁকো দিয়া অন্য স্থানে আসিতেন। ঐ শাঁকো দিয়া একজন যুবতী ভদ্রকন্যা আসিতেন। প্রতিদিন তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হওয়াতে আলাপ হইল, পরে প্রণয় জন্মিল, পরে বিবাহ হইল। বিবির নাম মেটিলড়া, আপনি তাঁহাদিগের কন্যা। আপনাকে প্রসব করিয়া আপনার মাতা লোকান্তর গমন করিলেন। আপনার পিতা শোকে মগ্ন হইয়া অস্থিরতা প্রাপ্ত হইলেন। বাণিজ্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে কর্ম্ম,কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। গির্জা, হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ও দুঃখী দরিদ্র লোকের দুঃখ বিমোচনার্থে অর্থ ব্যয় করিতেন ও পুনর্ব্বার সংসার করিবার ইচ্ছা নির্ব্বাণ করিলেন। আপনাকে ক্রোড়ে করিয়া স্নেহ করিতেন ও চক্ষে অশ্রু আসিলে অমনি মুখ ফিরাইতেন। আপনি ষোল বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাবা! আমার কি মা নাই?'" আপনার পিতা খেদ সম্বরণ না করিতে পারিয়া হাতরুমাল চক্ষে দিয়া রোদন করিলেন ও তিনি সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। অনেক বিবি আপনার পিতার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হয়েন নাই। কিছুকাল পরে আপনার পিতা পরলোকে গমন করিলেন ও আপনি তাঁহার সম্পত্তি পাইলেন। একাকিনী নিস্তব্ধে আপনি ঈশ্বর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনেক যুবক আপনাকে বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইল. আপনি রূপবতী, গুণবতী ও ধনশালিনী, কিন্তু আপনি কোন স্থানে যাইতেন না ও কাহাকেও আহ্বান করিতেন না, সুতরাং কেহই আপনকার নিকট উপরোক্ত প্রস্তাব করিতে সক্ষম হইল না! যেরূপ এতদ্দেশে বিধবা নারীরা ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করে অর্থাৎ শরীর শোষণ, ইন্দ্রিয়াদি দমন ও আত্মার উন্নতি সাধন, সেইরূপ অভ্যাস আপনি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আপানার চিত্ত এই হইল যে, বিবাহ করিবার অপেক্ষা জীবন নিষ্কাম ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যাপন করিলে ঐশ্বরিক আনন্দলাভ হয়। এই স্থির করিয়া আপনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। এক্ষণে কৃষকের ন্যায় কর্ষণ করিতেছেন, ভগবান করুন আপনার অনন্তফল লাভ হউক।"

বিবি দাঁড়াইয়া আধ্যাত্মিকার মুখচুম্বন ও তাঁহাকে আশ্লেষ করিয়া বলিলেন,—"আপনি

যাহা বলিলেন, তাঁহার একটী কথাও অসত্য নহে। আমাদিগের দেশে এ বিদ্যা আছে তাহাকে সেকেণ্ড সাইট (Sceond Sight) বলে, কিন্তু আপনার আত্মা অধিক উন্নত।" দুই জনের অন্তর অবস্থা দুই জনে জানিয়া একজনের স্বরূপে কিয়ৎকাল শান্ত হইয়া থাকিলেন। পরে তর্কালঙ্কার বিবিকে স্বহস্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। বিবি বলিলেন,—"আমি যে এত সমাদর ও প্রেম পাইব তাহা প্রত্যাশা করি নাই। আমি জানিতাম আমরা ম্লেচ্ছ জাতি, অস্পর্শীয়, এক্ষণে আশ্চর্য্য হইতেছি কি আপনাদিগের উদারভাব!"

আধ্যাত্মিকা বলিলেন, 'প্রেম, হৃদয়সম্বন্ধীয়, জাতি সম্বন্ধীয় নহে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বৈঠকী কথা—সুশিক্ষিত নব্যবর্গ ও পঞ্চায়েত।

যদিও রাগরাগিণী সময় অনুসারে সঙ্গীত, তথাচ গায়কের ও শ্রোতার ইচ্ছামত গান হয়। ইচ্ছা রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্র করে।

বনওয়ারী ভোজনান্তে নিদ্রা না যাইয়া কদম্বতলে তাকিয়া ঠেসান দিয়া "মিয়া মল্লা রি, না, তা, না" দ্বারা আলাপ করিতেছেন। গলাটি এক সুরো, খরজে পূর্ণ। দুই এক মাগি জলের কলসি লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। আওয়াজ শুনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। গায়ক রেগেমেগে বলিলেন,—"যাও তোমরা কি তামাসা পেলে?"

ক্রমশঃ অন্যান্য বাবুরা উপস্থিত হইলেন।

ক। কালেজে ও স্কুলে যে সকল বালক ইংরাজী পড়িতেছে, তাহারা তোতা-পাখী অথবা টিয়ে পাখীর ন্যায় বাঁধা গৎ 'রাধাকৃষ্ণ বল" পড়িতেছে, কেটে ছিড়ে উঠতে পারে না। মস্তিষ্কতে যাহা পূরিত তাহাই কায়ক্লেশে বাহির করে। তাহাদিগের বুদ্ধি ও বিজ্ঞান শক্তি ও অন্যান্য বৃত্তির চালনা অল্প ও ধর্ম্মভাব সামান্য; অনেকেই নাস্তিক—অনেকে কমিটির মত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মরা আস্তিকতার বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু আসল ধর্ম্মভাব কোথায়? অনেক স্থলে নাম মাত্র। এই ধর্ম্মভাবের বিরহে পরিবারের উন্নতি হইতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা যাহা হইতেছে তাহা অনুকরণীয়। অন্তর ভাবের উদ্দীপন অল্প, বাহ্য পরিচ্ছদ ও বাহ্য প্রণালীর জন্য অধিক আলোচনা। আর এক আক্ষেপের বিষয় এই, সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে সদ্ভাবের অধিক অভাব। তাহাদিগের মধ্যে একজন বিপদে পড়িলে কয়জন তাহার জন্যে কাতর হয় বা সাহায্য করে? এ বিষয়ে ইংরাজ জাতি ধন্য—একজন বিপন্ন বা ক্লেশে পতিত হইলে সমস্ত জাতি শুনিবামাত্র একমনা হইয়া তাহার সাহায্য করে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে এস্থলে বরং অনেকে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এ পিশাচভাব ধর্ম্ম অনুশীলন অভাবে হইতেছে। পূর্ব্বে সুহৃদ্‌ভাব ও পরহিতভাব অধিক ছিল। তাহা এক্ষণে কোথায়? বাহ্য আড়ম্বরে অধিক অনুরাগ। পূর্ব্বে সকলে গুরুজন ও প্রাচীনদিগকে অভিবাদন ও সম্মান করিত। এক্ষণে ছোঁড়ারা এক নমস্কার ঠোকে—নমস্কার সমানে সমানে চলে। এটি অহংতত্ত্বের চিহ্ন।

প্রত্যেক গ্রামে পূর্ব্বে পঞ্চায়েত ছিল। তাহারা গ্রামের সকল কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিত এবং তাহাদিগকে সকলে মান্য করিত। কাহার অপকার করিব না, যাহা যথার্থ তাহাই করিব; এইভাবে সকলে যেন এক শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত। এক্ষণে কোন কোন স্থানে

মিউনিসিপেলিটিতে পূর্ব্বের ভ্রাতৃবৎ ভাব জলাঞ্জলি হইয়াছে। পরাক্রম পাইয়া পরস্পর খোঁচাখুচি করে। ইহারা কি সুশিক্ষিত ব্যক্তি?—তবে ধর্ম্মভাব কোথায়? বোধ হয়, পর্ব্বতের গুহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। শিক্ষাতে ধর্ম্ম-ভাবের বড় আবশ্যক।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণীর সাংঘাতিক পীড়া।

তর্কালঙ্কার স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ, অর্দ্ধ প্রাণ, অর্দ্ধ আত্মা দেখিতেন। তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হওয়ায় তিনি অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছেন। কন্যা দিবারাত্রি মাতার শয্যার নিকট বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। এদিকে বৈদ্যদিগের পরামর্শ, ঔষধির বিবেচনা ও রোগের মুহুর্মুহুঃ গতি নির্ণয় করার ত্রুটি কিঞ্চিন্মাত্র হইতেছে না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি, নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও শ্বাসের প্রারম্ভ। স্বামী কাতর ও অন্তরে দুঃখে মগ্নিত। কন্যা শান্ত ও সমাহিত; বৈদ্যরা বলিলেন, "এক্ষণে তীরস্থ করিবার সময়।" কন্যা খট্ট উপরি মাতাকে শয়ন করাইয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন, পরে পিতার চরণের ধূলি তাঁহার মস্তকে দিয়া কপালে সিন্দুরের রেখা স্বহস্তে বিলেপন করিলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীকে সম্ভাষ করিয়া বলিলেন, "যদি আমার স্ত্রীজন্ম হয়, তো আপনার ন্যায় ভর্ত্তা যেন পাই।" ব্রাহ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া জীবনহীন পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কন্যা খট্ট ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ও বলিলেন, "লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে চল, মাতা দিবাধামে গমন করিতেছেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া দেখিলেন দিনমণি অস্তমিত হইতেছে, নানা বর্ণীয় আভা তাঁহার মাতার বদনোপরি পতিত—নয়ন উর্দ্ধদৃষ্টিতে পূর্ণ, এমত যে চমৎকার সূর্য্য-আভা সে আভা অপেক্ষা তাঁহার জননীর যে আত্মার আভা তাহা যখন চক্ষু দিয়া বিনির্গত হইল, তাহা দেখিয়া নিকটস্থ যোগীরা বলিল, "মাই! আনন্দভৎ, জননী জ্যোতির্লোকে গ্যায়া।" অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া কন্যা পিতার হস্তধারণপূর্ব্বক বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া দুহিতা পিতার নিকট জলযোগ আনিয়া দিলেন। পিতা বলিলেন,—"বৎস! তিন চারি দিন তুমি দিবা রাত্রি বসিয়াছিলে, মুখেতে এক ফোঁটা জলও দেও নাই; তুমি আহার করিলে আমি আহার করিব।" কন্যা বলিলেন, "আমি মাতৃহীনা, মাতার ঋণ কেহই কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারে না। এক্ষণে আপনিই মাতা, আপনিই পিতা। আপনি আহার করিলে আমি প্রসাদ পাইব।"

সে রাত্রি মাতার চিন্তায় যাপিত হইল, প্রভাত হয় হয় এমত সময়ে মাতা আসিয়া কন্যার মুখচুম্বন করতঃ বলিতেছেন,—"বৎস! আমি উত্তম লোক পাইয়াছি—সে লোকে অনেক ধর্ম্মপরায়ণা নারী ঈশ্বরকে জীবনের জীবন করিয়া নব জীবন যাপন করিতেছে। মা! আমি সুখে আছি। অল্পদিনের মধ্যে এই পরিবারে দুর্ঘটনা ঘটিবে, আপন পিতাকে শান্ত রাখিও।" আধ্যাত্মিকা স্বীয় আত্মা-আলোকের দ্বারা যে ঘটনা ঘটিবে তাহা অবগত হইয়া কৈবল্যাবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকিলেন।

বৈকালে বিবি আসিয়া ব্রাহ্মণীর জন্য অনেক দুঃখ ও খেদ প্রকাশ করিলেন। আধ্যাত্মিকা বলিলেন—"ভগিনি! মস্তিষ্ক অধীন অবস্থাতেই পার্থিব ক্লেশ ও বৈকারিক যন্ত্রণা—মস্তিষ্কাতীত

অবস্থাই মনন্মনী অবস্থা—ঐ অবস্থা শিব অবস্থা, অভয়, অশোক, সুখ দুঃখ সম, আশা নৈরাশ সম। ত্রিতাপ বা কোন তাপ থাকে না, অন্তর বাহির শান্ত—সমাহিত।” বিবির বদন এই উপদেশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“গার্হস্থ্য, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কি কি উপযোগী কার্য্য?” আধ্যাত্মিকা বলিলেন, “আমাদিগের উন্নতির অনন্ত সোপান। এক এক সোপানে আরূঢ় হইলে অনন্ত উর্দ্ধগতি ক্রমশঃ দৃষ্ট হয়। গৃহ-আশ্রমে থাকিয়া শুদ্ধাচার অভ্যাস করিলে আত্মার উন্নতি কিঞ্চিৎ হইয়া থাকে। স্বামী, স্ত্রী, পিতাপুত্র, দুহিতা, পুত্রবধূ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলেই পরস্পর স্নেহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অনেক স্থলে কেহ পরবেদনায় পীড়িত হইয়া পরস্পর আনুকূল্য করে এবং এই অভ্যাসে কাহারও কাহারও চিত্ত এরূপ উন্নত হয় যে সে অপরের জন্য কাতর হইয়া থাকে। এই গার্হস্থ্যভাব অন্যের প্রতি আনীত হইলে বিস্তীর্ণতা অথবা সামাজিক অবস্থা ধারণ করে; কিন্তু নানাত্ব ও বহুত্ব প্রযুক্ত গৃহে ও সমাজে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয় না। ইহার জন্য নির্জ্জনে বিশেষ অভ্যাস ও আরাধনা চাই। যে সকল অভ্যাসে আত্মতত্ত্ব লাভ হয়, গৃহে ও সমাজে বদ্ধ থাকিলে সে সকল অভ্যাস হয় না। আত্মতত্ত্ব না জানিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, অতএব আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া জীবন সেই দিকে নিয়োগ করিতে হইবে। আশ্রম লক্ষ্য নহে ব্রহ্মজ্ঞানই লক্ষ্য।” বিবি আনন্দ-চিত্তে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অশুভ সংবাদ।

কন্যা পিতার নিকট বাগানে বসিয়া রহিয়াছেন। ভৌতিক ও অধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও পুরুষ, সার ও অসার, সাকার ও নিরাকার, জড় ও অজড় এই সকল কথা লইয়া স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। ইতিমধ্যে দুই জন পাইক চীৎকার করত দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, “মহাশয়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে।” তাহারা যে লিপি আনিয়াছিল তাহা তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে তাহার প্রত্যেক অক্ষর কন্যার অন্তর গোচর হইল। ব্রাহ্মণ লিপি পাঠ করিয়া সাতিশয় ম্লান হইলেন। লিপির মর্ম্ম এই যে, “সুন্দরবনের জমিদারী বানেতে প্লাবিত হইয়াছে। প্রজা সকলের গৃহ জলমগ্ন, গরু সকল মরিয়া গিয়াছে, ফসল একেবারে নষ্ট ও একটী প্রাণীও জমিদারিতে নাই—সিন্দুকে যে কয়েক হাজার টাকা ছিল, তাহা ডাকাইতে অপহরণ করিয়াছে—যে সকল প্রহরী ছিল তাহারা রুকিয়াছিল এজন্য অস্ত্রাঘাতে প্রাণবিয়োগ করিয়াছে। আমরা এক বৃক্ষের উপরে রহিয়াছিলাম, তিন দিনের পর দৈবযোগে এক শালতি পাইয়া এক দোকানে বসিয়া এই চিঠি লিখিতেছি।”

আধ্যাত্মিকা একজন চাকরকে কহিলেন, “এই দুই জন পাইককে আহার ও শয্যা দেও।”

তর্কালঙ্কার কন্যাকে বলিলেন, “বোধ হয় তোমার মাতা আমার লক্ষ্মী ছিলেন। এতদিন পায়ের উপর পা দিয়া স্বীয় প্রতাপে ও প্রতিদিন সদাব্রত করিয়া কাটাইয়াছি, এক্ষণে ভদ্রাসন ও বিষয়াদি বন্ধক দিতে হইবে। জমিদারির মালগুজারি মবলক টাকা ও জমিদারি দুরস্ত করিবার জন্য অনেক টাকা চাই।” আধ্যাত্মিকা

বলিলেন, "পিতঃ! আত্মার শান্তি রক্ষা করুন, অন্তর শান্ত থাকিলে বাহ্যপীড়ার ভয় নাই। আপনি সাক্ষাৎ ঋষি—ব'হ্য অতীত, যিনি অন্তর্যামী অন্তরে শীতলতার জন্য তাঁহাকে ধ্যান করুন।" পিতা কন্যার মস্তকে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও অচিরাৎ শান্তিলাভ করিলেন। আত্মা প্রবল থাকিলে বাহ্য প্রেরণা মস্তিষ্কে অল্পকাল স্থায়ী হয়। পরে গৃহাদি বন্ধক দেওয়া হইল ও হাতকর্জ্জা করিয়া জমিদারি তুরস্ত হইতে লাগিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বড় গোলযোগ।

পৃথিবীতে দুই প্রকার লোক; এক প্রকার স্বর্গীয়, যাহারা পর বিপদ ও পর-সম্পদে আত্ম বিপদ ও আত্ম-সম্পদ জ্ঞান করে ও পরহিতার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করে; আর এক প্রকার নারকীয়—যাহারা অন্যের বিপদ আপনাদিগের সম্পদ জ্ঞান করে ও পরের অহিতার্থে নানাপ্রকার চেষ্টা পায়, পরপ্রশংসায় জ্বলিয়া উঠে ও পরনিন্দা অতিশয় প্রিয় জ্ঞান করে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, দোকানে ও বাজারে জনরব হইতে লাগিল, "হরদেব তর্কালঙ্কার গেলেন।" কেহ কহিতেছে, "যাবে না—জেতে বামুণ, ভিখারীর জাত, এত লম্বা চৌড়াই বা কেন? রোজ বাটীতে সদাব্রত,—তুই কেরে বাবু?" অন্য একজন বলিল, "খুব হয়েছে, বেটার একটা ষোল বৎসরের মেয়ে, বিবাহ দিলে না, সেই পাপ এখন ভোগ করছে।" একজন ভদ্রলোক রোদন করিতে করিতে যাইতেছে, অন্য একজন আলাপী জিজ্ঞাসিল, "মহাশয় কি বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন?" সে ব্যক্তি বলিলেন,—"হরদেবের বিপদেতেই আমার বিপদ্। ঈশ্বর করুন যে তিনি এ বিপদ্ হইতে মুক্ত হউন। আমার হাতে অর্থ থাকিলে আমার সকল অর্থ তাঁহাকে দিতাম।"

মেয়েদিগের মধ্যেও এ বিষয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

নৃপবালা। "এই শুনিয়াছিলাম বামুণের মেয়ে নাকি বড় যোগিনী,—কৈ বাপকে রক্ষা করতে পার্‌লে না?"

রাজবালা। "যা বরাবর হচ্চে তাই ভাল ছেলেবেলা যমপুকুর, সেঁজুতি, পঞ্চমী ও অন্যান্য ব্রত কিছুই কর্‌লে না। ওমা! বই পড়ে ও চোক বুঝ্‌লে কি হবে?"

মনোরমা। "ওগো তোমরা সে মেয়েমানুষটীকে দেখ নাই, কেন মিছেমিছি বাক্‌চাতুরী কর্‌ছ? তাকে দেখ্‌লে পুণ্য হয়, আর পার্থিব শুভাশুভ কি কারো হাতে? তর্কালঙ্কারের দুঃখের কথা শুনিয়া সমস্ত রাত্র কাঁদিয়াছি, পতিকে বলিলাম, আমার যে গহনা আছে তাহা বিক্রয় করিয়া সেই সাধু ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দুঃখ মোচনার্থে লইয়া যাও।"

স্বামী বলিলেন,—"তোমার চিত্ত উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার নিকট হইতে তর্কালঙ্কার দান গ্রহণ করিবেন না।"

তিন বৎসর গত হইল, জমিদারীর আয় বন্ধ। স্থিতি ধন কিছু নাই। তৈজসপত্র ও অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, তাহা ক্রমশঃ বিক্রয় হইল, কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে ফুরাইয়া যায়। ব্যয় ক্লেশে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। অন্যকে অন্ন বস্ত্র দেওয়া দূরে থাকুক, আপনাদিগের দিন যাওয়া ভার। সিংহ পতিত না হইলে শৃগাল পদাঘাত করে না, পদস্থ ব্যক্তি অপদস্থ না হইলে, গঞ্জনাপাত্র হয় না।

বাটীবন্ধক ওয়ালা ও খত্তিপাওনাওয়ালারা আপন আপন টাকার জন্য তর্কালঙ্কারকে পীড়ন করিতে লাগিল। সর্ব্বত্রে তাঁহার গ্লানি ও অধার্ম্মিকতা ঘোষিত হইল। টাকা না দিতে পারাতে পাওনাওয়ালাদের মনে রাগ ও দ্বেষ জন্মিল। তাঁহার নিকট কেহ কেহ আত্মীয়ভাবে এই সকল অপ্রিয় কথা ব্যক্ত করে। পিতা ও কন্যা তাহা শুনিয়া বলেন, "যদবধি আত্মা প্রকৃতিশূন্য না হয় তদবধি তমস্ অতীত হওয়া যায় না, অতএব এই নিন্দা তুমি যাহা বল ইহাকে আমরা চেতনা বলি। যাঁহারা আমাদিগকে এরূপ নিন্দা দ্বারা চেতনা দেন জগদীশ তাঁহাদিগের মঙ্গল করুন। এই পরীক্ষা হিতজনক। একজন চিড়চিড়ে পাওনাওয়ালা অন্যান্য পাওনাওয়ালাদিগের নিকট হইতে রাগ ও ঈর্ষা সংগ্রহ করত ফটাস্ ফটাস করিয়া উপস্থিত হইলেন। "কোথা গো তর্কালঙ্কার? শেষটা খুব ঢলালে। আপনার বিষয় বিভব লুকিয়ে এখন আমাদিগের ফাঁকি দিতে চাহ। একদিকে ধর্ম্মের ছালা, আর একদিকে দিনে ডাকাতি! গলায়দড়ে জাতিই অন্ত্যজ। কিছু যে বল্‌ছ না?" পিতা ও কন্যা এই সকল নিন্দাতে আপন আপন আত্মার অশান্তভাব হয় কি না তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। বাহ্য ঝটিকার ঔষধি সহিষ্ণুতা।"

চিড়চিড়ে ব্যক্তি কিছু আশ্চর্য্য হইল, অনেক গালমন্দ দিলাম তবুও শান্ত। একটু নরম হইয়া—"এক ছিলিম তামাক আনাও। মেয়ের বিয়ের কি কর্‌লে?" কন্যার দিগে চেয়ে "কেমন গো বে কর্‌তে ইচ্ছা হয় না?" কন্যা না রাম, না গঙ্গা—মৃদু হাস্যান্বিত হইয়া থাকিলেন।

বলরাম আসিয়া উপস্থিত; বলরাম বাবুর সহিত তর্কালঙ্কারের অতিশয় সৌহৃদ্য ছিল, কেবল পাকপেতার ভেদ। বলরাম তর্কালঙ্কারের নিকট অনেক প্রকারে উপকৃত ও তাঁহার অনাটন শুনিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন সেই টাকা না পাওয়াতে নানা লোকের প্রমুখাৎ শুনিলেন তর্কালঙ্কার টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছে কাহাকেও দিবে না। মনেতে রাগের উগ্রতা জন্মিয়াছিল, তাহা প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। পিতা ও কন্যা বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় শান্ত হইয়া থাকিলেন। বলরাম বলিলেন, "এ জোয়াচুরির তুলনা নাই।" এই কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে হেমেন্দ্র বাবু আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন, "তর্কালঙ্কার মহাশয়! আপনাকে কখন দেখি নাই, আপনকার সচ্চরিত্র, সৎকার্য্য ও আপনার কন্যার দেবপ্রকৃতি শুনিয়া আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলাম, আপনি যে এ টাকা দিতে পারেন এমত বোধ হয় না। আমার অতিশয় আনন্দ যে এ টাকা আপনার অভাব মোচনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, আপনাকে দেওয়া ও ঈশ্বরের কার্য্যে দেওয়া সমান। এক্ষণে আপনার খত আমি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছি।" এই বলিয়া খত ফড় ফড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দুই অবস্থাতেই পিতা কন্যা সমভাবে থাকিলেন। চিড়চিড়ে ও বলরাম কিঞ্চিৎ অন্যমনা হইলেন কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া বলিলেন, "তর্কালঙ্কার ভাই! কিছু মনে করিও না, কায্‌টা ভাল হয় নাই। এখন দেখ্‌তেছি, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য লোভ, রাগ বা অন্য কোন রিপুঅধীন থাকে সে পর্য্যন্ত সে সকলই করিতে পারে। এই তর্কালঙ্কার দেবতাতুল্য মনুষ্য—ইহাকে কি না বলিলাম, ছার টাকাই পৃথিবীর ঈশ্বর।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতার জমিদারিতে গমন—কন্যা কিরূপ থাকিতেন।

ঝটিকা অষ্টপ্রহর বহে না, জোয়ার দিবা-রাত্রি থাকে না, বর্ষণ অবিশ্রান্ত হয় না। নিন্দা গেল, অপবাদ গ্লানি কিয়ৎকাল নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তেজোহীন হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার কন্যাকে বলিলেন—"মা যদিও এক্ষণে পাওনা-ওয়ালারা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে তথাচ আমার কর্ত্তব্য যে তাহাদিগের ঋণ যত শীঘ্র পারি তত শীঘ্র পরিশোধ করি! একারণ আমি স্বয়ং জমিদারিতে যাইয়া আপন চক্ষে সব দেখিয়া অপব্যয় নিবারণ করিতে চাহি।" কন্যা সম্মত হইলেন, যাওন-কালীন পিতা কিঞ্চিৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কন্যা কহিলেন—"পিতঃ! আমি জানি আমি আপনকার অতিশয় স্নেহের পাত্রী কিন্তু আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমি ধ্যানযোগেতে সময় ক্ষেপণ করিব।"

তর্কালঙ্কার জমিদারিতে যাত্রা করিলে তাঁহার কন্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আরাধনা ও ধ্যানযোগ অধিক করিতে লাগিলেন। এক্ষণে অর্থহীনা হইয়া ভাবিলেন, যে নিষ্কাম কার্য্য বিনা অর্থতেও হয়। শুদ্ধভাব নানা প্রকারে অভ্যাসিত হয়। শুদ্ধ বসনায় হয়—শুদ্ধ উপদেশে হয়—শুদ্ধ কার্য্যে হয়। যে সকল দরিদ্র লোক বাটীর নিকটে থাকিত তাহাদিগের কুটীরে যাইয়া যাহার যে কার্য্যের আবশ্যক হইত তাহা করিতেন। কাহাকে রন্ধন করিয়া দিতেন, কাহার কাপড় বিছানা সেলাই করিয়া দিতেন, কাহার শিশুকে ক্রোড়ে লইতেন, রোদন করিলে মুখচুম্বনে ও স্নেহেতে শান্ত করাইতেন। সকলে বলিত, "মা লক্ষ্মী তোমার দেবস্বভাব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত।" অনাটন ও অর্থাভাব জন্য চাকর দাসী দ্বারবানেরা সকলে ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল। একজন প্রাচীনা দাসী যে আধ্যাত্মিকাকে জন্মাবধি কোলে পিটে করিয়া মানুষ করিয়াছিল সে বলিল—"মা? আমি তোমার নিকট হইতে কোথায় যাইতে পারি না, তুমি আমার সর্ব্বস্ব।" এই বলিয়া আধ্যাত্মিকার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। নিকটস্থ দুঃখী দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা আধ্যাত্মিকার নিকটে সর্ব্বদা আসিত—তাঁহার মুখ দৃষ্টি করিলে তাহাদিগের দরিদ্রতা দূরে যাইত—তাহাদিগের তাপিত হৃদয় সান্ত্বনা বারিতে সিক্ত হইত। তাহারা বলিল—"মা! আমাদিগের বড় সৌভাগ্য যদি আপনার পাদ-পদ্মে হাত দিতে পারি, আপনার সেবা করিতে পারি।" আধ্যাত্মিকা কহিলেন,—"বাছা তোমরা নানা ক্লেশে আছ, আপন পতিপুত্রের ও ছেলেপুলের কার্য্য কর। আমার দাস-দাসীর প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর আমাকে অন্তরে স্বাধীন করিয়াছেন, আমার আহার ও নিরাহার, নিদ্রা ও জাগরণ সমান।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তর্কালঙ্কারের কলিকাতায় তজহরি বাবুর বাটীতে গমন।

তর্কালঙ্কার কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন যে, এ আর সে কলিকাতা নহে, নূতন নূতন রাস্তা, নূতন নূতন ঘাট, নূতন নূতন বাটী। অনেক প্রাচীন বাটী ভগ্ন। অনেক নূতন ইংরাজি রকমে নির্ম্মিত। সকল স্থানেই বিদ্যার অনুশীলন ধর্ম্মের চর্চ্চা। কেহ হিন্দুধর্ম্ম আক্রমণ করিতেছে, কেহ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের দোষারোপ করিতেছে, কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছে।

কেহ কোন বিদ্যা ও কোন ধর্ম্মেতে মনোনিবেশ না করিয়া বোতলের জোরে একেবারে বুঁদ হইয়া ব্যোমে উড্ডীয়ন করতঃ ভবনদী পার হইতেছে। তর্কালঙ্কার ভাবিতেছেন, কোথায় যাই, সহরে থাকিতে গেলেই অনেক ব্যয় অথচ কিছু সম্বল নাই। ভজহরি বাবু এককালে আমার বড় বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তখন আমি বিষয়াপন্ন ছিলাম। যাহাহউক দেখা যাউক। পথে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অহে ভাই ভজহরি বাবুর বাটী কোথা?" "আজ্ঞা, ঐ যে ভাঙ্গা মন্দিরটি দেখিতেছেন, উহার পশ্চিমে।" আস্তে আস্তে তর্কালঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভজহরি নাকে চস্‌মা দিয়া পঞ্জিকা দেখিতেছিলেন। নিকটে ব্রাহ্মণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তর্কালঙ্কার উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, আমার নাম অমুক, আমার ধাম বারাণসী।" নিরীক্ষণ করতঃ কহিলেন, "বোধ হয় আপনাকে চিনি।"

"আজ্ঞা, আমি পরিচিত, একত্রে পড়া ও আপনকার সঙ্গে কিছু বিষয়কর্ম্ম হইয়াছিল।" "আচ্ছা বসুন, সব মঙ্গল তো?"

"আজ্ঞা, ভগবান যে অবস্থায় রাখেন তাহাই মঙ্গল।"

"অদ্য এখানে থাকা হবে তো? তা হ'লে পাকশাকের উদেযাগ করুন। স্নান হয়েছে?" —"আজ্ঞা, হাঁ।"

"অরে হ'রে, ভটচাজ মহাশয়ের পাকশাকের জিনিস এনে দে।"

হরি। "যে আজ্ঞা।"

কর্ত্তা বাটীর ভিতর গমন করিলে, হরি চাকর আসিয়া বলিল—"দেখিতেছি আপনি ঋষিতুল্য লোক আপনার খাদ্য আমি কি আনিব, উপস্থিত আড় কুনকে মোটা চাউল, মুটখানেক ডাউল, একটা বেগুন, একপলা তেল ও দুখানা চেলা কাঠ। বাবু বেড়া কষা, ভাঁড়ারের চাবি আপনার হস্তে, জিনিসপত্র মেপে লন ও মেপে দেন। সকলের আহার হইলে পান্তা ভাতের হিসাব রাখেন। বাজার আপনি করেন, কাহারও প্রতি বিশ্বাস নাই। পরিবারেরা ছেঁড়া কাপড় দেখালে নূতন কাপড় পায়। হিসাব পত্র সব তুলটের কাগজে লেখা হয়। বাপ মার শ্রাদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে চুক্তি করান। পূজা আহ্নিক কিছু মাত্র নাই। ঈশ্বরের নাম কখন লন না। দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে পারেন না; কেবল পাঁঠ় শসা, বরবটী কলাই, রসকারা ও পকান্নতে সারেন। ছেলেদের বলেন, 'যা রেখে গেলুম পায়ের উপর পা দিয়া খাবে কিন্তু খবরদার খবরদার লোহার সিন্দুকের কাছ ছাড়া হইও না, ধন থাকিলে সব পাওয়া যায়। আমি একটা কথা বলে যাই আমাকে গঙ্গাযাত্রা করিবে রূপার হুকা সঙ্গে লইয়া যাইও না, কারণ অন্তরজলির গোলে চোরের পোষমাস।"

এই সকল শুনিয়া তর্কালঙ্কার স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, ও রন্ধন না করিয়া এক পয়সার চিনি আনিয়া পানা করিয়া খাইলেন।

বৈকালে বাবু গদিতে শয়ন করিয়া আলবোলার নল ভড়র ভড়র ফুঁকুচেন। তর্কালঙ্কার বিদায় লইলেন ও বাবু আলবোলার নল নাকের উপর ঠেকাইলেন। আপনা আপনি বলিতেছেন, "এ পাপ গেল বাঁচা গেল, থাকিলেই একটা দায়ে ফেলিত। ওর ভাঁয়োরে বুঝিয়াছিলাম, একটা দাও পেঁচ আছে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল বাবুর বদান্যতা ও তর্কালঙ্কারের জমিদারীতে গমন ও মৃত্যু।

তর্কালঙ্কার পথিমধ্যে ভাবিতেছেন, কোথায় যাই। বিমলবাবুর পুত্র নির্ম্মল বাবু শুনেছি বড় ধার্ম্মিক তাঁহার নিকট যাওয়া যাউক। নির্ম্মল বাবু তর্কালঙ্কারকে দেখিবামাত্রেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইলেন, ও বলিলেন,—"'অদ্য মে সফলং জন্ম, "অদ্য মে সফলা গতিঃ;' কি নিমিত্তে এ নরাধমের দেব-দর্শন হইল?" তর্কালঙ্কার আপন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। নির্ম্মল মুগ্ধ হইয়া কাতরে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের কত টাকায় প্রয়োজন?" তর্কালঙ্কার অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"দুই হাজার টাকা হইলে বোধ হয় কার্য্য সমাহিত হইতে পারে।" নির্ম্মল বাক্স খুলিয়া তৎক্ষণাৎ দুই হাজার টাকা দিলেন ও বলিলেন,—"টাকা ঋণ জ্ঞান করিবেন না, যাহার উচ্চ চিত্ত তাহার নিকট জগৎ ঋণী। এ টাকা আমার নয় ইহা আপনার। আরও টাকার প্রয়োজন যদি হয় তবে আমাকে জানাইবেন। আপনাকে সাহায্য করিতে আমার অসীম আনন্দ।" নির্ম্মল বাবুর নিকটে তর্কালঙ্কার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া জমিদারিতে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন সমস্ত ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, এক গাছি তৃণ নাই, বাঁধ বাঁধার লোক পাওয়া ভার, এক দিক বাঁধা হইতেছে, আবার ধসাকয়া যাইতেছে, দাদন ও আগামী দিয়া প্রজা বিলি হইতেছে, তথাচ তাহারা আসিতে অনিচ্ছুক। কালেতে জমি উর্ব্বরা হইবে এক্ষণে গিরে থেকে খাজনা দিতে হইবে। জমি একবার ধসে গেলে ব্যাপক কালে সংশোধিত হয়। অসুবিধাতে অনেক গোলযোগ, অনেক ধস্মধট, মন্দ বাতাসই প্রবল, ভাল বাতাস দিবার লোক অল্প। আজ যে নূতন মণ্ডল হয়, সে কাল ভেগে যায়। সকলে বলাবলি করে এক জায়গায় আছি সেখান হইতে কেন আসিব? এ জমিতে ফসল করা কালঘাম ছুটবে। নায়েব বলিল,—"মহাশয় আমরা বলহীন। যে জমি বিলি করিতে গেলে পঞ্চাশ জন উচ্চ পাটাসেলামি দিত, এক্ষণে সে জমি কাহাকেও গতাইতে পারি না। লোভ প্রদর্শন না করাইলে জমি বিলি হবে না। এক্ষণে টাকা ছাড়ুন বা খাজনার বিবেচনা না করুন, দুয়ের একটা না হইলে বিলির পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাৎ।" নায়েব আদেশ পাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল, ও বাঁধও মেরামত হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার অনাহারে লবণাক্ত জল খাওয়াতে অত্যন্ত ক্লেশে ও জ্বর আক্রান্ত হইলেন। সেখানে বৈদ্য নাই, সুতরাং পীড়া বৃদ্ধি হইল ও যখন তনু শীর্ণ হইল তখন আপন সূক্ষ্ম শরীরের চক্ষু দিয়া আপন বনিতাকে দেখিতে পাইলেন, তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণা তিরোহিত হইল, ও দুই জনে যেন একত্রিত হইয়া ঈশ্বরধ্যান করিলেন, পরে শরীর হইতে আত্মা ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হইয়া ভবপার হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

তর্কালঙ্কারের মৃত্যুসংবাদ।

মৃত্যুসংবাদ তীরের ন্যায় বেগে গমন করে। মৃত্যুসংবাদ প্রায় মিথ্যা হয় না। কাশীতে কেহ কেহ পত্রের দ্বারা এই সমাচার প্রাপ্ত হইল, ক্রমশঃ কন্যার কাণে উঠিল। কন্যা আপন আত্ম-চক্ষুতে দেখিলেন যে, অমুক তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় পিতাঠাকুর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ও তাঁহার বিয়োগের অগ্রে মাতা আসিয়া

সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। পিতামাতা যে লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও দৃষ্ট হইল। পৃথিবীর অতি উচ্চ অবস্থা সে লোকের সহিত তুলনা হয়। এদিকে আধ্যাত্মিকার জন্ম অনেক স্ত্রীলোক কাতর হইয়া আস্তে ব্যস্তে ধাবমান হইল। কিন্তু আধ্যাত্মিকা খেদান্বিত নহেন, দুঃখান্বিত নহেন, শোকান্বিত নহেন, শান্তা, ধ্যানযুক্তা, আধ্যাত্মিকা হইয়া বসিয়া আছেন। সকল স্ত্রীলোক মনে করিল; ইহাতে মানব প্রকৃতিশূন্য, ইহার প্রকৃত দেব প্রকৃতি। শিবালয়ে, দেবালয়ে, টোলে, কার্য্যালয়ে, বৈঠকখানায় দরিদ্র কুটীরে হাহাকার শব্দ হইতেছে। সকলই বলিতেছে, "আহা এমত মহাত্মা দেখা যায় নাই, তাঁহার এত অসীম পুণ্য না হইলে এমত দেবভাবপূর্ণা কন্যা কেন হইবে?" লোভাক্রান্ত, হিংসাক্রান্ত ও তমোযুক্ত লোকেরা প্রকারান্তরে নিন্দা করিতেছেন—"হাঁ, লোক ছিলেন ভাল বটে, কিন্তু বাহিরে যত ভিতরে সেরূপ ছিলেন না। অনেককে ফাঁকি দিলেন কেন? ধর্ম্মের ছালা বাঁধলেই তো হয় না, কার্য্যে সাফ চাই।" একজন স্পষ্টবক্তা বলিল. "যে সকল লোক নারকী তাহারা নারকীয় চর্চ্চা লইয়া কালযাপন করে। স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের নিন্দা অবশ্যই করিবে। উদারচিত্ত ও যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা আত্ম-দোষই শোধন করে—আত্ম উন্নতিই সাধন করে, পরগ্লানি করে না, পর-ছিদ্র অনুসন্ধান করে না। পার্থিব ও জঘন্য চিন্তা-অতীত ব্যক্তিরা দোষ দেখিলে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া নিন্দাকরণের যথার্থ কারণ নির্ণয় করে। স্বর্গীয় লোক একপথে চলেন ও নারকীয় লোক আর এক পথ অবলম্বন করে।" একজন বলিল "সে সব কেতাবি কথা, আমরা স্পষ্টবক্তা' আমরা দোষ গুণ বলি, আমরা কার খাতির করি না।" আর একজন বলিল, "মেয়েটার দশা কি হইল, ওর বা কে একটা ঘর বর দেখে দেয় এর পর কি ব্যভিচার দোষ ঘটবে?"

বঙ্কিমচন্দ্র চূড়ামণি বলিলেন, "অসার ব্যক্তিরা অসার কথা লইয়া কাল যাপন করে। যাঁহারা সারত্ব পাইয়াছেন তাঁহারা অসার ও পার্থিব অনুশীলন করেন না। ব্যর্থ অলীক পরহিত ব্যতিরেকে পরহানি-জনক কথা তাঁহাদিগের মুখ হইতে বাহির হয় না। এমন এমন লোক আছে যে, ধর্ম্ম ও সত্যের নাম অবলম্বন করতঃ বাহিরে উচ্চতা দেখাইয়া অন্তরের নরক প্রকাশ করে। অদ্ভুত জগৎ! মনের বিচিত্র গতি, মনস্মনী না হইলে ঘোর বিপদ। সংসার-অর্ণবের ঝটিকার বেগ ধারণ কে করিতে পারে?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবির সহিত আত্মসম্বন্ধীয় কথা।

আধ্যাত্মিকার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বিবি দুঃখিত হইয়া তাঁহার সমীপে আসিলেন। বিবি অতি কাতরা, বাষ্পে চক্ষু পূর্ণ, নয়নের নীর এক একবার উচ্ছ্বলিত হইতেছে। একটু সম্বরিয়া তিনি বলিলেন, "ভগিনি! তোমার দুঃখে আমি বড় দুঃখিতা হইয়াছি। মাতা গেলেন—পিতা গেলেন। এক একবার মনে হয় যে তুমি বিবাহিতা হইলে স্বামীর মধুময় স্নেহে সান্ত্বনা পাইতে। কিন্তু তুমি আমাদিগের দেশীয় ননদিগের* ন্যায় অপার্থিব জীবন ধারণ করিয়াছ।

আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "আপনার কাতরতা দেখিয়া আমার এই জ্ঞান হইতেছে যে, যদ্যপি

* যাহারা "রোমন কেথালিক" ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহাদিগের নন্ নামে স্ত্রীলোকেরা আমরণ অবিবাহিত থাকে, তাহারা কেবল আরাধনা ও পরের হিতজনক কার্য্যে জীবনযাপন করে।

আমার প্রিয়তমা সহোদরা থাকিতেন তাঁহার হৃদয় আপনার হৃদয় অপেক্ষা করুণভাবে বিগলিত হইত না। আপনি স্বামীর বিষয় যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ বটে, স্ত্রীলোকের সৎস্বামী অমূল্য ধন; সম্পদে, বিপদে, দুঃখে সুখে দুই জনের একই প্রাণ, একই আত্মা, বিশেষতঃ ঈশ্বর-আরাধনায় দুই চিত্ত এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে ঐ সাধনা উচ্চ প্রকারে সাধিত হয়; কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে কাহারও সঙ্গ আবশ্যক হয় না। তখন আত্মা ধ্যানানন্দ-অমৃতপান পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। এ অবস্থা গার্হস্থ্য ও সামাজিক অবস্থার অতীত; এ অবস্থায় ব্রহ্মসঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহার সঙ্গ আবশ্যক হয় না।"

বিবি বলিলেন,—"দিদি আমি সে অবস্থা প্রাপ্ত হই নাই, এজন্য সে আলোক রহিত। হে জগদীশ্বর! এ আলোক কৃপা করিয়া আমাকে প্রদান করুন। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে যে ঈশ্বর যাহাকে ভালবাসেন, তাহাকেই আঘাত দেন; কারণ ঐ আঘাতে আঘাতিত ব্যক্তি সংশোধিত হয়।"

আধ্যাত্মিকা,—"এ কথাটি সত্য বটে। সে সকল আঘাতদণ্ড বিপদস্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা দুঃখদায়ক বটে; কিন্তু ঐ দুঃখেতে চিত্তের উন্নতি ও ঈশ্বরজ্ঞানের বৃদ্ধি। যে পর্য্যন্ত আমরা মস্তিষ্কের অধীন সে পর্য্যন্ত সুখ-দুঃখ আশা, নৈরাশ অবস্থা। মস্তিষ্ক-অতীত অর্থাৎ মনন্মনী অর্থাৎ আত্মরাজ্যে স্থায়ী হইলে 'অদুঃখং অসুখ, অশোকং অভয়ং'—কেবল একই ভাব—"চিদানন্দরূপ 'শিবো শিবোহং'—বাহ্য অন্তর সকলই শিবময় বোধ হয়।" বিবি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ও আধ্যাত্মিকাকে বার বার চুম্বন করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীশিক্ষা।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে একজন ভদ্রলোকের বাটী। প্রাতে একজন বৈরাগী গাত্রোত্থান করিবামাত্রেই ভৈরোঁ রাগে এই গানটী গাইতেন,—

"হর পঞ্চানন পিনাকপাণে হে,
ত্রাহি ত্রাহি এ অভাজন হে।"

অনেকেই তাঁহার স্তোত্র শুনিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকিত। এই গানটী যেন ধর্ম্ম চেতনার উদ্বোধক হইত। ঐ বাটীর গেহিনী অতি মিষ্টভাষিণী, প্রণয়নী ও ধর্ম্ম-অনুশীলন-আকাঙ্ক্ষিণী। সন্ধ্যার পর পল্লীস্থ স্ত্রীলোকগণ তাঁহার নিকট আসিত। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া সদালাপে ও সৎ-চর্চ্চায় আত্মোন্নতি করিত। এই অনুশীলনের মূল আধ্যাত্মিকা। যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছে সে সর্ব্বদা ভাবিত, এই রমণী সর্ব্বপ্রকারে উচ্চ কিরূপে হইল। এ প্রসঙ্গ ঐ ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে, গেহিনী বলিলেন, "ইটী পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি। লেখা পড়া অনেকে শিখে বটে, কিন্তু লেখাপড়া শিখিলেই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ হয় না। পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র স্মরণ কর। তাঁহারা উচ্চতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনেকের পার্থিব বাসনা ছিল না, সাবিত্রী-উপাখ্যান মনে কর। বোধ হয় তাঁহার তুল্য রমণী দেখা যায় না। বিধবা হইব, তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। শ্বশুর দুঃখী, স্বামী দুঃখী, তাহা কিছুই নিবৃত্তির কারণ নহে—অমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধান সামান্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। একই চিত্ত, যাহাকে পতি বলিয়া

বরণ করিয়াছি তাঁহাকেই বিবাহ করিব, তিনি জীবিত থাকিলেও পতি, মরিলেও পতি। ইন্দ্রিয় সুখার্থে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা পতিগ্রহণ করিতেন না। পতিগ্রহণের তাৎপর্য্য যে, পতিতে ঔপাধিক প্রেম ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া নিরুপাধিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ধারণ করিবে। ঐ পতিবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য্য। কেবল লেখাপড়া শিখিলে তোতাপাখী অথবা রাধাকৃষ্ণ বল এই হয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষা না হইলে শিক্ষা হয় না। কিন্তু সমাজার্থে শিক্ষা প্রয়োজন, এজন্য দশ রকম শিখিতে হয়।"

হেমলতা। "সে দশ রকম ল'য়ে আমরা কি করিব? আধ্যাত্মিকাকে দেখিয়া বোধ হয় বাহ্য চটক কিছুই চাহি না; সামাজিক নৈপুণ্য ইংরাজি অনুকরণ। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা সমাজে যাইতেন বটে, কিন্তু গৃহে তাঁহারা অধিক কার্য্য করিতেন। আমাদিগের পূজা আহ্নিকে অনেকক্ষণ যায়। সংসারের কার্য্য আছে, আয় ব্যয় দেখিতে হয়, বাটীতে কাহার রোগ হইলে তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হয়! পল্লীতে কাহার পীড়া, দুঃখ ও শোক উপস্থিত হইলে তাহার তত্ত্ব লইতে হয়। আমরা সালঙ্কৃতা হইয়া সমাজে কখন যাইব? স্বামী ব্রহ্মমন্দিরে আমাকে লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন। আমি বলিলাম, সমাজে যাওয়া অপেক্ষা ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়া উত্তম বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকার শিক্ষা এই যে, প্রকৃত ব্রহ্মমন্দির আত্মা, অতএব সেই মন্দির পাইবার জন্য আমি নির্জ্জনে উপাসনা করি। সাধক নানা শ্রেণীয়, আমি একাকিনী; অথবা পতির সহিত উপাসনা করিলে আনন্দ লাভ করি।"

পদ্মাবতী। "কেন ভাই পতি যদি নানাস্থানে লইয়া যাইতে চান তবে যাইব না কেন? নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন আলাপ ও অনুশীলন, নূতন নূতন দ্রব্য দেখা ও অনুসন্ধান করা, আপন বাক্যকে মিষ্ট করা, জ্ঞানকে উচ্চ করা—এ সব কি কিছুই নয়?"

কুরঙ্গনয়নী। "যে স্থানে গমন করিলে ভদ্র আলাপ ও চিত্তের উৎকর্ষ হয়, সেখানে যাওয়া বিধেয়; কিন্তু হট্টগোলে যাওয়া উচিত নহে। কি জন্য সময় বৃথা যাপন করিব? এইখানে যেরূপ আমাদিগের আলাপ হইতেছে ইহাকেই সামাজিক কেন না বল? সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিকা ত সমাজে যান না। তিনি সামাজিক শিক্ষাতে কিছুই মন দেন নাই। যে শিক্ষা ও অভ্যাস তিনি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত সকল শিক্ষা। তিনি গৃহরুদ্ধ নহেন—যে মনে করে সে তাঁহার নিকট যাইতে পারে ও তাঁহার নিকট শিক্ষার্থে ছোট বড় এত লোক গমন করে, যে তাঁহার বাটীতে প্রতিদিন সমাজ হইতেছে।"

হেমলতা। "তাঁর কথা ছেড়ে দেও। তাঁহার একই লক্ষ্য, একই মতি, একই অভ্যাস, একই কার্য্য। যে জন পারলৌকিক অনন্ত সমাজ অহরহঃ চিন্তা করে, ও উচ্চ অশরীর আত্মার ন্যায় জীবন ধারণ করে, তাঁহাকে ঐহিক সমাজের চিন্তা করিতে হয় না। ঐহিক সমাজ আপন আপনি তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে।"

পদ্মাবতী। "কিন্তু আমাদিগের তত উচ্চ অবস্থা হয় নাই, সুতরাং আমাদিগকে পাঁচ ফুলে সাজি ও দশ কর্ম্মান্বিত হইতে হইবে। আমাদিগের গৃহ চাই, সমাজ চাই ও পরকাল চাই।"

হেমলতা। "ওগো ঠাকরুণ! তুমি দুই নৌকায় পা দিয়া থাকিবে, এটী যে ভাই হয় না। আমাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধীয় না হইলে বাহ্য

আড়ম্বরীয় শিক্ষা হইবে ; কিন্তু সকলে ঈশ্বরকে সমভাবে চাহে না। যাহারা তাঁহাতে মগ্ন নহে ও যাহারা বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত, তাহাদিগের জন্য সমাজ না হইলে নিস্তার নাই। তাহারা দশ জনের সহিত আলাপ করিবে, দশ রকম জানিবে ও সামাজিক আমোদ উপভোগ করিবে।”

কুরঙ্গনয়নী। “তাহাতে বিশেষ উপকার কি ? আমাদিগের ব্রত, নিয়ম, উপবাস ইত্যাদিতে অনেক উপকার। এ সকল পরলোক হিতার্থে কৃত হয়। মনে কর, দুটী ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটী শুভদায়িনী। একভাব —ঈশ্বরকে কিরূপে পাব, কি অভ্যাস করিব ও কি চিন্তা ও কার্য্য করিলে পরলোকে উর্দ্ধগতি হইবে। আর একভাব—শরীর ও পরিচ্ছদ সুন্দর করিয়া সমাজে যাইয়া বাহ্যজ্ঞান ও সামাজিক নৈপুণ্য লাভ করিয়া সামাজিক আদর ও সম্মান পাইব। কিসে অধিক উপকার ?”

হেমলতা। “উপকার উদ্দেশ্য অনুসারে কাহার ইচ্ছা হইতে পারে যে, সমাজের সহিত মিলিত হইয়া সমাজ সংস্করণ করিব। কাহার লক্ষ্য হইতে পারে যে, আমি আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করিব, তাহাতে নিষ্কামভাবে যে উপকার করিতে পারি তাহা করিব। ইহার উপমা আধ্যাত্মিকা, উহার দ্বারা গৃহ, সমাজ ও সমস্ত দেশ উপকৃত হইয়াছে। আমাদিগের স্বাধীনতা পূর্ব্বে ছিল ও এখনও তীর্থে, দেবালয়ে, অন্যের ভবনে গমন করিতে কেহ প্রতিরোধ করে না। যাহাদিগের সমাজের প্রতি মন তাহারা অবশ্যই সামাজিক হইবে। যাহাদিগের ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব তাহারা ঐশ্বরিক কার্য্যে নিমগ্ন থাকিয়া গৃহ ও সমাজ অতীত হইবে, অথচ গৃহ ও সমাজ উজ্জ্বল করিবে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

খগোল সম্বন্ধীয় উপদেশ ও পরলোক।

পূর্ণিমার রাত্রি। চন্দ্রের মনোহর কান্তিতে পৃথিবী যেন স্নাত হইতেছে। পবিত্র আভাতে সমস্ত জীব জন্তু উৎসাহিত, স্ফূরিত, নবজীবিত। এরূপ বাহ্য আকর্ষণে কাহার অন্তর উদ্বোধন না হয় ? আধ্যাত্মিকা একাকিনী বাটীর ছাদের উপরে নভোমণ্ডল দৃষ্টিপূর্ব্বক মধুর চিন্তনে প্রফুল্লনয়নী হইয়া স্রষ্টাতে অন্তর আহুতি প্রদান করিতেছেন। ইত্যবসরে কতিপয় প্রাচীনা ও নবীনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহাকে অভিবাদন, কাহাকে স্নেহযুক্ত অভ্যর্থনা পুরঃসর সকলকে সমাদর করিলেন। সকলেরই চক্ষু চন্দ্রের উপর। বামাহৃদয় অপূর্ব্ব দৃশ্য দরশনে ঝটিতে অভিভূত হয়। কুরঙ্গনয়নী বলিলেন যে “আকাশতত্ত্ব আমরা কিছুই জানি না” খঞ্জনগঞ্জনী বলিলেন, “এ প্রশ্ন পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি পরিষ্কার পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না, কেবল আমার নাম ল’য়ে বটকেরা করিলেন।” প্রাণতোষিণী বলিলেন; “ও সব বাজে কথা যাউক আমরা বাজে কথা ল’য়ে জীবনটা মিছামিছি কাটাই, কেবল দ্বেষাদ্বেষি ঠেষাঠেষি। দিদি ! খগোল বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিন।” আধ্যাত্মিকা বলিলেন,—“আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানি তাহা বলি—বেদেতে ঈশ্বরকে “অনন্ত” বলে। বেদের এই প্রেরণা আত্মা হইতে উপলব্ধ। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব জানেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে অনন্তরূপে দেখেন। ঈশ্বরকে অনন্ত ও অসীমরূপে জানিবার জন্য খগোলবিদ্যা বিশেষ উপকারী। এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা কেবল পৃথিবী চিন্তা করি, অথচ পৃথিবীর নানা সমুদ্র, নানাপর্ব্বত, নানা নদী, নানা জাতীয় লোক

নানা পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, লতা আমরা বিশেষরূপে অবগত নহি। পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অদ্যাবধি কেহই জানেন না। অনেক দেশ ভূমিকম্পে অথবা জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার কিছুই চিহ্ন না থাকিতে পারে ও যদিও অনেক বিষয়ার আবিষ্কার হইয়াছে তথাচ পৃথিবী সম্বন্ধীয় জ্ঞেয় অদ্যাপিও পূর্ণরূপে জানা হয় নাই। আমাদিগের পক্ষে পৃথিবী সম্পর্কীয় জ্ঞান গুরুতর জ্ঞান; কিন্তু অদ্যাপিও অসম্পূর্ণ; কিন্তু এই পৃথিবী নভোমণ্ডলে কুমণ্ডলবৎ। যে সূর্য্য দিনমানে আমরা দেখিতে পাই তাহার অধীন এই পৃথিবী। সৌরজগৎ মধ্যবর্ত্তী হইয়া সূর্য্য কতকগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ রক্ষা করিতেছে। যে গ্রহ সূর্য্যের নিকট তাহার নাম বুধ, তাহার পর শুক্র, তাহার পর পৃথিবী তাহার পর মঙ্গল, তাহার পর বৃহস্পতি, তাহার পর শনি; এতদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্য অচল, সকল গ্রহ ও উপগ্রহ সচল। ইহারা স্বীয় কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র, শুক্রের চারি ও শনির সাত উপগ্রহ। কি চেতন কি অচেতন রাজ্যে ঈশ্বরের সকল কার্য্যই শুভ-দায়ক। পৃথিবীর বাৎসরিক পরিভ্রমণে ও সূর্য্যের নিকট ও দূরবর্ত্তী হওয়াতে শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্ত ঋতু হইতেছে। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণে জোয়ার ও ভাঁটা হয়, কিন্তু ইহাতে সূর্য্যের তেজ পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর পড়ে। ঋতুর পরিবর্ত্তনে বায়ুর পরিবর্ত্তন ও জোয়ার ও ভাঁটাতে কৃষি ও বাণিজ্যের মহৎ উপকার। যখন পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে আসিয়া চন্দ্রকে সূর্য্যজ্যোতিঃ হইতে অন্ধকার করে. তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিলে সূর্য্যগ্রহণ হয়।"

চন্দ্রবদনী। "ভাল দিদি। রাশিচক্রটী কি?

আধ্যাত্মিকা। "সৌরজগৎ ব্যতিরেকে অসংখ্য নক্ষত্র আছে। একস্থান হইতে সকল নক্ষত্র দেখা যায় না এবং কোন নক্ষত্র একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার দৃষ্ট না হইতে পারে। পৃথিবীর গতি কখন সূর্য্যের উত্তর ও কখন সূর্য্যের দক্ষিণ; এই জন্য দুই কল্পিত রেখা নির্ম্মিত হইয়াছে। এক উত্তর অচল, এক দক্ষিণ অচল। ঐ দুই রেখার অন্তর্গত দ্বাদশ রাশি; মেষ বৃষ ইত্যাদি। পৃথিবীর যেরূপ গতি তাহা দেখিলে সূর্য্যের বিপরীত গতি বোধ হয়। পৃথিবী কন্যা রাশিতে গমন করিলে সূর্য্য যেন মীন রাশিতে যান, কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য অচল। এতদ্দেশীয় খগোলবেত্তারা উক্ত রাশিচক্রের অন্তর্গত কয়েকটী নক্ষত্রের নাম দিয়াছেন, যথা—অশ্বিনী, ভরণী; কৃত্তিকা প্রভৃতি ২৭টি। একটি একটি ১ থেকে ১০০ নক্ষত্র সংযুক্ত।

"দূরবীক্ষণ দ্বারা অনেক অচল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র ধূমবৎ পরে ক্রমশঃ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়। কোন কোন নক্ষত্র যুগল; কোন কোন নক্ষত্র তিনটী চারিটি ও বহুরূপে প্রকাশ হয়। এক একটী নক্ষত্র সূর্য্যের কার্য্য করে অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ দ্বারা আবৃত ও স্বীয় জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্য অপেক্ষা নক্ষত্রেরা বৃহৎ ও সূর্য্য গ্রহাদি ও উপগ্রহাদি প্রাণিময়, প্রত্যেক নক্ষত্র জগৎ অর্থাৎ ঐ নক্ষত্র ও তাহার গ্রহাদি ও উপগ্রহাদি তদ্রূপ প্রাণিময়। যতই নক্ষত্র নিরীক্ষিত হয়, ততই নূতন নূতন নক্ষত্র অপরিষ্কার ও পরিষ্কার রূপে আবিষ্কৃত হইতেছে। যাহা চক্ষুর দ্বারা জানা ছিল তাহা অপেক্ষা দূরবীক্ষণের দ্বারা অধিক জানা হইয়াছে। দূর-

বীক্ষণের দূর দর্শন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে যত দূর উদ্দারা দৃষ্টি যাইতে পারে, তত দূর জানা যাইতেছে ও নক্ষত্রের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক জানা হইয়াছে; কিন্তু অনন্তদেবের অনন্তরাজ্য পৃথিবী হইতে জানা অসাধ্য। অশরীর আত্মারা ভ্রমণ করিয়া অন্ত পান নাই। দূরবীক্ষণদ্বারা আমরা কতদূর গমন করিতে পারি। সৃষ্টি অনন্ত—একের পর অন্য, অসংখ্য সূর্য্য—অসংখ্য জগৎ, অসংখ্য জীব, পরা ও অপরা, জ্ঞান, ঔপাধিক ও নিরুপাধিক প্রেমেতে বিভক্ত, নানা শ্রেণীয়—কিন্তু একই শৃঙ্খলায় সকলই বদ্ধ, একই প্রেমডোরে নিয়োজিত। মতান্তর, চিন্তান্তর হইতে পারে, কিন্তু একই পদার্থ, কেবল সূক্ষ্ম শক্তির তারতম্য; অন্তর জীবন একই—একই মহাশক্তির সকলেই গুণ গান করিতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর এক কোণে থাকিয়া কেবল পার্থিব ভাবনায় জীবন যাপিত হইতেছে। স্থানান্তরে ভ্রমণ করিলে ও নানা নূতন দৃশ্য দেখিলে কাহার চিত্ত উন্নত না হয়? কিন্তু যখন নভোমণ্ডলের তারার উজ্জলতা দেখি ও ধ্যান করি যে, তাহাদিগের সংখ্যা অসংখ্য ও সৃষ্টি অনন্ত, তখন কাহার আত্মা অনন্তদেবে মগ্ন না হয়? তিনি যেরূপ সেইরূপ তাহাকে ধ্যান করিলে তাঁহার সহিত জীবের সম্মিলন হয়।”

লবঙ্গলতা। “যে সকল জগতের কথা কহিতেছেন, তাহারা কি পৃথিবীর ন্যায় নির্ম্মিত?”

আধ্যাত্মিকা। “যে পর্য্যন্ত জানা যায় তাহাতে এইরূপ বোধ হয়, প্রকৃতি সর্ব্বস্থানে একই প্রকার। প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চভুত, ক্ষিতি জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। পঞ্চ গুণের পঞ্চ গুণ। ক্ষিতি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজ হইতে রূপ বায়ু হইতে স্পর্শ ও আকাশ হইতে শব্দ। এই পঞ্চভুতের রূপান্তরে বাহ্য সৃষ্টি। মনঃ অহঙ্কার ও বুদ্ধি পঞ্চভুতের অন্তর্গত। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতিতে মানব দেহ উৎপত্তি হয়। আত্মা—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ হইতে অতীত পদার্থ। অনেকে আত্মাতে ভৌতিক অথবা সত্ব, রজ ও তমঃ অথবা বৈকারিক ভাব প্রয়োগ করেন, কিন্তু এ ভ্রান্তি। আত্মা গুণাতীত, এ সকল মনের ধর্ম্ম। আত্মা অভৌতিক ঐশ্বরিক পদার্থ।”

মৃদুহাসিনী। “তেজ ও শব্দ কি পরমাণুযুক্ত অথবা ভৌতিক?”

আধ্যাত্মিকা। “তেজ ও শব্দ পরমাণুযুক্ত। এই দুইয়েতেই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু আছে *।”

খঞ্জনগঞ্জনী। “ভাল দিদি, জীব মরিলে কোথায় যায়?”

আধ্যাত্মিকা। “প্রকৃতি পরমাণুসংযুক্ত, আত্মা অপরমাণু। সকল নক্ষত্র গ্রহ ও উপগ্রহ সৌর জগতের ন্যায় আকাশ অন্তর্গত। আমাদিগের বোধ হয় আকাশ ও মেঘ এক, কিন্তু তাহা নহে। মেঘ কতকদূর যাইতে পারে কিন্তু আকাশের সহিত মিলিত হইতে পারে না। আকাশ ভৌতিক রাজ্যের সীমা। অপরমাণু আত্মা অপরমাণু আত্মারাজ্য ভৌতিক আকাশের অতীত রাজ্য। স্থূলদেহ ভৌতিক রাজ্যের অধীন, সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্র দেহ অভৌতিক ও অপরমাণু রাজ্যের অধিকারী। জীব মৃত্যুর পর ঐ রাজ্যে গমন করে ও ঐহিক মতি ও কার্য্যানুসারে তাহার উন্নতি হয়।

* Note.—Lardner's Natural Philophy and Astronomy, p. 757.

"কিম্বদন্তীহ সত্যেঙ্গ যা, মতিঃ সাগতি-র্ভবেৎ।" অষ্টাবক্রসংহিতা।

কিন্তু জীব অপরমাণু রাজ্যের অধিকারী হইয়া পরমাণুযুক্ত রাজ্যে গমনাগমন ও ভোগ করিতে পারে। অপরমাণু ও নিরাকার শক্তি পরমাণু ও সাকার শক্তি হইতে উচ্চ।"

এই উপদেশ সমাপ্ত হইলে সকল অঙ্গনা আধ্যাত্মিকার স্বর্গীয় বদন অবলোকন পূর্ব্বক শিবময় ভাবেতে অশ্রুপূর্ণ হইয়া অন্তর-আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে চম্পকলতা রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"আহা! ঈশ্বর ধ্যান কি শান্তি-দায়ক, আমি পতিহারা হইয়াছি, তাঁহাকে স্মরণ করিলে চক্ষু বারিবর্ষণ করে ও অস্থিরতায় পূর্ণ হয়; মনে করিলাম, দিদির কাছে গিয়া দুই দণ্ড কথা কহিলে আমার শোকের সামা হইবে। এখন যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইতেছে যে, শোকদুঃখের ঔষধি আছে ও শোকদুঃখের কারণও আছে। দেখিতেছি শোকদুঃখ বাহ্য ভাব গ্রাস করিয়া অন্তর জীবনকে প্রকাশ করে। শোকেতে মগ্ন হইয়া আমার হৃদয়ের কপাট উৎঘাটিত, কেবল পবিত্র চিন্তাতেই সান্ত্বনা, তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। দিদি! যদি দয়া করিয়া নিকটে কিছুদিন রাখ তবে এই অনাথিনী কুল পায়। যে বিধবা পোদের মেয়েকে নিকটে রাখিয়া-ছিলে সে এক্ষণে উচ্চভাবে পূর্ণ ও স্বীয় শোক ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে।" আধ্যাত্মিকা তাঁহার গলদেশে হস্ত দিয়া মুখচুম্বন করত বলিলেন, "তুমি আমার নিকটে থাকিলে, আমি বড় সুখী হইব। তুমি যে পতির জন্য পাগলিনী হইয়াছ সেই পতির সহিত সম্মিলিত হইতে পার, কিন্তু নিরন্তর সাধনা চাই। ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উদ্দীপন করিতে হইবে। যখন নিরাকার পতিকে পাইবে তখন মৃত্যু ভয়ানক বোধ হইবে না—মৃত্যুতে আমাদিগের নিরাকার রাজ্যে গমন! মৃত পতিলাভে উচ্চভাব লাভ হইবে ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপানে আরূঢ় হইবে।"

চম্পকলতা। "তাহা হইলে আমি তোমার চিরদাসী হইয়া থাকিব।"

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিল, "মৃতপতির জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান স্ত্রীর ঊর্দ্ধগতি। সাধনায় কি না হয়!"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পশুপক্ষীর প্রতি দয়া।

যে স্থানে পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির আছে তাহার নিকট চন্দ্রশেখর বাবুর বাটী। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। স্ত্রী, পুত্র কন্যাকে লইয়া সর্ব্বদা এই ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন—"ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রেম অহরহ করিবে। মনুষ্যের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিবে। কাহার সহিত শত্রুতা করিবে না ও যদি কেহ অপকার করে তাহাকে ক্ষমা করিবে। প্রেম পদার্থ ঐশ্বরিক পদার্থ, সর্ব্বদাই এই সাবধান হইবে যে ইহার নির্ম্মলতার হ্রাস না হয়; একারণ পশু পক্ষীর প্রতি সর্ব্বদা দয়া করিবে। পূর্ব্বকালে এদেশেতে পশু পক্ষীর প্রতি দয়া সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শিত হইত। সামবেদে ও মনুসংহিতাতে পশু পক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ জন্য শাসন আছে। কৃষ্ণ স্বয়ং গোচারণ ও গোসেবা করিতেন; অদ্যাপিও পশু পক্ষীর পান জন্য জল প্রদত্ত হ

অনেকে অদ্যাবধি গোসেবা ও পশু পক্ষীর প্রতি যত্ন করেন।"

পুত্র। "কিন্তু ভারতবর্ষায় অনেক জাতি পশুপক্ষী মারিয়া ভোজন করে। অনেকে বৃথা মাংস না খাইয়া কয়েকটি পশুকে বলিদান দিয়া তাহার মাংস আহার করে।"

মাতা। "মাংসভোজন নিবারণ করা বড় কঠিন। মুসলমান ইংরাজ প্রভৃতি জাতি মাংসাশী—মাংস না হইলে তাহাদিগের আহার হয় না। হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভৃতি শ্রেণীরা নিরামিষ ভোজন করে। ভীষ্ম নিরামিষ খাইতেন। পাণ্ডবেরা আমিষ ভক্ত ছিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা আমিষ খাইতেন। হরিবংশে কথিত আছে—কৃষ্ণ ও তাঁহার পত্নীরা ও অন্যান্য যদুবংশীয় ব্যক্তিরা জলক্রীড়া করতঃ ভোজন করিতে বসিলেন। কৃষ্ণ, বলদেব, অর্জ্জুন প্রভৃতি কতিপয় জনের জন্য মাংস ও মদ্য উপস্থিত ছিল এবং কেহ কেহ নিরামিষ দধি দুগ্ধ খাইলেন।' অতএব আমিষ নিবারিত হওয়া কঠিন। ঋষিরা, যতিধর্ম্মাবলম্বীরা, বৌদ্ধ ও জৈনেরা আমিষ ভোজন করে না। বৌদ্ধ ও জৈনেরা সূর্য্য অস্তের অগ্রে আহার করে কারণ অন্ধকার হইলে পাছে খাদ্যের অথবা জলের সহিত কীট বা পতঙ্গ উদরস্থ হয়! বৈষ্ণব জৈন প্রভৃতি লোকেরা পশুহিংসায় এরূপ কাতর যে পশু ও পক্ষী প্রাচীন হইলে তাহাদিগকে মরণ পর্য্যন্ত এক স্থানে রাখিয়া দেয়। তাহারা হিংস্রক পশু দেখিলেও তাহাকে মারে না ও গাত্রে মসা ডাঁস বসিলে তাহার প্রতি হস্তনিক্ষেপ করে না।"

পুত্র। "অদ্ভুত সহিষ্ণুতা হইতে যে ধর্ম্ম-ভাবের বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।"

মাতা। আমার বক্তব্য এই,—পশুমাংস ভক্ষণ বন্ধ কোন প্রকারে হইতে পারে না; কিন্তু পশুপক্ষীর প্রতি দয়া অভ্যাস করিবে। আমরা আপন আপন প্রেমপদার্থ উন্নতি করিয়া ঈশ্বরের সন্নিকট হইতে পারি। অনেকে লোভবশতঃ আমোদবশতঃ অথবা অবিজ্ঞতা-বশতঃ পশুপক্ষীকে ক্লেশ দেয়, কার্য্যেতে নির্দ্দয়তা অথবা পারলৌকিকতার হানি হইতেছে কি না তাহার কিছুমাত্র চেতনা নাই, কেবল ঐহিকভাবে মগ্ন। এজন্য পশুপক্ষীর প্রতি দয়া শৈশবকালাবধি বালকবালিকাদিগের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।"

পুত্র। "পশুপক্ষী ও পতঙ্গদিগের কি জ্ঞান আছে?"

মাতা। "সাধারণ সংস্কার এই যে, তাহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান ও মনুষ্যের বিবেকজ্ঞান। স্বাভাবিক জ্ঞানকে ইংরাজীতে ইনষ্টিংক্ট (Instinct) বলে। ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। মনুষ্যের যে জ্ঞান, তাহার নাম রিজন (Reason) এ জ্ঞান মার্জ্জনা দ্বারা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু নিগূঢ় অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে পশু প্রভৃতির কেবল স্বাভাবিক জ্ঞান নহে; তাহারও বিবেকশক্তি প্রকাশ করে। স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা তাহারা নীড় প্রস্তুত করে, আপনাদিগের ও শাবকদিগের রক্ষা করে, কোন্ স্থানে আহারীয় ও পানীয় পাইবে তাহা জানে ও দেহ রক্ষার্থে যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবগত আছে; কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে তাহারা মনুষ্যের ন্যায় বিবেকশক্তি ও সদ্গুণ প্রকাশ করে

"বিলাতে একটী কুকুর তাহার মনিবের নিকট হইতে এক পেন্স লইয়া এক রুটির দোকানে যাইত। এক দিন রুটিওয়ালা তাহাকে এক পোড়া বিস্কুট দিল। পরদিন কুকুর

আর তাহার দোকানে না যাইয়া অন্য এক দোকান হইতে ভাল বিস্কুট আনিল। সে কেবল পেন্সটী রুটিওয়ালার নিকট দিত।

"বিলাতে একটী ক্ষুদ্র কুকুর এক নদীতে পড়িয়া স্রোতের বেগে জলমগ্ন হইতেছিল। অন্য একটী কুকুর আপন গতির বেগ ও স্রোতের বেগ বিবেচনা করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া ঐ ক্ষুদ্র কুকুরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ও স্রোতের বেগ সামলাইয়া তাহাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় আনিল। এইরূপ অন্যান্য পশুপক্ষীরও বিবেকশক্তির উদাহরণ অনেক আছে।

"পশুপক্ষীরা মনুষ্যের মুখের ভাবভঙ্গিমা ও বাক্য বিলক্ষণ বুঝে ও শারীরিক ইঙ্গিত অনবগত নহে। পশুপক্ষী স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ধ্বনির দ্বারা প্রকাশ করে। মধুমক্ষিকা, বোল্তা ও পিপীলিকা আপন আপন হুলের দ্বারা কার্য্য করে। কোন দ্রব্য এক পতঙ্গ লইয়া যাইতে অপারক হইলে আপন স্বগণকে ডাকিয়া আনিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। মধুমক্ষিকারা আপন আপন সুবিধার জন্য শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। একটী মধুমক্ষিকা রাণী স্বরূপ থাকে। কতকগুলি কর্ম্মচারী—কেহ মোম প্রস্তুত করে, কেহ চাক নির্ম্মাণ করে, কেহ মধু আহরণ করে, কেহ শাবকদিগকে আহার দেয়, কেহ চাক রক্ষা করে। চাকের নিম্নে যে সকল মক্ষিকা থাকে তাহারা অকর্ম্মণ্য তাহাদিগের মধ্যে একজন রাণীর স্বামী হয়। বিপদ উপস্থিত হইলে সকলেই বুদ্ধি ও বল প্রকাশ করে। ভ্রমর মধুমক্ষিকা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি ও শক্তি প্রকাশ করে। বোল্তারা দলবদ্ধ রূপে থাকে। এক চাকে বহু পিপীলিকা বাস করে, ও যখন তাহারা আহার অন্বেষণ অথবা নূতন চাক জন্য নূতন মসলা আহরণ করিতে যায় তখন এক প্রহরী চাক রক্ষা করে। পিপীলিকারা ফৌজের ন্যায় কার্য্য করে। তাহাদিগের মধ্যে সেনাপতি আছে—কুচ করিবার নিয়মানুসারে তাহারা চলে। তাহারা কৃষিকার্য্য জানে। কতকগুলি পিপীলিকা ভূমিকর্ষণ করে, ও পরিষ্কার করে, যে শস্য তাহাদিগের ভক্ষ্য তাহা বপন করে, প্রস্তুত হইলে কাটিয়া ভূমির নিম্নে রাখে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ মরিলে তাহারা তাহার গোর দেয়। গুবরিয়া পোকা পিপীলিকাদের বাসাতে থাকে ও তাহাদিগের সঙ্গে ফেরে।"

কন্যা। "ভাল মা! পশু পক্ষীদিগের কি কোন সভা আছে?"

মাতা। "স্বজনের বিপদে তাহারা একত্র হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ করে। কখন কখন তাহারা পঞ্চায়েতের ন্যায় বিচার করে। কোন দাঁড়কাকে গুরুতর দোষ করিলে অন্যান্য দাঁড়কাক একত্র হইয়া দোষীকে আঘাত করে। অন্যান্য পক্ষীরা কোন কোন বিষয় বিবেচনা ও নিষ্পত্তির জন্য একত্রিত হয়।"

কন্যা। "মা! তুমি এত জানলে কেমন করে?"

মাতা। "বাছা! আমার জ্ঞান আধ্যাত্মিকার সহবাসে। যখন যাই তখনই জ্ঞানের কথা, উচ্চ কথা তাঁহার নিকট শুনি। তাঁহার বাটীতে কত পুস্তক—ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও কোন পুস্তকে কি আছে তাহা জিজ্ঞাসিত হইলেই বলিয়া দেন। আমি ঈশ্বরের ধ্যান করিবার অগ্রে তাহাকে চিন্তা করি, কারণ তাঁহা হইতেই আমার ঈশ্বরজ্ঞান।"

কন্যা। "মা! তুমি বল নিষ্কামভাব না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। ভাল পশু পক্ষীদিগের কি নিষ্কামভাব আছে?"

মাতা। "পূর্ব্বে এই সংস্কার ছিল যে, কেবল মনুষ্য নিষ্কাম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে পশু পক্ষীদিগের নিষ্কামভাবের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেখ কুক্কুট হংসীকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার ডিম্বের উপর বসিয়া তা দেয় এবং হংসীর শাবক রক্ষা করে। নিষ্কামভাব হইতেই পরোপকার, পরের জন্য ক্লেশ ও ক্ষতিস্বীকার, কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, ন্যায় অন্যায় প্রভেদ জ্ঞান, বিশ্বাস, পালন ও দয়া। এ সকলই নিষ্কামভাবের শাখা ও পশুপক্ষীতে দৃষ্ট হয়।"

পুত্র। "মা! পশুপক্ষীরা যে এত উচ্চ আমি জানিতাম না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্যের ন্যায় তাহারা কি অমর?"

মাতা। "বিশপ বটলরের মত যে, তাহারা অমর। বিবি সমরভিল আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন;—

'Since the atoms of matter are indestructible, as far as we know, it is difficult to believe that the spark, which gives to their union, life, memory, affection, intelligence and fidelity, is evanescent.

I can not believe that any creature was created for uncompensated misery; it would be contrary to the attribute of God's mercy and justice.

I am sincerely happy to find that I am not the only believer in the immortality of the lower animals.'

Robert Southey, on the death of his spaniel, says—

'There is another world for all that live and move—a better one!'

"যতদূর আমরা জানি পরমাণু অবিনশ্বর বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে শিখা সমযোগে তাহারা জীবন, স্মরণ শক্তি, স্নেহ, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্বস্ততা লাভ করিয়াছে তাহা ক্ষয়শীল। আমার কখনই বিশ্বাস হয় না যে জীব কেবলই পরিণামে যন্ত্রণার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে ইহা হইলে ঈশ্বরের যে কৃপা ও সুবিচার তাহার বিপরীত হইবে। সুখের বিষয় এই যে পশুদিগের অমরত্বে কেবল আমি বিশ্বাসী এমত নহে।

রবার্ট সৌদি আপন কুকুরের মৃত্যুর পর বলিয়াছিলেন, 'সকল প্রাণী যাহারা এখানে জীবন ধারণ করে ও গমনক্ষম তাহাদিগের জন্য অন্য আর এক উৎকৃষ্ট রাজ্য আছে।"

পুত্র। "মা! আপনি যাহা উপসংহার করিলেন তাহা সাধারণ-অগ্রাহ্য। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য, পশু বা পক্ষী হইয়া জন্মায়; কিন্তু পশুর আত্মা কি মনুষ্য হইতে পারে?"

মাতা। "আত্মা চিন্ময় পদার্থ; যত প্রকৃতির বিকার হইতে নির্লিপ্ত ও শূন্য তত ইহার উন্নতি। মৃত্যুর পর কাহার কি গতি হইবে তাহা যিনি আত্মার ঈশ্বর তিনিই জানেন। আত্মার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা অনুসারে আমাদিগের অধঃ ও ঊর্দ্ধগতি।"

কন্যা। "মা! বড় পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলে তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি।"

মা। "বাছা! আমি যাহা জানি তাহা অতি অল্প। ঈশ্বরপরায়ণা আধ্যাত্মিকা আমার জ্ঞানদাত্রী। আমার ন্যায় অনেক রমণী তাঁহার নিকটে গমন করে ও তিনি সকলকেই অকাতরে ও অক্লেশে আনন্দে পূর্ণ হইয়া যত আলোক বিতরণ করিতে পারেন তাহা করেন। আহা কিবা মিষ্ট বাণী! কিবা সহিষ্ণুতা!

দশ বার জিজ্ঞাসা করিলে কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি নাই বরং তাঁহার শান্ত ভাবের বৃদ্ধি। যে যায়, যে তাঁহার সহিত ক্ষণমাত্র সহবাস করে সে মনে করে এরূপ স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গই স্বর্গ। বিরলে তাঁহাকে স্মরণ করিলে মনে হয় সকল ত্যাগ করিয়া এমন অঙ্গনার পদতলে পড়িয়া থাকি। তাঁহাকে দেখিলে—তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে সমস্ত জীবন পবিত্র হয়। বোধহয় অপরকে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বর এইরূপ নারী সৃজন করিয়াছেন।"

বন্ধ্যা। "আধ্যাত্মিকার নাকি একটী বিড়াল আছে?"

মাতা। "হাঁ! সে বিড়ালটি তাঁহার কাছ ছাড়া হয় না। কথন কথন প্রেম দেখাইবার জন্য তাঁহার ক্রোড়ে শুয়ে থাকে। শুধু সেই বিড়ালটি বলে নয়, পশু পক্ষী প্রভৃতি যাহাকে যখন দেখেন তাহাকেই আহার ও জল দেন ও নিকটে আইলে আদর করেন।

"যস্তু সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে॥"

—বাজসনেয়।

"যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেই অবজ্ঞা করেন না।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চম্পকলতার যোগশিক্ষা।

চম্পকলতা। "দিদি! তুমি যখন ধ্যান কর আমি তোমার বদন নিরীক্ষণ করি। তোমার মুখজ্যোতিঃ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। সেই অবস্থা স্থায়ী হইলে আমি সুখী হইব। ধ্যানে কিরূপে এত ফল দর্শে?"

আধ্যাত্মিকা। "ধ্যানের কার্য্য বুঝিবার অগ্রে আমি আত্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বলি। মানব শরীরে আত্মা রহিয়াছে। আত্মার বলেতে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য্য হইতেছে। শরীর পঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ ক্ষিতি; অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমপদার্থে নির্ম্মিত, ও নানা অঙ্গে বিভক্ত। ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ ও অপ হইতে ক্ষিতি। এই পঞ্চ ভূতের আনুকল্যে ও আত্মার বলেতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞান হয়। অঙ্গ সকলের রচনাকার্য্য ও পরস্পর সম্বন্ধ চিন্তা করিলে অদ্ভুত বোধ হয়। মস্তিষ্কের এক ভাগ শ্বেত ও এক ভাগ পাংশু বর্ণ। শ্বেত ভাগের নাম স্নায়ু ও সেই বলদাতা। পাংশু ভাগের নাম পেশী, ইহাই স্নায়ুর অধীন হইয়া বল বিস্তার করে। পাকযন্ত্রের ও অন্তঃকরণের পেশীকে স্বৈরপেশী বলে, কারণ জীবের বিনা ইচ্ছাতেই ইহারা কার্য্য করে। স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে অতি সূক্ষ্ম শাখা-স্বরূপ শরীর ব্যাপক হইয়া পেশীর কর্তৃত্ব ও মানসিক কার্য্য করে। স্নায়ুকেই মন বলে ও আত্মার পরিমিত শক্তি ধারণ করে। মস্তিষ্ক হইতেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞান হয়। মস্তিষ্ক হইতেই বাহ্যজ্ঞান ও পরিমিত বিবেক শক্তি। মস্তিষ্কের স্নায়ুই সাকার শক্তির মূলক। স্নায়ুর দ্বারা পরিমিত হিতাহিত জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান ও পরলোক জ্ঞান যত দূর হইতে পারে তাহা লব্ধ হয়। ইচ্ছাশক্তি স্নায়ুকে মূলক করিয়া যতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তিরই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। ইচ্ছাশক্তি সাকার অবস্থাতে অপরা ও নিরাকার অবস্থাতে পরা জ্ঞানদাতা। নিরাকার অবস্থাই আত্মার অবস্থা। নিরাকার অবস্থা সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশ

হয়। সূক্ষ্ম শরীর আত্মার শরীর। সে শরীর ক্রমশঃ বিগত হয় ও বিগত হইলে জ্যোতিত্ব প্রাপ্ত হয়. সেই অবস্থাই সমাধি বা আত্মা অবস্থা। ধ্যান ধ্যেয় ও ধ্যাতা অথবা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ঐ অবস্থাতে একত্রিত হইয়া জ্যোতিতে লয় হয়।”

চম্পকলতা। “দাদা! জীব কি এত উচ্চ হইতে পারে? যাহ’ক্ তোমার উ দেশ শুনিয়া আমার শুষ্ক হৃদয় যেন শান্তিবারি পান করিতেছে। এক্ষণে বল দিদি কি উপায়ে শোকাতীত হইতে পারি?”

আধ্যাত্মিকা। “যিনি আপনি নিরাকার জ্যোতিরূপ আত্মার আত্মাস্বরূপে বিরাজিত তাঁহাকে ধ্যান করিলে শোক দুঃখ ও ভয় থাকে না। সেই ধ্যানের আনুকুল্য জন্য যোগের আবশ্যক। যোগের দ্বারা ভৌতিক শরীর ও ভৌতিক মনের ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইবে অর্থাৎ সাকার শক্তি নিরাকার শক্তিতে বিলীন হইবে। যাঁহারা যোগশাস্ত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা এই উপদেশ দেন। আসন অনেক প্রকার আছে, কিন্তু পদ্মাসন অবলম্বন করত অর্থাৎ এক পায়ের উপর অন্য পা দিয়া ডানহস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া বাম গুল্‌ফে ও বামহস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া ডান গুল্‌ফে সংস্থাপন করিয়া ঋজুকায়াতে বসিবে। পঞ্চ ভৌতিকের মধ্যে বায়ু প্রধান পদার্থ, কারণ বায়ুর অস্তিত্বেই জীবিত অবস্থা। এই বায়ু মূলাধার অবধি মস্তিষ্কের স্নায়ু যাহাকে উড্ডীয়ানক বলে সেই পর্য্যন্ত প্রাণায়াম দ্বারা সংযমন করিবে। প্রথমে বাম নাসিকা অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বায়ু ত্যাগ করিবে;—ইহাকে রেচক কহে। পরে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকাদ্বারা বায়ু পুরিবে;—ইহাকে পূরক কহে। পরে দুই নাসিকা বন্ধ করিয়া যতক্ষণ বায়ু ধারণ করিতে পার করিবে, ইহাকে কুম্ভক বলে। লঘু আহার, নিষ্কাম চিন্তা ও নিষ্কামরূপে কার্য্য করিবে, ও যিনি অমৃতময় ও আনন্দময় তাঁহাকেই সর্ব্বদা ভাবিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যাহার পাইবে অর্থাৎ তোমার বাহ্যপ্রেরিত চিন্তা উদিত হইবে না, অন্তর ধারণার বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ নিরাকার শক্তির প্রাবল্য হেতু যতক্ষণ ঈশ্বর ও তাঁহার অনন্ত কার্য্য ধ্যান করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহা পারিবে। প্রথমে প্রথমে ধ্যান ও যোগে শ্রান্তবোধ হইবে কিন্তু ক্রমশঃ আনন্দ লাভ ও অন্তর-জ্যোতিঃ লাভ করিবে। যখন শ্রান্ত বোধ হইবে তখন উপনিষদ্ কি অন্য কোন ঈশ্বরবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিবে কিম্বা বাক্যের দ্বারা উপাসনা করিবে বা ব্রহ্মসঙ্গীত পাঠ করিবে।

“ধ্যানের নাম অন্তর যোগ ও প্রাণায়ামের নাম বহির-যোগ। যাহারা বন্ধত্রয় ও খেচরীমুদ্রা অভ্যাস করে তাহারা এই দুই যোগকে একত্র করে। অনেক অনেক যোগী এই যোগ করে। হঠযোগ অর্থাৎ নেতি, বস্তি, ধৌতি, লৌনি ও ত্রাটক প্রভৃতির অভ্যাসে শরীর ও মন বশীভূত হয় ও এই জন্য হঠ-রাজযোগের আনুকুল্য করে। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থে হঠ-যোগের বৃত্তান্ত পাইবে। কিন্তু আমি এক্ষণে যেরূপ উপদেশ দিলাম সেই অনুসারে অভ্যাস কর। সাধকের এই লক্ষ্য হইবে যে নিরাকার শক্তির উদ্দীপনে সূক্ষ্ম শরীর উদ্দীপ্ত হইবে। সূক্ষ্ম শক্তি বা সূক্ষ্ম শরীর ব্যতিরেকে আত্মতত্ব জানা যায় না। আত্মতত্ব না জানিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। সূক্ষ্ম শক্তির অস্তিত্ব নানা প্রমাণে প্রতীয়মান। কেহ স্বপ্নেতে পায়, কেহ কেহ জলমগ্ন হইয়া পায়, কেহ ক্লেয়রভোয়েট অবস্থাতে

পায়। অনেক যোগী অনশন, ধ্যান ও আরাধনায় স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরে স্থায়ী হয় এ অবস্থাতে শরীর মৃতবৎ ও আত্মা সজীব।

"সর্ব্বদা আত্মচিন্তাচ সর্ব্বভূতময়ঃ সদা।
সর্ব্বভূতময়ো নিত্যং আধ্যাত্ম ইতি
চোচ্যতে॥"—ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র।

"অতএব স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরে বিলীন না হইলে সাধক তাপাতীত হয় না। যদবধি আত্মা প্রকৃতি হইতে মুক্ত না হয় তদবধি ব্রহ্মানন্দ লব্ধ হয় না। আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে অনন্তদেবের অনন্ত ও সম্পূর্ণ জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি ধ্যান করতঃ ও তাঁহার অনন্ত, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতের অনন্ত, অদ্ভুত কার্য্য চিন্তাতে নিরন্তর মগ্ন হইয়া এই সাধনা করা, ও এই সাধনাকে আমাদিগের জীবনের আনন্দ ও সম্পদ স্বরূপ জ্ঞান করা। এই অভ্যাসেই অন্তর শীতলতা ও অন্তরজ্যোতিঃ লাভ করিবে ও পাপ তাপ অন্তরে প্রবেশ করিবে না। ইহাকেই পুনর্জন্ম—ইহাকেই নির্ব্বাণ—ইহাকেই মুক্তি—ইহাকেই শিবাবস্থা বলে। জগদীশ তোমার শোক হরণ ও তোমাকে নবজীবন প্রদান করুন।"

চম্পকলতা অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আধ্যাত্মিকার পদতলে পড়িয়া রহিলেন। আধ্যাত্মিকা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন—"শান্ত হও আনন্দলাভ অবশ্যই হইবে। যিনি প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর আশ্রয় লন তিনি সেই অমূল্য ধন পান।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আধ্যাত্মিকার মৃত্যু।

ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি শক্তি। যত নিরাকার তত বলীয়ান। ইচ্ছাশক্তিতেই সতী তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তিতেই ভীষ্ম শরীর ত্যাগ করেন। ইচ্ছাশক্তিতেই অসংখ্য ঋষি বপুঃ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন ও পতিপরায়ণা নারীরা ভর্ত্তার সহিত দগ্ধ হইতেন। আধ্যাত্মিকার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, এক্ষণে তাহার শরীর ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। এইরূপ বাসনা ক্রমশঃ প্রবল হইলে তাঁহার আত্মা তনু হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে গুড়াইয়া যাইতে লাগিল ও অঙ্গ প্রতিদিন তুষারবৎ হইল। প্রাচীনা কিঙ্করী এই সংবাদ দুই এক জনকে দিলে পল্লির সমস্ত অঙ্গনারা আবালবৃদ্ধা কুলবতী কুলকন্যারা আসিয়া অশ্রুবারিতে পূর্ণ হইল। একজন সুবিজ্ঞ বৈদ্য আসিয়া বলিলেন—"যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে তীরস্থ করাই শ্রেয়ঃ।" প্রাচীনা দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা আমার বাহ্য বিষয়ে মন দিতেন না। তিন দিবস হইল আমাকে বলিলেন 'আমার মৃত্যু শীঘ্র হইবে।' আমি বলিলাম, "মা আমার মৃত্যু আগে হইবার কোন উপায় নাই?' তিনি বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমার মৃত্যু হইবে। আমাকে তুমি গেরুয়া বস্ত্র পরাইয়া দিয়া আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে আমার খাটের আগে খই ফেলিয়া দিতে বলিবে।' ও মা সেই দিন বুঝি আজ!" এই বলিয়া দাসী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। কিছুকাল পরে গেরুয়া বসন পরাইয়া আধ্যাত্মিকার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। বৈদ্য বলিতেছেন, "বিলম্ব করিও না।" তখন যাবতীয় আত্মীয় তাঁহাকে খট্টোপরি শোয়াইয়া হরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। খটের সম্মুখে যাহারা গমন করিতেছেন তাহারা লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। ইতিমধ্যে বিবি আসিয়া খট ধরিয়া অস্থিরভাবে রোদন করিতে লাগিল। হিমালয়স্থ দেশ হইতে অশ্বারূঢ় জগদানন্দ অনুজ সহিত

আসিয়া রোদন করতঃ আধ্যাত্মিকার পদধূলি মস্তকে দিয়া বলিলেন, "এই জীবনের সম্বল। মা তোমার অসামান্য গুণ যেন আমার পরিবারে প্রেরিত হয়।"

দিনমণি অস্তমিত, আকাশ নব অভ্রতে চিত্রিত, বায়ু স্নিগ্ধ, খট্ট জাহ্নবীতীরে আনীত। খট্টবাহিকা ও অন্যান্য অঙ্গনারা চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চক্ষুজল মুছিতেছে ও বলিতেছে, "যে জগন্মাতা, জগদ্দুহিতা, জগৎহিতকারিণি! তোমার জন্য সমস্ত লোক ব্যাকুল। তুমি স্বীয় দুঃখ ও স্বীয় সুখ জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই, তুমি পরদুঃখ পরসুখ জন্য জন্মিয়াছিলে। তুমি যাহাকে যে উপদেশ দিয়াছ, তুমি যে প্রকারে জীবন যাপন করিয়াছ, তুমি যে যে কার্য্য করিয়াছ তাহা চিরস্মরণীয় রহিবে। তোমার ন্যায় নারী যেন জগতে জন্মিয়া নারীজাতিকে পবিত্র করে। মাগো! তোমার চক্ষের চাউনি, তোমার ঈষদ্ধাস্য দেখিলে ও তোমার সুমধুর বাণী শুনিলে অপবিত্র লোক পবিত্র হইত। বেশ্যারা আপন পাপ মোচনার্থে তোমাকে দর্শন করিতে যাইত। যাহার প্রাণ, জীবন, হৃদয় ও আত্মা ব্রহ্মময়, তিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিতরণ করেন।"

ঘাটেতে কতিপয় বৈদান্তিক সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন, নিকটে আসিয়া বলিলেন, "অনুপম রূপ, দেবমূর্ত্তি, মানবমূর্ত্তি নহে।"

আধ্যাত্মিকার আত্মা সহস্রার থেকে নয়নে চিরবিদ্যুৎস্বরূপ প্রকাশ হইল। যাবতীয় লোক দণ্ডায়মান ছিল, বলিয়া উঠিল "দেখ দেখ কি চমৎকার মনোহর মূর্ত্তি! কোন্ চিত্রকর এ মুখের চিত্র করিতে পারে? এ নয়নের সৌন্দর্য্য জগতে নাই। কোন্ কবি এ মুখের বর্ণন করিতে পারে?" চকিতের ন্যায় তাঁহার আত্মা জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মলোকে গমন করিল। আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব হাহারবে শোকে নিমগ্ন থাকিলেন।

সৎকার সময়ে একজন পরমহংস কতিপয় শিষ্য লইয়া বসিয়াছিলেন। এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় চিন্তিত কেন?" পরমহংস বলিলেন, "এই মহিলার মৃত্যু চমৎকার! ইহার জন্ম, শিক্ষা, অভ্যাস, ধ্যান, কার্য্য ও স্বভাব স্মরণ করিলে আমার বোধ হয় যে আমি পৃথিবী হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছি। নারদ, সনৎকুমার যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র, শুক প্রভৃতি মহর্ষিরা যে উচ্চতা লাভ করিয়াছিলেন, ইনিও সে উন্নতি পাইয়াছেন। ইহাঁর একই ভাব ও একই লক্ষ্য।

"নানাভাবে মনোযস্য তস্য মোক্ষ ন লভ্যতে।'

"ইহার যে উগ্র ধ্যান তাহাতে—

"পাপকর্ম্ম সদা নষ্টঃ পুণ্যঞ্চাপি বিবর্দ্ধনং।
ত্যজেৎ পুণ্যং ত্যজেৎ পাপং তস্মাদ্ব্রহ্মময়ো-
ভবেৎ!"

'এই মেয়েটীর বাল্যাবস্থাবধি নিষ্পাপ, নির্ম্মল, নিষ্কাম স্বভাব; এজন্য শারীরিক ও মানসিক বন্ধন শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি শরীর ধারণ করিতেন বটে, কিন্তু আত্মাতেই সদা অনুরাগ, শত্রু মিত্র সমভাব, আপন পরিবার ও অন্যের পরিবার সমভাব, সমস্ত জগতই সমভাব, পশু পক্ষীর প্রতি সমভাব, প্রকৃতি নির্লিপ্ত; নিরুপাধিক, শিবময়। দেখিলাম তাঁহার আত্মা পরলোক গমন করিল, তাঁহাকে সকল দেবতা অভিবাদন করিলেন—'মা। তোমার আবির্ভাবে আমাদিগের সুখের বৃদ্ধি। সকল দেবীরা তাঁহার মুখচুম্বন ও তাঁহাকে আশ্লেষ করতঃ শুদ্ধপ্রেমের শৃঙ্খলায়, শুদ্ধস্পৃহা ও শুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। এখানে ও

পরলোকে প্রকৃতি সংযুক্ত অনেকে থাকেন। প্রকৃতির তমস বিনাশ হইলে আত্মার আলোক প্রকাশ হয়। প্রকৃতি নানা শ্রেণীর, যখন যে প্রবৃত্তি প্রবল তখনই সেই কার্য্য। প্রকৃতি প্রবৃত্তি, আত্মা নিবৃত্তি, এই হেতু অন্তর আলোক। এই জন্য এই আরাধনা "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" যে সাধক জ্যোতিঃ লইয়া পরলোকে গমন করে, তাঁহারই স্বর্গলাভ, তাঁহারই ঈশ্বরলাভ। ধন্য আধ্যাত্মিকা! ধন্য তাঁহার ঈশ্বরপিপাসা! তাঁহার ন্যায় নারী জন্মিলে পৃথিবী স্বর্গ হইবে।"

কৈবল্যং পরমং শিবং।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বাটী দখল লওয়া।

যাহার নিকট তর্কালঙ্কারের বাটী বন্ধক ছিল, সে আদালতের ডিক্রি পাইয়া, আদালতের লোক সহিত দখল লইতে আসিল। ডিক্রীদার ধনমদে মত্ত, কেবল সোর গোল করিতেছেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া ডোমকন্যা চম্পকলতা ও প্রাচীনা দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর বাহির হইয়া গেল। বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রজারা—কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি শিশু সকলেই আইল। পল্লীস্থ যাবতীয় লোক হাহা শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মহিলাগণ স্বীয় স্বীয় ছাদ হইতে অঞ্চল দিয়া অশ্রুজল বিমোচন করতঃ করুণভাবে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ডিক্রীদার এক একবার ফুলিয়া উঠিতেছে ও বলিতেছে,—"বিটলে বামুন আমার অনেক টাকা মাটি করলে। তাহার ধর্ম্ম দেখে টাকা দিয়াছিলাম, বাটী দেখে দিই নাই। তাহার যেমন কায তেমনি ফল দিব,—এ বাটী ভাঙ্গিয়া শস্যার চরাইব. পাজি অধার্ম্মিক বামুণ।" একজন স্পষ্টবক্তা বলিল, "ওহে ডিক্রীদার! বিষয়ানন্দে মত্ত হইও না, অহঙ্কার ত্যাগ কর; টাকা না দিতে পারিলেই ঋণী অধার্ম্মিক, কিন্তু পূর্ব্বাপর স্মরণ করিলে দেখিবে যে বিষয় অস্থায়ী। কত কত দেশ, কত কত নগর, কত কত পুরী সমুদ্রের দ্বারা, বা নদীর দ্বারা, বা পৃথিবীর দ্বারা গ্রাসিত হইয়াছে। হস্তীনাপুর যেথানে কুরুবংশীয় রাজারা শৌর্য্যবীর্য্যবলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে কোথায়? যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির সসাগরা পৃথিবীর রাজা একত্র করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন—তাহা এক্ষণে কোথায়? সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অযোধ্যাপুরীই বা কোথায়? যদুবংশীয়দিগের অসীম ঐশ্বর্য্যসম্পূর্ণ পুরীই বা কোথায়? অনেক অনেক উচ্চ পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে কালের গ্রাস কেহ এড়াইতে পারে না, কালই বলবান ও যিনি অকাল তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য।" ডিক্রীদার এই সকল কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। ক্ষণেককাল পরে প্রজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি হারে খাজনা দিতে?" তাহারা বলিল,—"আমরা খাজনা কখনই দিই নাই,—তিনি আমাদিগের খাওয়া পরা সর্ব্বদা দিতেন, ও আপন বাটীতে প্রায় প্রতিদিন খাওয়াইতেন।" ডিক্রীদার বলিতে লাগিলেন,—"মানুষটা ধার্ম্মিক ছিল বটে, কিন্তু বোকা, বেহিসিবি না হলে ঢাকের কড়িতে মনসা বিক্রী কেন হবে? যা হউক বাটীর ভিতরে যাইয়া দেখিতে হইবে। তিনি চলিলেন ও তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য লোকেও চলিল। সম্মুখে দালান শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত দেওয়ালের উপরে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত "কৈবল্যং পরমং শিবম্" দালানের দক্ষিণে একটী লম্বা

ঘর তাহার ভিতরে পিঞ্জরে নানাপ্রকার পক্ষী, লোক দেখিবামাত্র রব করিয়া উঠিল। তাহাদিগের বোধ হইল আধ্যাত্মিকা আহার দিতে আসিয়াছেন, কিন্তু সে মধুর হাস্যবদন কোথায় দোতালায় এক ঘরে একখানি চিত্র রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্রেই কে না চমৎকৃত হয়? ছবিতে এক ঋষি বসিয়া রহিয়াছেন, নয়ন ও হস্ত খেচরী মুদ্রায় সংযুক্ত, বামদিকে ঋষিপত্নী উড্ডীয়ানক অবস্থা প্রাপ্ত,—শান্ত ও সমাহিত, দক্ষিণে কন্যা সমাধি-জ্যোতিতে পূর্ণ। দর্শকেরা বলিল,—"অনেক মূর্ত্তি ও ছবি দেখিয়াছি; কিন্তু এ দেবমূর্ত্তি দেখিলে প্রাণ শীতল হয়, পাপ তাপ দূরে যায়, ইহার নাম কি আধ্যাত্মিকা?" এই বলিবামাত্র সকলে রোদন করিয়া উঠিল।

যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ তাঁহারা শরীর ত্যাগ করিলেও আমাদিগের নেত্রবারী ও হৃদয়ের শুদ্ধভাবের দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পুনর্জীবিত ও পূজিত হয়েন। সকাম সাকার ও নিষ্কাম নিরাকার এই পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া জীবনের কার্য্য কর। এ জীবন জীবন নহে, যে জীবনে ব্রহ্মলাভ, সেই জীবনই জীবন।

সম্পূর্ণ

ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত।

শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

ভূমিকা।

ইতিপূর্ব্বে হেয়ার সাহেবের জীবন-চরিত ইংরাজীতে লেখা হইয়াছে। একণে স্ত্রীলোক ও ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য তাঁহার জীবনের সংক্ষেপ বিবরণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা গেল। যদিও রচনা উৎকৃষ্ট হয় নাই তথাপি যাঁহার গুণকীর্ত্তন করা হইল তিনি মহৎ ও চিরস্মরণীয় লোক ছিলেন। ভরসা করি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে পাঠকের মনে মহৎভাবের উদয় হইবে।

PREFACE.

It being desirable to make the life of David Hare known to the Hindu females and the classes of the natives who do not know the English language, I have prepared this short memoir of that Philanthropist "the father of native education", which I trust will prove useful.

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত।

বিলাতে হেয়ার সাহেবের পিতা ঘড়ি প্রস্তত ও মেরামত করিতেন। স্কটলণ্ডীয় এবর্ডিন দেশস্থ এক নারীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র জন্মে, জোসেফ, আলেকজণ্ডর, জান ও ডেবিড। কলিকাতায় আসিবার অগ্রে ডেবিড এবর্ডিন দেশে আপন মাতৃসম্বন্ধীয় কুটুম্ব সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পরে ডেবিড কলিকাতায় আসিলে আলেক্‌জণ্ডর এখানে আইসেন ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। জানও ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ও ধন উপার্জ্জন করিয়া বিলাতে জোসেফের সহিত বাস করেন।

১৭৭৫ সালে স্কটলণ্ডে ডোবড হেয়ারের জন্ম হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর, তিনি কলিকাতায় গমন করেন। কয়েক বৎসর ঘড়ির কার্য্যে হেয়ার সাহেব ধন সঞ্চয় করতঃ তাঁহার বন্ধু গ্রে :সাহেবকে আপন কার্য্য অর্পণ করিলেন। প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ এখানে আসিয়া ধন উপার্জ্জন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এদেশ অপেক্ষা স্বদেশ তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে প্রার্থনীয়, আর এদেশে থাকিবার কোন বন্ধন নাই। হেয়ার্ সাহেবেরও এখানে কোন বন্ধন ছিল না—বিলাতে তাঁহার ভ্রাতারা ও ভ্রাতাদিগের পরিবার ছিল কিন্তু তিনি সকল পার্থিব ভাব পরিত্যাগ করিয়া এদেশে কি প্রকারে বিশেষরূপে পরোপকার করিতে পারেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভদ্র ভদ্র হিন্দুদিগের বাটীতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সংমিলন হয় তাহাতেই উদ্যত হইলেন। কি নাচ, কি যাত্রা, কি কবি, কি আকড়াই, কি খেম্‌টানাচ, কি পাঁচালি, কি বুলবুলের লড়াই সকলেতেই হেয়ার সাহেব আহূত হইলে বসিয়া আমোদ করিতেন। উপরোক্ত আমোদ ভিন্ন ঐ সময়ে অন্যান্য কৌতুক ছিল। কোন কোন স্থানে সন্দেশের মজলিস অর্থাৎ গোল্লা বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মানুষ পক্ষীর সভা অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ খাঁচার ভিতর মনুষ্য পক্ষীস্বরূপ থাকিতেন—সভায় আনীত হইলে কেহ কাক, কেহ কাদাখোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক এইরূপ নানা পক্ষীর প্রকৃতি

দেখাইতেন ও মধ্যে মধ্যে গান করিতেন—যথা "কুরুড় কিং ল্যাক্ জ্যাক্‌সন, গুলবর জ্যাক্‌সন আলিপুরি জ্যাক্‌সন, কু—ড়—।" কিয়ৎকাল বাবুদিগের সহবাসে হেয়ার সাহেব দেখিলেন যে, বাঙ্গালিদের মধ্যে বাঙ্গালা কি ইংরাজী কিছুই উত্তমরূপে অনুশীলিত হইতেছে না—স্থানে স্থানে যে পাঠশালা ছিল তাহা দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে পাঠ্য পুস্তকের অভাব। ছাত্রেরা কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্কবিদ্যা, পত্র লেখা, জমাওয়াসিল বাকি, গুরুদক্ষিণা ও গঙ্গার বন্দনা শিখিতেছে, কিন্তু শুদ্ধ লেখনে ও কথা কহিতে অক্ষম। ইংরাজিও সামান্যরূপে শিক্ষা হইতেছে। ভাল পুস্তক নাই, ভাল শিক্ষক নাই। এই অভাব সকল ক্রমে কিসে দূর হয় এই চিন্তায় তিনি অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি ইঁহারা ঐ সময়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ স্যার হাইড ইষ্ট এতদ্দেশীয় লোকদিগের বড় হিতকারী ছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন এই নগরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে বাঙ্গালিদিগের উন্নতি হয়। স্যার হাউড ইষ্ট এই প্রস্তাব বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন তুমি প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের নিকট যাইয়া এবিষয়ে তাহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যাহা বলেন তাহা আমাকে আসিয়া বল। এই সংবাদ শুনিয়া হেয়ার সাহেব সকলের নিকট যাইয়া আনুকুল্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই জন্য সকলেই বৈদ্যনাথ বাবুর নিকটে ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। পরে বৈদ্যনাথ বাবু স্যার হাইড ইষ্টের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রস্তাবে স্বদেশীয় প্রধান লোকের সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে কয়েক বৈঠকে এই ধার্য্য হইল যে, এতদ্দেশীয় বালকগণের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। সকল কার্য্য নিরুদ্বেগে সমাহিত হয় না। ঐ সময়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কলিকাতায় বড় গোলযোগ হইয়া উঠে। যাহাতে সতীদাহ নিবারণ হয়—পৌত্তলিকতা উঠিয়া যায় ও এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা সকলে করেন, এই জন্য রামমোহন রায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে উক্ত মতের পোষকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন—গায়ত্রী যাহা গোপন ছিল তাহা প্রকাশিত হইল, ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা সাকার উপাসক তাহারা একেবারে চটিয়া উঠিলেন ও রামমোহন রায়ের নাম শুনিলে বলিতেন—ও পাষণ্ডের নাম করিও না—ওটা নাস্তিক! জনরব হইল যে রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যক্ষ হইবেন। কলিকাতায় ও অনেকেই রামমোহন রায়ের দ্বেষ্টা ছিলেন। যাঁহারা যাঁহারা প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপনে আনুকুল্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে বৈদ্যনাথ বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন—শুনিতেছি রামমোহন রায় নাকি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ হইবেন? তাহা হইলে ওবিষয়ে আমাদিগের সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না, নাস্তিকের সঙ্গে কে কার্য্য করিবে? বৈদ্যনাথ বাবু একটী শুভ কার্য্য সাফল্যে হৃষ্টচিত্ত ছিলেন, এক্ষণে এই কথা শুনিয়া ম্লান হইলেন ও মন্দ গতিতে স্যার হাইড ইষ্টের নিকটে যাইয়া অশুভ সংবাদ প্রচার করিলেন। স্যার হাই ইষ্ট সুপ্রীম

কোর্টের প্রধান জজ ও সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ও বৈদ্যনাথ বাবুও উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ কিন্তু দুই জনে নিরুপায় হইয়া থাকিলেন। সকল কার্য্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি চাই। যে উপায়ে কার্য্য দর্শে এমন বুদ্ধি সকলের উপস্থিত হয় না—পরিষ্কার বুদ্ধি অভাবে উদ্দেশ্য সাধনে অনেক গোলযোগ ও হানি হয়। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হেয়ার সাহেব ভাল বিবেচনা করিতে পারিতেন। তিনি দেখিলেন যে রামমোহন রায়কে নিরস্ত করাই শ্রেয়ঃকল্প; এই ধার্য্য করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তিনি অধ্যক্ষতা হইতে ক্ষান্ত না হইলে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় না। রামমোহন রায়ের উদার চরিত্র ছিল, তিনি দেশের হিত সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন—আপন যশ ও গৌরব অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতেন। রামমোহন রায়ের এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা হইলে যাহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাহারা সকলে স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কালেজের নিয়মাদি কয়েক বৈঠকে ধার্য্য হইল। হেয়ার সাহেব উপস্থিত থাকিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করেন। হিন্দুকালেজ স্থাপন জন্য হেয়ার সাহেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী হিন্দুকালেজ গরাণহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে স্যার হাইড ইষ্ট, হেরিংটন সাহেব ও হেয়ার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বাঙ্গালীদিগকে বৈদ্যনাথ বাবু বলিলেন—এই বিদ্যালয় এক্ষণে বীজ স্বরূপ—পরে বট বৃক্ষের আকার ধারণ করতঃ অনেককে স্বীয় ছায়া দ্বারা শীতলতা প্রদান করিবে। হেয়ার সাহেব হিন্দুকালেজে প্রতিদিবস আসিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। পটলডাঙ্গায় তাঁহার কিছু ভূমি সম্পত্তি ছিল কালেজ বাটীর জন্য তিনি তাহা দান করিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে হিন্দুকালেজের বাটী নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়। এক বৎসরের মধ্যে বাটী প্রস্তুত হয় ও হেয়ার সাহেব কমিটীর অবৈতনিক মেম্বর হয়েন। হিন্দুকালেজের কার্য্য এইরূপে চলিতে লাগিল।

এদেশের হিতার্থে হেয়ার সাহেব কেবল হিন্দুকালেজে লিপ্ত ছিলেন না। ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। এই সভার অভিপ্রায় যে পাঠশালার জন্য ইংরাজী ও এতদ্দেশীয় ভাষায় পুস্তক সকল প্রস্তুত হইয়া অল্প অথবা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে। এই সভার সভ্য কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছিলেন। পরে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, এই নগরে কতিপয় বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এজন্য ১লা সেপ্টেম্বর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। ঐ সভায় এই ধার্য্য হয় যে, কলিকাতা স্কুল সোসাইটী নামক এক সভা স্থাপিত হউক ও এই সভার অভিপ্রায় এই যে, বঙ্গদেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তার জন্য যে সকল পাঠশালা আছে, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনানুসারে পাঠশালা সংস্থাপন আবশ্যক। আর, এই সকল পাঠশালায় যে সকল ছাত্র বিখ্যাত হইবে তাহাদিগকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা যাইবে; হেয়ার সাহেব উক্ত দুই সভারই সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর সম্পাদক হইলেন ও সকল পাঠশালারই তত্ত্বাবধান করিতেন। যে পাঠশালা আড়পুলীতে ছিল তথায় হেয়ার সাহেব অনেক সময় ক্ষেপন করিতেন। এই পাঠশালায় বিখ্যাত

কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় বঙ্গভাষা শিখেন—প্রথমে কলাপেতে পড়ো শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮২৩ সালে এই পাঠশালার নিকটে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যে যে বালক পাঠশালাতে বিখ্যাত হইত তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত। সমস্ত নগর চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ডস্থ পাঠশালা সকল এক এক জনের অধীনে ছিল। তাঁহারা আপন আপন বাটীতে প্রধান প্রধান বালকদিগকে বৎসরের মধ্যে তিনবার পরীক্ষা করতঃ তাহাদিগকে ও গুরুমহাশয়দিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতেন। প্রতিবৎসর কলিকাতায় যত পাঠশালা ছিল তাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে হইত এবং ঐ পরীক্ষা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে। এই বাৎসরিক পরীক্ষাকালীন ফিমেল সোসাইটিস্থ বালিকাদিগের পরীক্ষা হইত ও তাহাদের ব্যুৎপত্তি সকলের সন্তোষজনক হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় বালকেরা যে বঙ্গভাষা বিশেষ করিয়া শিক্ষা করেন ইহাই হেয়ার সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আড়পুলীর ইংরাজী স্কুলে যাহারা প্রেরিত হইত তাহারা পাঠশালায় প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া বঙ্গভাষা শিখিত। এইরূপ প্রথা হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য পাঠশালার বালকদিগের বঙ্গভাষায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। হেয়ার সাহেবের তদারকের গুণে আড়পুলীর ছাত্রেরা বিখ্যাত হইয়া কেহ কেহ ইংরাজী স্কুলে ও কেহ কেহ হিন্দু কালেজে প্রেরিত হইল। যাহারা হিন্দু কালেজে যাইত তাহারা প্রশংসাভাজন হইত। ১৮২০ সালে কলিকাতা জুভিনাইল সভা স্থাপিত হয়। এই সভার অধীনে শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটালীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক পুস্তক লেখেন ও ঐ পুস্তক উক্ত সভা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষা এদেশে প্রচলিত ছিল। হেয়ার সাহেব বালিকাদিগের শিক্ষার্থেও অনুরাগী ছিলেন। ঐবিষয়েও তিনি আপন অর্থ প্রদান করিতেন ও তাহাদিগের পরীক্ষাকালীন উপস্থিত থাকিতেন। ডাক্তার কেরি ও মার্শমেন এক সভা করেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ সকল স্থানে বঙ্গভাষা অনুশীলন হইবে। হেয়ার সাহেব এই সভার যথার্থ অর্থানুকূল্য করিতেন।

হিন্দুকালেজে যত শিক্ষক ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ডিরোজিও কৌশলক্রমে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতেন, এজন্য কতিপয় শিষ্য অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকটে যাইত। তাঁহার শিক্ষার এই ফল দর্শিল যে ছাত্রেরা ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অখাদ্য ভোজন, অপেয় পান, আর হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ও বিদ্রূপ অনেক পরিবারে প্রকাশ পাইল। কালেজের কমিটী বৈঠক করিয়া ডিরোজিও সাহেবকে বিদায় করিলেন। কালেজে হেয়ার সাহেবের পরোপকারিতা ছাত্রদিগের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

১৮৩০ সালে হিন্দুকালেজের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থ এক সভা করিলেন। তাহাতে এই ধার্য্য হইল যে হেয়ার সাহেব কায়িক পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এদেশের লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন এজন্য তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখা কর্ত্তব্য। এক প্রশংসাপত্র পার্চ্চমেণ্টে লিখিত হইয়া হেয়ার

সাহেবকে প্রদত্ত হইলে তিনি এই বক্তৃতা করেন।

"এদেশে আসিয়া দেখিলাম যে, এখানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে—ভূমির উৎপাদিকা ও অর্থপ্রদ শক্তি অক্ষয়—লোক সকলও বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের লোকদিগের ন্যায় ক্ষমতাবান, কিন্তু বহুকালাবধি কুশাসন ও প্রজাপীড়ন হেতু এদেশ একেবারে অজ্ঞানতায় আবৃত হইয়াছে। এদেশের অবস্থা সংশোধনের জন্য ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে বীজ আমা কর্ত্তৃক বপিত হইয়াছে তাহা এক্ষণে বৃক্ষরূপে স্বপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে এবং তাহার সাক্ষী আমার চতুষ্পার্শে রহিয়াছে।"

হেয়ার সাহেবের যে ছবি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা তাঁহার স্কুলে বর্ত্তমান আছে। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে প্রায় অধিকাংশ লোক প্রেয়পথ অবলম্বী—শ্রেয়ঃপথ অবলম্বী অতি অল্প লোক। প্রেয়, ইন্দ্রিয় তুষ্টিজনক—মান ও গৌরববর্দ্ধক। শ্রেয়ঃ নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান—বিঘ্ন ও কঠোরতা অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতায় বিলীন হওন। মহা মহা পণ্ডিতেরাও প্রেয়পথ অবলম্বী হয়েন ও সামান্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাও শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করে। প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করা স্বভাবতঃ হইতে পারে ও উপদেশাধীন না হইতে পারে। যে সকল লোকের আত্মবল অধিক, তাহারাই শ্রেয়ঃ অবলম্বী। হেয়ার সাহেব সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছেন। তাঁহার আহার সামান্য ছিল—মদ্য মাংসে রুচি ছিল না—তিনি বলিতেন এদেশের ঋষিরা মিতাহারী ছিলেন—এটী বড় উত্তম। এদেশের মিঠাই, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্গুর মৎস্য ভালবাসিতেন। প্রাতে তিন চারি খানি টোষ্ট, দুইটি ডিমসিদ্ধ ও এক পিয়ালা চা খাইয়া বাহির হইতেন, রাত্রে সামান্য আহার করিতেন। তাঁহার আত্মা এক ভাবেই থাকিত—কি প্রকারে পরোপকার সাধন করিতে পারেন—এই তাঁহার ভাবনা—এই তাঁহার চিন্তা—এই তাঁহার তৃষ্ণা। প্রতিদিন দশটার মধ্যে পালকীতে ঔষধ ও পুস্তক পুরিয়া কালেজে আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। রেজেষ্টরি দেখিয়া যে যে বালক অনুপস্থিত তাহাদিগের তালিকা করিতেন। পরে প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক কেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের যাহা বক্তব্য তাহা শুনিতেন ও যাহাকে যে পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা দিতেন। তিনি মানব স্বভাব ভাল বুঝিতেন ও যে বালকের যে দোষ তাহা শীঘ্র অনুধাবন করিতে পারিতেন। যে বালকের যে যে বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকিত তাহাকে প্রকারান্তরে যথাযোগ্য ঔষধ প্রদান করিতেন। কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি প্রদানে তাঁহার বিশেষ কৌশল ছিল। প্রত্যেক বালক বাটীতে কিরূপে সময় ক্ষেপণ করে ও কি প্রকার বালকের সহিত একত্রে থাকে ও পরিবারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে এই সকল সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতেন। বালকদিগের পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাহা না হইত, তাহা হেয়ার সাহেব করিতেন। সকল বালকের সুপ্রবৃত্তি দর্শনে, তাঁহার অকৃত্রিম আহ্লাদ জন্মিত। কোন বালকের কুনীতি অথবা আলস্যের সংবাদ শুনিলে, তাঁহার মর্ম্ম বেদনা হইত। বালকদিগকে, যেন স্বীয় মেষপাল জ্ঞান করিতেন—সকলেই সুপথে গমন করিতেছে এই

দিনে তাঁহার চিত্তে উল্লাস হইত। যে যে বালক অনুপস্থিত হইত অনুপস্থিতির কারণ লোক দ্বারা অথবা তাহার বাটীতে আপনি গিয়া জানিতেন। বালকের পীড়া হইলে তাহার নিকট দিবারাত্রি আপনি বসিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিতেন। কদাচিৎ কাহারও পীড়ার সংবাদ না পাইলে বিরক্ত হইতেন। যে প্রকারেই হউক পরোপকার করিতে পারিলেই আহ্লাদিত হইতেন। যে সকল বালক গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন, তাহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। যাহারা পুস্তকাদি অভাবে পড়িতে পারিত না, তাহাদিগকে পুস্তকাদি দিতেন। যাহারা লেখা পড়া শিখিয়া জীবিকার জন্য ব্যাকুল, তাহাদিগকে সুপারিস দ্বারা কর্ম্ম করিয়া দিতেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী, পরসুখে সুখী, দুঃখ দেখিলে দুঃখ বিমোচন করিতেন—এজন্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। যদি কোন কারণ বশতঃ আশুপ্রতিকারে অশক্ত, তত্রাচ দুঃখ বিমোচনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। একদা এক স্বামীহীনা নারী পুত্রকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য তাঁহার নিকট আইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন ক্লাসে স্থান নাই। ঐ বিধবা স্ত্রীলোক দুঃখেতে অশ্রুপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল। যিনি সামান্য দুঃখ দেখিলে কাতর হইতেন, তিনি যে দুঃখিনী স্বামীহীনার রোদনে অধিক কাতর হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? নিকটে একজন বাবু বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হেয়ার সাহেব ঐ দুঃখিনী নারীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ দুঃখিনী আপন কুটীর হইতে বাহির হইয়া পরিচয় দিল। হেয়ার সাহেব দুঃখেতে কাতর হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বলিলেন, তুমি রোদন করিও না, তোমার পুত্রের রণ পোষণ ও অধ্যয়ন করাইবার ভার আম ইলাম।

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হেয়ার সাহেব কল বালককে সমভাবে দেখিতেন—সকলের তার্থে সমান যত্ন করিতেন ও সকল বালক নে করিত যে আমাকে হেয়ার সাহেব যেমন ালবাসেন তেমন আর কাহাকেও ভালবাসেন ।। মনের কার্য্য পরিমিত—তারতম্য হয়—র্ব্বজীব সমদৃষ্টি করিতে মন অক্ষম কিন্তু াত্মার প্রকৃতি সমদর্শন—আত্মা যত মুক্ত, তত নির্ব্বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে।

দুঃখী দরিদ্র বালকেরা অধিক দিন পাঠ-ালায় থাকিতে পারে না। জীবিকা নির্ব্বাহের ন্য তাহারা ব্যস্ত হইবে, এজন্য তাহারা কেমন লখে তাহা প্রতিদিবস বৈকালে আপনি দৃষ্টি রতঃ লেখার দোষ দর্শাইতেন ও লেখা এই-ূপ তদারকে সংশোধিত হইত।

হেয়ার সাহেব দুর্গোৎসবকালীন দুঃখী ও রিদ্র বালক ও তাহাদিগের ভগিনী এবং মাতা-দিগকে বস্ত্রাদি দিতেন। উৎসব কালীন কি ধনী, কি নির্ধন, সকলের বাটীতে তিনি গমন করিতেন, এই জন্য আবাল, বৃদ্ধ, যুবা ও কুল-নারীরা তাঁহাকে ভালরূপে জানিতেন। পটল-ডাঙ্গায় স্কুলসোসাইটির স্কুল যাহা হেয়ারস্কুল নামে এক্ষণে বিখ্যাত, ঐ স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তকের ও কাগজ কলমের ব্যয় হেয়ার সাহেব আপনি দিতেন। আড়পুলিতে যে পাঠশালা ছিল, তাহারও সমস্ত ব্যয় তিনি দিতেন। বাঙ্গালিদিগের হিতার্থে তিনি অন্যের নিকট ভিক্ষুক হয়েন ও আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। হিন্দু কালেজের দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাঁহার অনেক ভূমি ছিল, ঐ সকল ভূমি বিক্রয় করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের মঙ্গ-

সার্থে ব্যয় করেন। যখন তাহার হস্তে টাকা অল্প হইল, তখন তাঁহার চীনদেশীয় এক ধনী কুটুম্বের নিকট হইতে টাকা আনাইয়া ব্যয় করিতে লাগিলেন। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি বড় পরহিতৈষী প্রযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়।

হেয়ার সাহেব যে সৎকর্ম্ম করিতেন তাহা প্রশংসা পাইবার জন্য করিতেন না,—কেবল আত্মার সন্তোষার্থে করিতেন।

হেয়ার সাহেব মিতাহারী ছিলেন—রুটীতে মাখন দিয়া খাইতেন না। যেমন অন্তরে শান্ত ভাব, তেমনি শরীরে বিশেষ বল ছিল। তিনি গ্রে সাহেবের সহিত থাকিতেন। এক রাত্রে চা খাইতেছেন—ইতিমধ্যে একজন যুবকের সহিত পদব্রজে গমনের কথা উপস্থিত হইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন তুমি আমার সহিত চানকে যাইতে পার? যুবক বলিলেন, হাঁ, পারি। চানক কলিকাতা হইতে সাত ক্রোশ। হেয়ার সাহেব বলিলেন আইস, দেখা যাউক। দুই জনে উঠিলেন। কিছুকাল পরে দুইজনে ফিরিয়া আইলেন। যুবক শ্রান্ত ও বীর্য্যহীন—আস্তে আস্তে আসিতেছেন। হেয়ার সাহেব সবল ও হেয়ার ষ্ট্রীটে আসিয়া দৌড়িয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিবস হিন্দুকালেজের একজন ছাত্রের গাড়ি বাহিরে ছিল। একজন বলবান গোরা, কোচমান সহিসের সঙ্গে বিবাদ করিয়া গাড়ি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কালেজের চাপরাসি, ব্রজবাসী দরওয়ান কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। ইতিমধ্যে হেয়ার সাহেব আসিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া তীরের ন্যায় গমন করতঃ গোরাকে ধৃত করিয়া থানায় জিম্মা করিয়া দিলেন।

হেয়ার সাহেব পরদুঃখে অথবা ক্লেশে সর্ব্বদা কাতর হইতেন। এক দিবস হেয়ার সাহেব বাটীতে আছেন। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি শ্রাবণের ধারার ন্যায় পড়িতেছে। চন্দ্রশেখর দেব বাবু বৃষ্টিতে ভিজিয়া উপস্থিত। সাহেব আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে এক বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া আপন হস্তে তাঁহার ধুতি ও চাদর নিংড়াইয়া শুখাইতে দিলেন। রাত্রি অধিক হইলে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। চন্দ্রশেখরকে সন্দেশ আনাইয়া খাওয়াইয়া আপনি এক বৃহৎ যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। চুনাগলির নিকট আসিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, এই স্থানে মাতওয়ালা গোরা থাকে, হয়ত তোমার জন্য তাহাদিগের সহিত হাতাহাতি করিতে হইবে। পরে তাঁহারা নিরুদ্বেগে সেস্থান হইতে গমন করিলেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি মন্দ বালকদিগের সংশোধন জন্য অতিশয় সতর্ক থাকিতেন। যে বালকের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইত, তাহার বাটীতে হঠাৎ উপস্থিত হইতেন। বাটীতে তাহাকে না পাইলে সে যে স্থানে থাকুক অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া আপন শাসনাধীন করিতেন। অনেক বালক উন্মার্গগামী ছিল, পরে তাহারা হেয়ার সাহেবের যত্নে সচ্চরিত্রশীল হয়। যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি বপন করেন—যিনি পাপ মতিকে ধ্বংস করিয়া আত্মার পুণ্য জ্যোতি প্রকাশ করাইয়া দেন. তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় সাধন করেন—তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক।

পূর্ব্বে কলিকাতায় অনেক কুপ্রথা ছিল। স্নানযাত্রার সময় বাবুরা বেশ্যা লইয়া মাহেশে যাইতেন। শোনা গিয়াছে যে, একবাবু সুরাপান করতঃ বজরায় মাজিদের সুরাপান করান।

তাহারা লোঙ্গর না তুলিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড় বহে ও যেথানকার বজরা সেই থানেই থাকে। এইরূপ ঘটনা হইত, পাছে বাবুদের সঙ্গে কোন বালক গমন করে এজন্য হেয়ার সাহেব সতর্ক থাকিতেন। এরূপে কোন কোন বালককে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বালকেরা পরস্পরের কুৎসা করিত। এক ধনীর পুত্র এক বালকের গ্লানি ছাপাইয়া রাত্রিযোগে কালেজে যাইয়া থামেতে মারিয়া দেয়। হেয়ার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া এক লাঠান হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়া কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, পবলিক্ ইনষ্ট্রকশন কমিটি এই মর্ম্মে রিপোর্ট করেন,—আমরা গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে ধর্ম্মশীল হেয়ার সাহেবের বিষয় লিথিতেছি। এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষার্থে যে সকল ব্যক্তি যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেব অগ্রগণ্য। তাঁহারই পরিশ্রমে এই রাজধানীর বাঙ্গালিরা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ লোকের কেবল কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা হয় নাই। তাহাদিগের এতদূর শিক্ষা হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা ইউরোপীয় দর্শন বিদ্যা জানা যায়। হেয়ারসাহেব স্কুল সোসাইটী ও হিন্দুকালেজ স্থাপনে সাহায্য করেন। এই সকল বিদ্যালয়ের তদারক করণ জন্য অনেক বৎসরাবধি তিনি সমস্ত সময় অর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় সকল তিনি সর্ব্বদা তদারক করেন। যে বালক ভীরু তাহাকে উৎসাহ দেন—যে অজ্ঞান তাহাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন—যে অলস ও মন্দ তাহাকে স্নেহযুক্ত ভৎর্সনায় শোধন করেন। বালকদিগের মধ্যে যে কলহ হয় তাহা তিনি নিষ্পত্তি করেন ও পিতা পুত্রের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাও তিনি মীমাংসা করিয়া দেন। যাহার চিত্ত পরোপকারে রত ও পরোপকার করণ যাহার আহার ও পান সে ব্যক্তি ঐ চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। হেয়ার সাহেব যখন দেখিলেন যে বাঙ্গালিরা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় উন্নত হইয়াছে, তখন তাহারা ব্যবসা উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিখ্যাত হন, এই তাঁহার বাসনা হইতে লাগিল। ঐ সময়ে লার্ড আকলেণ্ড গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি বড় আনুকল্য করিতেন। হেয়ার তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাইতেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় কিন্তু এই সন্দেহ হইতে লাগিল যে হিন্দুবালক মৃতদেহ স্পর্শ করিতে কোন আপত্তি করিবে কি না? এক দিবস হেয়ার সাহেব বসিয়া আছেন। মধুসূদন গুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। আস্তে ব্যস্তে হেয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—হিন্দুধর্ম্ম মতাবলম্বীদিগের নিকট হইতে কোন আপত্তি হইবে কি? মধুসূদন বলিলেন যদি তাহারা বাধা দেন, তবে পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিবেন। হেয়ার সাহেব বলিলেন আমি আহ্লাদিত হইলাম, কল্যই লার্ড আকলেণ্ডের নিকট যাইব। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে ডাক্তার ব্রামলি বক্তৃতা করেন "হেয়ার সাহেবের উৎসাহে ও সাহায্যে কালেজ অনেক উপকৃত। কালেজ স্থাপিত হইবার অগ্রে হেয়ার সাহেব আপন সৎচিত্তের ভাবে গলিত হইয়া ইহার হিত সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তিনি উপদেশ দেওন কালীন সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যদিগের সদ্ভাব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার

এক এক বার বোধ হইত যে কালেজ থাকা ভার কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য, শান্ত গুণে ও পরিশ্রম জন্য কালেজ রক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতিরেকে এ কালেজ স্থাপন করা যাইত না এজন্য তাঁহার নিকট সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে মেডিকেল কালেজে অনেক ছাত্র ভর্ত্তি হয়। ঐ সকল ছাত্র তাঁহার বশীভূত ছিল সুতরাং তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বালক তাহাদিগের ন্যায় চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল হেয়ার সাহেব কালেজের সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর কালেজ কউন-সেলের অনরেরি মেম্বর হন।

মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়াবধি হেয়ার সাহেব তথায় প্রতিদিন যাইতেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যেরূপ তদারক করিতেন, মেডিকেল কালেজের বালকদিগেরও সেইরূপ তদারক করিতে লাগিলেন। আর হস্‌পিটলে যাইয়া প্রত্যেক রোগী কিরূপ আছে, ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছে, কি না—বা পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে এ সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া যথাসাধ্য প্রতি-কার করিতেন। সকলের পথ্য ও অন্যান্য বিষয় যাহা জানিবার আবশ্যক হইত তাহা জানিয়া রোগীদিগকে আরামে রাখিবার জন্য সম্যক-রূপে চেষ্টিত হইতেন। যাঁহার চিত্ত পরোপ-কারে রত তাঁহার সকল কার্য্য পরদুঃখ বিমোচন ও পরসুখ বিবর্দ্ধন জন্য হইয়া থাকে।

হিন্দুকালেজ ও হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কতিপয় যুবক ডিরোজিও সাহেবকে সভাপতি করিয়া একাডেমিক এসোসিয়াসন নামক এক সভা স্থাপন করেন। প্রতি সপ্তাহে বৈঠক হইত ও সকলে বক্তৃতা করিতেন। এই-রূপে সকলের বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হেয়ার সাহেব প্রতি বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন ও পরে ঐ সভার সভাপতি হইয়া তাহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। অনন্তর, ১৮৩৪ সালে সাধারণ জ্ঞানউপার্জ্জিকা সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার বৈঠকে এক একজন সভ্য এক এক রচনা পাঠ করিতেন, ও তাহা লইয়া অন্যান্য সভ্যেরা তর্ক বিতর্ক করিতেন। হেয়ার সাহেব এই সভার অনরেরি ভিজিটর ছিলেন। বিদ্যা অনুশীলনার্থে যে স্থানে যাহা হইত, হেয়ার সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেন।

১৮৩৪ সালে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা, কালেজের নিকট বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষার্থে এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। পাঠশালা গৃহের ভিত্তি স্থাপনের দিবস অনেকে উপস্থিত থাকেন। সকলে হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থে তাঁহাকে প্রস্তর স্থাপন করিতে আহ্বান করেন। তৎকালে তিনি এক বক্তৃতা করেন, পরিশেষে জজ রাইন তাহার অনেক প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

যে প্রকারেই হউক এদেশের মঙ্গল সাধনে হেয়ার সাহেব কখনই শ্রান্ত হইতেন না। পূর্ব্বে সংবাদপত্রে সকল বিষয় সাহস পূর্ব্বক লিখিত হইত না। গবর্মেণ্টের বিপক্ষে লিখিলে লেখকের নামে অভিযোগ হইত, প্রায় কোন বিষয় বিবেচনার্থে প্রকাশ্য সভা হইত না। এইরূপ নিয়মে সাধারণ লোকেরা আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইত—ইহাতে দেশের অমঙ্গল ব্যতিরেকে মঙ্গল সম্ভব হয় না। এই দুই নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্য ও পার্লিয়ামেণ্টকে এদেশের চার্টর বিষয়ে এক দরখাস্ত করিবার জন্য ১৮৩৫ সালে ৩রা জানুয়ারিতে টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। হেয়ার সাহেব উপস্থিত

হইয়া বলিলেন—"সভ্যগণ! যখন আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করি ও দেখি এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যতা সাধন করিতেছেন তখন বোধ হয়, যে এদিন ভারতবর্ষের গৌরবের ও সৌভাগ্যের দিবস"!

১৮১৫ সালে মারচ দ্বীপে এদেশ হইতে কুলি পাঠান আরম্ভ হয়। যে সকল কুলির গমনে ইচ্ছা ছিল না তাহারা ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা প্রেরিত হইত। পটলডাঙ্গার এক বাটীতে অনেক কুলি বদ্ধ ছিল। হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে খালাস করিয়া দিলেন। কুলিরা হেয়ার সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ অহরহঃ অনেক পরোপকার হেয়ার সাহেবের দ্বারা কৃত হইত।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৩১ মে মাসের রাত্রে হেয়ার সাহেবের ওলাউঠা হয়। আপন সরদার বেহারাকে বলিলেন, গ্রে সাহেবকে বল, আমি বাঁচিব না—আপনার জন্য কফিন প্রস্তুত করিতে কহেন। পরদিবস বেলেস্তারার জ্বালা না সহিতে পারিয়া বলিলেন—আমাকে আরামে মরিতে দেও! কিছুকাল পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার সমস্ত লোক শোকান্বিত হইল। সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল—কেহ বিলাপে কাতর,—কেহ নিস্তব্ধভাবে অন্তরে রোরুদ্যমান—কেহ তাঁহার গুণবর্ণনে গলিত—কেহ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে ভাবাক্রান্ত—কেহ যেন পিতৃশোক—কেহ যেন মাতৃশোক, কেহ যেন ভ্রাতৃশোক—কেহ যেন অকৃত্রিম বন্ধুশোকে ব্যাকুল। অঙ্গনাদিগের হৃদয় কোমল—তাঁহারা প্রপীড়িতা হইয়া দুঃখে মগ্ন হইলেন। বালকদিগের নয়নে অন্তরের শোক প্রকাশ হইল। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু গ্রে সাহেবের বাটীতে হয়—মৃত্যুসংবাদ প্রচার হইলে ঐ বাটী লোকে পূর্ণ হইল। হেয়ার সাহেবের দেহ স্বাভাবিক বেশে আচ্ছাদিত—কফিনে স্থাপিত—বদন শীতল ও শান্ত—নয়ন মুদ্রিত—বালক ও যুবক নিকটে যাইয়া প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার বদন স্পর্শ পূর্ব্বক অনিবার্য্য কাতরতার বিগলিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১ লা জুনে ভারি দুর্যোগ হয়—বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে—আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছন্ন—রাস্তা সকল জলে সিক্ত, তথাচ লোকারণ্য হইল—মৃতদেহের সঙ্গে ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার লোক চলিল—গাড়িতে রাস্তা পূর্ণ—কয়েক খানা কৃষ্ণবর্ণ শোক চিহ্নিত গাড়িতে ছোট ছোট বালক আরুঢ় হইল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালীন, ঐ মহাত্মার সমাধি হইল। সমাধি হিন্দুকালেজের সম্মুখে হইয়াছিল। তাহার উপর যে কবর নির্ম্মিত হয় তাহার ব্যয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক এক টাকা চাঁদা দিয়া নির্ব্বাহ করে। চাঁদা এত হইল যে, কতক চাঁদা আদায় করণ আবশ্যক হইল না।

কিয়ৎ কাল পরে এক প্রকাশ্য সভাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি করণ ধার্য্য হয় ও ঐ প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার স্কুলের নিকট প্রকাশ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছে

হেয়ার সাহেব এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকারী, এজন্য তাঁহার স্মরণ ও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বৎসর বৎসর ১লা জুন তারিখে এক সভা হয় ও ঐ বৈঠকে বক্তৃতা হইয়া থাকে।

হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে হেয়ার প্রাইজ কমিটি নামক এক কমিটি আছে। তাঁহাদিগের

উৎসাহে ও আনুকুল্যে অনেক অনেক ভাল ভাল বিষয় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ কমিটি কেবল স্ত্রীলোক শিক্ষা উপযোগীপুস্তকাদি প্রকাশ করণ ধার্য্য করিয়াছেন।

হেয়ার সাহেব ঘড়ির কারবার হইতে ক্ষান্ত হইয়া অল্প পরিমাণে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় এই যে যদি লাভ করিতে পারেন তবে ঐ লাভ পরোপকারার্থে অর্পণ করিবেন। তাঁহার স্বীয় অভাব অতি অল্প ছিল। সামান্য বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন ও সামান্যরূপে ভোজন করিতেন—পানীয়—দুগ্ধ, জল ও চা মাত্র। দৈবযোগে তাঁহার সকল টাকা নষ্ট হয় ও তিনি ঋণপাশে বদ্ধ হইলেন। একটি অর্দ্ধনির্ম্মিত বাটী ছিল তাহা গাঁথিয়া দিয়া পাওনাদারদিগকে দিলেন ও আপনি গ্রে সাহেবের বাটীতে আসিয়া থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দুই সহোদরের কাল হওয়াতে শোকে মগ্ন হইলেন। কিন্তু যদিও ক্ষতি ও শোকে পীড়িত, তথাচ তাঁহার শান্তভাবের হ্রাস হয় নাই। দৈনিক কার্য্য সকল পূর্ব্ববৎ করিতেন—বালকেরা বিরক্ত করিত কিন্তু তিনি সমাহিত থাকিতেন। যে সকল মহাত্মা শোকে দুঃখে সমাহিত থাকেন—তাঁহারা আত্মার শান্ত ও শিব ভাব প্রতীয়মান করেন।

হেয়ার সাহেবের জীবন পাঠে কে না উন্নত ভাবে স্থিত হইবে? যে ব্যক্তি নিষ্কামচিত্তে আপন বল, বুদ্ধি ও অর্থ—আপন জীবন পরোপকারার্থে—পরসুখার্থে অর্পণ করিয়াছিলেন—যিনি আপনার সুখ অন্বেষণ করেন নাই—ও যাঁহার কোন পার্থিব বাসনা ছিল না, তিনি দেব ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিবে? জগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুন যে, হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।
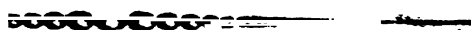
।সম্পূর্ণ।

বামাতোষিণী।

শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

PREFACE.

The waant of suitable works for the fair sex of Bengal induced me to write several books from time to time. The first work I brought out was *Alaler Gharer Dulal*, which was very favourably received both by men and women. This was followed by a satirical work on Drinking and Caste. But for the females of Bengal, whom I wished to see elevated, I wrote *Ramaranjika*. The Revd. Dr. Banerjea says " It is the very sort of thing to put into the hands of female pupils, the language having the rare excellency of being free from the bombastic on the one hand, and vulgarity on the other; and the subjects being calculated to furnish the mind with useful information and to impart a healthy tone to the thinking powers. Some extracts from it may be advantageously taken for the Bengal Entrance Course of the University, for our young men may also benefit by the reading of the book as well as our young women." The next work I wrote is *Jatkinchit*. The *Friend of India* for 1869 reviewed it favourably. My next work was *Abhedi* written in the from of a novel, which was also favourably received. My next attempt was the publication of a work, *viz.*, *Etaddesiya Strilokdiger Purvavastha*, or the "Condition and Culture of Hindu Females in Ancient Times," containing biographical notices of exemplary females. This was followed by the *Adhyatmika*, a spiritual novel, which was also received very favourably by the fair sex. Encourged by the kind reception of these works, I submitted several of them to Mr. A. W. Croft, Director of Public Instruction, in view to their being introduced into the female schools. On the 21st July 1880, he was pleased to write to me as follows:—"I have had your books duly examined. They are very excellent light literature and may do well as prizes; but they do not fit in with any of our standards." I find there are six standards. The books read are I believe—*Kathamala Vastuvichar*, *Susilar Upakhyan*. *Sitar Banabas*, *Navanari*. *Barna bodh* (Part II), *Nitibodh*, *Charitavali* and *Akkyamanjari*. After the progress generally in our female education it is a matter for consideration whether education in schools should be confined to the reading of the above works. It is very necessary that Hindu girls should acquire a correct knowledge of their duties as daughters, wives and mothers, and above all their duty to God, the love for whom should be instilled from childhood. They should also possess correct ideas on sanitation and know how to bring up children properly.

I have therefore written the present work, which is purely a moral tale, leaving out all particular religious ideas, and showing the value of sanitation and the proper way of bringing up children, which cannot be taught unless the girls receive a sound moral education. The plot of the tale is that an educated Hindu is blessed with an excellent wife, with whom he considered it a sacred duty to educate his daughter and

son. He leaves his family and goes to England to qualify himself for the bar. From England he gives a description of English life, a brief account of the remarkable places there, of the English home and its management, how female education is carried on there, and the different humane and philanthropic works in which English ladies are engaged. It is also shown that while Hindu ladies are devoted to spiritualism, austerity and charity, English ladies, besides possessing many excellencies, distinguish themselves as active benefactresses, –as healers of the suffering, reclaimers of the fallen, educators of the convicts, and ameliorating agents of the helpless and ragged children. Although humanity to the brute creation is practised in every Hindu family, yet it is of the utmost importance that compassion for the helpless animals and birds should be developed in every Hindu boy and girl and made a part of their education. This virtue is encouraged by English ladies who as members of families or of organized bodies, show humanity to the brute creation. The hero comes back The heroine is joined by a devout lady, and her excellent daughter. These ladies and the hero's daughter are engaged in works of love and charity, in the education of their sex, in visiting the poor and helpless without distinction of caste, in ameliorating their meterial condition and in showing motherly and sisterly feeling towards them. The tale concludes with the marriage of the two young ladies with their full consent and at proper age.

The proofs were submitted to Mrs. Monmohini Wheeler, Inspectress of Government Female Schools in Bengal to whom I feel much indebted for her several valuable suggestions, and her opinion of this is subjoined —"I have read tha *Bamatoshini*, and think it a nice story. It will be interesting, and I may say, instructive to the girls and zenana ladies of this country."

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

বামাতোষিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণনগরের প্রান্তভাগে গোপালচন্দ্র দেব বাস করিতেন। তিনি কায়স্থ, সৎকুলোদ্ভব ও উচ্চচরিত্র ছিলেন। দেশের প্রথানুসারে অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু পত্নীকে প্রাণপণে শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মপত্নী করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুষে সর্ব্বদা একত্র হইয়া কিরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের এক কন্যা ও এক পুত্র হইল।

বাটীর নিকটে কতকগুলি গোয়ালা বাস করিত। গরুর গোবর পচাইয়া তাহারা কৃষকদিগকে বিক্রয় করিত, তাহাতে সমস্ত পল্লীর বায়ু দুর্গন্ধে দূষিত হইত। যে স্থলে হউক, বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অতিশয় প্রয়োজনীয়। যে স্থানে বায়ুর বিশুদ্ধতা না হয় সে স্থানে পীড়ার প্রারম্ভ। যাহারা নিশ্বাসের দ্বারা দূষিত বায়ু গ্রহণ করে তাহারাই পীড়িত হয়। বাটীর খিড়্‌কির নিকট একটী পুষ্করিণী ছিল, তাহা গভীররূপে খনিত হয় নাই, জল সর্ব্বদা পানায় পূর্ণ থাকিত ও ঐ জল যাহারা পান করিত তাহাদের অজীর্ণ রোগ হইত। গোপাল স্বাস্থ্যরক্ষা কিরূপে হয়, তাহা অবগত ছিলেন। কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনের প্রতি মায়াপূর্ণ হইয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদাই পীড়া হইত, বৈদ্য ডাক্তার সর্ব্বদাই আসিতেছেন, একটা না একটা রোগ লেগে রহিয়াছে, নেতুড় মরে না। গোপালের ভার্য্যা বড় গুণবতী,—ভর্ত্তাকে কহিলেন, "দেখিতেছি আপনার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। চিকিৎসাতে যে ব্যয় হইতেছে তাহা সন্তানাদির শিক্ষার্থে হইলে উপকার হইত, অতএব যাহা শ্রেয়ঃ হয় তাহা আপনি করুন।" গোপাল ভার্য্যার কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে ভদ্রাসন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; রম্নাপার্কের নিকট ভূমি উচ্চ, বায়ু বিশুদ্ধ, বারি নির্ম্মল, ঐ স্থানে সপরিবার লইয়া উঠিয়া গেলেন। আসিবার কালীন পল্লীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বলিতে লাগিল, এ কার্য্য কেহ কি করে? ভদ্রাসন ছেড়ে কে উঠিয়া যায়? পলাইয়া গেলে কি রোগ ছাড়বে? গোপাল বাবুর স্ত্রী অবুঝ স্ত্রীলোকদিগের কথায়

কিছু উত্তর না করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। রয়াপার্ক নিকটস্থ ভবনে আসিয়া গোপাল বাবু ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা, সকলে আরাম পাইতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে কি কি প্রয়োজনীয় তাহা উত্তমরূপে প্রতীয়মান হইল।

গোপাল এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বেতন সামান্য, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কিঞ্চিন্মাত্র অপব্যয় করিতেন না। তিনি বিশেষরূপে তদারক করিতেন যে, আহারীয় দ্রব্যাদি পীড়াজনক না হয়, অথচ যাহার মূল্য অল্প ও যে জল পান করিতে হইবে তাহা নির্ম্মল জল হয়। তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক গৃহীত হইত ও পচা মৎস্য বাটীতে আনীত হইত না। বস্ত্রাদি যাহা টেক্‌সই ও যাহার অধিক মূল্য নহে, তাহা খরিদ হইত। বস্ত্রাদি সেলাই বাটীতেই হইত। পরিমিতব্যয়ে যতদূর স্বাস্থ্যরক্ষা হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইত।

সন্ধ্যাকালে গোপাল, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা লইয়া ঈশ্বর-উপাসনা করিতেন, ও ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতেন এবং বালক ও বালিকা দিবসে কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন ও তাহাদিগের চিত্ত কিরূপ ছিল, তাহার নিকাশ লইতেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমরা কোনরূপে রাগ দ্বেষ প্রকাশ ত কর নাই, তোমাদিগের চিত্ত শান্ত ছিল কি? তোমরা কাহাকেও কটু বাক্য ত কহ নাই? সকলের প্রতি স্নেহ ও প্রেমভাবেতে ত ছিলে? পশুপক্ষীদিগের প্রতি কোন নিষ্ঠুরতা ত কর নাই? স্ত্রী, স্বামীর প্রশ্নোত্তরপ্রণালীর বিশেষ গুণ জানিয়া তদ্রূপ শিক্ষা অতি সুন্দররূপে দিতে পারিতেন। পল্লীর অন্যান্য বালক ও বালিকা তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহাদিগকে আদর ও স্নেহভাবে সৎশিক্ষা প্রদান করিতেন।

গোপালের স্ত্রীর নাম শান্তিদায়িনী, কন্যার নাম ভক্তিভাবিনী ও পুত্রের নাম কুলপাবন।

গোপাল ও তাঁহার পরিবার কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।

ত্রিযামা অবসান না হইতে হইতেই প্রাতঃসমীরণ বহিতে থাকে। পক্ষী সকল যেন কারারুদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিসুখের রসপানে নানারবে ডাকিতে আরম্ভ করে। এই সময় গোপাল স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র লইয়া রয়াপার্কে পরিভ্রমণার্থে গমন করেন। অনেকেই বায়ুসেবনার্থে দ্রুতগমন করেন। গোপাল শারীরিক বল জন্য দ্রুতগতিতে চলিতেন। শান্তিদায়িনী, ভক্তিভাবিনী ও কুলপাবনের হস্তধারণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেন। চতুর্দ্দিকে উদ্ভিদ, গুল্ম, লতা ও বনস্পতি—নানাপ্রকার শাখাপ্রশাখাবশিষ্ট, নানাবর্ণীয়, নানাপ্রকার ও নানাগন্ধীয় পুষ্পে শোভিত ও নানা মনোহর ফলে ভারাক্রান্ত। এক এক দৃশ্য দর্শনে অনেক জিজ্ঞাস্য, অনেক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। সকল এককালীন ভাবিতে গেলে চিত্ত অভিভূত হয়; তথাপি কন্যা ও পুত্র, মাতাকে প্রশ্ন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। মাতা কাহাকে অঙ্কুর বলে, অঙ্কুর হইতে কিরূপে ফুল, ফুল হইতে কিরূপে ফল হয়, ও ফুলের পাবড়ি পর্য্যন্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নয় তাহাও বুঝাইয়া দিতেন। জীবের যেরূপ পিতামাতা আছে, পুষ্পেতে ও উদ্ভিদের পিতামাতা দৃষ্টিগোচর হয়। বালকবালিকা এরূপ উপদেশে চমৎকৃত হইত ও নির্জ্জনে স্রষ্টার অনন্ত শক্তি ভাবিত। তপনের তাপ প্রখর হইবার প্রারম্ভে, গোপাল তাহার পরিবার লইয়া

বাটী প্রত্যাগমন করিতেন। পরে স্নান করিয়া যথাজ্ঞান শক্তি অনুসারে ঈশ্বর উপাসনা করিতেন। তাহার পর শান্তিদায়িনী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন; পতি, পুত্র ও কন্যাকে ভোজন করাইয়া দাস ও দাসীকে ভোজন করাইতেন, অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহা আপনি গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে যদি কাঙ্গালিনী আসিয়া বলিত, মা গো! এক মুঠা ভাত দেও, খিদেতে পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে আপন আহার হইতে তাহার পরিতোষার্থে অন্নব্যঞ্জন দিতেন। দিবসে নিদ্রা না যাইয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতেন।

সৎ-মাতা হইলেই সৎসন্তান হয়। কন্যা ও পুত্র পিতা মাতার অনুকরণ করিতে চাহে। বিশেষতঃ মাতা, পিতা অপেক্ষা শিক্ষাদায়িনী। প্রকৃত শিক্ষা তিরস্কার বা দণ্ডের দ্বারা প্রদত্ত হয় না। মাতা স্বীয় কোমল ও স্নেহযুক্তহস্তে অঙ্গস্পর্শন ও মুখচুম্বনে বালহৃদয়ে যেরূপ উন্নতি ভাব প্রেরণ করিতে পারেন সেরূপ শিক্ষকের দ্বারা হইতে পারে না। জগতের প্রধান শিক্ষক নারী—নারীতেই কোমল সুন্দর ভাব নিহিত, ঐ ভাবে পুরুষ সংস্কৃত হইলে উন্নতিসোপান প্রাপ্ত হয়। অনেক মহৎ মহৎ লোক মাতা কর্তৃক শিক্ষিত, এজন্য কথিত আছে, উত্তম মাতা হইলে উত্তম সন্তান হয়।

শান্তিদায়িনী কিয়ৎকাল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিল্পকার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার সেলাই, নানাপ্রকার পশমের বুনন, নানাপ্রকার গহনা গড়ন, নানাপ্রকার ছবি লেখা—পেন্‌সিল্ ও অয়েল্ পেনটীং—নানাপ্রকার খোদা এই সকলই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা নানা বিদ্যা ও নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম করিতে জানিতেন। মুসলমানদিগের সময়ে হিন্দুস্ত্রীলোকেরা হীনতা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ধর্ম্মভাব যাহা তাহাদিগের হৃদয়ে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা উন্মূলিত হয় নাই। যে কেহ জ্ঞান ও ধর্ম্মসুধা একবার পান করিত, সে অন্যকে ঐ আস্বাদন প্রেরণ করিত। শান্তিদায়িনীর শিল্প দেখিতে অনেক স্ত্রীপুরুষ আসিতেন ও এই কারণবশতঃ অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্যে অনুরাগ জন্মিত। সন্ধ্যার প্রাকালে শান্তিদায়িনী রাত্রির আহার প্রস্তুত করিতেন। এক একদিন ভিজা কাষ্ঠজন্য উনুন জ্বলিত না, ফুঁ দিতে দিতে চক্ষে জল আসিত; তাহার ক্লেশ দেখিয়া অন্যান্য বামারা বলিত, আহা, কি ক্লেশ! দুই এক আনা দিলে ভাল শুক্‌নো কাঠ মিলে, অল্প ব্যয়তরে এত দুঃখ কেন? শান্তিদায়িনী বলিতেন, স্বামীর আয় যৎসামান্য; যদি আমার ক্লেশে তাঁহার ব্যয় অল্প হয় তাহা করা আমার কর্ত্তব্য, এজন্য দিদি দুঃখিত হইও না। ক্লেশ সহাতে বিশেষ উপকার। কন্যা কখন কখন বলিত মা! তোমার বড় ক্লেশ হইতেছে, আমাকে এ কার্য্য শিখিতে দেও, তুমি উঠিয়া আইস, আমি উনুনের নিকট বসি। মাতা কন্যার উপকারজন্য কখন কখন সম্মত হইতেন। বৈশাখ মাসে বাটীর দ্বারের নিকট গো, মহিষ, ছাগ, মেষ ও পক্ষিদিগের পানার্থে গামলায় জল থাকিত. তাহার নিকট কন্যা ও পুত্র বসিয়া থাকিত, যে জন্তু ও পক্ষী জলপান করিতে আসিত তাহাকে তাহারা উৎসাহ দিতেন ও কোন তৃষ্ণান্বিত ব্যক্তি আসিলে তাহাকে জল দিবার অগ্রে মাতার নিকট হইতে ছোলা অথবা বাতাসা আনিয়া দিতেন। পিপাসিত ব্যক্তিরা জলপানের পর আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইত।

বৈকালে গোপাল বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন। পত্নী, পুত্র ও কন্যার প্রতি স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক তিনি জলযোগ করিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রম্মাপার্কে গমন করিতেন। উষাকালে যেরূপ উদ্যানের মনোহর দৃশ্য বৈকালেও সেরূপ নয়নরঞ্জন শোভা হইত। প্রাতঃকালে পক্ষীর কলরব, মন্দ মন্দ সমীরণ ও নানা পুষ্পের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। শত শত পতঙ্গ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমন করিতেছে। বৈকালে সূর্য্যের অস্তমিত আভা বৃক্ষোপরি পতিত হইয়া নানা রত্নস্বরূপ প্রকাশমান। নানাজাতীয় পক্ষী দিগদেশান্তর হইতে আসিয়া বাসস্থান অন্বেষণ করিতেছে। প্রান্তভাগে মেটো সুরে রাখাল গান গাইয়া যাইতেছে। গোপাল পরিবার সহিত একটী ঝিলের নিকট বসিয়া স্তব্ধভাবে থাকিলেন। নির্জ্জনে থাকিলে কাহার অন্তরের ভাব উদ্দীপন না হয়? কিয়ৎকাল পরে বাটীতে আসিয়া সকলে উপাসনা করিতেন, পরে আহার করিতেন। শান্তি-দায়িনী স্বামীর সঙ্গে কোন কোন দিবস আহার করিতেন, কোন কোন দিবস পরিবেশন জন্য পরে আহার করিতেন।

আহারের পর সকলে বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেন। কখন কখন ঈশ্বরমহিমা ও করুণাবিষয়ক গান সংগীত হইত। কখন কখন নীতি, খগোল, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ইতিহাস, মহাত্মা লোকের জীবনচরিত পঠিত হইত। এই অনুশীলনে পুত্র ও কন্যার বিশেষ উপকার দর্শিল। তাহাদিগের বস্তুর উপদেশের প্রতি অধিক মনোনিবেশ হইতে লাগিল। বাক্যের উপদেশের প্রতি তত মনোযোগ হইত না। অনেক বালকবালিকা প্রায় শব্দই শিখে। বস্তুজ্ঞানের তত অনুশীলন হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকা-বিদ্যালয়।

কৃষ্ণনগরের ইংরাজটোলার নিকট একটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। ঐ বালিকা-বিদ্যালয় কতিপয় বিবি ও এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকের আনুকূল্যে স্থাপিত হয়।

ভদ্র ভদ্র ইংরাজ বিবি ও বাঙ্গালিরা মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক কথোপকথন করিতেন। নানা ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ করিতেন। কোন কোন এতদ্দেশীয় কহিতেন, পূর্ব্বকালে এদেশে স্ত্রীলোকেরা ভালরূপে ধর্ম্ম উপদেশ পাইতেন, শিল্পকার্য্য শিখিতেন ও নৃত্য গীত শিক্ষা করিতেন। কোন কোন সাহেব বলিতেন যে, বালিকারা মাতার নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করে। বিলাতে প্রত্যেক বাটীতে সমস্ত পরিবার রাত্রিতে আগুন পোয়াইতে পোয়াইতে অনেক কথাবার্ত্তা কহে; ঐ সময়ে বালক বালিকারা অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী এই যে, শিশুদিগের জন্য বিশেষ বিশেষ বিচিত্রত পুস্তক তাহাদিগের হস্তে দিলে তাহারা নানা প্রকার প্রশ্ন করে, তখন মাতা, কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী স্নেহ ও মুখচুম্বনের সহিত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বালশিক্ষার প্রথম অঙ্গ চক্ষু কর্ণকে আকর্ষণ করা, পরে মনেতে গল্পের ছলে শুদ্ধ ভাব প্রেরণ করা ও ঐ ভাবের দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, সত্য ও সাহসের প্রতি অনুরাগ জন্মান। শিক্ষা কোনপ্রকারেই বল পূর্ব্বক প্রদত্ত হইতে পারে না। কৌশলের দ্বারা শিখিবার পিপাসা উদ্রেক হইলে উপদেশ বারি দিতে হইবেক। এইরূপে পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরা, স্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার করা, শারীরিক বলজন্য বায়ুসেবন ও কসরত করা শিখাইতে

হইবেক। রাত্রিতে যে গৃহে অগ্নি পোয়াইতে হয় সেখানে একত্রিত হইলে মহাত্মা ও পরোপকারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত ও ধর্ম্মকর্ম্মের মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ বলা কর্ত্তব্য। এইরূপে বালক ও বালিকার হৃদয় সংশিক্ষায় অঙ্কুরিত হয়। মধ্যে মধ্যে উদ্যানে বালকবালিকাদিগকে লইয়া যাওয়া আবশ্যক; তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প দেখিয়া তাহাদিগের মনোনেত্র ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। পিতামাতার এই কর্ত্তব্য যে, বালক ও বালিকাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দৃঢ়ীভূত করিয়া দেন, তাহা হইলে পরে তাহারা ঐ উপদেশ অনুসারে চলিয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় একজন বলিলেন স্ত্রীশিক্ষা বিষয় আমার কিছু জানা আছে। কেনিলন বলেন, স্ত্রীলোকের তিন কার্য্য—সংসারের কার্য্য করা, স্বামীকে সুখী করা ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া। সেমুফোর্ড বলেন, বালকবালিকাদিগের প্রতিদিন যাহা ঘটিবে, মাতা তাহা লইয়া যেন এক ছড়া উপদেশের মালা গাঁথিয়া দিবেন।

একজন বিবি বলিলেন, বিলাতে ধনী লোকেরা আপন আপন বাটীতে কন্যাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। মধ্যবর্ত্তী লোকেরা পাঠশালাতে শিক্ষা দেন। স্কটলণ্ডে, এমেরিকায় বালক ও বালিকা একত্রে পাঠ করে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে নেপলিয়েন বোনাপাটির বিবি কাম্পানের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। নেপলিয়েন বলিলেন, লোকদিগের শিক্ষা ভাল হইতেছে না কেন? ঐ বিবি বলিলেন, ভাল মাতা নাই। নেপলিয়েন বলিলেন, অগ্রে ভাল মাতা যাহাতে হয় এমত চেষ্টা কর। আরও একটী কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। একজন মাতা কোন পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেকে কোন্ সময় অবধি শিক্ষা দিতে হইবে। পাদ্রি বলিলেন, শিশু প্রসূত হইলে তাহার মুখে হাস্য দেখা দিবার সময় অবধি শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাতার মুখচুম্বনে শিশুর শিক্ষা হইতে পারে।

বালিকা-বিদ্যালয়ে অনেকের অনুরাগ ছিল। উত্তম প্রণালীতে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিশুশিক্ষা।

গোপালের বাটীর প্রান্তভাগে একজন দুলে থাকিত। সে প্রত্যুষে উঠিয়া কর্ম্ম করিতে যাইত। তাহার স্ত্রী হাট কিম্বা বাজারে যাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। তাহাদিগের একটী পুত্র ছিল, সে পল্লীতে দৌরাত্ম্য করিয়া জিনিস পত্র কেড়ে বিগড়ে আনিত। রাত্রিতে দুলে বাটীতে আসিয়া তাড়ি খাইয়া গান করিত,—

"বাবলার ফুল লো কাণে লো দুলালি।
মুড়ি মুড়কির নাম রেখেছ রূপালি সোণালি।"

তাহার স্ত্রী স্বামীর গান শুনিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। তাহার পরই পল্লীর লোকেরা আসিয়া তাহাদিগের ছেলের দৌরাত্ম্যজন্য অভিযোগ করিত। কেহ বলিত, আমার দোকান থেকে মোয়া লইয়া টপ্ টপ্ করিয়া খাইয়াছে; কেহ বলিত গলার মালা ছিঁড়িয়া দিয়াছে, কেহ বলিত আমার গাছের সজনা খাড়া পাড়িয়া আনিয়াছে, কেহ বলিত আমার কাপড়ে আগুন ফেলিয়া দিয়াছে। কাহারও মানা শুনে না; কাহাকেও ভয় করে না; সর্ব্বদা মেরোয়া হইয়া বেড়ায়। দুলে বিরক্ত হইয়া রাগ না সম্বরণ করিতে পারিয়া ছেলেকে

বেধড়ক মারিত ও ছেলে মার খাইয়া শূকরের মত চীৎকার করিত। পল্লীর সকলে বলিত, জ্বালাতন কর্‌লে, এ চীৎকার অপেক্ষা বরং শূকর গাধার চীৎকার মিষ্ট। এইরূপ হয়, ইতিমধ্যে এক রাত্রি শান্তিদায়িনী বালকের প্রহারে কাতর হইয়া ঐ ডুলের বাটীতে গমন করিলেন। ডুলে যৎপরোনাস্তি সম্মানপূর্ব্বক বলিল, মা এখ্যানে কেন? শান্তিদায়িনী বলিলেন তুমি পুত্রকে, অকাতরে প্রহার কর এজন্য আসিয়াছি। বাবা! প্রহারে শিশুর সংশোধন হয় না, শিশুকে হয় লেখাপড়া কিম্বা কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে আপনা আপনি শান্ত হইবে। কৌশল ও স্নেহেতে শিশুর যাহা শিক্ষা হয় তাহা প্রহার, কটুবাক্য ও বিকট বদন দর্শনে হয় না। ডুলে বলিল, মা! এমন জ্ঞান আমার ছিল না। মা! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি সাক্ষাৎ ভগবতী।

শান্তিদায়িনী বাটী যাইয়া এ কথা বলাতে, স্বামী, পুত্র ও কন্যা সকলে বলিল, যে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ, কারণ দণ্ড বিধানে বালক ও বালিকা মারঘেঁচড়া হইয়া অধঃপাতে গমন করে তখন তাহাদিগের সংশোধন করা বড় কঠিন।

এই কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে দ্বার ঠেলিবার শব্দ হইতে লাগিল। কে গা ও— কেগা ও? আমি শান্তিপুরের পিশিপেৎনী। শান্তিপুরের পিশিপেৎনী? ও অম্বিকে বাছা, দ্বারটা খুলে দেতো। অম্বিকা দ্বার উদ্ঘাটনের পূর্ব্বে আপনা আপনি বলিতেছে—পিশিপেৎনী, এমন পোড়া নামতো বাপের জন্মে শুনি নাই। দ্বার খুলিবা মাত্রেই একজন স্থূলাঙ্গী, এক বোঝা লেপ কাঁনী মস্তকে, দেখা দিল—কেশ তৈল বিহনে শুক্‌ন সজনা খাড়ার ন্যায় ছড়িয়া পড়িয়াছে, দন্ত অপরিষ্কার, বস্ত্র মলিন, মুহুর্ম্মুহুঃ হাই তুলছেন ও তুড়ি দিচ্ছেন ও বলিতেছেন, আমার নাম পিশিপেৎনী। কন্যা ও পুত্র এই মাগীর আকার প্রকার দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, মাতা নয়নভঙ্গি দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, আপনি কে ও কি নিমিত্ত এখানে আগমন?

জিজ্ঞাসিত রমণী বলিল, মা! আমি বড় দুর্ভাগিনী আমার পিতার আবাস হৈমপুর, জন্মাবধি আমি স্থূলাঙ্গী কুরূপা, এজন্য আমাকে সকলে ঘৃণা করিত। কিঞ্চিৎকাল আমি কিছু লেখাপড়া করিয়াছিলাম কিন্তু পড়িলেই জ্ঞান হয় না। স্ত্রীলোকের কিরূপ চলা উচিত, স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ও সন্তানদিগকে কি প্রকার লালনপালন ও শিক্ষা দিতে হয় তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। গৃহ পরিষ্কার রাখিতে হয় তাহা জানিতাম না, দ্বার জানালা সর্ব্বদা বন্ধ করিয়া থাকিতাম, বায়ুর সঞ্চালন হইত না, কুজাতে পানা পুষ্করিণীর জল রাখিয়া সকলকে পান করিতে দিতাম। এই সকল দেখিয়া আমার পিতা আমার নাম পিশিপেৎনী রাখিয়াছিলেন। আমার যৌবনাবস্থা হইলে বর অন্বেষণার্থে পিতা চেষ্টান্বিত হইলেন, কিন্তু আমার রূপ ও নামের গুণে কেহই নিকটে আসিল না। অবশেষে এক বে-পাগ্‌লা বর হটাৎ আসিয়া আমাকে বিবাহ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে শান্তস্বরূপ দেখিতে লাগিলাম। পাতিব্রত-ধর্ম্ম শৈশবাবস্থায় শুনিয়া ঐ ধর্ম্মে অনুরাগিণী হই; এক্ষণে কার্য্যদ্বারা ঐ ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে লাগিলাম। এজন্য আমার কুরূপ পতির নিকট স্বরূপ হইয়াছিল। কালেতে আমার একটী পুত্র হইল। অতিশয়

স্নেহেতে মত্ত হইয়া পুত্রকে সর্ব্বদাই বুকের উপর রাখিতাম, চক্ষের অন্তর হইতে দিতাম না। ছেলেটি কোন উপদ্রব করিলে কেহ যদি কটু কহিত, অমনি আমি রায় বাঘিনীর ন্যায় তাহার উপর ঝাঁপিয়ে পড়িয়া দশ কথা শুনাইয়া দিতাম। আমি বলিতাম, ও আমার কেলেসোনা, ও আমার হৃদের গোপাল। বলতে হয় পোড়া লোক আমাকে বলুক। এই আস্কারায় ছেলে ধিং ধিং করিয়া নাচিয়া বেড়াইত। এই বেহিসিবি আদর পাইয়া ছেলে বদমাইসি শিক্ষা করিতে লাগিল। গুরুমহাশয়কে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করিয়া লাথি মারে; গুরুমহাশয় ধরিতে আসিলে ইট ছুড়িয়া তাঁহার মুখ রক্তারক্তি করিত। যিনি ইংরাজি পড়াইতেন তাঁহার কাঁদে উঠিয়া নাচিত। লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া নানা রকম উপদ্রব ও দাঙ্গা হেঙ্গাম করিতে লাগিল। আমাকে মা বলিয়া না ডেকে পিশিপেৎনী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পতি এক একবার বলিতেন, ছেলেটাকে আদর দিয়া একেবারে ভূত করলে; এমত পুত্র থাকা আর না থাকা সমান কথা। পরে স্বামীর কাল হইল, তাঁহার বিষয়াদি পাইয়া ছেলে আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। আমি অনাথিনীর ন্যায় ভ্রমণ করতঃ শুনিলাম যে, আপনি কন্যা পুত্রকে উত্তম শিক্ষা দিতেছেন; কুশিক্ষিত পুত্রের জ্বালায় জ্বলিয়া পোড়া চক্ষে আপনাদের দেখিতে আসিয়াছি। মা! সৎশিক্ষা না হইলে ধর্ম্মে মতি হয় না ও ধর্ম্মে মতি না হইলে হিতাহিত জ্ঞান হয় না। এক একবার এই দুঃখ হয় যে, ছেলেটির সর্ব্বনাশের মূলই আমি, যদি বাল্যাবস্থাবধি পুত্রটি সুশিক্ষিত হইত, তবে আমার পুত্রটি কুলপাবন পুত্র হইত। দেখিতেছি মায়ের দোষে ও গুণে ছেলের অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট গতি হয়।

ঐ স্ত্রীলোক সেই স্থানে দুই তিন দিবস থাকিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীপুরুষের পরামর্শ।

বৈশাখ মাস। দিবা উগ্রভাবে গিয়াছে, বৈকালের শীতলতা স্নিগ্ধ বোধ হইতেছে। সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়; কি বিচিত্র আভা! এ শোভা সকল দিন সমান হয় না; ঐ দিবস অস্তমিত সূর্য্য যে দেখিতেছে তাহার দৃষ্টি আর অধঃ হয় না। কাহারও কাহারও বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী হইতে সৌন্দর্য্য হৃত হইয়া আকাশের পশ্চিমদিকে বিকশিত হইতেছে। গোপাল ও তাঁহার বনিতা পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক উদ্যানে গমন করিলেন।

স্ত্রী। এই উদ্যান দেখিয়া পূর্ব্বকালের অনেক বৃক্ষের নাম স্মরণ হয়।

স্বামী। বল দেখি—

স্ত্রী। মন্দার, পারিজাত, সরল, তাল, তমাল, শাল, কোবিদার, মালতী, চম্পক, নাগকেশর, বকুল, কমল, অশোক, কুন্দ, কদম্ব, জাতি, মল্লিকা, নীপ, ইত্যাদি।

স্বামী। তাহার মধ্যে অনেকেই এখানে আছে।

মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। পুষ্পীয় নানা গন্ধ মিশ্রিত হওয়াতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পুলকিত হইল। কোন কোন স্থানে বড় বড় বৃক্ষের শিকড়ের উপর শিকড় ব্যাপিত হওয়াতে বসিবার স্থান হইয়াছিল। ঐ এক মেরাপের উপর স্ত্রীপুরুষ উপবেশন করিলেন।

স্বামী। দেখ, এ পর্য্যন্ত আমি একটী কথা তোমাকে বলি নাই, কিন্তু সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ না করিতে পারাতে ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। কলিকাতায় যে একটী ভাড়াটে বাটী আছে, তাহার মেরামতের জন্য অনেক ব্যয় হইবাছে। সুহৃদগণ আমাকে এই পরামর্শ দেন, যে বিলাতে গিয়া কৌন্সলি হইয়া আসিলে আয়ের বৃদ্ধি হইবেক; কিন্তু এক্ষণে গমনাগমনের ও সেখানে থাকিবার ব্যয় জন্য কলিকাতার বাটী বিক্রয় না করিলে এ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক না, তুমি কি বল?

স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন—তিন চারি বৎসর পতির সন্দর্শন হইবে না; পুত্র কন্যার শিক্ষা স্বামীর সংযোগ না থাকিলে উত্তমরূপে কি হইতে পারে? ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? আমি অন্তঃসত্ত্বা—শিল্পকার্য্য করিতে আমার বল থাকিবে কি? এই সকল নানা চিন্তাতে চিন্তিত হইয়া শান্ত হইবার জন্য ঈশ্বরধ্যান করিলেন, পরে শান্তি পাইয়া বলিলেন,—যে প্রস্তাব করিলেন, আপাততঃ অসুখজনক, কিন্তু বৈষয়িকভাবে মাঙ্গলিক ও আপনার উন্নতি সাধন হইতে পারে। আপনাকে না দেখিবার যে অসুখ, তাহা ঈশ্বরধ্যানের দ্বারা পরিহার করিব।

স্বামী ভাবিয়াছিলেন যে, এই প্রস্তাবে তাঁহার ভার্য্যা বিহ্বল হইয়া কোনক্রমে সম্মত হইবেন না; কিন্তু স্ত্রীর ধৈর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ও মনে করিতে লাগিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরধ্যান করে তাহারা অন্তর-বল প্রাপ্ত হয়। সন্ধ্যার প্রাথমিক আবরণে সৃষ্টি আচ্ছাদিত হইল। নভোপরি তারকাগণ যুথে যুথে যেন কোন লুক্কায়িত রাজ্য হইতে প্রকাশ হইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীকে লইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিলাত যাইবার উদ্যোগ যাত্রা।

কলিকাতার বাটী বিক্রয় হইলে বিলাত যাইবার যে যে দ্রব্যাদির আবশ্যক তাহা খরিদ হইল। সুহৃদ ও আত্মীয়গণ দেখা করিতে আইলেন ও অনেক সদালাপের পর তাঁহারা বলিলেন, আমরা সকলে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আপনি কৃতকার্য্য হইয়া নিরুদ্বেগে এখানে প্রত্যাগমন করুন। শান্তিদায়িনী পতির গমন বিষয় সর্ব্বদাই ভাবেন। তাঁহার আপন মাতার সাতিশয় সহিষ্ণুতাশক্তি সর্ব্বদা স্মরণ করতঃ এই চিন্তাতে মগ্ন হয়েন যে, অস্থিরতা ত্যাগ করিতে হইবে, এজন্য একাকিনী ঈশ্বরচিন্তাতে থাকেন। বদন মৃদু সৌদামিনীতে পূর্ণা, চম্পককুসম বর্ণ, যেন শান্তিসৌন্দর্য্যে রহিয়াছে। গোপালও গমনজন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সকলই জানেন, কিন্তু সময়-ক্রমে কারণ উপস্থিত হইলে তরঙ্গাতীত হইতে পারেন না। কি প্রকারে এমত সৎপত্নী ও পুত্র কন্যাকে ছাড়িয়া গমন করিব ও এত দীর্ঘকাল কিরূপে থাকিব, এই ভাবনায় অস্থির হইলেন। দেখিতে দেখিতে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। স্বামী অধীর হইয়া স্ত্রীর গলদেশে হস্ত দিয়া রোদন করিলেন! স্ত্রী আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—রোদন করিও না, শান্ত হও, জগদীশ্বরকে ধ্যান করিয়া যাত্রা কর। কন্যা পুত্র পিতার হস্ত ধরিয়া নয়ন-জলে প্লাবিত হইল। গোপাল মেঘাচ্ছন্নবদনে রোরুদ্যমান হইয়া যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ

জাগ্রত থাকিতেন আপন স্ত্রী পুত্র ও কন্যার আকার আপন মস্তিষ্কে দেখিতেন। যাইতে যাইতে নূতন নূতন দৃশ্য দৃষ্ট হওয়াতে চিত্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে আইলেন। কলের জাহাজ হইতে কিছু দেখিবার যো নাই। সাগরে ঢেউয়ের তোড় বড় প্রবল। মান্দ্রাজে যে সকল লোক বসতি করে তাহারা অধিকাংশ অসভ্য। ইংরাজেরা প্রথমে এখানে আসেন, সুতরাং কাযের সুবিধার জন্য এখানকার নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত ইংরাজী কহিতে শিখে। মান্দ্রাজে তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত। তথায় হিন্দুধর্ম্ম পূজ্য ও অনেক উচ্চ উচ্চ পণ্ডিত ও উচ্চ উচ্চ নারী জন্মগ্রহণ করেন।

মান্দ্রাজ হইতে গলে আসিলেন। গল সিলনের প্রধান বন্দর। সিলনের প্রাচীন নাম লঙ্কা, যাহা রামায়ণে বর্ণিত আছে। ঐ উপদ্বীপ রম্য—নানা প্রকার বৃক্ষে সুশোভিত। দারুচিনি ও কাফির চাষ অধিক, নারিকেল বৃক্ষে বড় বড় নারিকেল ফলে। লঙ্কার লোক সকল বৌদ্ধমতা-বলম্বী। লঙ্কাতে গ্রীক, রোম ও অন্যান্য জাতীয় লোকেরা বাণিজ্য করিতে আসিত। সিলন হইতে এডেনে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান পার্ব্বতীয়, শস্যাদি কিছুই নাই। এখানকার লোকেরা বড় সন্তরণপটু, জাহাজ হইতে মুদ্রা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে আরব বালকেরা জলে মগ্ন হইয়া ঐ মুদ্রা আনিয়া দেয়। এডেন রেড্‌সির (লোহিত সাগরের) উপকুলে; রেড্‌সির উপরে ও নিম্নে অনেক পর্ব্বত আছে, এজন্য সতর্কে জাহাজ চালাইতে হয়। রেড্‌সি হইতে সুয়েজে আসিতে হয়; ঐ স্থান হইতে সুয়েজ কেনাল দৃষ্ট হয়। ঐ কেনাল নীলবর্ণীয় সরু খালের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে বন্দর ও সকল স্থান দিয়া জাহাজ গমনাগমন করে। উক্ত স্থান হইতে কেরোতে যাইতে হয়। কেরো ইজিপ্ট দেশের প্রধান নগর। প্রাচীনকালে ইজিপ্ট দেশে বিদ্যা ও ধর্ম্মের অনুশীলন হইয়াছিল ও অনেক গ্রীকজাতীয় বিজ্ঞলোকে তথায় অবস্থিতি করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কেরোতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত, পাশার রাজগৃহ চমৎ-কার। এই স্থানে একজন পাদরির অবিবাহিতা কন্যা, স্ত্রীলোক ও বালকদিগের শিক্ষার্থে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। নারীরা সর্ব্বত্র নিষ্কাম ধর্ম্মের নেতা।

ইজিপ্টদেশীয় উচ্চ উচ্চ পিরামিড দেখিবার জন্য কেরো, হইতে অনেকে গমন করে, পরে আলেকজণ্ডিয়াতে আসিতে হয়। ঐ স্থানের গলি সকল প্রস্তরে আচ্ছাদিত। ঐ স্থানের পর মাল্টা, সেখানে দুধারে ছায়াযুক্ত বৃক্ষপল্লব সকল সুন্দররূপে আচ্ছাদিত, ফলেতে পূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে ঝর্ণা। মাল্টার পর জিবরাল্টর। ঐ স্থানের পর্ব্বত ও দুর্গ দেখিবার যোগ্য। তাহার পর সৌদহেম্পটন, তাহার পর লণ্ডন। সৌদহেম্পটন দিয়া না যাইয়া বৃনডিসি দিয়া কেলিন ও ডোবর উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে যাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর নিকট হইতে প্রথম পত্র।

স্ত্রী বসিয়া ভাবিতেছেন, অনেক দিন হইল পতির কিছুই সংবাদ পান নাই, পুত্রকন্যা সর্ব্বদাই তাঁহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে, তাহা-দিগকে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন। চিন্তা উদিত হইলে চিন্তাশূন্য হওয়া সহজ নহে। ইতিমধ্যে ডাকঘর হইতে একজন পিয়াদা আসিয়া একখানি চিঠি আনিয়া দিল। সেই চিঠি গৃহিণীর নিকট

আনীত হইলে তিনি দেখিলেন স্বামীর হস্তাক্ষর। সে লিপি এই—

প্রিয়তমে শান্তে! আমার জন্য চিন্তিত হইও না, আমি কিয়ৎকাল অস্থির ছিলাম, এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে ভাল আছি, শারীরিক কোন পীড়া নাই। যাহা দেখিবার যোগ্য ও যাহার সহিত আলাপ করিলে উন্নতিসাধন হইতে পারে, তাহাই দেখিতেছি ও সকল লোকের সহিত আলাপ করিতেছি। যতদূর সম্ভাবে হৃদয়কে নির্ম্মল ও শান্ত রাখিতে পারি ততদূর করি, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তোমাকে ও কন্যাপুত্রকে না দেখিবার ক্লেশ উপস্থিত হইলে কাতর হইয়া পড়ি। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী এক শরীর, এক প্রাণ, এক আত্মা জ্ঞান করে, তাঁহার স্বতন্ত্র হইলে আপনাকে অর্দ্ধস্বরূপ জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহারা কি অন্তরে স্বতন্ত্র হইতে পারেন? অনেক দিন তোমার মুখের বাণী শুনি নাই, তুমিও আমার কথা শুন নাই, এজন্য বিস্তার-পূর্ব্বক তোমাকে লিখিতেছি। তোমাকে সর্ব্বদাই অন্তরে দেখিতেছি।

আমি অনেক রম্যস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি তোমাকে বলি। সেণ্ট জেমস পার্ক অতি মনোহর স্থান। প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ, প্রশস্ত মাঠ বৃহৎ সরোবর যাহাতে নানাজাতীয় পক্ষীগণ কেলি করিতেছে। রিজেণ্ট পার্ক বড় নির্জ্জন স্থান এস্থানে হট হৌসে অরকিড ও অন্যান্য নানাবর্ণীয় পুষ্প লতা রক্ষিত হয়। হাইড পার্ক, কিউ গারডেন ও অন্যান্য অনেক স্থান দেখিবার যোগ্য। হট হৌস চারাঘরে যে সকল ফল এখানে ফলে না, সেই সকল ফল কৌশলে ঐ স্থানে জন্মান হয়। বিলাতে আম্র, কলা, লেবু, আনারস, প্রভৃতি জন্মে না, কিন্তু বিশেষ তদ্বিরের দ্বারা হট হৌসে তাহারা জন্মে। হট হৌস গেলাসে নির্ম্মিত। গেলাস দিয়া সূর্য্যের আভা ভিতরে আইসে ও তাহার নিম্নে প্রস্তর ও ও নল গরম জল দ্বারা তপ্ত করিয়া রাখা হয়, তদ্দ্বারা মৃত্তিকা ও বায়ু উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। এখানের পুষ্প সকল বঙ্গ-দেশের ন্যায় নহে। নানাপ্রকার গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্প আছে। ঐ সকল পুষ্প সুন্দর বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশের পুষ্প সকলের চটক্ অধিক।

যে যে রম্য স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সেই স্থানে তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। যাহা দর্শন শ্রবণ মননে লব্ধ হইয়াছে তাহা তোমা বিহীনে অসম্পূর্ণরূপে ভোগ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী জানিবার ইচ্ছুক হইয়া কতিপয় ভদ্র পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া এই জানিলাম যে, ধনী ব্যক্তিরা আপনাদিগের কন্যাদিগকে বাটীতে শিক্ষা দেন। মধ্যবর্ত্তী ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আপন আপন কন্যাদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করেন।

ধনী লোকদিগের কন্যারা ফরাসিস, লেটিন, প্রাণিবৃত্তান্ত, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রভৃতি শিক্ষা করেন। অনেক পরিবারে কন্যারা অবিবাহিত থাকেন ও অন্যান্য বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন, শিল্পকার্য্য ও উদ্যান রক্ষণা-বেক্ষণ ও লেখাপড়ার অনুশীলন করতঃ পুস্তকাদি প্রকাশ করেন। মহারাণীর বংশীয় কন্যারা নানা প্রকার শিল্পকর্ম্ম করেন ও ঐ সকল তসবির আদি দীনদরিদ্র ব্যক্তির উপকারার্থে প্রকাশ্য নিলামে প্রেরণ করেন।

যাঁহারা লেখাপড়া উত্তমরূপে শিক্ষা করেন ও যাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি নাই, তাঁহারা ধনী-লোকের বাটীতে শিক্ষা দেওনজন্য নিযুক্ত হন।

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়া ডাক্তারি করেন। কোন কোন স্ত্রীলোক পুস্তকাদি লিখিয়া অথবা রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোক শিল্পবিদ্যালয়ে নানারূপ শিল্পশিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন। ভদ্র লোকের বাটীতে বালকবালিকাদিগের শিক্ষা দেওনের প্রণালী অতি সুন্দর। চিত্র, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, তারা, নক্ষত্র বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক তাহাদিগের হস্তে অর্পিত হয় ও গৃহমধ্যে এক ঘরে অনেক জানিবার যোগ্য ও তসবির গঠিত থাকে। বালকবালিকারা রাত্রে অগ্নি পোয়াইবার সময় মাতার নিকট আসিয়া যাহা চক্ষু-আকর্ষণীয় তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা করে। মাতা সস্নেহ ও মুখচুম্বনের দ্বারা সকল সৎ উপদেশ তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে থাকেন। এইরূপে মাতা হইতে যে উপকার হয় তাহা পাঠশালার অধ্যাপকের দ্বারা হইতে পারে না। তাঁহারা কেবল নিয়ম ও প্রথা ও প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেন। মাতার শুদ্ধ ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহার গৃহ স্বর্গস্বরূপ। মাতার উপদেশ দ্বারা বালকবালিকার স্বভাব উৎকৃষ্ট হয়, ধর্ম্মে মতি হয়, কিন্তু বিবেকশক্তির মার্জ্জনা তত হয় না। শুনিতে পাই কবেট নামক একজন ইংরাজ ছিলেন। তিনি সন্তানদিগকে লইয়া সর্ব্বদা মাঠে যাইতেন ও স্বভাবের অনন্ত বস্তুর প্রতি তাহাদিগের মনোনিবেশ করাইয়া তাহাদিগের বিবেকশক্তির চালনা অভ্যাস করাইতেন।

এই মত অনুসারে মহামান্য ডাক্তার আর্ণল্ড চলিতেন। তিনি স্বীয় চেষ্টা দ্বারা বালকদিগের জ্ঞান উদ্দীপন করাইতেন, তাহারা আপনা আপনি কিরূপে শক্তিচালনা করিতে পারে তাহাই কেবল বলিয়া দিতেন। এরূপ শিক্ষার তাৎপর্য্য এই যে শিষ্য অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর নির্ভর করিবে। পুস্তকাদি অল্প পড়াইতেন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি মাতৃশিক্ষা হেতু বিখ্যাত হইয়াছেন। সেণ্ট আগস্টিন মাতার উপদেশে পবিত্র হয়েন। কবি কোপর প্রথমে পাপগ্রাসে পতিত হয়েন, পরে মাতার উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এখানে জমির উপরে ও নিম্নে রেলগাড়ি চলে, গমনাগমনের ভারি সুযোগ। বিলাতে নৈসর্গিক এক আশ্চর্য্য বিষয় শুন। এখানে প্রতিবৎসর জুন মাসের ২১শে তারিখের পূর্ব্বাবধি কয়েক দিবস দীর্ঘ হয়। প্রাতে তিনটায় সূর্য্য প্রকাশ হয় ও দিবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, রাত্রি প্রায় দৃষ্ট হয় না, অথচ চন্দ্রমা প্রকাশ হয়। শীত এখানে অতি উগ্র। শীতকালে বিশেষতঃ কুজ্ঝটিকা হইলে আলোক জ্বালাইতে হয়। আমি এই চিঠি দিবসে লিখিতেছি, কিন্তু গ্যাস আলোক সম্মুখে রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয় পরে লিখিব। শীঘ্র উত্তর প্রদানপূর্ব্বক তাপিত হৃদয় শীতল কর। কন্যা পুত্রকে আমার অকৃত্রিম প্রেম দিবে ও তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকারে তোমার অনুকরণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ জ্ঞান-উপার্জ্জিকা সভা।

কৃষ্ণনগরে এই সভা মাসে মাসে সমবেত হইয়া থাকে। অনেক ভদ্র সুশিক্ষিত ব্যক্তি তথায় যাইয়া দেশসম্বন্ধীয় নানা বিষয় আলোচনা করেন। মহামান্য শ্রীযুক্ত রামতনু বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে রসিককৃষ্ণ বাবু গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—পূর্ব্বে এদেশে কেবল ধনী লোকের সন্তানেরা শিক্ষা করিত।

এক্ষণে মধ্যবর্ত্তী ও নিম্ন-শ্রেণীর ছেলেরা শিক্ষা করিতেছে। অবস্থা অনুসারে শিক্ষা। যাহারা অধিক দিন সাংসারিক কারণবশতঃ শিক্ষা করিতে পারে না, তাহারা নানাপ্রকার বিদ্যালাভ করিতে পারে না, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, গরিব দুঃখীর ছেলেরা ক্লেশ সহ্য করিয়া বিখ্যাত হয়। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম উপদেশ ও ধর্ম্ম অনুশীলনে মগ্ন থাকিতেন। তাহা সতী, সাবিত্রী, সীতা, সুভদ্রা, দময়ন্তী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হইতেছে। অস্মদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সম্মানিত হইতেন, প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আপন স্বেচ্ছানুসারে পতিগ্রহণ করিতেন। পরে যৌবন-অধিকার হইলে স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়, তথাচ স্থানে স্থানে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভাব ও উচ্চ জ্ঞানশক্তি প্রকাশ করিয়াছে। পর-উপকারার্থে কত কত স্ত্রীলোক জলাশয় ঘাট, পথ, ভেষজালয়, প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। যদিও এ সব প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু বালকবালিকার শিক্ষা মাতাকর্ত্তৃক ভালরূপে হইতেছে না। সৎ মাতার ক্রোড় হইতে ও তাঁহার আদর ও মুখচুম্বন হইতে শিশুর ধর্ম্মভাব বিকশিত হইতে থাকে। আমাদিগের এক্ষণে লক্ষ্য এই যে, স্ত্রীশিক্ষা এইরূপ হওয়া উচিত,—যাহার দ্বারা বালিকারা গৃহকার্য্য, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যতা ও মাতার কর্ত্তব্যতা জানিয়া, স্বামী ও সন্তানদিগের হিতৈষিণী হয়েন। ধর্ম্মভাবই মূলভাব।

শিবচন্দ্র বাবু উঠিয়া বলিলেন,—আমারও সম্পূর্ণ এই মত। শিক্ষা ধর্ম্মভাব ব্যতীত হইলে জীবন নীরস। আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিত যুবারা যে ধর্ম্মভাববিহীন তাহার কারণ এই যে, এ ভাব গৃহে মাতাকর্ত্তৃক অঙ্কুরিত হয় না।

সভাপতি বলিলেন,—নাস্তিকতার প্রাবল্যের কারণ এই, আস্তিকতা গৃহে বদ্ধমূল হয় না। এটি বিদ্যালয়ে প্রায় লব্ধ হয় না, বিশেষতঃ সেখানে অধ্যাপকেরা নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেবল নির্দ্ধারিত শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী হয়েন।

রসিককৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—আমার আর একটি বক্তব্য যে, বিলাতে অসতী ও অধম লোক প্রভৃতির সংশোধন জন্য নানাপ্রকার সভা আছে ও উত্তম শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় ও অর্থ উপার্জ্জনের নূতন পথ পাইয়া তাহারা ক্রমশঃ পাপমতি ও পাপকার্য্য হইতে মুক্ত হয়। আর যে সকল বালক অতি দরিদ্র, চীরবসনে রাস্তায় বেড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ শিক্ষাস্থান আছে, তাহার নাম র‍্যাগেড স্কুল। এইরূপ শিক্ষা এদেশে হইলে মহৎ উপকার হইবে। জ্ঞান ও পবিত্রতা যত বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদিগের আনুকূল্য করা কর্ত্তব্য।

রামশঙ্কর রায় বলিলেন,—এক্ষণে সর্ব্বদেশ ও প্রদেশে বসতির সংখ্যা অধিক হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থলে রাস্তা ঘাট ও বাটী ভালরূপে পরিষ্কার রাখা হয় না, এজন্য বায়ু দুর্গন্ধে দূষিত, বারি মলাপূর্ণ; এজন্য রোগের বৃদ্ধি। দেখ কলিকাতায় নির্ম্মল জল আনীত হইলে রোগের কত উপশম হইয়াছে। শরীর উত্তমরূপে রক্ষিত না হইলে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না ও বিদ্যা অভ্যাসের ও সৎকার্য্যের ব্যাঘাত হয়।

দীননাথ বাবু বলিলেন,—পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের পতি-মর্য্যাদা-জ্ঞান না হইলে বিবাহ হইত না ও নারীর মত না হইলে পিতামাতা তাহার বিবাহ দিতে পারিতেন না। বোধ হয়, পিতামাতার অমতে সাবিত্রী যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহাকেই উদ্বাহ করেন। স্বয়ম্বরা ও ও গান্ধর্ব্ব বিবাহে কন্যার মতে বিবাহ হইত।

রামায়ণে লেখে যে, যুবক ও যুবতীরা এক উদ্যানে গমন করিতেন ও সেখানে পরস্পর সন্দর্শন ও আলাপের পর চিত্ত ঐক্য হইলে বিবাহ হইত। বিবাহের মন্ত্র এই ছিল যে, প্রেমই আমাদিগের দাতা, প্রেমই গৃহীতা। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পরস্পরের সম্মতিযুক্ত প্রেমই বৈবাহিক বন্ধন ছিল। এক্ষণে বাল্যবিবাহে ঐ উত্তম প্রথা ভঙ্গ হইতেছে। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্ব প্রথা বলীয়ান্ করা।

কৃষ্ণমোহন বাবু বলিলেন,—বৈদিক সময় অবধি এদেশে স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত সমতুল্য ভাবে গণ্য ও দেবীর ন্যায় সম্মানিত হইতেন। ইংরাজদিগের শিভেলরি ভাবের পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীলোকেরা মহামান্য হয়েন। শিভেলরি প্রথা অনুসারে নারী-রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত। সেইরূপ উচ্চভাব প্রাচীন ভারতে হইয়াছিল। কিঙ্করীরা "ভদ্রে" বলিয়া সম্ভাষিত হইত। স্ত্রী, পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে অশ্রেষ্ঠ নহে; অতএব পুরুষের যেরূপ শিক্ষা হয় সেইরূপ স্ত্রীলোকের শিক্ষা হওয়া উচিত। কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি বিদ্যাবিষয়ক, কি ব্যবসাবিষয়ক, কি রাজকার্য্যবিষয়ক কোন বিষয়ে স্ত্রীলোকের ন্যূন শিক্ষা হওয়া অকর্ত্তব্য। যাহার যাহা অভি-রুচি সেই তাহা শিক্ষা করুক। দায়াদিতেও সম অধিকার হওয়া উচিত। রাজ্যসম্বন্ধীয় বিষয়ে পুরুষ যেরূপ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ ক্ষমতা হওয়া উচিত। স্ত্রীপুরুষের সমান ক্ষমতা হইবার জন্য বিলাতে বড় আন্দোলন হইতেছে। অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন, এরূপ হইলে স্ত্রীলোকের কার্য্য কে করিবে? কে গৃহকার্য্য দেখিবে ও কে সন্তান সন্ততিকে লালনপালন করিবে ও শিক্ষা দিবে? কেহ কেহ বলেন এ অভাব আপনি আপনি মোচিত হইবে। স্ত্রীপুরুষকে সর্ব্ব-প্রকারে সমতুল্য করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা সভাস্থ হইয়া উক্ত অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিলেন তাঁহারা উচ্চরূপে শিক্ষিত ও দেশ-অনুরাগী।

রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বলিলেন,—মহাশয়-দিগের মত জনকয়েক দেশে জন্মিলে বঙ্গভূমি উচ্ছন্ন হইবে। স্ত্রীলোক গৃহত্যাগ, স্বামী-ত্যাগ ও সন্তানাদি ত্যাগ করিয়া পুরুষের ন্যায় কোঁচা দুলাইয়া বাহিরে বক্তৃতা অথবা ব্যবসা করিতে গেলে হাঁড়ি ঢন্ ঢন্ করিবে ও এক মুঠা ভাত পাওয়া দুর্ল্লভ হইবে।

এই কথা শুনিয়া অনেকে হাসিয়া উঠিল ও ও সভা ভঙ্গ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শান্তিদায়িনীর পত্র।

যেস্থানে সকলে কৌন্সলি হইতে যায়, তাহার নাম "ইন্স অফ কোর্টস।" উক্ত "ইনস অফ কোর্টস্" চারি খণ্ডে বিভক্ত ও ঐ স্থানে সকলে ভোজন করে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কৌন্সলির কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। ঐ স্থানটী আইন শিখিবার চারাঘর।

গোপাল সাতিশয় পরিশ্রম করতঃ আইনজ্ঞ হইতেছেন। নির্জ্জন হইলে আপন পত্নীকে স্মরণ করেন। একদিবস ভোজনান্তে একখান চৌকিতে বসিয়া আছেন এমত সময়ে এক লিপি প্রাপ্ত হইলেন, হস্তাক্ষর দেখিবামাত্র আস্তেব্যস্তে খুলিলেন, সে চিঠি এই—

প্রিয়তম পতে! আপনার গমনাবধি নির্জ্জনে ভাবিয়া এই স্থির করিলাম যে, অস্থির

অবস্থা অপেক্ষা শান্ত অবস্থা শ্রেয়ঃ। এজন্য নিয়মিতরূপে ঈশ্বরধ্যান ও পুত্রকন্যার উন্নতি-সাধনজন্য উত্তমরূপে চেষ্টা করা আমার বিশেষ কর্ত্তব্য। আপনি যখন নিকটে ছিলেন তখন এ কার্য্য আপনার দ্বারা উত্তমরূপে সাধিত হইত। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, পুরুষ জ্ঞানদাতা, কিন্তু স্ত্রীলোক সদ্ভাব প্রদান করিতে পারে ও বালকবালিকার হৃদয়ে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইলে জ্ঞান আদর পূর্ব্বক অন্বেষিত ও গৃহীত হয়। আমার কি শক্তি যে, আমি বাল্যহৃদয়ে শুদ্ধ ভাব প্রেরণ করি? আমি কেবল এই যত্ন করিতেছি যে, শিশুদিগের কোমল হৃদয়ে কুমতি না জন্মে। যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা জগদীশ্বরের কৃপায় হইবে।

আপনকার লিপি পাইয়া পরম আহ্লাদিতা হইলাম। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠে আনন্দিতা হইলাম। দেখিতেছি বিলাতে স্ত্রীলোকেরা নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে ও বাদ্য,গান শিখে, ইহাতে চিত্ত স্থির থাকে। এখানে শিল্পকার্য্যের তত:বাহুল্যরূপে শিক্ষা হয় না ও যদিও সংগীত এদেশে পূর্ব্বকালে চলিত ছিল, এক্ষণে কতিপয় পরিবারে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদিগের কন্যা, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক কয়েকটী গান শিখিয়াছে। যখন শ্রান্ত বোধ হয় তখন তাহার গান শুনিয়া আমি আরাম পাই। আপনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, বাহ্যপবিত্রতা ও আন্তরিক পবিত্রতা সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, এ কথাটী আমার মনে বড় ভাল লাগিয়াছে। যেমন নির্ম্মল বায়ু, নির্ম্মল বারি, পরিষ্কার পরিধেয়, উৎকৃষ্ট এবং বলদায়িনী মিতাহার শরীর রক্ষণার্থে প্রয়োজনীয় সেইরূপ পবিত্র চিন্তা, পবিত্র কার্য্য ও পবিত্র অনুশীলন ধর্ম্ম উন্নতির জন্য আবশ্যক।

এই লিপি পাঠান্তর গোপাল অশ্রুজলে ভাসিত হইয়া স্ত্রীর গুণ সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন ও তাহার লিপি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া বুকের উপর রাখিলেন।

নবম পরি

গোপালের এক কৃষকের গৃহে গমন।

বৈকাল মনোহর; ঐ সময়ে বাহ্যসৃষ্টির স্থৈর্য্যের প্রারম্ভ। কার্য্যের কোলাহল হ্রাস হইতে থাকে। অপূর্ব্ব স্থৈর্য্য সৃষ্টিব্যাপক হইতেছে। মেষপালক, মহিষপালক ও গোপালক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যবিক্রয়কারী মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে। এই স্থান লণ্ডন নগরের অন্তঃপাতি পল্লিগ্রামের ন্যায়! গোপাল নিকটবর্ত্তী বৃহৎ বৃহৎ ছায়াবিশিষ্ট বন, উপবন দর্শন করতঃ এক কৃষকের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কৃষকের কুটীর কতকগুলিন বিশাল বৃক্ষের মধ্যে, তথায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে সন্তানদিগকে আদর করিতেছেন। দৌড়াদৌড়ি, বৃক্ষোপরি উঠন, তথা হইতে ঝাঁপ খাইয়া পড়ন, একজনের স্কন্ধে অন্য জন উঠন, পুষ্করিণীতে সন্তরণ, প্রভৃতি নানা ক্রীড়া হইতেছে। গোপাল নিকটে যাইলে সম্মানপূর্ব্বক আহুত হইলেন। কৃষক ও তাঁহার স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সন্তানদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেন? আমরা আপন সন্তানদিগকে সাহসের শিক্ষা দিয়া থাকি। বাল্যকালাবধি উত্তম স্বাস্থ্য, উত্তম ও বলীয়ান্ আহারের দ্বারা তাহাদিগের শারীরিক বৃত্তি যাহাতে বলীয়ান্ হয়, তাহা আমরা করিয়া থাকি। এরূপ ক্রীড়া ও কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করাই, যাহাতে তাহারা সর্ব্বদা অভয় অবস্থায় থাকে। বিপদ উপস্থিত হইলে

ভীত হয় না। সাহসহীন হইলে বিপদ্ বিপদ্ বোধ হয়। আমরা পুত্রদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিই ও শীকারে প্রেরণ করি। যে বালক ভয় প্রকাশ করে, সে অন্য বালকের নিকট জাতচ্যুত হয়। গোপাল বলিলেন—আপনাদিগের এ প্রণালী উত্তম। পূর্ব্বকালে আমাদিগের এই প্রথা ছিল। ক্ষত্রিয়জাতি বীর্য্যবলে বিখ্যাত ছিল, ক্ষত্রিয়নারীরাও বীরভাব প্রকাশ করিতেন ও যাহারা ভীত হইত, তাহাদিগকে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন।

কৃষক বলিলেন, এরূপ শিক্ষা না হইলে এক এক ঢেউ দেখিলে না ডুবিবার সম্ভাবনা। আমরা যেরূপ শিক্ষা দিই, তাহাতে বালক বালিকা আপন বল ও বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক সকল দায় হইতে মুক্ত হয়—আমরা ভয়কে ভয় করি না—নৈরাশে নিরাশ হই না ও কিছুতে ভগ্নাশ ও ভগ্নোদ্যম হই না।

কৃষকের কন্যা মাখন করিতেছিলেন, কার্য্য শেষ করিয়া সুশোভিত হইয়া খোঁপাতে পুষ্প দিয়া প্রসন্নবদনে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পিতা-মাতাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। কৃষককে গোপাল বলিলেন,—ভাই, ধন বড় আকাঙ্ক্ষা করি না, পুত্রকন্যা সৎ পথে থাকে, এই ঈশ্বরের নিকট নিত্য প্রার্থনা করি।

দশম পরিচ্ছেদ।

গোপালের লিপি।

শান্তিদায়িনী আহারান্তে নবকুমারকে বক্ষে রাখিয়া আদর করিতেছেন ও তাহার মুখ দেখিয়া পতিকে ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে ডাক-যোগে এই লিপি আইল—

প্রিয়তমে! তোমার লিপি আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছে। তোমার স্বভাব স্মরণ করিলে আমি শান্ত হই। তোমাকে ও সন্তানাদি দেখিবার জন্য চিত্ত কখন কখন অস্থির হয়। ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ শান্ত হইয়া থাকি।

পূর্ব্বে আপন পরিচয় সংক্ষেপে দিয়াছি, এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। যিনি এখানে কৌন্সলি হইতে আইসেন তাঁহাকে প্রথমে কাহারও বাটীতে অথবা কোন হোটেলে থাকিতে হয়, পরে তাঁহাকে চারিটী ইন্স অফ কোর্টের একটি না একটির সভ্য হইতে হয়। ঐ চারিটী কোর্টের নাম, ইনর টেম্পেল, মিডিল টেম্পেল, লিনকনস ইন ও গ্রেস ইন। ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বাটী আছে। কৌন্সলি নিযুক্ত হইতে গেলে প্রায় ৪০ পৌণ্ড সেলামি দিতে হয় ও এক শত পৌণ্ড গচ্ছিত রাখিতে হয়। আমার অর্থের অভাব ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ কোন বন্ধুর কৃপাতে কিছুমাত্র বিঘ্ন হয় নাই। আদালতের ব্যয়ের জন্য ৫০ পৌণ্ডের দুই জন জামিন দিতে হয়। আর দুই জন কৌন্সিলের নিকট হইতে চরিত্র বিষয়ে এক সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়। তাহার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; আমি পরিশ্রম করিতেছি, অনেক সাহায্য পাইতেছি, বোধ করি কৃতকার্য্য হইতে পারিব

দিবারাত্রি কেবল আইন পড়া, আইন আলাপ করা যায় না। আমার চিত্তের ভাব তুমি অবগত আছ। সার জ্ঞানবিষয়ক ধর্ম্ম ও নীতি সর্ব্বদাই আলাপ করিয়া থাকি।

এদেশে জ্ঞানবলের চিহ্ন অনেক দেখি-তেছি।—টেম্‌স নদীর নীচে এক টনেল আছে, সেখানে শকট রেলের গাড়ি ও লোক সকল গমনাগমন করে; উপরে জল, তথায় জাহাজ চলিতেছে। সকল গৃহ নদীর সহিত নলের দ্বারা সংযুক্ত, এজন্য বাটীর ময়লা নদীতে পতিত

হয় ও সকল বাটী গ্যাসদ্বারা আলোকিত। গৃহস্থেরা স্বয়ং বাজার করে; অনেকের গৃহ কার্য্য কিঙ্করীর দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। অনেকের গৃহে দাসী ও চাকর আছে। আমাদিগের দেশের ন্যায় পল্লিগ্রাম হইতে তরকারি মৎস্য ও অন্যান্য দ্রব্য প্রাতে লণ্ডন নগরে আনীত হয়। লিবরপুল, মেঞ্চেষ্টার ও ইংলণ্ডের সকল খণ্ড বাণিজ্যের গোলযোগে পূর্ণ। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানা দ্রব্য আসিতেছে ও বিলাত হইতে নানা দ্রব্য রপ্তানি হইতেছে। নদীতে জাহাজ ও ষ্টিমার অসংখ্য, নানা রকমের তুলার বস্ত্রাদি ও নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। অসংখ্য লোক শ্রম করিতেছে, অনেকে অভাব জন্য দেশান্তরে গমন করিতেছে; তথাচ অনেকেই দরিদ্রতার গ্রাসে পতিত। অনুমান করি এরূপ না হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম অভ্যাস হইত না। দেখিবার অনেক যোগ্য স্থান আছে। ক্রষ্টেল পালেস গ্লাসে নির্ম্মিত; সেখানে পৃথিবীর নানা প্রকার আশ্চর্য্য ও উন্নতিপ্রকাশক দ্রব্য সংগৃহীত দেখিতে বড় সুন্দর। পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদি সুশোভিত উদ্যান (জুয়লজিকেল গারডেন), ব্রিটিশ মিউজিয়ম পুস্তকালয়, ও পারলিয়মেণ্ট হৌস দেখিবার যোগ্যস্থান বটে। পারলিয়মেণ্ট, হৌস অফ কমন্স ও হাউস অফ লর্ডে বিভক্ত। তাঁহারা আইনাদি করেন। তাঁহাদিগের কার্য্য রাত্রে হয়। নানা বিদ্যা অনুশীলনার্থে নানাপ্রকার সভা ও তাঁহারা যাহা সংগ্রহ করেন তাহা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়।

দরিদ্র ও অনাশ্রয়ীদিগের ক্লেশ নিবারণার্থে এদেশে কি কি উপায় আছে, তাহা লিখিতেছি। এখানে নানাপ্রকার দুঃখ ও ক্লেশ নিবারণজন্য নানাপ্রকার উপায় আছে। যে সকল ব্যক্তি দরিদ্র ও রোগী, তাহাদিগের জন্য হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয় আছে। এই সকল হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের জন্য দাই শিক্ষিত হয়। ইহারা রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে বিলক্ষণ জানে। মহামতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ১৮৫৪ সালে ইংরাজ ফৌজদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য ক্রাইমিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ নারীর সঙ্গে কতকগুলি শিক্ষিত দাই ছিল, এজন্য এমনি সুন্দররূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হইয়াছিল যে রোগী রোগের যন্ত্রণা জানিতে পারে নাই।

দুঃখী লোকদিগের গৃহাদি নির্ম্মাণ ও মেরামত করিবার জন্য নানা সভা স্থাপিত হইয়াছে ও অনেকেও দান করিয়াছে। সহায়বিহীনা ও অসতী যুবতী স্ত্রীলোকদিগের আশ্রয় ও সংশোধনের নিমিত্ত অনেক আশ্রমস্থান আছে।

অনেক দুঃখী বালক ও বালিকাদিগের জীবিকানির্ব্বাহার্থে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক উপায় আছে। এ সকল দেখিলে চিত্ত ঈশ্বরের কৃপাধ্যানে মুগ্ধ হয়। পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক পাপ করিলে চিরকাল ত্যক্ত হইতে পারে না। তাহাদিগের সংশোধন করিয়া ধর্ম্মপথে আনা উচিত।

মেরি কার্পেণ্টর অসাধারণ নারী ছিলেন। প্রতি গলিতে বাটীহীন ও আশ্রয়হীন অনেক বালকবালিকা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ও নানা পাপে প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ে পড়িয়া দুঃখী দরিদ্র বালক ও বালিকা জ্ঞান ও ধর্ম্ম-সাধন করিয়াছে ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

যাহারা অন্ধ বোবা ও কাণা তাহাদিগের

শিক্ষার্থে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন বিলাতে ৫০০০০০ টাকা চাঁদা উঠে।

পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা মনুষ্যের উপকারার্থে স্থাপিত, পশু-পীড়ন নিবারণ জন্যও সভা আছে; তাহাতে মহারাণী আনুকূল্য করেন এবং অনেক ভদ্রলোক ও রমণী এই কার্য্যের পোষকতা করিয়া থাকেন।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোককর্ত্তৃক অনেক সৎকর্ম্ম হইয়া থাকে ও অনেক স্থলে অর্থ ও কায়িক পরিশ্রমে পরোপকার সমাধিত হয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ইউরোপীয় নারীরা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন। কয়েদী লোকদিগের শিক্ষা দ্বারা অবস্থা ভাল করা, অসতী স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাওয়া, রোগীদিগকে চিকিৎসালয়ে যাইয়া সেবা করা, অনাশ্রয়ী বালকবালিকাদিগকে আশ্রয় দেওয়া এই সকল কার্য্য অতিশয় প্রশংসনীয়। একজন ধর্ম্মপরায়ণা নারী অদ্য রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ অঙ্গনার ধর্ম্মভাব বড় উচ্চ, বাটীতে কয়েকটী দরিদ্রলোকের কন্যাকে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বোধ হয় আহারের সময় তোমার পরিচয় দিতে হইবে, সেই সময় বড় কঠিন সময় হইবে। তোমার শুদ্ধভাব মনেতে ভাবিয়া বিহ্বল হই, ও সেই সময়ে জগদীশ্বরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে অশ্রুপাত করি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক ভ্রমণকারী কোন দেশে গেলে নানা স্থান ভ্রমণ করে, নানাপ্রকার অনুসন্ধান করে, ও নানাবিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করে। গোপালের সে অভিপ্রায় ছিল না, যে কার্য্য জন্য গমন করিয়াছিলেন তাহাতে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবেন, এই জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেন। অবকাশ পাইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম-সাধনের উত্তম উত্তম প্রণালী বিচার করিতেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বালিকারা উত্তমরূপে কি প্রণালীতে শিক্ষিত হইতে পারে। অনেক অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে মাতা প্রকৃত শিক্ষাদাতা। অতএব সুমাতা না হইলে সুসন্তান হয় না। এইরূপ পূর্ব্বে তাহার সংস্কার ছিল এক্ষণে তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। জাহাজে ও ষ্টিমারে তিন চারি দিন আহার করিতে হয়। গোপাল মিতাহারী। মেজের নিকট আসিয়া বসিয়া সাহেব ও বিবিদিগের সহিত নানা আলাপ করিতেন। এক দিবস একজন ভদ্র ও শান্ত বিবি নির্জ্জনে বসিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? গোপাল বলিলেন—হাঁ; ও এই প্রশ্নেতেই আপন ভার্য্যার প্রতিমূর্ত্তি যেন তাঁহার নয়নগোচর হইল। গোপাল আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাকে ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? গোপাল সরলভাবে আপন ভাব প্রকাশ করিলেন। বিবি বলিলেন—এইরূপ সকল স্বামীর চিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; যা হউক, আমি আপনার বনিতার সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছুক হই।

দেখিতে দেখিতে ষ্টিমার ভাগীরথীতে আইল। বিলাতীয় দৃশ্য গিয়া কলিকাতার বাল্যস্মরণীয় নানা স্থানে নানা চিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। ষ্টিমার লাগান হইলে

আরোহীরা নামিয়া আসিল। সকলের বন্ধু আগবাড়ান লইতে আসিল। উক্ত বিবি গমনকালীন গোপালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। গোপালের কয়েকজন বন্ধু আসিয়াছিলেন; তাঁহারা হস্ত স্পর্শ ও কোলাকুলি করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। কেহ কেহ আহ্বান করিলেন—অদ্য আমাদিগের বাটীতে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করুন। গোপাল বলিলেন—বাটী যাইবার জন্য চিত্ত অস্থির; এক্ষণে ক্ষমা করুন। আমি ত্বরায় আসিয়া আপনাদিগের সহিত এক দিন যাপন করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী ও স্ত্রীর সাক্ষাৎ।

গোপালের বাটীর সম্মুখে মাঠ—মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। বৈশাখ মাস, প্রখর রবি, বায়ুর সঞ্চালন নাই। গো সকল কর্ষণে ক্লান্ত—কৃষকের আঘাতে অভিভূত হইয়া ভূমে পতিত হইয়াছে। একটি গোরু অতিশয় শ্রান্ত হইয়া হাম্বা হাম্বা রব করতঃ ভূমিসাৎ হইল। এই কাতরতা শুনিয়া শান্তিদায়িনী পুত্র ও কন্যাসহিত নিকটে আসিয়া গোরুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; গোরুকে সজীব দেখিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বার প্রবেশ না করিতে করিতে স্বামীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণানন্তর পুত্র, কন্যা ও নব কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদিগের মুখ অবলোকন করত আহ্লাদ-অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলের মুখচুম্বন করিয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে অনেক সদালাপ হইল। গোধূলিসময়ে স্ত্রী বলিলেন—অনেক দিবস হইল, আপনাকে রন্ধন করিয়া আহার করাই নাই। অদ্য এই কার্য্যে আপন হস্ত পবিত্র করিব।

পল্লির কতকগুলিন স্ত্রীলোক আস্তে ব্যস্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—গোপাল বাবু, তুমি কি সাহেব হইয়াছ? দেখতে পাচ্ছি আবার আসনে বসিয়া আহার কর্‌ছ। সে কেমন কথা? এই শুন্‌লাম সাহেব হয়েছ আবার বাঙ্গালি হলে?

গোপাল বলিলেন—আপন শিক্ষার্থে ও জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ জানিবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলাম। আহার ও ব্যবহার অল্প কথা।

অঙ্গনারা "তবে ভাল," বলিয়া খিল খিল করিয়া হাস্য করিলেন। গোপাল বলিলেন—আপনাদিগের জন্য ছুচের কাযের খেলা সম্মানচিহ্নস্বরূপ আনিয়াছি; অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। বিলাতে বিবিদিগের শিক্ষা ও কার্য্য কিরূপ, তাহা আপনাদিগকে বলিব। অঙ্গনারা বলিল—আমরা শুনিতে বড় ইচ্ছা করি। ঘরকন্নার কায কর্ত্তে কর্ত্তে দিন যায়, অবসর পাই নাই; যা হউক, কাল সকলে আসিব। একজন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা বলিলেন—আমার কপাল পোড়া; আমি আসিতে পারিব না; আমার "নাতি খাতি" দিন যায়। অন্যান্য অঙ্গনারা হাসিতে সে স্থান ছেয়ে দিয়া বলিলেন—ওমা! নাতি খাতি দিন যায়, কি অভাগার দশা! শান্তিদায়িনী বলিলেন—শিবদুর্গা দিদির অভিপ্রায় যে, স্নান ও আহার করিতে দিন যায়। ভাষা যোজনানন্তর সকল স্থানে সমান নয়। যদিচ এক বর্ণমালা হইতে সকল প্রকার শব্দ, কিন্তু শব্দের বিভিন্নতা আছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইউরোপীয় উচ্চ নারীদিগের বিবরণ।

পরদিন বৈকালে ভদ্র ভদ্র ঘরের কামিনীগণের সমাগম হইল। কেহ কেহ এলোকেশী, কেহ কেহ নানা প্রকার গঠনে কেশ বন্ধন করিয়াছেন। কাহার কাহারও সম্মুখে একবর্গা সিঁতে কাটা, কাহার কাহারও কেশ জুলফিতে সজ্জিত। তাহাদিগের নানাবর্ণীয় বস্ত্র পরিধান। সকলের নাসিকারঞ্জক টিপ। ওষ্ঠ তাম্বুলে যেন বিম্বফল দৃষ্ট হইতেছে। শান্তিদায়িনী সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন ও তালবৃন্তদ্বারা স্বয়ং বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন। গোপাল সকলকে সম্মানপুরঃসর উচ্চ অঙ্গনাদিগের আখ্যায়িকা বর্ণিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদিগের দেশে ব্রহ্মবাদিনীরা সর্ব্বদাই অপার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন ও ঈশ্বর ও আত্মা তাঁহারা সর্ব্বদা ধ্যান করিতেন। তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। যাঁহারা পতি গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ে অনেকে উচ্চ ছিলেন। যথা—দেবহূতি, শান্তা, কেশিনী, সতী, অনসূয়া, কৌশল্যা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, অহল্যা বাই, সংযুক্তা প্রভৃতি। পাতিব্রত ধর্ম্ম এদেশে স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পতির দ্বারা তাড়িত হইলেও পতিত্যাগ করে না। এক্ষণে এদেশে মহিলাগণ কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ আদর করেন ও ব্রত নিয়ম, মিতাহার ও উপবাসদ্বারা মনসংযম করেন। তাঁহারা পরহিতে রত। যাহাদিগের অর্থ আছে, তাহারা তড়াগ, বাপি, পুষ্করিণী, অতিথিশালা, পঞ্চবটী, রাস্তা, পশুপক্ষীর আরাম জন্য অর্থ ব্যয় করেন। এ প্রসংশনীয় বটে, কিন্তু বিলাতে স্ত্রীলোকদিগের পরহিতৈষিণী ভাব উচ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

(১) বিবি ফ্রাই নামে একজন মহিলা ছিলেন। পরোপকার-পিপাসা তাঁহার বাল্যকালেই প্রকাশ হয়। দরিদ্র লোকদিগের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে পিতার ভবনে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার করিতে লাগিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর গৃহে গৃহিণী হইয়া নিকটস্থ লোকের বাটী যাইয়া তাহাদিগের দুঃখ বিমোচন করিতেন। তাঁহার সর্ব্বদা বাসনা হইত যে, পরোপকার কিরূপে অবিকরূপে করিতে পারিব। নিউগেট জেলে যাইয়া দেখিলেন, প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোক নানা অপরাধ জন্য কয়েদ আছে। পর দুঃখ মোচন হয় ও পর অধোগতি কিরূপে সংশোধিত হয়, তাহা সকলে ভাবে না, কিন্তু যাহারা ভাবে, তাহারা উপায় শীঘ্র স্থির করে। তিনি ঐ জেলে যাইয়া বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার গদ্‌গদ্‌চিত্তের উপদেশ এমনি সংলগ্ন হইত যে, কয়েদীরা শুনিয়া অশ্রুপাত করিত। অনন্তর তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কয়েদীদিগের মধ্যে কুড়িটি বালিকা লইয়া তিনি শিক্ষা দিতে চাহেন। জেল-অধ্যক্ষ বলিল—ইহাতে কিছু ফল হইবে না ও শিখাইবার স্থান নাই। বিবি ফ্রাই ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একটী অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন ও তাঁহার উপদেশে অনেকের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল। অনেকে আলস্য ও অলীক বাক্যব্যয় ত্যাগ করতঃ বুনানি ও সিলাই শিখিতে লাগিল। এইরূপ শিক্ষা পূর্ব্বে ছিল না। ইউরোপদেশীয় জেলে কয়েদীদিগের সংশোধনার্থে এইরূপ শিক্ষা হইতে লাগিল। কয়েদীদের এইরূপ শিক্ষাতে

জীবিকানির্ব্বাহের সক্ষমতা লাভ করিয়া তাহারা নির্দ্দোষ পথ অবলম্বন করে। উক্ত বিবির সাহায্যে নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয় জন্য এক সভা স্থাপিত হয়।

(২) হেনামোর নামে একজন বিবি ছিলেন। তিনি দোকানী, চাষী ও অন্যান্যলোকদিগের উন্নতির জন্য পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন। দরিদ্র লোক সকলের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে তিনি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অকাতরে সৎকার্য্যে ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন পল্লিস্থ লোক সকল স্বীয় স্বীয় নয়নবারি দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৩) বিবি রো এই শ্রেণীস্থ অঙ্গনা ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জন্য তিনি সর্ব্বদা কাতর হইতেন; পুস্তকাদি লিখিয়া যাহা পাইতেন, তাহা তাহাদিগের দুঃখ বিমোচনার্থে দিতেন। এক সময়ে হাতে টাকা না থাকাতে একখানি রূপার বাসন বিক্রয় করিয়া পরদুঃখ বিমোচন করিয়াছিলেন। বাটীর বাহিরে গমনকালীন সঙ্গে অর্থ ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক থাকিত; যে যেমন পাত্র তাহাকে তাহা দিতেন। তিনি আপন ক্লেশ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু পরদুঃখেতে রোদন করিতেন। অনেক অনেক দুঃখী বালক ও বালিকাকে আপনি শিক্ষা দিতেন ও লোকে বিপদ্ ও রোগে পতিত হইলে নিকটে যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকের চক্ষু দিয়া অশ্রু বিনির্গত হইয়াছিল।

(৪) সারা মরিটিননাম্নী একটী পিতৃ ও মাতৃহীন বালিকা ছিলেন। তিনি একটী কুটীরে বাস করিতেন ও পোসাক প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। প্রতি রবিবারে কতকগুলিন দরিদ্র বালক বালিকাকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষালয় হইতে বাটী আসিবার কালীন জেল দৃষ্টিগোচর হইত।—পরোপকারকরণ পিপাসা কাহার কাহারও নিধন হয় না; বরং বর্দ্ধনশীল হয়।—তাঁহার নিতান্ত বাসনা হইল যে, কয়েদীদিগের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের অবস্থা উন্নতি করিবেন। এইজন্য সপ্তাহে দুই দিবস আপন ক্ষতি স্বীকার করিয়া জেলে উপদেশ দিতে যাইতেন। যে সকল ব্যক্তি আলস্যে পূর্ণ ছিল, তাহারা তাঁহার উপদেশে পরিশ্রমী হইল। তিনি সুন্দররূপে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন ও তস্‌বির লেখা শিখাইয়া তাহাদিগের মন আকর্ষণ করিতেন। যাহারা পাপে পতিত, তাহাদিগের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন ও যাহাতে তাহাদিগের আত্মোন্নতি হয়, এমত একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিতেন। যাহারা মালিন্যে ও ঘায়ে পূর্ণ, তাহাদিগকে পরিষ্কার রাখিতেন; ঘৃণা করিতেন না।

যদিও সারা মরিটিনের অর্থ ছিল না, কিন্তু মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের ত্রুটি হয় নাই। দুঃখী বালিকারা কুপথগামিনী না হয়, এজন্য তাহাদিগের শিক্ষার্থে রাত্রে এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। এই উচ্চ নারী গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে প্রপীড়িত হয়েন। তিনি সমস্ত জীবন ঈশ্বরের প্রেমে যাপন করিয়াছিলেন।

(৫) ইংবির রাণী এলিজিবেথ রোগী ও দরিদ্র লোকদিগের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন, এবং অনাথাদিগের পালনার্থ হাসপিটেল ব্যয় নির্ব্বাহ ও দুর্ভিক্ষ স্থানে আনুকূল্য করিতেন; রোগীর শয্যার নিকট ও দুঃখী লোকের কুটীরে যাইয়া স্বহস্তে আশ্রয় প্রদান করিতেন।

(৬) চৌত্রিশ বৎসর বয়সে লিগ্রেস নামক বিবির স্বামীর কাল হয়। যখন ভর্ত্তা জীবিত ছিলেন, তখন পীড়িত ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের

নিকট যাইয়া সাহায্য প্রদান করিতেন, মুমূর্ষু লোকদিগের সেবা করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যাহারা কোন রকম ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের দুঃখ নিবারণ জন্য সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যে যে নারীরা যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহাদিগকে একত্র করিয়া দলবদ্ধ হইলেন। প্রথম কার্য্য যে, রোগীর যে পীড়া হউক, তাহাদিগকে বস্ত্র, ঔষধি ও অর্থ দিতে হইবে। দ্বিতীয়, বালিকাদিগের উত্তম শিক্ষা দেওয়া। ঐ বিবি সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন, সামান্য আহার করিতেন; কারণ আপনি শান্ত না হইলে অন্যকে শান্ত করা যায় না। গৃহেতে যে দাস থাকিত, তাহাদিগের কন্যাদের লইয়া স্বীয় গৃহে শিক্ষা দিতেন।

(৭) ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল নামে একজন দরিদ্র মানুষের কন্যা অদ্যাপি আছেন। পিতামাতাকর্তৃক উত্তম শিক্ষিতা হইয়া তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন; তাঁহার সহিত যাহার আলাপ হয়, তিনি আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার দয়ালু স্বভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারিতে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি থাকিত, আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। অনেকেই তাঁহাকে উপদেশক ও বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। অনন্তর রাইন নদীতীরস্থ এক ধর্ম্মশালায় কতিপয় ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া রোগীদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধারণ করেন। তাহার পর বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখিনী পীড়িতা নারীগণের আশ্রয় জন্য এক ধর্ম্মশালা ছিল তাহার উন্নতি করেন।

এই সময়ে ইউরোপে রুশিয়াদিগের সহিত ইংরেজ ও ফরাসিদের একঘোরতর যুদ্ধ ক্রাইমিয়া নামক স্থানে আরম্ভ হয়। ঐ সংগ্রাম ব্যাপককাল হইয়াছিল। বিলাত ও ফ্রান্স হইতে অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল কতিপয় ভদ্র ঘরের কন্যার সহিত ক্রাইমিয়ায় আসিয়া সৈন্যদিগের ঔষধ, পথ্যাদি প্রদান ও ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনাকরণে দিবারাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন। এদিকে যুদ্ধ হইতেছে—গোলার শব্দ—কামানের ধূম—অশ্বের নাদ—সৈন্যের কোলাহল; ওদিকে ঐ দয়াময়ী কন্যা অকুতোভয়ে স্নেহ পূর্ব্বক রোগীদিগের রোগের যন্ত্রণানিবারণে নিযুক্ত আছেন। এরূপ কষ্টে তাঁহার জ্বর হয়; তথাপি পরোপকারে বিরত হয়েন নাই। যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আইসেন, তৎকালীন যাবতীয় লোক অসীম সম্মানপূর্ব্বক ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশার্থ এক বহুমূল্য অলঙ্কার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল আপন কর্তৃক কৃত কর্ম্ম অধিক বোধ না করিয়া সঙ্গীদিগেরই অনেক গুণ বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্ম্মিক লোকেরা ঈশ্বর উদ্দেশেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে; লোকসমাজে যশের জন্য করে না; বরং আপন পুণ্যকর্ম্মের গৌরবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।—রামারঞ্জিকা।

(৮) মেরি কারপেণ্টর ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের ন্যায় বিবাহ করেন নাই; কেবল পরোপকারে জীবন কাটাইয়াছেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে দুঃখী লোকের গৃহ দেখিবার জন্য এক সভা স্থাপিত হয়; ও এই বিবি কারপেণ্টর একজন বিশেষ কর্ম্মকারিণী ছিলেন। এমন এমন স্থান ছিল, যেখানে কেবল অন্ধকার, ময়লাতে পূর্ণ ও যাহারা থাকিত, তাহারা দরিদ্রতার ক্লেশ সহ্য করিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত অস্থির হইত। রাস্তায় অনেক দরিদ্র বালক বেড়াইত ও কুকর্ম্মে

রত হইত। তাহাদিগের জন্য তাঁহার আনুকূল্যে এক র‍্যাগেড স্কুল স্থাপিত হয়। যাহার নিষ্কাম কার্য্যকরণের বাসনা, সেই বাসনা নানারূপে প্রকাশ হয়। অল্প বয়সে পিতামাতার অযত্নে বালক ও বালিকা দোষ করিয়া কারারুদ্ধ হয়; এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তিনি এক পুস্তক লেখেন। ইহাতে জেলে শিক্ষা-বিষয়ে লোকের অধিক মনোযোগ হয়। বালক ও বালিকাদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিয়া সংশোধন করিতে হইবে, তাহা বিবেচিত হইতে লাগিল। তিনি এদেশে আসিয়া স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিখিতে ও শিখাইতে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। বিলাতে যাইয়া দেখিলেন যে, কয়েদী স্ত্রী-লোকেরা স্ত্রীলোক রক্ষকদ্বারা রক্ষিত হইতেছে, এবং তাহারা প্রতিদিন শিক্ষা পাইতেছে।

(৯) মারকিনদেশে মরসর নামে একজন গবর্ণর ছিলেন। কিছুকাল পরে সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চাষ-বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মারকিনদেশে অনেকে আফ্রিকা হইতে আনীত হাবসি গোলামের দ্বারা চাষ-বাস করে। ঐ সকল হাবসি গোলাম ক্রীত, এপ্রযুক্ত কেবল তাহাদিগের খাওয়া পরা লাগে, মাহিনা দিতে হয় না। মরসরের কেবল এক কন্যা ছিল; তাঁহার নাম মারগেরেট মরসর। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া তিনি কেবল পরহিতে রত থাকিতেন। প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার অধীনে অনেক গোলাম আছে; তাহাদিগকে ক্রয় করিতে বিস্তর ধন ব্যয় হইয়াছে। মনুষ্য যে মনুষ্যের গোলামী করে এবং নিষ্ঠুররূপে প্রহারিত হইলেও কিছু বলিতে পারে না ও গোরু ঘোড়ার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে ক্রীত বিক্রিত হয়, ইহার মূল কেবল মনুষ্যের অসদ্বিবেচনা; এমত কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রীতিজনক কখনই হইতে পারে না; অতএব এ কর্ম্ম পাপ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগে যদি সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও করা বিধেয়। এই বিবেচনায় ঐ অবলা সমস্ত দাসদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অসীম আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গমন করিল। মারগেরেট মরসরের প্রচুর আয় ছিল; এক্ষণে তাহা ঘুচিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পরিশ্রমদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইল। এই মহৎ কর্ম্ম করিয়া তিনি এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ও যাহাতে তাহাদিগের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি হয় এমত উপদেশ দিতে লাগিলেন।—বামারঞ্জিকা।

(১০) ইটেলি দেশে রোজাগোভানা নামে একজন বালিকা থাকিতেন। তাঁহার পিতা-মাতা ছিল না। তিনি উত্তমরূপ সেলাই পারিতেন; ঐ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইত। পৃথিবীর সুখভোগ অথবা বিবাহকরণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ এক দিবস একটী দুঃখী অনাশ্রয় বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন—তুমি অনাথা; আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব; তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে ঐ অনাথা বালিকা সম্মত হইলে রোজাগোভানা অন্যান্য অনাথা বালিকা সংগ্রহ করিয়া সকলকে শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল বালিকা পরে আপন জীবিকানির্ব্বাহে সক্ষমা হইবে ও পরিশ্রমী স্বভাব হইলে মন্দ পথে যাইবে না। প্রথম প্রথম অনেক অনেক মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি

রোজাগোভানার প্রতি পরিহাস ও দোষারোপ করিয়াছিল; কিন্তু পরমেশ্বর উদ্দেশ্য কর্ম্মে চরমে ইষ্টলাভ অবশ্যই হইয়া থাকে।—অল্প দিনের মধ্যে রোজাগোভানার শিল্পকর্ম্মালয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা বালিকার উপকারপ্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুরুষেরা বিবিধ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের পর রোজাগোভানা দুই একজন শিষ্য লইয়া ঐরূপ শিক্ষালয় অন্যান্য স্থানে স্থাপন করিয়া একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপনি পরিশ্রম করিয়া অক্লান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

অদ্য সন্ধ্যা হইল; যদ্যপি অবকাশ হয়, তবে আর এক দিবস অনুগ্রহ করিয়া আইলে বড় আপ্যায়িত হইব। অঙ্গনাদিগের মধ্যে প্রেমকুমারী ও বসন্তকুমারী বলিলেন—গোপাল বাবু! আপনকার উপদেশে আমরা উপকৃত হইলাম। বেদপুরাণাদিতে শুনি, এদেশের স্ত্রীলোক বড় উচ্চ ছিলেন, আধ্যাত্মিক ও জ্ঞান ধর্ম্ম আলোচনায় জীবন যাপন করিতেন ও পরোপকার সাধ্যানুসারে প্রাণপণে করিতেন; এক্ষণে দেখিতেছি যে ইউরোপীয় ভগিনীরা নিষ্কাম ধর্ম্ম বিস্তীর্ণরূপে করেন। এদেশের স্ত্রীলোকেরা সেই সকল কার্য্য অর্থাৎ রোগীর সেবা, রোগীকে ঔষধি ও অর্থ দান, দরিদ্র লোককে আহারদান, উপায়হীন শিশুদিগকে বিদ্যাদান, রুগ্ন দেশে ঔষধিদান ও দুর্ভিক্ষ দেশে অন্নদান, এরূপ নানা প্রকার কার্য্যে পরের দুঃখ ও ক্লেশ বিমোচন ও তাহাদিগের উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব ও শিক্ষা অধিক আন্তরিক—তাঁহারা ধ্যান, ব্রত, অর্থব্যয় ইত্যাদিতে শীঘ্র মিলিত হয়েন। ইউরোপীয় নারীরা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিলাতীয় বিবিদিগের কথা।

সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে এমত সময়ে মলের ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হইতে লাগিল। গোপালের মধুর বাণী যে শ্রবণ করে সে বিমোহিত হয়। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে রমা শ্যামা, বামা, উমা, লবঙ্গলতা, কুঞ্জলতা, ঝুমকোলতা প্রভৃতি নারীরা সুখাসীন হইলেন।

কন্দর্পদলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপাল বাবু! যদি ইংরাজ বিবির প্রতি এত অনুরাগ তবে একটীকে বিয়ে করিয়া আনলেন না কেন?

গোপালের চক্ষু শান্তিদায়িনীর চক্ষুর উপর পতিত হইল। চারি চক্ষুর সম্মিলনে বৈবাহিক শুভদৃষ্টির শুদ্ধতা উদ্দীপ্ত হইল। স্বামীর "আমি কেবল তোমারই" প্রকাশক দৃষ্টিতে স্ত্রীর দৃষ্টি "আমিও তোমারই" প্রকাশ হইল। অন্যান্য বামারা এই চাওনীতে চমৎকৃত হইলেন। গোপাল কথা আরম্ভ করিলেন।

গত কল্য ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের দেশহিতৈষিণী-ভাবে নানাপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা বলি তাহা শ্রবণ করুন। মাতাই প্রকৃত শিক্ষাদাতা—যাবতীয় উচ্চ লোক জন্মিয়াছে তাহারা মাতা কর্ত্তৃক শিক্ষিত। জর্জ হারবার্ট বলেন, একজন উত্তম মাতা শত শিক্ষকের সমান। আগষ্টিন, সেণ্ট-আগষ্টিন হইতেন না, যদ্যপি তাঁহার মাতা মনিকার দ্বারা উপদিষ্ট না হইতেন। কবি কাউপার প্রথমে কুপথগামী ছিলেন, মাতা দ্বারা শিক্ষিত হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেন। সার উইলিয়ম জোন্স

যিনি এতদ্দেশীয় শাস্ত্র ভাল জানিতেন, ও এখানে সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, তিনি তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতার দ্বারা শিক্ষিত হন্নে। কবি গ্রের পিতার চরিত্র জঘন্য ছিল কিন্তু তিনি মাতার উপদেশে উত্তম হইয়াছিলেন। বিশপ হল আপন পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে তাঁহার মাতাই তাঁহাকে শিখান। জন্ ওয়েস্‌লির শিক্ষাদাতা তাঁহার মাতা। ডাক্তার জনসন, জর্জ ওয়াসিংটন, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, বেকন, পারস্কিন, ক্রহাম, প্রেসিডেণ্ট আডাম, সকলেই মাতাকর্তৃক শিক্ষিত। অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে উত্তম শিক্ষার বীজ মাতার দ্বারা রোপিত হয় ও শিক্ষা-বীজকে প্রেমের জলসেচনের দ্বারা অঙ্কুরিত করা কেবল মাতার দ্বারাই হইয়া থাকে। পাঠশালার শিক্ষাতে বালকবালিকা এলোমেলো হইয়া পড়ে; মাতার শিক্ষায় তাহাদিগের চরিত্র ধর্ম্মভাবে বদ্ধমূল হয়। ধর্ম্মের আসল শিক্ষা পরমেশ্বরেতে চিত্ত অর্পণ করা। বিপদই হউক, ক্লেশই হউক, শোকই হউক, কিছুতেই অশান্ত হইবে না।

আর একটি কথা শুনুন।—উত্তম কন্যা না হইলে উত্তম স্ত্রী হয় না; উত্তম স্ত্রী না হইলে উত্তম মাতা হয় না। ইউরোপেও পতিপরায়ণা নারী আছেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। যেমন দময়ন্তী, চিন্তা ও সীতা আপন স্বামীর সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ লিভিংষ্টন ও বেকারের স্ত্রীরা ক্লেশ স্বীকার করতঃ দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অনেকেই অনুষ্ঠান করে।

এদেশে বহুকালাবধি স্ত্রীলোক সম্মানিত ও দেবভাবে গৃহীত। বিলাতে স্ত্রী পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে সমান করণার্থে অনেক আন্দোলন হইতেছে। যাঁহারা এই আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা বলেন—স্ত্রীলোক কোন অংশে পুরুষে নিকৃষ্ট নয়; তবে তাহাদিগের সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার কেন না হইবে? অনেক বিবি পুস্তকাদি লিখিতেছেন, কেহ উচ্চ বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, তবে পুরুষের যে যে কার্য্য ও যে যে অধিকার, স্ত্রীলোকের সেই সেই কার্য্য ও অধিকার কেনই না হইবে? কেহ কেহ কহেন—যদি স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় কার্য্যালয়ে গমন করেন, তবে বাটীর কার্য্য ও সন্তানাদির শিক্ষা কিরূপে হইবে? স্ত্রীলোক ভিন্ন গৃহ শূন্য। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কন্যারা অল্পবয়সে কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতে যায়, এজন্য তাহাদিগের শিক্ষা কিছুই হয় না ও অনেকে ভ্রষ্টাচার শিখে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে পবিত্রতা নাই, ঈশ্বরধ্যান ব্যতিরেকে উপাসনা নাই, উপাসনা ব্যতিরেকে ধর্ম্মাভ্যাস নাই, ধর্ম্মাভ্যাস ব্যতিরেকে জীবন জীবনই নহে।

প্রমদা।—গোপাল বাবু! ভাল বল্লে। আপনকার কথা শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

(বঙ্গদেশীয়) শিবদুর্গা।—সব পারি; কিন্তু ভ্যাক্ না নিলে বাইরে গিয়া কাম কেম্‌নে করব?

বিদ্যুল্লতা।—ওগো ঠাকরুণ! ভ্যাকের দরকার কি? আপন ইচ্ছা হইলে অভাবনীয় কার্য্য হয়। টাকার দরকার নাই, সঙ্গীর দরকার নাই। কার্য্যটী ভাল এই বিশ্বাস—কার্য্যটীতে অন্যের মঙ্গল এই বিশ্বাস, ও আমাকে এই কার্য্য করিতে হইবে এই প্রতিজ্ঞা।

গোপাল।—আপনাদিগের সংস্কার হইতে পারে যে, বিলাতে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম কিছুই করেন না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের গেহিনীরা প্রত্যুষে উঠিয়া রাধুনিকে

আহার প্রস্তুত করিতে সাহায্য করেন। সাড়ে সাতটার সময়ে বাটীর কর্ত্তা আপন কার্য্যার্থে বাটী হইতে গমন করেন। গেহিনী আপন কিঙ্করীকে লইয়া উপরে যাইয়া বিছানা করেন, গৃহ সকল পরিষ্কার করেন; পরে পাকশালায় আসিয়া হাঁড়ি সকল দেখা ও পাকের সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। যেমন খাদ্য পাক হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা আহারীয় প্রস্তুত হয়। বেলা একটার সময় আহার প্রস্তুত; যাহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা ভোজন করেন। পরে গেহিনী উপরে যাইয়া পরিষ্কার হইয়া সুশোভিত হয়েন। তখন শিল্পকার্য্যের চুবড়ি লইয়া হয়ত শিল্পকার্য্য করেন, নয়ত পুস্তক পাঠ করেন, নয়ত কিছু রচনা লেখেন। বেলা পাঁচটার সময় কর্ত্তা আইসেন; তখন সকলে আহার করেন; তাহার পর বায়ুসেবনার্থে তাঁহারা পদব্রজে অথবা গাড়িতে বাহিরে বেড়াইতে যান। রাত্রে সঙ্গীত অথবা তাস প্রভৃতি খেলা হয়। রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সকলে ঈশ্বরোপাসনা করেন। মধ্যবর্ত্তী লোকেরা স্বল্প ব্যয় হইবে বলিয়া প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস আপন আপন রুটি বাটীতে প্রস্তুত করিয়া রুটিওয়ালার নিকট সেক করিতে পাঠাইয়া দেন। রবিবারে কেহ কর্ম্ম করে না; সকলে আরাম করে। অনেক পরিবারে ঐ দিবসে রান্ধিবার জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না; কেবল শীত নিবারণ জন্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহাই হইয়া থাকে; রন্ধন পূর্ব্বদিবসে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সোমবারে ময়লা বস্ত্রাদি ধৌত হয়। মঙ্গলবার রুটি প্রস্তুত করিবার দিবস। বুধবার হিসাব দেখিবার দিন। বৃহস্পতিবার যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু বাটীতে ধৌত হইতে পারে তাহা হইয়া থাকে। শুক্রবারও রুটি প্রস্তুত করিবার দিবস। শনিবারে সকল পরিষ্কার হইয়া থাকে। দুলিচা প্রভৃতি সকল সাফ হয়, যাহাতে বাটীতে কোন অপরিষ্কার না থাকে তাহাই করা হয়।—অতএব দেখিবেন যে ইংলণ্ডের গেহিনীরা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয় না। এক্ষণে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন।

এই বলিবামাত্র তাঁহার স্ত্রী দুইখানি সরভাজা সকলের নিকট ধরিলেন। কোন কোন রাত্রে যেমন রাশি রাশি তারা প্রকাশ হয়, সেইরূপ বামানয়ন নয়নোপরি পতিত হইয়া তারকাসাগরন্যায় ভাসমান হইল। এই উজ্জ্বলচক্ষুতে সম্মতি জ্ঞাপন হইলে অর্পিত দ্রব্য পরিত্যক্ত হইল না ও সকলেই একটু একটু টুকরা ভাঙ্গিয়া বদনে প্রদান করিয়া মস্তক নোয়াইয়া রহিলেন। গোপাল সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহির-বাটীতে আসিলেন।

দুই একজন স্ত্রীলোক বলিলেন—গোপাল বাবু বিলাত গিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার বাটীতে কিছু গ্রহণ করিব না, কিন্তু তাঁহার উচ্চ চরিত্র ভাবিলে ও তাঁহাকে দেখিলে জাতিভেদ মনে হয় না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সন্তানাদির বিবরণ।

ভবভাবিনী ও কুলপাবন সর্ব্বদা একত্র থাকে। দুই জনেই মাতার অনুকরণ করে ও একজন যাহা শিখে তাহা অন্য জনকে বলে। তাহাদিগের মধ্যে কিছুই গোপন নাই ও সর্ব্বদা বলাবলি করে—মা বাপের মত কিরূপে হইব? নব কুমারের নাম হইল ভবতোষ, কারণ ঐ বালকটী সর্ব্বদাই হাস্য করে। ভবভাবিনী ও কুলপাবনের শিক্ষা স্কুলশিক্ষান্যায় হইত না। পিতা ও মাতা তাহাদিগের মনে

উদ্বোধন করিয়া দিতেন ; পরে তাহারা চিন্তা ও অনুসন্ধানদ্বারা অসারকে পরিত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করিতেন। বিবেকশক্তির পরিচালনা হইলে স্মরণশক্তির উন্নতি আপনা আপনি হয়। কালেতে পুত্র ও কন্যার যৌবনাবস্থা হইল। পল্লির স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাহাদিগের বিবাহের কথা প্রস্তাব করিত, কিন্তু কি পিতা কি মাতা, তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। কন্যা ও পুত্র জ্ঞানানন্দে ও ধর্ম্মানন্দে এমত আনন্দিত থাকিতেন যে, বিবাহচিন্তা কদাপি করিতেন না। গোপাল কৌন্সলির কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। আয় বৃদ্ধি হওয়াতে অপ্রকাশ্য অথচ বিশেষরূপে পরোপকার করিতে লাগিলেন। বাটীতে দরিদ্র লোকের বালিকা-দিগের জন্য এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। শান্তিদায়িনী ও ভবভাবিনী শিক্ষা দিতেন ও যে সকল বালিকার বস্ত্র থাকিত না, তাহাদিগকে বস্ত্র দিতেন। যে সকল বালিকা পড়িত তাহা-দিগের ভবনে যাইয়া তাহাদিগের গৃহ পরিষ্কার-রূপে আছে কি না তাহা তদারক করিতেন ও তাহাদিগের পিতামাতার অনাটন হইলে অর্থ দিতেন। যে যে বালিকা উত্তম শীল ও চরিত্র প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে শান্তিদায়িনী কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতেন। বাটীতে মধ্যে মধ্যে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন।

এক দিবস বাটীতে গোপাল স্ত্রী ও সন্তান-দিগকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমত সময়ে বড় গোল উঠিল—'জিন্নিপাখীর মা পিসিপেংনী, মধুসেনের মা পিসিপেংনী হো, হো, হো?" বাটীর একজন চাকর আসিয়া বলিল যে, একজন রাক্ষসীর মতন মেয়েমানুষ আসিতেছেন ও রাস্তার ছোড়ারা ঐ কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া তাহার গায়ে ধূলা দিতেছে। দেখিতে দেখিতে ঐ স্থূলাঙ্গি আসিয়া উপস্থিত—হাঁপাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন—বাবা! অনেক জায়গায় গেলাম বটে, কিন্তু কোথাও আরাম পাই নাই। কুপুত্রের কথা স্মরণ করি ও নয়নের জলে ভেসে যাই। হা বিধাতঃ! সৎপুত্র না হইলে নিস্তার নাই।

গোপাল।—বাছা, রোদন করিও না; তুমি এইখানে থাক।

সন্ধ্যা না হইতে হইতে পল্লির দুই চারি জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকবালিকার শিক্ষাবিষয়ক অনেক আলাপ হইল। তাঁহারা বলিলেন, সুশিক্ষা দুষ্প্রাপ্য; স্কুলে পড়িলেই সুশিক্ষা হয় না। পিতামাতা উত্তম শিক্ষক হইবেন ও আপনারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবেন, নতুবা ভাল শিক্ষা হওয়া ভার।

গোপাল।—আমার এই মত।

অঙ্গনারা। কিন্তু সর্ব্বত্র ত শান্তিদায়িনী নাই—শান্তি কোথা হইতে হইবে?

শান্তিদায়িনী করজোড় করিয়া বলিলেন,—দিদি! অত্যুক্তি হইতেছে—আমি আপনা-দিগের পদতলে পড়িয়া আছি।

অঙ্গনারা।—গোপালবাবু! ভাগ্যক্রমে লক্ষ্মী পেয়েছ। এক গুণবতী স্ত্রীতেই তোমার সর্ব্ববিষয়ে শ্রী। আহা! কি সহিষ্ণুতা, কি মিষ্ট বাক্য, কি ধর্ম্মপরায়ণত্ব, কি ঈশ্বরেতে ভক্তি। এমন মেয়েমানুষের কাছে দুই দণ্ড বসিলে প্রাণ শীতল হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সমাহিতার বৃত্তান্ত।

মধ্যাহ্ন সময়; প্রখর রবি। শান্তিদায়িনী শিল্পকার্য্য করিতেছেন। মস্তক নিম্নে—উত্তো-

লন করিবামাত্র দেখিলেন, একজন সুন্দরী কন্যা একটি বালিকার হস্তধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা। যুবতী গৌরাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, শুষ্কবদনা, রোরুদ্যমানা, বিশালাক্ষী, এলোকেশী। গেহিনী আস্তেব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা তুমি কে? ঐ রমণী সম্মুখে বসিয়া আপন বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।—মা! আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা; বাটী বীরভুম; ভাগ্যক্রমে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপদেশ পাই ও জীবনের সারকার্য্য কি তাহা জানিয়া সেই অনুসারে তাঁহার অনুসরণ করিতাম। তাঁহার প্রধান উপদেশ এই যে, শোক ও দুঃখে অস্থির হইও না, সৎসঙ্গ করিও, পবিত্র পুস্তক পাঠ করিও ও জগদীশ্বরকে সর্ব্বদা ধ্যান করিও। কালক্রমে এই কন্যাটি জন্মিলে, ইহাকে সদুপদেশ দিতেন ও কি প্রকারে ইহাকে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা আমাকে বলিয়া দিতেন। অনেকে কন্যাসন্তানকে সন্তান জ্ঞান করেন না। তিনি আমাকে সর্ব্বদা বলিতেন—কন্যা ও পুত্র সমতুল্য ও সমানরূপে শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন যে, কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী। পতির সদালাপ ও সদানুশীলনে অতিশয় সুখী ছিলাম। জীবনের স্রোত সমানরূপে বহে না ও সকল অবস্থা অতীত হইতে পারে না। দুঃখ ও শোক কি কারণে প্রেরিত হয় তাহা জগদীশ্বর জানেন; বোধ হয় আমাদের উন্নতির জন্য। আমরা দুর্ব্বল মানব, তাঁহার সকল কার্য্য বুঝিতে পারি না। দৈবাৎ পতির সাংঘাতিক পীড়া হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। তিন দিবস ও তিন রাত্রি তাঁহার নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। আমার গলদেশে হস্ত দিয়া ও আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেবল এইমাত্র বলিলেন—শান্ত হও; আমার জন্য শোকে জগদীশ্বরকে চিন্তা তোমার বৃদ্ধি হইবে, কন্যাটিকে পবিত্র শিক্ষা প্রদান করিও। তাঁহার মৃত্যুর পরে আত্মীয়গণ সংসারিকভাবে সান্ত্বনা করিতে আসিতেন, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিত না; বরং উত্তম উত্তম পুস্তক ও সাধু ব্যক্তিদিগের নিকটে বসিয়া পারলৌকিক কথা শুনিলে অথবা পরমেশ্বরকে ধ্যান করিলে আরাম পাইতাম। পতির বিষয়াদি যাহা ছিল তাহা সামান্য। যে বাটীতে থাকিতাম তাহা তাঁহার নিজ বিষয় ছিল না। আমি অনাশ্রয়ী—জ্ঞাতিগোত্রে মিলিয়া আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। কেহ কেহ পরামর্শ দিল, তুমি নালিস কর; আমি সে পথ অবলম্বন না করিয়া প্রান্তভাগে একখানি কুটীর ভাড়া করিয়া কিছুকাল থাকিতাম ও আমার দুই এক অলঙ্কার যাহা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতাম। এক্ষণে অর্থাভাব জন্য এ কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া পথে পথে বেড়াইতেছি। যাহা ভিক্ষা করিয়া পাই তাহা লইয়া ইহাকে এক মুঠা দিই। আমার নিজের আহার জন্য ব্যস্ত নহি—হলো হলো, না হলো না হলো। যতদূর জগদীশ্বর বল দিয়াছেন তদ্দূর ক্লেশ সহ্য করিতেছি। ঈশ্বর ক্লেশের দ্বারা আমাদিগকে উচ্চ করেন, তিনি ধন্য।

এই কাহিনী শুনিয়া শান্তিদায়িনী ঐ কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া স্বীয় অঞ্চল দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে তাঁহার দুঃখ জন্য মুগ্ধ হইয়া অশ্রুপাত করতঃ বলিলেন—মা! তুমি কৃপা করিয়া এখানে থাক। তোমার ন্যায় নারী নিকটে থাকিলে স্থান পবিত্র হয়।

যে নারী উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নাম সমাহিতা ও তাঁহার কন্যার নাম মোক্ষবিলাসিনী।

কুলপাবন ও ভবভাবিনী অন্য গৃহে ছিলেন, মাতার নিকট আসিয়া সমাহিতা ও তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

ভবভাবিনী মোক্ষবিলাসিনীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মাতা কন্যা মলিন বস্ত্র পরিধানা; তথাচ তাহাদিগের আত্মজ্যোতিঃ তাহাদিগের বদনে ভাসমান। স্নাত হইয়া ও নূতন বস্ত্র পরিধান করতঃ উভয়ে আহার করিলেন। শান্তিদায়িনী দেখিলেন যে, সমাহিতা ও তাঁহার কন্যার অন্তরের ভাবে সম্পূর্ণ সমতুল্য। তাহাদিগের লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। গোপাল কলিকাতা হইতে আসিয়া সমাহিতার সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। সদালাপ, ধর্ম্মালাপ, ঈশ্বর-আলাপ, নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠান, ধার্ম্মিক লোকের আত্মীয়তার মূলবর্দ্ধন হয়।

বাটীর নিকট শান্তিদায়িনী একখানি ফলফুলের উদ্যান প্রস্তুত করিলেন; সেখানে একটী কুটীর নির্ম্মিত হইল ও তথায় আপনি, কন্যাপুত্র, সমাহিতা ও মোক্ষবিলাসিনী প্রাতে ও বৈকালে যাইয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত, বীজবপন ও উদ্ভিদ সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সঙ্গে একটী কুকুর ও বিড়াল থাকিত তাহাদিগকে আদর করিতেন। শ্রান্ত বোধ হইলে কুটীরে আসিয়া বসিতেন; ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী মিষ্টস্বরে ঈশ্বরের কৃপাবিষয়ক গান করিতেন। শান্তিদায়িনী মুগ্ধ হইতেন ও সমাহিতার নয়ন দিয়া মুক্তধারা অশ্রুতে তাহার বিমল বদনের স্বর্গীয়ভাব প্রকাশ হইত। শান্তিদায়িনী জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ভগিনি! পতির জন্য কখন কখন কি কাতর হও?' 'দিদি। হাঁ মধ্যে মধ্যে কাতর হই, কিন্তু এই কাতরতাই আমার মঙ্গলের সোপান। যিনি শোক প্রেরণ করেন, তাঁহাকে ভাবিলে তিনি শোক হরণ করেন। যখনই ঈশ্বরকে চিন্তা করি, তখনই শোকাতীত হই।' কুটীরের ভিতর পিঞ্জরে নানা পক্ষী থাকিত। বাগানের একপার্শ্বে নানাপ্রকার পায়রা ছিল। গলাফুলা, নোটন, মুক্ষি, গেরওয়াজ, বোগদাদ, সেরাজু, গোলা ইত্যাদি;—ডানানাড়ার শব্দ, বক্‌বকমকুম, নিম্নে আসিয়া দানা খাইবার কোলাহল সর্ব্বদাই হইতেছে। উদ্যানের ভিতরে একটি পুষ্করিণী ছিল, তাহা মৎস্যে পরিপূর্ণ, ধৃত হইত না, মুড়ি অথবা চিড়া ফেলিলে মৎস্য ভাসিয়া উঠিত ও খেলা করিয়া বেড়াইত।

বসন্তের সমাগম। উদ্যানের বৃক্ষ ও লতা যেন নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। যাহা শুষ্ক তাহা রসযুক্ত হইল, যাহা জীবন-বিহীন তাহা যেন জীবন-পূর্ণ হইল। প্রত্যেক অঙ্কুর ও পুষ্প হইতে রস উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। পত্র, কুঁড়ি ও পুষ্প নানাবর্ণীয়—শ্বেত, পীত, নীল, মরকত, লাল বর্ণে মিশ্রিত ও এত বর্ণনাতীত যে, চিত্রকর তাহা অনুকরণ করিতে অক্ষম। চতুর্দ্দিকের গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিমোহিত। দর্শনে ও ঘ্রাণে সমাহিতা পুলকিতা হইয়া ঊর্দ্ধনয়নী হইয়া বলিলেন—দিদি! এরূপ অবস্থাতে চিত্ত সৃষ্টিতে স্থায়ী হয় না, যিনি বিশুদ্ধ ও অনন্ত প্রেম স্বরূপ, তাঁহাতেই সংযুক্ত হয়। শান্তিদায়িনী সমাহিতার বাক্য শুনিয়া তাঁহার গলদেশে হাত দিয়া প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। উক্ত দুই বামা ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হইয়া বিগলিতচিত্তে থাকিলেন ও তাঁহারা যেন স্বর্গ ত্যাগ করিয়া নিম্নে আসিয়াছেন এইরূপ প্রকাশ হইল।

কিয়ৎকাল পরে উক্ত দুই নারী ও তাঁহাদিগের কন্যারা পল্লীর দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আবাসে গমন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের

ভগ্নকুটীরে যাইয়া বালাণ্ডার মাদুরের উপর উপবেশন করেন;—তাহারা জীবিকা কিরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারা সন্তানাদি লালন পালন করিতে পারিতেছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করেন ও তাহাদিগের অভাব কি তাহা অবগত হইয়া গোপনে বিমোচন করেন। কাহাকে অর্থ দেন, কাহাকে বস্ত্র দেন, কাহাকে ঔষধি দেন, কাহাকে নীতিবিষয়ক পুস্তকাদি দেন,—এইরূপে দরিদ্রলোকের যথাসাধ্যানুসারে সুখ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। জাতিভেদ গণনা করেন না, হাড়ি হউক, চণ্ডাল হউক, উপকার করণের পাত্রী দেখিলেই উপকার করেন। নীচজাতীয় সন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিয়া মুখ-চুম্বন করতঃ আদর করেন। যদি কেহ কোন গৃহকার্য্য করিতে অক্ষম, তাহার গৃহকার্য্য তাঁহারা করেন। যদি কেহ পীড়ায় শয্যাগত হয়, তাহার আরামজন্য শুশ্রূষা করেন। ভয়ানক রোগাদি দেখিয়া ভীত হয়েন না। বসন্ত, ঘাম, ইত্যাদি রোগ দেখিলে অনেকে নিকটে যায় না, তাঁহারা অকুতোভয়ে নিকটে বসিয়া সেবার দ্বারা রোগের যন্ত্রণা কমাইতেন। সামান্য স্ত্রীলোকেরা ঐ নারীদ্বয়ের উচ্চ অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়া বলিত—ওমা! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেওয়া গেল, পুরাণ শুনা গেল, ব্রত নিয়ম গেল, অস্পর্শীয় জাতিদিগের বাটীতে আসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলে কি লাভ হইবে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

জীবনচেতন সামশ্রমীর বিবরণ ও কন্যাপুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা।

কলিকাতায় এক আফিস লইয়া গোপাল তথায় থাকেন। এক কামরায় যাবতীয় আইন, ল্যাক্টরিপোর্ট, প্রিভি-কৌন্সিলের ও অন্যান্য আদালতের বিচার ও সরেস সরেস আইনের পুস্তক সকল শেল্ফে সাজান। মোকদ্দমা পড়িলেই তাহার সার অসার নির্ব্বাচিত করেন ও কি কি অংশ প্রমাণের ও কি কি অংশ আইনের উপর নির্ভর করে, তাহা স্বতন্ত্র করিয়া গোপাল বিশেষ মনোযোগ দিয়া আদালতের কার্য্য করিতেন। বুদ্ধি প্রখর, মেধা অসাধারণ, —যাহা হাতে লইতেন তাহাতেই প্রায় জয়ী হইতেন। যাহার পক্ষে তিনি থাকিতেন, সেই প্রায় জয়ী হইত। গোপাল অধিক বক্তৃতা করিতেন না, কেবল কেযো কথাগুলিন শৃঙ্খলা করিয়া বলিতেন; তাহা শুনিয়া জজেরা তাঁহার পক্ষে ঝুঁকে যাইতেন।

জীবনচেতন সামশ্রমী বাল্যকালাবধি তাঁহাকে জানিতেন। তিনিও বিলাতে যাইয়া কৌন্সলি হইয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে গোপালের বাটীতে ভবভাবিনীকে দেখিয়া মনে করিতেন—এই বালিকার মুখশ্রী চমৎকার —যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে ইহাকেই বিবাহ করিব; কিন্তু অগ্রে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি। বিলাতে গোপালের নিকট তাঁহার পরিবারের তত্ত্ব করিতেন। ভবভাবিনীর উপর যে তাঁহার দৃষ্টি আছে, তাহা গোপাল অনবগত; এজন্য তিনি মনে করিতেন যে, কেবল আত্মীয়ভাবে তত্ত্ব করিতেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনচেতন গোপালের সহিত মিলিত হইলেন ও তাঁহার অনুকরণ করতঃ বিখ্যাত হইলেন। ক্রমে এক এক মোকদ্দমায় দুইজনে নিযুক্ত হইতেন। আপামর সাধারণ লোকে বলিত, ছুটো বাঘাভাল্লো কৌন্সলি। জীবনচেতন গোপালকে বলিলেন—আমার নিতান্ত বাসনা যে, ছুটিতে মাতাকে দর্শন করিয়া আস। গোপাল আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হইলেন।

বৈকালে শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা দুইটি কন্যা ও পুত্রকে লইয়া উদ্যানে বসিয়াছেন. এমত সময় গোপাল জীবনচেতনকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সমাহিতা ও মোক্ষবিলাসিনীর বৃত্তান্ত গোপাল পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। শান্তিদায়িনী তাঁহাদিগের যাহা আনুকূল্য করিতেন তাহা ভর্ত্তাকে লিপিদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গোপাল সমাহিতাকে বলিলেন—আপনি এখানে থাকিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, আপনি আমার সহোদরা। সমাহিতা মস্তক হেঁট করিয়া কেবল স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। জীবন-চেতন ঈষদ্ধাস্য ও মধুর কটাক্ষ ভবভাবিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন. কিন্তু ভবভাবিনী ভাবাতীত হইয়া রহিয়াছেন। সমাহিতা বলিলেন, কেমন মা! গুণবতী হইয়াছ এক্ষণে পতিগ্রহণ করিবার বাসনা কি হয়? ভবভাবিনী বলিলেন, না মা! কেবল আপনাদিগের ন্যায় সৎকার্য্য অর্থাৎ পরোপকার ও দয়ার কার্য্য করিতে ইচ্ছা যায়, বিবাহ করিতে ইচ্ছা যায় না। সমাহিতা—হবে মা ব্রহ্মবাদিনী অথবা ননের ন্যায় থাকিতে চাহ? কিন্তু পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উত্তম ধর্ম্ম। ইহা অবলম্বন করিলে আত্মার উন্নতিসাধন হয়, কারণ ইহাতেই নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপন।

ভবভাবিনী। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বটে ও এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে সকামভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হয়। অনেকানেক উচ্চ নারী পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বনে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছেন; কিন্তু আমার চিত্তের ভাব নিষ্কাম কার্য্য করা।

যেরূপ জীবনচেতন ভবভাবিনীকে লক্ষ্য করিতেছেন, কুলপাবন মোক্ষবিলাসিনীর প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। মোক্ষ ব্রীড়াতে পূর্ণ হইয়া মস্তক নত করিতেছেন।

শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা কর্ণে কর্ণে বলাবলি করিলেন যে উপস্থিত বিষয়ে আমাদিগের বিধি নিষেধ নাই। যখন দুই মন একমন হইবে তখন আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

জীবনচেতন মনে মনে বলিতেছেন গতিক ভাল নহে—"আমি যাকে ভালবাসি সেই দেয় ফাঁকি?" দেখিতেছি, লঙ্কায় আসিয়া হলুদের গুঁড়া লইতে যাইতে হইবে।

গোপাল সকলই বুঝিয়াছেন, কিন্তু নিবৃত্তিভাবে থাকিলেন। পরদিন বৈকালে শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা বাগানের আটচালায় বসিয়া আছেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন আসিয়া তাঁহাদিগের পদতলে পড়িলেন। জীবনচেতন বলিলেন মা! বহুকালের আশা পূর্ণ কর। ভবভাবিনী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক আমি জানি না। এখানে ও বিলাতে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতাম; কিন্তু ধনের অথবা মানের জন্য স্ত্রীগ্রহণ করিতে চাহি না। যাহার সহিত সঙ্গ করিলে পারলৌকিক মঙ্গল হয় সেই শ্রেষ্ঠতম নারী, সেই ধর্ম্মপত্নী হইবার যোগ্য। কুলপাবন বলিলেন, মা! যদি মোক্ষবিলাসিনীকে না পাই তবে আর পত্নীগ্রহণ করিব না, আমি বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে তাঁহার চিত্ত ও আমার চিত্ত সমচিত্ত, দুই জনে একত্রিত হইলে যেন অন্তরে একত্ব হয়। এই কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী পরস্পরের গলায় হাত দিয়া এক সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে আসিয়া মায়েদের কোলে বসিলেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। কন্যাদ্বয় প্রফুল্লভাবে বাগানে ফুল তুলিতে গেলেন।!

অম্বিকা কিঙ্করী আসিয়া বলিলেন—একজন

ঘটকী আসিয়াছে, দেখা করিতে চায়। অনুমতি পাইয়া তিনি নিকটে আসিলেন।

ঘটকী। মা! ঘুরে ঘুরে না খাওয়া না দাওয়া করে তোমার মেয়ের ও বেটার সম্বন্ধ করিয়াছি। হরলাল বাবুর ছেলে এনট্রেন্স ও এফ এ পাস করিয়াছে এবার বিএতে পাস হবে। ছেলেটি বড় ভাল—রাতদিন পড়ে, বাপের বিষয় প্রচুর, পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়ে খেলেও ফুরবে না, আর তোমার মেয়ে গহনা পরে এলে যাবে। ছেলেটির যে সম্বন্ধ করিয়াছি তাহাও বড় ভাল—পিতল রূপা সোণার বরাভরণ, ঘড়ির চেইন, হীরার আংটি, মেয়ের গা সাজন্ত গহনা ও হাজার টাকা নগদ। গড়ের বাজনা বাজাইয়া বে করিতে আসিবে। এখন কি বল, পাকা কথা অথবা দেখা শুনা না করলে আমি থামিয়া রাখিতে পারি না।

শান্তিদায়িনী কিছুতেই বিরক্ত নহেন, সকল কথা শুনেন ও যে উত্তর দিতে হয় তাহা স্বল্প কথাতে বলেন,—বুঝিলাম আপনার কথা কর্ত্তাকে বলিব।

ঘটকী। না খেয়ে পেট চোঁ চোঁ কর্‌চে—একটা কাঁটাল ও সন্দেশ দেও, নিয়ে যাই।

শান্তিদায়িনী। অম্বিকে, ঘরে যে খাদ্য সামগ্রী আছে, ঘটক ঠাকরুণকে দাও, উনি যদি বয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, তুই বাছা বয়ে নিয়ে যা, বাছা একটু ক্লেশ হবে কিছু মনে করিস্‌নে।

ঘটকী। মাগো! এত গুণ না হইলে তোমার ঘরে লক্ষ্মী বিরাজমান কেন হবেন? পোড়া লোকে বলে, তোমার জাত গেছে, তাদের মুখ পুড়ে যাউক।

গ্রামের কতকগুলি লোক গোপালকে ঘিরিয়া আইনসম্বন্ধীয় প্রশ্নে তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল। তাহারা চলে গেলে গোপাল বাগানে আসিয়া আরাম পাইলেন। তিনি বসিলে প্রস্তাবিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইল। দুইটি কন্যা বলিলেন, এ দেশে অনেক স্ত্রীলোক বিবাহ করিত না, তাহারা বিশেষ ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন ও আপনি বলিতেছেন, বিলাতে অনেক স্ত্রীলোক পরোপকার ও সৎকার্য্য করিয়া জীবন-যাপন করেন। অবিবাহিতা হউক, বিবাহিতা সধবা হউক বা বিধবা হউক স্ত্রীলোক ঈশ্বরেতে সমভাবে মগ্ন থাকিয়া পার্থিব কার্য্য করিবে। এই নশ্বর জীবন ধারণের আনুকূল্য জন্য পতি-গৃহীত হইতে পারে, নচেৎ কি প্রয়োজন?

সমাহিতা। যাহা বলিতেছ তাহা প্রশংসনীয়; কিন্তু পুরুষের দারগ্রহণ ও স্ত্রীলোকের পতিগ্রহণে পরস্পরের স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপন এবং সন্তানসন্ততি হইলে তাহাদিগের লালন-পালন ও শিক্ষা দেওনে আপন উন্নতি। দেখ, তোমাদিগের জন্য তোমাদের পিতা মাতা কি না করিয়াছেন? তোমাদিগের প্রতি স্নেহ অর্পণ, তোমাদিগের সৎশিক্ষা প্রদান করাতে আপন প্রেমের কবাট উদ্‌ঘাটন করা ও আপন জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভবভাবিনী ও মোক্ষ-বিলাসিনী এই উপদেশ পাইয়া মৌন রহিলেন মৌনতেই সম্মতি, ব্রীড়ায় মস্তক নত করিয়া থাকিলেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন তাহাদিগের প্রতি স্নেহপূর্ণ কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, ও কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগকে লইয়া বাগানের প্রান্তভাগে ভ্রমণ করিতে গেলেন একক্ষণে কথাবার্ত্তা ভিন্ন ভাবে হইতে লাগিল। এক্ষণে দূরত্ব নৈকট্য হইল, এক্ষণে বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমান। যাহার যে স্ত্রী তিনি তাহার হস্ত ধারণ করতঃ ভ্রমণ করিতেছেন, সদালাপে মগ্ন, প্রত্যাগমন করিতে হইবে তাহার চেতনা হইতেছে না, রাত্রি অধিক হল, বাটীর

দৌবারিক আসিয়া বলিল, কর্ত্তা ডাকিতেছেন, তখন তাঁহারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বিবাহের দিবস প্রাতঃকালে দিনমণি নবীন আভাতে পূর্ব্বদিক্ চমৎকার চিত্র করিলেন, সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গোপালের ভবন উড্ডীয়মান পতাকায় সুশোভিত, নহবত-খানা হইতে ভৈরব, ললিত, রামকেলী, দেয়সাক, কোকব রাগরাগিণীর আলাপ হইতেছে। দ্বারে ফকির রেওভাট নাগাতে পূর্ণ। শান্তিদায়িনী সমাহিতা ও প্রত্যূষে সমস্ত পরিবারকে লইয়া ঈশ্বর উপাসনা সাঙ্গ করিয়া পরিশ্রম কাঙ্গাল ভোজন করাইতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোভা-ক্রান্ত হইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। দালান, পত্র ও রক্তিমাবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। নীল-রঙ্গের সামেয়ানা বায়ুতে দোদুল্যমান। কিঙ্কর ও কিঙ্করীগণ নানাবর্ণীয় বস্ত্রে ও রৌপ্য অলঙ্কারে বিভূষিত। সন্দেশ মিঠায়ের মিষ্ট গন্ধ, ভোমরা বোল্‌তা ও মক্ষিকার ভন্‌ভনানি, লুচি কচুরি ভাজির ভাজন-শব্দ ও "আন্‌রে, দেরে" কোলাহলে বাটী পূর্ণ, চতুর্দ্দিকে কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং। আত্মীয়বর্গের আগমন আরম্ভ হইল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি শিশু, সকলেই সুন্দর-রূপে আহূত ও মিষ্টালাপের দ্বারা অভ্যর্থিত হই-তেছে। শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা সর্ব্বত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দুই বর এক ঘরে দুই কন্যা এক ঘরে শান্ত হইয়া রহিয়াছেন। সন্ধ্যা-কাল উপস্থিত, সাধারণ জ্ঞান-উপার্জ্জিকা সভার সভ্যেরা, কলিকাতা হাইকোর্টের এতদ্দেশীয় কৌন্সলিরা ও অন্যান্য সুহৃদেরা উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণ বাবু গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বলি-লেন, আর্য্যজাতিদিগের পূর্ব্বে জাতি ছিল না, ব্যবসা অনুসারে জাতি হয়। যাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান তিনিই ব্রাহ্মণ। উপস্থিত বিবাহদ্বয় যে মহামান্য রামতনু বাবু কর্ত্তৃক সমাধিত হইবে, ইহা সকলের প্রীতিজনক। তখন গোপালবাবু রামতনু বাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ধর্ম্মাঙ্গ পবিত্র সুহৃদ. আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই দুই যুবক ও যুবতীর বিবাহ সমাধা করুন। এই বলিবামাত্র রামতনু বাবু হস্ত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন; তৎক্ষণাৎ যবনিকা উত্তোলিত হইল ও অন্তর হইতে শান্তিদায়িনী মোক্ষবিলা-সিনীর হস্তধারণপূর্ব্বক ও সমাহিতা ভবভাবিনীর হস্তধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। শান্তিদায়িনী আকাশবর্ণীয় বস্ত্র পরিধাতা ও যদিও গাত্রে, হস্তে ও গলায় অলঙ্কারে ভূষিতা তথাপি সর্ব্ব অলঙ্কার হইতে তাঁহার নয়নদ্বয় মনোহর ও আকর্ষণীয়, যে দেখিতেছে তাহার বোধ হইতেছে, চক্ষুর এরূপ জ্যোতিঃ অতি দুষ্প্রাপ্য। অন্তর অতিশয় শুদ্ধ না হইলে এরূপ দৃশ্য হয় না। মোক্ষবিলাসিনীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি, চাওনিতে বোধ হইতেছে যেন তিনি স্বর্গ লক্ষ্য করিতেছেন। সমাহিতা মুক্তকেশী শ্বেতকেশী শ্বেত-বসনা দুই হস্তে দুই গাছি বলয়, দুইটি চক্ষু ত্যাগে পূর্ণ, যে ঈশ্বর জন্য সর্ব্ব-ত্যাগিনী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। সমস্ত লোক বলাবলি করিতে লাগিল, এই অঙ্গনাদিগের সৌন্দর্য্য অন্তরের সৌন্দর্য্য, বসন ভূষণ অথবা শরীরের সৌন্দর্য্য নহে; ইহাদিগের মুখচন্দ্রিকা দেখিয়া কে না বোধ করিবে যে ইহাদিগের অন্তর পবিত্রতায় পূর্ণ?

রামতনু বাবু ভক্তিপূর্ব্বক মঙ্গলময়ের

আরাধনা করিয়া বলিলেন, মোক্ষবিলাসিনী ও কুলপাবন এবং ভবভাবিনী ও জীবনচেতন তোমরা আপন ভাবি পতি ও পত্নীর হস্তধারণ পূর্ব্বক মিলিত হইয়া মঙ্গলময়কে ধ্যান কর ও বল—

যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক এবং তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক। হে জগদীশ্বর! তুমি আমাদিগকে কৃপা কর।

যাবতীয় বিদ্যালয়ের বালিকা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা দুই বর ও দুই কন্যাকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, ও আত্মীয়বর্গের শুভ আকাঙ্ক্ষা বর্ষণ হওনের পর দুই বর ও দুই কন্যা স্ত্রী স্বামীর একতা লাভ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পরে নানাপ্রকার বাদ্য—মৃদঙ্গ বীণা সেতারা জলতরঙ্গ নাসতরঙ্গ এসরাজ বাদিত হইতে লাগিল। নানাপ্রকার গান সংগীত হইল। পিসিপেৎনী বাদ্য ও গানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করতঃ এই গান করিলেন—

মা না ভাল হলে ছা ভাল হয় না গো।
মাই তারিণী হয়ে ছাকে তরায় গো॥

বা, বা, চমৎকার চমৎকার, ওগো তোমাকে পিসিপেৎনী কে বলে? তুমি প্রকৃত উপদেশ-দায়িনী।

পিসিপেৎনী—ওগো! যে মুখে বলা হইয়াছিল কানিচাংমুড়ী, সেই মুখে বলা হলো সোণার গন্ধেশ্বরী—মা না ভাল হলে—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তিদায়িনীর মৃত্যু।

সংসার হলাহলে পূর্ণ। এ পৃথ্বী প্রস্তুতাবস্থা—বিপদ্, সম্পদ্,—রোদন, হাস্য,—অন্ধকার, আলোক। গোপাল, পুত্র ও কন্যার বিবাহের পর মনে করিতেন তিনি বড় সুখী, ধনও অজস্রধারে আসিতেছে, সৎকার্য্যও করা হইতেছে ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু পুষ্পের ভিতর হইতে কখন কখন ভুজঙ্গ প্রকাশ হয়। শান্তিদায়িনী বিবাহেতে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অনেক কাঙ্গালি ও দুঃখী লোককে স্বহস্তে আহার দিয়াছিলেন, তাহাদিগের তৃপ্তি জন্য আপনি পাক ও পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ পরিশ্রমে জ্বরেতে অভিভূত হইলেন, স্বামী ও পুত্র, কন্যা ও জামাতা নিকটে, তাঁহার পীড়া দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া ডাক্তার কবিরাজ আনাইলেন। কিন্তু যে পীড়া আরোগ্য হইবার নয়, তাহা আরামের দিকে আইসে না। পীড়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। বিজ্ঞ কবিরাজেরা বলিলেন, রোগ ঔষধি মানিতেছে না। তখন স্বামী অতিশয় অস্থির হইয়া স্ত্রীর গলদেশে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার মৃত্যুতে হয় আমি ক্ষিপ্ত হইব, নতুবা কঠোর রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। স্ত্রী উত্তর করিলেন, জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশ্যই হইবে। আপনার ও সন্তানদিগের প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া আমি জগদীশ্বরকে ধ্যান করতঃ পরলোকে গমন করিতেছি, তাহাতে মৃত্যুকে মৃত্যুবোধ হইতেছে না, আমি যেন শরীর হইতে সুখে গমন করিতেছি। আপনার ও সমাহিতার হস্তে ভবতোষকে দিলাম, এই সন্তান যাহাতে ঈশ্বরপরায়ণ হয় তাহা করিবেন। স্বামী পত্নীর

হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণ করতঃ মূর্চ্ছাগত হইলেন। শান্তিদায়িনীর পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া আবাল বৃদ্ধ কুলকন্যা দুঃখী দরিদ্র সকলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আসিয়া দেখিলেন, যে উক্ত ধর্ম্মপরায়ণা নারী যদিও রোগে অভিভূত, কিন্তু বদন যেন স্থির জ্যোৎস্না ও ওষ্ঠ মৃদু-হাস্যতে পূর্ণ। যাবতীয় আত্মীয়বর্গ তাঁহার শয্যা অশ্রুতে সিক্ত করিলেন। কেহ বলেন, আমি ইহাকে মাতার ন্যায় দেখিতাম, কেহ বলেন, আমি দুহিতার ন্যায় দেখিতাম, কেহ বলেন, আমি ইহাকে সুহৃদতম সখীর ন্যায় দেখিতাম। দুঃখী দরিদ্র লোকেরা বলিল আমরা কাহার নিকট মাতৃস্নেহ পাইব? সকলের শোকবাক্য শ্রাবণের ধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল। এদিকে কালবিলম্ব নাই, নদীতীরে কেবল স্ত্রীলোকের দ্বারা মুমূর্ষু আনীত হইলেন।

সমাহিতা ঊর্দ্ধদৃষ্টিপূর্ব্বক শান্তিদায়িনীর নয়নের সহিত আপন নয়ন একত্র করিলেন। ইহাতেই তাঁহার নিগূঢ় উপাসনা ব্যক্ত হইল। যেমন সূর্য্য অস্তমিত হইল, শান্তিদায়িনী যেন সকলের শান্তি হরণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। অসংখ্য লোক উপস্থিত। তাহাদিগের হৃদির স্রোত হইতে অবিশ্রান্ত বারি নির্গত হইতে লাগিল। মৃত্যুর পর যে স্বর্গে যায় তাহা এখানেই জানা যায়।

সম্পূর্ণ।

কৃষিপাঠ

শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত।

ভারতবর্ষীয় এগ্রিকলচরাল ও হর্টিকলচরাল সোসাইটীর সভ্য।

তৃতীয় সংস্করণ

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

PREFACE.

The Krishi Patha, or the Agricultural Readings, printed on account of the Agricultural and Horticultural Society of India, consist of the following papers, reprinted from the Agricultural Miscellany, with a few alterations, and also of original articles.

1. On Teak (Translation of Dr. Roxburgh's Paper, Transactions of the Agricultural and Horticultural Society, vol. II.)
2. On Shafflower (Translation of Mr. French's Paper, Agricultural and Horticultural Soiciety's Journal, vol. VII.)
3. On Sugar Cane, written by the Compiler for the Miscellany.
4. On the Cultivation of Flax, do. do.
5. On Silk and Paper from the Mulberry Bark, do. do.
6. On Arrowroot (Translation of Mr. C. K. Robinson's Paper, Transactions, vol. II.)
7. Tapioca (Translation of Mr. J. Bell's Paper, Transactions, vol. II.)
8. On the Muddar Plant, written by the Compiler for the Miscellany.
9. On Tobacco (Translation of Mr. Rehling's Paper, Journal, vol. V.)
10. On the Cultivation of Cotton, written specially for this work.
11. On Date Tree (from Mr. S. H. Robinson's Prize Essay.)
12. On Guinea Grass (Translation of Mr. John Bell's Directions, Transactions, vol. III.)

The object of this little compilation is to draw the attention of the Zemindars, Planters, and specially of the Rural Community, to the several important subjects of agricultural interest mentioned above, and if this attempt be attended with the promotion of enqniry and interest, the Compiler will consider himself amply repaid. The Compiler is indebted to Mr. A. H. Blechynden, Secretary of the Agricultural and Horticultural Society of India, for the assistance he has received from that gentleman.

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

কৃষিপাঠ।

১। সেগুন গাছ রোপণের প্রণালী

ইংলণ্ডদেশে ওক কাষ্ঠের ন্যায় ভারতবর্ষে সেগুন কাষ্ঠ নানা বিষয়ে ব্যবহার্য্য হয়; এ দেশে ওক গাছ জন্মিয়া বৃদ্ধিশীল হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং ওক ও সেগুনের গুণের তারতম্য বিবেচনা করা অনাবশ্যক। এ দেশে কেবল জাহাজ নির্ম্মাণার্থ সেগুণ কাষ্ঠ উপযোগী হয় এমন নহে, ঘরের কড়ি এবং অন্যান্য যে সকল গঠনে শক্ত টেকসহি অথচ হাল্কা কাষ্ঠ আবশ্যক হয় সমুদায়ই সেগুন দ্বারা উত্তম ও পরিষ্কাররূপে নির্ম্মিত হইতে পারে, অতএব এই কাষ্ঠের বিষয়ে আমাদিগের মনোযোগ করা উচিত। যে দেশে এই মহামূল্যবং বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মে না সেখানে ইহার চাস করা আবশ্যক। এই বাঙ্গালা দেশে ইহা উত্তমরূপে বৃদ্ধিশীল হইতে পারে ও অনেক কর্ম্মে আইসে, ইহাতে এদেশে ইহার কৃষি বাহুল্য করা অত্যন্ত আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয় অবগত হইয়া বহুকাল হইল ঐ গাছ এদেশে বাহুল্যরূপে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত উৎসাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে সকলের প্রবৃত্তি জন্মে একারণ সর্ব্ব সাধারণকে বিশেষতঃ এদেশের জমিদারদিগকে জানান আবশ্যক যে এই গাছ উৎপন্ন করিলে প্রচুর লাভ সম্ভাবনা আছে।

এই গাছ অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সকল অবস্থাতেই ইহার কাষ্ঠ কর্ম্মণ্য হয়। সেগুন গাছ যে শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হয় তাহার এক প্রমাণ এই, ইংরাজী সন ১৭৮৭ সালে রাজামন্ত্রি সরকার নামক স্থান হইতে কয়েকটা চারা আনাইয়া কোম্পানীর বাগানে রোপিত হইয়াছিল, সেই সকল গাছ বৃদ্ধিশীল হইলে ইংরাজী ১৮০৪ সালে পরিমাণ করিয়া দেখা যায় যে, ভূমি হইতে সাড়ে তিন ফিট করিয়া গুঁড়ি সকল উচ্চ হইয়াছিল আর তাহাদের বেড় ৩।৪ ফিট করিয়া মোটা হয়। বৃক্ষের এই উচ্চতা পরিমাণানুসারে অবশ্য সমধিক হইয়াছিল বলিবার আবশ্যক নাই।

ঐ সকল চারা এক বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমের সময় রাজামন্ত্রি সরকার হইতে আনীত হয়, তাহাতে ১৭ বৎসর মধ্যে ঐ প্রকার বৃদ্ধিশীল

হইয়া উঠে। অতএব এতাদৃশ স্বল্প কালের মধ্যে যদিস্যাৎ ঐ গাছ এবম্প্রকার বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া জাহাজ নির্মাণের উপযোগী হইল তবে ইংলণ্ডের ওক গাছের সহিত ইহার তুলনা করিয়া ইহার বিষয়ে মনোযোগ ও উৎসাহ দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই গাছের চারা বীজ হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হয় আদৌ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে, যেহেতু বারম্বার দেখা গিয়াছে এক গাছের বীজ লইয়া বপন করতঃ কেহ বা কৃতকার্য্য হয়েন কাহারও বা যত্ন নিতান্ত বিফলে যায়।

সেগুনের ফল অতিশয় শক্ত, তাহার মধ্যে চারিটা করিয়া গহ্বর আছে, প্রত্যেকে এক একটা বীজ থাকে। সেই বীজ ভূমির মধ্যে বপন করিলে ১৮ মাস পর্য্যন্ত তাহা হইতে গাছ উৎপন্ন হইতে পারে। সেগুনের বীজ অক্টোবর মাসে সুপক্ক হয়; সেই সময় গাছ হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার পর বর্ষার প্রারম্ভে অথবা উত্তরপশ্চিম দিকের বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে রোপণ করিতে হয়। যদিস্যাৎ ঐ সময়ে বীজ বপন করা যায় (ঐ সময়ের পূর্ব্বে রোপণ করিলে আরো ভাল হয়) তাহা হইলে চৌকার উপরি আচ্ছাদন দিয়া ছায়া করিয়া তন্মধ্যে এক এক ইঞ্চ অন্তর করিয়া পুতিবে ও তাহার উপরে এক ইঞ্চের চতুর্থ ভাগ পরিমাণে মৃত্তিকা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দিবে, পরে পচা খড় অথবা ঘাস সেই মৃত্তিকার উপর ছড়াইয়া দিবে, অপর শুখার সময়ে সর্ব্বদা জল দিবে, তাহা হইলে মৃত্তিকা সরস থাকিবে। এইরূপ করিয়া বপন করিলে চারি সপ্তাহের পর আট সপ্তাহ মধ্যে ঐ সকল বীজের প্রত্যেক হইতে এক অবধি চারিটা হইবে। কখন কখন এরূপ ঘটনা হয় যে অনেক বীজ উক্ত নিয়মিত সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত না হইয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে অঙ্কুরিত হয়; যদিও এরূপ ঘটনা সর্ব্বদা হয় না বটে, তথাপি এমত ভূমিতে বীজ বপন করা কর্ত্তব্য যাহা পর বৎসরের বর্ষা পর্য্যন্ত অঙ্কুর হইবার অপেক্ষায় রাখা যাইতে পারে। এবিষয়ে প্রবিধান না করাতে অনেক ব্যক্তি ইহার কোন কোন বীজ অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া সেই ভূমি খনন পূর্ব্বক তাহাতে অন্য শস্য বুনিয়া পরিশ্রম বিফল করেন।

সেগুনের চারা উৎপন্ন হইবার সময় অতি ক্ষুদ্র থাকে, কপিশাকের চারা প্রথমতঃ যেরূপে বাহির হয় প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে, কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে বাড়িয়া উঠে। চারা সকল বাহির হইয়া এক বা দুই ইঞ্চ উচ্চ হইলে তুলিয়া লইয়া অন্য স্থানে ছয় ছয় ইঞ্চ অন্তরে এক একটা পুতিয়া দিতে হয়, সেখানে আগামী বর্ষা পর্য্যন্ত থাকিবে। এক বৎসর পরে তথা হইতে তুলিয়া লইয়া যেখানে বরাবর থাকিবে সেই স্থানে পুতিয়া দিবে। মধ্যে একবার অন্য স্থানে না পুতিয়া চারা সকল দুই বা তিন ইঞ্চ উচ্চ হইলে যেখানে বৃদ্ধিশীল হইবে একেবারে তথায় রোপণ করিলেও গাছ হইতে পারে, কিন্তু এপ্রকারে রোপণ করা বড় ভাল নহে, এতদপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম উত্তম, কেননা এক স্থানে থাকিয়া চারা সকল তিন চারি ইঞ্চ উচ্চ হইলে তাহাদিগকে স্থানান্তরে রোপণ করিতে অনেক ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ মূল শিকড় নষ্ট হইতে পারে তাহাতে চারার বৃদ্ধি বিষয়ে হানি এবং কখন কখন গাছ শুষ্ক নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভব।

কলিকাতার চতুর্দ্দিকে এই গাছ অতিশয় বাড়িয়া উঠে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যৎসামান্য তদারক করাতে কোন কোন বৃক্ষ বিশেষ বৃদ্ধিশীল হইয়াছে কিন্তু এস্থলে ইহাও

বক্তব্য যে নিম্ন অথবা জলপ্লাবিত ভূমিতে ইহার বীজ বপণ অথবা চারা রোপণ করিলে ফল দর্শে না। অপর যে স্থানে চারা পুতিবে তথায় বন্য বৃক্ষ বা তৃণাদি না জন্মে এ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে ও শুখার সময় প্রথম বৎসরে অল্প অল্প জল দিবে। যে সকল ভূমি উত্তম এবং যাহাতে উলু অধিক না জন্মে সেই সমস্ত জমীই সেগুন চারা রোপণের উৎকৃষ্ট স্থান। ঐ প্রকার ভূমিতে চারা রোপণ করিয়া ছয় মাস তদারক করিলে তাহার পরে আর ঐ সকল চারার প্রতি সাবধান করিতে হয় না। অঙ্কুর হওয়া অবধি দুইবার দুই স্থানে রোপণ করাতে সে সময় তাহাদের বয়ঃক্রমও ১৮ মাস হয়। ঐ সময় চারা সকল ভূমির উর্ব্বরত্বের তারতম্যানুসারে ৫ অবধি ১০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, সুতরাং কেবল উত্তর পশ্চিমা বায়ু ব্যতীত অন্যান্য উৎপাত হইতে আপনা হইতেই রক্ষিত হয়।

সেগুণ গাছের চারা যেখানে থাকিয়া বৃদ্ধিশীল হইবে তথায় কত অন্তর করিয়া চারা সকল রোপণ করিবে এতদ্বিষয়ে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই, কৃষিকারীরা স্ব স্ব বুদ্ধিতে তাহা স্থির করিতে পারিবেন। ফলতঃ ওক গাছ যে প্রকার অধিক অন্তর করিয়া রোপণ করিতে হয় সেগুনের চারা তদ্রূপ অধিক অন্তর করিয়া রোপণ করিতে হয় না; ওক গাছের শাখা সকল বক্র হয় এবং তাহা বাঁকা করা আবশ্যকও বটে, কেননা তাহা জাহাজ ইত্যাদির বাঁকা কর্ম্মে লাগে। কিন্তু সেগুণ গাছ স্বভাবতঃ সরল হয় এবং বঙ্গদেশে প্রায় সকল প্রকার সরল গঠনাদিতেই ব্যবহার্য্য হয়। এদেশের বাঁকা গঠনে প্রায় শিশুকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকে অতএব সেগুন কাষ্ঠ যত সরল হয় ততই কর্ম্মণ্য হইতে পারে। ইহাতে এই গাছের চারা অধিক অন্তর করিয়া রোপণ করিবার আবশ্যক নাই। ৮।১০ ফিট অন্তর পাঁচ পাঁচটি গাছ অর্থাৎ চারিদিকে চারিটি ও মধ্যে একটি করিয়া পুতিলেই হইবে। ফলতঃ চারা সকল ঐরূপে পরস্পরের সন্নিকটে রোপণ করিলে গাছ অধিক সরল হইতে পারিবে, ইহাতে অপর লভ্য এই যে, চারা সকল ক্ষুদ্রতাবস্থায় ঝড় ও উত্তর পশ্চিমা বায়ু হইতে পরস্পর রক্ষিত হইতে পারিবে। ঐ সকল চারা বাড়িয়া উঠিলে কতক গাছ কাটিয়া পাতলা করিয়া দিতে পারা যায়, সেই সকল কাটা গাছের কাষ্ঠ বৃথা নষ্ট হয় না, অনেক কর্ম্মে লাগে। এ দেশে সেগুনের বীজ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং এক শত বিঘা ভূমির মধ্যে বহু শত গাছ হইতে পারে, সুতরাং কতক গুলা ছোট গাছ কাটিয়া ফেলিলেও ক্ষতি বোধ হইবেক না, আর বীজ সুলভ, এ প্রযুক্ত অপকৃষ্ট ভূমিতেও অধিক চারা রোপণ করিলে হানি নাই।

যদিস্যাৎ ১০ ফিট অন্তর করিয়া পাঁচ পাঁচ চারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রেণীপূর্ব্বক রোপণ করা যায় তাহা হইলে বাঙ্গালা এক এক বিঘা ভূমিতে ১৪টা গাছ থাকিতে পারিবে। প্রথম বৎসরে ঐ সকল গাছের অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কেননা তাহা না করিলে অবশিষ্ট বৃক্ষসকল বৃদ্ধির নিমিত্ত স্থান পাইবেক না, কিন্তু সে সময়ে ঐ সকল গাছ এক একটা এক এক টাকায় বিক্রয় হইতে পারিবে!

তদনন্তর দশ অবধি বিশ বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট গাছের অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কেননা তাহা না করিলে তদবশিষ্ট বৃক্ষ সকল যথেষ্ট স্থান পাইয়া সমধিক বৃদ্ধিশীল হইতে পারিবেক না, কিন্তু তৎকালে ঐ সকল বৃক্ষের এক একটা চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে।

তৎপরে বিশ অবধি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট গাছেরও অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিবে তাহা হইলে প্রথম রোপিত চারার অষ্টম ভাগ মাত্র থাকিবে এবং সে সকল প্রচুর স্থান পাইয়া উত্তমরূপে বৃদ্ধিশীল হইবে, কিন্তু তৎকালে যে সকল বৃক্ষ কাটা যাইবে তাহার প্রত্যেকটা আট টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে। অবশিষ্ট যে সকল গাছ বৃদ্ধির নিমিত্ত থাকিবে সে সকল সম্পূর্ণরূপে বড় হইলে তাহাদের গুঁড়ি ৩০ ফিট উচ্চ ও ৪ ফিট মোটা হইবে, তাহাতে কাষ্ঠব্যবসায়িদিগের পরিমাণানুসারে ১২ ইঞ্চ ইস্কোয়ের কাষ্ঠ হইবে। এইরূপ হইলে গাছের দৈর্ঘ্যাদি সমুদায় ত্রিশ কিউবিক ফিট অথবা ওজনে প্রায় ৩৬।৩৭ মোণ হইবে, যদিস্যাৎ এক কিউবিক ফুটের মূল্য গড়ে এক টাকা হয় তাহা হইলে এক এক গাছে ৩০ টাকা হইতে পারিবে। সেগুন কাষ্ঠ এদেশে যে প্রকার বিবিধ কার্য্যে লাগে তাহাতে কস্মিন কালে ইহার মূল্য ন্যূন হইবে এমত বোধ হয় না। এতদ্দেশে বাণিজ্য কার্য্যের বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে জাহাজ নির্ম্মাণ অধিক হইবে তাহাতে ইহার মূল্য বরং বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। আর যদিস্যাৎ ন্যূন মূল্যই ধরা যায় তাহা হইলেও প্রত্যেক ইস্কোএর বিঘায় যে ৪২ টা করিয়া গাছ অবশিষ্ট থাকিবে তাহার এক একটার মূল্য অন্ততঃ ২০ টাকাও হইতে পারিবেক।

অতএব এক বিঘা ভূমিতে সেগুন গাছ রোপণ করিলে ত্রিশ বৎসরে নিম্ন লিখিত প্রকার লভ্য হইবেক।

প্রথম দশ বৎসর মধ্যে ১৭০ টা গাছ কাটিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকের মূল এক টাকার হিং ১৭০

দ্বিতীয় দশ বৎসর মধ্যে আর ৮৫ টা বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে, তাহার এক একটার মূল্য ৪ টাকার হিং ... ৩৪০

তদনন্তর পাঁচ বৎসর পরে ৪৩ টা কাটা যাইবে তাহার প্রত্যেকের মূল্য ৮ টাকার হিং ৩৪৪

শেষে ত্রিশ বৎসর পরে অবশিষ্ট ৪২ টা গাছ ন্যূনকল্পে ২০ টাকার হিসাবে বিক্রীত হইলে ৮৪০

অতএব এক বিঘা ভূমি হইতে ত্রিশ বৎসর পরে সমুদায়ে লভ্য ... ... টাকা ১৬৯৪

কেবল গুঁড়ি হইতে উক্ত প্রকার লভ্য হইতে পারিবে, তদ্ভিন্ন গাছের বৃহৎ শাখা সকল অনেক কর্ম্মে লাগিবাতে সে সকল বিক্রয়েও অধিক আয় হইতে পারিবেক।

উক্ত ষোল শত টাকা হইতে ভূমির ত্রিশ বৎসরের খাজনা ও বৃক্ষ রোপণ, বেড়া দেওন এবং প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর তত্ত্বাবধারণের খরচা বাদ পড়িবেক।

জমীর খাজনা এ দেশে উচ্চকল্পে বিঘাপ্রতি তিন টাকার অধিক নহে অতএব বিঘাপ্রতি তিন টাকা খাজনা ধরিলে ত্রিশ বৎসরে সমুদায় রাজস্ব ... ৯০

বৃক্ষ রোপণ ও বেড়া দেওনের খরচ অনুমান ২০

প্রথম পাচ বৎসর তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত এক জন লোকের বেতন শালিয়ানা ৩৬ টাকার হিং ... ১৮০

তদনন্তর ২৫ বৎসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তদারক করিতে পারে তাহাকে বিঘা প্রতি

শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বৎসরে ৩০০

অতএব এক বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরে সমুদায় খরচ ৫৯০

যে ভূমিতে সেগুণ গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে গাছ ক্ষুদ্র থাকিবার সময় প্রথম কয়েক বৎসর গাছের মধ্যে মধ্যে আলু, কলাই, লাউ ইত্যাদি রোপণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে যে আয় হয় তদ্দ্বারা ঐ সময়ে গাছের প্রতি পরিশ্রমের বেতন পোষাইবার সম্ভব। তদনন্তর আর কোন খরচ নাই কেবল পশ্বাদির নিবারণার্থ একটা বেড়া করিয়া দিতে হইবেক।

সেগুন গাছ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে এই অনুমান করিয়া তদনুসারে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা গেল, কিন্তু ঐ কাল অপেক্ষাও অধিক বৎসর ঐ গাছ থাকিতে পারে তাহাতে গাছের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে সুতরাং মূল্যেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবেক।

থোমেস বারনেট সাহেব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরি জি, এইচ, বারলো সাহেবকে ইংরাজী ১৭৯৯ সালে ৮ নবেম্বরে যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সঙ্গে তাহার তাৎপর্য্য যোগ করা উপযুক্ত বোধ হওয়াতে নিম্নে তন্মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

"কিয়দ্বৎসর গত হইল এদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেগুন গাছ উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের আদেশে কতকগুলা সেগুনের চারা নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সময়ে জেলা রামপুর বোয়ালিয়াতেও কতক চারা পাঠান যায়। কিন্তু এই শেষোক্ত স্থানে ঐ সকল চারা অতি আশ্চর্য্য প্রকারে বৃদ্ধিশীল হইয়াছে—এখন সে সকলের উচ্চতা বিশ ত্রিশ ফিট ও বেড় প্রায় এক ফুট হইবে, ঐ সকল কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, এক্ষণে এমত বোধ হয় যে তাহা পেগু দেশের সেগুন কাষ্ঠ অপেক্ষা ভাল।"

২। কুসুম ফুলের চাস এবং বাণিজ্যার্থ বড়ি প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

ঢাকা অঞ্চলে কুসুম ফুলের চাস কি প্রকারে হইয়া থাকে এবং বাণিজ্যার্থ তাহার বড়ি কিরূপে প্রস্তুত হয় তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

অনেক দিনের পুরাতন চর ভূমি কিম্বা উচ্চ জমি যেখানে বৎসর বৎসর বন্যার জল আসিয়া প্লাবিত করে এরূপ তেজাল বালুকাময় ভূমিই কুসুমফুল চাসের উপযুক্ত। ঐ জমীতে বন্যার জল শুকাইয়া গেলে দুই তিন বার লাঙ্গল দিবে, পরে মই দিয়া মাটি সমান করিয়া দিবে, তদনন্তর ঐ মাটিতে যে সকল ক্ষুদ্র গাছ এবং পূর্ব্ব ফসলের গোড়া থাকে তাহা উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলিবে, তৎপরে তাহাতে বীজ ছড়াইবে। ১০২ হাত লম্বা এবং ৮৫ হাত চৌড়া এমত এক বিঘা জমিতে ছয় সের বীজ হইলেই যথেষ্ট হইবে। বীজ ছড়ান হইলে আর এক বার লাঙ্গল দিতে হইবে তাহার পর এক বার এইরূপে মই দিবে যেন তাহার দ্বারা বীজ সকল দুই তিন ইঞ্চ মাটির নীচে পড়ে। এই প্রকারে বীজ বপন হইলে অল্প দিনের মধ্যেই চারা বাহির হইবে, তাহার পর যে পর্য্যন্ত চারা সকল ১০ বা ১২ ইঞ্চ উচ্চ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যস্থ গাছ গাছড়া নিড়াইয়া দিতে হইবেক। চারা দশ বারো ইঞ্চ বড় হইলে তাহার মধ্যে অন্য গাছ জন্মিতে পারে না, কেবল চারাই বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে, অতএব তাহার পর নিড়াইবার আবশ্যক নাই। কার্ত্তিক মাসের পহিলা অবধি অগ্রহায়ণ মাসের দশই পর্য্যন্ত অথবা ইংরাজী অক্টোবর

মাসের মধ্য হইতে নভেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপনের উত্তম সময়, ঐ সময়ের মধ্যে যত অগ্রে বীজ বপন হইবে ততই ফসলের পক্ষে মঙ্গল, কেননা প্রথম প্রথম রোপণ করিতে পারিলে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে অথবা মার্চ্চ মাসের প্রথমে যে উত্তর পশ্চিমা বাতাস বহে তাহাতে ফসলের হানি হইতে পারিবে না। বৃষ্টির সময় ফুল তুলিতে গেলে অত্যল্প ফুল পাওয়া যায় এবং তাহার গুণও ভাল হয় না। ঝড় বাতাস দ্বারা কুসুম ফুলের যে হানি হয় তাহার প্রতীকারের উপায় আছে এবং ঐ ক্ষতি শুধরান যাইতে পারে, কিন্তু শিলাবৃষ্টি হইলে সমুদায় ফসল নষ্ট হইয়া যায়, তাহা শুধরাইবার উপায় মাত্র নাই। যাবৎ গাছে কুঁড়ি থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত ফুল তোলা ও তদ্দ্বারা বড়ি প্রস্তুত হইতে পারে, পরন্তু যদিস্যাৎ ভাল সময় হয় তাহা হইলে মে মাস পর্য্যন্ত ঐ ঐ কর্ম্ম হইতে পারে।

জানুয়ারি মাসের মধ্যভাগেই কুসুম ফুলের গাছে কুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতে এক এক দিন অন্তর ফুল তুলিবে, ফুল তুলিবার সময় কৃষিকারিকে আপনার কোমরে এক খান কাপড় জড়াইয়া কোঁচড় করিতে হইবে। ডাইন হাতের দুই তিনটী আঙ্গুল দিয়া ফুলের পাবড়ীগুলি আস্তে আস্তে তুলিয়া কোঁচড়ে রাখিবে এবং পাবড়ীর সঙ্গে বোঁটা অথবা শুক্না পাতা কোন প্রকারে না আসিতে পারে এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। এইরূপে ফুল তোলা হইলে সন্ধ্যাকালে সে সকল একত্র করিয়া জল দিয়া ঈষৎ ভিজাইয়া পিষিবে, পরে একটা চৌড়া গামলায় ফেলিয়া রাখিবে এবং তাহার উপরে অনুমান করিয়া এত জল দিবে যেন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ভিজা থাকিতে পারে। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ সকল পিষ্ট কুসুম ফুলের অনাবশ্যক জরদা রঙ্গের রস ঝরাইবার নিমিত্ত একখান দরমা এক দিকে কিছু উচ্চ করিয়া পাতিবে এবং গামলা হইতে ঐ পেষা ফুল লইয়া তাহার উপরে ফেলিবে, এক এক খান দরমায় আধ গামলা পেষা ফুল ধরিতে পারে, ঐ পরিমাণে ঐ পিষ্ট ফুল দরমায় রাখিয়া দুই হাতে দুইটা কাঠি ধরিয়া তাহার উপর ভর দিয়া সেই পেষা ফুল পদদ্বারা মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ঐরূপে মাড়াইতে মাড়াইতে সমুদায় জরদা রঙ্গের রস নির্গত হইয়া পড়িয়া যাইবে, রস গড়াইয়া শুষ্ক হইলে তাহার উপর জল ছিটাইয়া পুনর্ব্বার সরস করত মাড়াইতে থাকিবে, কেননা এইরূপ করিলে সমুদায় জরদা রং নিঃশেষরূপে নির্গত হইবে। এই প্রকারে জরদা রঙ্গ নির্গত হইয়া গেলে ঐ পিষ্ট ফুলে আকরোটের মত বড় করিয়া বড়ি পাকাইবে এবং পাকাইবার সময় হাত দিয়া চাপিয়া অবশিষ্ট রসও নির্গত করিবে। পরে গুনচটে অথবা দরমার উপরে চেপটা করা বড়ি ফেলিয়া শুকাইলেই বাণিজ্যের উপযুক্ত কুসুম-ফুলের বড়ি হইবে। কুসুমফুলের চাস করিয়া বিঘা প্রতি যদিস্যাৎ ৮ বা ৯ সের ঐরূপ বড়ি পাওয়া যায় তাহা হইলেই উত্তম ফসল হইল।

রাইয়তদিগের পক্ষে কুসুম ফুলের চাস অধিক লভ্যদায়ক, কেননা এই চাসে উচ্চকল্পে ৭ বা ৮ মাস মাত্র জমি আবদ্ধ থাকে তাহার পরে সেই ভূমিতে বর্ষার ফসল আমন ধান্য হইতে পারে। কুসুম ফুলের চাস করিলে ফুল অপেক্ষা বীজই অধিক হয় বটে, কিন্তু সে সকল বীজ বৃথা যায় না। বাজারে এক এক মোন এক এক টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়, যে সকল বীজ মন্দ পর বৎসরে বুনানীর যোগ্য না হয় তাহা একত্র করিয়া কুটিয়া সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে

এক প্রকার তৈল বাহির হয়, কিন্তু ঐ তৈল দুর্গন্ধ, তাহাতে খাদ্য সামগ্রী পাক করা হইতে পারে না, কেবল জ্বালানি হইয়া থাকে। অপর বীজের ছাল সকলও নষ্ট হয় না, তাহা গোবৎসাদি পশুর হাঁস মুরগি ইত্যাদি পক্ষীর আহার হয়, আর কুসুম ফুলের শুক্না কাঠি সকলও ব্যর্থ নষ্ট হয় না, তাহা দীন দরিদ্র লোকের জ্বালানি কাষ্ঠ হয়।

কলিকাতা নগরে কুসুম ফুলের বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়াতে কয়েক বৎসরাবধি উহার চাস অধিক এবং মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে, অনেক অনেক বাণিজ্যকারিদিগের মোক্তিয়ারেরা যেখানে কুসুম ফুলের চাস ও বড়ি প্রস্তুত হয় তথায় গিয়া ক্রয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত থাকে যেমন প্রস্তুত হয় ক্রয় করিয়া লয়। গত বৎসর যে ফসল হইয়াছিল তাহার মধ্যে উত্তম প্রকার ফসলের মোন পঞ্চাশ অবধি পঞ্চান্ন টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। কুসুম ফুলের সকল প্রকার বড়ির গুণ সমান দেখা যায় না, ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; তাহার কারণ এই, প্রদেশের কৃষিজীবিরা তাহাতে ভেজাল দেয়। নীলকরেরা যেমন নিজ চাস করে তাহার মত কোন কোন বাণিজ্য-কারী স্বয়ং ঐ চাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের লভ্য হয় নাই, ফলতঃ প্রস্তুত করা কুসুম ফুলের বড়ি ক্রয় করিতে যত লাগে নিজে চাস করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিলে অধিক খরচা পড়ে! তুলা, মরিচ, শণ এবং অন্যান্য বাঙ্গালা চাস রাইয়তেরা নিজে করিলে তাহাতে তাহাদের লাভ হয়, কেননা সপরিবারে চাসের কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের নিজ চাসে গাছ নিড়ান ও ফুল তোলা এই দুই কর্ম্ম স্ত্রীলোকদের হইতেই হয়, অপর সপরিবারে সর্ব্বদা ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগী থাকাতে গোরু বাছুরে হান করিতে পারে না, ফলতঃ এই সকল কারণেই চাসারা নিজে চাস করিলে তাহাদের লভ্য হয়, ইংরাজেরা চাস করিতে গেলে তাঁহাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কুসুম ফুল কেবল হরিদ্রা রঙ্গের জন্য প্রস্তুত হইত, তাহার সারভাগের গুণ অজ্ঞাত থাকাতে তাহা সিটার ন্যায় ফেলিয়া দিত।

৩। ইক্ষুর চাস।

ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের দশ বারো দিনের মধ্যে জমিতে চাস দিতে হইবেক। লাঙ্গল চারি বারের কম হইবেক না, অধিক দিতে পারিলে ভাল। তাহার পরে খইল, গোবর ও দেয়ালভাঙ্গা মাটী জমিতে মিশাইয়া আবার লাঙ্গল দিবে, তাহার পরে মই দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মাটি ধুলার ন্যায় হইবে, তাহার পরে জমিতে দাড়া টানিতে হইবে, তাহা হইলে দাড়ার মধ্যে মধ্যে এক এক জোল হইবে, সেই জোলের মুটম হাত অন্তরে ইক্ষুর বীজ পুতিতে হইবে। বীজ পুতিবার সময় খইলকে ঢেঁকিতে কুটীয়া মিহিন করিয়া এক এক খাদে এক এক পোয়া দিবে। বীজ পোতা হইলে দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোজ রোজ এক এক সের জল এক এক গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। পোনর দিন পরে গোবরের সার ও খইল মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিয়া মাটি খুঁচিতে হইবে। ঐ বীজের গোড়া চারি পাঁচ দিন শুকনা করিতে হইবেক, শুষ্ক হইলে পরে জল সেঁচিয়া দিতে হইবে। জল মাটিতে টানিয়া আসিলে দাড়ার মাটি বীজের গোড়ায় দিতে হইবে। এইরূপ করিলে ইক্ষুর প্রথম পাইট হইবে। এই প্রকার সেঁচ ও দাঁড়া টানা তিন বার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে গাছ

যদ্যপি গজিয়া না উঠে তবে পুনরায় সেঁচ দিতে হইবে। যখন দুই ফুট আন্দাজ গজিয়া উঠিবে তখন পাতা বান্ধিতে ও ভাঙ্গিতে হইবে ও ক্ষেতের মধ্যে ঘাস পালা সাফ করিতে হইবে ও ইক্ষু শুষ্ক হইলে সেঁচ দিতে হইবে। এরূপ করিলে গাছে পোকা ধরিতে পারিবে না। ফাল্গুন মাসে আউক কাটিবার লায়েক হইবে। এক ফসল বাদে আউকের মুড়ি রাখিলে আর এক ফসল হইতে পারে। কিন্তু সে ফসলের নিমিত্ত অধিক পাইট দরকার করে না। আউক কাটা হইলে ঘাস পালা সাফ করিয়া গাছের গোড়ায় এক এক সেঁচ জল দিতে হইবে, তাহার পর জমিতে কোপ দেওয়া আবশ্যক। পরে সার মাটি দিতে হইবেক ও মাসে মাসে একটা একটা সেঁচ দিতেহইবেক। উপরি উক্ত প্রকারে পাতা ভাঙ্গিয়া ও বান্ধিয়া দিতে হইবেক।

ইক্ষুর চাস জন্য উচ্চ দোআঁসলা মাটি চাই। এক বিঘা জমিতে চাস করিতে গেলে ২৫।৩০ টাকা খরচ পড়ে। তাহাতে প্রায় ৬০।৭০ টাকার ইক্ষু তৈয়ার হইতে পারে। সেই ইক্ষুকে মাড়িয়া গুড় করিলে ১০০ টাকা হইতে পারে।

উপরে কেবল দেশী আউকের সংক্রান্ত বিষয় বলা গেল। দেশী আউকের অপেক্ষা ওটাহিটি ও চিনদেশের আউকে অধিক গুড় পাওয়া যায়। ওটাহিটি আউক মোটা ও আবাদ করিতে গেলে অনেক জায়গা লাগে। চিনের আউক সরু সুতরাং কম জায়গা লয়। কিন্তু এক বিঘা জমীর ওটাহিটি ও চিনের আউকের গুড় বাহির করিলে চিনের আউকের গুড় ওজনে ভারি হইবে, এই জন্য চিনের আউক আবাদ করিলে অধিক লাভ হইতে পারে। চিনদেশের আউক বড় শক্ত, এ কারণ তাহাতে পোকা লাগিতে পারে না ও অধিক তাত হইলেও হানি হয় না। এক বিঘাতে ঐ আউক চাস করিলে ২০০ মোন আউক পাওয়া যায়। দেশী আউকেতে ১৫০ মোনের অধিক হয় না। চিনের আউক হইতে যে গুড় হয় তাহার ছিবড়ের সহিত ওজন করিলে গুড়ের ওজন অর্দ্ধেকের অপেক্ষা ভারি হইবে। চিনের আউক সরু বটে, কিন্তু লম্বে দশ বারো ফিট হয় ও কাটা হইলে এক এক এক আউকের গোড়া হইতে প্রায় কুড়িটা আউকের চারা হইতে পারে।

ইংরাজী ১৮৫৪ সালের জুলাই মাস অবধি ১৮৫৫ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে বিলাত ও অন্যান্য দেশে ১২৮৯৫৪৩ মোন আউকো ও খেজুরে চিনি রপ্তানি হইয়াছে তাহার মধ্যে বিলাতে ৮৮২৪৯৯ মোন গিয়াছে। বিলাতে ১১৭৬০০০০ মোন চিনি বৎসর বৎসর খরচ হয়। এদেশ হইতে যত চিনি রপ্তানি হয় বোধ হয় তাহার চারি পাঁচ গুণ অধিক এখানে জন্মে ও খরচ হয়।

৪। ফ্লাক্সের চাস।

যে গাছে তিসি হয় সেই গাছের ডাঁটার আঁসে ফ্লাক্স তৈয়ার হইয়া থাকে। বিলাতে প্রতি বৎসর ২২৫২৬৮ টন অর্থাৎ প্রায় এক ক্রোড় মোন ফ্লাক্স আমদানী হয়। তথায় ঐ দ্রব্য নানা কর্ম্মে লাগে কিন্তু খরচার পড়্‌তা অধিক হয় অতএব অনেকে তাহাতে কেবল পরিবার কাপড় তৈয়ার করিয়া থাকে। ফ্লাক্সে যে সকল কাপড় প্রস্তুত হয় কাপাসের কাপড় অপেক্ষা সে সকল অধিক দামে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইদানি এদেশের অনেক স্থানে ফ্লাক্সের গাছের চাস হইয়াছে, কিন্তু চাসী লোকেরা

তাহাতে কি প্রকারে অধিক তিসি জন্মিবেক এই বিষয়েই ব্যস্ত থাকে, ফ্লাক্স তৈয়ার করণের বিষয়ে মনোযোগ করে না। কিয়ৎকাল হইল ইংরাজ ও ফরাসিদের রুশিয়ার সহিত লড়াই হওয়াতে রুশিয়া দেশ হইতে বিলাতে তিসির আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। এদেশ হইতে যে তিসি রপ্তানি হইত তাহাতেই বিলাতে কর্ম্ম চলিয়াছিল, সুতরাং এখানকার লোকদের তিসির ব্যবসাতে কয়েক বৎসর অধিক লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হওয়াতে রুশিয়া হইতে পূর্ব্বের ন্যায় বিলাতে তিসির আমদানী হইবে অতএব এখন এদেশের চাসী লোকদের কেবল তিসির উপর নির্ভর করা উচিত হয় না। এক্ষণে তিসির গাছ হইতে ফ্লাক্স তৈয়ার করিতে মনোযোগ করিলে ভাল হয়। ফ্লাক্স তৈয়ার করণে অধিক যত্ন করিলে তিসি অপেক্ষা তাহাতে অধিক লভ্য হইবেক। যদিও রুশিয়া ও অন্যান্য দেশ হইতে বিলাতে ফ্লাক্স আমদানী হইতেছে, তথাচ সেখানে ঐ দ্রব্য দিন দিন নানা কর্ম্মে অধিক ব্যবহার হওয়াতে তাহার খরচ বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব ভালরূপে তৈয়ার করিয়া তথায় পাঠাইলে অলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। ভাল রকমের ফ্লাক্স বিলাতের সকল স্থানেই দামে বিক্রয় হয়, যেটে রকমের ফ্লাক্স যদিও তথায় অধিক কাটে না তথাচ ডণ্ডি * দেশের কলে তাহারও অধিক কাটতি আছে।

এদেশে এক্ষণে যে ভালরূপ ফ্লাক্স তৈয়ার হয় না তাহার কারণ এই, যে ক্ষেতে বীজ বুনিয়া ফ্লাক্সের গাছ করে সেই ক্ষেতে সরিষা ও অন্যান্য রবিশস্য বুনিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল গাছ হওয়াতে ফ্লাক্সের গাছের তেজ থাকে না, সুতরাং তাহা হইতে ভাল আঁষ হইতে পারে না।

যদি ভালরূপে ফ্লাক্স তৈয়ার করা অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে ক্ষেতে কেবল তিসির বীজ ঘন ঘন করিয়া পুতিবে। গাছ ঘন ঘন না হইলে চারিদিকে অনেক ডাল পালা বাহির হইবে তাহাতে গাছ উচ্চ হইয়া উঠিবে না। গাছ তিন চারি ফিট উচ্চ হয় এবং ডাল পালা না জন্মে ও ডাঁটা খুব সরু হয়, তাহা হইলেই ভাল ফ্লাক্স হইবেক। এদেশে অক্টোবর মাসে তিসির বীজ পুতিবেক তাহাতে মার্চ্চ মাসে গাছ তৈয়ার হইবেক। ফ্লাক্সের ক্ষেত উচ্চ করিবে, উচ্চ জমিতেই বীজ পুতিবে; যে জমিতে জল পড়িলে বাহির হয় না তাহাতে কখন ফ্লাক্সের গাছ হইতে পারে না, অতএব ঐরূপ ভূমিতে কখন বীজ বুনিবেক না। ফ্লাক্সের গাছের নিমিত্ত অধিক সার দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবেক, ঐ প্রকার তৈয়ারি জমিতে বীজ পুতিলেই গাছ তাজা হইয়া উঠিবে। কিন্তু যে জমিতে একবার ফ্লাক্সের চাস হইবেক তাহাতে সে বৎসর আর ফ্লাক্স দিবেক না, অন্য কোন দ্রব্যের চাস করিবে। তাহার পর বৎসরে ঐ জমিতে ফ্লাক্সের চাস হইতে পারিবে। অপর ফ্লাক্স চাসের নিমিত্ত জমিটি কিছু আঁটাল করা আবশ্যক, কারণ নরম মাটি থাকিলে ঝড়ে ও বৃষ্টির ঝাপটে চারা সকল পড়িয়া যাইতে পারে, চারা একবার পড়িয়া গেলে তাহাকে খাড়া করা বড় কঠিন। জমিতে ফ্লাক্সের বীজ বুনা হইলে এক মাস না হইতে হইতে নিড়াইতে হইবেক, গাছে তিসি জন্মিয়া যখন তাহা পুষ্ট হইবে তখন তিসি পাকিবার ও পাতা ঝড়িয়া পড়িবার অগ্রে জমি হইতে গাছ সকল তুলিয়া

* এই সহর স্কটলণ্ডদেশে আছে—স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের নিকটস্থ।

দিবেক। পরে যে প্রকারে পাট করিয়া জলে জন্মিয়া তাহা হইতে পাট তৈয়ার করে, সেই প্রকারে ঐ সকল গাছ জলে পচাইয়া তাহা হইতে আঁষ বাহির করিবেক। পচাইবার সময় এই বিষয়ে অধিক সাবধান হইতে হইবেক যেন গাছ অধিক না পচে, কারণ অধিক পচিলে আঁস সকল শক্ত হইবেক না।

বিলাতে সামান্য ফ্লাক্সের দর ফি টন ৩৫ পৌণ্ড হইতে ৫০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রতি সাতাশ মোন দশ সেরের দাম ৩৫০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

কিয়ৎকাল গত হইল বেহার অঞ্চলে ফ্লাক্স উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ফ্লাক্স প্রস্তুত করণ বিষয়ে যত যত্ন হইয়াছিল চাসের বিষয়ে তত মনোযোগ হয় নাই এবং কল ইত্যাদি খরিদ করিতে অনেক ব্যয় হইয়াছিল, এই কারণে ঐ চেষ্টায় কোন ফলোদয় হয় নাই।

পরে পঞ্জাবদেশে ফ্লাক্সের যেরূপ চাস হইয়াছিল তাহাতে বোধ হইতেছে ঐ দেশে ভাল রকম ফ্লাক্স উৎপন্ন হইতে পারিবে। বাঙ্গালা অপেক্ষা পঞ্জাব দেশে যে অধিক ফ্লাক্স হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র হয় না, কারণ পঞ্জাবে শীত অধিক এবং শীত অধিক দিন থাকে। কিন্তু অপকৃষ্ট রকমের ফ্লাক্স বাঙ্গালায় অনায়াসে জন্মিতে পারে, বিলাতে ঐ প্রকার ফ্লাক্সেরই অধিক কাটতি।

৫। তুতগাছের ছাল হইতে রেসম ও কাগজ প্রস্তুত করণ।

সকলেই অবগত আছেন যে নানা প্রকার জঙ্গলিয়া ও ঘরে রাখা পোকা হইতে রেসম উৎপন্ন হয়। যে রেসম সওদাগরি কর্ম্মে লাগে তাহা ইউরোপ ও এসিয়াস্থ তুতের পাতা খেকো অনেক রকম পোকা হইতে হয়। তুতগাছের ছাল হইতে যে রেসম হয় তাহা প্রায় ২৫০ বৎসর হইল প্রকাশ হইয়াছে। সম্প্রতি ইটেলি দেশস্থ লাটিরাই নামক এক ব্যক্তি ইউরোপীয় তুতের নরম ছাল হইতে উত্তম রেসম ও ঐ ছাল জলে ভিজাইয়া অনায়াসে কাগজ তৈয়ার করিয়াছেন। ইউরোপীয় তুতবৃক্ষ এদেশের তুত বৃক্ষ হইতে বড়। এদেশে গাছ ছয় মাস বড় না হইতে হইতে পাতা সকল ছাঁটা হয় ও তিন বৎসরের পরে গাছ উপড়িয়া ফেলা হয়, একারণে গাছ প্রায় বার ফিট উচ্চ হয় ও গুঁড়ির পার্শ্বস্থ ডাল সকল সরু হইয়া পড়ে। ইউরোপে পাতা খুব তেজাল না হইলে ছাঁটা হয় না, বৎসর বৎসর নূতন নূতন পাতা জন্মে, আর গাছ ৩০।৪০ ফিট উচ্চ হয় ও পার্শ্বস্থ ডাল পালা ঘন হয়। এক এক বৎসর অন্তর ঐ সকল ডাল পালা কাটিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া থাকে। ঐ ডাল পালার হইতে রেসম ও কাগজ তৈয়ার করা যাইতে পারে।

তুতগাছের ছালের রেসম ও কাগজ এগ্রিকলচরেল সোসাইটিতে লাটিরাই সাহেব পাঠাইয়াছিলেন। সওদাগরিতে যে রকম রেসমের কাটতি, সেই প্রকার রেসম তুত গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হইতে পারে কি না তাহা এক্ষণে নিশ্চয়রূপে বলা যায় না, কিন্তু লিনেনের নেকড়া অপেক্ষা ঐ ছালের দ্বারা কাগজ সস্তায় তৈয়ার হইতে পারে। কয়েক বৎসর হইল বিলাতে কাগজ তৈয়ার করা অধিক হইয়াছে, কিন্তু যে যে দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার সংখ্যা অল্প, এ কারণ উক্ত ছালের দ্বারা কাগজ করিলে বড় কর্ম্মে আসিতে পারিবে।

ইউরোপে যে তুত গাছ আছে তাহার ডাল পালাতে প্রতি বৎসর ২৫০০০০০ মোন জ্বালানি কাষ্ঠ হইতে পারে ও কাগজ করিবার জন্য ছয় লক্ষ মোন ছাল পাওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে এদেশের লোকদের এই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে চারা গাছের পাতাখেকো পোকা হইতে রেসম বাহির করিলে সে রেসম বিলাতীয় রেসমের ন্যায় ভাল হইতে পারে না। গাছ ভাজা ও বড় করিলে যে পোকা তাহার পাতা খাইবে তদ্দারা ভাল রেসম হইবে সেই গাছের ছাল হইতে কাগজও হইতে পারিবে।

৬। আরোরুট নামক পাল প্রস্তুত করিবার বিষয়।

ভারতবর্ষীয় আরোরুট বহুকালবধি ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দেশের উদ্যান ও শস্য ক্ষেত্রে রাশি রাশি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একজন প্রধান কৃষক উক্ত পাল উত্তমরূপে প্রস্তুত করিবার পশ্চাল্লিখিত ধারা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"রোপণ করিবার এক বৎসর পরে মৃত্তিকা হইতে মূল বাহির করিয়া জলেতে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ ঢেঁকিতে কুটিয়া শাঁসের ন্যায় নরম করিতে হইবেক। অনন্তর ঐ শাঁস একটা বড় টবের মধ্যে পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিলা তাহাতে যে ছিবড়া থাকে তাহা নিংড়িয়া ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁস মিশান শাদা জল মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া স্থির হইতে দিবে। জল স্থির হইলে পর তলস্থ শুভ্র সার জল হইতে পৃথক্ করিয়া পুনশ্চ তাহা জলে মিশাইয়া ছাঁকিতে হইবেক। অবশেষে তাহা পাতের উপরে রাখিয়া রৌদ্র দিয়া শুষ্ক করিলে ব্যবহারের যোগ্য হইবে।"

এই পাল জলেতে সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার সুখাদ্য মণ্ড হয় তাহা সাগু এবং টেপিওকা হইতে উত্তম, প্রধান প্রধান বৈদ্যেরা কহিয়াছেন যে উক্ত পাল বালক এবং রোগীর পক্ষে উত্তম পথ্য। ঐ মণ্ড পশ্চাল্লিখিত ধারাতে প্রস্তুত করা যায়, যথা এক মধ্যম চামচ পূর্ণ আরোরুট লইয়া শীতল জলেতে ভিজাইয়া তাহাতে তিন ছটাক ফুটন্ত উষ্ণ জল ঢালিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঘুঁটিয়া অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার মণ্ড হইবে। বয়ঃপ্রাপ্ত লোক দুর্ব্বলাবস্থায় তাহা সেবন করিলে যৎকিঞ্চিৎ চিনি এবং শেরি শরাব মিশ্রিত করা ভাল, কিন্তু শিশুদের নিমিত্তে দুই এক ফোঁটা মৌরি কিম্বা দারুচিনির আরক দেওয়া কর্ত্তব্য, কেননা শরাব দিলে শিশুদের উদরে অম্ল হয় এবং তৎপ্রযুক্ত রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। আরোরুট প্রস্তুত করণে জলের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ দুগ্ধ অথবা জল মিশ্রিত দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিশয় ক্ষীণ লোকের জন্য বিশেষতঃ দুর্ব্বল শিশুদের নিমিত্তে আরোরুটেতে হরিণ শৃঙ্গের চাঁচনী মিশ্রিত করিলে শুদ্ধ আরোরুট অপেক্ষা অধিক পোষক খাদ্য হয়। তাহা এই রূপে করা যাইতে পারে। প্রকৃত হরিণ শৃঙ্গের চূর্ণ এক কাঁচ্চা পরিমাণে এক পাইন্টবোতল জলেতে পঞ্চদশ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া, তাহা ছাঁকা দুই চামচ এক বাটী জলেতে উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া চূর্ণপাল তাহাতে সংযুক্ত করিয়া যথেষ্ট রূপে নাড়িয়া কতিপয় মিনিট পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করা। • শিশুর উদরে যদি অধিক বায়ু জন্মিয়া থাকে তবে তিন চারি অথবা পাঁচ ছয় ফোঁটা মৌরির আরক অথবা জায়ফল চূর্ণ সংযুক্ত করা

যাইতে পারে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের পক্ষে পোর্ট শরাব অথবা ব্রাণ্ডিই উত্তম হয়। এই প্রকার পথ্য দ্বারা এমত অনেকানেক শিশুর পোষণ করা গিয়াছে যাহারা কেবল স্তন্য দুগ্ধ পান করিলে অথবা মাংসের যুষ প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে কখন বাঁচিত না। কোন একজন ভদ্র কুলোদ্ভবা নারীর পাঁচ সন্তান তড়কা এবং উদরাময় বশতঃ নষ্ট হইবার পর অপর দুই শিশুকে উক্ত রূপ পথ্য প্রদান করাতে তাহারা এক্ষণে সুস্থ শরীরে জীবিত আছে।

ডাক্তার কাড়োগান নিজপ্রণীত শিশু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শিশুদের পক্ষে তরকারির সহিত মাংস যুষ সংযোগ করিলে ভাল হয়, তিনি যথার্থতঃ কহেন যে শিশুদের অধিকাংশ রোগ কেবল অধিক তরকারি আহার করাতেই হয়। পূর্ব্বোক্ত ধারায় তরকারিতে মাংসের স্বত্ব মিশ্রিত করিলে তাহা গর্ভধারিণীর দুগ্ধ তুল্য হয়, বরং তাহা রোগগ্রস্তা প্রসূতির দুগ্ধ অপেক্ষাও উত্তম।

জেমেকা উপদ্বীপের হেনেরি ষ্টর্ণ নামক সাহেব যিনি বহুকালাবধি আরোরুট এবং আরোরুট চূর্ণ প্রস্তুত করণে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তিনি লণ্ডন নগরীয় ব্যবসায়ীরা ঐ দ্রব্য কৃত্রিম করিত ইহা নিশ্চয় জানিয়া সেই সময় হইতে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, এক পোয়া অবধি এক সের পর্য্যন্ত পরিমিত আরোরুট আধারে বদ্ধ করিয়া স্বয়ং জেমেকা হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইবেন। আধারের উপর আপনার নাম স্বাক্ষর করিতেন সুতরাং, তাহা কেহ আর কৃত্রিম করিতে পারিত না এবং তাঁহারও যথার্থ, সুখ্যাতির হানি সম্ভাবনা হইত না। ষ্টর্ণ সাহেবের স্বাক্ষর সহিত ঐ প্রকার আরোরুট চারি টাকায় সের পাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন ধনপ্রয়াসী ব্যবসায়ী উৎকৃষ্ট আরোরুট বলিয়া যাহা তিন টাকায় সের বিক্রয় করে, তদপেক্ষা ঐ আরো-রুট যে উত্তম তাহার সন্দেহ নাই।

৭। টেপিওকা।

আমি টেপিওকা পৌডর প্রস্তুত করিয়া সোসাইটীতে নমুনা পাঠাইতেছি, যদিও ইহা সামান্য ক্যাশবা ফ্লাওয়ার ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় টেপিওকা এই দুয়ের গুণ ধারণ করে, তথাপি যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে সাধারণ ক্যাশবার গুঁড়া ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় টেপিওকা এই দুইয়ের কোনটার মধ্যে ইহা গণ্য হইতে পারে না, অতএব ইহার নাম টেপিওকা পৌডর রাখিয়াছি।

কিয়ৎকাল গত হইল আমি মেং এনড্রু সাহেবের নিকট হইতে ক্যাশবার কাটী কলম আনিয়া হাল্কা বালুকাময় উর্ব্বর ভূমিতে পাঁচ পাঁচ ফিট অন্তর করিয়া রোপণ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যদিস্যাৎ আমি আপনার আবাদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সময়ে সময়ে মূল বৃক্ষসকলের শাখাসকল কাটিয়া না দিতাম তাহা হইলে আরো অধিক শস্য পাইতে পারিতাম, কিন্তু সর্ব্বদা শাখাচ্ছেদনে বৃক্ষ সকল সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহাদের হানির সঙ্গে ফল হানি হইয়াছিল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতে যে সকল টেপিওকার মূল দেখিয়াছিলাম, আমার রোপিত টেপিওকা বৃক্ষের মূলও আকারে তদ্রূপ হইয়াছিল। আমি ঐ সকল মূল তুলিয়া লইয়া অগ্রে জল দিয়া ধৌত করি, পরে ছাল ফেলিয়া দিয়া, পেষণ

করিয়াছিলাম। তদনন্তর সেই সকল পেষণ করা পাল বস্ত্রে বাঁধিয়া নিষ্পীড়ন করাতে তাহার বিষাক্ত রস নির্গত হয়। ঐ নিষ্পেষিত পাল সকলে কদর্য্য রসের কতক অংশ উক্ত প্রকারে নির্গত হইয়া গেলে পর কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করিয়াছিলাম, তাহাতে অবশিষ্ট রস সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ঐ সকল পাল জলে মিশ্রিত করিয়া এরারুটের ন্যায় ছাঁকিয়া সিটা সকল ফেলিয়া দিলাম এবং দুগ্ধের মত যে ভাল সার অবশিষ্ট থাকিল তাহা থিতুইতে লাগিল। ঐ সার ভাগ থিতুইলে তাহার উপরের নির্ম্মল জল তুলিয়া ফেলিয়া দিলাম। পরে সেই সার ভাগে বারম্বার জল মিশাইয়া যাবৎ সম্পূর্ণ খাঁটি এবং একান্ত শুভ্র না হইল তাবৎ ঐরূপে ধৌত করিলাম, শেষে সূর্য্যের আতপে শুষ্ক করিয়া ভাল মলমল কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়াছি।

উক্ত প্রকার টেপিওকা পৌডর প্রস্তুত করণে অতি সামান্য পরিশ্রম লাগে; এই দ্রব্যের যেরূপ গুরুতর মূল্য এবং টাটকা ও খাটি টেপিওকার পাল যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা বিবেচনা করিলে আমার বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে টেপিওকার চাস আরব্ধ হইলে যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। এখানে উহার চাস হইলে অতিশয় পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যদায়ক টাটকা পাল কি ধনী কি নির্ধন সকলের পক্ষে সুলভ হইতে পারিবে। এক্ষণে ঐ দ্রব্য ভিন্নদেশীয় বাণিজ্যালয় মাত্রে প্রাপ্য হওয়াতে এ দেশের সহস্র ২ রোগী ও শিশু সহজে পাইতে পারে না; যদিস্যাৎ কেহ আপনার আয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তদর্থ অধিক ব্যয় স্বীকার করেন তাহা হইলেও অত্যল্প মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই টেপিওকার পৌডর এইরূপে ব্যবহার করিতে হয়, যথা—অগ্রে এক বড় চামচা নির্ম্মল জল দিয়া গুঁড়াসকলকে মণ্ডের মত করিয়া পরে তাহাতে উষ্ণ জল ঢালিয়া নাড়িতে হয়, তাহার পরে কেবল তিন মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে রাখিলে পরিষ্কৃত মোরব্বার মত হয়। কিন্তু যে সকল টেপিওকা দানাদার, তাহা জ্বাল দিয়া গলাইতে অনেক কাল বিলম্ব হয়।

পুং, রোপণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উর্ব্বর অথচ ভারি মৃত্তিকাতে টেপিওকা পুতিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

৮। আকন্দ গাছ।

আকন্দ গাছ অনেকের বাগানে ও বাটীর নিকট হইয়া থাকে ঐ গাছ নানা কর্ম্মে লাগে। উহার শিকড়, ছাল প্রভৃতিতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত ও দুগ্ধ জমাইয়া রাখিলে গেটাপার্চ্চার ন্যায় অনেক কর্ম্মে আসিতে পারে। গেটাপার্চ্চা ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের তারে জড়ান যায়, সে কর্ম্মে উক্ত জমা দুগ্ধ লাগিতে পারে না।

এ গাছ আরো যে এক কর্ম্মে লাগে তাহা মেজর হার্লিংস সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ১২ অথবা ১৮ ইঞ্চি লম্বে ইহার ডাল কাটিতে হইবে তাহার পরে তাহাদিগের ছাল ভাল করিয়া ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতরে যে তুলা থাকিবে তাহা একত্র করিবে। তুলার দুই পার্শ্বে সূতা দিয়া রগড়াইলে অথবা মিজিলে সেই তুলা একেবারে সূতা হইবে। যেমন দর্জিতে সেলাইয়ের জন্য তুলা মিজিয়া সূতা করে সেই মত করিতে হইবে। এই কার্য্যে জল আবশ্যক হইবেক না কেবল হাতের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। কেহ কেহ বলে আকন্দের সূতা ভিজাইলে শক্ত হয়।

মেজর হালিংস আকন্দের সূতার কাপড় ও দড়ি যাহা সোসাইটিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা শক্ত অথচ পাতলা বোধ হয়। যে যে কর্ম্ম ফ্লাক্সেতে হয়, আকন্দ সূতার দ্বারা তাহা হইতে পারে।

আকন্দ শুঁটী কার্পাসের শুঁটীর ন্যায়, সুতরাং ইহার শুঁটী হইতেও তুলা পাওয়া যায়। কার্পাসের তুলা যেমন শক্ত, আকন্দের তুলা তেমন নহে কিন্তু সহজে রং হয়। পঞ্জাবের এক জন লোকের দ্বারা মেজর হালিংস আকন্দের তুলায় এক খানি দুলিচা তৈয়ার করিয়াছেন তাহা বড় উত্তম হইয়াছে, যদি বিলাতের লোকের ন্যায় এদেশের লোকের যন্ত্র আদি ভাল হইত ও কিমিয়া বিদ্যা ভাল জানিত, তবে বোধ হয় এ সকল কর্ম্ম আরো উত্তমরূপে হইতে পারিত।

বঙ্গদেশে আকন্দ গাছ যত বড় হয় পঞ্জাবে তাহা অপেক্ষা অধিক বড় হয়। ঐ দেশে লোকেরা আকন্দ গাছের বড় বড় শিকড়কে ফাঁপা করিয়া সেতারের লাও করে, পাতা লইয়া জলে ফেলিয়া কষ করিবার কর্ম্মে লাগায় ও কাষ্ঠ পোড়াইয়া বারুদের কয়লা করে।

দয়াময় পরমেশ্বরের অনেক দ্রব্য হেয় কর্ম্মেও ব্যবহার্য্য হয়। পঞ্জাবে উক্ত গাছের দুগ্ধ লইয়া দাইয়েরা আপন স্তনে দিয়া কন্যা সন্তানদিগকে পান করাইয়া নষ্ট করে।

৯। তামাকু।

মৃত্তিকা এবং সার।—রংপুর জিলায় বিশেষতঃ তত্রত্য নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং তাহার ঠিক উত্তর পশ্চিম এবং পূর্ব্বভাগস্থ অঞ্চলে যে সকল উচ্চ বালুকাময় প্রান্তর আছে তাহাতে তামাকুর বাহুল্যরূপ চাস হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভাগে অত্যল্প পরিমাণে জন্মে এবং তাহা স্থানীয় লোকদের ব্যবহারেই শেষ হয়। তামাকু চাসের নিমিত্তে উর্ব্বরা বালিয়া মাটী অতিশয় উপযোগী, যেহেতু, যে পর্য্যন্ত চারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত মৃত্তিকা তাহাকে স্নিগ্ধ ও আর্দ্র রাখে, পরন্তু গাছ প্রস্তুত ও পাতা সকল পক্ব হইলে তাহা নীরস হইয়া যায়। এই চাসের জন্য ভূমিতে উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। সচরাচর গোময় এবং নীল থাগড়ার সার দেওয়া যায়, কিন্তু শেষোক্ত সারের বিশেষ আদর আছে কারণ তদ্দ্বারা বহুতর বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি কৃষি কার্য্যের যোগ্য হইয়াছে। তাহা এইরূপে ব্যবহার হয়, যথা— প্রথমতঃ লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র সকল কর্ষিত করিয়া হৌজ হইতে নিক্ষিপ্ত আর্দ্রীভূত নীল থাগড়া সকল লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপাকারে মৃত্তিকার তেজ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিতে হইবেক। পরে ঐ সকল স্তূপের উপরে এক এক চাপড়া মৃত্তিকা দিবেক। অনন্তর কিঞ্চিৎ কালান্তে তাহা পচিয়া উঠিলে হল চাসনা করিলে চারা রোপণার্থ মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবেক।

চারা উৎপাদনের প্রকরণ।—সচরাচর আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথমে বীজ বপন হয়। বীজের কেয়ারী সকল উত্তম মৃত্তিকায় উচ্চ করিয়া সুন্দররূপে নির্ম্মিত করিবে যে তাহাতে কাঠী বা কোন কঠিন দ্রব্য না থাকিতে পায়; অপর অতি গভীর স্থানে বীজ বুনিতে হইবেক। যদি ভারি বৃষ্টি হয়, তবে তাহার ক্ষতিকর উৎপাত হইতে চারা সকলকে রক্ষা করণার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত চালা অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবেক। কেহ কেহ এরূপ করে, যে পর্য্যন্ত চারা সকল ভূমি হইতে উত্থিত না হয়

তাবৎ পর্য্যন্ত পাতলা করিয়া পোআলীর ছাউনী দ্বারা আচ্ছাদন দেয়। বীজ বুননের ১৫ বা ২০ দিবস পরে চারা বহির্গত হয়। অপর কেয়ারীতে যখন চারা বৃদ্ধি হইবে তখন তৃণাদি নিড়াইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং বৃষ্টির বিড়ম্বনা হইতেও রক্ষা করিতে হইবে।

চারা রোপণ এবং তদনন্তর যেরূপ বিধান করা আবশ্যক তদ্বিবরণ।—অক্টোবর মাসের প্রথম ক্ষেত্রে চারা লইয়া রোপণ করণের উপযুক্ত কাল। তখন চারাতে ৫টি কিম্বা ৬টি পাতা ধরে। এইরূপ রোপণের কার্য্য ডিসেম্বরের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে যাহা রোপিত হয় তাহাতে উত্তম ফসল জন্মে না, যেহেতু সে সময়ে মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক হয় সুতরাং তাহাতে নবীন বৃক্ষের শিকড় প্রবিষ্ট না হওয়াতে তাহা বৃদ্ধি পায় না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে নিম্ন জলাভূমিতে জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত রোয়া হইয়াছে; কিন্তু এ প্রকার ভূমিতে মধ্যম প্রকার তামাকুও জন্মে না। নীলকাঠি এবং গোবরের দ্বারা উক্তমত উত্তমরূপে সার দিয়া ক্ষেত্রে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়, এবং যে প্রকার শাকাদি জন্মাইবার নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে মৃত্তিকার পাট হইয়া থাকে, তামাকুর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ যত্ন করিতে হয়। ২।৩ ফিট অন্তরে চারার শ্রেণী সকল স্থাপন করিবেক এবং প্রতি শ্রেণীতে এক চারা হইতে অপর চারা উক্তরূপ অন্তরে রোপণ করিবেক। যদি মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায় তবে যে পর্য্যন্ত শিকড় না নামিবেক তাবৎ পর্য্যন্ত জল দিতে হইবে। রৌদ্র হইতেও চারাসকলকে রক্ষা করা পরামর্শসিদ্ধ। এ নিমিত্ত কাঁচা কলা গাছের বাকড়া এক২ ফুট লম্বা করিয়া কাটিয়া দেয়, তদ্দ্বারা অতি পরিপাটীরূপে সূর্য্যাতপ হইতে কোমল চারা সকল রক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে কপির চারা স্থানান্তর করিবার সময়েও উক্ত প্রকারে আচ্ছাদন দিয়া থাকে। পরে চারা সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মৃত্তিকা উত্তম-রূপে খুসিয়া ও বনগাছ নিড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, এই কার্য্য সহজে সাধনার্থ এক খানা ক্ষুদ্র বিদাকাঠি উভয় শ্রেণীর মধ্য দিয়া উভয় দিকে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সঞ্চালিত হয়। তাহাতে উক্ত যন্ত্র মূল স্পর্শ না করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তর দিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকরণ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। বিদাকাষ্ঠ দ্বারা যে সকল আগাছা উৎপাটিত না হয় সে সকল পেষণ অথবা নিড়ানীর দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যদি মৃত্তিকায় উপযুক্ত মত সার দেওয়া না হয় তবে খলী ও গোময় একত্র করিয়া তাহার গুঁড়া মূলের চতুষ্পার্শ্বে দিয়া মৃত্তিকায় মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। যে সময়ে চারায় বড়২ পাঁচ ছয়টা পাতা বাহির হয় সেই সময় তাহার বৃদ্ধি নিবারণ নিমিত্ত পুষ্প মঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য. তাহাতে নূতন নূতন ফেঁকড়ী ও পল্লব গজিয়া উঠিবে, সে সমুদায় নির্গত হইবা মাত্র যত্ন পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিতে হইবেক। এরূপ করণের ফল এই যে তদ্দ্বারা অতি দীর্ঘ ও উত্তম গুণশালী পত্র সকল পাওয়া যাইবেক, যেহেতু চারার সমুদায় রস পত্র নিকরেই উত্থিত হয়। উক্ত প্রকরণ সমাপ্ত হইলে চারার নীচে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা থাকে, তত্তাবৎ ভাঙ্গিয়া লইয়া কিয়দ্দিবস মৃত্তিকার উপর রাখিয়া শুখাইয়া ছোট ছোট আঁটী বাঁধিয়া ছাদের নিম্নে ঝুলাইয়া রাখা যায়। এই সকল পাতা দুঃখী লোকেরা হুঁকায় সাজিয়া খায়।

পাতা কাটুনী ও প্রস্তুতকরণ। যখন পত্র সকল

সুপক্ক অর্থাৎ হরিদ্বর্ণের পরিবর্ত্তে ঈষৎ পীতবর্ণ ও আশু ভঞ্জনীয় হয় এবং তাহার সমুদয়াংশ অসমান তথা কুঞ্চিত হয়, তখনি কাটুনির কর্ম্মারম্ভ হইয়া থাকে। কাটিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃক্ষের ছাল সুদ্ধ কাটিয়া লইতে হয়। পরে পত্র সকল কাটা হইলে ভূমির উপর এরূপ নিয়মে বিস্তৃত করিয়া শুখাইতে হইবেক যে, তাহাদিগকে নোয়াইলে না ভাঙ্গে অর্থাৎ মড়্মড়িয়া না হয়। অনন্তর সে সকল লইয়া ছাওয়ায় রাখিবেক। পরন্তু প্রয়োজনানুসারে ২ কি ৪টা করিয়া পাতা আটি বাঁন্ধিয়া বাখারির উপর হাল্‌সি গাঁথিয়া পুনশ্চ তত্তাবৎ স্বল্প তৃণাচ্ছাদিত চৌড়া চালের নীচে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবেক, তথায় ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হইলে সে সকল লইয়া এক গৃহের চালের নীচে উর্দ্ধ স্থান হইতে অধোভাগ পর্য্যন্ত একটার পর আর একটা এইরূপ সারি করিয়া সাজাইতে হইবে। সেখানে সে সকল উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে নামাইয়া লইয়া নানাবিধ আকারে আটি বদ্ধ করে কিন্তু ঐ বিষয়ে এরূপ সতর্কতার আবশ্যক যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনে এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে, যেহেতু রৌদ্রের সময় পত্র সকল শুখাইলে ঠুনকা হইয়া উঠিবাতে নষ্ট হয়। এ দেশে পাতা ঘামাইবার ও গাঁজিবার প্রথা নাই কিন্তু এখানে যে সামান্য নিয়মে পাতা নির্দ্দোষ করা যায়, তৎপরিবর্ত্তে কিউবা দেশের প্রচলিত নিয়মাবলম্বন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাকু উৎপন্ন হইতে পারে। অপর আঁটি বাঁধিবার সময় নূতন বিচালীর লঘু আচ্ছাদন ব্যবহার করা যায়।

কৃষি এবং উৎপত্তির পরিমাণ প্রভৃতি। এ বিষয়ের পরিমাণ নিশ্চয়রূপে স্থির করা যায় না, অনুমান হয়, প্রতি বৎসর লক্ষ মোন উৎপন্ন হয়। এতৎ পরিমাণ বিঘা করিয়া অবধারিত হইল। এই জিলায় আনুমানিক তিন লক্ষ বিঘায় তামাকু চাস হয়; তামাকুর সহিত নীল চাসের তুলনা করাতে দেখা গিয়াছে, যেস্থলে নীলের চাস এক বিঘা সে স্থলে তামাকুর চাস তিন বিঘা ভূমিতে আছে সুতরাং ঐ জিলায় নীলের চাস এক লক্ষ বিঘায় হইয়া থাকে। সেরাজগঞ্জ, পাবনা, কালনা এবং বাঙ্গালা দেশের নিম্ন প্রদেশের যাবতীয় বন্দর ও গঞ্জের মহাজনদিগের হস্তেই রঙ্গপুরীয় তামাকুর ব্যবসা রহিয়াছে, তাহারা বর্ষাকালে বড় বড় নৌকা করিয়া আসিয়া ভরপুর বোঝাই লইয়া উপরি উক্ত স্থান সকলে লইয়া যায়। মগেরাও নৌকা করিয়া আসিয়া বহুল পরিমাণে ক্রয় করে। উৎপত্তি এবং অন্যান্য কারণানুসারে দুই টাকা হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত বাজার দরে প্রত্যেক মোনের মূল্যের ন্যূনাতিরেক হয়। যদবধি ঐ জিলায় নীলের ব্যবসা চলিয়াছে তদবধি নীল খাগড়ার উর্ব্বরাকরত্ব গুণ বিধায় প্রচুর পরিমাণে সার পাওয়াতে তামাকুর চাস বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা এই দ্রব্যের কৃষির নিমিত্ত দিবারাত্রি পরিশ্রম করে। তাহাতেই তাহারা ভূম্যধিকারী এবং মহাজনদিগের গুরুতর দাবী দিতে সক্ষম হয়। কোন্ সময়ে তামাকু এদেশে চলিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু বাঙ্গালা তামাকু শব্দের সহিত পর্ত্তুগীস তাবাকা শব্দের ঐক্য বিধায় বোধ হয় পর্ত্তুগীস জাতিরাই আনিয়া থাকিবেক। পাতা পাকিবার সময় যদি ঐ জিলায় ভারি শিলা বৃষ্টি হয় তাহা হইলে তামাকুর পত্র আশু ভঞ্জনীয় বিধায় অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

১০। তুলা।

বিলাতে নানা প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয় এজন্য তুলার খরচ অধিক। মারকিন দেশে উত্তম তুলা জন্মে। সে দেশ হইতে বিলাতে বৎসর বৎসর প্রায় ১৪ ক্রোর মোন তুলা আমদানি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দেশ হইতে বিলাতে তুলা আইসে।

যে তুলা টানিলে শীঘ্র না ছিঁড়ে ও যাহার নাম লাংষ্টেপেল তাহারি কাটতি অধিক। এইরূপ তুলা ধারওয়ার ও নাগপুরে জন্মে।

মারকিন দেশীয় তুলা এতদ্দেশীয় তুলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তাহার চাস এখানে করাতে লাভজনক হইতে পারে। নিউ আরলিন্স নামে মারকিন দেশীয় যে তুলা তাহার বীজ সবুজ ও ঐ বীজ হইতে তুলা সহজে ছাড়ান যায় না। ঐ তুলার চাস বেহার, উপর বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভাল হইতে পারে। সি আইলেণ্ড নামক যে মারকিন দেশীয় তুলা তাহার বীজ কাল এবং ঐ বীজের গায়ে তুলা কেবল লেগে থাকে, ও তাহা অতি সহজে ছাড়ান যাইতে পারা যায়। ঐ তুলার চাস সুন্দরবনে এবং বে আব বেঙ্গলের দুই ধারে উত্তম রূপ হইতে পারে।

মারকিন দেশীয় তুলার চাস করিতে গেলে ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ্চ মাসে জমি তৈয়ার করিতে হইবে। জমিতে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হইবেক ও আগাছা পরগাছা সকল পরিষ্কার করিতে হইবেক। সারের মধ্যে গোবর ও গাছপচা তুলার সারের পক্ষে উত্তম সার। লাঙ্গলের পরে জমিতে চারি চারি ফিট অন্তর আল বাঁধিয়া দিতে হইবেক, কিন্তু শুষ্ক মৃত্তিকায় আল দিবার আবশ্যক নাই একারণ বেহার পর্য্যন্ত মাটিতে আল করা চলিতে পারে। তুলার চাস জন্য এমত উচ্চ বেলে মাটি চাই, যাহাতে শিশির বড় না থাকে ও যদিও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির আবশ্যক তথাপি নীচু সেঁতসেঁতে স্থানে ইহার চাস করা অকর্ত্তব্য।

মে অথবা জুন মাসে আলের উপর ২।৩ ফিট অন্তরে তাজা বীজ ৩ নাগাদ ৬টি ১।২ ইঞ্চি অন্তর একটি একটি গর্ত্তের ভিতর পুতিবে। যখন এক স্থানে দুইটী বীজের অঙ্কুর হইবে তাহাদের তিনটি বা চারিটি পাতা বাহির হইলে গাছ ঘয়ে নাড়িয়া রাখিবে—খালের অন্য গর্ত্তে প্রয়োজন হইলে তথায় বসাইয়া দিবে। দশ দিন পরে ঐ দুইটি অঙ্কুরিত বীজের মধ্যে একটিকে নাড়িতে হইবে, ফলতঃ এক এক গর্ত্তে একটী একটী অঙ্কুরিত বীজ থাকিবে। বীজ তাজা হইলে, এবং বৃষ্টি না হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। যখন চারা গজিয়া উঠিবে তখন জমি পরিষ্কার ও নরম রাখিবার জন্য কোদাল দিতে হইবেক। জমি আলগা রাখা বড় আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে শিকড় জোরে প্রবেশ করে ও শিকড় এরূপ প্রবেশ করিলে চারা সকল নিম্ন মাটীর রস পাইয়া অনাবৃষ্টি ইত্যাদি হইতে রক্ষিত হইতে পারে। যখন চারা ১৮ ইঞ্চ উচ্চ উঠিবে, তখন জমিতে বনাজ পরিষ্কার করিয়া পুনর্ব্বার কোদাল দিতে হইবেক এবং ডাটার নিম্ন পার্শ্বে মাটি দিতে হইবেক।

বীজ বপন করিবার তিন মাসের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি না হইলে ও মাটি ভাল হইলে চারা তিন ফিট হইয়া ফুল ধরিতে আরম্ভ করিবে। ৬। ৮ সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে যখন বৃষ্টির শেষ ও অধিক শিশির জন্য চারার হানির সম্ভব নাই, কতকগুলিন গুঁটি থাকিবে। এ সময়ে দেখিতে হইবে যে ডাল পালা অথবা

পাতার দ্বারা ফুলের এবং সুঁটির হানি হইতেছে কি না—যদি হয় তবে চারার মাথা দুই এক ইঞ্চ কাটিয়া দিতে হইবেক।

সুঁটি পাকিলে বড় সাবধানে তুলিয়া আনা আবশ্যক। কৃষকের তিনটী থলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। উত্তম, মধ্যম ও অধম সুঁটি দেখিয়া থলিয়াতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবেক। সুঁটি সংগ্রহ করণের সময় এই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে, শুষ্ক পাতা ইত্যাদি তাহার সহিত মিশ্রিত না হয় কারণ এই সকল দ্রব্য সুঁটির সঙ্গে মিশ্রিত হইলে তুলা নরম হইয়া পড়ে। সংগ্রহ করণের যে পর্য্যন্ত শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত দিন দিন সংগ্রহ করা উচিত। সুঁটির মুখ খুলিতে আরম্ভ হইলে শীঘ্র তুলিয়া না লইলে শিশির ও রৌদ্র দ্বারা শুষ্ক ও শক্ত হয়। সুঁটি সংগৃহীত হইলে তৃতীয় থলিস্থ যে সকল বিবর্ণ সুটী সে সকল বাহির করিয়া বাকি ভাল সুঁটি অন্য দুই থলির সুঁটির সঙ্গে মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে কিছু কাল রৌদ্রে দিয়া তুলা বাহির করিতে হইবেক।

তুলার চাস করিতে গেলে যে ব্যয় হয় তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

তিন শত বিঘার খাজনা এক টাকার হিঃ		৩০০৲
জমি প্রস্তুত করণের খরচ ফি বিঘা ৫৲ টাকার হিং	···	১৫০০৲
বীজের মূল্য, ফি বিঘা।০	···	৭৫৲
৩০০ মোন তুলা পরিষ্কার করিবার ব্যয়		৪৫০৲
গোড়াই করিবার খরচ ফি মোন।০ হিঃ		৭৫৲
কলিকাতায় আনয়ন খরচ আন্দাজ	···	৪৫০৲
অন্যান্য বাজে খরচ	···	২২৫৲
		৩০৭৫

তিন শত বিঘায় ৩০০ মোন তুলা হইতে পারে তাহা ২০ টাকা মোনে বিক্রয় হইলে ৬০০০ টাকা হইবেক। যে জমিতে এক বৎসর তুলার চাস করা হইবেক তাহাতে পর বৎসর অন্য ফসল করিতে হইবেক। তুলা যে যে দরে বিলাতে বিক্রীত হইয়া থাকে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

বোম্বে তুলা	৪। ৫ পেন্স*	ফি	পৌণ্ড*।
মান্দ্রাজ তুলা	৫। ৬	ঐ	ঐ
বাঙ্গালা তুলা	৪। ৪॥	ঐ	ঐ
মারকিন তুলা	৬। ৯	ঐ	ঐ

এখান হইতে বিলাতে তুলা পাঠাইতে গেলে রপ্তানি খরচ, জাহাজের ভাড়া, বিমা ও সেখানকার সকল খরচ ফি পৌণ্ড ১॥ পেন্স পড়তা হয়। এতদ্দেশীয় তুলার মধ্যে ধারওয়ার, নাগপুর ও তিনিবেলির তুলা বিলাতে ভাল বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু মারকিন দেশীয় তুলাতে সর্ব্ব প্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশীয় তুলায় কেবল ঘেটে গোচের কাপড় চোপড় তৈয়ার হয়। এদেশে তুলা ভাল যে না জন্মিবে তাহার কারণ নাই। মারকিন দেশে অতিশয় যত্নে তুলার চাস হয় তাহার প্রণালী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে হাত দিয়া বিজ ছড়ান হয় তাহাতে চারার এমন ঘেস হয় যে কোদাল দিবার, পরিষ্কার করিবার অথবা ডালপালা কাটিবার স্থান থাকে না। আর এক প্রধান দোষ এই যে এদেশে বীজের পরিবর্ত্তন হয় না, মারকিন দেশে পাচ বৎসরের পর এক রকম বীজ ব্যবহার হয় না। মারকিন দেশে তুলার গাছ ৫ ফিট লম্বা হইয়া উঠে।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যে দেশ তথা হইতে তুলা পূর্ব্বে রপ্তানি হইত কিন্তু এক্ষণে যে তুলা

* এক পেনি আড়াই পয়সা ও এক পৌণ্ড প্রায় অর্দ্ধসের।

উৎপত্তি হয় তাহা তথায় খরচ হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় তুলার রপ্তানি বিলাতে অধিক হইয়েছে বটে, কিন্তু এক্ষণে মারকিন দেশে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সেখান হইতে বিলাতে তুলার রপ্তানি অল্প হইতে পারে, অতএব এ দেশে তুলার চাস বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে পারিলে লাভের সম্ভাবনা বোধ হইতেছে।

১১। খেজুরিয়া গুড়।

এপ্রেল অথবা মে মাসে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইলে খেজুর গাছের চারা ১০।১২ ফিট অন্তর অন্তর পুতিবে। গাছ পুতিলে পরে সার দেওয়া অথবা অন্য কোন ব্যয়ের আবশ্যক নাই। গাছের মধ্যে মধ্যে সরষে তিসি ইত্যাদির ফসল হইতে পারে। এক বিঘাতে ১০ ফিট অন্তর করিয়া গাছ পুতিলে ১৫০টী গাছ হইবে। ইহার পাঁচ বৎসরের ব্যয় আন্দাজি কোং সিক্কা ১০৸। পাচ বৎসরের পর রস বাহির করিলে ভাল হয়। তিন বৎসরের পর কেহ কেহ রস বাহির করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে অধিক রস পাওয়া যায় না। এক বিঘার ১৬০টী গাছ হইতে ৭৮৭৷৷০৸/০ বাজার মোন রস জন্মে এবং ঐ রসে ৮৭৸০ বাজার মোন গুড় হয়। গুড় করিবার ব্যয়ের সহিত ১০৸০ একত্র করিলে কোং সিক্কা ৫৯।০ অথবা এক এক মোন গুড়ের খরচ ৸০ পড়তা হয়। খেজুরিয়া গুড় কোং সিক্কা ২৸০।৩ টাকায় সচরাচর বিক্রয় হইয়া থাকে। খেজুর গাছের চাস বাহুল্যরূপে করিলে অর্থাৎ ১০০০।২০০০ বিঘার চাস করিলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। গাছ গুলিন শ্রেণীপূর্ব্বক পুতিলে রস সংগ্রহ অল্পব্যয়ে হইতে পারে।

১২। গিনি ঘাস।

গিনি ঘাস গো মহিষ্যাদির পক্ষে অতি উপকারক, বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে ইহার ন্যায় আর খাদ্য নাই।

প্রাতঃকালে রৌদ্র না লাগে এমত একটা স্থান আয়ত্ত করিয়া লইয়া তাহার মৃত্তিকা প্রথমতঃ সুন্দর রূপ গুঁড়া করিয়া প্রচুর রূপে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়, পরে মালী ঐ গুঁড়া মাটী হস্ত দ্বারা উপরে উপরে চাপিয়া দিয়া সেই সমস্ত বীজ যাহাতে আলগা মাটীতে চাপা পড়ে এমত করিয়া দেয়, গ্রীষ্ম বাহুল্য হইলে জল সেক না করিয়া দিন কয়েক ঐ স্থান কেবল দরমা চাপা দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপ করাতে যথেষ্ট ঘাস জন্মিয়াছে, কখন কোন ব্যাঘাত হয় নাই, নূতন নূতন ঘাস যখন তিন অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ হইয়া উঠে তখন গোড়া নষ্ট না হয় এমত করিয়া প্রত্যেক গাছ অতি সাবধানে মাটী সুদ্ধ তুলিয়া লইয়া দুই ফিট অন্তরে রীতি পূর্ব্বক রোপণ করিয়া কয়েক দিবস পর্য্যন্ত স্বায়ংকালে গোড়ায় জল দিতে দিতে ক্রমশঃ সেই নূতন মাটীতে শিকড় বদ্ধ হইয়া বসিয়া যায়।

সম্পূর্ণ।

গীতাঙ্কুর।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত

তৃতীয় সংস্করণ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

সূচী পত্র।

টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী।

গীতাঙ্কুর।

১। রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর, ওহে বিশ্বেশ্বর।
ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া হই কাতর।
দয়া কর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ়মতি,
করজোড়ে করি স্তুতি, সদা পাপে জরজর।
মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন,
তুমি হে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর॥

২। রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন।
এ নয় অসাধ্য সাধন।
কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন বন্ধন,
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন।
অনুতাপ-অগ্নি জ্বালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি,
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া কর হে দাহন।
মন অতি সমল, কর তারে নির্ম্মল,
পাইবে হে বিমল, অমূল্য রতন॥

৩। রাগিণী মোহিনীবাহার—তাল আড়া।

প্রেমময় পাবে যদি, হও প্রেমময়।
প্রেম গতি প্রেম মুক্তি প্রেম সর্ব্বাশ্রয়।
সৃজন পালন, জীবন মরণ,
তারণ কারণ সব প্রেমময়।
কোথায় অশিব, সর্ব্বত্রেতে শিব,
এ প্রেমে কি জীব, উদ্ধার না হয়।
যিনি প্রেমাধার, নিকটে তাঁহার,
মাগ প্রেমাধার, পাইবে নিশ্চয়।
পাপ বিসর্জ্জন, অকপট মন,
তাঁহাতে অর্পণ কর বিনিময়।
আত্মবৎ ভাব, হইবে স্বভাব,
মনের কুভাব, যাইবে নিশ্চয়।
কামাদি প্রবল, দেখি প্রেমবল,
ক্রমশঃ দুর্ব্বল, হবে অতিশয়।
মরণের ভয়, হইবে অভয়,
সব সুখময়, পাইবে আলয়॥

৪। রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

তব অর্চ্চনার কি ফল,
মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্ম্মবল।
ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন,
লইলে তব স্মরণ, আনন্দ বিমল।
শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব,
চিত্তের সান্ত্বনা শিব, তোমাতে কেবল।
মানবের যত ক্লেশ, তুমি হে করহ শেষ,
কৃপাকর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল

পাপেতে পতিত অতি, অগতির তুমি গতি,
কি হইবে মম গতি ভাবিয়া বিহ্বল।
তব প্রেমে এ নয়ন, যেন করে বরিষণ,
ভক্তি অশ্রু নিরঞ্জন, নিষ্পাপ নির্ম্মল॥

৫। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।
মন শোধন সাধন কর সযতন।
চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্ম দরশন।
কামের কুমতি নানা, পাইবে ঘোর যন্ত্রণা,
নির্ম্মল না হলে নির্ম্মল পাইবে কেমন।
কর্ম্মজ পাপ যেমন, মনজ পাপ তেমন,
কায় মনে শুদ্ধ হয়ে কর তাঁর স্মরণ।
ক্রোধ প্রতি কর ক্রোধ, ক্ষমা অস্ত্রে কর রোধ,
নম্রতার অগ্রে অহঙ্কারের মরণ॥

৬। রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।
বৃথা গেলরে জীবন।
কি বলিব জিজ্ঞাসিলে জীবনের জীবন।
পেয়ে বুদ্ধি বল অর্থ, করিলাম অনর্থ,
বল বুদ্ধি গেল ব্যর্থ, গেল সব ধন।
ইন্দ্রিয় সুখেতে কাল, গেল মোর সব কাল,
অবশেষে হলো কাল, কাল দরশন।
না হইল পরহিত, না হইল অনুচিত,
পাইব হে সমুচিত, দহে মম মন।
নাহি কিছু সম্বল, ধ্বংস হলো বুদ্ধি বল,
কি করি এখন বল, নিকট নিধন।
খেদ সম্বরহ নর, ভাব সেই পরাৎপর,
অপার করুণা তাঁর, দারিদ্র্য ভঞ্জন॥

৭। নানা রাগ মিশ্রিত গীত—তাল আড়া।
এ মন কল্যাণ হইবে কেমন।
কেমনে করি আমি এই সাবধান। ১।
কে দারা কে সুত মায়া অঞ্জন।
সংসার অসার ভ্রম দরশন। ২।
বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন।
চরমে ইষ্ট লাভ-কর মনন। ৩।
ভৈরব ধ্যানে কর তাঁহার ধ্যান।
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অনুষ্ঠান। ৪।
ললিত স্তবে গলিত হও মন।
প্রেম উদয়ে সুখের আগমন। ৫।
বিভাস প্রকাশ সেই নিরঞ্জন।
মুদিত নয়নে কি হবে দরশন। ৬।
গৌড় সারঙ্গে তাঁর সংকীর্ত্তন।
এক মন হয়ে কর পুনঃ পুন। ৭।
মূলতান অকপট আচরণ।
গ্রাম সুর মান নাহি প্রয়োজন। ৮।
পুরিয়া মনের সাধ সংপূরণ।
হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ॥ ৯।

৮। রাগ মালকোষ—তাল আড়া।
ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে সর্ব্বদা প্রাণান্ত।
জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন,
অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত।
কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন,
মনের অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত।
পাপ পুণ্য ফল, ভিন্ন ভিন্ন স্থল,
শুভাশুভ কর্ম্ম গুণে পাইবে অভ্রান্ত।
ভাই বন্ধু যত, হবে সমাগত,
মিলিবে তাঁহারা যদি হয় একান্ত।
ধর্ম্মের কি ভয়, হবে সদা জয়,
নিশ্চয় পাইবে সুখ অসীম অনন্ত।
পাপী স্বীয় পাপ, দহি অনুতাপ,
তাঁহার কৃপা-গুণে শেষে হবে ক্ষান্ত।
দুঃখ অকারণ, কর কি কারণ,
ভজি সত্য নিরঞ্জন, নাশ হে কৃতান্ত।

৯। রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।
বিপদ কে বলে বিপদ।
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ।

তুমি হে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার,
চরমে হবে নিস্তার, এ জন্ম বিপদ।
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ,
পাপের দারুণ ক্লেশ বাড়ায় সম্পদ।
বিপদ ঔষধি-ধন, মন কর সংশোধন,
করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ॥

১০। রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়া।

কে গো রোদন করে।
সকঙ্কণ করে মারে মস্তক উপরে।
একাকিনী চন্দ্রাননী, উন্মাদিনী পাগলিনী,
এ ধ্বনি করে কে ধনী, পরাণ শিহরে।
সিন্দুর অঞ্জন মিশি, মেঘে তড়িতের হাসি,
ধারা বহে পড়ি খসি, নয়নের নীরে।
এলোকেশী এলোমনা, বিগত-ধৈর্য্য-বন্ধনা,
শোকেতে হয়ে উন্মনা, মগনা কাতরে।
জিজ্ঞাসিলে রামা কহে, পতিশোকে হৃদি দহে
কেন শ্বাস আর বহে, এ মিথ্যা শরীরে।
পতি মোর প্রাণধন, বৃথা মোর এ জীবন,
মরিলে বাঁচে জীবন, এ শোক সাগরে।
স্থির হও গুণবতী, পিতা পুত্র ভাই পতি,
ব্রহ্মাণ্ডের যিনি পতি ভাবহ তাঁহারে।
জগৎ পতি করি পতি, হর স্বীয় দুর্গতি,
পুনর্ব্বার পাবে পতি গেলে লোকান্তরে॥

১১। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

দেখি ঘোর অন্ধকার।
তর্জ্জে গরজে তম-মেঘ বারবার।
পাপ প্রচণ্ড পবন, ছিন্ন ভিন্ন করে মন,
মত্ততা-তড়িতে বাড়ে কুমতি বিকার।
অহঙ্কার বজ্র শব্দ, নম্রতা হইছে স্তব্ধ,
শিহরে শুদ্ধতা ভয়ে হইয়া অসার।
কত কুসঙ্গ তরঙ্গ, উঠিছে যেন মাতঙ্গ,
এ আতঙ্ক করে ভঙ্গ ভরসা আমার।
বিপদের নাহি পার, কেমনে হইব পার,
তোমার কৃপা অপার, তুমি কর্ণধার॥

১২। রাগিণী পরজ—তাল আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক।
যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহলোক।
যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়,
সে আলয়ে বিরাজে যতেক পুণ্যশ্লোক।
কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা,
সুখ-রসে ভাসে সদা নাহি দুঃখ শোক!
সদাকার এই চিত, কিসে হবে পরহিত,
প্রেম বিগলিত হয়ে ভ্রমে ঐ লোক।
হলে প্রেমের প্লাবন, করে তারা দরশন,
নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্ম আলোক আলোক।
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক,
কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক॥

১৩। রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

আর কেন হও বিমোহিত, মদে পতিত।
কাল কাল না দেখিবে কর যা উচিত।
মুখেতে বলা ঈশ্বর, যদিও এ শুভকর,
কেবল এই রবে না হইবে রক্ষিত।
কি করিবে দারা পুত্র, চিত্তে কর্ম্ম মূল সূত্র,
চিত্তের সরল গুণে তরিবে নিশ্চিত।
অকপট ভক্তি কর, ত্যজ বাহ্য আড়ম্বর,
ইহাতে তাঁহার প্রীত, এই হে বিহিত॥

১৪। রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কর স্তব নর সব কর তাঁর সংকীর্ত্তন।
সেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন।
সমীরণ মন্দ মন্দ, বহে হয়ে সানন্দ,
বিকশিত পুষ্প-গন্ধ, করে বিতরণ।
বন উপবন শোভা, মিলিত অরুণ আভা,
কি আশ্চর্য্য মন লোভা, নয়ন রঞ্জন।

ডাকে নানা পক্ষিগণ, কত স্বর আলাপন,
যোগীর ধ্যান-ভঞ্জন, শ্রবণ মোহন।
আকাশের রম্য দৃষ্টি, প্রেমে পুলকিত সৃষ্টি,
দেখি এত প্রেম বৃষ্টি, স্থির কি কারণ।
উঠ উঠ সব নর, করপুটে স্তব কর,
সেবিলে সে বিশ্বাধার, সুখেতে মরণ॥

১৫। রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

ওহে ধর্ম্মব্রত জন মৌন দেখি কি কারণ।
চিত্তের অস্থৈর্য্য তুমি আশু কর নিবারণ।
দেখি পাপের উন্নতি, পুণ্যের অধম গতি,
বুঝি হইতেছে মতি, ধর্ম্মের কি প্রয়োজন।
পাপী নানা সুখ ভোগে, আনন্দে বাড়ে অরোগে
সদা থাকে যোগে যাগে, শুষ্ক ধর্ম্মপরায়ণ।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, আত্মা নাহি ধ্বংস হবে,
থাকিলে পুণ্য প্রভাবে, পাবে সুখ-নিকেতন।
পাপ পুণ্য ফলাফল, এখানে নহে কেবল,
এ হয় পরীক্ষা স্থল, এই এর নিদর্শন।
সব দণ্ড পুরস্কার, এখানে নহে বিস্তার,
এলোকে হলে নিস্তার, পরলোক কি কারণ।
ক্লেশে থাকে যেই জন, ধর্ম্ম তাঁর আভরণ,
মনের সন্তোষ ধন, কভু না হয় নিধন।
বাড়িলে সে ধনাকর, শোভাকর মনোহর,
দুঃখ শোক নাশকর, সুখকর অনুক্ষণ।
কঠোরেতে বাড়ে ধর্ম্ম, বৈভবে বৃদ্ধি অধর্ম্ম,
পরি দৃঢ়তার বর্ম্ম, ক্লেশ কর সম্বরণ।
ক্লেশ ধর্ম্ম পুরস্কার, ধন পাপ তিরস্কার,
বুঝি এই পরিষ্কার, সদা ধর্ম্মে দেও মন॥

১৬। রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তেওট।

সাজ সাজ সাজ সমরে!
আত্মা ভিতরে প্রবেশে পাপ পিশাচ সত্বরে।
কুপ্রবৃত্তি সেনাপতি, সঙ্গেতে দুর্ব্বল মতি,
ধাইছে বেগেতে অতি, মারে ছলনা শরে।
পশ্চাতে আইসে কাম, সর্ব্বদা ব্যস্ত নিজ কাম,
অশুদ্ধতা অবিরাম, সকটাক্ষে বিস্তারে।
ক্রোধ চলে তার পর, ভয়ানক ঘোরতর,
কম্পান্বিত কলেবর, মার মার চীৎকারে।
লোভ যাহা পায় ধরে, একেবারে গ্রাস করে,
কর দিয়া স্বউদরে, মুখ সদা প্রসারে।
মদ মত্তে হয়ে মদ, উন্মত্ত স্ব সম্পদ,
পান করি মদমদ, করে করে প্রহারে।
শেষে আসে অহঙ্কার, উগ্র মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ব্রহ্মাণ্ডই তুচ্ছ তার, তার শক্তি কে ধরে।
উঠ উঠ কর রণ, এ নহে সামান্য রণ, এ রণে
হলে মরণ হারাইবে অমরে।
শরীর হলে পতন, সে পতন কি পতন,
আত্মার হলে পতন, মজিবে একেবারে।

১৭। বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন।
জাননা কি কালান্তরে লোকান্তরে গমন।
কেন অলস বিলাস, কেন লালস অভ্যাস,
কেন নিশ্বাস বিশ্বাস, প্রকাশ সার চিন্তন।
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদ গদ,
কেন ত্যজ সারাস্বাদ, সর্ব্ব-শান্তি ব্রহ্ম জ্ঞান।
কেন বাহ্য আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর,
কেন সেই পরাৎপর, না কর হৃদয় ধ্যান॥

১৮। রাগিণী বিভাস—তাল মধ্যমান।

আর কেন নয়ন মুদিত।
চল চল ধর্ম্মক্ষেত্রে কর যা উচিত।
কোথায় বা অনাহার, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর,
ভ্রমে প্রাণী শীত বৃষ্টি হয়ে আচ্ছাদিত।
কোথায় বা স্বামীহীনা, ভোগে রমণী যন্ত্রণা,
কোথায় বা পিতৃমাতৃ শিশু অনাশ্রিত।
কোথায় বা রোগ ক্লেশ অনুপায়ে অবিশেষ,
কোথায় কুটীর চাল অনেকে বঞ্চিত।

কোথায় বা শোকানল, দহে সদা হৃদিদল,
শ্রাবণের ধারা বহে চক্ষু বিমোহিত।
কোথায় কলুষ রাশি, গ্রাস করে ধর্ম্মশশী,
কোথায় মূর্খতা জন্য কর্ম্ম বিপরীত।
দান শ্রম উপদেশ, ক্লেশ-বিঘ্ন-পাপ শেষ,
সাধনা হইবে হলে চিত্তেতে পীড়িত।
পরদুঃখ পরসুখ, আত্মদুঃখ আত্মসুখ,
এ বিধায় অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় পীরিত॥

১৯। রাগ ভৈঁরো—তাল আড়া।

জ্ঞানময় নিরাময় সুখময় সর্ব্বাশ্রয়।
বিচিত্র রচনা তব প্রেমময় অভিপ্রায়।
দেখিলে নভোমণ্ডল, এ আশ্চর্য্য ভূমণ্ডল,
জ্ঞান হয় কুমণ্ডল, এক পার্শ্বে রয়।
কত গ্রহ দিবাকর, কত তারা শশধর,
কত কেতু জ্যোতিষ্কবর, সব প্রাণিময়।
কি কৌশলে নিরমিত, কি কৌশলে নিয়োজিত,
কি কৌশলে নির্ব্বাহিত, বদ্ধ শৃঙ্খলায়।
করিয়াছ যে নিয়ম, নাহি তার ব্যতিক্রম,
তোমার নিয়ম-ভ্রম, দৃষ্টি নাহি হয়।
সৃষ্টি অসংখ্য অসীম, অপার তব মহিমা,
তোমাতে তব উপমা, সর্ব্ব-শক্তিময়।
অগণ্য তব সৃজন, অগণ্য তব পালন,
অগণ্য কৃপা অর্পণ, কর কৃপাময়।
কত ক্ষমা কর দান, মানবের নাহি জ্ঞান,
তোমাতে ক্রোধ বিধান, তুমি ক্ষমাময়।
যে সব রোগ মৃত্যু শোক, শিব পায় এই লোক,
না ভাবিয়া পরলোক, সুস্থির হৃদয়।
কত ক[illegible]র পর্য্যটন, দিতে সুখ অনুক্ষণ,
তব [illegible] নিয়ম ভঞ্জন, ক্লেশ নর:পায়।
সব জীবে [illegible]ড় কর, মাতাধিক স্নেহ ধর,
মহাপাপী[illegible] উদ্ধার, বিহিত সময়।
মানবের হিত জন্য, [illegible] দেহ করিয়াছ জন্য,
দিবে সুখ অসা[illegible], গেলে স্বর্গালয়॥

২০। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

একি দেখি ভয়ঙ্কর।
যেন কে প্রহারে মোরে কাঁপি থরথর।
মনজ কর্ম্মজ পাপ, দেয় নিদারুণ তাপ,
আপন স্মরণ হলো ঘোর দণ্ডধর।
যাহা ছিল অপ্রকাশ, সে এক্ষণে সপ্রকাশ,
এ জানিলে কে করিত পাপ ঘোরতর।
পরবনিতাগমন, পরবিষয়হরণ,
পরপীড়নে পীড়ন, সদা জরজর।
যেমন মন আমার, তেমন হলো আকার,
সঙ্গিগণে দেখি যেন হর-অনুচর।
ভয়ানক এই লোক, আর কোথায় নরক,
অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে অসীম কাতর।
চারি দিক অন্ধকার কেমনে হবে সুসার,
অসার কর্ম্মের ফল অবশ্য অসার।
ঊর্দ্ধেতে করে গমন, পুণ্যবান একজন,
নিকটে আনিয়া বলে হয়ে স্থিরতর।
অন্যের পাপ মোচন, অন্যকে পুণ্য প্রদান,
কাহার ক্ষমতা নাহি সৃষ্টির ভিতর।
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধাচার, ইহাতে আশু নিস্তার,
তা না হলে কর্ম্মদোষে যন্ত্রণা বিস্তর।
দয়াময় ক্ষমাসিন্ধু, দেন সবে কৃপা ইন্দু,
এ কারণ পাপী তাপী হয় কালান্তর।
হয়ো না সান্ত্বনান্তর, ভাবান্তর গত্যন্তর,
যদি পাবে হও নিরন্তর তাপান্তর॥

২১। রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

কত পাইবে যতন, ওহে ধর্ম্মপরায়ণ,
যখন হইবে মুক্ত শরীরবন্ধন।
প্রজ্বলিত অনুতাপ, নাশিয়াছে তব পাপ,
এমন পুণ্য প্রতাপ, সুখেতে গমন।
দূরে যাবে রোগ শোক, সুখময় নানা লোক,
শোভিত সদা আলোক, হবে দরশন।

কেহ না করিবে রোধ, ন বিবাদ ন বিরোধ,
পরহিত অনুরোধ, সদা বরিষণ।
কত দৃশ্য মনোহর, কত ধ্বনি সুখকর,
কত গন্ধ মত্তকর, পাবে অনুক্ষণ।
যেমন হয়েছ নত, হইবে হে উন্নত,
জ্ঞান প্রেমে ক্রমাগত, ক্রমশঃ বর্দ্ধন।
দয়ালু দেবতা যত, মিলিবে প্রফুল্ল চিত,
সঙ্কীর্ত্তন প্রেমামৃত, থাকিবে মগন।
দেখিবে হে নিরঞ্জন, সর্ব্ব তাপ বিমোচন,
সর্ব্ব হৃদয় ধন, রতন-রতন॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়া।
ধামে যাবে যদি কর আয়োজন।
ভক্তি কাণ্ডারি হইলে অভ্রান্তে গমন।
ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম,
এই খানে সেই ধাম, করাইবে প্রদর্শন।
ভক্তির কর যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি,
ভক্তিতেই পাবে মুক্তি এই স্থির কর মন॥

২৩। রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল মধ্যমান।
কৃপাময় কৃপা কর এ অভাজনে।
অন্তরেতে সুখস্রোত ভাসমান তব ধ্যানে।
নানা তরঙ্গের রঙ্গ, একাগমে অঙ্গ ভঙ্গ,
ছাড়িলে তোমার সঙ্গ, কুরঙ্গ তাড়িত বনে॥

২৪। রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল মধ্যমান।
মন্‌জেল মন্‌জেল চলে চল ভাই।
মনে করো না আগে মন্‌জেল নাই।
যত মন্‌জেল যাবে, দুখ বিগত হইবে,
সুখাকাশ প্রকাশিবে, দিবা রাত্র নাই।
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব,
তব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে সদাই॥

২৫। রাগিণী সুরট—তাল আড়া।
কেন বাহিরে ভ্রমণ? ইদং তীর্থমিদং
কার্য্যং নানা ধর্ম্ম সৃজন।
অন্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন।
মত বিশ্বাসের শেষ, কে করিতে পারে শেষ
বাহ্য গুরু আচার্য্যের নানা মত বরিষণ।
নানাত্ব একত্ব হবে, আত্মসম হবে যবে,
আত্মারি স্বর্গেতে হবে, তর্ক নরক বিলীন।
অনন্তং সত্যং জ্ঞানং, অনন্তং সত্যং ধ্যানং,
অনন্ত আত্মার শক্তি স্বশক্তিতে বর্দ্ধন।
হইলে হে জীব শিব, দেখিবে হে সব শিব,
পরমশিবত্ব তত্ত্ব নিয়ত নিধিধ্যাসন॥

২৬। রাগিণী সুরট—তাল আড়া।
মঙ্গল সাধন কর ভাবিয়া মঙ্গলময়।
মঙ্গলে পুরিবে চিত্ত দূরে যাবে দুরাশয়।
পর দুঃখ বিমোচন, পর সুখ বিবর্দ্ধন,
প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে সম্বল হয়।
আর যা ভাব মঙ্গল, সে কেবল অমঙ্গল,
অনিত্য সুখেতে নিত্য না পাবে আনন্দালয়!
কি মঙ্গল বরিষণ, করিছেন নিরঞ্জন,
স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রয়॥

২৭। রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।
তব জ্যোতি অতি মনোহর। হে বিশ্বধর!
প্রকৃত পকৃত শুভ্র সর্ব্ব লোক শান্তি কর।
দিবাকর দিবাকর, শশধর শশধর,
কোটী তারা কোটী সৃষ্টিধর দীপ্তিকর।
নীল পীত নানা বর্ণ, জলে স্থলে পরি[illegible]
কি প্রভা কি আভা শোভা কানন ভিতর।
সুশোভে তব বদন, সত্য-প্রেম-প্র[illegible]
বিকাশে হৃদি আকাশে যেন হিতকর
হলে পাপের বিনাশ, পুণ্য মূ[illegible]
নয়নের নয়ন নহে নয়নগোচর।
কুরূপা কুৎসিতা রামা, তা[illegible]
পতিব্রতা পবিত্রতা যদি চি[illegible]
সদা ভাবি তব জ্যো[illegible] [illegible] প্রতি
দেখিতে দেখিতে যে [illegible] সুন্দর॥

২৮। রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে!
যেখানে ভ্রমণ কর সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি-ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী।
স্নান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থে সদা সুখী,
ধন মান চাহি না'কে শান্তি:অভিলাষী॥

২৯। রাগিণী ঝিঁ ঝিট—তাল:মধ্যমান।

কি দিব তোমারে বল না হৃদয়ের ধন!
কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা।
প্রদান করহ চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত,
হলে তোমায় অর্পিত, পুরিবে বাসনা।
সত স্নেহ প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি,
আর কেন পাপ মরি ঘুচাও যন্ত্রণা॥

৩০। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

মন তো দুর্ব্বল নহে যদি থাকে প্রকৃত।
পাপেতে দুর্ব্বল মতি পাপে করে বিকৃত।
পরিষ্কার সংস্কার আবিষ্কার হে কত।
নিরঞ্জন সযতন:মনে হয় আবৃত।
সার জ্ঞান দূর জ্ঞান সদা মনে উদিত।
সৃষ্টি কার্য্য সব ধার্য্য বিনাচার্য্য গৃহীত।
ভব ভাব ব্যর্থ ভাব ক্রমে ক্রমে দুরিত।
সার ভাব শুদ্ধভাবে ভাবেতে হয় ভাবিত।
ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ সদানন্দ অমৃত।
করি পান পায় ত্রাণ ভোগে সুখ অচ্যুত।

৩১। রাগিণী সুহিনী—তাল মধ্যমান।

কত পাপ করিয়াছি তোমার নিকট,
তথাপি না ত্যাগ কর রেখেছ নিকট।
করে ধরি কুসন্তান, ক্রোড়ে মাতা দেন স্থান,
সান্ত্বনা-সুধাতে দূর করেন সঙ্কট।
ততোধিক তবদয়া, দিয়া স্বীয় পদ ছায়া,
কালে নাশ কর তাপ পাপ বিকট॥

৩২। রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়া।

তবে কেন নয়নের বারি নিবারি।
যদি এই বারিতে পাই সেই রূপের মাধুরী।
রোদনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন,
নাশিবে শাস্তি তপন, পাপ সর্ব্বরী।
পরে পাইবে যে হাস্য: সে হাস্য নয় উপহাস্য
সদা আনন্দ প্রকাশ্য, সুধা সর্ব্বোপরি॥

৩৩ রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল মধ্যমান।

তব অধীন মোরে কর, ওহে বিশ্বধর।
তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ঙ্কর।
গতি শক্তি জীবন, সকলের তুমি জীবন,
ইচ্ছা মোর কর প্রভো যে ইচ্ছা তোমার॥

৩৪। রাগিণী ঝিঁ ঝিট—তাল আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক'
দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক;
যদুপতি, ব্রজপতি, কভু নহে সে মুরতি,
দেখারে সে হৃদিপতি, ভূলোক দ্যুলোক॥

৩৫। রাগ শ্রী—তাল কাওয়ালি।

প্রেমনগরে চল যাই।
সেই প্রেমময় প্রেমেশ্বরের দিব হে দোহাই'
প্রেমেতে মগন হব, প্রেমামৃত পান করিব,
প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই॥